ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

মহর্ষিকপিল-প্রণীত-

সাংখ্যদর্শনম্।

শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিত-প্রবচন-ভাষ্য-সহিতম্

বঙ্গভাষানুবাদ সম্বলিতঞ্চ।

শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সাত্ত্বানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার

ক্রমনী" এবং "দর্শনশাস্ত্রাদি" প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

(যোড়াসাঁকো ; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮০ নং, নব-সারস্বত-যন্ত্রে

শ্রীনন্দকুমার বসু-দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৭, আশ্বিন।

বিজ্ঞাপন।

মূল, শ্রুতি, ভাষ্য, টীকা ও দীপিকা (যাহাতে যাহা আছে) এবং বাঙ্গলা-অনুবাদ সহিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

উপনিষৎ—			মূল্য		মাশুল।
ঋগ্বেদীয়	"ঐতরেয়োপনিষৎ"	...	।৶০	...	৴১
সামবেদীয় শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়	"কেনোপনিষৎ" ও "ঈশোপনিষৎ"	...	।৶০	..	৴১
" "	"মুক্তিকোপনিষৎ"	...	।৴-		৴৲
কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়	"শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ"	...	১।০	...	/০
" "	"কঠোপনিষৎ"	..	১৲	..	৴১০
" "	"তৈত্তিরীয়োপনিষৎ"	...	১।৶০	...	/০
" " " "	"তেজোবিন্দু, ধ্যানবিন্দু ও অমৃতবিন্দু-উপনিষৎ"	...	।৶০	...	৴১০
অথর্ব্ববেদীয় " "	"অথর্ব্বশির-উপনিষৎ" ও"অথর্ব্বশিখোপনিষৎ	..	॥৶০	.	৴১০
" "	"প্রশ্নোপনিষৎ"	..	৸০		৴১০
" "	"মুণ্ডকোপনিষৎ"	...	॥৴০	...	৴১০
গৌড়পাদীয়কারিকার অনুবাদ-সহিত অথর্ব্ববেদীয়	"মাণ্ডূক্যোপনিষৎ"	...	১॥৶০	.	/০

☞ অতঃপর এইপ্রকার নিয়মে চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতে চলিল।

"পঞ্চদশী"	...	৬॥০	...	৶
প্রবচনভাষ্য-সহিত "সাংখ্যদর্শন"	...	৪৲	...	৶
"পাতঞ্জলদর্শন"	...	১॥৵০	...	/
"সাংখ্যসার"	...	১।৵০	...	/
"শাণ্ডিল্য-সূত্র" (ভক্তিমীমাংসাগ্রন্থ)	...	১৲	...	/

বেদান্তরত্নাবলীর—প্রথমকল্পে "সিদ্ধান্তবিন্দুসার" শঙ্করাচার্য্যের "নিবঞ্জনাষ্টক" শাঙ্করভাষ্য সহিত "হস্তামলক" এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা সহিত "বেদান্তসার" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ আনা ডাকমাশুল /০ আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—দ্বিতীয়কল্পে শঙ্করাচর্য্যের "আত্মবোধ" ও সটীক "অপরোক্ষানুভূতি" একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল /০ আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—তৃতীয়কল্পে সটীক-"প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক" এবং শঙ্করাচার্য্যের "তত্ত্বোপদেশ" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২।০ আনা ডাকমাশুল ৶০ আনা।

মধ্বভাষ্য-সহিত "পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন" (যাহা "ব্রহ্মমীমাংসা" নামে খ্যাত) ছাপা হইতেছে।

(ক্রমশঃ

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় ।

মহর্ষিকপিল-প্রণীত-

সাংখ্যদর্শনম্ ।

শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিত-প্রবচন-ভাষ্য-সহিতম্

বঙ্গভাষানুবাদ-সম্বলিতঞ্চ ।

শ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপানিষৎ" "বেদান্তসার" "

"পঞ্চদশী" এবং "দর্শনশাস্ত্রাদি" প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ।

(যোড়াসাঁকো ; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা ।)

কলিকাতা ।

বাগবাজার রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে

শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত ।

শকাব্দাঃ ১৮০৭, আশ্বিন ।

ভূমিকা

—০০—

আমি পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে "পাতঞ্জলদর্শন" খানি সম্পূর্ণ করিয়া শ্রীশ্রীমদাচার্য্য-মহাপ্রভুর প্রসাদে অধুনা "সাংখ্যদর্শন" খানিও অনুবাদ-সহিত প্রকাশিত করিলাম। রন্তু অবশিষ্ট দর্শন কয়েকখানি, অর্থাৎ বাৎসায়নকৃত ভাষ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথকৃত বৃত্তি-সহিত গৌতমের ন্যায়," শ্রীশঙ্করমিশ্রের ভাষ্যসহিত কণাদের "বৈশেষিক," শ্রীযুক্ত আচার্য্যভট্ট শবরস্বামীকৃত ভাষ্য-সহিত জৈমিনির "পূর্ব্ব ও উত্তরমীমাংসা" এবং শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবৎপাদকৃত ভাষ্য ও শ্রীগোবিন্দানন্দকৃত টীকা-সহিত মহর্ষি বেদব্যাসকৃত "শারীরিক মীমাংসা" যাহা "বেদান্তদর্শন" নামে প্রসিদ্ধ, বঙ্গানুবাদ-সহিত প্রকাশিত করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা রহিল; কিন্তু সাধু মহাত্মাদিগের আশীর্ব্বাদ এবং গ্রাহকমহোদয়-গণের উৎসাহ থাকিলে যে নিশ্চয়ই আমার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অলমিতি।

উপনিষৎকার্য্যালয়
১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট;
যোড়াসাঁকো; কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল,
সম্পাদক।

শ্রীশ্রীপরমেশ্বরায় নমঃ ॥

সাংখ্যদর্শনম্।

ভূমিকা।

—oo—

একোঽদ্বিতীয় ইতি বেদবচাংসি পুংসি
সর্ব্বাভিমানবিনিবর্ত্তনতোঽস্য মুক্ত্যৈ।
বৈধর্ম্ম্যলক্ষণভিদা বিরহং বদন্তি
নাখণ্ডতাং খ ইব ধর্ম্মশতাবিরোধাৎ ॥
তস্য শ্রুতস্য মননার্থমথোপদেষ্টুঃ
সদ্‌যুক্তিজালমিহ সাংখ্যকৃদাবিরাসীৎ।
নারায়ণঃ কপিলমূর্ত্তিবশেষদুঃখ-
হানায় জীবনিবহস্য নমোঽস্তু তস্মৈ ॥
নানোপাধিষু যন্নানারূপং ভাত্যনলার্কবৎ।
তৎ সমং সর্ব্বভূতেষু চিৎসামান্যমুপাস্মহে ॥
ঈশ্বরানীশ্বরত্বাদি চিদেকরসবস্তুনি।
বিমূঢ়া যত্র পশ্যন্তি তদস্মি পরমং মহঃ ॥
কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম্।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ ॥
চিদচিদ্‌গ্রন্থিভেদেন মোচয়িষ্যে চিতোঽপি চ।
সাংখ্যভাষ্যমিষেণাস্মাৎ প্রীয়তাং মোক্ষদো হরিঃ ॥
তৎ ত্বমেব ত্বমেবৈতদেবং শ্রুতিশতোদিতম্।
সর্ব্বাত্মনামবৈধর্ম্ম্যং শাস্ত্রস্যাস্যৈব গোচরঃ ॥

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইত্যাদি-শ্রুতিষু পরমপুরুষার্থসাধনস্যাত্মসাক্ষাৎকারস্য হেতুতয়া শ্রবণাদিত্রয়ং বিহিতম্। তত্র শ্রবণাদাবুপায়াকাঙ্ক্ষায়াং স্মর্য্যতে। "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।" ইতি ধ্যেয়ো যোগশাস্ত্রপ্রকারেণেতি শেষঃ। তত্র শ্রুতিভ্যঃ শ্রুতেষু পুরুষার্থতদ্ধেতুজ্ঞানতদ্বিষয়াত্মস্বরূপাদিষু শ্রুত্যবিরোধিনীরুপপত্তীঃ ষড়ধ্যায়ীরূপেণ বিবেকশাস্ত্রেণ কপিলমূর্ত্তির্ভগবানুপদিদেশ। নম্বু ন্যায়বৈশেষিকাভ্যামপ্যেতেম্বর্থেষু ন্যায়ঃ প্রদর্শিত ইতি তাভ্যামস্য গতার্থত্বং সগুণনির্গুণত্বাদিবিরুদ্ধরূপৈরাত্মসাধকতয়া তদ্যুক্তিভিরত্রত্যযুক্তীনাং বিরোধেনোভয়োরপি দুর্ঘটঞ্চ প্রামাণ্যমিতি। নৈবম্ ব্যাবহারিকপারমার্থিকরূপবিষয়ভেদেন গতার্থত্ব-

---

"শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা সর্ব্বদা আত্মসাক্ষাৎকার করিবে।" ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই উপায়ত্রয়ই পরমপুরুষার্থ—সাধন আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু বলিয়া উক্ত আছে এবং কিরূপে শ্রবণাদি করিবে, তাহাও শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, "শ্রুতিবাক্যানুসারে আত্মতত্ত্বশ্রবণ করিবে এবং উপপত্তি, অর্থাৎ বিবিধ প্রমাণদ্বারা পরমাত্মার মনন করিবে।" অনন্তর যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে আত্মার ধ্যান করিবে। এই নিমিত্তই শ্রবণাদিত্রয় আত্মদর্শনের হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কপিলমূর্ত্তিধারী ভগবান্ যে বিবিধ শ্রুতির সার-সঙ্কলন করিয়া পরমপুরুষার্থসাধন আত্মসাক্ষাৎকারের হেতুভূত পরমাত্মজ্ঞানবিষয়ে শ্রুতির অবিরোধিনী বিবিধ উপপত্তি উপদেশ করিয়াছেন, এইক্ষণ সেই সকল উপপত্তি ষড়ধ্যায়রূপ এই বিবেকশাস্ত্রে বিবৃত হইতেছে। যদি বল, ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনে এই সকল উপপত্তি সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং সেই সকল উপপত্তির পুনর্ব্বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ তাহাদের সহিত বিরোধও দেখা যাইতেছে; কারণ তাঁহারা সগুণব্রহ্মের উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কপিলমতে নির্গুণব্রহ্মই প্রতিপাদ্য; সুতরাং নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের যুক্তির সহিত অত্রত্য কপিলযুক্তির বিশেষ বিরোধ দেখা যাইতেছে; অতএব উভয়মতেরই প্রামাণ্য দুর্ঘট হইল। তথাপি ব্যবহারিক পারমার্থিক-

বিরোধয়োরভাবাৎ। ন্যায়বৈশেষিকাভ্যাং হি সুখিদুঃখ্যাদ্যনুবাদতো দেহাদিমাত্রবিবেকেনাত্মা প্রথমভূমিকায়ামনুমাপিতঃ। একদা পরসূক্ষ্মে প্রবেশাসম্ভবাৎ। তদীয়ং চ জ্ঞানং দেহাদ্যাত্মতানিরসনেন ব্যাবহারিকং তত্ত্বজ্ঞানং ভবত্যেব। যথা পুরুষে স্থাণুভ্রমনিরাসকতয়া করচরণাদিমত্ত্বজ্ঞানং ব্যবহারতস্তত্ত্বজ্ঞানং তদ্বৎ। অতএব "প্রকৃতেগুর্ণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু। তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥" ইতি গীতায়াং কর্ত্তৃত্বাভিমানিনস্তার্কিকস্যাকৃৎস্নবিত্ত্বমেব কৃৎস্নবিৎসাংখ্যাপেক্ষয়োক্তম্। ন তু সর্ব্বথৈবাজ্ঞত্বমিতি। তথা তদীয়মপি জ্ঞানমপরবৈরাগ্যদ্বারা পরম্পরয়া মোক্ষসাধনং ভবত্যেবেতি। তজ্জ্ঞানাপেক্ষয়াপি চ সাংখ্যজ্ঞানমেব পার-

---

রূপ বিষয়ভেদ পর্য্যালোচনা করিলে কপিলবাক্যের নিষ্প্রয়োজনতা ও বিরোধ কিছুই থাকিবে না। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা যে সগুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা ব্যবহারিকমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের নির্গুণত্বই সৎকল্প, অর্থাৎ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা প্রথমকল্পে আত্মাকে দেহাদির অতিরিক্ত সুখদুঃখের আশ্রয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। যেহেতু একদা পরম সূক্ষ্ম-বিষয়ে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। এই নিমিত্ত তাহাদিগের জ্ঞান দেহাদির আত্মতা নিরাসপূর্ব্বক ব্যবহারিকতত্ত্বজ্ঞানরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। যেমন পুরুষেতে স্থাণু (শাখাহীনবৃক্ষ) ভ্রম হইলে সেই পুরুষের করচরণাদি-জ্ঞান ঐ ভ্রমের নিরাস করে এবং সেই করচরণাদিজ্ঞানকে ব্যবহারিক-তত্ত্ব-জ্ঞান বলা যায়, সেইরূপ সগুণব্রহ্মবিজ্ঞানও ব্যবহারিক-তত্ত্বজ্ঞান। কারণ ইহা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান নহে। "যাহারা প্রকৃতির গুণে বিমূঢ় হইয়া আত্মার গুণ-কর্ম্ম স্বীকার করে, তাহারা অসর্ব্বদর্শী, কোনরূপেও তাহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না। যাহারা সর্ব্বজ্ঞ, তাহারা কখনও অসর্ব্বদর্শীদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইবে না।" (গীঃ অং ৩, শ্লোঃ ২৯) ইত্যাদি গীতাবাক্যে কর্ত্তৃত্বাভিমানী তার্কিকদিগকে অসর্ব্বদর্শী বলা যায়। যদিও তাহারা অসর্ব্বদর্শী হউক না কেন, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞ নহে। কেবল সাংখ্যাপেক্ষাই তাহাদিগের অনভিজ্ঞত্ব এবং তাহাদিগের জ্ঞানকে পরম্পরারূপে মোক্ষসাধন বলা যায়। যেহেতু প্রথমতঃ তাহাদিগের যেরূপ জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানদ্বারা অপর বৈরাগ্য

মার্থিকং পরবৈরাগ্যদ্বারা সাক্ষান্মোক্ষসাধনং চ ভবতি। উক্তগীতাবাক্যে-নাত্মাকর্তৃত্ববিত্ত্বস্যৈব কৃৎস্নবিত্ত্বসিদ্ধেঃ। তীর্ণো হি তদা ভবতি হৃদয়স্য শোকান্ কামাদিকং মন এব মন্যমানঃ সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব স যদত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবতীত্যাদি তাত্ত্বিকশ্রুতিশতৈঃ। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে। নির্ব্বাণময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োঽমলঃ। দুঃখাজ্ঞানময়া ধর্ম্মাঃ প্রকৃতেস্তে তু নাত্মনঃ।" ইত্যাদিতাত্ত্বিকস্মৃতিশতৈশ্চ। ন্যায়বৈশেষিকোক্তজ্ঞানস্য পরমার্থভূমৌ বাধিতত্বাচ্চ।

ন চৈতাবতা ন্যায়াদ্যপ্রামাণ্যম্। বিবক্ষিতার্থে দেহাদ্যতিরেকাংশে বাধাভাবাদ্ যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি ন্যায়াৎ। আত্মনি সুখাদিমত্ত্বস্য

উপস্থিত হইয়া মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। তাহাদিগের জ্ঞানাপেক্ষা সাংখ্যজ্ঞানই পারমার্থিকজ্ঞান। এই সাংখ্যজ্ঞানদ্বারা পরম বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়; সুতরাং এই জ্ঞানই সাক্ষাৎ মোক্ষসাধন। উক্ত গীতাবাক্যে জানা যায় যে, যাহারা আত্মকর্তৃত্ববিৎ, তাহারাই সর্ব্বদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞ। অন্যান্য শ্রুতিপ্রমাণেও জানা যায় যে, যাঁহারা শোকও কামাদি মনের ধর্ম্ম বলিয়া জানেন, তাঁহারাই সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ইত্যাদি শতশত শ্রুতিবাক্যে ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত জ্ঞানের পরমার্থতা বাধিত হইতেছে। "সর্ব্বত্র যে সকল কর্ম্ম দেখা যাইতেছে, তৎসমুদায়ই প্রকৃতির কার্য্য। যাহারা অহঙ্কারবিমূঢ়, তাহারাই 'আমি কর্তা' বলিয়া মনে করে। বাস্তবিক আত্মার কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব নাই, কেবল প্রকৃতিরই কর্ম্মসকল দৃষ্টিগোচর হয়। আত্মা জ্ঞানময় ও নির্ম্মল। দুঃখাদি প্রকৃতির ধর্ম্ম, উহা আত্মার নহে।" ইত্যাদি শতশত স্মৃতিবাক্যেও ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত জ্ঞানের পরমার্থতা বাধিত হইতেছে।

যদি ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত জ্ঞান পরমার্থজ্ঞানই না হইল, তবে আর তাহাদিগের প্রামাণ্যস্বীকার করি কেন? তথাপি বিবক্ষিত দেহাদির অতিরিক্তাংশে বাধাভাবপ্রযুক্ত ন্যায় ও বৈশেষিকবাক্য অপ্রমাণ বলা যায় না। যাহার যে বিষয় বিবক্ষিত, সে সেই বিষয় প্রতিপাদন করিলেই তাহার বাক্যের সার্থকতা থাকে। ন্যায় ও বৈশেষিকেরা আত্মার সগুণতা

লোকসিদ্ধতয়া তত্র প্রমাণানপেক্ষণেন তদংশস্থানুবাদত্বান্ন শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বিষয়ত্বমিতি।

স্যাদেতৎ। ন্যায়বৈশেষিকাভ্যামত্রাবিরোধো ভবতু। ব্রহ্মমীমাংসাযোগাভ্যাং তু বিরোধোঽস্ত্যেব। তাভ্যাং নিত্যেশ্বরসাধনাৎ। অত্র চেশ্বরস্য প্রতিষিধ্যমানত্বাৎ। ন চাত্রাপি ব্যাবহারিকপারমার্থিকভেদেন সেশ্বরনিরীশ্বরবাদয়োরবিরোধোঽস্তু সেশ্বরবাদস্যোপাসনাপরত্বসম্ভবাদিতি বাচ্যম্। বিনিগমকাভাবাৎ। ঈশ্বরো হি দুর্জ্ঞেয় ইতি নিরীশ্বরত্বমপি লোকব্যবহারসিদ্ধমৈশ্বর্য্য-বৈরাগ্যায়ানুবদিতুং শক্যত আত্মনঃ সগুণত্বমিব ন তু কাপি শ্রুত্যাদাবীশ্বরঃ স্ফুটং প্রতিষিধ্যতে যেন সেশ্বরবাদস্যৈব ব্যাবহারিকত্বমবধার্য্যেতেতি। অত্রো-

---

প্রতিপাদন করিবে, ইহাই তাহাদিগের অভিলষিত; সুতরাং তাহাই তাহারা প্রতিপাদন করিয়াছে। "আত্মার সুখাদি ধর্ম্ম লোকপ্রসিদ্ধ, তাহাতে প্রমাণাভাবের অপেক্ষা নাই।" ন্যায় ও বৈশেষিকশাস্ত্রে এই অংশই অনুবাদিত হইয়াছে; সুতরাং তাহাদিগের কথিত বিষয় এই শাস্ত্রের তাৎপর্য্যান্তর্গত নহে।

যেরূপে ন্যায় ও বৈশেষিকদিগের সহিত বিরোধভঞ্জন করা হইল, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু ব্রহ্মমীমাংসা ও যোগসূত্রের সহিত সম্পূর্ণ বিরোধ দেখিতেছি। ব্রহ্মমীমাংসা ও যোগসূত্রকার নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। সাংখ্যমতে ঈশ্বর স্বীকৃত নহে এবং ইহাও স্বীকার করা যায় না যে, ব্যবহারিক-পারমার্থিকভেদে সেশ্বরনিরীশ্বরবাদ অবিরুদ্ধ। যেহেতু ঈশ্বরবাদীদিগের উপাসনাই উদ্দেশ্য, অতএব সেশ্বরবাদকে ব্যবহারিক বলা যায় না। তবে একমাত্র প্রমাণাভাবই হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয়, এই নিমিত্তই নিরীশ্বরবাদ ব্যবহারসিদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাহইলেই ঐশ্বর্য্য-বৈরাগ্য হইতে পারে। যদি ঈশ্বর স্বীকার কর, তাহাহইলে নিত্য ঐশ্বর্য্যও স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং ঐশ্বর্য্য-বৈরাগ্য সম্ভবে না। পরন্তু আত্মার সগুণত্ব যেমন সর্ব্বশ্রুতিতেই প্রতিষিদ্ধ আছে, সেইরূপ কোন শ্রুতিতেই স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের প্রতিষেধ উক্ত নাই যে, তুমি সেই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া সেশ্বরবাদকে ব্যবহারিকরূপে অবধারণ করিবে। বিশেষতঃ

চ্যতে। অত্রাপি ব্যাবহারিকপারমার্থিকভাবো নাস্তি। "অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।" ইত্যাদিশাস্ত্রৈর্নিরীশ্বরবাদস্য নিন্দিতত্বাৎ। অস্মিন্নেব শাস্ত্রে ব্যাবহারিকস্যৈবেশ্বরপ্রতিষেধস্যৈশ্বর্য্যবৈরাগ্যার্থমনুবাদস্যৌচিত্যাৎ। যদি হি লৌকায়তিকমতানুসারেণ নিত্যৈশ্বর্য্যং ন প্রতিষিধ্যেত তদা পরিপূর্ণ নিত্যনির্দ্দোষৈশ্বর্য্যদর্শনেন তত্র চিত্তাবেশতো বিবেকাভ্যাসপ্রতিবন্ধঃ স্যাদিতি সাংখ্যাচার্য্যাণামাশয়ঃ। সেশ্বরবাদস্য ন কাপি নিন্দাদিকমস্তি। যেনোপাসনাদিপরতয়া তৎ শাস্ত্রং সঙ্কোচ্যেত। যত্তু—"নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্। অত্র বঃ সংশয়ো মা ভূজ্জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্॥" ইত্যাদি বাক্যম্। তদ্বিবেকাংশ এব সাংখ্যজ্ঞানস্য দর্শনান্তরেভ্য উৎকর্ষং প্রতিপাদয়তি ন ত্বীশ্বরপ্রতিষেধাংশেঽপি। তথা পরাশরাদ্যখিল-শিষ্টসংবাদাদপি সেশ্বরবাদস্যৈব পারমার্থিকত্বমবধার্য্যতে। অপি চ। "অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্যযোগয়োঃ। ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোঽংশঃ

"এই জগৎ অপ্রতিষ্ঠ ও অনীশ্বর" ইত্যাদিশাস্ত্রে নিরীশ্বরবাদের নিন্দাশ্রবণপ্রযুক্ত ঈশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদের ব্যবহারিক-পারমার্থিকভাব হইতে পারে না। এই শাস্ত্রে ঐশ্বর্য্য-বৈরাগ্যের নিমিত্তই ঈশ্বরবাদের প্রতিষেধ ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি বৌদ্ধমতানুসারে নিত্য ঐশ্বর্য্য প্রতিষেধ না কর, তাহাহইলে পরিপূর্ণ নিত্য নির্দ্দোষ ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাহাতে চিত্তের অভিনিবেশ হইয়া বিবেকাভ্যাসের প্রতিবন্ধক হইতে পারে; ইহাই সাংখ্যাচার্য্যের অভিপ্রায়। সেশ্বরবাদের কোন শাস্ত্রেও নিন্দাশ্রুতি নাই যে, সেই শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া "সেশ্বরবাদশাস্ত্র কেবল উপাসনাপর" এই বলিয়া তাহার সঙ্কোচ করিবে। বিশেষতঃ "সাংখ্যজ্ঞানের তুল্য জ্ঞান নাই ও যোগবলের ন্যায় বল নাই। এই বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় করিবে না, সাংখ্যজ্ঞানই প্রধানজ্ঞান।" এই বাক্যে বিবেকাংশেই দর্শনান্তর অপেক্ষা সাংখ্যজ্ঞানের উৎকর্ষতা প্রতিপাদিত হইতেছে, ঈশ্বরপ্রতিষেধাংশে তাহার উৎকর্ষ নাই এবং পরাশরাদি নিখিল শিষ্টবর্গসংবাদেও সেশ্বরবাদের পারমার্থিকত্ব অবধারিত হইয়াছে। শাস্ত্রান্তরপ্রমাণে আরও জানা যায় যে, "যে সকল মনুষ্য শ্রুতি-পরায়ণ, তাহারা গৌতম, কণাদ, সাংখ্য, পতঞ্জলি ইহাঁদিগের প্রণীতগ্রন্থে

শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ। জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন। শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥" ইতি পরাশরোপপুরাণাদিভ্যোঽপি ব্রহ্মমীমাংসায়া ঈশ্বরাংশে বলবত্বং। তথা—"ন্যায়তন্ত্রাণ্যনেকানি তৈস্তৈরুক্তানি বাদিভিঃ। হেত্বাগমসদাচারৈর্যদ্‌যুক্তং তদুপাস্যতাম্॥" ইতি মোক্ষধর্ম্মবাক্যাদপি পরাশরাদ্যখিলশিষ্টব্যবহারেণ* ব্রহ্মমীমাংসান্যায়বৈশেষিকাদ্যুক্ত ঈশ্বরসাধকন্যায় এব গ্রাহ্যো বলবত্বাৎ। তথা। "যং ন পশ্যন্তি ...োন্দ্রাঃ সাংখ্যা অপি মহেশ্বরম্। অনাদিনিধনং ব্রহ্ম তমেব শরণং ব্রজ।" ...দিকৌর্ম্মাদিবাক্যৈঃ সাংখ্যানামীশ্বরাজ্ঞানস্যৈব নারায়ণাদিনা প্রোক্ত...। কিঞ্চ ব্রহ্মমীমাংসায়া ঈশ্বর এব মুখ্যো বিষয় উপক্রমাদিভিরবধৃতঃ। ...ংশে তস্য বাধে শাস্ত্রস্যৈবাপ্রামাণ্যং স্যাদ্‌ যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি ...াৎ। সাংখ্যশাস্ত্রস্য তু পুরুষার্থতৎসাধনপ্রকৃতিপুরুষবিবেকাবেব মুখ্যো

...তিবিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিবে। জৈমিনি ও ব্যাসপ্রণীত গ্রন্থে কোন...প বিরুদ্ধ অংশ বর্ণিত হয় নাই। যেহেতু তাঁহারা বেদার্থপরিজ্ঞানে ...ারদর্শী ছিলেন।" ইত্যাদি পারাশরবাক্য ও উপপুরাণাদিদ্বারা ব্রহ্মমীমাংসার ঈশ্বরাংশে বলবত্তা জানা যায়। "পৃথক্ পৃথক্‌বাদীরা ন্যায়তন্ত্রাদি অনেকানেক শাস্ত্র প্রনয়ণ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে যে অংশ হেতু, আগম ও সদাচারযুক্ত, সেই অংশই গ্রহণ করিবে।" ইত্যাদি মোক্ষধর্ম্মবাক্যে পরাশরাদির শিষ্টবাক্যব্যবহারে জানা যায় যে, ব্রহ্মমীংসা, ন্যায় বৈশেষিকাদির উক্ত গ্রন্থে ঈশ্বরসাধক অংশই গ্রহণ করিবে। যেহেতু উক্ত শাস্ত্রসমূহে ঈশ্বরসাধক অংশেরই বলবত্তা আছে। আর "সাংখ্যযোগিগণও যে মহেশ্বরকে জানিতে পারে না, অতএব সেই অনাদিব্রহ্মের শরণাপন্ন হও।" ইত্যাদি কূর্ম্মপুরাণোক্তবাক্যে নারায়ণ সাংখ্যদিগেরও ঈশ্বরজ্ঞান উক্ত করিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মমীমাংসাগ্রন্থে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ঈশ্বরই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই শাস্ত্রের ঈশ্বরপ্রতিপাদনই মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার সেই অংশের বাধ হইলে শাস্ত্রেরই অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। যে শব্দের যাহা উদ্দেশ্য, তাহাই সেই শব্দের অর্থ। ব্রহ্মমীমাংসাতে কেবল ঈশ্বরপ্রতিপাদনই শাস্ত্রকর্ত্তার অভিলষিত। সাংখ্যশাস্ত্রে কেবল পুরুষার্থসাধন

বিষয় ইতীশ্বরপ্রতিষেধাংশবাধেঽপি নাপ্রামাণ্যং যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি ন্যায়াৎ। অতঃ সাবকাশতয়া সাংখ্যমেবেশ্বরপ্রতিষেধাংশে দুর্ব্বল-মিতি।

ন চ ব্রহ্মমীমাংসায়ামপীশ্বর এব মুখ্যো বিষয়ো ন তু নিত্যৈশ্বর্য্য-মিতি বক্তুং শক্যতে।* স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গরূপপূর্ব্বপক্ষস্যানুপপত্ত্যা নিত্যৈশ্বর্য্যবিশিষ্টত্বেনৈব ব্রহ্মমীমাংসাবিষয়ত্বাবধারণাৎ। ব্রহ্মশব্দস্য পর-ব্রহ্মণ্যেব মুখ্যতয়া তু অথাতঃ পরব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি ন সূত্রিতমিতি। সাংখ্যবিরোধাদ্ ব্রহ্মযোগদর্শনয়োঃ কার্য্যেশ্বরপরত্বমপি ন শঙ্কনীয়ম্। ত্যা... স্বাতন্ত্র্যাপত্ত্যা রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানমিত্যাদিব্রহ্মসূত্রপরম্পরানুপপত্তেঃ...

আত্মসাক্ষাৎকারের হেতুভূত প্রকৃতিপুরুষবিবেচনাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়... নিমিত্ত সাংখ্যশাস্ত্রের ঈশ্বরপ্রতিষেধাংশের বাধ হইলেও তাহার অ... হয় না। যেহেতু প্রকৃতিপুরুষ বিবেকাদি উদ্দেশ্যসাধনের অন্যথা নাই-যাহার যে উদ্দেশ্য, তাহার সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই সেই বাক্যে... প্রামাণ্য থাকে। অতএব সাংখ্যশাস্ত্র অপ্রমাণ না হইয়া ঈশ্বরপ্রতিষেধাংশে অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা দুর্ব্বল বলা যায়।

ইহাও বলা যাইতে পারে না যে, ব্রহ্মমীমাংসায় কেবল ঈশ্বরই মুখ্য-বিষয়, নিত্য ঐশ্বর্য্য তাহার বিষয় নহে। কারণ স্মৃতির অনবকাশদোষ-প্রসঙ্গরূপ পূর্ব্বপক্ষের অনুপপত্তি হয়। ব্রহ্মমীমাংসাগ্রন্থেই এই বিষয় বিবেচিত হইয়াছে। যদি নিত্য ঐশ্বর্য্য উক্ত গ্রন্থের মুখ্য বিষয় না হইয়া, কেবল ঈশ্বরমাত্রই মুখ্যবিষয় হইত, তাহাহইলে স্মৃতির অনবকাশ হইয়া পড়ে। ইত্যাদিরূপ দোষের উল্লেখ করিয়া সেই গ্রন্থেই ইহা মীমাংসিত হইয়াছে। অতএব নিত্য ঐশ্বর্য্যও ব্রহ্মমীমাংসার বিষয়রূপে অবধারিত জানিবে। বিশেষতঃ ব্রহ্মশব্দই পরব্রহ্মবাচক; এই নিমিত্তই ব্রহ্মমীমাংসার প্রথমে "অথাতঃ পরব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ সূত্র না করিয়া "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ সূত্র করিয়াছেন। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাংখ্যমতের সহিত বিরোধপ্রযুক্ত ব্রহ্মমীমাংসা ও যোগসূত্রে কার্য্যেশ্বরত্বশঙ্কা নিরাকৃত হইল। আর ব্রহ্মমীমাংসা ও যোগসূত্রে কার্য্যেশ্বরত্ব স্বীকার

তথা স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাদিতি যোগসূত্রতদীয়ব্যাস-ভাষ্যাভ্যাং স্ফুটমীশনিত্যতাবগমাচ্চেতি। তস্মাদভ্যুপগমবাদপ্রৌঢ়িবাদাদি-নৈব সাংখ্যস্য ব্যাবহারিকেশ্বরপ্রতিষেধপরতয়া ব্রহ্মমীমাংসাযোগাভ্যাং সহ ন বিরোধঃ। অভ্যুপগমবাদশ্চ শাস্ত্রে দৃষ্টঃ। যথা বিষ্ণুপুরাণে। "এতে ভিন্নদৃশাং দৈত্য বিকল্পাঃ কথিতা ময়া। কৃত্বাভ্যুপগমং তত্র সঙ্ক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম"॥ ইতি। অস্তু বা পাপিনাং জ্ঞানপ্রতিবন্ধার্থমাস্তিকদর্শনেষ্বপ্যংশতঃ শ্রুতিবিরুদ্ধার্থব্যবস্থাপনম্। তেষু তেষ্বংশেষ্বপ্রামাণ্যং চ। শ্রুতিস্মৃত্য-বিরুদ্ধেষু তু মুখ্যবিষয়েষু প্রামাণ্যমস্ত্যেব। অতএব পদ্মপুরাণে ব্রহ্মযোগ-দর্শনাতিরিক্তানাং দর্শনানাং নিন্দাপ্যুপপদ্যতে। যথা তত্র পার্ব্বতীং প্রতী-

---

করিলে "প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্যাপত্ত্যা রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং" ইত্যাদি সূত্রের অনুপপত্তি হয়। আর "তিনিই সকলের গুরু এবং কালদ্বারা তাঁহাকে বচ্ছিন্ন করা যায় না।" এইরূপ যোগসূত্র ও ব্যাসভাষ্যদ্বারা নিত্য ঐশ্বর্য্যের স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। এইক্ষণ সাংখ্যবাক্য স্বীকার করিয়াই হউক, অথবা স্বপক্ষসমর্থনে বলপ্রকাশ করিয়াই হউক, উভয়রূপেই এইরূপ বলিতে পারি যে, সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ ব্যাবহারিকমাত্র; অতএব ব্রহ্মমীমাংসা ও যোগসূত্রের সহিত এক্ষণে বিরোধভঞ্জন হইল, অর্থাৎ ব্রহ্মমীমাংসা ও যোগ-সূত্রের সেশ্বরবাদ পারমার্থিক এবং সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ ব্যবহারিক, ইহাই যথার্থ মীমাংসা। অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ অভ্যুপগম, অর্থাৎ স্বীকার দৃষ্ট আছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, বিষ্ণু প্রহ্লাদকে বলিয়াছেন, "আমি ভিন্ন ভিন্ন বাদীদিগের নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায়কল্পনা করিয়াছি। এইক্ষণ সেই সকল স্বীকার করিয়া আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর"॥ আর পাপীদিগের জ্ঞানপ্রতিরোধের নিমিত্ত আস্তিকদর্শনেও অংশত শ্রুতি-বিরুদ্ধ অর্থ ব্যবস্থাপিত আছে এবং সেই সেই অংশের অপ্রামাণ্যও হইয়া থাকে এবং যে অংশ শ্রুতিস্মৃতির অবিরুদ্ধ, তাহাই প্রামাণ্যরূপে মুখ্যবিষয় বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। শাস্ত্রমাত্রেই বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ অর্থ বিন্যস্ত থাকে এবং তন্মধ্যে যে অংশ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ, তাহার অপ্রামাণ্যজ্ঞানে পরি-ত্যাগ করিয়া যে অংশ শ্রুতিস্মৃতির অবিরোধী, তাহার প্রামাণ্য জানিয়া গ্রহণ

শ্বরবাক্যম্। "শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্। যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥ প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্। মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্ব্বিপ্রৈঃ সংপ্রোক্তানি ততঃপরম্॥ কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ। গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন বৈ॥ দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদময়ার্থতঃ। নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্॥ ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতম্। দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা॥ বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্। মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ॥ ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা। অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোঁকগর্হিতম্॥ কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে। সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে॥ পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে। ব্রহ্মণোঽস্য পরং

করা যায়, কেবল ব্রহ্মমীমাংসা ও যোগসূত্রে কোন বিরুদ্ধাংশের বিন্যাস নাই। পদ্মপুরাণে মহেশ্বর পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন, "দেবি! আমি যথাক্রমে তামসিক শাস্ত্রসকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ সকল শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে জ্ঞানিগণেরও পাতিত্য হইয়া থাকে। প্রথমতঃ আমি শৈব পাশুপত নামে অনেক শাস্ত্র বলিয়াছি, তৎপরে আমার শক্ত্যাবেশিত বিপ্রগণ অনেক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। কণাদনামা কোন ব্যক্তি বৈশেষিকনামে মহৎ শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। গৌতম ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, কপিল সাংখ্যশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, জৈমিনিনামা কোন ব্রাহ্মণ নিরীশ্বরবাদের এক মহত্তর শাস্ত্র এবং ধিষণনামা কোন ব্যক্তি অতিগর্হিত চার্ব্বাকশাস্ত্র এবং স্বয়ং বিষ্ণু দৈত্যবিনাশের নিমিত্ত বুদ্ধরূপী হইয়া সর্ব্বতোভাবে অসৎ বৌদ্ধশাস্ত্র বলিয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্রে নগ্ন ও নীলপটধারী হইয়া নানাপ্রকার গর্হিত কার্য্য করিবে, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচ্ছন্ন মায়াবাদমাত্র এবং আমি কলিকালে ব্রাহ্মণরূপী হইয়া শ্রুতিবিরুদ্ধ লোকগর্হিত অনেক শাস্ত্র প্রদর্শন করিয়াছি। এই গ্রন্থে কর্ম্মস্বরূপের ত্যাগ প্রতিপাদিত হইয়াছে। কর্ম্মপরিভ্রংশ হইলেই নৈষ্কর্ম্ম বলা যায়। আমি জীব ও পরমাত্মার ঐক্যপ্রতিপাদন করিয়া পরব্রহ্মের নির্গুণরূপ প্রদর্শন করিয়াছি।

রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া॥ সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে। বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্॥ ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ।" ইতি। অধিকং তু ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রপঞ্চিতমস্মাভিরিতি। তস্মাদাস্তিকশাস্ত্রস্য ন কস্যাপ্যপ্রামাণ্যং বিরোধো বা স্বস্ববিষয়েষু সর্ব্বেষামবাধাৎ অবিরোধাচ্চেতি।

নন্বেবং পুরুষবহুত্বাংশেঽপ্যস্ত শাস্ত্রস্যাভ্যুপগমবাদত্বং স্যাৎ। ন স্যাৎ অবিরোধাৎ। ব্রহ্মমীমাংসায়ামপ্যংশো নানাব্যপদেশাদিত্যাদিসূত্রজাতৈর্জীবাত্মবহুত্বস্যৈব নির্ণয়াৎ। সাংখ্যসিদ্ধপুরুষাণামাত্মত্বং তু ব্রহ্মমীমাংসয়া বাধ্যতএব। আত্মেতি তূপয়ন্তীতি তৎসূত্রেণ পরমাত্মন এব পরমার্থভূমাবাত্মত্বাবধারণাৎ। তথাপি চ সাংখ্যস্য নাপ্রামাণ্যম্। ব্যাবহারিকাত্মনো জীবস্যেতরবিবেকজ্ঞানস্য মোক্ষসাধনত্বে বিবক্ষিতার্থে বাধাভাবাৎ। এতেন

দেবি! আমি কলিকালে এই জগতের বিনাশার্থ বেদবিরুদ্ধ, অথচ বেদার্থবৎ প্রতীয়মান অনেক মায়াবাদ শাস্ত্র বলিয়াছি।" এইরূপ অনেক শাস্ত্রই বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দিত, ইহার বিশেষ ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রপঞ্চিত আছে। অতএব আস্তিকশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বা বিরোধকল্পনা করিবে না। যে শাস্ত্রের যে বিষয় মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই শাস্ত্রে সেই বিষয় বর্ণিত হইলেই সেই শাস্ত্রকে সপ্রমাণ ও অবিরুদ্ধ বলা যায়। অংশতঃ কোন নিন্দিতবিষয় বর্ণিত থাকিলেও সেই শাস্ত্র নিন্দিত হয় না।

যদি বল, এই সাংখ্যশাস্ত্রে বহুপুরুষ স্বীকৃত আছে, সেই অংশে ইহার নিন্দিতত্ব হইতে পারে; কিন্তু তাহা নহে। যেহেতু এই বিষয়ে ব্রহ্মমীমাংসাতেও "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদিসূত্রে জীবের বহুত্ব নির্ণীত হইয়াছে। সাংখ্যেরা যে অনন্ত পুরুষ স্বীকার করেন, তাঁহার আত্মত্ব ব্রহ্মমীমাংসাতেই বাধিত হইয়াছে। ঐ ব্রহ্মমীমাংসাগ্রন্থে কেবল পরমাত্মারই আত্মত্ব অবধারিত হইয়াছে। অনন্ত পুরুষের আত্মত্ব নাই। সাংখ্য অনন্ত পুরুষ স্বীকার করিলেও তাঁহার শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। যেহেতু জীবের ইতরবিজ্ঞানই মুখ্য সাধনরূপে সাংখ্যের বিবক্ষিত অর্থ। বিবক্ষিত অর্থের বাধ হইলে তাহাকে অপ্রমাণ বলা যাইতে পারে। যখন সাংখ্যের প্রকৃত বিষ-

শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধয়োর্নানাত্মৈকাত্ম্যয়োর্ব্যাবহারিকপারমার্থিকভেদেনাবিরোধ ইতি ব্রহ্মমীমাংসায়াং প্রপঞ্চিতমস্মাভিরিতি দিক্।

নন্বেবমপি তত্ত্বসমাসাখ্যস্থত্রৈঃ সহাস্যাঃ ষড়ধ্যায্যাঃ পৌনরুক্ত্যমিতি চেৎ। নৈবম্। সঙ্ক্ষেপবিস্তররূপেণোভয়োরপ্যপৌনরুক্ত্যাৎ। অত এবাস্যাঃ ষড়ধ্যায্যা যোগদর্শনস্যেব সাংখ্যপ্রবচনসংজ্ঞা যুক্তা। তত্ত্বসমাসাখ্যং হি যৎ সঙ্ক্ষিপ্তং সাংখ্যদর্শনং তস্যৈব প্রকর্ষেণাভ্যাং নির্ব্বচনমিতি বিশেষস্ত্বয়ং যৎ ষড়ধ্যায্যাং তত্ত্বসমাসাখ্যোক্তার্থবিস্তরমাত্রং যোগদর্শনে ত্বাভ্যামভ্যুপগমবাদপ্রতিষিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য নিরূপণেন ন্যূনতাপরিহারোঽপীতি।

অস্য চ সাংখ্যসংজ্ঞা সান্বয়া। "সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিং চ প্রচ-

---

ক্ষিত অর্থের কোন বাধ নাই; সুতরাং তাহার অপ্রামাণ্য বলা যায় না। নানাবিধ শ্রুতিস্মৃতিতেও আত্মার নানাত্ব ও একত্ব বর্ণিত আছে। তাহাও ব্যাবহারিক-পারমার্থিকভেদে অবিরুদ্ধ, অর্থাৎ আত্মার যে নানাত্ব-স্বীকার দেখা যায়, তাহা ব্যাবহারিকমাত্র। প্রকৃতপক্ষে আত্মার একত্বই সুসিদ্ধান্ত। এই সকল বিষয় ব্রহ্মমীমাংসাতে আমরা সবিশেষ বর্ণন করিয়াছি।

যদি বল, তত্ত্বসমাখ্যসূত্রের সহিত এই ষড়ধ্যায়ী গ্রন্থের পৌনরুক্তি হইল, তথাপি সংক্ষেপ-বিস্তাররূপে উভয় গ্রন্থের পৌনরুক্তিদোষের অভাব প্রতীয়মান হয়। তত্ত্বসমাসাখ্যসূত্রে যাহা অতিসংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, এই ষড়ধ্যায়ীগ্রন্থে সেই বিষয়ই সবিস্তর বর্ণিত হইবে। এই নিমিত্তই যেমন যোগসূত্রের সাংখ্যপ্রবচনসংজ্ঞা প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ এই ষড়ধ্যায়ীগ্রন্থেরও সাংখ্যপ্রবচনসংজ্ঞা হইল, এই ষড়ধ্যায়ীগ্রন্থেও সেই সাংখ্যমত সবিস্তর নির্ব্বাচিত হইবে। তবে এইমাত্র বিশেষ যে, এই ষড়ধ্যায়ীগ্রন্থে তত্ত্বসমাখ্যসূত্রোক্ত অর্থের বিস্তারমাত্র; কিন্তু এই ষড়ধ্যায়ী ও তত্ত্বসমাসাখ্যসূত্রোক্ত। ঈশ্বরপ্রতিষেধ যোগসূত্রে নিরূপণ করাতে তাহার ন্যূনতাপরিহার হইয়াছে, অর্থাৎ উক্ত উভয় গ্রন্থেই ঈশ্বরপ্রতিষেধ উক্ত হইয়াছে, যোগসূত্রে সেই প্রতিষিদ্ধ ঈশ্বরের নিরূপণ করিয়া ন্যূনতাপরিহার করিয়াছেন।

এই ষড়ধ্যায়ীগ্রন্থের সাংখ্যপ্রবচনসংজ্ঞার সার্থকতা দেখা যাইতেছে, যেহেতু যাহাতে সংখ্যানিরূপণ, প্রকৃতিকথন ও চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব নিরূপণ

ক্ষতে। তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" ইত্যাদিভ্যো ভারতাদিবাক্যেভ্যঃ। সংখ্যা সম্যগ্বিবেকেনাত্মকথনমিত্যর্থঃ। অতঃ সাংখ্যশব্দস্য যোগরূঢ়তয়া তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যমিত্যাদিশ্রুতিষু। "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।" ইত্যাদিস্মৃতিষু চ। সাংখ্যশব্দেন সাংখ্যশাস্ত্রমেব গ্রাহ্যম্। ন পুনরর্থান্তরং কল্পনীয়মিতি।

তদিদং মোক্ষশাস্ত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রবচ্চতুর্ব্যূহম্। যথা হি রোগ আরোগ্যং রোগনিদানং ভৈষজ্যমিতি চত্বারো ব্যূহাঃ সমূহাশ্চিকিৎসাশাস্ত্রস্য প্রতিপাদ্যাস্তথৈব হেয়ং হানং হেয়হেতুর্হানোপায়শ্চেতি চত্বারো ব্যূহা মোক্ষশাস্ত্রস্য প্রতিপাদ্যা ভবন্তি মুমুক্ষুভির্জিজ্ঞাসিতত্বাৎ। তত্র ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ম্। তদত্যন্তনিবৃত্তির্হানম্। প্রকৃতিপুরুষসংযোগদ্বারা চাবিবেকো হেয়হেতুঃ। বিবেকখ্যাতিস্তু হানোপায় ইতি। ব্যূহশব্দেন চৈষামুপকরণসংগ্রহঃ। তত্র

য়, তাহাকেই সাংখ্য বলা যায়, ইত্যাদি ভারতবাক্যার্থে ইহার সাংখ্যনাম র্থক বোধ হইতেছে; যেহেতু এই গ্রন্থে উক্ত সমুদায়ই বর্ণিত হইয়াছে। সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক আত্মকথনের নাম সংখ্যা, এইরূপ সাংখ্যশব্দের যোগ রূঢার্থদ্বারা শ্রুতিতে সাংখ্যশব্দার্থ নিরূপিত হইয়াছে। "এই আমি তোমার নিকট সাংখ্যযোগ বলিলাম, ইহা শ্রবণ কর" এই গীতাবাক্যে সাংখ্যশব্দে সাংখ্যশাস্ত্রই গ্রহণীয়, ইহার অর্থান্তর কল্পনীয় নহে।

যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র চতুর্ব্যূহযুক্ত, সেইরূপ মোক্ষ শাস্ত্রও চতুর্ব্যূহাত্মক; রোগ, আরোগ্য, রোগনিদান ও ঔষধ এই সকলই চিকিৎসাশাস্ত্রের চতুর্ব্যূহ, অর্থাৎ চারি বিভাগ; এই চতুর্ব্যূহই চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য এবং হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানোপায় এই সকল মোক্ষশাস্ত্রের চতুর্ব্যূহ; এই ব্যূহচতুষ্টয়ই মোক্ষশাস্ত্রে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ত্রিবিধ দুঃখের নাম হেয়, এই দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে হান বলে, প্রকৃতিপুরুষের সংযোগদ্বারা যে অবিবেক, তাহাকে হেয়হেতু বলা যায় এবং বিবেকখ্যাতির নাম হানোপায়। প্রকৃতিপুরুষের সংযোগে লোকের যে বিবেকশক্তি থাকে না, তাহাই দুঃখের কারণ এবং প্রকৃতিপুরুষের পার্থক্যদ্বারা বিবেক হইলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়; সুতরাং সেই বিবেকই হানোপায়, অর্থাৎ দুঃখ নিবৃত্তির

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥ ১ ॥

চাদৌ ফলত্বেনাভ্যর্হিতং হানং তৎপ্রতিযোগিবিধয়ৈব চ হেয়ং প্রতিপাদয়িষ্যন্ শাস্ত্রকারঃ শিষ্যাবধানায় শাস্ত্রারম্ভং প্রতিজানীতে ॥

অথশব্দোঽয়মুচ্চারণমাত্রেণ মঙ্গলরূপঃ। অতএব মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাদিতি স্বয়মেব পঞ্চমাধ্যায়ে বক্ষ্যতি। অর্থস্ত্বত্রাথশব্দস্যাধিকার এব। প্রশ্নানন্তর্য্যাদীনাং পুরুষার্থেন সহান্বয়াসম্ভবাৎ। জ্ঞানাদ্যানন্তর্য্যস্য চ সূত্রৈরেব বক্ষ্যমাণতয়া তৎপ্রতিপাদনবৈয়র্থ্যাৎ। অধিকারভিন্নার্থত্বে শাস্ত্রারম্ভপ্রতিজ্ঞাদ্য-

---

কারণ হয়। অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির উপায়নিরূপণই এই গ্রন্থের ফল, দুঃখজ্ঞান না হইলে দুঃখনিবৃত্তির উপায়নিরূপণ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত শা[illegible]-কার প্রথমতঃ দুঃখপ্রতিপাদনমানসে শিষ্যবোধার্থ শাস্ত্রারম্ভ করিতেছেন

অথ শব্দ উচ্চারণমাত্রই মঙ্গলপ্রদ হয়। এই বিষয় স্বয়ংই পঞ্চম [illegible] "মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ" এই সূত্রে সবিস্তর বর্ণন করিবেন। ত[illegible]রে অর্থ মঙ্গল নহে, উহা এস্থলে অধিকাররূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অথ শব্দের অন্যান্য অর্থ আছে, তাহা এস্থলে সম্ভবে না। প্রশ্ন ও আনন্তর্য্যরূপ অর্থ স্বীকার করিলে সূত্রোক্ত পুরুষার্থশব্দের সহিত অন্বয়সম্ভব হয় না। যদিও জ্ঞানাদির আনন্তর্য্য স্বীকার করিয়া কোনরূপ সূত্রার্থের সঙ্গতি হয় বটে, তাহাও সুসঙ্গত নহে। যেহেতু জ্ঞানভিন্ন ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, এই নিমিত্ত স্বয়ংই সূত্রদ্বারা জ্ঞানানন্তর্য্য প্রতিপাদন করিবেন। অথ শব্দদ্বারা সেই আনন্তর্য্যার্থ প্রতিপাদন বিফল। অধিকারার্থ ভিন্ন অথ শব্দের অন্য কোন অর্থস্বীকার করিলে শাস্ত্রারম্ভপ্রতিজ্ঞাদির অলাভপ্রসঙ্গ হয়। এই গ্রন্থের আরম্ভ হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত পুরুষার্থনিরূপণই দেখা যাই-

লাভপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাৎ পুরুষার্থস্যোপক্রমোপসংহারদর্শনাদধিকারর্থত্বমেবো-চিতম্। তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থ ইত্যুপসংহারো ভবিষ্যতীতি। অধিকারশ্চাধি-ক্যেন প্রাধান্যেনারম্ভণম্। আরম্ভশ্চ যদ্যপি সাক্ষাচ্ছাস্ত্রস্যৈব তথাপি তদ্বারা শাস্ত্রার্থতদ্বিচারয়োরপীতি। তথা চ সাধনাদ্যুপকরণসহিতো যথোক্তপুরু-ষার্থোঽধিকৃতঃ প্রাধান্যেন নিরূপয়িতুমস্মাভিঃ প্রারব্ধ ইতি সূত্রবাক্যার্থঃ।

ত্রিবিধমাধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকং চ দুঃখম্। তত্রাত্মানং স্বস-ঙ্ঘাতমধিকৃত্য প্রবৃত্তমিত্যাধ্যাত্মিকম্। শারীরং মানসং চ। তত্র শারীরং ব্যাধ্যাদ্যুত্থম্ মানসং কামাদ্যুত্থং। তথা ভূতানি প্রাণিনোঽধিকৃত্য প্রবৃত্ত-মিত্যাধিভৌতিকম্। ব্যাঘ্রচোরাদ্যুত্থম্। দেবানগ্নিবায়্বাদীনধিকৃত্য প্রবৃ-ত্তমিত্যাধিদৈবিকম্। দাহশীতাদ্যুত্থমিতি বিভাগঃ। যদ্যপি সর্ব্বমেব দুঃখং মানসং তথাপি মনোমাত্রজন্যত্বাজন্যত্বাভ্যাং মানসত্বামানসত্ববিশেষঃ।

তেছে; অতএব এস্থলে অথ শব্দের অধিকারার্থই সুসঙ্গত হইল। অথ শব্দের অধিকারার্থ স্থিরীকৃত হইলে "সম্যক্‌রূপে পুরুষার্থ আরম্ভ হয়" এইরূপ সূত্রার্থ জানিতে হইবে। যদিও শাস্ত্রেরই আরম্ভ হউক, তথাপি সেই শাস্ত্রারম্ভদ্বারাই শাস্ত্রার্থ ও তদ্বিচারের আরম্ভ জানিতে হইবে। ইহাদ্বারা এই নিষ্কৃষ্টার্থ হইতেছে যে, আমরা সাধনাদি উপকরণসহিত পুরুষার্থ সম্যক্‌রূপে নিরূপণ করিতে আরম্ভ করিলাম।

ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ। আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক, শাস্ত্রে এই ত্রিবিধ দুঃখ নির্দ্দিষ্ট আছে। যে দুঃখ শরীর ও আত্মাকে অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। ঐ আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দ্বিবিধ; শারীর ও মানস। রোগাদি উপস্থিত হইলে যে শরীরগত দুঃখ অনুভূত হয়, তাহার নাম শারীর দুঃখ, আর কামাদি-জন্য দুঃখকে মানস দুঃখ বলা যায়। প্রাণীকে আশ্রয় করিয়া যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম আধিভৌতিক দুঃখ; ব্যাঘ্রচোরাদিদ্বারাই এই দুঃখ উৎপন্ন হয়। অগ্নি বায়ুপ্রভৃতি দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা যায়; দাহশীতাদি এই দুঃখের কারণ। যদিও দুঃখ-মাত্রই মানসিক হয়, তথাপি মনোমাত্রজন্য ও তদন্যজন্যত্বভেদে দুঃখের

এষাং ত্রিবিধদুঃখানাং যাত্যন্তনিবৃত্তিঃ স্থূলসূক্ষ্মসাধারণ্যেন নিঃশেষতো নিবৃত্তিঃ সোঽত্যন্তঃ পরমঃ পুরুষার্থঃ পুরুষাণাং বুদ্ধেরিষ্ট ইত্যেবান্তরবাক্যার্থঃ। তত্র স্থূলং দুঃখং বর্ত্তমানাবস্থং তচ্চ দ্বিতীয়ক্ষণাদুপরি স্বয়মেব নঙ্ক্ষ্যতি। অতো ন তত্র জ্ঞানাপেক্ষা। অতীতং তু প্রাগেব নষ্টমিতি ন তত্র সাধনাপেক্ষেতি পরিশেষাদনাগতাবস্থসূক্ষ্মদুঃখনিবৃত্তিরেব পুরুষার্থতয়া প্রকৃতে পর্য্যবস্যতি। তথা চ যোগসূত্রম্। হেয়ং দুঃখমনাগতমিতি। নিবৃত্তিশ্চ ন নাশোঽপি ত্বতীতাবস্থা ধ্বংসপ্রাগভাবয়োরতীতানাগতাবস্থাস্বরূপত্বাৎ সৎকার্য্যবাদিভিরভাবানঙ্গীকারাৎ। নন্থ কদাচিদপ্যবর্ত্তমানমনাগতং দুঃখমপ্রামাণিকম্। অতঃ খপুষ্পনিবৃত্তিবৎ তন্নিবৃত্তের্ন পুরু-

---

মানসিকত্ব ও শারীরত্বভেদ হইয়াছে। যেহেতু কতকগুলি দুঃখ মনেতেই উৎপন্ন হয়, আর কতকগুলি দুঃখ শরীরাদিতে উৎপন্ন হইয়া মনের গ্রাহ্য হয়; সুতরাং দুঃখ মনোমাত্র গ্রাহ্য হইলেও তাহাকে শারীর মানস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের যে অত্যন্ত নিবৃত্তি, অর্থাৎ স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম দুঃখের যে নিঃশেষভাবে অপগম, তাহাই পরমপুরুষার্থ, পুরুষমাত্রেরই বুদ্ধিতে ঐরূপ দুঃখনিবৃত্তির অভিলাষ হয়। বর্ত্তমান অবস্থাতে যে দুঃখ ভোগ হইতেছে, তাহাই স্থূল দুঃখ, ঐ দুঃখ কিয়ৎকালপরেই স্বয়ং বিনষ্ট হয়; সুতরাং সেই দুঃখনিবৃত্তির জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করে না এবং অতীত দুঃখও পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়াছে; সুতরাং তাহার জন্য কোন কারণ অন্বেষণ করিতে হয় না। পরিশেষে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, অনাগত সূক্ষ্ম দুঃখনিবৃত্তিই বাস্তবিক পরমপুরুষার্থ। যোগসূত্রেও বলিয়াছেন যে,—দুঃখ অনাগত, তাহাই প্রকৃত দুঃখ। তাহার নিবৃত্তির জন্যই জ্ঞানাদিসাধন অপেক্ষা করে। এইস্থলে নিবৃত্তি শব্দের অর্থ নাশ নহে, পরন্তু দুঃখের অতীতাবস্থাই দুঃখনিবৃত্তিশব্দের প্রকৃত অর্থ। কারণ ধ্বংস শব্দের অর্থে অতীতাবস্থা ও প্রাগভাব শব্দের অর্থে অনাগতাবস্থা জানা যায়। যাঁহারা সৎকার্য্যবাদী, অর্থাৎ কার্য্যমাত্রকেই সৎ বলিয়া স্বীকার করেন এবং কোন সৎপদার্থেরই বিনাশস্বীকার করেন না, তাঁহারাই এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। অনাগত দুঃখ সর্ব্বদাই অবর্ত্তমান, কোনকালেও তাহার বিদ্যমানতা দেখা

ষার্থত্বং যুক্তমিতি। নৈবম্। সর্ব্বত্র হি স্বস্বকার্য্যজননশক্তির্যাবদ্দ্রব্যস্থায়িনীতি পাতঞ্জলে সিদ্ধং দাহাদিশক্তিশূন্যস্যাগ্ন্যাদেঃ ক্বাপ্যদর্শনাৎ। সা চ শক্তিরনাগতাবস্থতত্তৎকার্য্যরূপা। ইয়মেব চোপাদানকারণস্বরূপযোগ্যতেত্যপি গীয়তে। অতো যাবচ্চিত্তসত্তা তাবদেবানাগতদুঃখসত্তানুমীয়তে তন্নিবৃত্তিশ্চ পুরুষার্থ ইতি। জীবন্মুক্তিদশায়াং চ প্রারব্ধকর্ম্মফলাতিরিক্তানাং দুঃখানামনাগতাবস্থানাং বীজাখ্যানাং দাহো বিদেহকৈবল্যে তু চিত্তেন সহ বিনাশ ইত্যবান্তরবিশেষঃ। বীজদাহশ্চাবিদ্যাসহকার্য্যুচ্ছেদমাত্রং জ্ঞানস্যাবিদ্যামাত্রোচ্ছেদকত্বস্য লোকে সিদ্ধত্বাৎ। অতএব চিত্তেন সহৈব দুঃখস্য

যায় না; সুতরাং সেই দুঃখের নিবৃত্তিকে পরমপুরুষার্থরূপে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। কেহ কখন কি আকাশকুসুমের অভাবের ন্যায় অলীক পদার্থের অভাবস্বীকার করিয়া থাকে? তবে তোমার অলীকদুঃখ নিবৃত্তির জন্য গ্রন্থারম্ভপ্রয়াস কেন? ইহার উত্তর এই যে, দ্রব্যমাত্রেরই স্বস্বকার্য্যজননশক্তি আছে। যেহেতু কখনই দাহাদিশক্তিশূন্য অগ্নি দেখা যায় না। ইত্যাদিরূপে দ্রব্যের কার্য্যজননশক্তি পাতঞ্জলযোগসূত্রে প্রসিদ্ধ আছে; এস্থলেও সেই শক্তি আছে। উহাই উপাদানকারণ, অর্থাৎ যাবৎ চিত্ত বিদ্যমান থাকে, তাবৎই অনাগত দুঃখের সত্তা অনুমিত হয়। সকলের চিত্তেই ভবিষ্যৎকালে দুঃখ জন্মিতে পারে। যদি চিত্তের দুঃখোৎপাদিকা শক্তি থাকিল, তবে আর দুঃখ জন্মিবে না কেন? কারণসত্ত্বে কার্য্যের উৎপত্তি অবশ্যই হইতে পারে। সেই সকল দুঃখের নিবৃত্তি, অর্থাৎ যাহাতে আর কোনকালেও চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখ না হয়, তাহাই পরমপুরুষার্থ। জীবন্মুক্তিদশাতে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলাতিরিক্ত অনাগত দুঃখের নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ। অবশ্যই প্রারব্ধ ফলভোগ হইয়া থাকে এবং তদতিরিক্ত বীজভূত দুঃখের ও নিবৃত্তি হয়। বিদেহমুক্তিতে চিত্তের সহিত দুঃখের বিনাশ হয়, ইহাই জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির প্রভেদমাত্র। অবিদ্যার সহিত কার্য্যোচ্ছেদই বীজভূত দুঃখনিবৃত্তিশব্দের অর্থ। জ্ঞান হইলেই অবিদ্যার উচ্ছেদ হইয়া থাকে, ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ। এই নিমিত্তই "চিত্তের সহিত দুঃখনাশ" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যেহেতু জ্ঞান যে সাক্ষাৎ

নাশঃ। জ্ঞানস্য সাক্ষাদ্দুঃখাদিনাশকত্বে প্রমাণাভাবাদিতি। নন্থ তথাপি দুঃখনিবৃত্তির্ন পুরুষার্থঃ সম্ভবতি দুঃখস্য চিত্তধর্ম্মত্বেন পুরুষে তন্নিবৃত্ত্যসম্ভবাৎ দুঃখনিবৃত্তিশব্দস্য দুঃখানুৎপাদার্থকত্বেঽপি পুরুষে তস্য নিত্যসিদ্ধত্বাৎ। যৎ তু কণ্ঠচামীকরবৎ সিদ্ধেঽপ্যসিদ্ধত্বভ্রমাৎ পুরুষার্থতা স্যাদিতি। তন্ন এবমপি পুমান্নির্দুঃখ ইতি শ্রবণমননোত্তরং দুঃখহানার্থং নিদিধ্যাসনাদৌ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। বহ্বায়াসসাধ্যে হ্যুপায়ে ফলনিশ্চয়াদেব প্রবৃত্তির্ভবতি প্রকৃতে তু শ্রবণমননাভ্যাং সিদ্ধত্বজ্ঞানান্নাপ্রামাণ্যজ্ঞানানাস্কন্দিতঃ ফলস্যাসিদ্ধত্বনিশ্চয়োঽস্তীতি। কিঞ্চ ভবতু কদাচিদ্ভ্রমাদিনা পুরুষেচ্ছাবিষয়ত্বং দুঃখাভাবস্য শ্রুতিস্তু মোহনাশিনী কথং সিদ্ধস্য ফলত্বং প্রতিপাদয়েৎ। তরতি শোকমাত্মবিদ্বিদ্বান্ হর্ষশোকৌ জহাতীত্যাদিরিতি। অত্রোচ্যতে। ন নিত্য-

দুঃখ বিনাশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই। এইরূপ মীমাংসা করিলেও "দুঃখ নিবৃত্তিই পুরুষার্থ" ইহা সম্ভবপর হইতেছে না, কারণ দুঃখ চিত্তের ধর্ম্ম, পুরুষে তাহার নিবৃত্তি সম্ভবে না। যদি বল, দুঃখানুৎপাদকত্বই দুঃখনিবৃত্তিশব্দের অর্থ, পুরুষের দুঃখানুৎপাদকত্বসম্ভব আছে। ইহাও বলিতে পারা যায় না, যেহেতু পুরুষের দুঃখানুৎপাদকত্ব নিত্যসিদ্ধ আছে। আর যদিও এইরূপ বল যে, যেমন কণ্ঠেতে সুবর্ণহারসত্ত্বেও তাহাতে ভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষেতে নিত্যসিদ্ধ দুঃখানুৎপাদকত্বের অসিদ্ধত্বভ্রম হইলেই পুরুষের দুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থতা সম্ভবিতে পারে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু "পুরুষ নির্দুঃখ" এইরূপ জ্ঞান হইলে শ্রবণমননের পর দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যদি ফলপ্রাপ্তির নিশ্চয় থাকে, তাহাহইলেই বহু আয়াসসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শ্রবণ ও মননদ্বারা সিদ্ধত্বজ্ঞান হইলেও অপ্রামাণ্যজ্ঞানশূন্য হইলেই ফলের অসিদ্ধত্ব নিশ্চয় হয়। পক্ষান্তরে কদাচিৎ ভ্রমতঃ দুঃখনিবৃত্তির পুরুষেচ্ছাবিষয়ত্ব হউক, কিন্তু শ্রুতি মোহনাশ করে, শ্রুতিপ্রমাণে কখনও ভ্রম থাকিতে পারে না; অতএব কোনরূপেও সিদ্ধ পদার্থের ফলত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। "যিনি আত্মবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত, তিনি শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করেন," ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে

শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোগাদৃত ইতি হেয়হেত্ববধারকসূত্রেণৈবায়ং পূর্ব্বপক্ষঃ সমাধাস্যতে। তথাহি। প্রতিবিম্বরূপেণ পুরুষেঽপি সুখদুঃখে স্তঃ। অন্যথা তয়োর্ভোগ্যত্বানুপপত্তেঃ। সুখাদিগ্রহণং হি ভোগঃ। গ্রহণং চ তদাকারতা। সা চ কূটস্থচিতৌ বুদ্ধেরর্থাকারবৎ পরিণামো ন সম্ভবতীত্য-গত্যা প্রতিবিম্বস্বরূপতায়ামেব পর্য্যবস্যতি। অয়মেব বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবিম্বো বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্রেতি যোগসূত্রেণোক্তঃ। সত্ত্বেঽনুতপ্যমানে তদাকারানু-রোধাৎ পুরুষোঽপ্যনুতপ্যত ইব দৃশ্যত ইতি যোগভাষ্যে চ তদাকারানুরোধ-শব্দেন বিশিষ্যৈব তাপাদিদুঃখস্য প্রতিবিম্ব উক্তঃ। অতএব চ পুরুষস্য বুদ্ধিবৃত্ত্যুপরাগে স্ফটিকং দৃষ্টান্তং সূত্রকারো বক্ষ্যতি। কুসুমবচ্চ মণেরিতি

জানা যায় যে, প্রকৃতিতে কোনপ্রকার মোহ থাকিতে পারেনা। এইক্ষণ ইহাই বক্তব্য যে "প্রকৃতিযোগব্যতিরেকে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পুরুষের দুঃখভোগ হইতে পারে না" ইত্যাদি দুঃখহেতু নিরূপণ সূত্রে ইহার সমাধান হইবে। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায়, প্রতিবিম্বরূপেই পুরুষে সুখদুঃখের বিদ্যমানতা আছে, অন্যথা সেই সুখদুঃখের ভোগ সম্ভবে না। যেহেতু সুখাদি-গ্রহণই ভোগ, এই গ্রহণও বস্তুর আকারস্বরূপ। পুরুষে বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হইলেই তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু যেমন বুদ্ধিতে বস্তুর আকার পরিণত হয়, সেইরূপ কূটস্থ পুরুষে বস্তুর আকারের পরিণাম হয় না; সুতরাং প্রতিবিম্বরূপেই পুরুষে সুখদুঃখের বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়। "বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ব এইরূপ" ইত্যাদি যোগসূত্রে সবিশেষ উক্ত আছে। পুরুষত্ব অনুতপ্যমান হইলেই তদাকারানুরোধে পুরুষও অনুতপ্তের ন্যায় দৃষ্ট হয়, ইত্যাদিরূপে যোগসূত্রীয়ভাষ্যে তদাকারানুরোধ শব্দদ্বারা বিশেষ করিয়া পুরুষেতে তাপাদি দুঃখের প্রতিবিম্ব উক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্তই সূত্রকার পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপরাগে স্ফটিকমণি দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিবেন, অর্থাৎ যেমন স্ফটিকমণিতে অন্যান্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ পুরুষেতে দুঃখাদি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। বেদান্তসূত্রেও কুসুম-মণিদৃষ্টান্তদ্বারা পুরুষেতে দুঃখাদির প্রতিবিম্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, অর্থাৎ নির্ম্মল মণিতে যেমন কুসুমাদির প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ

বেদান্তিভিরপি চেতনেঽধ্যস্ততস্যৈব দৃশ্যভানমুচ্যতে। স চাধ্যাসঃ প্রতিবিম্বং বিনা ন ঘটেত জ্ঞানমাত্রস্যাধ্যাসত্বে আত্মাশ্রয়াৎ। অধ্যাসাজ্জ্ঞানং জ্ঞানমেব চাধ্যাস ইতি। তদেতৎ স্মর্য্যতেঽপি। "তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ। ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥" ইতি অত্র হি দৃষ্টিশব্দো বুদ্ধিবৃত্তিসামান্যপরো যুক্তিসাম্যাৎ। প্রতিবিম্বশ্চ তত্তদুপাধিষু বিম্বাকারশ্চিত্তপরিণাম ইতি। তস্মাৎ প্রতিবিম্বরূপেণ পুরুষে দুঃখসম্বন্ধো ভোগাখ্যোঽস্তি। অতস্তেনৈব রূপেণ তন্নিবৃত্তেঃ পুরুষার্থত্বং যুক্তম্। অতএব দুঃখং মা ভুঞ্জীয়েতি প্রার্থনাপ্যাপামরং দৃশ্যতে। তচ্চ দুঃখভোগনিবৃত্তেঃ পুরুষার্থত্বমন্যশেষতয়া ন সম্ভবতীতি সৈব স্বতঃ পুরুষার্থঃ। দুঃখনিবৃত্তিস্তু কণ্টকাদিনিবৃত্তিবৎ তাদর্থ্যেন ন স্বতঃ পুরুষার্থঃ। এবং সুখমপি

পুরুষেতে দুঃখাদি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। চেতন পদার্থে আরোপিত পদার্থকেই দৃশ্যমান বলা যায়। সেই আরোপ প্রতিবিম্বব্যতিরেকে সম্ভবে না এবং জ্ঞানমাত্রেরও আরোপ হইতে পারে না। যেহেতু আরোপ হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়; সুতরাং সেই জ্ঞানকেই আরোপ বলিলে আত্মাশ্রয় দোষ, অর্থাৎ "আপনার জনক আপনি" এইরূপ অসঙ্গতি হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে প্রাচীনেরা স্মরণ করিয়া থাকেন যে, যেমন সরোবরেতে তটস্থ বৃক্ষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ চিন্ময় নির্ম্মল দর্পণস্বরূপ পুরুষেতে সমস্ত বস্তু প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এস্থলে সমস্ত বস্তুবিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হয়, ইহাই যুক্তিযুক্ত। সেই সেই উপাধিতে যে বিম্বাকার চিত্তপরিণাম, তাহাই প্রতিবিম্ব। অতএব পুরুষেতে প্রতিবিম্বরূপে দুঃখসম্বন্ধ আছে; যেহেতু পুরুষেরই দুঃখভোগ হইয়া থাকে, অতএব উক্ত প্রতিবিম্বরূপ দুঃখনিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ, অর্থাৎ পুরুষেতে কোনরূপ দুঃখের সম্পর্ক না থাকিতে পারে, এইরূপ হইলেই পরমপুরুষার্থ সাধিত হয়। "আমার দুঃখভোগ না হউক" এইরূপ প্রার্থনা আপামর সকলেরই হইয়া থাকে; অতএব জানা যায় যে, দুঃখভোগনিবৃত্তির পুরুষার্থতা স্বতঃসিদ্ধ, অন্যাবশিষ্টরূপে নহে এবং কণ্টকাদিনিবৃত্তির ন্যায় তদ্রূপে স্বতঃ পুরুষার্থও নহে এবং সুখও সাক্ষাৎ পুরুষার্থ হইতে পারে না; সুখভোগই পুরুষার্থ।

ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ ॥ ২ ॥

ন স্বতঃ পুরুষার্থঃ। কিন্তু তদ্ভোগ এব স্বতঃ পুরুষার্থত্বং যাতীতি। তদিদং দুঃখভোগনিবৃত্তেঃ পুরুষার্থত্বং যোগভাষ্যে ব্যাসদেবৈরুক্তম্। তস্মিন্ নিবৃত্তে পুরুষঃ পুনরিদং তাপত্রয়ং ন ভুঙ্‌ক্ত ইতি। অতঃ শ্রুতাবপি দুঃখনিবৃত্তেঃ পুরুষার্থত্বং বিষয়তাসম্বন্ধেনৈব বোধ্যম্। তদেতদ্যোগবার্ত্তিকে প্রপঞ্চিতমস্মাভিরিতি দিক্। তদেবমনেন সূত্রেণ ব্যূহদ্বয়ং সংক্ষেপেণোদ্দিষ্টং বিস্তরস্তনয়োঃ পশ্চাদ্ভবিতেতি ॥ ১ ॥

অতঃ পরং বক্ষ্যমাণস্য হানোপায়ব্যূহস্যাকাঙ্ক্ষার্থং তদিতরেষাং হানোপায়ত্বং প্রত্যাচষ্টে সূত্রজাতেন। লৌকিকাদুপায়াদ্ধনাদেরত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিসিদ্ধির্নাস্তি। কুতঃ। ধনাদিনা দুঃখে নিবৃত্তে পশ্চাদ্ধনাদিক্ষয়ে পুনরপি দুঃখানুবৃত্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেত্যাদিঃ ॥ ২ ॥

তএব দুঃখভোগনিবৃত্তির পুরুষার্থতা ব্যাসদেব যোগসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন। :খভোগনিবৃত্তি হইলে পুরুষ পুনর্ব্বার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধি-:বিক এই দুঃখত্রয়ের কোনরূপ দুঃখভোগ করে না। অতএব শ্রুতিতেও :খভোগনিবৃত্তির পুরুষার্থতা উক্ত আছে; সুতরাং আমরাও বার্ত্তিকসূত্রে হার সবিশেষ বর্ণন করিব। সম্প্রতি এই সূত্রদ্বারা দুঃখ ও দুঃখনিবৃত্তি এই াহদ্বয় সংক্ষেপে কথিত হইল; ইহার বিস্তার পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে ॥ ১ ॥

পূর্ব্বসূত্রে দুঃখ ও দুঃখনিবৃত্তি এই ব্যূহদ্বয় বর্ণিত হইয়াছে। এইক্ষণ দুঃখনিবৃত্তির উপায় কথিত হইবে। প্রথমতঃ দৃষ্ট কারণের দুঃখনিবৃত্তির উপায়তা নিরাস করিতেছেন।—ধনাদি লৌকিক উপায়ে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির সিদ্ধি হয় না। যেহেতু ধনাদিদ্বারা দুঃখনিবৃত্তি হইলেও সেই সেই ধনাদির পরিক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার দুঃখভোগ দেখা যায়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "বিত্তদ্বারা অমৃতত্বলাভের আশা নাই।" অতএব কোনরূপ দৃষ্টকারণে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হইয়া পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না ॥ ২ ॥

প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বম্ ॥ ৩ ॥

নম্বেবং ধনাদ্যর্জ্জনস্য কুঞ্জরশৌচবদ্দুঃখানিবর্ত্তকত্বে কথং তত্র প্রবৃত্তিস্তত্রাহ। দৃষ্টসাধনজন্যায়াং দুঃখনিবৃত্তাবত্যন্তপুরুষার্থত্বমেব নাস্তি। যথাকথঞ্চিৎ পুরুষার্থত্বং ত্বস্ত্যেব। কুতঃ—প্রাত্যহিকস্য ক্ষুদ্দুঃখস্য নিরাকরণবদেব তেন ধনাদিনা দুঃখনিরাকরণস্য চেষ্টনাদন্বেষণাদিত্যর্থঃ। অতো ধনাদ্যর্জ্জনে প্রবৃত্তিরুপপদ্যত ইতি ভাবঃ। কুঞ্জরশৌচাদিকমপ্যাপাতদুঃখনিবর্ত্তকতয়া মন্দপুরুষার্থো ভবত্যেবেতি ॥ ৩ ॥

যদি কুঞ্জরশৌচের ন্যায় ধনাদি দুঃখনিবৃত্তির কারণ না হইল, তবে সেই ধনোপার্জ্জনে লোকের প্রবৃত্তি হয় কেন? যেমন হস্তীকে উত্তমরূপে স্নান করাইলেও তৎক্ষণাৎ সে আপন শরীর মলিন করে, কখনও তাহার সেই স্নান শরীরনির্ম্মলতার কারণ হয় না, সেইরূপ ধনাদির উপার্জ্জনও চিরকাল দুঃখনিবৃত্তি করিতে পারে না। পরন্তু সেই ধনাদির পরিক্ষয় হইলেই, পুনর্ব্বার দুঃখ উপস্থিত হয়; সুতরাং ধনাদির উপার্জ্জনে লোকের প্রবৃত্তি অসম্ভব। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—ধনাদি উপার্জ্জন করিয়া যে দুঃখনিবৃত্তি করা যায়, তাহাতে পরমপুরুষার্থতা নাই সত্য, কিন্তু তাহাতেও কথঞ্চিৎ পুরুষার্থতা আছে। যেমন প্রতিদিন আহার করিলে সেই সেই দিনের ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ ফল হইয়া থাকে, সেইরূপ ধনাদিদ্বারাও কোন কোন দুঃখের কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্তি হয়; এই নিমিত্তই ধনাদির উপার্জ্জনে লোকের ইচ্ছা হইয়া থাকে। যেমন হস্তীকে স্নান করাইলে অতি অল্পকালমাত্রও হস্তীর শরীর নির্ম্মল থাকে, সেইরূপ ধনোপার্জ্জন করিলেও কিয়ৎকাল দুঃখনিবৃত্তি হয়। অতএব ইহাতে জানা যায় যে, ধনাদিদ্বারা যে দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহাতে পরমপুরুষার্থতা না থাকিলেও কথঞ্চিৎ পুরুষার্থতা আছে ॥ ৩ ॥

সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপি সত্ত্বসম্ভবাদ্ধেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ ॥ ৪ ॥
উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

স চ দৃষ্টসাধনজো মন্দপুরুষার্থো বিজ্ঞৈর্হেয় ইত্যাহ। স চ দৃষ্টসাধনজো দুঃখপ্রতীকারো দুঃখাদুঃখবিবেকশাস্ত্রাভিজ্ঞৈর্হেয়ো দুঃখপক্ষে নিক্ষেপণীয়ঃ। কুতঃ সর্ব্বাসম্ভবাৎ। সর্ব্বদুঃখেষু দৃষ্টসাধনৈঃ প্রতীকারাসম্ভবাৎ। যত্রাপি সম্ভবস্তত্রাপি প্রতিগ্রহপাপাদ্যুত্থদুঃখাবশ্যকত্বমাহ। সম্ভবেঽপীতি। সম্ভবেঽপি দৃষ্টোপায়েন স্বরীয়কাদিদুঃখসম্পর্কাবশ্যম্ভাবাদিত্যর্থঃ। তথা চ যোগসূত্রম্। "পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিন" ইতি ॥ ৪ ॥

নমু দৃষ্টসাধনজন্যে সর্ব্বস্মিন্নেব দুঃখপ্রতীকারে দুঃখসম্ভেদনিয়মোঽপ্রয়োজকঃ। তথা চ স্মর্য্যতে—"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। অভিলাষো-

---

যাহারা বিজ্ঞপুরুষ, তাঁহারা ধনাদি দৃষ্টকারণে যে দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহাকে পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করেন না এবং তাঁহারা সেই পুরুষার্থপরিত্যাগ করেন। দুঃখাদুঃখবিবেকশাস্ত্রকুশল পণ্ডিতেরা ধনাদি দৃষ্টসাধনজন্য দুঃখনিবৃত্তিকে দুঃখমধ্যেই গণনা করেন; যেহেতু ধনাদি সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি করিতে পারে না। অপরিমিত ধন থাকিলেও কথঞ্চিৎ সেই ধনলভ্য বস্তুর অভাবনিবৃত্তি হইয়া অল্পপরিমাণে দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে; কিন্তু রোগশোকাদিজন্য দুঃখনিবৃত্তি করা ধনের সাধ্যায়ত্ত নহে। যদিও ধনের সর্ব্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তির সম্ভব হয়, তথাপি সেই ধন উপার্জ্জন করিতে প্রতিগ্রহজনিত পাপ হইয়া থাকে এবং সেই পাপ অবশ্য দুঃখের কারণ হয়। যে ধন উপার্জ্জন করিয়া দুঃখনিবৃত্তি করিবে, তাহার উপার্জ্জনেও পাপসঞ্চয় হইয়া পুনর্ব্বার সেই পাপজন্য দুঃখভোগ হইয়া থাকে। অতএব ধনদ্বারা কোনরূপেই সর্ব্বতোভাবে দুঃখনিবৃত্তি হয় না এবং যে কোনরূপ দুঃখনিবৃত্তিকে পরমপুরুষার্থ বলা যায় না। যোগসূত্রে লিখিত আছে যে, "বিবেকীরা পরিণামে দুঃখপ্রদ বলিয়া সকলই দুঃখের কারণ নিশ্চয় করেন" ॥ ৪ ॥

ধনাদি দৃষ্টসাধনদ্বারা যে দুঃখপ্রতীকার হয়, তাহাতে দুঃখের অবস্থিতি নিয়মের প্রয়োজকতা নাই। এই বিষয়ে বৃদ্ধেরা স্মরণ করিয়া থাকেন, "যে

অবিশেষশ্চোভয়োঃ ॥ ৬ ॥

পনীতং চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্ ॥" ইতি। তত্রাহ। দৃষ্টসাধনাসাধ্যস্য মোক্ষস্য দৃষ্টসাধনসাধ্যরাজ্যাদিভ্য উৎকর্ষাৎ তেষু দুঃখসত্তাবধার্যতে। অপিশব্দাৎ ত্রিগুণাত্মকত্বাদেরপি। মোক্ষস্যোৎকর্ষে প্রমাণং সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেরিতি। ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। "অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত" ইত্যাদিনা বিদেহকৈবল্যস্যোৎকর্ষশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ননু মা ভবতু দৃষ্টসাধনাদত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিঃ। অদৃষ্টসাধনাৎ তু বৈদিককর্ম্মণঃ স্যাৎ। অপাম সোমমমৃতা অভূমেত্যাদিশ্রুতেরিতি তত্রাহ। উভয়োরেব দৃষ্টাদৃষ্টয়োরত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যসাধকত্বে যথোক্তভদ্ধেতুত্বে চাবিশেষ এব মন্তব্য ইত্যর্থঃ। এতদেব কারিকায়ামুক্তম্। "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স

সুখেতে দুঃখের অবস্থিতি নাই, পরিণামে যে সুখ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং যাহা আপন অভিলাষানুযায়ী, সেই সুখকেই স্বর্গসুখ বলা যায়"। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, দৃষ্টসাধনজন্য রাজ্যাদি হইতে অদৃষ্টসাধনজন্য মোক্ষের উৎকর্ষপ্রযুক্ত রাজ্যাদিতে দুঃখের সত্তা অবধারিত হয়। বিশেষতঃ রাজ্যাদিতে গুণত্রয়ের সম্বন্ধ আছে সুতরাং তাহাতে দুঃখের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মোক্ষেতে কোনরূপ দুঃখসম্পর্ক নাই, যেহেতু মোক্ষের সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতি প্রসিদ্ধ আছে। "যিনি শরীরবান্, তাঁহার কখন প্রিয়াপ্রিয়ের অপহৃতি হয় না, অর্থাৎ শরীরীমাত্রেরই সুখদুঃখভোগ হইয়া থাকে, যিনি অশরীর, সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না।" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে মোক্ষের সর্ব্বোৎকর্ষ জানা যায় ॥ ৫ ॥

ধনাদি দৃষ্টসাধনদ্বারা অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি না হউক, অদৃষ্টসাধনজন্য বৈদিককর্ম্ম, অর্থাৎ যাগাদিদ্বারা অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থ হইতে পারে; যেহেতু "সোমপান করিব এবং অমৃতত্বলাভ করিব" ইত্যাদি শ্রুতিতে যাগাদির মোক্ষসাধনতা দেখা যায়। অতএব যাগাদি বৈদিককর্ম্মদ্বারা পরমপুরুষার্থলাভ হইতে পারে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—দৃষ্টসাধন ধনাদি এবং অদৃষ্টসাধন বৈদিককর্ম্মাদি উভয়ই তুল্য। কাহারও অত্যন্ত দুঃখ-

হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।" ইতি। শুরোরনুশ্রূয়ত ইত্যনুশ্রবো বেদঃ। তদ্বিহিতযাগাদিরানুশ্রবিকঃ। স দৃষ্টোপায়বদেবাশুদ্ধ্যা হিংসাদিপাপেন বিনাশিসাতিশয়ফলকত্বেন চ যুক্ত ইত্যর্থঃ। নন্থ বৈধহিংসায়াঃ পাপজনকত্বে বলবদনিষ্টাননুবন্ধীষ্টসাধনত্বরূপস্ত বিধ্যর্থস্থানুপপত্তিরিতি চেন্ন। বৈধহিংসাজন্মানিষ্টস্থেষ্টোৎপত্তিনান্তরীয়কত্বেনেষ্টোৎপত্তিনান্তরীয়কদুঃখাধিকদুঃখাজনকত্বরূপস্ত বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বস্ত বিধ্যংশস্থাক্ষতেঃ। যৎ তু বৈধহিংসাতিরিক্তহিংসায়া এব পাপজনকত্বমিতি তদসৎ সঙ্কোচে প্রমাণাভাবাৎ। যুধিষ্ঠিরাদীনাং স্বধর্ম্মেঽপি যুদ্ধাদৌ জ্ঞাতিবধাদিপ্রত্যবায়পরিহারায় প্রায়-

---

নিবৃত্তির কারণতা নাই। যেমন দৃষ্টসাধন ধনাদি অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি করিতে পারে না, সেইরূপ অদৃষ্টসাধন যাগাদিও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি করিয়া পরমপুরুষার্থের সহায় হইতে পারে না। সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে যে, "যেমন দৃষ্টসাধন ধনাদি অবিশুদ্ধি, ক্ষয়, আতিশয্য, তারতম্যপ্রভৃতি দোষযুক্ত, সেইরূপ বৈদিক কর্ম্মও উক্ত দোষে দূষিত। যেমন ধনাদিজন্য দুঃখনিবৃত্তিতে ধনাদি ক্ষয় হইলে সেই দুঃখনিবৃত্তিরও ক্ষয় হয় এবং ধনের ন্যূনাধিক্যবশতঃ দুঃখনিবৃত্তিরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে, সেইরূপ যাগাদিজন্য দুঃখনিবৃত্তিরও কালান্তরে ক্ষয় এবং ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রযাগে স্বর্গলাভ হয়, আর সোমযাগে স্বারাজ্যপ্রাপ্তি হয়। এইরূপ ফলের তারতম্যদ্বারা বৈদিক যাগাদিও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির কারণ নহে। দৃষ্টসাধন ধনাদিদ্বারা রাজ্যাদিভোগের ন্যায় বৈদিক যাগাদিও পশুহিংসাদি পাপ, বিনাশিত্ব ও ফলের তারতম্যাদি দোষযুক্ত। যদি বল, বৈধহিংসায় পাপজনকতা নাই; সুতরাং বৈদিক যাগাদিকে দূষিত বলা যায় না। যেহেতু বৈধহিংসার পাপজনকতা স্বীকার করিলে বিধ্যর্থের অনুপপত্তি হয়। বিধিবাক্যের অর্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যাগাদিকার্য্য বলবান্ অনিষ্টের প্রয়োজক হয় না, বরং সমধিক ইষ্টসাধনই হইয়া থাকে। যাগাদিবিহিত পশুহিংসাদির পাপজনকতা স্বীকার করিলে সেই যাগাদি বলবান্ অনিষ্টের প্রয়োজকই হইল; সুতরাং বিধিবাক্যের নির্দ্দোষিতা থাকে না। ইহাও বলা যায় না; যেহেতু যাগাদিবিহিত পশুহিংসাতে আনুষঙ্গিক অল্পমাত্র পাপ হইয়া থাকে এবং

শ্চিত্তশ্রবণাচ্চ। "তস্মাদ্যাস্যাম্যহং তাত! দৃষ্টেমং দুঃখসন্নিধিম্। ত্রয়ীধর্ম্মমধর্ম্মাঢ্যং কিম্পাকফলসন্নিভম্॥" ইতি মার্কণ্ডেয়বচনাচ্চ। অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্য ইতি শ্রুতিস্তু বৈধাতিরিক্তহিংসানিবৃত্তেরিষ্টসাধনত্বমেব বক্তি ন তু বৈধহিংসায়া অনিষ্টসাধনত্বাভাবমপীত্যাদিকং যোগবার্ত্তিকে দ্রষ্টব্যমিতি দিক্। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুরিতি তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েত্যাদিশ্রুতিবিরো-

---

তাহাতে ভূরিপরিমাণে ইষ্টসাধনতা আছে। সেই ইষ্টসাধনতার আনুষঙ্গিক কিঞ্চিৎ পাপভিন্ন অধিক পাপের সম্ভব হয় না; সুতরাং বলবান্ অনিষ্টের অপ্রয়োজকই হইল। এইক্ষণ আর বিধিবাক্যের অনুপপত্তি রহিল না। আর যদি এইরূপ ব্যাখ্যা কর যে, পশুহিংসাদিতেও যে পাপ জন্মে, তাহা সাধারণ হিংসাতে হয় না, কেবল যে সকল হিংসা বিধিবোধিত নহে, তাহাতেই হয়; বৈধহিংসাতে কোনরূপ পাপ হয় না, এই কথাও স্বীকার্য্য নহে। যেহেতু "হিংসা করিলেই পাপ হইবে" এই বাক্যের সঙ্কোচকরণে কোন প্রমাণ নাই। উক্ত বাক্যে বৈধ কি অবৈধ, এমত উল্লেখ নাই; সুতরাং হিংসামাত্রেই পাপের সম্ভব আছে, বৈধহিংসাতে পাপ নাই, একথা অযুক্ত। যুধিষ্ঠিরাদিরা স্বধর্ম্মবিহিত যুদ্ধাদিতে জ্ঞাতিবধ করিয়া সেই পাপের পরিহারার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। যদি বৈধহিংসাতে পাপের সম্ভব না থাকিবে, তাহাহইলে যুধিষ্ঠিরাদিরা প্রায়শ্চিত্ত করিবেন কেন? মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, "আমি এই দুঃখসন্নিধান দেখিয়া কিম্পাক (মাখাল) ফলসন্নিভ অধর্ম্মযুক্ত বৈদিকধর্ম্ম আশ্রয় করিব।" ইহাদ্বারাও বেদোক্ত যাগাদির পাপজনকতা জানা যায়। "তীর্থের অন্যত্র, অর্থাৎ যাগাদিব্যতিরেকে কোন পশু হিংসা করিবে না" ইত্যাদি শ্রুতিতে বৈধহিংসাতিরিক্ত হিংসানিবৃত্তির ইষ্টসাধনতা উক্ত হইয়াছে; কিন্তু বৈধহিংসাতে যে কোনরূপ অনিষ্টসাধন হইবে না, তাহা উক্ত হয় নাই। আমরা যোগবার্ত্তিকে ইহার বিশেষ প্রদর্শন করিব। "কর্ম্ম, সন্তান, ধন ইত্যাদিদ্বারা অমৃতত্বলাভ হয় না, কেবল বৈরাগ্যদ্বারাই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে এবং কেবল সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা

ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ ॥ ৭॥ ।

ধেন তু সোমপানাদিভিরমৃতত্বং গৌণমেব মন্তব্যম্। "আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।" ইতি বিষ্ণুপুরাণাৎ ॥ ৬ ॥

তদেবং দৃষ্টাদৃষ্টোপায়য়োঃ সাক্ষাৎপরমপুরুষার্থাসাধনত্বে সাধিতে তদুপায়াকাঙ্ক্ষায়াং বিবেকজ্ঞানমুপায়ো বক্তব্যঃ। তত্র বিবেকজ্ঞানমবিবেকাখ্যদুঃখহেতূচ্ছেদদ্বারৈব হানোপায় ইত্যাশয়েনাদাবপি বিবেকমেবেতরপ্রতিষেধেন হেয়হেতুতয়া পরিশেষয়তি প্রঘট্টকেন। দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তের্মোক্ষত্বস্যোক্ততয়া বন্ধোঽত্র দুঃখযোগ এব। তস্য বন্ধস্য পুরুষে ন স্বাভাবিকত্বং বক্ষ্যমাণলক্ষণমস্তি যতো ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষায় সাধনোপ-

---

যায়। তদ্ভিন্ন মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই।" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধহেতু সোমযাগাদিদ্বারা যে অমৃতত্বলাভ হয়, তাহা গৌণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; উহা মুখ্য অমৃতত্ব নহে। বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ গৌণ অমৃতত্বের লক্ষণ উক্ত আছে। উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, "মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থানকেই অমৃতত্ব বলা যায়" ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, দৃষ্টসাধন ধনাদি এবং অদৃষ্টসাধন বৈদিক যাগাদি উভয়ের মধ্যে কাহারও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থসাধনতা নাই, তবে পরমপুরুষার্থসাধনের উপায় কি? এই আশঙ্কায় বিবেকজ্ঞানকেই পরমপুরুষার্থসাধনের উপায় বলিতে হইবে। সেই বিবেকজ্ঞানও অবিবেকাখ্য দুঃখহেতুর উচ্ছেদদ্বারাই দুঃখনিবৃত্তির উপায়, এই অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ অন্যান্য উপায়ের দুঃখনিবৃত্তির কারণতা নিষেধপূর্ব্বক পরিশেষপ্রাপ্ত কেবল একমাত্র বিবেকজ্ঞানই সর্ব্বতোভাবে দুঃখনিবৃত্তির উপায় ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। এইক্ষণ দুঃখ কি স্বাভাবিক, অথবা নৈমিত্তিক? তাহা বিবেচিত হইয়া দুঃখের স্বাভাবিকত্ব নিবারিত হইতেছে।—যদি বল, দুঃখ স্বাভাবিক; তাহাহইলে মোক্ষসাধনোপদেশবিধি অসিদ্ধ হইয়া পড়ে; কারণ যে স্বভাবতই বদ্ধ, তাহার মোক্ষ অসম্ভব, সুতরাং তাহার পক্ষে মোক্ষসাধনোপদেশ নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই মোক্ষ এবং দুঃখযোগকেই বন্ধ বলিয়া থাকে। দুঃখযোগ থাকিলে সে বদ্ধই

দেশস্ত শ্রৌতস্ত বিধিরনুষ্ঠানং নিষোজ্যানাং ঘটতে। ন হ্যগ্নেঃ স্বাভাবিকা-দৌষ্ণ্যান্মোক্ষঃ সম্ভবতি। স্বাভাবিকস্ত যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্ত-মীশ্বরগীতায়াম্। "যদ্যাত্মা মলিনোঽস্বচ্ছো বিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ। ন হি তস্ত ভবেন্মুক্তির্জ্জন্মান্তরশতৈরপি॥" ইতি। যস্মিন্ সতি কারণবিলম্বাদ্বি-লম্বো যস্তোৎপত্তৌ ন ভবতি তস্ত তৎ স্বাভাবিকমিতি স্বাভাবিকত্বলক্ষণম্। নমু সর্ব্বদোপলম্ভাপত্তের্দুঃখস্ত স্বাভাবিকত্বশঙ্কৈব নাস্তীতি চেন্ন। ত্রিগুণা-ত্মকত্বেন চিত্তস্ত দুঃখস্বভাবত্বেঽপি সত্ত্বাধিক্যেনাভিভবাৎ সদা দুঃখানুপলব্ধি-

---

রহিল, তাহার আর মোক্ষ কি? পুরুষের বন্ধ স্বাভাবিক নহে; কারণ শ্রুতিতে বদ্ধ ব্যক্তির মোক্ষের নিমিত্ত যে মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান উক্ত আছে, তাহা বিফল হয়। যেটী যাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সেইটী পরিত্যক্ত হইয়া কখন অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না, কারণ অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণতার কোনরূপেও পরিহার সম্ভবে না। যাবৎ দ্রব্য বিদ্যমান থাকে, তাবৎই সেই দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম্মও বর্ত্তমান থাকে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। ঈশ্বরগীতাতে লিখিত আছে যে, "যদি আত্মা মলিন, অস্বচ্ছ ও স্বভাববিকারী হয়, তাহা-হইলে শত শত জন্মেও তাহার মুক্তি হইতে পারে না।" যে পদার্থ বিদ্যমান থাকিতে যে ধর্ম্মের উৎপত্তিবিষয়ে কারণান্তরের অপেক্ষা করে না, সেই ধর্ম্মই সেই পদার্থের স্বাভাবিক। যাবৎ অগ্নি বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ তাহার উষ্ণতার প্রতি কোন কারণ অপেক্ষা করে না; সুতরাং উষ্ণতাই অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পুরুষের বন্ধ এইরূপ স্বাভাবিক হইলে সর্ব্বথাই তাহার মোক্ষ অসম্ভব হয়, যদি বল, দুঃখের সর্ব্বদা উপলব্ধি হয় না; সুতরাং তাহার স্বাভাবিকত্বশঙ্কাই নাই; দুঃখ পুরুষের স্বাভাবিক হইলে অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় সর্ব্বদাই সেই দুঃখের উপলব্ধি হইত। ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু ত্রিগুণাত্মকত্বপ্রযুক্ত চিত্তের দুঃখস্বভাব সকলেই স্বীকার করে, তথাপি সত্ত্বা-ধিক্যপ্রযুক্ত সেই চিত্তেরও সর্ব্বদা দুঃখ উপলব্ধি হয় না। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক হইলেও সত্ত্বাধিক্যপ্রযুক্ত সেই সত্ত্বগুণই দুঃখকে অভিভূত করিয়া রাখে। যেমন চিত্ত দুঃখস্বভাব হইলেও সত্ত্বাধিক্যবশতঃ তাহারও সর্ব্বদা দুঃখ উপ-লব্ধি হয় না, সেইরূপ আত্মারও সত্ত্বাধিক্যবশতঃ সর্ব্বদা দুঃখোপলব্ধির

স্বভাবস্যানপায়িত্বাদননুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যম্ ॥ ৮ ॥

নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ ॥ ৯ ॥

যদাত্মনোঽপি তদনুপলব্ধিসম্ভবাৎ। দুঃখস্বাভাবিকত্ববাদিভির্ব্বৌদ্ধৈশ্চিত্তস্যৈবাত্মতাভ্যুপগমাচ্চ। অথৈবমাত্মনাশাদেব মোক্ষোঽস্ত্বিতি চেন্ন। অহং বদ্ধো বিমুক্তঃ স্যামিতি বন্ধসামানাধিকরণ্যেনৈব মোক্ষস্য পুরুষার্থত্বাদিতি ॥ ৭ ॥

ভবত্বননুষ্ঠানং তেন কিমিত্যত আহ। স্বভাবস্য যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বান্মোক্ষাসম্ভবেন তৎসাধনোপদেশশ্রুতেরননুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৮॥

ননু শ্রুতিবলাদেবানুষ্ঠানং স্যাৎ তত্রাহ। নাশক্যায় ফলায়োপদেশস্যানুষ্ঠানং সম্ভবতি। যত উপদিষ্টেঽপি বিহিতেঽপ্যশক্যস্যোপায়ে স উপদেশো

অভাব দেখা যায়। দুঃখস্বাভাবিকবাদী বৌদ্ধেরা চিত্তকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করে। আর যদি বল, আত্মার নাশ হইলেই মোক্ষ হইতে পারে; তাহাও অসম্ভব। "আমি বদ্ধ ছিলাম, এক্ষণ মুক্ত হইলাম" এই বাক্যেতে বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ের একাধিকরণ্য দেখা যায়, অর্থাৎ এক আত্মাতেই বন্ধ ও মোক্ষ অনুমিত হয়; সুতরাং "আত্মনাশে মোক্ষ" এ কথা বলা যায় না এবং "বন্ধ পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম" ইহাও অসিদ্ধ হইল ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইল যে, আত্মার স্বাভাবিক বন্ধ স্বীকার করিলে বেদোক্ত মোক্ষসাধনোপদেশ নিষ্প্রয়োজন হয়। এই ভয়ে আত্মার স্বাভাবিক বন্ধন অস্বীকার করিব কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—স্বভাব দ্রব্যান্তস্থায়ী, অর্থাৎ যাবৎ যে পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাবৎ তাহার স্বভাবের অন্যথা হয় না, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আত্মার বন্ধ স্বাভাবিক হইলে কখন তাহার মোক্ষ হইতে পারে না; সুতরাং বেদোক্ত মোক্ষসাধনোপায়ের অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তাহাহইলে বেদের অপ্রামাণ্য হয়। (বেদোক্ত বাক্যের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়া যে ব্যবস্থা করা যায়, তাহা সৎ নহে) ॥৮॥

যদি বল, বেদের অপ্রামাণ্যভয়ে মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান অবশ্যই করিতে হইবে, তাহাই কর। তাহাতে আত্মার স্বাভাবিক বন্ধ স্বীকারে বাধা কি?

শুক্লপটবদ্বীজবচ্চেৎ ॥ ১০ ॥

ন ভবতি। কিন্তূপদেশাভাস এব বাধিতমর্থং বেদোঽপি ন বোধয়তীতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অত্র শঙ্কতে। ননু স্বাভাবিকস্যাপ্যপায়ো দৃশ্যতে। যথা শুক্লপটস্য স্বাভাবিকং শৌক্ল্যং রাগেণাপনীয়তে। যথা চ বীজস্য স্বাভাবিক্যপ্যঙ্কুর-শক্তিরগ্নিনাপনীয়তে। অতঃ শুক্লপটবদ্বীজবচ্চ স্বাভাবিকস্য বন্ধস্যাপ্যপায়ঃ পুরুষে সম্ভবতীতি তদ্বদেব তৎসাধনোপদেশঃ স্যাদিতি চেদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—অশক্যের ফলোপদেশানুষ্ঠান সম্ভব হয় না। যে পদার্থ যে বিষয়ে অশক্য, অর্থাৎ যে পদার্থকে যেরূপ করিতে পারা যায় না, সেই পদার্থকে সেইরূপ করিবার জন্য চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। (আত্মা স্বাভাবিক বদ্ধ হইলে, তাহাকে কোনরূপে মুক্ত করা যাইতে পারে না, অতএব তাহার মুক্তি কোন ফলজনক হইতে পারে না; সুতরাং তদ্বিষয়ের উপদেশও কার্য্যকারী হয় না।) যে পদার্থ বাধিত, বেদও তাহা বোধিত করিতে পারে না। যাহার যে শক্তি নাই, বেদ কি তাহার সেই শক্তি জন্মাইতে পারেন? ॥ ৯ ॥

আত্মবন্ধনের স্বাভাবিকত্ব-নৈমিত্তিকত্ববিষয়ে আশঙ্কা করিতেছেন।—স্বাভাবিক বিষয়েরও অপলাপ দেখা যায়। বস্ত্রের শুক্লবর্ণতা ও বীজের অঙ্কুরোৎপাদনশক্তি স্বাভাবিক। সময়ে সময়ে স্বাভাবিক শক্তিরও অন্যথা হইয়া থাকে। শুক্লবর্ণ বস্ত্রকে রাগাদিদ্বারা অন্যবর্ণ করা যায় এবং বীজকে অগ্নি-সংযোগদ্বারা ভর্জ্জন করিয়া তাহার বীজোৎপাদিকা শক্তির বিনাশ করা যায়। যেমন রাগাদিদ্বারা শুক্লবস্ত্রের বর্ণান্তরসম্পাদন এবং ভৃষ্ট বীজের স্বাভাবিক অঙ্কুরোৎপাদনশক্তির অন্যথা হয়, সেইরূপ পুরুষের স্বাভাবিক বন্ধ হইলেও মোক্ষ হইতে পারে, তাহাহইলেই বেদোক্ত মোক্ষসাধনোপদেশও নিষ্প্রয়োজন হয় না ॥ ১০ ॥

শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ ॥ ১১ ॥

সমাধত্তে। উক্তদৃষ্টান্তয়োরপি নাশক্যায় স্বাভাবিকায়াপায়োপদেশো লোকানাং ভবতি। কুতঃ—শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাম্। দৃষ্টান্তদ্বয়ে হি শৌক্ল্যাদেরাবির্ভাবতিরোভাবাবেব ভবতঃ। ন তু শৌক্ল্যাঙ্কুরশক্ত্যোরভাবো ভবতি। রজকাদিব্যাপারৈর্যোগিসঙ্কল্পাদিভিশ্চ রক্তপটভৃষ্টবীজয়োঃ পুনঃ শৌক্ল্যাঙ্কুরশক্ত্যাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ। নন্বেবং পুরুষেঽপি দুঃখশক্তিতিরোভাব এব মোক্ষোঽস্থিতি চেন্ন দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তেরেব লোকে পুরুষার্থত্বানুভবাৎ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ পুরুষার্থত্বসিদ্ধেশ্চ। ন তু দৃষ্টান্তয়োরিব তিরোভাবমাত্রস্যেতি।

পূর্ব্বসূত্রোক্ত আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন।—পূর্ব্বসূত্রে যে দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিলেন, তাহাতে স্বাভাবিকত্বের অপগম হয় না। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ে শক্তির উদ্ভব ও অনুভবদ্বারা শুক্লাদির আবির্ভাব-তিরোভাব হয়। শুক্লবর্ণ ও অঙ্কুরোৎপাদনশক্তির অভাব হয় না। শুক্লবস্ত্রের যে বর্ণান্তরসংযোগ হয়, তাহা শক্ত্যন্তরের আবির্ভাবমাত্র এবং ভৃষ্টবীজের যে অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি থাকে না, তাহাও ঐ শক্তির তিরোভাব। অন্যথা শুক্লবর্ণ বস্ত্র রাগাদিদ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া বর্ণান্তরবিশিষ্ট হইলে রজকাদিরা পুনর্ব্বার সেই বস্ত্রকে শুক্লবর্ণ করিতে পারিবে কেন? এবং যোগীগণ ভৃষ্টবীজেরও পুনর্ব্বার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি দেখাইতে পারেন। যদি ঐ শক্তিদ্বয়ের সর্ব্বতোভাবে অভাবই হইত, তাহাহইলে সেই শক্তিদ্বয়ের পুনঃপ্রকাশ হইতে পারিত না। যদি বল, যেমন পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ে শক্তির আবির্ভাবতিরোভাবদ্বারা মীমাংসা করিলে, সেইরূপ পুরুষেরও স্বাভাবিক বন্ধশক্তির তিরোভাবই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করি। তাহা হইতে পারে না। যেহেতু দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ বলিয়া লোকে স্বীকার করে। শ্রুতিস্মৃতিতেও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থরূপে সিদ্ধ আছে। দৃষ্টান্তদ্বয়ে যেরূপ আবির্ভাব-তিরোভাব স্বীকার করিয়া কথঞ্চিৎ সমাধান করা যায় বটে, কিন্তু পুরুষের দুঃখনিবৃত্তিস্থলে সেইরূপ মীমাংসা হইতে পারে না। আর দুঃখশক্তির তিরোভাবকে মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করিলে যেমন কদা-

ন কালযোগতো ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ দুঃখশক্তিতিরোভাবমাত্রস্য মোক্ষত্বে কদাচিদ্‌যোগীশ্বরসঙ্কল্পাদিনা শক্ত্যুদ্ভবস্য ভৃষ্টবীজেম্বিব মুক্তেম্বপি সম্ভবেনানির্ম্মোক্ষাপত্তিরিতি ॥ ১১ ॥

স্বভাবতো বন্ধং নিরাকৃত্য নিমিত্তেভ্যোঽপি বন্ধমপাকরোতি সূত্রজাতেন। পুরুষে দুঃখস্য নৈমিত্তিকত্বেঽপি জ্ঞানাদ্যুপায়োচ্ছেদ্যত্বং ন ঘটতে। অনাগতাবস্থসূক্ষ্মদুঃখস্য যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাদিত্যাশয়েন নৈমিত্তিকত্বং নিরাক্রিয়তে। নাপি কালসম্বন্ধনিমিত্তকঃ পুরুষস্য বন্ধঃ। কুতঃ— ব্যাপিনো নিত্যস্য কালস্য সর্ব্বাবচ্ছেদেন সর্ব্বদা মুক্তামুক্তসকলপুরুষসম্বন্ধাৎ। সর্ব্বাবচ্ছেদেন সদা সকলপুরুষাণাং বন্ধাপত্তেরিত্যর্থঃ। অত্র চ প্রকরণে কালদেশকর্ম্মাদীনাং নিমিত্তত্বসামান্যং নাপলপ্যতে শ্রুতিস্মৃতিযুক্তিভিঃ সিদ্ধত্বাৎ। কিন্তু যন্নৈমিত্তিকত্বং তদেব বন্ধে প্রতিষিধ্যতে পুরুষে বন্ধস্যৌপাধি-

---

চিৎ যোগীগণের সংকল্পবশতঃ ভৃষ্টবীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির উদ্ভব হয়, সেইরূপ মুক্ত পুরুষেরও পুনর্ব্বার দুঃখের সম্ভব হইতে পারে; সুতরাং মোক্ষসিদ্ধির অসম্ভব হয়। অতএব শুক্লবস্ত্র ও ভৃষ্টবীজের ন্যায় শক্তির তিরোভাব স্বীকার করিয়া পুরুষের দুঃখনিবৃত্তির সমাধান হয় না ॥ ১১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বসূত্রে আত্মবন্ধনের স্বাভাবিকত্ব নিরাস করিয়া এই সূত্রে তাহার নৈমিত্তিকত্ব নিরাস করিতেছেন। পুরুষের নৈমিত্তিক দুঃখস্বীকার করিলে জ্ঞানাদি উপায়দ্বারা সেই দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না। অনাগতবস্থ সূক্ষ্ম দুঃখসকলও দ্রব্যান্তস্থায়ী। এই অভিপ্রায়ে আত্মদুঃখের নৈমিত্তিকত্ব নিরাকৃত হইতেছে।—"পুরুষের দুঃখ কালনিমিত্তক" ইহা বলা যায় না। যেহেতু কাল সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য। সর্ব্বদাই মুক্ত ও অমুক্ত সকল পুরুষেতেই কালের সম্বন্ধ আছে; সুতরাং পুরুষের বন্ধকে কালিক বলা যায় না। তাহাহইলে সকল অবস্থাতেই সকল পুরুষের বন্ধ সম্ভবিতে পারে। এই প্রকরণে কাল-দেশ-কর্ম্মাদির পুরুষবন্ধনের নিমিত্ততার অপলাপ শ্রুতিস্মৃতির যুক্তিদ্বারা নিরূপিত হইবে। যাহা নিমিত্তজন্য, তাহাকে নৈমিত্তিক বলা যায়। যেমন পাকাদিদ্বারা দ্রব্যের অবস্থান্তর হয়, সেইরূপ যাহার অবস্থান্তরপ্রাপ্তি হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বলা যায়। পুরু-

ন দেশযোগতোঽপ্যস্মাৎ ॥ ১৩ ॥

নাবস্থাতো দেহধর্ম্মত্বাৎ তস্যাঃ ॥ ১৪ ॥

কত্বাভ্যুপগমাৎ। নহু কালাদিনিমিত্তকত্বেঽপি সহকার্য্যন্তরসম্ভবাসম্ভবাভ্যাং ব্যবস্থা স্যাদিতি চেৎ। এবং সতি যৎ সংযোগে সত্যবশ্যং বন্ধস্তত্রৈব সহকারিণি লাঘবাদ্বন্ধো যুক্তঃ পুরুষে বন্ধব্যবহারস্ত্বৌপাধিকত্বেনাপ্যুপপত্তেরিতি কৃতং নৈমিত্তিকত্বেনেতি ॥ ১২ ॥

দেশযোগতোঽপি ন বন্ধঃ। কুতঃ—অস্মাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্তান্মুক্তামুক্তসর্ব্বপুরুষসম্বন্ধাৎ মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

সঙ্ঘাতবিশেষরূপতাখ্যা দেহরূপা যাবস্থা ন তন্নিমিত্ততোঽপি পুরুষস্য বন্ধঃ। কুতঃ—তস্যা অবস্থায়া দেহধর্ম্মত্বাৎ। অচেতনধর্ম্মত্বাদিত্যর্থঃ। অন্যধর্ম্মস্য সাক্ষাদন্যবন্ধকত্বেঽতিপ্রসঙ্গাৎ। মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তেরিত্যর্থঃ ॥১৪॥

ষের বন্ধে এইরূপ নৈমিত্তিকত্বের প্রতিষেধ আছে। যেহেতু পুরুষবন্ধনের ঔপাধিকত্ব স্বীকৃত আছে। যদি বল, পুরুষবন্ধনের কালাদিনিমিত্ততা স্বীকারে অন্য সহকারীর সম্ভব ও অসম্ভবদ্বারা ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাহইলে যাহার সংযোগবিদ্যমানে অবশ্য বন্ধ হয়, তাহাতেই অন্য সহকারীর সাহায্য অপেক্ষা করে। পুরুষে বন্ধব্যবহারের ঔপাধিকত্বপ্রযুক্ত তাহার বন্ধত্বোপপত্তি হয়, অতএব পুরুষের নৈমিত্তিক বন্ধও অসম্ভব। ১২ ॥

দেশযোগবশতও পুরুষের দুঃখসম্বন্ধ হয় না, যেহেতু পূর্ব্বসূত্রোক্ত কাল সম্বন্ধের ন্যায় দেশসম্বন্ধও মুক্ত ও অমুক্ত পুরুষের সম্ভবিতে পারে; তাহাহইলে মুক্ত পুরুষেরও বন্ধাপত্তি হইতে পারে, পুরুষের দৈশিক দুঃখসম্বন্ধ স্বীকার করিলে মুক্তপুরুষের দুঃখসম্বন্ধ অনিবার্য্য হয়। অতএব আত্মার দুঃখসম্বন্ধ দেশনিমিত্তক নহে ॥ ১৩ ॥

পঞ্চভূতের সংঘাতরূপ দেহাত্মিকা অবস্থাও পুরুষের দুঃখসম্বন্ধের নিমিত্ত নহে, যেহেতু সেই অবস্থাই দেহের ধর্ম্ম এবং সেই দেহ অচেতন। কখনও অচেতন ধর্ম্ম সচেতন পুরুষের বন্ধনের কারণ হয় না। একের ধর্ম্মদ্বারা

অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি ॥ ১৫ ॥

ন কর্ম্মণান্যধর্ম্মত্বাদতিপ্রসক্তেশ্চ ॥ ১৬ ॥

ননু পুরুষস্যাপ্যবস্থায়াং কিং বাধকং তত্রাহ। ইতি শব্দো হেত্বর্থে। পুরুষস্যাসঙ্গত্বাদবস্থায়া দেহমাত্রধর্ম্মত্বমিতি পূর্ব্বসূত্রেণান্বয়ঃ। পুরুষস্যাবস্থা-রূপবিকারস্বীকারে বিকারহেতুসংযোগাখ্যঃ সঙ্গঃ প্রসজ্যেতেতিভাবঃ। অসঙ্গত্বে চ শ্রুতিঃ। স যদত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবতি অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইতি। সঙ্গশ্চ সংযোগমাত্রং ন ভবতি। কালদেশসম্বন্ধস্য পূর্ব্ব-মুক্তত্বাৎ। শ্রুতিস্মৃতিষু পদ্মপত্রস্থজলেনেব পদ্মপত্রস্যাসঙ্গতায়াঃ পুরুষাসঙ্গ-তায়াং দৃষ্টান্ততাশ্রবণাচ্চ ॥ ১৫ ॥

ন হি বিহিতনিষিদ্ধকর্ম্মণাপি পুরুষস্য বন্ধঃ। কর্ম্মণামনাত্মধর্ম্মত্বাৎ। অন্যধর্ম্মেণ সাক্ষাদন্যস্য বন্ধে চ মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তেঃ। ননু স্বপ্নোপাধি-

---

অন্যের বন্ধন স্বীকার করিলে মুক্ত পুরুষেরও বন্ধ হইতে পারে। অতএব অবস্থাকে বন্ধনের নিমিত্ত বলা যায় না ॥ ১৪ ॥

পুরুষের অবস্থা স্বীকারে বাধা কি আছে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।— যেহেতু পুরুষ অসঙ্গ, অতএব তাহার অবস্থার বাধকতা আছে এবং পুরুষের অসঙ্গতাপ্রযুক্তই অবস্থা দেহের ধর্ম্ম, উহা পুরুষের ধর্ম্ম নহে। পুরুষের অবস্থারূপ বিকার স্বীকার করিলে বিকারের হেতুভূত সংযোগাখ্য সঙ্গও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার শ্রুতিতেই পুরুষের অসঙ্গত্ব প্রসিদ্ধ আছে। কেবল সংযোগমাত্রকে সঙ্গ বলা যায় না, পূর্ব্বে কাল-দেশ সম্বন্ধের সঙ্গত্ব উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিস্মৃতিতে পুরুষের অসঙ্গতাবিষয়ে পদ্মপত্রস্থ জলে পদ্মপত্রের অসঙ্গতারূপ দৃষ্টান্তের শ্রবণ আছে, অর্থাৎ যেমন পদ্মপত্রস্থ-জলে পদ্মপত্রের সংযোগ থাকিলেও তাহাতে পদ্মপত্রসঙ্গতা নাই, সেইরূপ পুরুষেতে সর্ব্বপদার্থের সংযোগসত্ত্বেও তাহাতে সঙ্গতা নাই; সুতরাং পুরু-ষের অবস্থা স্বীকার করা যায় না ॥ ১৫ ॥

বিহিত, কিম্বা অবিহিত কর্ম্মদ্বারাও পুরুষের বন্ধ হয় না। কারণ কর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম নহে এবং একের ধর্ম্মদ্বারা অপরের বন্ধ হইতে পারে না, তাহা-

বিচিত্রভোগানুপপত্তিরন্যধর্ম্মত্বে ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মণা বন্ধাঙ্গীকারে নায়ং দোষ ইত্যাশয়েন হেত্বন্তরমাহ। অতিপ্রসক্তেশ্চেতি। প্রলয়াদাবপি দুঃখযোগরূপবন্ধাপত্তেশ্চেত্যর্থঃ। সহকার্য্যন্তরবিলম্বতো বিলম্বকল্পনং চ প্রাগেব নিরাকৃতং ন কালযোগ ইত্যাদিসূত্র ইতি ॥ ১৬ ॥

নন্বেবং দুঃখযোগরূপোঽপি বন্ধঃ কর্ম্মসামানাধিকরণ্যানুরোধেন চিত্তস্যৈবাস্তু। দুঃখস্য চিত্তধর্ম্মতায়াঃ সিদ্ধত্বাৎ। কিমর্থং পুরুষস্যাপি কল্প্যতে বন্ধ ইত্যাশঙ্কায়ামাহ। দুঃখযোগরূপবন্ধস্য চিত্তমাত্রধর্ম্মত্বে বিচিত্রভোগানুপপত্তিঃ। পুরুষস্য হি দুঃখযোগং বিনাপি দুঃখসাক্ষাৎকারাখ্যভোগস্বীকারে সর্ব্বপুরুষদুঃখাদীনাং সর্ব্বপুরুষভোগ্যতা স্যান্নিয়ামকাভাবাৎ। ততশ্চায়ং দুঃখভোক্তায়ং চ সুখভোক্তেত্যাদিরূপভোগবৈচিত্র্যং নোপপদ্যেতেত্যর্থঃ। অতো ভোগবৈচিত্র্যোপপত্তয়ে ভোগনিয়ামকতয়া দুঃখাদিযোগরূপো বন্ধঃ

হইলে মুক্ত পুরুষেরও বন্ধাপত্তি হইতে পারে। যদি বল, স্বীয় কর্ম্মদ্বারাই বন্ধ স্বীকার করি, তাহাহইলে একের বন্ধনে অপরের বন্ধাপত্তিরূপ দোষ সম্ভবিতে পারে না, ইহাও বলা যায় না। কারণ পুরুষের স্বীয় কর্ম্মদ্বারা বন্ধ স্বীকার করিলে মহাপ্রলয়কালেও দুঃখযোগরূপ বন্ধের আপত্তি হইতে পারে। যদি বল, সহকারী কারণান্তরের অভাবেই প্রলয়কালে দুঃখযোগরূপ বন্ধ হয় না, এই আশঙ্কা পূর্ব্বেই নিরাকৃত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

দুঃখযোগরূপ বন্ধ কর্ম্মের একাধিকরণ্যানুরোধে চিত্তধর্ম্মই হউক, যেহেতু দুঃখ চিত্তধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, অর্থাৎ কর্ম্ম চিত্তেতে থাকে। অতএব কর্ম্মসমানাধিকরণ দুঃখযোগাত্মক বন্ধও চিত্তধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করি, পুরুষের বন্ধ স্বীকার করি কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—দুঃখযোগরূপ বন্ধকে চিত্তধর্ম্মরূপে স্বীকার করিলে বিচিত্র ভোগের অনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ পুরুষভেদে নানারূপ ভোগ হইতে পারে না, সকল পুরুষেরই একরূপ ভোগ স্বীকার করিতে হয়। পুরুষের দুঃখযোগব্যতিরেকে দুঃখসাক্ষাৎকারকে ভোগ বলিয়া স্বীকার করিলে নিয়ামকাভাবপ্রযুক্ত সকলের দুঃখই সর্ব্ব-

প্রকৃতিনিবন্ধনাচ্চেন্ন তস্যাপি পারতন্ত্র্যম্ ॥ ১৮ ॥

পুরুষেঽপি স্বীকার্য্যঃ। স চ পুরুষে দুঃখযোগঃ প্রতিবিম্বরূপ এবেতি প্রাগেবোক্তম্। প্রতিবিম্বশ্চ স্বোপাধিবৃত্তেরেব ভবতীতি ন সর্ব্বপুংসাং সর্ব্বদুঃখভোগ ইতি ভাবঃ। চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্যানাদিঃ স্বস্বামিভাবঃ সম্বন্ধো হেতুরিতি যোগভাষ্যাদয়ং সিদ্ধান্তঃ সিদ্ধঃ। চিত্তে চ পুরুষস্য স্বত্বং স্বভুক্তবৃত্তিবাসনাবত্ত্বমিতি। যৎ তু চিত্তস্যৈব বন্ধমোক্ষৌ ন পুরুষস্যেতি শ্রুতিস্মৃতিষু গীয়তে তদ্বিম্বরূপদুঃখযোগরূপং পারমার্থিকং বন্ধমাদায় বোধ্যম্ ॥১৭॥

সাক্ষাৎ প্রকৃতিনিমিত্তকত্বমপি বন্ধস্যাপাকরোতি। নন্বু প্রকৃতিনিমিত্তা বন্ধো ভবত্বিতি চেন্ন। যতস্তস্যা অপি বন্ধকত্বে সংযোগপারতন্ত্র্যমুত্তরত্র বক্ষ্যমাণমস্তি। সংযোগবিশেষং বিনাপি বন্ধকত্বে প্রলয়াদাবপি দুঃখবন্ধ-

---

পুরুষের ভোগ হইতে পারে, দুঃখভোগের কোনরূপ তারতম্য থাকে না। অর্থাৎ "ইনি দুঃখভোক্তা, ইনি সুখভোগী" ইত্যাদিরূপ ভোগের ইতর বিশেষের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। অতএব ভোগের তারতম্যতার নিমিত্ত এবং ভোগনিয়ামকতাপ্রযুক্ত দুঃখাদিযোগরূপ বন্ধ পুরুষেরই স্বীকার করিতে হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, প্রতিবিম্বরূপেই পুরুষের দুঃখযোগ হইয়া থাকে। সেই দুঃখপ্রতিবিম্বও যাহার উপাধিবৃত্তি আছে, তাহারই সম্ভবে, সর্ব্বপুরুষের দুঃখযোগ সম্ভবে না। চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষের অনাদি স্বামিভাবরূপ সম্বন্ধই দুঃখভোগের হেতু বলিয়া যোগসূত্রভাষ্যে সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছে। চিত্তেতে যে পুরুষের স্বত্ব, তাহাও স্বভুক্তবৃত্তিরূপ বাসনামাত্র। শ্রুতিস্মৃতিতে যে চিত্তেরই বন্ধ মোক্ষ, উহা পুরুষের নহে, এইরূপ উক্ত আছে, তাহাও দুঃখপ্রতিবিম্বরূপ পারমার্থিক দুঃখযোগ জানিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বপূর্ব্বসূত্রে পুরুষবন্ধের নানাপ্রকার নৈমিত্তিকত্বের পরিহার করিয়াছেন। এইক্ষণ যদি বল, প্রকৃতিনিমিত্তই পুরুষের বন্ধ, তাহাও নিরাস করিতেছেন। যদি বল, প্রকৃতিনিমিত্তই পুরুষের বন্ধ স্বীকার করি, তাহা হইতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতির বন্ধজনকতাবিষয়ে উত্তরগ্রন্থে সংযোগপারতন্ত্র্য কথিত আছে। সংযোগবিশেষব্যতিরেকে কেবল প্রকৃতিকে বন্ধ-

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোগাদৃতে ॥১৯॥

প্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। প্রকৃতিনিবন্ধনা চেদিতি পাঠে তু প্রকৃতিনিবন্ধনা চেদ্বন্ধনেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অতো যৎপরতন্ত্রা প্রকৃতির্বন্ধকারণং সম্ভবেৎ তস্মাদেব সংযোগবিশেষাদৌপাধিকো বন্ধোঽগ্নিসংযোগাজ্জলৌষ্ণ্যবদিতি। স্বসিদ্ধান্তমনেনৈব প্রসঙ্গেনান্তরাল এবাবধারয়তি। তস্মাৎ তদ্যোগাদৃতে প্রকৃতিসংযোগং বিনা ন পুরুষস্য তদ্যোগো বন্ধসম্পর্কোঽস্তি। অপি তু তত এব বন্ধঃ। বন্ধস্যৌপাধিকত্বলাভায় নঞ্দ্বয়েন বক্রোক্তিঃ। যদি হি বন্ধঃ প্রকৃতিসংযোগজন্যঃ স্যাৎ পাকজরূপবৎ তদা তদ্বদেব তদ্বিয়োগেঽপ্যনুবর্ত্তেত। ন চ দ্বিতীয়ক্ষণাদেদুঃখনাশকত্বং কল্প্যং কারণনাশস্য কার্য্যনাশকতয়াঃ ক্লৃপ্তত্বেন তেনৈবোপপত্তাবিস্মাভিস্তদকল্পনাৎ। বৃত্তির্হি দুঃখাদেরুপাদানম্। অতো দীপশিখাবৎ ক্ষণভঙ্গুরায়া বৃত্তেরাশুবিনাশিত্বেনৈব তদ্ধর্ম্মাণাং দুঃখেচ্ছাদীনাং

কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে প্রলয়কালেও দুঃখসম্বন্ধের প্রসঙ্গ হইতে পারে। কোন গ্রন্থে "প্রকৃতিনিবন্ধনা" এইরূপ পাঠ আছে। সেই স্থানে প্রকৃতিনিবন্ধনা বন্ধনা এইরূপ অন্বয় করিয়া গ্রন্থসঙ্গতি করিতে হয় ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতি যে সংযোগদ্বারা বন্ধের কারণ হয়, সেই সংযোগবিশেষ হইতেই ঔপাধিক বন্ধ হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিসংযোগে জলের উষ্ণতা হয়, সেইরূপ প্রকৃতিসংযোগেই পুরুষের বন্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ স্বীয় মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত মধ্যভাগেই অবধারিত করিতেছেন। প্রকৃতিযোগব্যতিরেকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব পুরুষের দুঃখভোগ হয় না, কেবল প্রকৃতিসংযোগেই উক্তরূপ পুরুষের বন্ধ ঘটিয়া থাকে। যদি বল, পুরুষের বন্ধ পাকজন্য রূপাদির ন্যায় প্রকৃতিসংযোগজন্য হউক না কেন। যেমন কোন বস্তু অগ্নিসংযোগাদিদ্বারা রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুরুষের বন্ধকে প্রকৃতিসংযোগজন্য স্বীকার করিলে, যেমন পাকজন্য রূপাদিস্থলে অগ্নিসংযোগাদিরূপ পাকের অপগম হইলেও সেই রূপান্তরপ্রাপ্তির অন্যথা হয় না, সেইরূপ প্রকৃতিসংযোগের বিয়োগেও পুরুষের বন্ধ থাকিতে পারে। আর যদি বল, দ্বিতীয় ক্ষণাদির

বিনাশঃ সম্ভবতীতি। অতঃ প্রকৃতিবিয়োগে বন্ধাভাবাদৌপাধিক এব বন্ধো ন তু স্বাভাবিকো নৈমিত্তিকো বেতি। তথা সংযোগনিবৃত্তিরেব সাক্ষাদ্ধানোপায় ইত্যপি বক্রোক্তিফলম্। তথা চ স্মৃতিঃ। "যথা জ্বলদ্-গৃহাশ্লিষ্টগৃহং বিচ্ছিদ্য রক্ষ্যতে। তথা সদোষপ্রকৃতিবিচ্ছিন্নোঽয়ং ন শোচতি॥" ইতি। বৈশেষিকাণামিব পারমার্থিকো দুঃখযোগ ইতি ভ্রমো মা ভূদিত্যে-তদর্থং নিত্যেত্যাদি। যথা স্বভাবশুদ্ধস্য স্ফটিকস্য রাগযোগো ন জপা-যোগং বিনা ঘটতে তথৈব নিত্যশুদ্ধাদিস্বভাবস্য পুরুষস্যোপাধিসংযোগং বিনা দুঃখসংযোগো ন ঘটতে স্বতো দুঃখাদ্যসম্ভবাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং সৌরে। "যথা হি কেবলো রক্তঃ স্ফটিকো লক্ষ্যতে জনৈঃ। রঞ্জকাদ্যপ-

---

দুঃখনাশকতা-কল্পনা করি, ইহাও বলিতে পার না। যেহেতু কারণনাশেরই কার্য্যনাশকতা প্রসিদ্ধ আছে, ইহাদ্বারাই দুঃখবিনাশের উপপত্তি আছে; সুতরাং আমরা আর দ্বিতীয়ক্ষণাদির দুঃখবিনাশকতা কল্পনা করি না। চিত্তবৃত্তিই দুঃখাদির উপাদানকারণ, অতএব দীপশিখার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর বৃত্তির আশুবিনাশিত্বপ্রযুক্ত বৃত্তিধর্ম্ম দুঃখ ইচ্ছাদির বিনাশেরও সম্ভব আছে, এই নিমিত্ত প্রকৃতিবিয়োগে পুরুষের বন্ধাভাবহেতু সেই বন্ধকে ঔপাধিক বলিয়া নিশ্চয় করিবে, ইহা স্বাভাবিক বা নৈমিত্তিক নহে এবং প্রকৃতিসংযোগনিবৃত্তিই পুরুষের দুঃখাভাবের উপায়, ইহাই সূত্রার্থ। এই বিষয়ে স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, যেমন সংশ্লিষ্ট গৃহদ্বয়ের মধ্যে এক গৃহ অগ্নিসংযোগে প্রজ্বলিত হইলে অপর গৃহকে সেই প্রজ্বলিত গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রক্ষা করিতে হয়। সেইরূপ সদোষপ্রকৃতি হইতে পুরুষকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই সেই পুরুষ আর শোকে পতিত হয় না। ইত্যাদি কারণে বৈশেষিকদিগের ন্যায় পুরুষের দুঃখযোগে পারমার্থিকত্বভ্রম হয় না, এই নিমিত্তই সূত্রে পুরুষের নিত্যত্ব বিশেষণ দিয়াছেন। যেমন স্বভাবত বিশুদ্ধ স্ফটিকাদি মণিতে জবাদি কুসুমের সংযোগব্যতিরেকে তাহার রাগাদি সম্ভবে না, সেইরূপ বিশুদ্ধস্বভাব পুরুষের উপাধিসংযোগ না হইলে দুঃখ-সংযোগ ঘটে না; যেহেতু পুরুষের স্বাভাবিক দুঃখাদির সম্ভব নাই। সৌরে উক্ত আছে যে, যেমন বিশুদ্ধ স্ফটিকমণিকে রঞ্জকাদির সান্নিধ্যবশতঃ রক্ত-

ধানেন তদ্বৎ পরমপুরুষঃ॥” ইতি। নিত্যত্বং কালানবচ্ছিন্নত্বম্। শুদ্ধাদি-স্বভাবত্বং চ নিত্যশুদ্ধত্বাদিকম্। তত্র নিত্যশুদ্ধত্বং সদা পাপপুণ্যশূন্যত্বম্। নিত্যবুদ্ধত্বমলুপ্তচিদ্রূপত্বম্। নিত্যমুক্তত্বং সদা পারমার্থিকদুঃখাযুক্তত্বম্। প্রতিবিম্বরূপদুঃখযোগস্ত্বপারমার্থিকো বন্ধ ইতি ভাবঃ। আত্মনো নিত্য-শুদ্ধত্বাদৌ চ শ্রুতিঃ। অয়মাত্মা সন্মাত্রো নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সত্যো মুক্তো নিরঞ্জনো বিভুরিত্যাদিঃ। নন্বস্য মননশাস্ত্রত্বাদত্রার্থে যুক্তিরপি বক্তব্যেতি চেৎ সত্যম্। ন তদ্যোগস্তদ্যোগাদৃত ইত্যনেন নিত্যশুদ্ধত্বাদৌ যুক্তিরপ্যযুক্তৈব। তথাহি আত্মনো নিত্যত্ববিভুত্বাদিকং তাবন্মায়াদিদর্শনেষ্বেব সাধিতম্। তত্র নিত্যস্য বিভোরাত্মনো যদ্যোগং বিনা দুঃখাদ্যখিলবিকারৈ-

---

বর্ণ দর্শন করে, সেইরূপ পরমপুরুষও উপাধিযোগে দুঃখী বলিয়া অনুমিত হয়। সেই পুরুষ নিত্য, অর্থাৎ কালাদিদ্বারা অনবচ্ছিন্ন। যাঁহার প্রতি “কোনকালে আছেন এবং কালান্তরে নাই” এইরূপ ব্যবহার হয় না, তিনিই নিত্য। আর তিনি নিত্য শুদ্ধস্বভাব. যিনি সর্ব্বদা পাপশূন্য, তাঁহাকেই নিত্য শুদ্ধস্বভাব বলা যায়। সেই পুরুষ নিত্য বুদ্ধ, কখনও তাঁহার চিদ্রূপত্বের হানি হয় না। আর সেই পুরুষ নিত্য মুক্ত, অর্থাৎ সর্ব্বদা পার-মার্থিক দুঃখাদিদ্বারা অযুক্ত। তিনি বাস্তবিক দুঃখাদিশূন্য; তাঁহার যে প্রতিবিম্বরূপ দুঃখযোগ, তাহা অবাস্তবিক। আত্মার নিত্যশুদ্ধত্বাদিবিষয়ে শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, এই আত্মা স্বৎস্বরূপ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, সত্য, মুক্ত, নিরঞ্জন ও বিভু। যদি বল, এইটি মননশাস্ত্রপ্রযুক্ত এই শাস্ত্রার্থে যুক্তি-প্রদর্শন কর্ত্তব্য; ইহা সত্য বটে, “প্রকৃতিযোগব্যতিরেকে পুরুষের দুঃখ-যোগ হয় না” ইত্যাদি বাক্যে নিত্য শুদ্ধপুরুষবিষয়ে যুক্তিও অযুক্তির ন্যায়। আত্মার নিত্যত্ববিভুত্বাদিও মায়াদর্শনেই সাধিত হইয়াছে, যে অন্তঃকরণ যোগব্যতিরেকে আত্মার দুঃখাদি অখিল বিকারযোগ সম্ভবে না, সেই অন্তঃকরণই আত্মার দুঃখভোগের উপাদানকারণ, ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত। অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা সেই অন্তঃকরণের আত্মার সর্ব্বাধিকারবিষয়ে কারণতা জানা যায়, কিন্তু অন্তর্ব্বিকারবিষয়ে অন্তঃকরণের কারণতা এবং আত্মার উপাদানকারণতা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু কারণদ্বয়কল্পনে গৌরব হয়। আর

র্যোগো ন ভবতি তস্যৈবান্তঃকরণস্য সর্ব্বসম্মতকারণস্য তদুপাদানকারণত্বমেব যুক্তং লাঘবাৎ। সর্ব্ববিকারেষন্তঃকরণস্যৈবান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং চ। ন পুনরন্তর্ব্বিকারেষু মনসো নিমিত্তত্বমাত্মনশ্চোপাদানত্বং যুক্তং কারণদ্বয়কল্পনে গৌরবাৎ। নন্বহং সুখী দুঃখী করোমীত্যাদ্যনুভবাদাত্মনো বিকারোপাদানত্বসিদ্ধিরিতি চেন্ন। অহং গৌর ইত্যাদিভ্রমশতান্তঃপাতিত্বেনাপ্রামাণ্যশঙ্কাস্কন্দিততয়োক্তপ্রত্যক্ষাণামুক্ততর্কানুগৃহীতানুমানাপেক্ষয়া দুর্ব্বলত্বাৎ। আত্মনশ্চিন্মাত্রত্বে তু যুক্তিরগ্রে বক্ষ্যত ইতি দিক্। অস্য সূত্রস্যার্থঃ কারিকয়াপ্যুক্তঃ। "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্। গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥" ইতি। কর্ত্তৃত্বমাত্র দুঃখিত্বাদি

"আমি সুখী, আমি দুঃখী" এবং "আমি করিতেছি" ইত্যাদি অনুভববশতঃ আত্মারই যে স্বীয় বিকারের উপাদানকারণত্ব সিদ্ধ আছে, তাহা নহে; যেহেতু "আমি সুখী" ইত্যাদি অনুভবও "আমি গৌর" ইত্যাদি ভ্রমাত্মক শতশত অনুভবের অন্তঃপাতী। অতএব "আমি সুখী" ইত্যাদি অনুভবের অপ্রামাণ্যবিধায় উক্ত "আমি সুখী" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ উক্ত তর্কানুগৃহীত অনুমানাপেক্ষা দুর্ব্বল বলিয়া জানা যায়। আত্মার চিন্মাত্রতাবিষয়ে যে সকল যুক্তি আছে, তাহা অগ্রে কথিত হইবে। উক্ত সূত্রার্থ কারিকাতেও উক্ত আছে যে, পুরুষসংযোগহেতু অচেতন বুদ্ধিবৃত্তিপ্রভৃতি হেতুসকল সচেতনবৎ প্রতীয়মান হয়। গুণের কর্ত্তৃত্বসত্ত্বেও উদাসীন পুরুষই কর্ত্তার ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এস্থলে কর্ত্তৃত্ব শব্দের অর্থ দুঃখীত্যাদি সকলপ্রকার বিকারমাত্র, অর্থাৎ আত্মা কর্ত্তার ন্যায় প্রকাশ পায়েন, এই শব্দে আত্মা সুখী দুঃখী ইত্যাদিরূপে বিকারীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন, ইহাই বুঝাইতেছে। যোগসূত্রেও এই বিষয় উক্ত আছে যে, "পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগই দুঃখের কারণ।" গীতাতে উক্ত আছে যে, "পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতির গুণসকল ভোগ করেন।" শ্রুতিতে কথিত আছে যে, "পণ্ডিতেরা ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত আত্মাকেই ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।" যদি বল, যেমন কালাদির সহিত মুক্ত ও অমুক্ত পুরুষের সংযোগবশতঃ সেই কালাদি পুরুষের বন্ধনের নিমিত্ত হয় না, সেইরূপ প্রকৃতিসংযোগও মুক্ত ও

সকলবিকারোপলক্ষণম্। তথা যোগসূত্রেঽপ্যস্য সূত্রস্যৈবার্থ উক্তঃ। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুরিতি। গীতায়াং চ—"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।" ইতি। প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতৌ সংযুক্তঃ। তথা চ শ্রুতাবপি। "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।" ইতি। ন চ কালাদিবদেব প্রকৃতিসংযোগোঽপি মুক্তামুক্তপুরুষসাধারণতয়া কথং বন্ধ-হেতুরিতি বাচ্যম্। জন্মাপরনাম্নঃ স্বস্ববুদ্ধিভাবাপন্নপ্রকৃতিসংযোগবিশেষস্যৈ-বাত্র সংযোগশব্দার্থত্বাৎ। যোগভাষ্যে ব্যাসৈস্তথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ। বুদ্ধি-বৃত্ত্যুপাধিনৈব পুরুষে দুঃখযোগাচ্চ। বৈশেষিকাদিবদেব ভোগজনকতাব-চ্ছেদকত্বেনান্তঃকরণসংযোগে বৈজাত্যং চাস্মাভিরপীষ্টম্। অতো ন সুষু-প্ত্যাদৌ ভোগপ্রসঙ্গঃ। স্বস্বভুক্তবৃত্তিবাসনাবত্ত্বঞ্চ যৎকিঞ্চিদ্‌বৃত্তিতৎ-সংস্কারপ্রবাহোঽপ্যনাদিরতঃ স্বস্বামিভাবব্যবস্থেতি। কশ্চিৎ তু প্রকৃতি-

অমুক্ত পুরুষে বিদ্যমান আছে; সুতরাং তাহাও বন্ধহেতু হইতে পারে না। ইহাও বলা যায় না। যেহেতু অপরজন্মনামা স্বস্ব-বুদ্ধিভাবাপন্ন প্রকৃতি-সংযোগবিশেষই এস্থলে সংযোগ শব্দের অর্থ। সংযোগশব্দের এইরূপ অর্থ করিলে উহা মুক্ত পুরুষে সম্ভবিতে পারে না; সুতরাং কালাদির ন্যায় প্রকৃতিসংযোগের বন্ধহেতুতার অন্যথাভাব ঘটিতেছে না। যোগসূত্রভাষ্যে ব্যাসদেব এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশেষতঃ বুদ্ধিবৃত্তিরূপ উপাধি-দ্বারাই পুরুষেতে দুঃখযোগ হইয়া থাকে। আর বৈশেষিকেরা যেমন ভোগজনকতারূপ অন্তঃকরণসংযোগের বিশেষ স্বীকার করে, আমরাও সেইরূপ বিশেষসংযোগ স্বীকার করিয়া থাকি। এইরূপ সংযোগবিশেষ-বলেই সুষুপ্তিপ্রভৃতিতে বন্ধপ্রসঙ্গ নাই। কোন কোন বাদীরা বলিয়া থাকেন, প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ স্বীকার করিলে পুরুষের পরিণাম ও আসক্তি স্বীকার করিতে হয়। অতএব এইস্থলে অবিবেকই যোগশব্দের অর্থ; সংযোগ নহে। এই মীমাংসাও যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু অবিবেক-বশতঃ পুরুষের দুঃখযোগ হইয়া থাকে, এই সূত্রে অবিবেককে সংযোগের হেতু বলিয়া সূত্রকার পরে নির্দেশ করিবেন। অতএব যোগশব্দের অর্থ

পুরুষয়োঃ সংযোগাঙ্গীকারে পুরুষস্য পরিণামসঙ্গৌ প্রসজ্যেয়াতাম্। অতো-ঽত্রাবিবেক এব যোগশব্দার্থো ন তু সংযোগ ইতি। তন্ন—তদ্যোগোঽপ্য-বিবেকাদিতি। সূত্রেণাবিবেকস্য যোগহেতুতায়া এব সূত্রকারেণ বক্ষ্যমাণ-ত্বাৎ। স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগস্তস্য হেতুরবিদ্যেতি সূত্রাভ্যাং পাতঞ্জলেঽপি সংযোগহেতুত্বস্যৈবাবিদ্যায়া উক্তত্বাচ্চ। কিঞ্চ বিবেকাভাবরূপস্যাবিবেকস্য সংযোগত্বে প্রলয়াদাবপি প্রকৃতিপুরুষসংযোগ-সত্ত্বেন ভোগাদ্যাপত্তিঃ। মিথ্যাজ্ঞানরূপস্যাবিবেকস্য চ সংযোগত্বে আত্মা-শ্রয়ঃ পুংপ্রকৃতিসংযোগস্যাজ্ঞানাদিহেতুত্বাদিতি। তস্মাদবিবেকাতিরিক্তো যোগো বক্তব্যঃ। স চ সংযোগ এবান্যস্যাপ্রামাণিকত্বাৎ। সংযোগশ্চ ন পরিণামঃ সামান্যগুণাতিরিক্তধর্ম্মোৎপত্ত্যৈব পরিণামিত্বব্যবহারাৎ। অন্যথা কূটস্থস্য সর্ব্বগতত্বরূপবিভুত্বানুপপত্তেঃ। নাপি সংযোগমাত্রং সঙ্গঃ পরিণাম-

অবিবেক ইহা বলা যায় না। বিশেষতঃ "প্রকৃতিপুরুষের সংযোগই তৎ-স্বরূপোপলব্ধির হেতু" এবং "অবিদ্যা সেই সংযোগের কারণ" এই সূত্রদ্বয়দ্বারা পাতঞ্জলে অবিদ্যার সংযোগহেতুতা উক্ত আছে। পক্ষান্তরে বিবেকাভাবরূপ অবিবেককে সংযোগ বলিয়া স্বীকার করিলে প্রলয়কালেও প্রকৃতিপুরুষের সংযোগসত্তা প্রযুক্ত ভোগাদির আপত্তি হইতে পারে। আর মিথ্যাজ্ঞানরূপ অবিবেককে সংযোগ বলিয়া স্বীকার করিলে আত্মাশ্রয় দোষ (আপনিই আপনার জনক) হয়। যেহেতু প্রকৃতিপুরুষের সংযোগই অজ্ঞানের হেতু বলিয়া উক্ত আছে। "অজ্ঞানসংযোগের হেতু আর সেই সংযোগ অজ্ঞানের কারণ", ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব যোগকে অবিবেক বলা যায় না এবং অন্য কাহাকেও যোগরূপে প্রতিপাদন করিতে প্রমাণাভাবপ্রযুক্ত সংযোগই এস্থলে সংযোগশব্দের অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এই সংযোগ পরি-ণাম নহে। যেহেতু সামান্য গুণাতিরিক্ত ধর্ম্মোৎপত্তিদ্বারা পরিণামিত্বব্যবহার হইয়া থাকে। অন্যথা কূটস্থ পুরুষের সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগিত্বরূপ বিভুত্বের অনুপপত্তি হয়। আর সংযোগমাত্রকে সঙ্গ বলা যায় না। পরিণামের হেতুভূত সংযো-গই সঙ্গ শব্দের অর্থ, ইহাই বক্তব্য। এক্ষণে এই আশঙ্কা হইতেছে যে,

হেতুসংযোগস্যৈব সঙ্গশব্দার্থতয়া বক্তব্যত্বাদিতি। নন্বু তথাপি কথং নিত্যয়োঃ বিভ্বোঃ প্রকৃতিপুরুষয়োর্ম্মহদাদিহেতুরনিত্যঃ সংযোগো ঘটত ইতি চেন্ন। প্রকৃতেঃ পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্নত্রিবিধগুণসমুদায়রূপতয়া পরিচ্ছিন্নগুণাবচ্ছেদেন পুরুষসংযোগোৎপত্তেঃ সম্ভবাৎ। শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বাৎ প্রকৃতিসংযোগক্ষোভয়োরিতি। এতচ্চ যোগবার্ত্তিকে প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ। অপরন্তু ভোগ্যভোক্তৃযোগ্যতৈবানয়োঃ সংযোগ ইত্যাহ। তদপি ন—যোগ্যতায়া নিত্যত্বে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বানুপপত্তেঃ। অনিত্যত্বে কিমপরাদ্ধং সংযোগেন পরিণামিত্বাপত্তেঃ সমানত্বাৎ। ভোগ্যভোক্তৃযোগ্যতায়াঃ সংযোগরূপত্বস্য সূত্রাদিষ্বনুক্তত্বেনাপ্রামাণিকত্বাচ্চেতি। তস্মাৎ সংযোগবিশেষ এবাত্র বন্ধাখ্যহেয়হেতুতয়া সূত্রকারাভিপ্রেত ইতি স্বয়ং বন্ধহেতুরবধারিতঃ॥ ১৯॥

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য; সুতরাং কিরূপে তাহাদিগের মহত্তত্ত্বাদির হেতুভূত অনিত্যসংযোগ ঘটিতে পারে? এই আশঙ্কা হইতে পারে না। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিচ্ছিন্নত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্ব উভয়রূপ আছে। এক্ষণ পরিচ্ছিন্নরূপা প্রকৃতির সংযোগোৎপত্তির সম্ভব আছে; বিশেষতঃ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগবিয়োগ শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ। এই বিষয় যোগবার্ত্তিকে আমরা সবিশেষ প্রপঞ্চিত করিয়াছি। অপর কেহ ভোগভোক্তৃত্বরূপ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, "প্রকৃতির ভোগ্যতা এবং পুরুষের ভোক্তৃত্ব এইরূপ সম্বন্ধই প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ।" ইহাও সৎকল্প নহে। প্রকৃতিপুরুষের ভোগ্যভোক্তৃযোগ্যতার নিত্যত্ব স্বীকার করিলে তাহার জ্ঞাননিবৃত্তিত্বের অনুপপত্তি হয় অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা ভোগ্যভোক্তৃত্বের নিবৃত্তি হয়, এই উপপত্তির অসিদ্ধি হইয়া পড়ে। তবে আর প্রকৃতিপুরুষের অনিত্যসংযোগ স্বীকারে কি দোষ করিল? সংযোগের সহিত পরিণামিত্ব স্বীকারে উভয়ই সমান দেখিতেছি। বিশেষতঃ ভোগ্যভোক্তৃতারূপ সংযোগ শব্দের অর্থ কোনসূত্রেও উক্ত নাই; অতএব তাহা সর্ব্বতোভাবে অপ্রামাণিক। এক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রকৃতিপুরুষের সংযোগবিশেষই এস্থলে বন্ধরূপ দুঃখের হেতুরূপে সূত্রকারের অভিপ্রেত। এই পর্য্যন্ত বন্ধহেতু অবধারিত হইল॥ ১৯॥

নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধায়োগাৎ ॥ ২০ ॥

ইদানীং নাস্তিকাভিপ্রেতা অপি বন্ধহেতবো নিরাকর্ত্তব্যাঃ। তত্র—"ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।" ইত্যনুশাসনাদিসিদ্ধাঃ ক্ষণিক-বিজ্ঞানাদ্বৈতবাদিনো বৌদ্ধপ্রভেদা এবমাহুঃ। নাস্তি প্রকৃত্যাদি বাহ্যং বস্ত্বন্যৎ। যেন তৎসংযোগাদৌপাধিকস্তাত্ত্বিকো বা বন্ধঃ স্যাৎ। কিন্তু ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্তানমাত্রমদ্বিতীয়ং তত্ত্বমন্যৎ সর্ব্বং সাংবৃত্তিকং সংবৃত্তিশ্চা-বিদ্যামিথ্যাজ্ঞানাখ্যা তত এব বন্ধ ইতি। তথা চ তৈরুক্তম্—"অভিন্নো-ঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসনিদর্শনৈঃ। গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে ॥" ইতি। তন্মতমাদৌ নিরাক্রিয়তে। অপিশব্দঃ পূর্ব্বোক্তকালাদ্য-পেক্ষয়া। অবিদ্যাতোঽপি ন সাক্ষাদ্বন্ধযোগঃ। অদ্বৈতবাদিনাং তেষাম-

---

পূর্ব্ব পূর্ব্বসূত্রে নানাপ্রকার বন্ধকারণের নিরাস করিয়াছেন। এইক্ষণ নাস্তিকেরা যে সকল বন্ধকারণ স্বীকার করে, তাহাদিগের নিবারণ করিতে-ছেন।—কোন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরা কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানসমূহ স্বীকার করিয়া থাকে, তাহারা বলে, "প্রকৃত্যাদি বাহ্য কোন বস্তুই নাই যে সেই সকল বস্তুসংযোগে পুরুষের ঔপাধিক বা পারমার্থিক বন্ধ হইতে পারে। কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানসমূহই অদ্বিতীয় তত্ত্ব, আর সকলই মিথ্যাজ্ঞানাখ্য অবিদ্যা-জনিত ভ্রমমাত্র। সেই অবিদ্যাদ্বারাই পুরুষের বন্ধ হয়" ইহাই কোন কোন বৌদ্ধশিষ্যদিগের অভিপ্রেত। তাহারা আরও বলিয়া থাকে যে; "নানাপ্রকার নিদর্শনে বিজ্ঞান ও আত্মা অভিন্ন হইলেও গ্রাহ্য-গ্রাহক-বিজ্ঞান-ভেদেই বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়।" যাহাহউক প্রথমতঃ অবিদ্যার বন্ধকারণতা নিরাকৃত হইতেছে। অবিদ্যা হইতে পুরুষের বন্ধসম্ভব হয় না। যেহেতু অবস্তুদ্বারা বন্ধযোগ সম্ভবেনা। উক্ত ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের মতে ক্ষণিক বিজ্ঞানভিন্ন আর সমুদায় মিথ্যা; সুতরাং অবিদ্যা অলীক পদার্থ, তাহা হইতে বন্ধযোগ সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। কখনও স্বপ্নদৃষ্ট রজ্জুদ্বারা বন্ধন সম্ভব হয় না। অতএব পূর্ব্বোক্ত কালাদি যেমন বন্ধনের কারণ হয় না, সেই-রূপ অবিদ্যাও পুরুষের বন্ধনের প্রতি কারণ হইতে পারে না। আর যদি

বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ ॥ ২১ ॥
বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ ॥ ২২ ॥

বিদ্যয়া অপ্যবস্তুত্বেন তয়া বন্ধানৌচিত্যাৎ। ন হি স্বাপ্নরজ্জ্বা বন্ধনং দৃষ্টমিত্যর্থঃ। বন্ধোঽপ্যবাস্তব ইতি চেন্ন। স্বয়ং সূত্রকারেণ নিরাকরিষ্যমাণত্বাৎ। বিজ্ঞানাদ্বৈতশ্রবণোত্তরং বন্ধনিবৃত্তয়ে যোগাভ্যাসাভ্যুপগমবিরোধাচ্চ। বন্ধমিথ্যাত্বশ্রবণেন বন্ধনিবৃত্ত্যাখ্যফলসিদ্ধত্বনিশ্চয়াৎ তদর্থং বহ্বায়াসসাধ্যযোগাঙ্গানুষ্ঠানাসম্ভবাদিতি ॥ ২০ ॥

যদি চাবিদ্যায়া বস্তুত্বং স্বীক্রিয়তে তদা স্বাভ্যুপগতস্যাবিদ্যানৃতত্বস্য হানিরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কিঞ্চাবিদ্যায়া বস্তুত্বে ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্তানাদ্বিজাতীয়ং দ্বৈতং প্রসজ্যেত। তচ্চ ভবতামনিষ্টমিত্যর্থঃ। সন্তানান্তঃপাতিব্যক্তীনামানন্ত্যাৎ সজাতীয়-

বল, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীদিগের মতে বন্ধও অবাস্তবিক, ইহা বলা যায় না, স্বয়ং সূত্রকার এই বিষয় নিরাকরণ করিবেন। আর যদি বন্ধই অবাস্তবিক স্বীকার কর, তাহাহইলে অদ্বৈত ক্ষণিকবিজ্ঞান-শ্রবণোত্তর বন্ধনিবৃত্তির নিমিত্ত যে যোগাভ্যাস উক্ত আছে, তাহার সহিত বিরোধ ঘটিয়া উঠে। কারণ বন্ধ মিথ্যা হইলেই বন্ধনিবৃত্তিরূপ ফলসিদ্ধি হইল; সুতরাং পুনর্ব্বার সেই বন্ধনিবৃত্তির নিমিত্ত বহু আয়াসসাধ্য যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন ॥ ২০ ॥

অবিদ্যাকে বাস্তবিক পদার্থরূপে স্বীকার করিলে সিদ্ধান্তহানি হয়; অর্থাৎ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের মতে ক্ষণিক বিজ্ঞান ভিন্ন আর সমুদায়ই মিথ্যা, এই অবিদ্যাকে বাস্তবিক কল্পনা করিলে স্বীয় ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের ব্যাঘাত হয়, অতএব অবিদ্যাকে বাস্তবিক পদার্থ বলা যায় না ॥ ২১ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন, অবিদ্যার বাস্তবিকত্বকল্পনা করিলে ক্ষণিকবিজ্ঞান হইতে বিজাতীয় দ্বৈতাপত্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহা তোমাদিগের অনিষ্ট; কারণ তোমরা এক ক্ষণিকবিজ্ঞানভিন্ন আর দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকার কর না, এখন অবিদ্যার বাস্তবিকত্ব স্বীকার করিলে দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকৃত হইয়া

দ্বৈতমিষ্যত এবেত্যাশয়েন বিজাতীয়েতি বিশেষণম্। নম্ববিদ্যায়া অপি জ্ঞানবিশেষত্বাদবিদ্যয়াপি কথং বিজাতীয়দ্বৈতমিতি চেন্ন। জ্ঞানরূপাবিদ্যায়া বন্ধোত্তরকালীনতয়া বাসনারূপাবিদ্যায়া এব তৈর্ব্বন্ধহেতুত্বাভ্যুপগমাৎ। বাসনা তু জ্ঞানাদ্বিজাতীয়েবেতি। এভিশ্চ সূত্রৈর্ব্রহ্মমীমাংসাসিদ্ধান্তো নিরাক্রিয়ত ইতি ভ্রমো ন কর্ত্তব্যঃ। ব্রহ্মমীমাংসায়াং কেনাপি সূত্রেণাবিদ্যামাত্রতো বন্ধস্যানুক্তত্বাৎ। অবিভাগো বচনাদিত্যাদিসূত্রৈর্ব্রহ্মমীমাংসায়া অভিপ্রেতস্যাবিভাগলক্ষণাদ্বৈতস্যাবিদ্যাদিবাস্তবত্বেঽপ্যবিরোধাচ্চ। যৎ তু বেদান্তিব্রুবাণামাধুনিকস্য মায়াবাদস্যাত্র লিঙ্গং দৃশ্যতে তৎ তেষামপি বিজ্ঞানবাদ্যেকদেশিতয়া যুক্তমেব। "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ। ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥" ইত্যাদি পদ্মপুরাণস্থশিববাক্যপরম্পরাভ্যঃ। ন তু তদ্বেদান্তমতম্। "বেদার্থবন্মহা-

---

পড়ে। তোমাদিগের মতে ক্ষণিকবিজ্ঞানের অন্তর্গত ব্যক্তি সকল অনন্ত, অতএব সজাতীয় দ্বৈত স্বীকৃত আছে, বিজাতীয় দ্বৈত স্বীকার কর নাই। আর যদি বল, অবিদ্যাও জ্ঞানবিশেষ, তবে অবিদ্যা কিরূপে বিজাতীয় দ্বৈত হইল, এইরূপে অবিদ্যাও সজাতীয় দ্বৈতই হইতেছে, ইহা বলিতে পার না। কারণ জ্ঞানরূপ অবিদ্যা বন্ধের উত্তরকালে জন্মে; সুতরাং উহা বন্ধের কারণ নহে, বাসনারূপ অবিদ্যাই বন্ধের কারণ বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন, এই বাসনারূপ অবিদ্যা বিজাতীয়ই হইতেছে। এইক্ষণ বক্তব্য এই যে, এই সকল সূত্রার্থে ব্রহ্মমীমাংসার সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হইল, এইরূপ ভ্রম কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু ব্রহ্মমীমাংসার কোন সূত্রেও অবিদ্যামাত্রের বন্ধহেতুতা উক্ত হয় নাই। "অবিভাগো বচনাৎ" ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্মমীমাংসাতে অবিভাগলক্ষণে অদ্বৈতই স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং অবিদ্যাদির বাস্তবিকত্ব স্বীকার করিলেও কোনরূপ বিরোধের সম্ভব নাই। আর আধুনিক বেদান্তাভিমানী মায়াবাদীরা যে বন্ধহেতু দর্শন করেন, তাহাও অযুক্ত নহে, যেহেতু তাহারাও বিজ্ঞানবাদিদিগের অন্তর্গত। "দেবি আমিই কলিকালে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া অসৎ শাস্ত্র, মায়াবাদ এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলিয়াছি" ইত্যাদি পদ্মপুরাণের লিখিত শিববাক্যপরম্পরাদ্বারা মায়াবাদীদিগকে বৌদ্ধদিগের

বিরুদ্ধোভয়রূপা চেৎ ॥ ২৩ ॥

শাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।” ইতি তদ্বাক্যশেষাদিতি। মায়াবাদিনোঽত্র চ ন সাক্ষাৎ প্রতিবাদিত্বং বিজাতীয়েতি বিশেষণবৈয়র্থ্যাৎ। মায়াবাদে সজাতীয়াদ্বৈতস্যাপ্যনভ্যুপগমাদিতি। তস্মাদত্র প্রকরণে বিজ্ঞানবাদিনাং বন্ধহেতুব্যবস্থৈব সাক্ষান্নিরাক্রিয়তে। অনয়ৈব চ রীত্যা নবীনানামপি প্রচ্ছন্নবৌদ্ধানাং মায়াবাদিনামবিদ্যামাত্রস্য তুচ্ছস্য বন্ধহেতুত্বং নিরাকৃতং বেদিতব্যম্। অস্মন্মতে ত্ববিদ্যায়াঃ কূটস্থনিত্যতারূপপারমার্থিকত্বাভাবেঽপি ঘটাদিবদ্বাস্তবত্বেন বক্ষ্যমাণসংযোগদ্বারা বন্ধহেতুত্বে যথোক্তবাধানবকাশঃ। এবং যোগমতে ব্রহ্মমীমাংসামতেঽপীতি ॥ ২২ ॥

শঙ্কতে—নন্থ বিরুদ্ধং-যদুভয়ং সদসচ্চ-সদসদ্বিলক্ষণং বা তদ্রূপৈবাবিদ্যা-বক্তব্যাতো ন তয়া পারমার্থিকাদ্বৈতভঙ্গ ইতি চেদিত্যর্থঃ। স্বয়ং তু সদসত্বং

মতালবম্বী জানা যায়। কিন্তু উহাদিগের মত বেদান্তশাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। পদ্মপুরাণে মহাদেব আরও বলিয়াছেন যে, “আমি বেদার্থবৎ প্রতীয়মান বাস্তবিক বেদবিরুদ্ধ অসৎশাস্ত্র মায়াবাদ বলিয়াছি” ইহাদ্বারা মায়াবাদিদিগকে বৌদ্ধান্তর্গত বলা যায়। আর মায়াবাদীরা এই বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রতিবাদী নহে; যেহেতু বিজাতীয় বিশেষণ ব্যর্থ হয়, মায়াবাদীরা সজাতীয় দ্বৈতও স্বীকার করে না, অতএব এই প্রকরণে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীদিগের বন্ধহেতুব্যবস্থা নিরাকৃত হইতেছে। এই রীতিতে নবীন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মায়াবাদীদিগের মতে তুচ্ছ অবিদ্যামাত্রের বন্ধহেতুতা নিরাকৃত হইল। আমাদিগের মতে সংযোগ কূটস্থ নিত্যতারূপ পরমার্থ সৎ না হইলেও ঘটাদি পদার্থের ন্যায় বাস্তবিক বটে; সুতরাং বক্ষ্যমাণরূপে সংযোগদ্বারা বন্ধহেতুতাতে পূর্ব্বোক্ত বাধের সম্ভব নাই। যোগমতে ও ব্রহ্মমীমাংসা মতেও এইরূপ সংযোগদ্বারা বন্ধহেতুতা পরিকল্পিত আছে ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত মীমাংসাতে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি অবিদ্যা বিরুদ্ধ সৎ ও অসৎ উভয়রূপ অথবা সদসতের অতিরিক্ত হয়, তাহাহইলে সেই অবিদ্যাদ্বারা পারমার্থিক অদ্বৈতবাদের ভঙ্গ হইতে পারে। স্বয়ং সূত্রকার

ন তাদৃক্ পদার্থাপ্রতীতেঃ ॥ ২৪ ॥

ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ ॥ ২৫ ॥

প্রপঞ্চস্য যদক্ষ্যতি তত্র সত্ত্বাসত্ত্বে ব্যক্তাব্যক্তত্বরূপত্বাদ্বিরুদ্ধে এব ন ভবত ইতি সূচয়িতুং বিরুদ্ধপদোপাদানম্ ॥ ২৩ ॥

পরিহরতি—সুগমম্। অপি চাবিদ্যায়াঃ সাক্ষাদেব দুঃখযোগাখ্যবন্ধহেতুত্বে জ্ঞানেনাবিদ্যাক্ষয়ানন্তরং প্রারব্ধভোগানুপপত্তিঃ। বন্ধপর্য্যায়স্য দুঃখভোগস্য কারণনাশাদিতি। অস্মদাদিমতে তু নায়ং দোষঃ সংযোগদ্বারৈবাবিদ্যাকর্ম্মাদীনাং বন্ধহেতুত্বাৎ। জন্মাখ্যশ্চ সংযোগঃ প্রারব্ধসমাপ্তিং বিনা ন নশ্যতীতি ॥ ২৪ ॥

পুনঃ শঙ্কতে—নমু বৈশেষিকাদ্যাস্তিকবন্ন বয়ং ষট্ষোড়শাদিনিয়ত-

যে প্রপঞ্চ জগতের সদসৎস্বরূপত্ব বলিবেন, তাহাতে ব্যক্তত্ব ও অব্যক্তত্বরূপে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব কথিত হইবে, অর্থাৎ স্বমতে যে এই জগৎ সৎ ও অসৎ বলিয়া কথিত হইবে, সেইস্থলে ব্যক্তই সৎ এবং অব্যক্ত অসৎ, এইরূপ ব্যবস্থা হইবে; সুতরাং তাহাতে কোনরূপ বিরোধই নাই ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন,—সৎ ও অসৎ অথবা সদসতের অতিরিক্ত এমন কোন পদার্থের প্রতীতিই হইতে পারে না। আর অবিদ্যার সাক্ষাৎ দুঃখযোগরূপ বন্ধের হেতুতা স্বীকার করিলে জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার ক্ষয় হইলে প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগের অনুপপত্তি হয়, যেহেতু বন্ধাখ্য দুঃখভোগের কারণনাশে সেই প্রারব্ধ দুঃখভোগ হইতে পারে না। আমাদিগের মতে এই দোষের সম্ভব নাই, কারণ আমরা সংযোগদ্বারা অবিদ্যা ও কর্ম্মাদির বন্ধহেতুতা স্বীকার করি। এই জন্মাখ্য সংযোগ প্রারব্ধ কর্ম্মের সমাপ্তি না হইলে বিনাশ পায় না, সুতরাং আমাদিগের মতে প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের কোন বাধাই নাই ॥ ২৪ ॥

পুনর্ব্বার আশঙ্কা হইতেছে, আমরা বৈশেষিকাদির ন্যায় ষট্ বা ষোড়শসংখ্যক নিয়ত পদার্থ স্বীকার করি না। আমাদিগের মতে অনন্ত পদার্থ স্বীকৃত আছে; সুতরাং সদসদাত্মক অথবা সৎ ও অসতের অতিরিক্ত পদা-

অনিয়তত্বেঽপি নাযৌক্তিকস্য সংগ্রহোঽন্যথা বালো-
ন্মত্তাদিসমত্বম্ ॥ ২৬ ॥

পদার্থবাদিনঃ। অতোঽপ্রতীতোঽপি সদসদাত্মকঃ সদসদ্বিলক্ষণো বা পদার্থোঽবিদ্যেত্যভ্যুপেয়মিতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

পরিহরতি—পদার্থনিয়মো মাস্তু তথাপি ভাবাভাববিরোধেন যুক্তিবিরুদ্ধস্য সদসদাত্মকপদার্থস্য সংগ্রহো ভবদ্বচনমাত্রাচ্ছিষ্যাণাং ন সম্ভবতি। অন্যথা বালকাদ্যুক্তস্যাপ্যযৌক্তিকস্য সংগ্রহঃ স্যাদিত্যর্থঃ। শ্রুত্যাদিকং চাস্মিন্নর্থে স্ফুটং নাস্তি যুক্তিবিরোধেন চ সন্দিগ্ধশ্রুতেরর্থান্তরসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। "নাসদ্রূপা ন সদ্রূপা মায়া নৈবোভয়াত্মিকা। সদসদ্ভ্যামনির্ব্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী॥" ইত্যাদিসৌরাদিবাক্যানাং ত্বয়মর্থঃ। "বিকারজননীং মায়ামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্।" ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধা মায়াখ্যা প্রকৃতিঃ পরমার্থসতী ন

র্থের প্রতীতি না হইলেও আমাদিগের মতে কোন দোষ হইতে পারে না। আমরা অবিদ্যাকে অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিতে পারি, যেহেতু আমরা নিয়তপদার্থবাদী নহি॥ ২৫॥

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন।—যদিও তোমরা ষট্ বা ষোড়শসংখ্যক নিয়ত পদার্থ স্বীকার না কর, তথাপি ন্যায় ও যুক্তিসিদ্ধ পদার্থই স্বীকৃত হইয়া থাকে। কখন কেহ ন্যায় ও যুক্তিবিরুদ্ধ পদার্থ স্বীকার করে না। তাহাহইলে তোমরাও বালক ও উন্মত্তাদির ন্যায় হইলে। যদিও তোমাদিগের মতে পদার্থনিয়ম না থাকুক, তথাপি যুক্তিবিরুদ্ধ সদসদাত্মক পদার্থের সংগ্রহ হইতে পারে না। কেবল তোমার বাক্যমাত্রেই যে শিষ্যেরা এইরূপ বিরুদ্ধ পদার্থ স্বীকার করিবে, তাহা সম্ভবপর নহে; যেহেতু ভাবাভাবের বিরোধ আছে। কখন একপদার্থ ভাব ও অভাবস্বরূপ হইতে পারে না। অন্যথা বালক ও উন্মত্তাদিরা যে অযৌক্তিক কথা বলে, তোমাদিগের তাহাই স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ সদসদাত্মক পদার্থ স্বীকারে কোন সুস্পষ্ট শ্রুতিও নাই এবং যুক্তিবিরোধ হইলেই সন্দিগ্ধ শ্রুতির অর্থান্তর

নানাদিবিষয়োপরাগনিমিত্তকোঽপ্যস্য ॥ ২৭ ॥

ভবতি পূর্ব্বপূর্ব্ববিকাররূপৈঃ প্রতিক্ষণমপায়াৎ। নাপি পরমার্থাসতী ভবত্যর্থক্রিয়াকারিত্বেন শশশৃঙ্গবিলক্ষণত্বাৎ। নাপি তদুভয়াত্মিকা বিরোধাচ্চ। অতঃ সদসদ্‌ভ্যামনির্ব্বাচ্যা সত্যেবেত্যসত্যেবেতি চ নির্দ্ধার্য্যোপদেষ্টুমশক্যা। কিন্তু মিথ্যাভূতা লয়াখ্যব্যাবহারিকাসত্ত্ববতী পরিণামিনিত্যতারূপব্যাবহারিকসত্ত্ববতী চেতি। এতচ্চাগ্রে প্রপঞ্চয়িষ্যাম ইতি দিক্। এতৎপ্রকরণোপন্যস্তানি চ সর্ব্বাণ্যেব দূষণান্যাধুনিকেঽপি মায়াবাদে যোজনীয়ানি ॥২৬॥

অপরে নাস্তিকা আহুঃ ক্ষণিকা বাহ্যবিষয়াঃ সন্তি তেষাং বাসনয়া জীবস্য

স্বীকার করা যায়। "মায়া সদ্রূপা বা অসদ্রূপা নহে এবং উহাকে সদসৎ উভয়াত্মিকাও বলা যায় না। সদসৎ ব্যক্তিদ্বারা ঐ মায়ার নির্ব্বাচন করাও অসাধ্য। উহা মিথ্যাভূতা অথচ সনাতনী" ইত্যাদি সৌরবাক্যের এইরূপ অর্থ করিতে হয়। "মায়া বিকারজননী, অষ্টরূপা, অজা ও নিত্যা।" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ মায়াখ্যাপ্রকৃতি পরমার্থ সৎ নহে। যেহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ববিকারদ্বারা প্রতিক্ষণেই ঐ মায়ার বিনাশ হইতেছে। উহা পরমার্থতঃ অসতীও নহে; যেহেতু সর্ব্বদাই তাহার কার্য্যকারিতা দেখা যায়। যদি ঐ মায়া শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক হইত, তাহাহইলে উহার কোন কার্য্যকারিতা অনুমিত হইত না এবং ঐ মায়াকে সদসৎ উভয়াত্মিকাও বলা যায় না। যেহেতু একপদার্থ সৎ ও অসৎস্বরূপ হইতে পারে না। অতএব সেই মায়াকে সৎ ও অসৎব্যক্তিত্বরূপে নির্ব্বাচন করা যায় না। এক পদার্থ সৎ ও অসৎ এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া উপদেশ করা সর্ব্বতোভাবে অশক্য; কিন্তু সেই মায়া মিথ্যাভূতা, অর্থাৎ লয়াখ্য ব্যবহারে অসত্ত্ববতী এবং পরিণামে নিত্যতাব্যবহারে সত্ত্বরূপা। এই বিষয় আমরা পশ্চাৎ সবিশেষ বিস্তার করিব। এই প্রকরণে যে সকল দোষ উক্ত হইল, সেই সমুদায় দোষই আধুনিক মায়াবাদীদিগের প্রতি বর্ত্তিতেছে। ২৬।

কোন কোন নাস্তিকেরা বলেন, ক্ষণিক বাহ্যবিষয় আছে, তাহাদিগের বাসনাদ্বারাই জীবের বন্ধ হইয়া থাকে, এইক্ষণ এই মতেরও দোষপ্রদর্শন

ন বাহ্যাভ্যন্তরয়োরুপরঞ্জ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি দেশ-ব্যবধানাৎ স্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব ॥ ২৮ ॥

বন্ধ ইতি তদপি দূষয়তি। অস্যাত্মনঃ প্রবাহরূপেণানাদির্যা বিষয়বাসনা তন্নিমিত্তকোঽপি বন্ধো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ নিমিত্ততোঽপ্যস্যেতি পাঠস্তু সমীচীনঃ ॥ ২৭ ॥

অত্র হেতুমাহ। তন্মতে পরিচ্ছিন্নো দেহান্তস্থ এবাত্মা তস্যাভ্যন্তরস্য ন বাহ্যবিষয়েণ সহোপরঞ্জ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি সম্ভবতি। কুতঃ—স্রুঘ্নস্থ-পাটলিপুত্রস্থয়োরিব দেশব্যবধানাদিত্যর্থঃ। সংযোগে সত্যেব হি বাসনাখ্য উপরাগো দৃষ্টঃ। যথা মঞ্জিষ্ঠাবস্ত্রয়োঃ যথা বা পুষ্পস্ফটিকয়োরিতি। অপিশব্দেন স্বমতেঽপি সংযোগাভাবাদিঃ সমুচ্চীয়তে। স্রুঘ্নপাটলিপুত্রৌ বিপ্রকৃষ্টৌ দেশবিশেষৌ ॥ ২৮ ॥

করিতেছেন।—অনাদি বিষয়োপরাগনিমিত্তক আত্মার বন্ধ হইতে পারে না, কারণ নিয়ত আত্মার অনন্ত বাসনা হইতেছে। ঐ বাসনার আদি ও অন্ত নাই; সুতরাং কোনরূপেও সেই বাসনাদ্বারা আত্মার বন্ধসম্ভব হয় না ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত সূত্রকথিত বাক্যের হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন।—আত্মা দেহের অভ্যন্তরস্থ ও পরিচ্ছিন্ন। সেই অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মার সহিত বিষয়ের উপরঞ্জ্য ও উপরঞ্জকভাব সম্ভব হয় না, অর্থাৎ অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা যে বাহ্যবিষয়ে অনুরক্ত হইবে এবং সেই আত্মাকর্ত্তৃক বাহ্যবিষয় আসক্ত হইবে, ইহা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। যেহেতু অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা ও বাহ্যবিষয় ইহাদিগের দেশব্যবধান আছে। যেমন স্রুঘ্ন নামক দেশবাসী ও পাটলিপুত্রস্থ ব্যক্তিদিগের দেশব্যবধানপ্রযুক্ত পরস্পরসম্বন্ধ হইতে পারে না, সেইরূপ অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মার বাহ্যবিষয়ে অনুরাগ হইতে পারে না। কিন্তু সংযোগসত্ত্বেই আত্মার বাসনাখ্য উপরাগ দেখা যায়। যেমন মঞ্জিষ্ঠা ও বস্ত্রের, অথবা পুষ্প ও স্ফটিকের সংযোগ হইলেই বস্ত্র ও স্ফটিক অনুরঞ্জিত হয়, সেইরূপ আত্মার সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলেই সেই আত্মা বিষয়ে

দ্বয়োরেকদেশলব্ধোপরাগান্ন ব্যবস্থা ॥ ২৯ ॥

অদৃষ্টবশাচ্চেৎ ॥ ৩০ ॥

ন দ্বয়োরেককালাযোগাদুপকার্য্যোপকারকভাবঃ ॥ ৩১ ॥

নন্থ ভবতামিন্দ্রিয়াণামিবাস্মাকমাত্মনো বিষয়দেশে গমনাদ্বিষয়সংযোগেন বিষয়োপরাগো বক্তব্যস্তত্রাহ। দ্বয়োর্ব্বদ্ধমুক্তাত্মনোরেকস্মিন্ বিষয়দেশে লব্ধবিষয়োপরাগান্ন বন্ধমোক্ষব্যবস্থা স্যাৎ। মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তেরিত্যর্থঃ ॥২৯॥

অত্র শঙ্কতে—নম্বেকদেশসম্বন্ধেন বিষয়সংযোগসাম্যেঽপ্যদৃষ্টবশাদেবোপরাগলাভ ইতি চেদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

পরিহরতি—ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাদ্দ্বয়োঃ কর্ত্তৃভোক্ত্রোরেককালাসম্বেন নোপ-

---

অনুরক্ত হইতে পারে। স্বমতেও আত্মার সহিত বিষয়ের সংযোগ স্বীকার না করিলে উক্ত দোষ ঘটিতে পারে ॥ ২৮ ॥

তোমাদের মতে যেমন বিষয়েতে ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হয়, আমাদিগের মতেও সেইরূপ আত্মার বিষয়দেশে গমনপ্রযুক্ত বিষয়সংযোগ হইয়া থাকে; অতএব আত্মার বিষয়োপরাগ বলিতে পারি, এই বিষয়ে বলিতেছেন।—বদ্ধ ও মুক্ত আত্মার এক বিষয়দেশে অনুরাগ হইলে বন্ধমোক্ষব্যবস্থা থাকে না এবং মুক্ত পুরুষেরও বন্ধাপত্তি হয়। ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় আত্মার বিষয়-সংযোগ স্বীকার করিলে মুক্ত আত্মা ও বদ্ধ আত্মা উভয়েরই বিষয়সংযোগ অনুমিত হইবে এবং বিষয়সংযোগ হইলেই আত্মা বদ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং মুক্ত আত্মারও বিষয়সংযোগপ্রযুক্ত বদ্ধ হইতে পারে ॥ ২৯ ॥

এইক্ষণ এই আশঙ্কা হইতেছে, একদেশসম্বন্ধে বিষয়সংযোগের সাম্য হইলেও অদৃষ্টবশতই উপরাগলাভ হয়। যদিও বদ্ধ আত্মা ও মুক্ত আত্মা উভয়েরই বিষয়সংযোগ তুল্য হউক, তথাপি অদৃষ্টবশতঃ বদ্ধ আত্মারই বিষয়ে অনুরাগ হয়, মুক্ত আত্মার হয় না। এই আশঙ্কা হইতে পারে ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন।—বিষয়ের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে কর্ত্তা ও ভোক্তা উভয়ের এককালে বিদ্যমানতা সম্ভবে না। যেহেতু ক্ষণিকবাদে ক্ষণে ক্ষণেই পদার্থের অন্যথাভাব স্বীকৃত আছে; সুতরাং অদৃষ্ট-

পুত্রকর্ম্মবদিতি চেৎ ॥ ৩২ ॥

নাস্তি হি তত্র স্থির একাত্মা যো গর্ভাধানাদিনা সংস্ক্রিয়তে ॥ ৩৩ ॥

কার্য্যোপকারকভাবঃ। ন কর্ত্তৃনিষ্ঠাদৃষ্টেন ভোক্তৃনিষ্ঠো বিষয়োপরাগঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

শঙ্কতে—নন্বু যথা পিতৃনিষ্ঠেন পুত্রকর্ম্মণা পুত্রস্যোপকারো ভবতি তদ্বদ্ব্যধিকরণেনৈবাদৃষ্টেন বিষয়োপরাগঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

দৃষ্টান্তাসিদ্ধ্যা পরিহরতি। পুত্রেষ্ট্যাপি তন্মতে পুত্রস্যোপকারো ন ঘটতে হি যস্মাৎ তত্র তন্মতে গর্ভাধানমারভ্য জন্মপর্য্যন্তং স্থায়ী এক আত্মা নাস্তি যো জন্মোত্তরকালীনকর্ম্মাধিকারার্থং পুত্রেষ্ট্যা সংস্ক্রিয়তেতি দৃষ্টান্তস্যাপ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অস্মন্মতে তু স্থৈর্য্যাভ্যুপগমাৎ তত্রাপ্যদৃষ্টসামানাধি-

---

বশতও উপকার্য্যোপকারকভাব, অর্থাৎ আত্মার বিষয়ানুরাগ সম্ভবে না। অদৃষ্ট কর্ত্তাতে থাকে, সেই অদৃষ্টদ্বারা ভোক্তার বিষয়োপরাগ হইতে পারে না। অতএব অদৃষ্টবশতঃ আত্মার বিষয়ানুরাগ হয় বলিয়া যে আশঙ্কা ছিল, তাহাও নিবৃত্ত হইল ॥ ৩১ ॥

পুনর্ব্বার এই আশঙ্কা হইতে পারে, যেমন পিতৃকৃত কর্ম্মদ্বারা পুত্রের উপকার হয়, সেইরূপ যে অদৃষ্ট কর্ত্তাতে অবস্থিত আছে, সেই অদৃষ্টদ্বারাও ভোক্তার বিষয়ানুরাগ হইতে পারে। পিতা গর্ভাধানাদি যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, ঐ সকল কার্য্যদ্বারা যদি পুত্র সংস্কৃত হইতে পারে, তবে কর্ত্তার অদৃষ্টদ্বারা ভোক্তার বিষয়ানুরাগ হইবে না কেন ? ॥ ৩২ ॥

দৃষ্টান্তের অসিদ্ধিপ্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন।—যাহারা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী, তাহাদের মতে পিতৃকৃত কার্য্যদ্বারা পুত্রের উপকারঘটনা হয় না ; যেহেতু তাহাদিগের মতে গর্ভাধান হইতে জন্মপর্য্যন্ত এক আত্মা স্থায়ী হয়েন না, যিনি জন্মের উত্তরকালীন কর্ম্মাধিকারার্থ পুত্রেষ্টিদ্বারা সংস্কৃত হইতে পারেন। উক্তমতে গর্ভাধানকালে যে আত্মা ছিল, জন্মকালে সেই আত্মা স্বীকৃত নহে ; সুতরাং গর্ভা-

স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বম্॥ ৩৪ ॥

করণ্যমেবাস্তি পুত্রেষ্ট্যা জনিতেন পুত্রোপাধিনিষ্ঠাদৃষ্টেনৈব পুত্রোপাধিদ্বারা পুত্রস্যোপকারাদিত্যস্মন্মতেঽপি ন দৃষ্টান্তাসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

নন্থ বন্ধস্যাপি ক্ষণিকত্বাদনিয়তকারণকোঽভাবকারণকো বা বন্ধোঽস্থিত্যাশয়েনাপরো নাস্তিকঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে। বন্ধস্যেতি শেষঃ। ভাবস্তূক্ত এব। অত্রায়ং প্রয়োগঃ বিবাদাস্পদং বন্ধাদি ক্ষণিকং সত্বাদ্দীপশিখাদিবদিতি। ন চ ঘটাদৌ ব্যভিচারস্তস্যাপি পক্ষসমত্বাৎ। এতদেবোক্তং স্থিরকার্য্যসিদ্ধেরিতি ॥ ৩৪ ॥

ধানকালে পিতা যে সংস্কার করিয়াছেন, সেই সংস্কারদ্বারা জন্মের পর সেই পুত্র সংস্কৃত হইতে পারে না; সুতরাং তুমি যে পুত্রের দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলে, সেই দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হইয়া পড়িল; অতএব তোমার আশঙ্কাও নিরস্ত হইল। আমাদিগের মতে আত্মার স্থৈর্য্যস্বীকার করি, অর্থাৎ প্রতিক্ষণে আত্মার অন্যথাভাব হয় না। এক আত্মাই চিরকাল বর্ত্তমান থাকেন; সুতরাং অদৃষ্টের সামানাধিকরণ্য নির্ব্বিবাদ হইল; অতএব গর্ভাধানকালে পিতা পুত্রের যে সংস্কার করিয়াছিলেন, সেই সংস্কারজন্য অদৃষ্ট পুত্রের জন্মের পরেও কার্য্যকারী হইতে পারে; যেহেতু আমরা ক্ষণে ক্ষণে পদার্থের অন্যথাভাব স্বীকার করি না। গর্ভাধানকালে যে আত্মা ছিল, জন্মান্তেও সেই আত্মাই বর্ত্তমান আছে; সুতরাং আমাদিগের মতে দৃষ্টান্তসিদ্ধিদোষ হইল না ॥ ৩৩ ॥

বন্ধ ক্ষণিক হইলেও তাহার কোন নিয়ত কারণ নাই; অথবা অভাবই সেই বন্ধের কারণ, এই অভিপ্রায়ে কোন নাস্তিক বলিতেছেন।—যেহেতু কোন কার্য্যরই স্থিরতা নাই, এই নিমিত্ত বন্ধকে ক্ষণিক বলা যায়। যে বন্ধ লইয়া বিবাদ চলিতেছে, সেই বিবাদাস্পদ বন্ধ প্রদীপশিখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, এইরূপ অনুমানই হইতেছে। যদি বল, ঘটাদিতে এই অনুমানের ব্যভিচার দেখিতেছি, তাহা প্রদীপশিখার ন্যায় অস্থির নহে, ইহা হইতে পারে না। ঘটাদিপদার্থ বন্ধের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; এই নিমিত্তই স্থিরকার্য্যের অসিদ্ধিরূপ হেতু উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

ন প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ ॥ ৩৫ ॥

শ্রুতিন্যায়বিরোধাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

সমাধত্তে—ন কস্যাপি ক্ষণিকত্বমিতি শেষঃ। যদেবাহমদ্রাক্ষং তদেবাহং স্পৃশামীত্যাদিপ্রত্যভিজ্ঞয়া স্থৈর্য্যসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বস্য বাধাৎ। পতিপ্রক্ষানুমানে-নেত্যর্থঃ। তদ্যথা বন্ধাদি স্থিরং সত্বাদ্ঘটাদিবদিতি। অস্মন্মত এবানুকূল-তর্কসত্ত্বেন ন সৎপ্রতিপক্ষতা। প্রদীপাদৌ চ সূক্ষ্মানেকক্ষণানাকলনেন ক্ষণিকত্বভ্রম এব পরেষামিতি ॥ ৩৫ ॥

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ তম এবেদমগ্র আসীদিত্যাদিশ্রুতিভিঃ কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যাদিশ্রৌতাদিযুক্তিভিশ্চ কার্য্যকারণাত্মকাখিলপ্রপঞ্চে ক্ষণিকত্বানুমানস্য বিরোধান্ন ক্ষণিকত্বং কস্যাপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রদীপশিখাদিদৃষ্টান্তে ক্ষণিকত্বাসিদ্ধেশ্চ ন ক্ষণিকত্বানুমানমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্ব সূত্রার্থের সমাধান করিতেছেন,—ঘটাদি কোন পদার্থই ক্ষণিক নহে, তাহা হইলে প্রত্যভিজ্ঞানের বাধ হয়। "যে ঘট আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, সেই ঘটই এইক্ষণ স্পর্শ করিতেছি" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান প্রসিদ্ধ আছে। এইক্ষণ ঘটকে ক্ষণিক বলিলে যে ঘট পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তাহা সেইক্ষণেই ছিল, এইক্ষণ তাহা নাই, সুতরাং তাহার স্পর্শ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইক্ষণ "ঘটাদি ক্ষণিক" এই প্রতিপক্ষানুমান প্রতিষিদ্ধ হইয়া "বন্ধাদি স্থির" এই অনুমানই দৃঢ় হইল। আমাদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত সকল তর্কই অনুকূল; সুতরাং অনুমানের কোন দোষই সম্ভবে না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেককালের সম্যক্ বোধ হইতে পারে না, অতএব প্রদীপশিখাদির ক্ষণিকত্বও ভ্রম ॥ ৩৫ ॥

পদার্থমাত্রের ক্ষণিকত্বস্বীকার করিলে শ্রুতি ও ন্যায়বিরোধ হইয়া পড়ে। "সদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা কার্য্য-কারণাত্মক এই প্রপঞ্চ জগতের ক্ষণিকত্বানুমানে বিরোধপ্রযুক্ত কোন পদা-র্থেরও ক্ষণিকত্ব বলা যায় না ॥ ৩৬ ॥

বিশেষতঃ যে প্রদীপশিখার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা ক্ষণিকত্বানুমান হইয়া-

যুগপজ্জায়মানয়োর্ন কার্য্যকারণভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ ॥ ৩৯ ॥

কিঞ্চ ক্ষণিকতাবাদিনাং মৃদ্ঘটাদিস্থলেঽপি কার্য্যকারণভাবঃ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যন্যথানুপপত্তিসিদ্ধো নোপপদ্যেতেত্যাহ। কিং যুগপজ্জায়মানয়ো কার্য্যকারণভাবঃ কিং বা ক্রমিকয়োঃ। তত্র নাদ্যো বিনিগমকাভাবাদিভ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

নান্ত্য ইত্যাহ—পূর্ব্বস্য কারণস্যাপায়কাল উত্তরস্য কার্য্যস্যোৎপত্ত্যে

ছিল, সেই দৃষ্টান্তের অসিদ্ধিপ্রযুক্ত ক্ষণিকত্বানুমানও অসিদ্ধ হইল। ই সূক্ষ্ম অনেক কালের অনবধানপ্রযুক্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদীপশিখার ক্ষণি অসিদ্ধ ; সুতরাং অন্যান্য পদার্থেরও ক্ষণিকত্ব অসম্ভব ॥ ৩৭ ॥ .র

পক্ষান্তরে বলিতেছেন,—ক্ষণিকবাদিদিগের মতে মৃত্তিকা ও ঘট ৎ দিগের কার্য্যকারণভাব অসিদ্ধ হয়। কার্য্যকারণভাব স্বীকার না করি উৎপত্তি বিনাশের উপপত্তি হইতে পারে না। অতএব অবশ্যই কার্য্যকার ভাব স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু পদার্থমাত্রের ক্ষণিকত্ব বলিলে কোন পদা র্থই কোন কার্য্যের প্রতি কারণ হইতে পারে না। যাহাকে কারণরূ কল্পনা করা যায়, তাহা পরক্ষণেই বিনাশ পাইবে ; সুতরাং কারণতা ঘট্যা পারে না। এই বিষয়ে বলিতেছেন।—প্রথমতঃ এই জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে যে পদার্থ একদা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগেরই কার্য্যকারণভাব, অথবা পদার্থ ক্রমত উৎপন্ন হয়, তাহাদিগেরই কার্য্যকারণভাব ঘটে ? ইহার উত্তরে প্রথমকল্পে ইহাই বক্তব্য যে, একদা উৎপন্ন পদার্থদ্বয়ের কার্য্যকারণভাব সম্ভবে না। কারণ, তাহাতে কোন বিনিগমক নাই। যদি একদাই দুই পদার্থ উৎপন্ন হইল, তবে কে কাহার কারণ এবং কেই বা কাহার কার্য্য, তাহার নিশ্চয় করা যায় না। অতএব একদা উৎপন্ন পদার্থদ্বয়ের কার্য্য-কারণভাব বলা যায় না ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইল যে, একদা উৎপন্ন পদার্থদ্বয়ের কার্য্যকারণভাব অসম্ভব, তবে ক্রমোৎপন্ন পদার্থদ্বয়েরই কার্য্যকারণভাব স্বীকার করি, তাহা

তদ্ভাবে তদযোগাদুভয়ব্যভিচারাদপি ন ॥ ৪০ ॥

চিত্যাদপি ন ক্ষণিকবাদে সম্ভবতি কার্য্যকারণভাবঃ। উপাদানকারণানুগতত্তয়ৈব কার্য্যানুভবাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

উপাদানকারণমধিকৃত্যৈব দূষণান্তরমাহ। যতঃ পূর্ব্বস্থ ভাবকাল উত্তরস্থাসম্বন্ধোঽত উভয়ব্যভিচারাদন্বয়ব্যতিরেকব্যভিচারাদপি ন কার্য্যকারণভাব ইত্যর্থঃ। তথাহি যদোপাদেয়োৎপত্তিস্তদোপাদানং যদা চোপাদানাভাবস্তদোপাদেয়াৎপত্ত্যভাব ইত্যন্বয়ব্যতিরেকৈনেবোপাদানোপাদেয়য়োঃ কার্য্যকারণভাবগ্রহো ভবতি। তত্র ক্ষণিকত্বেন ক্রমিকয়োস্তয়োর্ব্বিরুদ্ধকালতয়ান্বয়ব্যতিরেকব্যভিচারাভ্যাং ন কার্য্যকারণভাবসিদ্ধিরিতি ॥ ৪০ ॥

বলিতেও পার না। যেহেতু অগ্রে যে পদার্থ উৎপন্ন হইল, ক্ষণিকবাদিদিগের মতে পরক্ষণেই তাহার নাশ হয়; সুতরাং সেই বিনষ্ট পদার্থ আর কিরূপে পরোৎপন্ন পদার্থের কারণ হইতে পারে? কার্য্যমাত্রই উপাদানকারণের অনুগত, অর্থাৎ উপাদানকারণ পূর্ব্বে বর্ত্তমান না থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি ত পারে না। অতএব ক্রমোৎপন্ন পদার্থদ্বয়েরও কার্য্যকারণভাব অসহইল ॥ ৩৯ ॥

এইক্ষণ উপাদানকারণ লক্ষ্য করিয়া দোষান্তরপ্রদর্শন করিতেছেন।—হতু পূর্ব্বোৎপন্ন পদার্থের উৎপত্তিকালে উত্তরকালীন পদার্থের সম্বন্ধ নাই, এব কোনরূপেই কার্য্যকারণভাবের সম্ভব হইতেছে না। অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়থাই তাহার ব্যভিচার দেখিতেছি। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহাকে লইয়া কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাই উপাদানকারণ। যখন সেই উপাদানের অভাব হয়, তখন সেই কার্য্যোৎপত্তিরও অভাব হয়; অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়প্রকারেই উপাদান ও উপাদেয়, এই উভয়ের কার্য্যকারণভাব স্বীকার করিতে হয়। পদার্থমাত্রের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে ক্রমোৎপন্ন পদার্থদ্বয়ের বিরুদ্ধকালপ্রযুক্ত অন্বয় ও ব্যতিরেক কোনরূপেও কার্য্যকারণভাবের সিদ্ধি হইতে পারে না ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ ॥ ৪১ ॥

ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ ॥ ৪২ ॥

নন্থ নিমিত্তকারণস্যেবোপাদানকারণস্যাপি পূর্ব্বভাবমাত্রেণৈব কারণতাস্তু তত্রাহ। পূর্ব্বভাবমাত্রাভ্যুপগমে চেদমেবোপাদানমিতি নিয়মো ন স্যান্নিমিত্তকারণানামপি পূর্ব্বভাবাবিশেষাৎ। উপাদাননিমিত্তয়োর্ব্বিভাগঃ সর্ব্বলোকসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

অপরে তু নাস্তিকা আহুঃ। বিজ্ঞানাতিরিক্তবস্ত্বভাবেন বন্ধোঽপি বিজ্ঞানমাত্রং স্বপ্নপদার্থবৎ। অতোঽত্যন্তমিথ্যাত্বেন ন তত্র কারণমস্তীতি। তন্মতমপাকরোতি। ন বিজ্ঞানমাত্রং তত্ত্বং বাহ্যার্থানামপি বিজ্ঞানবৎ প্রতীতিসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

নিমিত্তকারণের ন্যায় উপাদানকারণেরও কেবল পূর্ব্বভাবিতারূপে কারণতা স্বীকার করা যায় না। নিমিত্তকারণ যেমন কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিলেই চলিতে পারে, উপাদানকারণের সেইরূপ পূর্ব্বাবস্থানমাত্রে কারণতা স্বীকার করিলে অনিয়ম হইয়া পড়ে; অর্থাৎ কোন্‌টি নিমিত্তকারণ ও কোন্‌টি বা উপাদানকারণ, ইহার কোন বিশেষ থাকে না; কিন্তু উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণের বিভাগ সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ ॥ ৪১

অপর নাস্তিকেরা বলেন, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই; সুতরাং বন্ধও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় বিজ্ঞানমাত্র। অতএব বন্ধও অত্যন্ত মিথ্যা, তাহার কোন কারণই নাই। যে বস্তু মিথ্যা, তাহার কোন কারণ থাকা সর্ব্বতোভাবে অসিদ্ধ। এই মতের নিরাস করিতেছেন।—কেবল বিজ্ঞানমাত্রই তত্ত্ব, ইহা স্বীকার করা যায় না। যেমন বিজ্ঞানের প্রতীতি হয়, সেইরূপ বাহ্যপদার্থেরও প্রতীতি প্রসিদ্ধ আছে। বিজ্ঞানমাত্র স্বীকার করিয়া অন্য সমুদায় পদার্থকে মিথ্যা বলিলে বাহ্যপদার্থের প্রতীতি হইতে পারে না। অতএব বন্ধকে মিথ্যা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই ॥ ৪২ ॥

তদভাবে তদভাবাচ্ছূন্যং তর্হি ॥ ৪৩

নন্বু লাঘবতর্কেণ স্বপ্নাদিদৃষ্টান্তৈর্দৃশ্যত্বহেতুকমিথ্যাত্বানুমানেন বাহ্যবস্ত্বনুভবো বাধনীয়োঽত্র ভবতাং শ্রুতিস্মৃতী অপি স্তশ্চিদ্বীদং সর্ব্বং তস্মাদ্বিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংস্থিতিরিত্যাদী ইত্যতো দূষণান্তরমাহ। তর্হি বাহ্যাভাবে শূন্যমেব প্রসজ্যেত ন তু বিজ্ঞানমপি। কুতঃ—তদভাবে তদভাবাদ্বাহ্যাভাবে বিজ্ঞানস্যাপ্যভাবপ্রসঙ্গাদ্বিজ্ঞানপ্রতীতেরপি বাহ্যপ্রতীতিবদবস্তুবিষয়ত্বানুমানসম্ভবাৎ। বিজ্ঞানপ্রামাণ্যস্য ক্কাপ্যসিদ্ধত্বাচ্চ। তথা বিজ্ঞানে প্রমাণানামপি বাহ্যতয়াপলাপাচ্চেত্যর্থঃ। নন্বনুভবে কস্যাপি বিবাদাভাবেন নাস্তি তত্র প্রমাণাপেক্ষেতি চেন্ন শূন্যবাদিনামেব তত্র বিবাদাৎ। অথাসতাপি প্রমাণেন বস্তু সিধ্যতি বিষয়াবাধস্যৈব প্রামাণ্যপ্রয়োজকত্বান্ন তু প্রমাণপারমার্থিকত্বস্যেতি চেন্ন। এবং সত্যসৎপ্রমাণস্য সর্ব্বত্র

স্বপ্নাদি দৃষ্টপদার্থের ন্যায় দৃশ্যপদার্থমাত্রই মিথ্যা, এই অনুমানদ্বারা বাহ্যবস্তুর অনুভবের বাধ দেখিতেছি, এই বিষয়ে তোমাদিগের মতে শ্রুতিস্মৃতিও আছে, যথা,—"এই সমুদায়ই চিন্ময়; অতএব বিজ্ঞানই সত্য, আর এই প্রপঞ্চসংসার সমুদায়ই মিথ্যা।" তবে যে এইক্ষণ কেবল বিজ্ঞানই সত্য স্বীকার করিতে পারি, এই আশঙ্কায় দূষণান্তরপ্রদর্শন করিতেছেন।—যদি বাহ্যবিষয়মাত্রই অসত্য স্বীকার কর, তাহাহইলে শূন্যমাত্রেরই প্রসক্তি হইতে পারে, বিজ্ঞানের অস্তিত্ব হইতে পারে না। যেহেতু বাহ্যবস্তুর অভাবে বিজ্ঞানেরও অভাবপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে যেমন বাহ্যবস্তুপ্রতীতি অবস্তুবিষয়ক হইল, সেইরূপ বিজ্ঞানপ্রতীতিও অবস্তুবিষয়ক এইরূপ অনুমান হয়। তাহাহইলে কোনরূপেও বিজ্ঞানের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে না, সর্ব্বথাই বিজ্ঞানপ্রমাণের অপলাপ হইতেছে। কারণ যে সকল প্রমাণদ্বারা বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিবে, সেই সকল প্রমাণও বাহ্য; সুতরাং বাহ্যবস্তু অস্বীকার করিলে বিজ্ঞান স্বীকার করা যায় না। যদি বল, যাহা অনুভবসিদ্ধ, তাহাতে কাহারও বিবাদ নাই; অতএব অনুভবসিদ্ধ বিষয়ে প্রমাণেরও অপেক্ষা নাই। বিজ্ঞান সর্ব্ব-

স্থূলত্বেন কাপ্যর্থে প্রমাণান্বেষণস্যাযোগাৎ। অথাসন্মধ্যেঽপি ব্যাবহারিক সত্ত্বরূপো বিশেষঃ প্রমাণাদিম্বেষ্টব্য ইতি চেৎ। আয়াতং মার্গেণ। কিং পুনরিদং ব্যাবহারিকত্বম্। যদি পরিণামিত্বং তদাস্মাভিরপীদৃশমেব সত্ত্বং বাহ্যগ্রাহকপ্রমাণানামিষ্টং শুক্তিরজতাদিতুল্যত্বস্যৈব প্রপঞ্চেঽস্মাভিঃ প্রতি-ষেধাৎ। যদি পুনঃ প্রতীয়মানতামাত্রং তদাপি তাদৃশৈরেব প্রমাণৈর্ব্বা-হ্যার্থস্যাপি সিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। লাঘবতর্কানুগৃহীতেন যথাকথঞ্চিদনুমানেনৈব বাধস্তু বিজ্ঞানেঽপি সমান ইতি। এতেনাধুনিকানাং বেদান্তিব্রুবাণামপি মতং বিজ্ঞানবাদতুল্যযোগক্ষেমতয়া নিরস্তম্। বিজ্ঞানমাত্রসত্যতাপ্রতি-পাদকশ্রুতিস্মৃতয়স্তু কূটস্থত্বরূপাং পারমার্থিকসত্তামেব বাহ্যানাং প্রতিষেধন্তি।

থাই অনুভবসিদ্ধ, তাহাতে প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। ইহা বলা যায় না। যেহেতু শূন্যবাদিদিগেরই বিবাদ আছে। তাহারা সকলই অসত্য স্বীকার করে; সুতরাং প্রমাণের অসত্যতাপ্রযুক্ত শূন্যবাদিদিগের বিবাদই অপরিহার্য্য হইতেছে। আর যদি বল, অসৎ প্রমাণদ্বারাও বস্তুসিদ্ধি হইতে পারে; যে প্রমাণে বিষয়ের বাধ হয় না, সেই প্রমাণই কার্য্যসাধক, প্রমাণের সত্যতা কার্য্যসাধক নহে। আমার ফলসাধন উদ্দেশ্য, তাহাহইলেই যথেষ্ট হইল। কারণের সত্যমিথ্যাত্ববিচারের প্রয়োজন কি? তাহাও বলা যায় না, কারণ অসৎ প্রমাণই সর্ব্বত্র কার্য্যসাধক হইলে কোন কার্য্যেও প্রমাণের অন্বেষণ করিতে হয় না, অসৎপ্রমাণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে। আর যদি বল, অসৎ পদার্থের মধ্যেও যাহারা ব্যাবহারিক সৎ, তাহাদিগেরই প্রমাণতাস্বীকার করি, তাহাহইলে আমাদিগের মতেই আসিলে। প্রথমত বল দেখি, কাহাকে ব্যাবহারিক বলা যায়, যাহারা পরিণামী, যদি তাহাদিগকে ব্যাবহারিক বল, তাহা আমাদিগেরও ইষ্ট, আমরাও বাহ্যগ্রাহকপ্রমাণের এইরূপ সত্ত্বস্বীকার করি। যেমন শুক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রম হয়, এই প্রপঞ্চ জগতে সেইরূপ সত্ত্বের প্রতিষেধ করিয়া থাকি। আর যদি বল, যে সকল বস্তু প্রতীয়মান হয়, তাহারাই ব্যাবহারিক, তাহাহইলে বাহ্যপদার্থেরও ব্যাবহারিকসত্ত্ব প্রসিদ্ধ আছে, যেহেতু বাহ্যপদার্থও সর্ব্বদা প্রতীয়মান হইতেছে। এইক্ষণ ইহাই বলিতে পারিবে যে, যে কোনরূপ অনুমানই কল্পনা কর না কেন, সর্ব্ব-

ন তু পরিণামিত্বরূপাং ব্যাবহারিকসত্তামপি। "যৎ তু কালান্তরেণাপি নান্য-সংজ্ঞামুপৈতি বৈ। পরিণামাদিসম্ভূতাং তদ্বস্তু নৃপ তচ্চ কিম্॥ বস্তু রাজেতি যল্লোকে যৎ তু রাজভটাদিকম্। তথান্যচ্চ নৃপেত্থং তু ন সৎ সঙ্কল্পনাময়ম্॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণাদিভ্যঃ পরিণামিত্বস্যৈবাসত্ত্বাত্ত্বাবগমাদিতি। সঙ্কল্পনাময়মীশ্বরাদিসঙ্কল্পরচিতম্। এতেন। "বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছত।" ইত্যাদিনা বিষ্ণুপুরাণে মায়ামোহরূপিণা বিষ্ণুনাসুরেভ্যোঽপি তত্ত্বমেবোপদিষ্টম্। তে ত্বনধিকারাদিদোষৈর্ব্বিপরীতার্থগ্রহণেন বিজ্ঞানবাদিনো নাস্তিকা বভূবুরিত্যবগন্তব্যম্। তদেতৎ সর্ব্বং ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে মায়াবাদনিরসনপ্রসঙ্গতো বিস্তারিতমস্মাভিঃ॥ ৪৩॥

প্রকারেই বিজ্ঞানের বাধ সমান দেখিতেছি; সুতরাং বাহ্যপদার্থ স্বীকার না করিয়া কবল বিজ্ঞানমাত্র স্বীকার করিতে পার না। এই সকল যুক্তিদ্বারা আধুনিক বেদান্তাভিমানীদিগের মতও নিরস্ত হইল, তাহাদিগের মতও বিজ্ঞানবাদি বৌদ্ধদিগের মতের ন্যায় কার্য্যকারী দেখিতেছি না। শ্রুতি-স্মৃতিতে যে বিজ্ঞানমাত্রের সত্যতাপ্রতিপাদন করিয়া বাহ্যপদার্থের অসত্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, বাহ্যপদার্থ কূটস্থ পরমাত্মার ন্যায় সত্য নহে, কিন্তু পরিণামিত্বরূপ ব্যাবহারিকসত্যতা বাহ্যপদার্থেরও আছে। "যিনি কোনকালেও পরিণামাদিজন্য অন্য কোন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন না, সেই বস্তু কি?" "আর রাজা ও রাজসৈন্যপ্রভৃতি কিছুই সৎ নহে, উহা ঈশ্বরের সঙ্কল্পরচিত" এই সকল বিষ্ণুপুরাণোক্ত বাক্যে পরিণামিত্বরূপই প্রপঞ্চের অসত্যতা জানা যায়। বাহ্য পদার্থসকল সময় সময় রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়, চিরকাল একরূপ থাকে না; এই নিমিত্তই তাহাদিগকে অসৎ বলা যায়। আর "এই অশেষ জগৎকে বিজ্ঞানময় জানিবে, বিজ্ঞানভিন্ন আর কিছুই নহে" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যে জানা যায় যে, মায়ামোহরূপী বিষ্ণু উক্তরূপে অসুরদিগকে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন, তাহারা প্রকৃত তত্ত্বোপদেশে অনধিকারী, অতএব তাহারা বিপরীত উপদেশ গ্রহণদ্বারা বিজ্ঞানবাদী নাস্তিক হইয়াছিল, অসুর-দিগকে বঞ্চনা করাই বিষ্ণুপুরাণোক্ত বাক্যের অভিপ্রেত। এই বিষয় আমরা ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে মায়াবাদ-নিরাস-প্রসঙ্গে সবিস্তর বর্ণন করিব॥ ৪৩॥

শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্য ॥ ৪৪ ॥

অপবাদমাত্রমবুদ্ধানাম্ ॥ ৪৫ ॥

নন্বেবং ভবতু শূন্যমেব তত্ত্বং তদা সুতরামেব বন্ধকারণান্বেষণং ন যুক্তং তুচ্ছত্বাদিতি নাস্তিকশিরোমণিঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে। শূন্যমেব তত্ত্বং যতঃ সর্ব্বোঽপি ভাবো বিনশ্যতি যশ্চ বিনাশী স মিথ্যা স্বপ্নবৎ। অতঃ সর্ব্ববস্তুনামাদ্যন্তয়োরভাবমাত্রত্বান্মধ্যে ক্ষণিকসত্ত্বং সাংবৃত্তিকং ন পারমার্থিকং বন্ধাদি। ততঃ কিং কেন বধ্যতেত্যাশয়ঃ। ভাবানাং বিনাশিত্বে হেতুর্ব্বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্যেতি। বিনাশস্য বস্তুস্বভাবত্বাৎ। স্বভাবং তু বিহায় ন পদার্থস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

পরিহরতি। ভাবত্বাদ্বিনাশিত্বমিতি মূঢ়ানামপবাদমাত্রং মিথ্যাবাদ এব। নাশকারণাভাবেন নিরবয়বদ্রব্যাণাং নাশাসম্ভবাৎ। কার্য্যাণামপি বিনাশা-

---

"যদি শূন্যই তত্ত্ব হয়, তাহাহইলে বন্ধের কারণানুসন্ধানও যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। সকলই শূন্য হইলে বন্ধের কারণও শূন্যই হইবে, তাহার অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন।" এই বলিয়া কোন নাস্তিকশিরোমণি গাত্রোত্থান করিলেন। উক্ত নাস্তিকরাজ বলিতেছেন, "এই জগতে সকলই শূন্য; শূন্যভিন্ন আর কিছুই নাই, যেহেতু যে সকল পদার্থ বিদ্যমান দেখিতেছি, সেই সমুদায়ই বিনশ্বর এবং যে সকল পদার্থ বিনশ্বর, তাহারা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। অতএব কোন পদার্থই পূর্ব্বে ছিল না এবং পরেও থাকিবে না; সুতরাং আদি ও অন্তে অসৎ পদার্থের মধ্যাবস্থায় যে ক্ষণিক সত্যতা, তাহা পারমার্থিক নহে; অতএব কে কাহাকে বন্ধ করে? বিনাশের বস্তুস্বভাবতাই ভাবপদার্থের বিনাশিত্বের হেতু। কখনও কোন পদার্থ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান থাকিতে পারে না" ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত মতের পরিহার করিতেছেন।—ভাবপদার্থমাত্রই যে বিনাশী, ইহা মূর্খদিগের মিথ্যাবাক্যমাত্র। যেহেতু বিনাশের কারণ না থাকিলে কখনও নিরবয়ব পদার্থের নাশ হইতে পারে না। বিশেষতঃ কার্য্যের বিনাশ সর্ব্বথাই অপ্রসিদ্ধ। যেমন "ঘট জীর্ণ হইয়াছে" এইরূপ প্রতীতি

সিদ্ধেশ্চ। ঘটো জীর্ণ ইতি প্রত্যয়বদেব ঘটোঽতীত ইত্যাদিপ্রতীত্যা ঘটাদেরতীতাখ্যায়া অবস্থায়া এব সিদ্ধেঃ। অব্যক্ততায়াশ্চ কার্য্যাতীততাভ্যুপগমেঽস্মন্মতপ্রবেশ এব। কিঞ্চ বিনাশস্ত প্রপঞ্চতত্ত্বতাভ্যুপগমেঽপি বিনাশ এব বন্ধস্ত পুরুষার্থঃ সম্ভবত্যেবেতি। কশ্চিৎ তু ব্যাচষ্টে। শূন্যং তত্ত্বমিত্যজ্ঞানাং কুৎসিতবাদমাত্রং ন পুনরত্র যুক্তিরস্তি। প্রমাণসত্ত্বাসত্ত্ববিকল্পাসহত্বাৎ। শূন্যে প্রমাণাঙ্গীকারে তেনৈব শূন্যতাক্ষতিঃ। অনঙ্গীকারে প্রমাণাভাবায় শূন্যসিদ্ধিঃ। স্বতঃ সিদ্ধৌ চ চিদ্রূপতাদ্যাপত্তিরিত্যর্থ ইতি। ন চ। "ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ সর্ব্বশূন্যং নিরালম্বং স্বরূপং যত্র চিন্ত্যতে। অভাবযোগঃ স প্রোক্তো যেনাত্মানং প্রপশ্যতি॥" ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামপি শূন্যং

হয়, সেইরূপ "ঘট অতীত হইয়াছে" এইরূপ প্রতীতিও হইতে পারে। অতএব ঘটাদির অতীতাবস্থাই প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং কার্য্যের বিনাশ অসম্ভব হইল। আর কার্য্যসকল যে অব্যক্ত হয়, তাহাও যদি অতীতাবস্থা স্বীকার কর, তাহাহইলে আমাদিগেরই মতে প্রবেশ করিলে। আর যদি বল, বিনাশ প্রপঞ্চের তত্ত্ব, তাহাহইলে বন্ধের বিনাশই পুরুষার্থ হইতে পারে। কেহ কেহ উক্ত সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, "শূন্যই তত্ত্ব" ইহা অজ্ঞানিদিগের কুৎসিত বাদমাত্র। যেহেতু ইহাতে কোনরূপ যুক্তি নাই। প্রমাণ সত্য, কি অসত্য, ইহার কিছুই সহ্য করিতে পারে না, প্রমাণকে শূন্য বলিয়া স্বীকার করিলে শূন্যবাদের ক্ষতি হয়, যেহেতু শূন্যাতিরিক্ত প্রমাণই স্বীকার করিতে হইল। আর প্রমাণের শূন্যতা স্বীকার না করিলে প্রমাণাভাবপ্রযুক্ত শূন্যবাদের অসিদ্ধি হইয়া পড়ে; সুতরাং স্বতঃসিদ্ধই চিদ্রূপতার আপত্তি হইল। "তাহার বিরোধ নাই ও উৎপত্তি নাই, তিনি বদ্ধ নহেন বা সাধকও নহেন, ইহা পরমার্থতা এবং যে যোগেতে সর্ব্বশূন্য নিরালম্বস্বরূপ চিন্তা করিবে, তাহাকেই অভাবযোগ বলা যায়, এই যোগদ্বারাই আত্মদর্শন হইয়া থাকে।" এই সকল শ্রুতিস্মৃতিবাক্যে যে শূন্যই তত্ত্বরূপে প্রতিপন্ন হইল, তাহাও নহে। যেহেতু উক্ত শ্রুতিস্মৃতিতে পুরুষের নিরোধাদির অভাবই উক্ত হইয়াছে, শূন্যতার কথা উক্ত হয় নাই; বিশেষতঃ

উভয়পক্ষসমানক্ষেমত্বাদয়মপি ॥ ৪৬ ॥

তত্ত্বতয়া প্রতিপাদ্যত ইতি বাচ্যম্। পুরুষাণাং নিরোধাদ্যভাবস্যৈব তাদৃশীষু শ্রুতিষু তত্ত্বতয়োক্তত্বাৎ। পূর্ব্বোত্তরবাক্যাভ্যাং পুরুষস্যৈব প্রকরণাৎ। বিলীনবিশ্বচিদাকাশস্যৈবৈতাদৃশস্মৃতিষু তত্ত্বতয়া প্রতিপাদনাচ্চ। "ত্রৈলোক্যং গগনাকারং নভস্তুল্যং বপুঃ স্বকম্। বিয়দ্গামি মনো ধ্যায়ন্ যোগী ব্রহ্মৈব লীয়তে ॥" ইত্যাদিবাক্যান্তরৈরেকবাক্যত্বাৎ। আকাশশূন্যয়োঃ পর্য্যায়ত্বাদিতি। মনোমহত্তত্ত্বাদ্যখিলান্তঃকরণং বিয়দ্গামি চিদাকাশে লীনম্ ॥ ৪৫ ॥

দূষণান্তরমাহ। ক্ষণিকবাহ্যবিজ্ঞানোভয়পক্ষয়োঃ সমানক্ষেমত্বাৎ তুল্যনিরসনহেতুকত্বাদয়মপি পক্ষো বিনশ্যতীত্যনুষঙ্গঃ। ক্ষণিকপক্ষনিরাসহেতুর্হি প্রত্যভিজ্ঞানুপপত্ত্যাদিঃ শূন্যবাদেঽপি সমানঃ। তথা বিজ্ঞানপক্ষনিরাসহেতুর্ব্বাহ্যপ্রতীত্যাদিরপ্যত্র সমান ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্ব ও উত্তরবাক্যে পুরুষেরই প্রকরণ দেখা যায়, আর যাহাতে এই বিশ্ব বিলীন হয়, সেই চিদাকাশস্বরূপ পরমাত্মাই উক্ত শ্রুতিতে তত্ত্বরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। "এই ত্রিভুবন গগনাকার, স্বীয় শরীর আকাশতুল্য এবং মহত্তত্ত্বাদি অখিল অন্তঃকরণ চিদাকাশে বিলীন হইয়াছে।" যে যোগী এইরূপ ধ্যান করেন, তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এই সকল বাক্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের একবাক্যতাপ্রযুক্ত আকাশ ও শূন্য উভয়ই একার্থক ॥ ৪৫ ॥

দূষণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—যাহারা ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী এবং যাহারা শূন্যবাদী, এই উভয়পক্ষই তুল্যক্ষমতাশালী, ইহাদিগের নিরাসের হেতুও তুল্য। যেহেতু প্রত্যভিজ্ঞানের অনুপপত্তিই ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীর নিরাসের কারণ এবং এই কারণে শূন্যবাদীও নিরস্ত হইতেছেন। বাহ্যপ্রতীতি যেমন বিজ্ঞানবাদীর নিরাসের কারণ, সেইরূপ শূন্যবাদীর নিরাকরণেও উক্ত বাহ্যপ্রতীতিই কারণ; সুতরাং উভয়পক্ষই সমান হইল ॥ ৪৬ ॥

অপুরুষার্থত্বমুভয়থা ॥ ৪৭ ॥

ন গতিবিশেষাৎ ॥ ৪৮ ॥

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ ॥ ৪৯ ॥

যদপি দুঃখনিবৃত্তিরূপতয়া তৎসাধনতয়া বা শূন্যতৈবাস্তু পুরুষার্থ ইতি তৈর্ম্মন্যতে তদপি দুর্ঘটমিত্যাহ। উভয়থা স্বতঃ পরতশ্চ শূন্যতায়াঃ পুরুষার্থত্বং ন সম্ভবতি। স্বনিষ্ঠত্বেনৈব সুখাদীনাং পুরুষার্থত্বাৎ। স্থিরস্য চ পুরুষস্যান-ভ্যুপগমাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

তদেবং বন্ধকারণবিষয়ে নাস্তিকমতানি দূষিতানি। ইদানীং পূর্ব্বনির-স্তাবশিষ্টান্যাস্তিকসম্ভাব্যান্যপ্যন্যানি বন্ধকারণানি নিরস্যন্তে। প্রকরণাদ্-বন্ধো লভ্যতে। ন গতিবিশেষাৎ শরীরপ্রবেশাদিরূপাদপি পুরুষস্য বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

অত্র হেতুমাহ। নিষ্ক্রিয়স্য বিভোঃ পুরুষস্য গত্যসম্ভবাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

যদিও দুঃখনিবৃত্তিরূপে অথবা দুঃখনিবৃত্তির সাধনরূপে শূন্যতাই পুরুষার্থ হউক, ইহাই তাঁহারা স্বীকার করুন্, তাহাও দুর্ঘট। এই অভিপ্রায়ে বলিতে-ছেন।—শূন্য স্বতঃ অথবা পরতঃ কোনরূপেই পুরুষার্থ হইতে পারে না। যেহেতু স্ববৃত্তি সুখাদিরই পুরুষার্থতা হয় এবং পুরুষ স্থির, তাহার সুখাদির সম্ভব নাই; অতএব কোনরূপেই শূন্য পুরুষার্থ হইতে পারে না ॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বন্ধকারণবিষয়ে নাস্তিকমত দূষিত হইয়াছে, এইক্ষণ আস্তিকমতে পূর্ব্বনিরাকৃত বন্ধকারণের অবশিষ্ট সম্ভবপর বন্ধকারণেরও নিরাস করিতেছেন।—যদি বল, শরীরপ্রবেশই পুরুষের বন্ধের কারণ, তাহাও নহে; কেবল শরীরে প্রবেশ করিলেই যে পুরুষ বদ্ধ হয়, তাহা বলা যায় না ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত সূত্রার্থের হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন।—পুরুষ বিভু ও নিষ্ক্রিয়; সুতরাং তাহার গতির সম্ভব নাই। যদি পুরুষের ক্রিয়াই না থাকিল, তবে তাহার শরীরপ্রবেশও হইতেও পারে না; সুতরাং গতিবিশেষই যে পুরুষের বন্ধের কারণ, তাহা বলিতে পার না ॥ ৪৯ ॥

মূর্ত্তত্বাদ্ঘটাদিবৎ সমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ ॥ ৫০ ॥
গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ ॥ ৫১ ॥

নন্ন শ্রুতিস্মৃত্যোরিহলোকপরলোকগমনাগমনশ্রবণাৎ পুরুষস্ত পরিচ্ছিন্নত্বমেবাস্তু। তথা চ শ্রুতিরপি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মেত্যাদিরিত্যাশঙ্কামপাকরোতি। যদি চ ঘটাদিবৎ পুমান্ মূর্ত্তঃ পরিচ্ছিন্নঃ স্বীক্রিয়তে। তদা সাবয়বত্ববিনাশিত্বাদিনা ঘটাদিসমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

গতিশ্রুতিমুপপাদয়তি। যা চ গতিশ্রুতিরপি পুরুষেঽস্তি সা বিভুত্বশ্রুতিস্মৃতিযুক্ত্যনুরোধেনাকাশস্যেবোপাধিযোগাদেব মন্তব্যেত্যর্থঃ। তত্র চ প্রমাণম্। "ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা। ঘটো নীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ ॥" বুদ্ধেগুর্ণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যবরো-

---

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইল যে, পুরুষের ক্রিয়া নাই, কিন্তু শ্রুতিস্মৃতিতে পুরুষের ইহকালে ও পরকালে গতিশ্রবণ আছে। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, আত্মপুরুষ অঙ্গুষ্ঠমাত্র; সুতরাং তিনি পরিচ্ছিন্ন বিভু বা নিষ্ক্রিয় নহেন। এই আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন।—যদি পুরুষকে ঘটাদির ন্যায় মূর্ত্তিমান্ ও পরিচ্ছিন্ন স্বীকার কর, তাহাহইলে তিনি সাবয়ব ও বিনাশী হইলেন; সুতরাং তাঁহাকে ঘটাদির সমানধর্ম্মাক্রান্ত বলিতে হইল, ইহা সর্ব্বতোভাবে অপসিদ্ধান্ত। যিনি পরমপুরুষ পরমাত্মা, তিনি যে সাধারণ ঘটাদির ন্যায় পরিচ্ছিন্ন ও বিনাশী, ইহা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে ॥ ৫০ ॥

ইতিপূর্ব্বে পুরুষকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে, কিন্তু শ্রুতিতে আত্মপুরুষের গতিবোধক শ্রুতির উপপত্তি দেখাইতেছেন। শ্রুতিতে আত্মপুরুষের গতিশ্রবণ আছে, সত্য বটে এবং "আত্মা বিভু" এইরূপ শ্রুতিও আছে; সুতরাং বিভুত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি ও যুক্তির অনুরোধে এইরূপ অর্থ করিতে হয় যে, উপাধিযোগেই পুরুষের গতি হইয়া থাকে। উপাধিব্যতিরেকে আত্মপুরুষের গতি হয় না। "আত্মপুরুষের গতি ঘটসংবৃত আকাশের গতির ন্যায় জানিবে। যেমন ঘট নীত হইলে ঘটই স্থানান্তরিত হয়,

ন কর্ম্মণাপ্যতদ্ধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৫২ ॥

২পি দৃষ্টঃ। ইত্যাদিশ্রুতিঃ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরিত্যাদিকা চ স্মৃতিঃ। মধ্যমপরিমাণত্বে সাবয়বত্বাপত্ত্যা বিনাশিত্বমণুত্বে চ দেহব্যাপিজ্ঞানাদ্যনুপ- রিত্যাদিশ্চ যুক্তিরিতি। অতএব। "প্রকৃতিঃ কুরুতে কর্ম শুভাশুভফলাত্মকম্। প্রকৃতিশ্চ তদশ্নাতি ত্রিষু লোকেষু কামগা ॥" ইত্যাদিস্মৃতিভিঃ প্রকৃতেরেব বিশিষ্য ক্রিয়ারূপা গতিঃ স্মর্য্যত ইতি ॥ ৫১ ॥

কর্ম্মণা দৃষ্টেনাপি সাক্ষান্ন পুরুষস্য বন্ধঃ। কুতঃ। পুরুষধর্ম্মত্বাভাবাদি- ত্যর্থঃ। পূর্ব্বং বিহিতনিষিদ্ধব্যাপাররূপেণ কর্ম্মণা বন্ধো নিরাকৃতঃ। অত্র তু তজ্জন্যাদৃষ্টেনেত্যার্থিকবিভাগাদপৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৫২ ॥

আকাশ কখনও স্থানান্তরে গমন করে না। সেইরূপ পুরুষের উপাধিদ্বারা শরীরেরই গতি হইয়া থাকে, পুরুষের গতি হয় না এবং "বুদ্ধির গুণেই হউক কিম্বা আত্মার গুণেই হউক, অতিসূক্ষ্ম আত্মাকে স্থূল বলিয়া বোধ হয়।" এই সকল শ্রুতিপ্রমাণেও "আত্মা নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী" এইরূপ স্মৃতিপ্রমাণে আত্ম- পুরুষের ঔপাধিক গতি জানা যায়। আর আত্মা অপরিচ্ছিন্ন, কোনরূপ পরিমাণদ্বারা তাঁহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহার মধ্যপরিমাণ স্বীকার করিলে তাঁহাকে সাবয়ব ও বিনাশী বলিতে হয় এবং অণুপরিমাণ বলিলে সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্ভবে না, ইত্যাদি যুক্তিদ্বারা আত্মাকে বিভু বলা যায়। "প্রকৃতি শুভাশুভাত্মক কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং সেই কামগামিনী প্রকৃতিই সেই শুভাশুভকর্ম্মের ফলভোগ করে" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণে প্রকৃতিরই ক্রিয়া- রূপা গতি স্মরণ করিতে হয় ॥ ৫১ ॥

যদি বল, অদৃষ্টদ্বারা পুরুষের বন্ধ হয়, তাহাও হইতে পারে না; যেহেতু অদৃষ্ট পুরুষের ধর্ম্ম নহে। পূর্ব্বে বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের বন্ধহেতুতা নিরাকৃত হইয়াছে। এইক্ষণ সেই কর্ম্মজন্য অদৃষ্টের বন্ধহেতুতার নিরাস হইল ॥ ৫২ ॥

অতিপ্রসক্তিরন্যধর্ম্মত্বে ॥ ৫৩ ॥

নির্গুণাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেতি ॥ ৫৪ ॥

তদ্যোগোঽপ্যবিবেকান্ন সমানত্বম্ ॥ ৫৫ ॥

নন্বন্যধর্ম্মেণাপ্যন্যস্য বন্ধঃ স্যাৎ তত্রাহ। বন্ধতৎকারণয়োর্ভিন্নধর্ম্মত্বেঽতিপ্রসক্তির্মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তিরিত্যর্থঃ। ৫৩।

কিং বহুনা। স্বভাবাদিকর্ম্মান্তৈরন্যেন বা কেনাপি পুরুষস্য বন্ধোৎপত্তির্ন ঘটতে শ্রুতিবিরোধাদিতি সাধারণং বাধকমাহ। পুরুষবন্ধস্যানৌপাধিকত্বে সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চেত্যাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেত্যর্থঃ। ইতিশব্দো বন্ধহেতুপরীক্ষাসমাপ্তৌ। ৫৪।

তদেবং ন স্বভাবতো বন্ধস্যেত্যাদিনা প্রঘট্টকেনেতরপ্রতিষেধতঃ প্রকৃতিপুরুষসংযোগ এব সাক্ষাদ্বন্ধহেতুরবধারিতঃ। তত্রেয়মাশঙ্কা। ননু প্রকৃতি-

---

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অদৃষ্ট পুরুষের ধর্ম্ম নয় বলিয়া তাহা বন্ধের কারণ হইতে পারে না, এইক্ষণ যদি বলি, অন্যের ধর্ম্মদ্বারাও পুরুষের বন্ধ হউক, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—একের ধর্ম্মদ্বারা অপরের বন্ধ হয়, এইরূপ স্বীকার করিলে অতিপ্রসঙ্গদোষ হয়, অর্থাৎ মুক্ত পুরুষেরও বন্ধ হইতে পারে। যেহেতু কাহার না কাহার অদৃষ্ট সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে, সেই অদৃষ্টদ্বারাও মুক্ত পুরুষের বন্ধন হউক। ৫৩ ॥

আর বহু বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? শ্রুতিবিরোধপ্রযুক্ত স্বভাবাদি অদৃষ্টান্ত কোন কারণেই পুরুষের বন্ধোৎপত্তি হইতে পারে না, এই নিমিত্ত সাধারণ বাধক বলিতেছেন।—পুরুষবন্ধনের অনৌপাধিকত্ব স্বীকার করিলে "তিনি সর্ব্বসাক্ষী, চিন্ময়, নির্গুণ ও অদ্বিতীয়" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হয়। অতএব পুরুষের প্রকৃত বন্ধ নাই, উহা ঔপাধিকবন্ধ সন্দেহ নাই। ৫৪।

ইতিপূর্ব্বে "স্বভাবতো বদ্ধস্য" ইত্যাদি সূত্রের মর্ম্মার্থে অন্যান্য কারণের বন্ধহেতুতার প্রতিষেধ করিয়া প্রকৃতিপুরুষের সংযোগই সাক্ষাৎ বন্ধহেতু ইহাই অবধারিত হইয়াছে। এইক্ষণ এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, পুরুষেতে যে প্রকৃতির সংযোগ হয়, উহা স্বাভাবিক কি কালাদিনিমিত্তক? ঐ

সংযোগোঽপি পুরুষে স্বাভাবিকত্বাদিবিকল্পগ্রস্তঃ কথং ন ভবতি সংযোগস্ত স্বাভাবিকত্বকালাদিনিমিত্তকত্বে হি মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তিরিত্যাদিদোষা যথাযোগ্যং সমানা এবেতি। তামিমামাশঙ্কাং পরিহরতি। পূর্ব্বোক্তস্তদ্যোগোঽপি পুরুষস্যাবিবেকাদ্বক্ষ্যমাণাদবিবেকাদেব হি নিমিত্তাৎ সংযোগো ভবতি। অতো নোক্তদোষাণাং সমানত্বমস্তীত্যর্থঃ। স চাবিবেকো মুক্তেষু নাস্তীতি ন তেষাং পুনঃ সংযোগো ভবতীতি। নন্ববিবেকোঽত্র ন প্রকৃতিপুরুষাভেদসাক্ষাৎকারঃ। সংযোগাৎ প্রাগসত্ত্বাৎ। কিন্তু বিবেকপ্রাগভাবোঽবিবেকাখ্যজ্ঞানবাসনা বা তদুভয়মপি ন পুরুষধর্ম্মঃ। কিন্তু বুদ্ধিধর্ম্ম এবেত্যন্যধর্ম্মেণান্যত্র সংযোগেঽতিপ্রসঙ্গদোষসাম্যমস্ত্যেবেতি চেৎ। নৈবম্। বিষয়তাসম্বন্ধেনাবিবেকস্য পুরুষধর্ম্মত্বাৎ। তথা চ প্রকৃতির্বুদ্ধিরূপা সতী যস্মৈ স্বামিপুরুষায় তনুং বিবিচ্য ন দর্শিতবতী স্ববৃত্তিদর্শনার্থং তদীয়বুদ্ধিরূপেণ তত্রৈব পুরুষে

সংযোগকে স্বাভাবিক অথবা কালাদিনিমিত্তক বলিলে, পূর্ব্বোক্ত মুক্ত পুরুষেরও বন্ধাপত্তিরূপ দোষ উক্ত হইয়াছে, এইস্থলেও সেইরূপ বন্ধকারণসংযোগের স্বাভাবিকত্ব কিম্বা কালাদিনিমিত্তকত্ব স্বীকার করিলে মুক্ত পুরুষের বন্ধাপত্তিরূপ দোষ হইতে পারে। এইক্ষণ উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন।—অবিবেকবশতই প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ হয়; অতএব পূর্ব্ববৎ মুক্ত পুরুষের বন্ধাপত্তিরূপ দোষ হইতে পারে না। যেহেতু সেই অবিবেক মুক্ত পুরুষে সম্ভবে না, এই নিমিত্ত পুনর্ব্বার তাঁহার প্রকৃতির সহিত সংযোগ হইতে পারে না; সুতরাং পূর্ব্ববৎ দোষের আশঙ্কা নাই। এইস্থলে প্রকৃতিপুরুষের অভেদজ্ঞানকে অবিবেক বলা যায় না। কারণ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগের পূর্ব্বে ঐরূপ অভেদজ্ঞান হয় না, তবে বিবেকের প্রাগভাব অথবা অবিবেকাখ্য বাসনাই এস্থানে অবিবেক। এই উভয়ও পুরুষের ধর্ম্ম নহে, উহারা বুদ্ধির ধর্ম্ম; সুতরাং এস্থলেও একের ধর্ম্মদ্বারা অন্যের সংযোগরূপ অতিপ্রসঙ্গদোষ দেখিতেছি। ইহা বলিতে পার না, কারণ বিষয়তাসম্বন্ধে অবিবেক পুরুষের ধর্ম্ম হইতে পারে, অর্থাৎ অবিবেক পুরুষের বিষয় হয়, এই নিমিত্ত অবিবেককে পুরুষের ধর্ম্ম বলা যায়। "প্রকৃতি বুদ্ধিরূপা হইয়া যে স্বামীপুরুষকে আপন স্বরূপপ্রদর্শন করিতে পারে না,

সংযুজ্যত ইতি ব্যবস্থয়াতিপ্রসঙ্গাভাবাৎ। তদুক্তং কারিকয়া—"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥" ইতি। স্বামিনে পুরুষায় প্রধানেন দর্শয়িতুং তয়োঃ কৈবল্যার্থং চেত্যর্থঃ। অবিবেকস্য বৃত্তিরূপত্বং তু বাঙ্মাত্রং ন তু তত্ত্বং চিত্তস্থিতেরিত্যাগামিসূত্রে বক্ষ্যামঃ। অবিবেকশ্চ সংযোগদ্বারৈব বন্ধকারণং প্রলয়ে বন্ধাদর্শনাৎ। অবিবেকনাশেঽপি জীবন্মুক্তস্য দুঃখভোগদর্শনাচ্চ। অতঃ সাক্ষাদেবাবিবেকো বন্ধকারণং প্রাঙ্নোক্তঃ। ননু ভোগ্যভোক্তৃভাবনিয়ামকত্বেন কৢপ্তস্যানাদিস্বস্বামিভাবস্য কর্ম্মাদীনাং বা সংযোগহেতুত্বমস্তু কিমিত্যবিবেকোঽপি সংযোগহেতুরিষ্যত ইতি চেন্ন। "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে

সেই স্বামীপুরুষকে আপন বৃত্তিদর্শনার্থ সেই পুরুষের বুদ্ধিরূপে তাহাতে যুক্ত হয়," এইরূপ ব্যবস্থা করিলে আর পূর্ব্ববৎ অতিপ্রসঙ্গদোষ থাকে না। সাংখ্যকারিকাতেও এই বিষয় উক্ত আছে। যেমন পঙ্গু ও অন্ধ ইহারা পরস্পরের সাহায্যের নিমিত্ত যুক্ত হয়, পঙ্গুর চলৎশক্তি নাই, অন্ধ দর্শন করিতে পারে না, এইস্থলে যদি অন্ধ পঙ্গুকে বহন করিয়া লইয়া যায়, তাহাহইলে অন্ধ পথ দেখাইয়া দিতে পারে এবং অন্ধ চলিয়া যাইতে পারে; সুতরাং উভয়েরই কার্য্যসাধন হয়। সেইরূপ প্রকৃতি স্বরূপদর্শনার্থ এবং পুরুষ মুক্তিলাভার্থ পরস্পর যুক্ত হয়। এইরূপে উভয়ের সংযোগ হইলেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। অবিবেকের বৃত্তিস্বরূপত্ব কেবল কথামাত্র, উহাপ্রকৃত তত্ত্ব নহে; ইহা আমার আগামী সূত্রে সবিস্তর বর্ণন করিব। অবিবেক স্বয়ং বন্ধের কারণ হয় না; সংযোগদ্বারাই অবিবেক বন্ধের কারণ হইয়া থাকে। যেহেতু প্রলয়কালে বন্ধের বিদ্যমানতা দেখা যায় না। বিশেষতঃ অবিবেকনাশেও জীবন্মুক্ত পুরুষের দুঃখভোগ দেখা যায়। যদি অবিবেক সাক্ষাৎ বন্ধের কারণ হইত, তাহাহইলে জীবন্মুক্ত পুরুষেরও অবিবেক থাকে না, তাহার দুঃখভোগ হয় কেন? এই নিমিত্তই পূর্ব্বে অবিবেককে সাক্ষাৎ বন্ধকারণ বলিয়া উক্ত করেন নাই। আর ভোগ্যভোক্তৃত্বের নিয়ামক অনাদি স্বস্বামিভাব কল্পনা করিতে হয়। এইক্ষণ সেই অনাদি স্বস্বামিভাব অথবা কর্ম্মাদি সংযোগের কারণ হউক; অবিবেককে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগের কারণ বলিয়া স্বীকার

প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥” ইতি গীতায়াং সঙ্গাখ্যাভিমানস্য সংযোগহেতুত্বস্মরণাৎ। বক্ষ্যমাণাদিবাক্যযুক্তিভ্যশ্চান্যথা জ্ঞানতো মোক্ষস্য শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধস্যানুপপত্তেশ্চ। অথৈবমপি স্বোপাধিকর্ম্মাদিকমপি সংযোগকারণং ভবতি তদ্বিহায় কথমবিবেক এব কেবলং তত্র কারণমুচ্যত ইতি। উচ্যতে—অবিবেকাপেক্ষয়া কর্ম্মাদীনামপি পরম্পরয়ৈব পুরুষসম্বন্ধঃ। তথাবিবেক এব পুরুষেণ সাক্ষাচ্ছেত্তুং শক্যতে কর্ম্মাদিকং ত্ববিবেকাখ্যহেতুচ্ছেদদ্বারৈবেত্যাশয়েনাবিবেক এব মুখ্যতঃ সংযোগহেতুতয়োক্ত ইতি। অয়ং চাবিবেকোঽগৃহীতাসংসর্গকমুভয়জ্ঞানমবিদ্যাস্থলাভিষিক্ত এব বিবক্ষিতঃ। বন্ধো বিপর্য্যয়াদ্বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চেত্যাগামিসূত্রদ্বয়াৎ তস্য হেতুরবিদ্যেতি যোগসূত্রেঽপ্যবিদ্যায়া এব পঞ্চপর্ব্বায়া বুদ্ধিপুরুষসংযোগহেতুতাবচনাচ্চান্যথাখ্যাত্যনভ্যুপগমমাত্র এব যোগতোঽত্র বিশেষৌচিত্যাৎ। ন

করি কেন? এইমত যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ “পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াই প্রকৃতিজন্য গুণসকল ভোগ করেন, অতএব পুরুষের প্রকৃতিগুণসঙ্গই সৎ ও অসদাত্মক শতশত জন্মের কারণ” এই সকল গীতাবাক্যে সঙ্গাভিমানই সংযোগের হেতু বলিয়া জানা যায়। আর ইতঃপর যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইবে, সেই সকল যুক্তিদ্বারাও উক্তরূপ কারণতা প্রতীত হয়। অন্যথা “জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়” এইরূপ শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ প্রতীতির অনুপপত্তি হয়। আর যদি বল, স্বোপাধিককর্ম্মাদিই সংযোগের কারণ হইতেছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অবিবেকমাত্রকে সংযোগের কারণ স্বীকার করি কেন? এক্ষণ বক্তব্য এই যে,—অবিবেক হইতেও ব্যবহিতরূপে কর্ম্মাদির পুরুষসম্বন্ধ দেখা যায়, যেহেতু পুরুষ অবিবেককেই সাক্ষাৎ ছেদ করিতে পারে এবং এই অবিবেকরূপ হেতুর ছেদদ্বারা কর্ম্মাদির ছেদ হয়, এই নিমিত্ত অবিবেককেই মুখ্যসংযোগহেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ স্থলে প্রকৃতিপুরুষের অভেদজ্ঞানই অবিবেক এবং ঐ অবিবেকই অবিদ্যা বলিয়া অভিহিত হয়। “বিপর্য্যয়হেতু পুরুষের বন্ধ এবং সেই বিপর্য্যয় পাঁচপ্রকার” এই বক্ষ্যমাণ সূত্রদ্বয় আর “অবিদ্যাই পুরুষের বন্ধহেতু” এই পাতঞ্জলসূত্রে অবিদ্যারই বুদ্ধিপুরুষসংযোগের হেতুতা উক্ত হইয়াছে। এস্থলে

পুনরবিবেকোঽত্রাভাবমাত্রং বিবেকপ্রাগভাবো বা। মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তেঃ। জীবন্মুক্তস্যাপি ভাবিবিবেকব্যক্তিপ্রাগভাবেন ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিদ্বারা পুনর্ব্বন্ধপ্রসঙ্গাচ্চ। তথাগামিসূত্রস্থধ্বান্তদৃষ্টান্তানুপপত্তেশ্চ। অভাবস্য ধ্বান্তবদাবরকত্বাসম্ভবাৎ। তথা বৃদ্ধিহ্রাসাবপ্যবিবেকস্য শ্রূয়মাণৌ নোপপদ্যেয়াতামিতি। অস্মন্মতে চ বাসনারূপস্যৈবাবিবেকস্য সংযোগাখ্যজন্মহেতুতয়া তমোবদাবরকত্ববৃদ্ধিহ্রাসাদিকমঞ্জসৈবোপপদ্যতে। তস্য হেতুরবিদ্যেতি পাতঞ্জলসূত্রে চ ভাষ্যকারৈরবিদ্যাশব্দেনাবিদ্যাবীজং ব্যাখ্যাতম্। জ্ঞানস্য সংযোগোত্তরকালীনত্বেন সংযোগাজনকত্বাদিতি। অপি চ পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে ইত্যাদিবাক্যেষ্বভিমানাখ্যসংযোগস্যৈব প্রকৃতিস্থতাখ্যসংযোগহেতুতাবগম্যতে। অতএব চাবিদ্যা নাভাবোঽপি তু বিদ্যাবিরোধিজ্ঞানান্তরমিতি যোগভাষ্যে ব্যাসদেবৈঃ প্রযত্নেনাবধৃতম্। তস্মাদবিবেকাবিদ্যয়োস্তুল্যযোগ-

---

অবিবেক শব্দের অর্থ বিবেকাভাব অথবা বিবেকপ্রাগভাব নহে, তাহাহইলে মুক্তপুরুষেরও বন্ধাপত্তি হইতে পারে। কারণ জীবন্মুক্ত পুরুষেরও ভাবী বিবেকের প্রাগভাব আছে, সেই হেতু ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং সেই ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বারা জীবন্মুক্ত পুরুষেরও পুনর্ব্বার বন্ধপ্রসঙ্গ হইতে পারে। আর আগামীসূত্রে যে অন্ধকারদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারও অনুপপত্তি হয়। যেহেতু অন্ধকারের ন্যায় অভাবের আবরণশক্তি নাই, আর অবিবেকের যে হ্রাস-বৃদ্ধি শ্রুত হয়, তাহারও উপপত্তি হইতে পারে না। আমাদিগের মতে বাসনারূপ অবিবেকই প্রকৃতিপুরুষের সংযোগহেতু; সুতরাং সেই বাসনারূপ অবিবেকের অন্ধকারবৎ আবরণশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি অনায়াসেই উপপন্ন হইতেছে। "অবিদ্যাই সংযোগের কারণ" এই পাতঞ্জলসূত্রে ভাষ্যকার অবিদ্যাশব্দে অবিদ্যার বীজব্যাখ্যা করিয়াছেন; যেহেতু সংযোগের উত্তরকালেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞানের সংযোগজনকতা নাই। আর "পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়াই প্রকৃতির গুণসকল ভোগ করে" ইত্যাদিবাক্যেও অভিমানাখ্য সংযোগকেই প্রকৃতিপুরুষের সংযোগের হেতু বলিয়া জানা যায়। অতএব "অবিদ্যা অভাবস্বরূপ নহে, উহা বিদ্যার বিরোধী জ্ঞানান্তরমাত্র" পাতঞ্জলভাষ্যে ব্যাসদেব এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন। এই

ক্ষেমত্বয়াবিবেকস্যাপি জ্ঞানবিশেষত্বমিতি সিদ্ধম্। অয়ং চাবিবেকস্ত্রিধা সংযোগাখ্যজন্মহেতুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিদ্বারা রাগাদিদুষ্টদ্বারা চ ভবতি। "সতি মূলে তদ্বিপাক" ইতি যোগসূত্রাৎ "কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যত" ইতি স্মৃতেঃ। বীতরাগজন্মাদর্শনাদিতি ন্যায়সূত্রাচ্চ। তদুক্তং মোক্ষধর্ম্মেঽপি। "ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ নোপসর্পন্ত্যতর্ষুলম্। হীনশ্চ করণৈর্দ্দেহী ন দেহং পুনরর্হতি॥ তস্মাৎ তর্ষাত্মকাদ্রাগাদ্বীজাজ্জায়ন্তি জন্তবঃ।" ইতি। রাগস্ত্ববিবেককার্য্য ইতি যোগসূত্রাভ্যামপ্যেতৎ প্রত্যেতব্যং সমানতন্ত্রন্যায়াৎ। তচ্চ সূত্রদ্বয়ং "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ। সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগা" ইতি ক্লেশশ্চাবিদ্যাদিপঞ্চকমিতি। অবিবেকস্য বন্ধজননে দ্বারজাতং চ পিণ্ডীকৃত্যেশ্বরগীতায়ামুক্তম্। "অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং তস্মাদ্দুঃখং তথেতরৎ। রাগদ্বেষাদয়ো দোষাঃ সর্ব্বে ভ্রান্তিনিবন্ধনাঃ॥ কার্য্যো হ্যস্য ভবেদ্দোষঃ পুণ্যা-

---

নিমিত্ত অবিবেক ও অবিদ্যার তুল্যশক্তিপ্রযুক্ত অবিবেকও জ্ঞানবিশেষরূপে সিদ্ধ হইল। এই অবিবেক তিনপ্রকারেই সংযোগের হেতু হইয়া থাকে। প্রথমতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, দ্বিতীয় ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তিদ্বারা, তৃতীয়তঃ বিষয়ানুরাগাদিদ্বারা প্রকৃতিপুরুষের সংযোগকারণ হয়। "সতি মূলে তদ্বিয়োগাৎ" এই পাতঞ্জলসূত্রের মর্ম্মার্থে জানা যায় যে, অবিদ্যা সাক্ষাৎ সংযোগের কারণ। "কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে" এই স্মৃতিপ্রমাণে প্রতীতি হয় যে, সেই অবিদ্যা ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বারা সংযোগের হেতু হয়, আর "বীতরাগজন্মাদিদর্শনা" এই ন্যায়সূত্রার্থে প্রকাশ পায় যে, অবিদ্যা বিষয়ানুরাগদ্বারা সংযোগের হেতু হইয়া থাকে। এই বিষয়ে মোক্ষধর্ম্মেও উক্ত আছে, যথা,—ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিত্তকলত্রাদিবিষয়-তৃষ্ণাবিহীন পুরুষের নিকটে গমন করিতে পারে না এবং পুরুষ ইন্দ্রিয়বিহীন হইলে আর দেহ গ্রহণ করে না; অতএব জানা যায় যে, তৃষ্ণাত্মক রাগরূপ বীজ হইতেই জন্তুগণের জন্ম হইয়া থাকে। এই রাগও অবিবেকের কার্য্য, ইহাই যোগসূত্রে প্রতীত হইয়াছে। "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ" এবং "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগা" এই পাতঞ্জলোক্ত সূত্রদ্বয়ে বিষয়ানুরাগ অবিবেকের কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে, অবিদ্যাদি পঞ্চই ক্লেশ; সুতরাং অবিবেকই বন্ধ-

নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ ॥ ৫৬ ॥

পুণ্যমিতি শ্রুতিঃ। তদ্বশাদেব সর্ব্বেষাং সর্ব্বদেহসমুদ্ভবঃ ॥" ইতি। এতদেব ন্যায়ে সূত্রিতম্। দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ ইতি তদেবং সংযোগাখ্যজন্মদ্বারা বন্ধাখ্যহেয়স্য মূলকারণমবিবেক ইতি হেয়হেতুঃ প্রতিপাদিতঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতঃ পরং ক্রমপ্রাপ্তং হানোপায়ব্যূহমতিবিস্তরেণাশাস্ত্রসমাপ্তি প্রতিপাদয়তি। অন্তরান্তরা চোক্তব্যূহানপি বিস্তারয়িষ্যতি। শুক্তিরজতাদিস্থলে লোকসিদ্ধং যন্নিয়তকারণং বিবেকসাক্ষাৎকারস্তস্মাৎ তস্যাবিবেকস্যোচ্ছিত্তির্ভবতি ধ্বান্তবৎ। যথা ধ্বান্তমালোকাদেব নিয়তকারণান্নশ্যতি নোপায়ান্তরেণ তথৈবাবিবেকোঽপি বিবেকাদেব নশ্যতি ন তু কর্ম্মাদিভ্যঃ সাক্ষাদিত্যর্থঃ। তদেতদুক্তং যোগসূত্রেণ বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায় ইতি

জননের দ্বারস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। ঈশ্বরগীতায় লিখিত আ[ছে] যে, অনাত্মাতে যে আত্মবিজ্ঞান, তাহাই দুঃখ এবং তদ্ভিন্নই সুখ, আর রা[গ] দ্বেষাদিদোষ সকলই ভ্রান্তির কার্য্য। আর পুণ্যাপুণ্যাত্মক কার্য্যই দো[ষ] সেই দোষবশতই পুরুষের দেহসম্বন্ধ হইয়া থাকে। ন্যায়সূত্রেও উক্ত [হ]য়ে, দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞান এই সকলের বিনাশ হই[লে] মোক্ষ হয়। উক্তপ্রকারে সংযোগাখ্য জন্মদ্বারা যে পুরুষের বন্ধাখ্য[হেয়] হয়, অবিবেক সেই দুঃখের মূলকারণ; এইরূপে হেয়হেতু, অর্থাৎ দুঃ[খের] কারণ প্রতিপাদিত হইল ॥ ৫৫ ॥

ইতিপূর্ব্বে হেয়হেতু, অর্থাৎ দুঃখের কারণ উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ শাস্ত্রসমাপ্তি পর্য্যন্ত হানোপায়, অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির কারণ সবিস্তর প্রতিপাদন করিতেছেন। ইহার মধ্যে মধ্যে উক্ত হেয়হেতুও কথিত হইবে।— অন্ধকারের ন্যায় নিয়ত কারণ হইতেই দুঃখের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। শুক্তিতে রজতভ্রম হইলে লোকপ্রসিদ্ধ বিবেক সাক্ষাৎকারই সেই ভ্রম নিবৃত্তির নিয়ত কারণ, এই কারণ হইতেই শুক্তিরজতস্থলে ভ্রমের উচ্ছেদ হয়। যেমন অন্ধকারবিনাশে একমাত্র আলোকই নিয়তকারণ, সেই আলোক-

কর্ম্মাদীনি তু জ্ঞানস্যৈব সাধনানি যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেরিতি যোগসূত্রেণ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান এব যোগাঙ্গান্তর্গতসর্ব্বকর্ম্মণাং সাধনত্বাবধারণাদিতি। প্রাচীনাস্তু বেদান্তিনো মোক্ষেঽপি কর্ম্মণো জ্ঞানাঙ্গত্বমাহুঃ। বিদ্যাং অবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহাবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুত ইতি শ্রুতৌ সহকারিত্বেন চেতি বেদান্তসূত্রে চাঙ্গাঙ্গিভাবেন জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সহকারিত্বাবধারণাৎ। "জ্ঞানিনাজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণম্। তাবদ্বর্ণাশ্রমপ্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্মমুক্তয়ে॥" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। উপমর্দ্দং চেতি বেদান্তসূত্রেণ তু কর্ম্মত্যাগো যোগারূঢ়স্য ন্যায়প্রাপ্তোঽনূদ্যত এব জ্ঞানস্য মুখ্যতো মোক্ষহেতুত্বং ব্যবস্থাপয়িতুম্। যদি হি বিক্ষেপকত্বাৎ কর্ম্ম জ্ঞানাভ্যাসস্য বিরোধি ভবেৎ তদা গুণলোপে ন গুণিন

দ্বারাই অন্ধকারের বিনাশ হইয়া থাকে, কদাচ আলোকব্যতিরেকে অন্ধকারের বিনাশ হইতে পারে না। সেইরূপ বিবেকই অবিবেকবিনাশের নিয়তকারণ, ঐ নিয়তকারণরূপ বিবেক হইতেই অবিবেকের নাশ হয়, সাক্ষাৎ প্রশ্নাদি হইতে অবিবেকের নাশ হয় না। এইটী পাতঞ্জলযোগসূত্রেও উক্ত রাহিয়াছে যে, স্থিরবিবেকই দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়। কর্ম্মাদিজ্ঞানের এই ...ন সাধন, "যোগাঙ্গীভূত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা পাপাদি অশুদ্ধির পরিক্ষয় হইলে কার...নের উদ্দীপ্তি হইয়া বিবেক জন্মে" এই যোগসূত্রার্থে প্রতীয়মান হইতেছে অবি...চিত্তশুদ্ধিদ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যোগাঙ্গের অন্তর্গত কর্ম্মই ...। প্রাচীন বেদান্তিকেরা বলেন, মোক্ষবিষয়ে কর্ম্ম জ্ঞানের অঙ্গবিশেষ, ইহা "যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়কে জানেন, তিনি অবিদ্যার সহিত মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতভোগ করেন।" এই শ্রুতিপ্রমাণ এবং "সহকারিত্বেন চেতি" এই বেদান্তসূত্রে অবধারিত হইয়াছে। আর স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, "জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলেই দেহধারণ পর্য্যন্ত মুক্তিলাভের নিমিত্ত স্বস্ব বর্ণাশ্রমবিহিত কার্য্য করিবে" পরন্তু "উপমর্দ্দং চেতি" এই বেদান্তসূত্রদ্বারা যে, যোগী ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ উক্ত আছে, তাহা ন্যায়প্রাপ্ত অনুবাদমাত্র ; যোগিগণের স্বভাবতই কর্ম্মত্যাগ হইয়া থাকে, জ্ঞানের প্রকৃত মোক্ষসাধনতা স্থাপনার্থ উক্ত সূত্রদ্বারা তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। আর

ইতি ন্যায়েন প্রধানরক্ষার্থমঙ্গভূতং কর্ম্মৈব ত্যাজ্যং জড়ভরতাদিবদিত্যাশয়াদিতি। তেষাং মতেঽপি বিবেকদ্বারতাং বিনা বিবেকনাশকত্বং কর্ম্মণো নৈব সিদ্ধ্যতীতি ন তদ্বিরোধঃ। অত্র সূত্রে ধ্বান্তস্যালোকনাশ্যত্ববচনাৎ তমোঽপি দ্রব্যমেব। ন ত্বালোকাভাবঃ। অসতি বাধকে নীলং তম ইত্যাদিপ্রত্যয়ানাং ভ্রমত্বানৌচিত্যাৎ। ন চ কৢপ্তেনৈবোপপত্তাবতিরিক্তকল্পনাগৌরবমেব বাধকমিতি বাচ্যম্। এবং চ সতি বিজ্ঞানমাত্রেণৈব স্বপ্নবৎ সর্ব্বব্যবহারোপপত্তাবতিরিক্তকল্পনাগৌরবেণ বাহ্যার্থপ্রতীতেরপি বাধাপত্তেঃ। তস্মাদত্র প্রামাণিকত্বাদ্গৌরবং ন দোষায়েতি। নন্বু বিবেকজ্ঞানং

যদি বল, কর্ম্মের চিত্তবিক্ষেপকতাশক্তি আছে; সুতরাং কর্ম্ম জ্ঞানের বিরোধী হইতেছে। তথাপি "গুণবিনাশে গুণীর বিনাশ হয় না" এই নিয়মদ্বারা জানা যায় যে, প্রধান রক্ষার্থ অঙ্গভূত কর্ম্মই পরিত্যাগ করিতে হইবে। জড়ভরতাদি ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। তাহাদিগের মতেও বিবেকদ্বারা ভিন্ন কর্ম্মের সাক্ষাৎ অবিবেকনাশকতাসিদ্ধি হইতেছে না; সুতরাং কর্ম্মকে জ্ঞানবিরোধী বলা যায় না। এই সূত্রে যে, অন্ধকারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে সেই অন্ধকারের আলোকনাশ্যত্বপ্রযুক্ত জানা যায় যে, অন্ধকার দ্রব্যপদার্থ, উহা আলোকাভাব নহে। যদি উহা আলোকাভাবই হইত, তাহাহইলে আলোকনাশ্য বলিয়া যে উক্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ "অন্ধকার নীলবর্ণ" এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, কোন বাধকাভাবহেতু উক্ত প্রতীতিকে ভ্রমাত্মকও বলা যায় না; আর অন্ধকার দ্রব্য পদার্থ না হইলে "অন্ধকার নীলবর্ণ" এইরূপ প্রতীতিও অসম্ভব। কৢপ্তপদার্থদ্বারা উপপত্তিসত্ত্বে অতিরিক্ত কল্পনা গৌরব। যদি বলি এইস্থলে উক্ত গৌরবই বাধক আছে, অর্থাৎ কৢপ্ত আলোকাভাবদ্বারা অন্ধকারের উপপত্তি আছে; সুতরাং নবদ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থস্বীকার করাই গৌরব, এই গৌরবই "অন্ধকার নীল" এই প্রতীতির বাধক। ইহাও বলা যায় না, তাহাহইলে কেবল বিজ্ঞানদ্বারাই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার বাহ্যব্যবহারের উপপত্তি আছে, তবে যে অতিরিক্ত পদার্থকল্পনা, তাহাই গৌরবপ্রযুক্ত বাহ্যার্থ প্রতীতির বাধাপত্তি হয়। অতএব প্রমাণসিদ্ধ বিষয়ে

প্রধানাবিবেকাদন্যাবিবেকস্য তদ্ধানে হানং ॥ ৫৭ ॥

বিনাপ্যবিবেকাখ্যজ্ঞানব্যক্তীনাং স্বস্বতৃতীয়ক্ষণেঽবশ্যং বিনাশাজ্জ্ঞানস্য তন্নাশকত্বং কিমর্থমিষ্যত ইতি চেৎ। অবিবেকশব্দেন তদ্বাসনায়া এব পূর্ব্বসূত্রে ব্যাখ্যাতত্বাৎ। অনাগতাবস্থাবিবেকস্যাস্মন্মতে নাশসম্ভবা-চ্চেতি ॥ ৫৬ ॥

নমু প্রকৃতিপুরুষাবিবেক এব চেৎসং সংযোগদ্বারা বন্ধহেতুস্তয়োর্ব্বিবেক এব চ মোক্ষহেতুস্তর্হি দেহাদ্যভিমানসত্ত্বেঽপি মোক্ষঃ স্যাৎ। তচ্চ শ্রুতি-স্মৃতিন্যায়বিরুদ্ধমিতি তত্রাহ। পুরুষে প্রধানাবিবেকাৎ কারণাদন্যোঽন্যা-বিবেকো বুদ্ধ্যাদ্যবিবেকো জায়তে কার্য্যাবিবকস্য কার্য্যতয়ানাদিকারণাবি-

গৌরব দোষজনক হয় না। আর যদি বল, অবিবেক আপন আপন তৃতীয়-ক্ষণে স্বয়ংই বিনাশ পায়; সুতরাং সেই তৃতীয়ক্ষণবিনাশী অবিবেকের নাশের নিমিত্ত বিবেকজ্ঞান ইচ্ছা করি কেন? এই আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ অবিবেকশব্দে অবিবেকাখ্য বাসনাই পূর্ব্বসূত্রে ব্যাখ্যাত হই-য়াছে; পরন্তু অবিবেকই প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হইয়া দ্বিতীয়ক্ষণে অবস্থিতিপূর্ব্বক তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয়, কিন্তু অবিবেকাখ্য বাসনা ঐরূপ তৃতীয়ক্ষণবিনাশী নহে। আমাদিগের মতে অনাগতাবস্থা অবিবেকই তৃতীয়ক্ষণে বিনাশ পায় ॥ ৫৬ ॥

উক্তরূপে প্রকৃতিপুরুষের অবিবেকই সংযোগদ্বারা বন্ধহেতু এবং সেই প্রকৃতিপুরুষের বিবেকই মোক্ষের কারণ; তবে দেহাদির অভিমানসত্ত্বেও মুক্তি হইতে পারে, ইহা শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ, এই সূত্রে ইহাই প্রতিপন্ন হই-তেছে।—দেহাদির অভিমান থাকিতে মোক্ষ হইতে পারে না; কারণ পুরু-ষেতে প্রকৃতির অবিবেকরূপ কারণবশতই বুদ্ধিপ্রভৃতির অবিবেক জন্মে, আর কার্য্যের অবিবেকও কার্য্য; সুতরাং তাহাও অনাদিকারণ অবিবেক-মূলক। অতএব প্রকৃতির অবিবেকহানি হইলে অবশ্যই তাহারও হানি হইবে। যেমন শরীর হইতে আত্মার পার্থক্যজ্ঞান হইলেই শরীরকার্য্য রূপা-দির অবিবেক সম্ভবে না, সেইরূপ কূটস্থত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা প্রকৃতি হইতে পুরুষের

বেকমূলকত্বাৎ তস্ত প্রধানাবিবেকহানে সম্ভাবশ্চং হানিমিত্যর্থঃ। যথা শরীরাদাত্মনি বিবিক্তে শরীরকার্য্যেষু রূপাদিম্ববিবেকো ন সম্ভবতি তথা কূটস্থত্বাদিধর্শ্মৈঃ প্রধানাৎ পুরুষে বিবিক্তে তৎকার্য্যেষু পরিণামাদিধর্ম্মকেষু বুদ্ধ্যাদিষভিমানো নোৎপত্তুমুৎসহতে তুল্যন্যায়াৎ কারণনাশাচ্চেতি ভাবঃ। তদেতৎ স্মর্য্যতে। "চিত্রাধারপটত্যাগে ত্যক্তং তস্ত হি চিত্রকম্। প্রকৃতের্ব্বিরমে চেত্থং ধ্যায়িনাং কে স্মরাদয়ঃ॥" ইতি বিরমো বিরামস্ত্যাগঃ। আদিশব্দেন দ্রব্যরূপা অপি বিকারা গ্রাহ্যা ইতি। যচ্চ বুদ্ধিপুরুষবিবেকাদেব মোক্ষ ইত্যপি কচিদুচ্যতে। তত্র স্থূলসূক্ষ্মবুদ্ধিগ্রহণাৎ প্রকৃতেরপি গ্রহণম্। অন্যথা বুদ্ধিবিবেকেঽপি প্রকৃত্যভিমানসম্ভবাদিতি। নমু বুদ্ধ্যাদ্যভিমানাতিরিক্তে প্রকৃত্যভিমানে কিং প্রমাণমহমজ্ঞ ইত্যাদ্যখিলাভি-

---

পার্থক্যজ্ঞান হইলে তাহার কার্য্যস্বরূপ পরিণামাদি ধর্ম্মাক্রান্ত বুদ্ধ্যাদির অভিমান উৎপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু শ্রুতিতে কারণনাশে কার্য্যনাশ উক্ত আছে, অর্থাৎ যখন সম্যক্‌রূপ বিবেকের উৎপত্তি হয়, তখন দেহাদির অভিমানই থাকিতে পারে না; সুতরাং বিবেকাবস্থায় দেহাদির অভিমানসত্ত্বে মোক্ষাপত্তির আশঙ্কাও অসম্ভব হইল। বৃদ্ধেরা স্মরণ করিয়া থাকেন যে, চিত্রাধার পটের নাশ হইলে সেই চিত্রেরও বিনাশ হয়। এইরূপে প্রকৃতির বিরাম হইলে সেই পুরুষের কামাদিবিকার থাকিতে পারে না। কোন কোন স্থলে যে "বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেক হইলেই মোক্ষ হয়" এইরূপ উক্ত আছে, সেইস্থলে স্থূল ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিগ্রহণহেতু প্রকৃতির গ্রহণ করিতে হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্মবুদ্ধিই প্রকৃতি; সুতরাং "প্রকৃতির বিবেকে মোক্ষ" ইহাই প্রতিপন্ন হইল, অন্যথা কেবল বুদ্ধিবিবেকে মোক্ষাস্বীকার করিলে বুদ্ধিবিবেক হইলেও প্রকৃতির অভিমান হইতে পারে; সুতরাং মোক্ষাবস্থায় প্রকৃত্যভিমান থাকিয়া গেল। আর যদি বল, বুদ্ধ্যাদির অভিমানকেই প্রকৃত্যভিমান বলি, অতিরিক্ত প্রকৃত্যভিমানে প্রমাণ কি? "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদি সকল অভিমানেরই বুদ্ধ্যাদ্যভিমানদ্বারা উপপত্তি আছে, ইহাও বলিতে পার না, আমার বারম্বার মরণের পরেও যদি সৃষ্টি হয়, তাহাহইলেও "যেন আমি স্বর্গী হইয়া থাকি, কদাচ নারকী হইতে ইচ্ছা করি না।" প্রবৃত্ত্য-

নানাং বুদ্ধ্যাদিবিষয়ত্বেনৈবোপপত্তেরিতি চেন্ন। "মৃত্বা মৃত্বা পুনঃ সৃষ্টৌ স্বর্গী স্যাং মা চ নারকী।" ইত্যাদ্যভিমানানাং প্রধানবিষয়ত্বং বিনানুপপত্তেঃ। অতীতানাং বুদ্ধ্যাদ্যখিলকার্য্যাণাং পুনঃ সৃষ্ট্যভাবাৎ প্রধানস্য স্থিদমেব প্রলয়ানন্তরং জন্ম যদ্বুদ্ধ্যাদিরূপৈকপরিণামত্যাগেনাপরবুদ্ধ্যাদিরূপতয়া পরিণমনমিতি। ন চাত্মনি জন্মাদিজ্ঞানমভিমান এব ন ভবতি পুরুষস্যাপি লিঙ্গশরীরসংযোগবিয়োগরূপয়োর্জ্জন্মমরণয়োঃ পারমার্থিকত্বাদিতি বাচ্যম্। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ। নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ॥" ইত্যাদিবাক্যৈর্জ্জন্মাদিপ্রতিষেধেনোৎপত্তিবিনাশাভিমানরূপস্যাত্মনি জন্মাদিজ্ঞানস্য সিদ্ধেরপ্রসক্তস্য প্রতিষেধাযোগাৎ। কিঞ্চ বুদ্ধ্যাদিষু পুরুষাণামভিমানোঽনাদির্ব্বক্তুং ন শক্যতে বুদ্ধ্যাদীনাং কার্য্যত্বাৎ। অতঃ কার্য্যেষভি-

---

ভিমানব্যতীত ঐ সকল অভিমানের উপপত্তি হয় না; যেহেতু বুদ্ধ্যাদির কার্য্যসকল অতীত হইলে পুনর্ব্বার তাহার সৃষ্টি অসম্ভব। প্রকৃতির ইহাই বিশেষ যে, প্রলয়ের পরেও জন্ম হইতে পারে। যেহেতু বুদ্ধ্যাদিরূপ একরূপ পরিণাম পরিত্যাগ করিয়া অপর বুদ্ধ্যাদিরূপে যে অবস্থিতি, তাহাই পরিণাম; সুতরাং বুদ্ধ্যাদ্যভিমানাতিরিক্ত প্রকৃত্যভিমান স্বীকার করিতে হয়। আর যদি বল, আত্মাতে যে জন্মাদিজ্ঞান, উহা অভিমান নহে; কেবল পুরুষের লিঙ্গশরীরের সংযোগবিয়োগমাত্র, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের সহিত পুরুষের সংযোগই জন্ম, আর ঐ শরীর হইতে যে পুরুষের বিয়োগ হয়, তাহাই মরণ। তবে আর পুরুষের জন্মাদিজ্ঞানকে অভিমান বলি কেন? ইহাও বক্তব্য নহে। কারণ "আত্মা কখন জন্মে না, মরে না এবং জন্মগ্রহণ করে নাই, আর করিবেও না" ইত্যাদিবাক্যে পুরুষের জন্মাদি প্রতিষেধদ্বারা উৎপত্তিবিনাশাভিমানরূপ পুরুষের জন্মাদিজ্ঞানের সিদ্ধি থাকিতে পুনর্ব্বার জন্মাদিপ্রতিষেধ নিষ্প্রয়োজন হয়। আর বুদ্ধিপ্রভৃতিতে যে পুরুষের অভিমান, তাহাকে অনাদিও বলা যায় না; যেহেতু বুদ্ধিপ্রভৃতি কার্য্য। যে সকল পদার্থ কার্য্যরূপে অনুমিত হয়, তাহাকে অনাদি বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে; অতএব কার্য্যেতে অভিমানের ব্যবস্থার নিমিত্ত প্রমাণানুসন্ধান করিতে গেলে কারণাভিমানই সেই কার্য্যাভিমানের প্রমাণরূপে

বাঙ্মাত্রং ন তু তত্ত্বং চিত্তস্থিতেঃ ॥ ৫৮ ॥

মানব্যবস্থার্থং নিয়ামকাকাঙ্ক্ষায়াং কারণাভিমান এব নিয়ামকতয়া সিধ্যতি লোকে দৃষ্টত্বাৎ কল্পনায়াশ্চ দৃষ্টানুসারিত্বাৎ। যথা লোকে দৃষ্টঃ ক্ষেত্রাভিমানাৎ ক্ষেত্রজন্যধান্যাদিষভিমানঃ। সুবর্ণাভিমানাচ্চ তজ্জন্যকটকাদিষভিমানঃ। তয়োর্নিবৃত্ত্যা চ তয়োর্নিবৃত্তিরিতি প্রধানাভিমানতদ্বাসনয়োশ্চ বীজাঙ্কুরবদনাদিত্বান্ন তদভিমানে নিয়ামকান্তরাপেক্ষেতি ॥ ৫৭ ॥

এবং প্রতিপাদিতে চতুর্ব্যূহে পুনরিয়মাশঙ্কা। নন্বু পুরুষে চেদ্বন্ধমোক্ষৌ বিবেকাবিবেকৌ স্বীকৃতৌ তর্হি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বেতি স্বোক্তিবিরোধঃ। তথা চ—"ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥" "ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেতি তাং পরিহরতি।"

প্রতীয়মান হয়। লোকে ইহাই দৃষ্ট হইতেছে এবং লৌকিক দৃষ্ট নিয়মানুসারেই কল্পনা হইয়া থাকে। যেমন লৌকিকব্যবহারে ক্ষেত্রাভিমানজন্য শস্যাভিমান হয় এবং সুবর্ণাভিমানহেতু কুণ্ডলাদির অভিমান হইয়া থাকে, অর্থাৎ "এই ক্ষেত্র আমার" এইরূপ জ্ঞান হইলেই "এই শস্যও আমার" এইরূপ জ্ঞান হয় এবং "এই সুবর্ণ আমার" এইরূপ জ্ঞানই "এই কুণ্ডল আমার" এইরূপ জ্ঞানের কারণ হয় এবং উক্ত ক্ষেত্র ও সুবর্ণাদির অভিমান নিবৃত্ত হইলেই শস্য ও কুণ্ডলাদির অভিমান নিবৃত্ত হয়। অতএব প্রধানের অভিমান ও তাহার বাসনা এই উভয়ই বীজাঙ্কুরাদির সম্বন্ধের ন্যায় অনাদি, সুতরাং তাহার অভিমানবিষয়ে প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই ॥৫৭॥

উক্তরূপে চতুর্ব্যূহ প্রতিপাদিত হইলে পুনর্ব্বার এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, পুরুষের বন্ধমোক্ষ ও বিবেক অবিবেক স্বীকার করিলে স্বীয় বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হইল; স্বয়ংই আত্মাকে নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এক্ষণ যদি পুনর্ব্বার সেই আত্মার বন্ধমোক্ষ ও বিবেকাবিবেক স্বীকার করিলে, তাহাহইলে সেই আত্মার নিত্যশুদ্ধত্বাদি কোথায় রহিল? এবং "সেই পুরুষের নিরোধ বা উৎপত্তি নাই, তিনি বদ্ধ, সাধক, মুমুক্ষু অথবা মুক্ত নহেন, ইহাই পরমার্থতা" এইরূপ

বন্ধাদীনাং সর্ব্বেষাং চিত্ত এবাবস্থানাৎ তৎ পুরুষে বাঙ্মাত্রং সর্ব্বং স্ফটিকলৌহিত্যবৎ প্রতিবিম্বমাত্রত্বান্ন তু তত্ত্বং তস্য ভাবঃ। অনারোপিতং জপালৌহিত্যবদিত্যর্থঃ। অতো নোক্তবিরোধ ইতি ভাবঃ। স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীবেত্যাদিশ্রুতয়স্তত্র প্রমাণম্। পুরুষঃ সমানো লোকয়োরেকরূপঃ। ইবশব্দাভ্যাং নানারূপত্বস্যৌপাধিকত্বমুক্তম্। তথা চোক্তম্—"বন্ধমোক্ষৌ সুখং দুঃখং মোহাপত্তিশ্চ মায়য়া। স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী॥" ইতি। মায়য়া মায়াখ্যপ্রকৃত্যৌপাধিকীত্যর্থঃ। নন্বেবং তুচ্ছস্য বন্ধস্য হানং কথং পুরুষার্থঃ কথং বান্যধর্ম্মাভ্যামবিবেকবিবেকাভ্যামন্যস্য বন্ধমোক্ষস্বীকারে কর্ম্মাদিভিরিব নাব্যবস্থেতি চেদত্রোক্তপ্রায়মপি পুনঃ প্রপঞ্চ্যতে। যদ্যপি দুঃখযোগরূপো বন্ধো বৃত্তিরূপৌ চ বিবেকাবিবেকৌ চিত্তস্যৈব তথাপি পুরুষে দুঃখপ্রতিবিম্ব এব ভোগ

শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ দেখিতেছি। এইক্ষণ উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন।—পুরুষের যে বন্ধমোক্ষাদি, ইহা কেবল বাক্যমাত্রেই প্রসিদ্ধ আছে। যেমন স্ফটিকের লৌহিত্য প্রতিবিম্বমাত্র, উহা তাহার প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। সেইরূপ আত্মার বন্ধমোক্ষও প্রতিবিম্বমাত্র। যেমন জবাপুষ্পাদির লৌহিত্য স্বাভাবিক, আত্মার বন্ধমোক্ষ সেইরূপ স্বাভাবিক নহে। অতএব আর তোমার কথিত বিরোধ থাকিল না। "সেই পুরুষ সমানরূপে উভয়লোকে সঞ্চরণ করেন, ধ্যান করেন, বাসনা করেন" ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণস্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। পুরুষ উভয়লোকেতেই একরূপে অবস্থিতি করেন; সুতরাং তাঁহার নানারূপত্ব ঔপাধিকমাত্র। আরও কথিত আছে যে, মায়াময়ী প্রকৃতিদ্বারাই পুরুষের বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ ও মোহের আপত্তি হয়, আর এই সংসার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অলীক, উহা পরমার্থভূত নহে। এই সকল প্রমাণেও পুরুষের বন্ধমোক্ষস্বভাব জানা যাইতেছে। যদি পুরুষেরই বন্ধ না হইল, তবে সেই তুচ্ছ বন্ধের হানিকে পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করি কেন? আর একের বিবেকাবিবেকরূপ ধর্ম্মদ্বারা অপরের মোক্ষবন্ধ স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মাদির ন্যায় অব্যবস্থা হয়। এই সকল বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পুনর্ব্বার তাহারই বিস্তার করিতেছেন।—

যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে ॥ ৫৯ ॥

ইত্যবস্তুত্বেঽপি তদ্ধানং পুরুষার্থঃ। দুঃখং মা ভুঞ্জীয়েতি প্রার্থনাৎ। এবং যস্মৈ পুরুষায় প্রকৃতিরবিবেকেনাত্মানং দর্শিতবতী তদ্বাসনাবশাৎ তমেব সংযোগদ্বারা বধ্নাতি নান্যম্। তথা যস্মৈ বিবেকেনাত্মানং দর্শিতবতী তমেব স্ববিয়োগদ্বারা মোচয়তি। বাসনোচ্ছেদাদিতি ব্যবস্থাপি ঘটত ইতি কর্ম্মাদিভির্ব্বন্ধাভ্যুপগমেত্বেবং ব্যবস্থা ন ঘটতে। কর্ম্মাদীনাং সাক্ষিভাস্যত্বাভাবেন সাক্ষাৎ পুরুষেষ্বপ্রতিবিম্বনাদিতি ॥ ৫৮ ॥

নমু বন্ধাদিকং চেৎ পুরুষে বাঙ্মাত্রং তর্হি শ্রবণেন যুক্ত্যা বা তস্য বাধো ভবতু কিমর্থং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ সাক্ষাৎকারপর্য্যন্তং বিবেকজ্ঞানমুপদিশ্যতে মোক্ষ-

---

যদিও বন্ধ দুঃখযোগরূপ এবং বিবেকাবিবেক বৃত্তিস্বরূপ হউক এবং উহারা চিত্তেরই ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হউক, তথাপি পুরুষে দুঃখপ্রতিবিম্বই দুঃখভোগ; সুতরাং বন্ধ পুরুষের ধর্ম্ম না হইলেও সেই বন্ধহানিই পুরুষার্থ বলিয়া জানা যাইতেছে। যেহেতু দুঃখভোগ না হউক, এইরূপ প্রার্থনা সকল পুরুষেরই হয় এবং প্রকৃতি অবিবেকবশতঃ যে পুরুষকে আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করে, সেই পুরুষকেই স্বীয় বাসনাবশতঃ সংযোগদ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখে, অন্যকে বদ্ধ করিতে পারে না। আর যে পুরুষকে প্রকৃতি বিবেকদ্বারা স্বরূপপ্রদর্শন করে, সেই পুরুষ সেই প্রকৃতির বিয়োগদ্বারা মুক্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রকৃতির স্বরূপ সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন, তাঁহারাই সেই প্রকৃতির বাসনায় বদ্ধ হইয়া থাকেন। আর যাঁহারা প্রকৃতির স্বরূপ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সেই প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত হইয়া মুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই "বাসনার উচ্ছেদে মুক্তি 'হয়" এইরূপ ব্যবস্থাও সঙ্গত হইতে পারে। কর্ম্মাদিদ্বারা বন্ধমোক্ষ স্বীকার করিলে উক্তরূপ ব্যবস্থার সামঞ্জস্য থাকে না। যেহেতু কর্ম্মাদি সাক্ষীভাস্য নহে; সুতরাং পুরুষে তাহার সাক্ষাৎ প্রতিবিম্বের সম্ভব নাই ॥ ৫৮ ॥

পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পুরুষের বন্ধাদি বাঙ্মাত্র, উহা বাস্তবিক পুরুষের ধর্ম্ম নহে, এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি উহা কেবল কথামাত্রই হয়,

হেতুতয়েতি। তত্রাহ—যুক্তির্মননম্। অপিশব্দঃ শ্রবণসমুচ্চয়ার্থঃ। বাঙ্মাত্রমপি পুরুষস্য বন্ধাদিকং শ্রবণমননমাত্রেণ ন বাধ্যতে সাক্ষাৎকারং বিনা যথা দিঙ্মূঢ়স্য জনস্য বাঙ্মাত্রমপি দিগ্বৈপরীত্যং শ্রবণযুক্তিভ্যাং ন বাধ্যতে সাক্ষাৎকারং বিনেত্যর্থঃ। প্রকৃতে চেদমেব বাধ্যত্বং যৎ পুরুষে বন্ধাদিবুদ্ধিনিবৃত্তির্ন ত্বভাবসাক্ষাৎকারঃ শ্রবণাদিনা তদুৎপত্তিসম্ভাবনায়া অপ্যভাবাদিতি। অথবেত্থং ব্যাখ্যেয়ম্। ননু নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তিরিত্যনেন বিবেকজ্ঞানমবিবেকোচ্ছেদকমুক্তম্। তজ্জ্ঞানং কিং শ্রবণাদিসাধারণমুতাস্তি কশ্চিদ্বিশেষ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। যুক্তিতোঽপীত্যাদিসূত্রম্। অবিবেকো যুক্তিতঃ শ্রবণতশ্চ ন বাধ্যতে নোচ্ছিদ্যতে বিবেকাপরোক্ষং বিনা দিঙ্মোহবদিত্যর্থঃ। সাক্ষাৎকারভ্রমে সাক্ষাৎকারবিশেষদর্শনস্যৈব বিরোধিত্বাদিতি ॥ ৫৯ ॥

তাহাহইলে শ্রবণ ও যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা তাহার বাধ হউক, তবে আর শ্রুতিস্মৃতিতে আত্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত বিবেকজ্ঞানের মোক্ষহেতুতা উপদেশ করিলেন কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পুরুষের বন্ধাদি বাঙ্মাত্র হইলেও আত্মসাক্ষাৎকারব্যতিরেকে শ্রবণমননাদিদ্বারা তাহার বোধ হয় না। যেমন কোন ব্যক্তির দিগ্‌ভ্রম হইলে সেই ব্যক্তি নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া এবং শত শতবার শ্রবণ করিয়াও দিক্ নিশ্চয় করিতে পারে না, সেইরূপ বিবেকব্যতিরেকে অন্য কোনরূপেও পুরুষের বন্ধবাধ হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পুরুষে বন্ধাদির নিবৃত্তিই বাধ, বন্ধাভাব নহে। শ্রবণাদিদ্বারা কথমও সেই বন্ধনিবৃত্তি হয় না। পক্ষান্তরে বলিতেছেন, "নিয়ত কারণেই তাহার উচ্ছেদ হয়" এই সূত্রে বিবেকজ্ঞানই অবিবেকের উচ্ছেদহেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই বিবেকজ্ঞান কি কেবল শ্রবণসাধারণ, অথবা কোনরূপ বিশেষভাবাপন্ন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—অবিবেক কেবল যুক্তি ও শ্রবণদ্বারা বাধিত হয় না। বিবেকের অপরোক্ষজ্ঞান না হইলে দিগ্‌ভ্রমের ন্যায় তাহার উচ্ছেদ অসম্ভব। সাক্ষাৎকারভ্রম হইলে সাক্ষাৎকাররূপে বিশেষ দর্শন না হইলে সেই ভ্রমের বাধ হয় না; অতএব বিবেকসাক্ষাৎ না হইলে কেবল শ্রবণ-মননাদিদ্বারা অবিবেকনাশ হইতে পারে না ॥ ৫৯ ॥

অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধো ধূমাদিভিরিব বহ্নেঃ ॥ ৬০ ॥

তদেবং বিবেকসাক্ষাৎকারান্মোক্ষং প্রতিপাদ্যেতঃ পরং বিবেকঃ প্রতিপাদনীয়ঃ। তত্রাদৌ প্রকৃতিপুরুষাদীনাং বিবেকতঃ সিদ্ধৌ প্রমাণান্যুপন্যস্যন্তে। অচাক্ষুষাণামপ্রত্যক্ষাণাম্। কেচিৎ তাবৎ পদার্থাঃ স্থূলভূততৎকার্য্যদেহাদয়ঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধা এব। প্রত্যক্ষেণাসিদ্ধানাং প্রকৃতিপুরুষাদীনামনুমানেন প্রমাণেন বোধঃ পুরুষনিষ্ঠফলসিদ্ধির্ভবতি যথা ধূমাদিভির্জ্জনিতেনানুমানেন বহ্নেঃ সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অনুমানাসিদ্ধমপ্যাগমাৎ সিদ্ধ্যতীত্যপি বোধ্যম্। অস্য শাস্ত্রস্যানুমানপ্রাধান্যাৎ তু কেবলানুমানস্য মুখ্যতয়ৈবোপন্যাসৌ ন ত্বাগমস্যানপেক্ষেতি। তথাচ কারিকা—"সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ। তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্ ॥" ইতি। অনেন চ সূত্রেণেদং মননশাস্ত্রমিত্যবগম্যতে ॥ ৬০ ॥

ইতিপূর্ব্বে বিবেকসাক্ষাৎকারের মোক্ষহেতুতা প্রতিপাদন করিয়া অতঃপর সেই বিবেকপ্রতিপাদন করিতে হইবে। প্রথমতঃ বিবেকহেতু প্রকৃতি-পুরুষাদির সিদ্ধিবিষয়ে প্রমাণপ্রদর্শন করিতেছেন।—স্থূলভূত ও তাহার কার্য্য দেহাদি, কতিপয় পদার্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রকৃতিপুরুষাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ নহে, কেবল অনুমানাত্মক প্রমাণদ্বারাই তাহাদিগের বোধ হয়। যেমন পর্ব্বতাদিতে বহ্নির প্রত্যক্ষ না হইলেও ধূমাদিদর্শনদ্বারা সেই বহ্নির অনুমান করিতে হয়, সেইরূপ অনুমানপ্রমাণবশেই প্রকৃতিপুরুষাদির সিদ্ধি হইয়া থাকে, আর যে সকল পদার্থ অনুমানসিদ্ধ নহে, তাহারাও আগমবলে সিদ্ধ হয়, এই শাস্ত্র অনুমানপ্রধান; সুতরাং কেবল অনুমানই মুখ্যরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে। অতএব আগমের অপেক্ষা নাই, ইহা বলা যায় না। কারিকাতে উক্ত আছে যে, "যে সকল পদার্থ সামান্যতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না, অনুমানবলেই সেই সকল অতীন্দ্রিয় পদার্থের প্রতীতি হয়; অতএব পরোক্ষ অসিদ্ধ বস্তুও আগমবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে।" এই সূত্রদ্বারা ইহা মননশাস্ত্ররূপে প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ৬০ ॥

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ ॥ ৬১ ॥

উক্তপ্রমাণৈঃ সাধ্যস্ত বিবেকস্ত প্রতিযোগ্যনুযোগিপদার্থানাং সংগ্রহসূত্রং বক্ষ্যমাণানুমানোপযোগিকার্য্যকারণভাবমপি প্রদর্শয়তি। সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি ন বৈশেষিকা গুণাঃ সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ। লঘুত্বচলত্বগুরুত্বাদিধর্ম্মকত্বাচ্চ। তেষ্বত্র শাস্ত্রে শ্রুত্যাদৌ চ গুণশব্দঃ পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষপশুবন্ধকত্রিগুণাত্মকমহদাদিরজ্জুনির্ম্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে। তেষাং সত্ত্বাদিদ্রব্যাণাং যা সাম্যাবস্থাঽন্যূনানতিরিক্তাবস্থা ন্যূনাধিকভাবেনাসংহতাবস্থেতি যাবৎ। অকার্য্যাবস্থেতি নিষ্কর্ষঃ। আকার্য্যবস্থোপলক্ষিতং গুণসামান্যং প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। যথাশ্রুতে বৈষম্যাবস্থায়াং প্রকৃতিনাশপ্রসঙ্গাৎ। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি এষৈব প্রকৃতিঃ সদা। এষৈব সংসৃতির্জ্জন্তোরস্যাঃ পারে পরং

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণসমূহদ্বারা যে বিবেক সাধিত হইয়াছে, এই সূত্রে সেই বিবেকের প্রতিযোগী ও অনুযোগী পদার্থসমূহের সংগ্রহ হইবে এবং বক্ষ্যমাণ অনুমানের উপযোগী কার্য্যকারণভাবও প্রদর্শন করিতেছেন।—সত্ত্বাদি পদার্থ সকলই দ্রব্য, উহারা কোন বিশেষরূপ গুণপদার্থ নহে। কারণ উহাদিগের সংযোগবিভাগাদি এবং লঘুত্ব-চলত্ব-গুরুত্বাদি ধর্ম্ম আছে। গুণপদার্থ হইলে সংযোগবিভাগাদি থাকিত না। সত্ত্বগুণের লঘুত্ব, রজোগুণের চলত্ব এবং তমোগুণের গুরুত্বধর্ম্ম বক্ষ্যমাণ সূত্রে উক্ত আছে। উহারা পুরুষের উপকরণ এবং পুরুষরূপ পশুর বন্ধনকারী ত্রিগুণাত্মক রজ্জুস্বরূপবিধায় দর্শনশাস্ত্র এবং শ্রুতিপ্রভৃতিতে সত্ত্বাদির গুণশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে. এইক্ষণ এই অর্থ হইতেছে যে,সেই সত্ত্বাদি গুণের যে সাম্যাবস্থা, তাহাই প্রকৃতি, অর্থাৎ কোন গুণ অতিরিক্ত কিম্বা কোন গুণ ন্যূন নহে ; এই অবস্থাকেই প্রকৃতি বলা যায়, এই অবস্থাতে গুণসকল কোনরূপ কার্য্যকারী হয় না। যদি গুণত্রয়ের বৈষম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বল, তাহাহইলে প্রকৃতির বিনাশপ্রসঙ্গ হয়। "সত্ত্ব, রজ ও তমঃ ইহারাই প্রকৃতি ;

পদম্ ॥” ইত্যাদিস্মৃতিভিগুর্ণমাত্রস্যৈব প্রকৃতিত্ববচনাচ্চ। সত্ত্বাদীনামনুগমায় সামান্যেতি। পুরুষব্যাবর্ত্তনায় গুণেতি। মহদাদিব্যাবর্ত্তনায় চোপলক্ষিতান্তমিতি। মহদাদয়োঽপি হি কার্য্যসত্ত্বাদিরূপাঃ পুরুষোপকরণতয়া গুণাশ্চ ভবন্তীতি। তদত্র প্রকৃতেঃ স্বরূপমেবোক্তম্। অস্যা বিশেষস্তু পশ্চাদ্বক্ষ্যতে। প্রকৃতেঃ কার্য্যো মহান্ মহত্তত্ত্বম্। মহদাদীনাং স্বরূপং বিশেষশ্চ বক্ষ্যতে। মহতশ্চ কার্য্যোঽহঙ্কারঃ। অহঙ্কারস্তু কার্য্যদ্বয়ং তন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং চ। তত্রোভয়মিন্দ্রিয়ং বাহ্যাভ্যন্তরভেদেনৈকাদশবিধম্। তন্মাত্রাণাং কার্য্যাণি পঞ্চ স্থূলভূতানি। স্থূলশব্দাৎ তন্মাত্রাণাং সূক্ষ্মভূতত্বমভ্যুপগতম্। পুরুষস্তু কার্য্যকারণবিলক্ষণ ইতি। ইত্যেবং পঞ্চ-

---

এই প্রকৃতিই জন্তুর সংসার, এই সংসাররূপা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিলেই জন্তুগণ পরমপদ পাইতে পারে।” এই সকল স্মৃতিবাক্যে গুণমাত্রই প্রকৃতি বলিয়া উক্ত আছে। মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যস্বরূপ হইলেও পুরুষের উপকরণবিধায় গুণ বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে। এইক্ষণ এই পর্য্যন্ত প্রকৃতির স্বরূপ উক্ত হইল, ইহার বিশেষ পরে বর্ণিত হইবে। মহত্তত্ত্ব এই প্রকৃতির কার্য্য, অতঃপর মহত্তত্ত্বাদির স্বরূপ সবিশেষ কথিত হইবে। মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কার, অহঙ্কারের কার্য্য দুইটি; পঞ্চতন্মাত্র এবং উভয়বিধ ইন্দ্রিয়। ঐ উভয়বিধ ইন্দ্রিয় বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে একাদশ প্রকার, (পায়ু, পাদ, উপস্থ, বাক্য ও হস্ত এই পঞ্চ বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষুঃ, শ্রোত্র, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন এই ষড়িন্দ্রিয় আভ্যন্তরিক, ইহারাই জ্ঞানেন্দ্রিয়)। পঞ্চতন্মাত্রের কার্য্য ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ স্থূলভূত। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকেই পঞ্চতন্মাত্র বলা যায়। উক্ত পদার্থসকল আর কার্য্যকারণবিলক্ষণ পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি পদার্থ জগতে আছে, অর্থাৎ প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার, পঞ্চস্থূলভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, ষট্‌জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি পদার্থভিন্ন আর কোন পদার্থই নাই। আর সত্ত্বাদি প্রত্যেকেই অনন্ত, এই নিমিত্তই পঞ্চবিংশতিগণ বলিয়াছেন। এই পঞ্চবিংশতিগণ সমুদায়ই দ্রব্য পদার্থ। কারণ ধর্ম্মী ও ধর্ম্ম ইহাদিগের অভেদকল্পনা আছে, গুণ, কর্ম্ম সামান্যাদি সকলই এই পঞ্চবিংশতিগণের অন্তর্গত। যদি এই পঞ্চ-

বিংশতির্গণঃ পদার্থব্যূহ এতদতিরিক্তঃ পদার্থো নাস্তীত্যর্থঃ। অথবা সত্ত্বাদীনাং প্রত্যেকব্যক্ত্যানন্ত্যং গণশব্দো বক্তি। অয়ং চ পঞ্চবিংশতিকো গণো দ্রব্যরূপ এব। ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদাৎ তু গুণকর্ম্মসামান্যাদীনামত্রৈবান্তর্ভাবঃ। এতদতিরিক্তপদার্থসত্ত্বে হি ততোঽপি পুরুষস্য বিবেক্তব্যতয়া তদসংগ্রহন্যূনতাপদ্যেত। এতেন সাংখ্যানামনিয়তপদার্থাভ্যুপগম ইতি মূঢ়প্রলাপ উপেক্ষণীয়ঃ। দিক্কালৌ চাকাশমেব। দিক্কালাবাকাশাদিভ্য ইত্যাগামিসূত্রাৎ। এত এব পদার্থাঃ পরস্পরপ্রবেশাপ্রবেশাভ্যাং ক্বচিৎ তন্ত্র একমেব ক্বচিৎ তু ষট্ ক্বচিচ্চ ষোড়শ ক্বচিচ্চ সংখ্যান্তরৈরপ্যুপদিশ্যন্তে। বিশেষস্তু সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যমাত্র ইতি মন্তব্যম্। তথা চোক্তং ভাগবতে—"একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ। পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ॥ ইতি

বিংশতিগণের অতিরিক্ত পদার্থ থাকিত, তাহাহইলে সেই সকল পদার্থদ্বারাও পুরুষের বিবেক কর্ত্তব্য হইত; কিন্তু গ্রন্থকার সেই সকল পদার্থ উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং তাহাদিগের অসংগ্রহ নিবন্ধন ন্যূনতারূপ দোষের আপত্তি হইতে পারে। অতএব জানা যাইতেছে যে, সাংখ্যমতে উক্ত পঞ্চবিংশতিগণের অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকৃত নাই। ইহাদ্বারা আরও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাংখ্যেরা অসংখ্যপদার্থবাদী বলিয়া যে মূঢ়প্রলাপ আছে, তাহাও নিরস্ত হইল। দিক্ ও কাল ইহারা আকাশস্বরূপ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। "দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ" এই আগামী সূত্রই ইহার প্রমাণ। এই সকল প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, পদার্থসকল পরস্পর প্রবেশ ও অপ্রবেশদ্বারা কোনমতে এক, কোনমতে ষট্, কোনমতে ষোড়শ, আর কোন কোনমতে অন্যান্যসংখ্যক পদার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে। সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যমাত্রই ইহার বিশেষ, অর্থাৎ কোন্‌টী কাহার সধর্ম্ম এবং কোন্ পদার্থ কাহার বিধর্ম্ম, এইরূপে পদার্থের স্বরূপপরিজ্ঞানই উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে ভাগবতে উক্ত আছে যে, "একেতেই ইতর পদার্থসকলকে প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায়, পূর্ব্বেই হউক, কিম্বা পরেই হউক, একতত্ত্বেই সকল তত্ত্বের প্রবেশ হইয়া থাকে" এইরূপে ঋষিরা তত্ত্বের নানাপ্রকার নিরূপণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সকল মতই ন্যায্য, কারণ সর্ব্বত্রই যুক্তি দেখা যায়। পণ্ডিতেরা সর্ব্বত্রই যুক্তি দেখাইতে

নানাপ্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্। সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্বিদুষাং কিমশোভনম্॥" ইতি। এতে চ পদার্থাঃ শ্রুতিম্বপি গণিতাঃ যথা গর্ভোপনিষদি। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারা ইতি। প্রশ্নোপনিষদি চ পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চেত্যাদিনা। এবং মৈত্রেয়োপনিষদাদিম্বপি। অষ্টৌ চ প্রকৃতয়ঃ কারিকয়া ব্যাখ্যাতাঃ। "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥" ইতি। একমেবাদ্বিতীয়ং তত্ত্বমিতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রবাদস্তু সর্ব্বতত্ত্বানাং পুরুষে বিলাপনেন শক্তিশক্তিমদভেদেনেত্যবিরোধঃ। লয়স্তু সূক্ষ্মীভাবেনাবস্থানং ন তু নাশ ইতি তদুক্তম্। "আসীজ্জ্ঞানমথোপ্যর্থ একমেবাবিকল্পিতম্।" অবিকল্পিতমবিভক্তম্। এতচ্চ ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যেঽদ্বৈতপ্রসঙ্গতো বিস্তরেণোপপাদিতম্। বিশেষস্ত্বয়ং যৎ সেশ্বরবাদেঽন্যতত্ত্বানাং তত্রৈবাবিভাগা-

---

পারেন, তাঁহাদিগের নিকট কিছুই বিরুদ্ধ নহে। শ্রুতিতেও এই সকল পদার্থের গণনা আছে, গর্ভোপনিষদে লিখিত আছে যে, "অষ্ট প্রকৃতি এবং ষোড়শ বিকার।" প্রশ্নোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, "পৃথিবী এবং পৃথিবী-তন্মাত্র" আর মৈত্রেয় উপনিষদেও উক্ত আছে যে, "অষ্টপ্রকৃতি" ইত্যাদি-রূপে সর্ব্বত্রই পদার্থনিরূপণ দেখা যায়। এই বিষয় কারিকাতেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রকৃতিই মূল, তাহার কোনরূপ বিকৃতি নাই, মহদাদি সপ্ত প্রকৃতির বিকৃতিস্বরূপ ষোড়শবিকার এই সমুদায়ই প্রকৃতির কার্য্য; কিন্তু পুরুষের কোনরূপ বিকৃতি নাই। "এই জগতে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই" এই যে শ্রুতিস্মৃতিপ্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে সকল তত্ত্বই পুরুষে লয় পায়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। সূক্ষ্মভাবে পদার্থসকল এক পরব্রহ্মেতে অবস্থান করে, উহাদিগের নাশ হয় না, এই নিমিত্ত শক্তি ও শক্তিমানের অভেদকল্পনা করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মহাবাক্য হইয়াছে। আরও কথিত আছে যে, "এক জ্ঞানময়ই অবিভক্তরূপে ছিলেন" এই সকল প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, পদার্থব্যবস্থা নানাপ্রকারে পরিকল্পিত হয়। ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে অদ্বৈতবাদপ্রসঙ্গে এই বিষয় সবিস্তর প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার বিশেষ এই যে, যাঁহারা ঈশ্বরস্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতে অবিভাগরূপে

স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য ॥ ৬২ ॥

দীশ্বরচৈতন্যমেবৈকং তত্ত্বম্। নিরীশ্বরবাদে তু ত্রিবেণিবদন্যোন্যাবিভক্তৈরেকস্মিন্ কূটস্থে তেজোমণ্ডলবদাদিত্যমণ্ডলে প্রকৃত্যাখ্যসূক্ষ্মাবস্থয়া মহদাদেরবিভাগাদাত্মৈবৈকং তত্ত্বমিতি তথা চ বক্ষ্যতি। নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাদিতি ॥ ৬১ ॥

এতেষু পদার্থেষ্বচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধং প্রতিপাদয়তি সূত্রজাতেন। বোধ ইত্যনুবর্ত্ততে স্থূলং তাবচ্চাক্ষুষমেব তচ্চ তন্মাত্রকার্য্যতয়োক্তম্। ততঃ স্থূলভূতাৎ কার্য্যাৎ তৎকারণতয়া তন্মাত্রানুমানেন স্থূলবিবেকতো বোধঃ ইত্যর্থঃ। আকাশসাধারণ্যায় স্থূলত্বমত্র বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণকত্বং শান্তাদিবিশেষবত্ত্বং বা। তন্মাত্রাণি চ যজ্জাতীয়েষু শান্তাদিবিশেষত্রয়ং ন তিষ্ঠতি তজ্জাতীয়ানাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানামাধারভূতানি সূক্ষ্মদ্রব্যাণি স্থূলানাম-

ঈশ্বরচৈতন্যই একমাত্র তত্ত্ব। আর যাহারা নিরীশ্বরবাদী, তাহারা বলেন, ত্রিবেণীর ন্যায় পরস্পর অবিভক্তরূপে এক কূটস্থ পুরুষে সকল তত্ত্ব অবস্থিতি করে। আর যেমন আদিত্যমণ্ডলে তেজোরাশি থাকে, সেইরূপ প্রকৃতিরূপা সূক্ষ্মাবস্থার সহিত মহত্তত্ত্বাদি অবিভাগরূপে আত্মাতে বর্ত্তমান আছে, এই নিমিত্ত আত্মাই একমাত্র তত্ত্বরূপে কথিত হইয়াছেন, অতএব অদ্বৈত শ্রুতির কোন বিরোধ নাই ॥ ৬১ ॥

পূর্ব্বে যে সকল পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে যে যে পদার্থ চক্ষুরাদির গোচরীভূত নহে, বক্ষ্যমাণ সূত্রসমূহে অনুমানদ্বারা সেই সেই পদার্থের বোধ প্রতিপাদন করিতেছেন।—যে সকল পদার্থ চক্ষুর গ্রাহ্য, তাহাই স্থূলপদার্থ বলিয়া অভিহিত হয়, ঐ স্থূল পদার্থসকল পঞ্চতন্মাত্রের কার্য্য বলিয়া কথিত আছে। ঐ কার্য্যভূত স্থূলভূতকে হেতু করিয়া সেই স্থূলভূতের কারণস্বরূপ তন্মাত্রের অনুমান সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ আমরা যে সকল স্থূলপদার্থ দেখিতেছি, ইহাদিগের কারণকেই তন্মাত্র বলা যায়। যাহাদিগের গুণসকল বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহারাই স্থূল; ইহাদ্বারা আকাশও স্থূলভূতমধ্যে পরিগণিত হইল, যেহেতু আকাশের গুণশব্দ বাহ্যেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। অথবা

বিশেষাঃ। "তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রাস্তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা। ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষিণঃ ॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণাদিভ্যঃ। অস্যায়মর্থঃ তেষু তেষু ভূতেষু তন্মাত্রাস্তিষ্ঠন্তীতি কৃত্বা ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদাদ্দ্রব্যাণামপি তন্মাত্রতা স্মৃতা। তে চ পদার্থাঃ শান্তঘোরমূঢ়াখ্যৈঃ স্থূলগতশব্দাদিবিশেষৈঃ শূন্যা একরূপত্বাৎ। তথা চ শান্তাদিবিশেষশূন্যশব্দাদিমত্ত্বমেব ভূতানাং শব্দাদিতন্মাত্রত্বমিত্যাশয়ঃ। অতোঽবিশেষিণোঽবিশেষসংজ্ঞিতা ইতি। শান্তং সুখাত্মকং ঘোরং দুঃখাত্মকং মূঢ়ং মোহাত্মকম্। তন্মাত্রাণি চ দেবাদিমাত্রভোগ্যত্বেন কেবলং সুখাত্মকান্যেব সুখাধিক্যাদিতি। অত্রেদমনুমানম্। অপকর্ষকাষ্ঠাপন্নানি স্থূলভূতানি স্ববিশেষগুণবদ্দ্রব্যোপাদানকানি স্থূলত্বাদ্ঘটপটাদিবদিতি। অত্রানবস্থাপত্ত্যা সূক্ষ্মমাদায়ৈব সাধ্যং পর্য্যবস্যতি।

যাহাদিগের শান্তাদি বিশেষ গুণ আছে, তাহারাই স্থূলভূত। আর যে জাতীয় শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসগন্ধে শান্তাদি বিশেষ গুণ নাই, সেই জাতীয় রূপরসাদির আধারভূত যে সূক্ষ্মদ্রব্য, তাহারাই তন্মাত্র। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, "যে যে ভূত কেবল তন্মাত্ররূপে বিদ্যমান আছে, তাহারাই তন্মাত্র। ইহারা শান্ত, ঘোর অথবা মূঢ় নহে। ইহারা সর্ব্বদা অবিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকে এবং শান্ত, ঘোর ও মূঢ়াখ্য স্থূলভূতের অনুগত শব্দাদি বিশেষগুণশূন্য।" ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহারা শান্তাদিবিশেষশূন্য শব্দাদি-গুণশালী, তাহারাই শব্দাদিতন্মাত্র বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপে তাহাদিগের কোন বিশেষ নাই বলিয়া অবিশেষসংজ্ঞা হইয়াছে। সুখাত্মককে শান্ত, দুঃখাত্মককে ঘোর এবং মোহাত্মককে মূঢ় বলা যায়। তন্মাত্র দেবগণের উপভোগ্য এই নিমিত্ত তাহা সুখাত্মক, উহাতে সুখেরই আধিক্য আছে, দুঃখাদির লেশ নাই। এইক্ষণ এই অনুমান হইতে পারে যে, প্রান্তসীমাপরিপ্রাপ্ত স্থূলভূতসকল স্বীয় বিশেষ বিশেষ গুণবদ্দ্রব্যোপাদানক, অর্থাৎ তন্মাত্রই ক্ষুদ্র হইতে অতিস্থূল পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতের উপাদানকারণ; যেহেতু তাহারা স্থূল, অতএব ঘটাদির ন্যায় তন্মাত্র হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বিষয়ে ইহাই অনুকূল তর্ক যে, বাধকাভাবে কারণগুণের অনুসারে কার্য্যগুণের উৎপত্তি হয়, এই নিয়ম অপরিহার্য্য। অনেক শ্রুতিস্মৃতিও এই বিষয়ের প্রামাণ্যপ্রতিপাদন

অনুকূলতর্কশ্চাত্র কারণগুণক্রমেণ কার্য্যগুণোৎপত্তের্ব্বাধকব্যতিরেকেণাপরিহার্য্যত্বম্। শ্রুতিস্মৃতয়শ্চেতি। প্রকৃতেঃ শব্দস্পর্শাদিমত্ত্বে তু বাধকমস্তি। "শব্দস্পর্শবিহীনং তদ্রূপাধিভিরসংযুতম্। ত্রিগুণং তজ্জগদ্যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণাদিবাক্যজাতম্। বুদ্ধ্যহঙ্কারয়োশ্চ শব্দস্পর্শাদিমত্ত্বে ভূতকারণত্বশ্রুতিস্মৃতয় এব বাধিকাঃ সন্তি। বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যজাতীয়বিশেষগুণবত্ত্বস্যৈব ভূতলক্ষণত্বেন তয়োরপি ভূতত্বাপত্ত্যা স্বস্য স্বকারণত্বানুপপত্তেরিতি। নন্বেবং কারণদ্রব্যেষু রূপাদ্যভাবে তন্মাত্ররূপাদেঃ কিং কারণমিতি চেৎ স্বকারণদ্রব্যাণাং ন্যূনাধিকভাবেনান্যোঽন্যং সংযোগবিশেষ এব হরিদ্রাদীনাং সংযোগস্য তদুভয়ারব্ধদ্রব্যে রক্তরূপাদিহেতুত্বদর্শনাৎ। দৃষ্টানু-

---

করে। প্রকৃতির শব্দস্পর্শাদিমত্ত্ববিষয়ে "ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি শব্দস্পর্শাদিবিহীন ও রূপাদিবর্জ্জিত, ঐ প্রকৃতিই জগতের কারণ, তাঁহার আদি, উৎপত্তি ও বিনাশ নাই" এই বিষ্ণুপুরাণোক্ত বচনই বাধক। আর "বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইহারাই ভূতের কারণ" এইরূপ অনেক শ্রুতিস্মৃতি আছে, তাহারাই বুদ্ধি ও অহঙ্কারের শব্দস্পর্শাদিমত্ত্ববিষয়ে বাধক, আর তাহাদিগের যদি শব্দস্পর্শাদিগুণ আছে বল, তাহাহইলে তাহাদিগেরও বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দস্পর্শাদি গুণশালিত্বপ্রযুক্ত বুদ্ধি ও অহঙ্কারকেও ভূত বলা যাইতে পারে; যেহেতু "যাহারা বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণশালী, তাহারাই ভূত," এইরূপ ভূতলক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। তথাপি যদি বল, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইহারা ভূত হইলে দোষ কি? তাহাহইলে "আপনিই আপনার কারণ" এই দোষ ঘটিতে পারে, কারণ বুদ্ধি ও অহঙ্কার পূর্ব্বে ভূতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এইক্ষণ যদি সেই বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইহারাও ভূত হইল, তবে ভূতই ভূতের কারণ হইয়া পড়িল; কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা সর্ব্বথা অসঙ্গত। যদি ভূতের কারণীভূত বুদ্ধি ও অহঙ্কারের রূপাদি না থাকিল, তবে তাহাদিগের কার্য্যভূত তন্মাত্রের যে রূপাদি আছে, তাহার প্রমাণ কি? ইহা বলিতে পার না, কারণ স্বীয় কারণদ্রব্যের ন্যূনাধিক্যভাবে যে পরস্পর সংযোগ হয়, তাহাই তন্মাত্রের রূপাদির কারণ। যেমন হরিদ্রা ও চূর্ণ ইহাদিগের মধ্যে কাহারও রক্তিমা নাই, তথাপি উভয়ের সংযোগ হইলেই রক্তিমার উৎপত্তি হয়, সেই-

সারেণ স্বাশ্রয়হেতুসংযোগানামেব রূপাদিহেতুত্বসম্ভবে তার্কিকাণাং পরমাণুষু রূপকল্পনং তু হেয়ম্। সজাতীয়কারণগুণৈরেব কার্য্যগুণারম্ভকতেতি তু তেষামপি ন নিয়মঃ। ত্রসরেণুমহত্ত্বাদাববয়ববহুত্বাদেরেব তৈরপি হেতুত্বাভ্যুপগমাদিতি দিক্। ইন্দ্রিয়ানুমানং চাকাশানুমানবদ্দর্শনস্পর্শনবচনাদিভিঃ প্রত্যক্ষাভির্বৃত্তিভিরেবেতি তদত্র নোক্তম্। তত্ত্বান্তরেণ তত্ত্বান্তরানুমানানামেব প্রকৃতত্বাদিতি ন ন্যূনতা। তন্মাত্রাণাং চোৎপত্তৌ যোগভাষ্যোক্তপ্রক্রিয়ৈব গ্রাহ্যা। যথাহঙ্কারাচ্ছব্দতন্মাত্রং ততশ্চাহঙ্কারসহকৃতাচ্ছব্দতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শগুণকং স্পর্শতন্মাত্রম্। এবং ক্রমেণৈকৈকগুণবৃদ্ধ্যা তন্মাত্রাণ্যুৎপদ্যন্ত ইতি। যা তু—"আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ। বলবানভবদ্বায়ুস্তস্য স্পর্শো গুণো মতঃ॥" ইত্যাদিনা বিষ্ণুপুরাণে স্পর্শাদি-

---

রূপ বুদ্ধি ও অহঙ্কারের রূপাদি না থাকিলেও তাহাদিগের সংযোগমাত্রেই তন্মাত্রের রূপাদি জন্মিতে পারে। এই দৃষ্টান্তানুসারে জানা যায় যে, সংযোগই যে তন্মাত্রের রূপাদির কল্পনা করে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। "আর সজাতীয় কারণগুণই কার্য্যগুণের জনক" এইরূপ তার্কিকদিগের নিয়মও সুসঙ্গত হইতেছে না। যেহেতু ত্রসরেণুর মহত্ত্বাদিবিষয়ে তাহার কারণীভূত পরমাণুর বহুত্বাদিই হেতুরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা তার্কিকেরা নিজ হইতেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যদি ত্রসরেণুর মহত্ত্বাদির প্রতি কারণীভূত পরমাণুর মহত্ত্বাদির অভাবপ্রযুক্ত কারণগুণ হেতু না হইয়া অবয়বের বহুত্বই হেতু হইল, তবে আর "কারণগুণ কার্য্যগুণের আরম্ভক" এই কথা স্বীকার করিব কেন? যেমন শব্দগুণদ্বারা আকাশের অনুমান হয়, সেইরূপ দর্শন-স্পর্শনাদি প্রত্যক্ষবৃত্তিদ্বারা ইন্দ্রিয়ের অনুমান হয়, অর্থাৎ যেমন আকাশ না থাকিলে শব্দ হইতে পারে না; সুতরাং আকাশকে না দেখিলেও তাহাকে পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় না থাকিলে দর্শনস্পর্শনাদি হইতে পারে না; অতএব ইন্দ্রিয়ের অনুমান করা যায়। ইহা এস্থলে উক্ত হয় নাই, তথাপি "একতত্ত্বদ্বারা তত্ত্বান্তরের অনুমান হয়," ইহাই প্রকৃতসিদ্ধান্তপ্রযুক্ত ন্যূনতা নাই। তন্মাত্রদিগের উৎপত্তিবিষয়ে যোগসূত্রোক্ত প্রক্রিয়াই গ্রাহ্য। যথা—অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হয় এবং সেই অহঙ্কারসহকৃত শব্দ-

বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাং তৈশ্চাহঙ্কারস্য ॥ ৬৩ ॥

তন্মাত্রসৃষ্টিরাকাশাদিস্থূলভূতচতুষ্টয়াদুক্তা। সা ভূতরূপেণ পরিণমনরূপৈব মন্তব্যা। আকাশাদীনি জলান্তানি হি স্থূলভূতানি স্বস্বোত্তরভূতরূপেণ স্বানুগততন্মাত্রাঃ স্বোপষ্টম্ভতঃ পরিণময়ন্তীতি ॥ ৬২ ॥

বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যামিন্দ্রিয়াভ্যাং তৈঃ পঞ্চতন্মাত্রৈশ্চ কার্য্যৈস্তৎকারণতয়াহঙ্কারস্যানুমানেন বোধ ইত্যর্থঃ। অহঙ্কারশ্চাভিমানবৃত্তিকমন্তঃকরণদ্রব্যং নত্বভিমানমাত্রং দ্রব্যস্যৈব লোকে দ্রব্যোপাদানত্বদর্শনাৎ। সুষুপ্ত্যাদাবহঙ্কারবৃত্তিনাশেন ভূতনাশপ্রসঙ্গাদ্বাসনাশ্রয়ত্বেনৈবাহঙ্কারাখ্যদ্রব্যসিদ্ধেশ্চেতি। অত্রেত্থমনুমানম্। তন্মাত্রেন্দ্রিয়াণ্যভিমানবদ্দ্রব্যোপাদানকান্যভিমানকার্য্যদ্রব্যত্বাৎ। যন্নৈবং তন্নৈবম্। যথা পুরুষাদিরিতি। নত্বভিমানবদ্দ্রব্যমেবা-

তন্মাত্র হইতে শব্দ ও স্পর্শগুণাত্মক স্পর্শতন্মাত্র জন্মে। এইরূপে এক এক গুণবৃদ্ধি করিয়া অপরাপর তন্মাত্রসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। "আকাশই স্পর্শতন্মাত্র সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই স্পর্শতন্মাত্র হইতে বলবান্ বায়ুর উদ্ভব হয়, স্পর্শই এই বায়ুর বিশেষ গুণ" এই বিষ্ণুপুরাণোক্ত বচনে যে আকাশাদি স্থূল ভূতচতুষ্টয় হইতে স্পর্শতন্মাত্রাদির সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল ভূতরূপে পরিণমনমাত্র। আকাশাদি জলান্ত স্থূলভূতসকল আপন আপন উত্তরভূতরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব তন্মাত্ররূপে প্রকাশ পায় ॥ ৬২ ॥

বাহ্য ও আভ্যন্তরীন এই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় এবং কার্য্যভূত পঞ্চতন্মাত্রদ্বারা কারণভূত অহঙ্কারের অনুমান হয়। অভিমানবৃত্তিক অন্তঃকরণদ্রব্যমাত্রই অহঙ্কার, অভিমানমাত্রকে অহঙ্কার বলা যায় না, উহা অহঙ্কারের বৃত্তিমাত্র। কারণ দ্রব্যই দ্রব্যের উপাদান হইয়া থাকে, অহঙ্কারকে অভিমানমাত্র বলিলে উহা দ্রব্যের কারণ হইতে পারে না, কিন্তু অহঙ্কার হইতে ভূতসকলের উৎপত্তি হয়, ইহা পূর্ব্বে কথিত আছে। আর অহঙ্কারকে অভিমান বলিয়া স্বীকার করিলে সুষুপ্তিকালে অহঙ্কারের বৃত্তিনাশপ্রযুক্ত ভূতসকলেরও নাশপ্রসঙ্গ হইতে পারে, যেহেতু কারণনাশেই কার্য্যনাশ হইয়া থাকে। এই সূত্রের ভাবার্থে এইরূপ অনুমান হইতেছে যে, যেহেতু তন্মাত্র

সিদ্ধমিতি চেদহং গৌর ইত্যাদিবৃত্ত্যুপাদানতয়া চক্ষুরাদিবৎ তৎসিদ্ধেঃ। অনেন চানুমানেন মন আদ্যতিরেকমাত্রস্য তৎকারণতয়া প্রসাধ্যত্বাৎ। অত্র চায়মনুকূলস্তর্কঃ বহু স্যাং প্রজায়েয়েত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যস্তাবদ্ভূতাদিসৃষ্টেরভিমানপূর্ব্বকত্বাদ্বুদ্ধিবৃত্তিপূর্ব্বকসৃষ্টৌ কারণতয়াভিমানঃ সিদ্ধঃ। তত্র চৈকার্থসমবায়প্রত্যাসত্ত্যৈবাভিমানস্য সৃষ্টিহেতুত্বং লাঘবাৎ কল্প্যত ইতি। নম্বেবং কুলালাহঙ্কারস্যাপি ঘটোপাদানত্বাপত্ত্যা কুলালমুক্তৌ তদন্তঃকরণনাশে তন্নির্ম্মিতঘটনাশঃ স্যাৎ। ন চৈতদ্যুক্তম্। পুরুষান্তরেণ স এবায়ং ঘট ইতি প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাদিতি। মৈবম্। মুক্তপুরুষভোগহেতুপরিণামস্যৈব তদন্তঃকরণমোক্ষোত্তরমুচ্ছেদাৎ। নতু পরিণামসামান্যস্যান্তঃকরণস্বরূপস্য

ও ইন্দ্রিয় ইহারা অভিমানের কার্য্য, অতএব অভিমানবদ্দ্রব্য অহঙ্কারই তাহাদিগের উপাদান। আর অভিমানবদ্দ্রব্য অহঙ্কার যাঁহাদিগের উপাদান নহে, তাহারা অভিমানের কার্য্যও নহে। এই ব্যতিরেকানুমানদ্বারাও অহঙ্কারই উপাদানকারণ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। যেমন পুরুষাদির উপাদান অভিমানবদ্দ্রব্য অহঙ্কার নহে, সুতরাং তাহা অভিমানের কার্য্যও নহে। আর যদি বল, অভিমানবদ্দ্রব্যই অসিদ্ধ; সুতরাং তাহা কিরূপে উপাদান হইতে পারে? ইহা বলিতে পার না, কারণ "আমি গৌর" ইত্যাদি বৃত্তির উপাদানপ্রযুক্ত চক্ষুরাদির ন্যায় অভিমানের সিদ্ধি আছে। বিশেষতঃ উক্ত অনুমানদ্বারা উহা মনঃপ্রভৃতি অতিরিক্ত পদার্থের কারণ বলিয়া সাধ্য হইয়াছে। এই বিষয়ে ইহাই অনুকূল তর্ক,—"আমি বহুরূপে হইব" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণদ্বারা ভূতাদি সৃষ্টির অভিমান পূর্ব্বকতাপ্রযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিপূর্ব্বক সৃষ্টিতে অভিমানই কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই নিমিত্ত লাঘবতঃ অভিমানের সৃষ্টিহেতুতা পরিকল্পিত হইয়াছে। যদি অহঙ্কারই সৃষ্টির উপাদানকারণ হইল, তাহাহইলে কুম্ভকারের অহঙ্কারও ঘটের কারণ হইতে পারে, এইক্ষণ যদি কুলালের অহঙ্কার ঘটের উপাদান হইল, তবে সেই কুলালের মুক্তি হইলে তাহার অন্তঃকরণরূপ উপাদাননাশে সেই কুলালনির্ম্মিত ঘটেরও নাশ হইতে পারে, যেহেতু কারণনাশে কার্য্যের নাশ স্বীকৃত আছে। কিন্তু কুলালের মুক্তাবস্থায় তাহার অন্তঃকরণের

তেনান্তঃকরণস্য ॥ ৬৪ ॥

বোচ্ছেদঃ কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাদিতি যোগসূত্রে মুক্ত-পুরুষোপকরণস্যাপ্যন্যপুরুষার্থসাধকত্বসিদ্ধেরিতি। অথবা ঘটাদিম্বপি হিরণ্য-গর্ভাহঙ্কার এব কারণমস্তু ন কুলালাদ্যহঙ্কারস্তথাপি সামান্যব্যাপ্তৌ ন ব্যভি-চারঃ সমষ্টিবুদ্ধ্যাদ্যুপাদানিকৈব হি সৃষ্টিঃ পুরাণাদিষু সাঙ্খ্যযোগয়োশ্চ প্রতি-পাদ্যতে ন তু তদংশব্যষ্টিবুদ্ধ্যাদ্যুপাদানিকা যথা মহাপৃথিব্যা এব স্থাবর-জঙ্গমাদ্যুপাদানত্বং ন তু পৃথিব্যংশলোষ্ট্রাদেরিতি ॥ ৬৩ ॥

তেনাহঙ্কারেণ কার্য্যেণ তৎকারণতয়া মুখ্যস্যান্তঃকরণস্য মহদাখ্যবুদ্ধেরনু-

---

নাশ হইলেও “এই সেই কুলালনির্ম্মিত ঘট” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান থাকে। অতএব ঘটের নাশ স্বীকার করা যায় না। ইহাও বলিতে পার না; কারণ মুক্ত পুরুষের অন্তঃকরণমোক্ষের পর তাহার ভোগহেতু পরিণামেরই উচ্ছেদ হইয়া থাকে, কিন্তু পরিণামসামান্যরূপ অন্তঃকরণমাত্রের উচ্ছেদ হয় না। আর “মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে নষ্ট ও অনষ্ট থাকে, যেহেতু সেই নষ্ট অন্য সাধারণরূপে বর্ত্তমান আছে” এই যোগসূত্রদ্বারা জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষের যে উপকরণ, তাহাও অন্যের পুরুষার্থসাধন করে; সুতরাং কুম্ভকারের মুক্তি হইলেও তাহার অন্তঃকরণমাত্রের নাশ হয় না এবং সেই কুলালবিশিষ্ট ঘট-নাশের আপত্তি হইতে পারে না। পক্ষান্তরে বলিতেছেন, ঘটাদি সৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ পুরুষের অহঙ্কারই উপাদানকারণ, কুম্ভকারাদির অহঙ্কার কারণ নহে; সুতরাং কুম্ভকারের মুক্তাবস্থায় তাহার অন্তঃকরণের নাশ হইলেও ঘটাদির নাশ হইতে পারে না, সুতরাং “কারণনাশে কার্য্যনাশ” এই সাধারণ নিয়মেরও ব্যভিচারসম্ভব নাই। “সমষ্টিরূপা বুদ্ধিই সৃষ্টির উপাদানকারণ” এই ব্যবস্থা পুরাণাদি ও সাংখ্যযোগে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধ্যাদি উপাদান নহে। যেমন মহাপৃথিবীই এই স্থাবরজঙ্গমাদির উপাদান, কেবল একখণ্ড মৃত্তিকা কারণ নহে, সেইরূপ সমষ্টি বুদ্ধিভিন্ন পৃথগ্‌ভূত বুদ্ধি সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না ॥ ৬৩ ॥

অহঙ্কার মহত্তত্বাখ্য বুদ্ধির কার্য্য, অতএব সেই অহঙ্কারের কারণরূপে অনুমানদ্বারা মহত্তত্বাখ্য বুদ্ধির জ্ঞান হয়। যেহেতু অহঙ্কার নিশ্চয়বৃত্তিমৎ

মানেন বোধ ইত্যর্থঃ। অত্রাপ্যয়ং প্রয়োগঃ। অহঙ্কারদ্রব্যং নিশ্চয়বৃত্তিমদ্দ্রব্যোপাদানকং নিশ্চয়কার্য্যদ্রব্যত্বাৎ। যন্নৈবং তন্নৈবং যথা পুরুষাদিরিতি। অত্রাপ্যয়ং তর্কঃ সর্ব্বোঽপি লোকঃ পদার্থমাদৌ স্বরূপতো নিশ্চিত্য পশ্চাদভিমন্যতে। অয়মহং ময়েদং কর্ত্তব্যমিত্যাদিরূপেণেতি তাবৎ সিদ্ধমেব। তত্রাহঙ্কারদ্রব্যকারণাকাঙ্ক্ষায়াং বৃত্ত্যোঃ কার্য্যকারণভাবেন তদাশ্রয়য়োরেব কার্য্যকারণভাবো লাঘবাৎ কল্প্যতে কারণস্ত বৃত্তিলাভেন কার্য্যবৃত্তিলাভস্যোৎসর্গিকত্বাদিতি। শ্রুতাবপি স ঈক্ষাঞ্চক্রে তদৈক্ষতেত্যাদৌ সর্গাদ্যুৎপন্নবুদ্ধিত এব তদিতরাখিলসৃষ্টিরবগম্যত ইতি। যদ্যপেকমেবান্তঃকরণং বৃত্তিভেদেন ত্রিবিধং লাঘবাৎ। "গুণক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাদু-

---

দ্রব্যরূপ বুদ্ধির কার্য্য, অতএব সেই নিশ্চয়বৃত্তিমৎ দ্রব্যাত্মক বুদ্ধিই সেই অহঙ্কারের উপাদান। এই অনুমানদ্বারা জানা যায় যে, অহঙ্কারের কারণই বুদ্ধি এবং যাহার উপাদান নিশ্চয়বৃত্তিমৎ দ্রব্যাত্মক বুদ্ধি নহে, সে ঐ নিশ্চয়বৃত্তিমৎ দ্রব্যাত্মক বুদ্ধির কার্য্যও নহে। এই ব্যতিরেকানুমানদ্বারাও মহদাখ্য বুদ্ধির অনুমান হয়। যেমন পুরুষাদির উপাদান বুদ্ধি নহে, সুতরাং উহা বুদ্ধির কার্য্যও নহে। উক্তরূপে অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়বিধ অনুমানদ্বারাই বুদ্ধিতত্ত্বের বোধ হইতেছে। সকল লোকই প্রথমতঃ স্বরূপত পদার্থনিশ্চয় করিয়া পরে সেই বিষয়ে অভিমানী হয়। "এই আমি এই কার্য্য করিব" ইত্যাদিরূপে নিশ্চয় হইলেই কার্য্যসিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই আমাদিগের উক্ত অনুমানের অনুকূল তর্ক। অহঙ্কারদ্রব্যের কারণনিরূপণে অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই উভয়ের যে অভিমান ও নিশ্চয়রূপ দুইটী বৃত্তি আছে, সেই বৃত্তিদ্বয়ের কার্য্যকারণভাবদ্বারা লাঘবতঃ উক্ত বৃত্তিদ্বয়ের আশ্রয় অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই উভয়ের কার্য্যকারণভাব কল্পনা করা যায়, অর্থাৎ যেমন পদার্থের নিশ্চয় হইলেই সেই কার্য্যকরিতে লোকের অভিমান হয়, সুতরাং ঐ নিশ্চয়ই অভিমানের কারণ। সেইরূপ সেই নিশ্চয়বৃত্তিমৎ দ্রব্যরূপ বুদ্ধিই অভিমানবৃত্তিমৎ অহঙ্কারদ্রব্যের কারণ। যেহেতু কারণের বৃত্তিজ্ঞান হইলেই স্বভাবতঃ কার্য্যেরও বৃত্তিজ্ঞান হইয়া থাকে। এস্থলে বুদ্ধিরূপ কারণের নিশ্চয়রূপ বৃত্তির জ্ঞানেই অহঙ্কাররূপ কার্য্যের অভিমানরূপ বৃত্তির

র্বভূব হ। মনো মহাংশ্চ বিজ্ঞেয় একং তদ্বৃত্তিভেদতঃ॥” ইতি লৈঙ্গাৎ। পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যত ইতি বেদান্তসূত্রেণ প্রাণদৃষ্টান্তবিধয়া মনসোঽপি বৃত্তিমাত্রভেদেন বহুত্বসিদ্ধেশ্চ। অন্যথা নিশ্চয়াদিবৃত্তিভিরিব ভ্রমসংশয়নিদ্রা-ক্রোধাদিবৃত্তিভিরপি স্বসমসংখ্যানন্তান্তঃকরণাপত্তেঃ। বুদ্ধ্যাদিষব্যবস্থয়া মন আদিপ্রয়োগস্য পাতঞ্জলাদিসর্ব্বশাস্ত্রেষনুপপত্তেশ্চ। তথাপি বংশপর্ব্ব-স্বিবাবান্তরভেদমাশ্রিত্যান্তঃকরণত্রয়ে ক্রমঃ কার্য্যকারণভাবশ্চোক্তঃ যোগোপ-যোগিশ্রুতিস্মৃতিপরিভাষানুসারাদিতি মন্তব্যম্। তদুক্তং বাশিষ্ঠে। “অহ-মর্থোদয়ো যোঽয়ং চিত্তাত্মা বেদনাত্মকঃ। এতচ্চিত্তদ্রুমস্যাস্য বীজং বিদ্ধি মহামতে॥ এতস্মাৎ প্রথমোদ্ভিন্নাদঙ্কুরোঽভিনবাকৃতিঃ। নিশ্চয়াত্মা নিরা-

---

জ্ঞান হয়। শ্রুতিপ্রমাণেও জানা যায় যে, সৃষ্টির আদিতে যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই বুদ্ধি হইতেই সকলের সৃষ্টি হইতেছে। অন্তঃকরণ যদিও এক হউক, তথাপি তাহার বৃত্তিভেদে ঐ অন্তঃকরণকে ত্রিধারূপে জানা যায়। লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে,“গুণক্ষোভ,অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অসাম্যাবস্থা হইলেই মহত্তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ মহত্তত্ত্বই মন; কেবল বৃত্তিভেদবশতই ভিন্নরূপে জ্ঞান হয়।” আর “প্রাণ মনের ন্যায় পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট” এই বেদান্ত-সূত্রে মন প্রাণের বৃত্তিবিষয়ে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাদ্বারাও বৃত্তিভেদদ্বারাই মনের বহুত্ব সিদ্ধ আছে। যদি কেবল বৃত্তিভেদেই মনের বহুত্বস্বীকার না কর, তাহাহইলে নিশ্চয়াদিবৃত্তির ন্যায় ভ্রম, সংশয়, নিদ্রা-ক্রোধাদি বৃত্তিদ্বারাও অনন্ত অন্তঃকরণের আপত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ যেমন ভ্রমসংশয়াদি বৃত্তিসকল অনন্ত, সেইরূপ অন্তঃকরণেরও অনন্ততাস্বীকার করিতে হয়। যেমন বুদ্ধ্যাদি অনন্ত, সেইরূপ মনঃপ্রভৃতির অনন্ততা পাত-ঞ্জলাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই অনুপপন্ন আছে। তবে বৃত্তিভেদেই অন্তঃকরণের অবান্তরভেদ স্বীকার করিতে হয়। যেমন একটী বাঁশের অনন্ত পর্ব্ব আছে বলিয়া সেই পর্ব্বগত অবান্তরভেদ কল্পনা করিতে হয় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পর্ব্ব পরপরবর্ত্তী পর্ব্বের কারণ বলিয়া মানিত হয়, সেইরূপ বৃত্তিভেদে এক অন্তঃকরণের অবান্তরভেদ করিতে হইয়াছে, অর্থাৎ একই অন্তঃকরণ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপে প্রতীয়মান হয়। বংশপর্ব্বের ন্যায় উহাদিগেরও ক্রমপ্রাপ্ত

ততঃ প্রকৃতেঃ ॥ ৬৫ ॥

কারো বুদ্ধিরিত্যভিধীয়তে ॥ অস্য বুদ্ধ্যভিধানস্য যাঙ্কুরস্য প্রপীনতা। সঙ্কল্প-রূপিণী তস্যাশ্চিত্তচেতোমনোঽভিধা ॥" ইতি। অহমর্থোঽন্তঃকরণসামা-ন্যম্। অত্র বাক্যে বীজাঙ্কুরন্যায়েনৈকস্যৈবান্তঃকরণবৃক্ষস্য বৃত্তিমাত্ররূপেণ চিত্তাদ্যাখ্যাবস্থাভেদাঃ ক্রমিকাস্ত্রিবিধাঃ পরিণামা উক্তা ইতি। সাংখ্যশাস্ত্রে চ চিন্তাবৃত্তিকস্য চিত্তস্য বুদ্ধাবেবান্তর্ভাবঃ। অহঙ্কারস্য চাত্র বাক্যে বুদ্ধা-বন্তর্ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

ততো মহত্তত্ত্বাৎ কার্য্যাৎ কারণতয়া প্রকৃতেরনুমানেন বোধ ইত্যর্থঃ। অন্তঃকরণসামান্যস্যাপি কার্য্যত্বং তাবদেকদা পঞ্চেন্দ্রিয়জ্ঞানানুৎপত্ত্যা মধ্যম-পরিমাণতয়া দেহাদিবদেব সিদ্ধং শ্রুতিস্মৃতিপ্রামাণ্যাচ্চ। তস্য চ প্রকৃতি-

---

কার্য্যকারণভাব উক্ত হইয়াছে। যোগ, উপযোগ, শ্রুতি, স্মৃতি, পরিভাষা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই ঐরূপ অনুমান হয়। বশিষ্ঠসংহিতায় লিখিত আছে যে, "এই আমি চিদাত্মা জ্ঞানস্বরূপ। এইরূপ যে অভিমান হয়, তাহাই চিত্ত-রূপ বৃক্ষের বীজ বলিয়া জানিবে। এই প্রথমোৎপন্ন বীজ হইতে অভিনবা-কৃতি, নিশ্চয়াত্মক, নিরাকার যে অঙ্কুর জন্মে, তাহাই বুদ্ধি বলিয়া অভিহিত হয়। এই বুদ্ধিনামক অঙ্কুরের যে স্থূলতা, তাহা সংকল্পরূপিণী। চিত্ত, চেতঃ ও মনঃ এই সকল ঐ সংকল্পেরই নামমাত্র।" এই বাক্যে বীজাঙ্কুরের ন্যায় এক অন্তঃকরণরূপ বৃক্ষেরই বৃত্তিমাত্রভেদে চিত্তাদি নাম ও অবস্থা কল্পিত হইয়া ক্রমতঃ ত্রিবিধ পরিণাম হয়, ইহাই উক্ত হইয়াছে। সাংখ্য-শাস্ত্রেও চিন্তাবৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তের বুদ্ধিতে অন্তর্ভাব কথিত আছে। এই বাক্যে অহঙ্কারও বুদ্ধির অন্তর্গত বলিয়া জানা যায়; সুতরাং এক অন্তঃ-করণই চিত্ত, মনঃ ও অহঙ্কারাদিরূপে প্রকাশ পায় ॥ ৬৪ ॥

মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির কার্য্য। সেই মহত্তত্ত্বের কারণরূপে অনুমানদ্বারা প্রকৃ-তির বোধ হয়। সাধারণ অন্তঃকরণও প্রকৃতির কার্য্য বটে, কিন্তু উহা সাক্ষাৎ কার্য্য নহে; দেহাদির ন্যায় পরম্পরারূপে প্রকৃতির কার্য্য। সুতরাং অন্তঃকরণের কারণ বলিয়া প্রকৃতির অনুমান করা যাইতে পারে না।

কার্য্যত্বেঽয়ং প্রয়োগঃ। সুখদুঃখমোহধর্ম্মিণী বুদ্ধিঃ সুখদুঃখমোহধর্ম্মকদ্রব্যজন্যা কার্য্যত্বে সতি সুখদুঃখমোহাত্মকত্বাৎ কান্তাদিবদিতি কারণগুণানুসারেণৈব কার্য্যগুণৌচিত্যং চাত্রানুকূলস্তর্কঃ শ্রুতিস্মৃতয়োঽপীতি মন্তব্যম্। নন্ন বিষয়েষু সুখাদিমত্ত্বে প্রমাণং নাস্তি। অহং সুখীত্যাদ্যেবানুভবাৎ তৎ কথং কান্তাদিবিষয়ো দৃষ্টান্ত ইতি চেন্ন। সুখাদ্যাত্মকবুদ্ধিকার্য্যতয়া স্রকৃসুখং চন্দনসুখমিত্যাদ্যনুভবেন চ বিষয়াণামপি সুখাদিধর্ম্মকত্বসিদ্ধেঃ শ্রুতিস্মৃতিপ্রামাণ্যাচ্চ। কিঞ্চ যস্যান্বয়ব্যতিরেকৌ সুখাদিনা সহ দৃশ্যেতে তস্যৈব সুখাদ্যুপাদানত্বং কল্প্যতে। তস্য নিমিত্তত্বং পরিকল্প্যান্যস্যোপাদানত্বকল্পনে কারণদ্বয়কল্পনাগৌরবাৎ। অপি চান্যোঽন্যসংবাদেন প্রত্যভিজ্ঞয়া চ বিষ-

---

একদা পঞ্চেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের উপপত্তি হয় না, এই নিমিত্ত অন্তঃকরণের মধ্যমপরিমাণ স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং উহা প্রকৃতির সাক্ষাৎ কার্য্য নহে। এই বিষয়ে শ্রুতিস্মৃতির বহুবিধ প্রমাণ আছে। এইক্ষণ এইরূপ অনুমান হইতেছে যে, যেহেতু যেমন কান্তাদি কার্য্যও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, সেইরূপ বুদ্ধিও কার্য্য এবং সুখ, দুঃখ, মোহাত্মক; অতএব সেই বুদ্ধি সুখ-দুঃখ-মোহধর্ম্মক দ্রব্যজন্য। সুখ, দুঃখ, মোহাদি প্রকৃতির ধর্ম্ম; সুতরাং সেই প্রকৃতিই সুখাদিধর্ম্মবিশিষ্ট, এইরূপে উক্ত অনুমান সিদ্ধ হইতেছে। কারণগুণই কার্য্যগুণের কারণ, ইহাই এইস্থলে অনুকূল তর্ক, অর্থাৎ সুখাদি কারণীভূত প্রকৃতির ধর্ম্ম বলিয়াই উহারা বুদ্ধির ধর্ম্ম হইয়াছে। যদি বল, বিষয়েতে যে সুখাদি আছে, তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। "অহং সুখী" ইত্যাদি অনুভবদ্বারা আত্মারই সুখাদি জানা যায়, তবে কান্তাদিবিষয় কিরূপে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, ইহা বলিতে পার না; কারণ, সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক বুদ্ধির কার্য্য বলিয়া "এই মালা সুখাত্মক এবং এই চন্দন সুখস্বরূপ" ইত্যাদি অনুভববশতঃ বিষয়েরও সুখাদিধর্ম্ম সিদ্ধ আছে এবং শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণেও বিষয়ের সুখস্বরূপত্ব বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে বলিতেছেন,—সুখাদির সহিত যাহার অন্বয়ব্যতিরেক দেখা যায়, অর্থাৎ স্রকৃচন্দনাদি বিষয়দ্বারাই সুখ হয় এবং তাহার অভাবে সুখ হয় না, অতএব সেই বিষয়ই সুখাদির উপাদানকারণ বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বিষয়ের সুখাদি আছে, ইহা নির্দ্দিষ্ট

য়েষু সর্ব্বপুরুষসাধারণস্থিরসুখসিদ্ধিঃ। তৎসুখগ্রহণায়াস্মন্নয়ে বৃত্তিনিয়মাদি-কল্পনাগৌরবং চ ফলমুখত্বান্ন দোষাবহম্। অন্যথা প্রত্যভিজ্ঞয়াবয়ব্যসিদ্ধি-প্রসঙ্গাৎ তৎকারণাদিকল্পনাগৌরবাদিতি। বিষয়েঽপি সুখাদিকং চ মার্ক-ণ্ডেয়ে প্রোক্তম্। "তৎ সস্তু চেতস্যথবাপি দেহে সুখানি দুঃখানি চ কিং মমাত্র।" ইতি। অহং সুখীত্যাদিপ্রত্যয়স্তু। অহং ধনীত্যাদি প্রত্যয়-বৎ স্বস্বামিভাবাখ্যসম্বন্ধবিষয়কস্তেষাং প্রত্যয়ানাং সমবায়সম্বন্ধবিষয়কত্বভ্রম-নিরাসার্থং তু সুখিদুঃখিমূঢ়েভ্যঃ পুরুষো বিবিচ্যতে শাস্ত্রেষ্বিতি। শব্দাদিষু চ সুখাদ্যাত্মতাব্যবহার একার্থসমবায়াৎ। অস্তু বা শব্দাদিষু সাক্ষাদেব সুখ-মুক্তপ্রমাণেভ্যঃ। বিষয়গতসুখাদেশ্চ বুদ্ধিমাত্রগ্রাহ্যত্বং ফলবলাৎ। যৎ তু

হইল। আর যদি বল, তথাপি উহাকে সুখাদির উপাদানকারণ বলি না, নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকার করি, তাঁহা হইতে পারে না।- কারণ বিষয়কে সুখাদির নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিলে অন্য উপাদানকারণ স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং কারণদ্বয়কল্পনার গৌরব হইয়া পড়ে, এক বিষয়কে উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করিলে কারণদ্বয়কল্পনারূপ গৌরব হয় না। বিশেষতঃ বৃদ্ধপরম্পরা-বাক্যে ও প্রত্যভিজ্ঞানদ্বারা বিষয়েতে সর্ব্বপুরুষ-সাধারণ স্থিরসুখের সিদ্ধি আছে। সেই সুখগ্রহণের নিমিত্ত বৃত্তিনিয়মাদি কল্পনাগৌরব দোষাবহ নহে; যেহেতু উহা ফলসাধক। যাহার কল্পনা-ব্যতিরেকে ফলসিদ্ধি হয় না; তাহার কল্পনাতে গৌরব হইলেও তাহা দূষণীয় নহে। মার্কণ্ডেয়পুরাণেও বিষয়ের সুখাদি উক্ত আছে। মার্ক-ণ্ডেয় বলিয়াছেন যে, সুখ ও দুঃখ চিত্তেরই হউক, কিম্বা দেহেরই হউক, তাহাতে আমার কি হইবে? তবে যে "আমি সুখী" এইরূপ প্রতীতি হয়, তাহা "আমি ধনী" এইরূপ প্রতীতির ন্যায় স্বস্বামিত্বরূপ সম্বন্ধস্বীকার করিয়া প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ যেমন "আমি ধনী" এই প্রতীতিতে ধনেতে আপনার স্বামিত্বরূপ সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়, "আমি সুখী" এই প্রতীতিতেও সেইরূপ স্বামিত্বসম্বন্ধ জানিবে। পুরুষেতে ধন ও সুখাদির সমবায়সম্বন্ধের ভ্রম-নিরাসার্থ শাস্ত্রে সুখী, দুঃখী ও মূঢ় হইতে অতিরিক্ত বলিয়া পুরুষ বিবেচিত হইয়াছে। শব্দাদি যে সুখাত্মক বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তাহাতে

বিষয়াসম্প্রয়োগকালে শান্তিসুখং সাত্ত্বিকং সুষুপ্ত্যাদৌ ব্যজ্যতে তদেব বুদ্ধি-ধর্ম্ম আত্মসুখমুচ্যত ইতি। যদ্যপি বৈশেষিকাদ্যা অপি তার্কিকাঃ প্রপঞ্চে-ঽন্যথাপি কার্য্যকারণব্যবস্থামনুমিমতে তথাপি বহুলশ্রুতিস্মৃত্যুপোদ্বলনেনা-স্মাভিরনুমিতৈব ব্যবস্থা মুমুক্ষুভিরুপাদেয়া মূলশৈথিল্যদোষেণ পরানুমানানাং দুর্ব্বলত্বাৎ। অতএব তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি বেদান্তসূত্রেণাপ্রতিষ্ঠাদোষতঃ কেবলতর্কোঽপাস্তঃ। তথা মনুনাপি—"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রা-বিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" ইতি বেদাবিরুদ্ধ-তর্কস্যৈবার্থনিশ্চায়কত্বমুক্তম্। তস্মাৎ—"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্য-শ্চোপপত্তিভিঃ।" ইত্যাদিবাক্যেভ্যঃ শ্রবণসমানার্থকমেব মননং বলবৎ। অন্যাকারং মননং তু পরেষাং দুর্ব্বলম্। এবং পুরুষেঽপি সুখদুঃখাদিমত্ত্বেন

একার্থ-সমবায়জন্য জানিতে হইবে, অর্থাৎ সুখের কারণীভূত বিষয়ের বাচক শব্দের শ্রবণাদিতে সুখ উপস্থিত হয় বলিয়াই শব্দ সুখাত্মক, এইরূপ ব্যবহার প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর উক্ত প্রমাণাদিদ্বারা শব্দাদিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখ থাকিলেও ফলবলবশত ঐ সুখাদি বুদ্ধিমাত্রেরই গ্রাহ্য হয়; বুদ্ধি-ব্যতিরেকে অন্য কাহারও সুখাদিগ্রহণের যোগ্যতা নাই। আর সুষুপ্তি-প্রভৃতিকালে যখন বিষয়সম্পর্ক থাকে না, তখন যে সাত্ত্বিক শান্তিসুখ ব্যক্তী-ভূত হয়, তাহাও চিত্তগত ধর্ম্মরূপে আত্মসুখ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যদিও বৈশেষিক এবং তার্কিকেরা এই প্রপঞ্চের কার্য্যকারণভাব-ব্যবস্থার অন্যথা অনুমান করেন, তথাপি মুমুক্ষু ব্যক্তিরা আমাদিগের ব্যবস্থাকে বহুল শ্রুতি-স্মৃতির অনুগত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৈশেষিকাদির অনুমান মূলশৈথিল্যদোষে দুর্ব্বল। বৈশেষিক ও তার্কিকগণ আমাদিগের মতের বিপরীতে আত্মার সুখাদি স্বীকার করেন, এই অনুমান শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ-বিধায় তাহা মুমুক্ষুরা আদর করেন না। বেদান্তসূত্রেও তার্কিক মতকে অপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া দূষিয়াছেন; অতএব কেবল তর্ক সর্ব্বথাই পরিহার্য্য। মনুও বলিয়াছেন, "যিনি বেদান্তশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা আর্য্যধর্ম্মোপ-দেশ অনুসন্ধান করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞ; তদন্যকে ধর্ম্মজ্ঞ বলা যায় না।" এই সকল প্রমাণে জানা যায় যে, বেদের অবিরোধী তর্কই ধর্ম্মনিশ্চায়ক

সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য ॥ ৬৬ ॥

তেষামনুমানং বহুলশ্রুত্যাদিবিরোধাদ্দুর্ব্বলমিতি দিক্। প্রকৃতিগতবিশেষং চ পশ্চাদ্বক্ষ্যামঃ ॥ ৬৫ ॥

নম্বখিলজড়েভ্যঃ পুরুষবিবেক এব মুক্তৌ হেতুস্তৎ কিমর্থং জড়ানামন্যো-হন্যবিবেকোহত্র দর্শিত ইতি চেৎ। প্রকৃত্যাদিতত্ত্বোপাসনয়া সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং বিবেকস্যাপ্যপেক্ষিতত্বাদিতি। কার্য্যকারণমুদ্রয়া প্রকৃতিপর্য্যন্তস্যানুমানেন বিবেকতঃ সিদ্ধিমুক্ত্বা যথোক্তকার্য্যকারণভাবশূন্যস্য পুরুষস্য প্রকারান্তরেণানু-মানতস্তথা সিদ্ধিমাহ। সংহননমারম্ভকসংযোগঃ স চাবয়বাবয়ব্যভেদাৎ

বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর "শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম শ্রবণ করিবে এবং যুক্তি-দ্বারা অনুমান করিবে" এই সকল বাক্যে জানা যায় যে, শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম শ্রবণের সমানার্থক অনুমানই বলবৎ জ্ঞান করিবে। তার্কিকাদির অন্য-প্রকার অনুমান সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল। বিশেষতঃ তাহারা যে পুরুষের সুখ-দুঃখাদি স্বীকার করে, তাহা শ্রুতি-স্মৃতির বিরুদ্ধবিধায় আমাদিগের অনু-মান অপেক্ষা দুর্ব্বল। প্রকৃতির যাহা বিশেষ আছে, তাহা পশ্চাৎ সবিশেষ বর্ণিত হইবে ॥ ৬৫ ॥

অখিল জড়পদার্থ হইতে পুরুষের বিবেকই মুক্তির হেতু, তবে সেই পুরুষ-বিবেক পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর জড়পদার্থের বিবেকপ্রদর্শন করিলেন কেন ? পরে ইহাই বক্তব্য যে, প্রকৃত্যাদির উপাসনাদ্বারা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বিবেকের অপেক্ষা করে, কার্য্যকারণভাবেও প্রকৃতি পর্য্যন্তের অনুমানদ্বারা বিবেক হইতে সিদ্ধিনিরূপণ করিয়া প্রকারান্তরানুমানদ্বারা যথোক্ত কার্য্য-কারণভাবশূন্য পুরুষের সিদ্ধিনিরূপণ করিতেছেন।—সংহনন শব্দের অর্থ আরম্ভক সংযোগ, সেই সংযোগ অবয়ব ও অবয়বীর অভেদহেতু প্রকৃতির কার্য্যমাত্রেই আছে। প্রকৃতির কার্য্যমাত্রই পরার্থ, এই অনুমানে পুরুষের বোধ হইয়া থাকে ; যেহেতু মহত্তত্ত্বাদি প্রকৃতির কার্য্য, এই নিমিত্ত অপরের ভোগ ও অপবর্গই সেই মহত্তত্ত্বাদির ফল। যেমন শয্যা ও আসনাদি অপ-রের ভোগার্থ হয়, সেইরূপ মহত্তত্ত্বাদিও অন্যের ভোগাদির নিমিত্ত জানিতে

প্রকৃতিকার্য্যসাধারণঃ। তথা চ সংহতানাং প্রকৃতিতৎকার্য্যাণাং পরার্থত্বানুমানেন পুরুষস্য বোধ ইত্যর্থঃ। তদ্যথা বিবাদাস্পদং প্রকৃতিমহদাদিকং পরার্থং স্বেতরস্য ভোগাপবর্গফলকং সংহতত্বাৎ শয্যাসনাদিবদিত্যনুমানেন প্রকৃতেঃ পরোঽসংহত এব পুরুষঃ সিদ্ধ্যতি তস্যাপি সংহতত্বেঽনবস্থাপত্তেঃ। পাতঞ্জলে চ পরার্থং সংহত্যকারিত্বাদিতি সূত্রকারেণানুমানং কৃতং তৎ তু যথাশ্রুতমেবাস্ত্যাবয়বসাধারণম্। ইতরসাহিত্যেনার্থক্রিয়াকারিত্বস্যৈব সংহত্যকারিতাশব্দার্থত্বাৎ। পুরুষস্য বিষয়প্রকাশরূপায়াং স্বার্থক্রিয়ায়াং নান্যদপেক্ষতে নিত্যপ্রকাশরূপত্বাৎ। পুরুষস্যার্থসম্বন্ধমাত্রে বুদ্ধিবৃত্ত্যপেক্ষণাৎ সম্বন্ধস্য নাসাধারণ্যর্থক্রিয়েতি। অত্র চ ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতীত্যাদিশ্রুতিস্মৃতয়োঽনুকূলতর্কাঃ।

হইবে। এই অনুমানদ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রকৃতিভিন্ন অথচ প্রকৃতির কার্য্যও নহেন, এমন কোন পুরুষ আছেন। মহত্তত্ত্বাদি এই পুরুষেরই ভোগ ও অপবর্গ সাধন করে। এই পুরুষকেও প্রকৃতির কার্য্য বলিলে অনবস্থাদোষ হয়, অর্থাৎ যদি পুরুষ প্রকৃতির কার্য্য হয়, তবে পুরুষের কার্য্য কি? এইরূপ অনবস্থা হইতে পারে। পাতঞ্জলসূত্রেও "প্রকৃতি অপরের নিমিত্ত কার্য্য করেন" এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। এই অনুমানও যথাশ্রুত অন্ত্যাবয়বসাধারণ, অর্থাৎ যে যে পদার্থ অন্ত্যাবয়বশালী, তাহারাই পরপ্রয়োজন সাধন করে। যেহেতু ইতরের সাহায্যে অর্থক্রিয়াকারিত্বই সংহত্যকারিত্ব শব্দের অর্থ। পুরুষ বিষয়প্রকাশরূপ স্বার্থক্রিয়াতে অন্যের অপেক্ষা করে না, কারণ সেই পুরুষ সর্ব্বদাই স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন, সুতরাং তিনি অপরের সাহায্যে ক্রিয়া করেন না। পুরুষের অর্থসম্বন্ধমাত্রে বুদ্ধিবৃত্তির অপেক্ষা করে, এই সম্বন্ধ অসাধারণ, ক্রিয়াস্বরূপ নহে। "সকলের কামনার নিমিত্ত সকল প্রিয় হয় না এবং আপনার কামনার নিমিত্ত সকলই প্রিয় হইয়া থাকে।" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিই উক্ত অনুমানের অনুকূল তর্ক। আর যদি সুখাদিমতী প্রকৃতি নিজের সুখভোগাদির নিমিত্ত হয়, তাহাহইলে, প্রকৃতিই প্রকৃতির জ্ঞেয়, এইরূপে কর্ত্তা ও কর্ম্মের বিরোধ ঘটে, অর্থাৎ এক প্রকৃতিই কর্ত্তা ও কর্ম্ম হইলেন, কিন্তু ইহা সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত? যেহেতু ধর্ম্মিজ্ঞানব্যতিরেকে

অন্যচ্চ সুখাদিমৎ প্রধানাদিকং যদি স্বস্য সুখাদিভোগার্থং স্যাৎ তদা তস্য সাক্ষাৎ স্বজ্ঞেয়ত্বে কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধো ন হি ধর্ম্মিভানং বিনা সুখস্য ভানং সম্ভবতি। অহং সুখীত্যেবং সুখানুভবাদিতি। অপি চ সংহন্যমানানাং বহূনাং গুণানাং তৎকার্য্যাণাং চানেকবিকারাণামনেকচৈতন্যগুণকল্পনায়াং গৌরবেণ লাঘবাদেক এব চিৎপ্রকাশরূপঃ পুরুষঃ সর্ব্বসংহতেভ্যঃ পরঃ কল্পয়িতুং যুজ্যত ইতি। অনেন সূত্রেণ নিমিত্তকারণতয়া পুরুষানুমানমুক্তং পুরুষার্থস্যাখিলবস্তুসংহননিমিত্তত্ববচনাৎ। অতএব সর্গাদ্যুৎপন্নং পুরুষং প্রকৃত্য বিষ্ণুপুরাণাদৌ স্মর্য্যতে। "নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি। প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ॥ গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতান্মুনে। গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে দ্বিজোত্তম॥" ইত্যাদিক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠানং

সুখাদি ধর্ম্মের জ্ঞান হইতে পারে না, অর্থাৎ "আমি সুখী" এইরূপ জ্ঞান না হইলে সুখের জ্ঞান হয় না। এইক্ষণ ইহাই মীমাংসা হইল যে, প্রকৃতির কার্য্যসকলের প্রকাশের নিমিত্ত অবশ্যই পুরুষস্বীকার করিতে হয়। আর যদি বল, প্রকৃতির কার্য্যভূত গুণসকলও সেই সকল গুণের কার্য্যস্বরূপ অনেকানেক বিকারের অনেক চৈতন্য কল্পনা করি। তাহাহইলে সেই সকল চৈতন্য তাহাদিগকে প্রকাশ করিবে, তবে আর পুরুষস্বীকার করি কেন? ইহার উত্তর এই যে, অনন্ত চৈতন্যকল্পনাতে গৌরব আছে, অতএব লাঘবতঃ এক পুরুষকে সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া স্বীকার করি। এই সূত্রোক্ত অনুমানদ্বারা পুরুষকে নিমিত্তকারণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ পুরুষ সকল পদার্থের নিমিত্তকারণ, যেহেতু পুরুষার্থই অখিল বস্তুর আরম্ভক সংযোগের নিমিত্ত বলিয়া উক্ত আছে। অতএব সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুপুরাণাদিতে কথিত আছে যে, "সৃষ্টিকার্য্যেতে এই পুরুষই সৃজ্যমান পদার্থসকলের নিমিত্তকারণ; যেহেতু প্রকৃতিই সকলের উপাদানকারণ, সেই গুণসাম্যা প্রকৃতি পুরুষেতে অধিষ্ঠিত থাকে এবং সৃষ্টিকালে তাহার সেই গুণসকলই সৃষ্টির ব্যঞ্জক হয়।" এইরূপে যে পুরুষে প্রকৃতির অধিষ্ঠান উক্ত হইয়াছে, তাহাতে পুরুষার্থের সমাপ্তিপর্য্যন্ত সংযোগমাত্র জানা যায়, মহত্তত্ত্বই প্রকৃতির গুণব্যঞ্জক, ঐ মহত্তত্ত্বই কারণরূপে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃ-

মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্ ॥ ৬৭ ॥
পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্ ॥ ৬৮ ॥

চাসমাপ্তপুরুষার্থস্ত সংযোগমাত্রং গুণব্যঞ্জনং মহত্তত্বং কারণতয়া ত্রিগুণাত্ম-প্রধানব্যঞ্জকত্বাদিতি। তদেবমচাক্ষুষাণামনুমানেন সিদ্ধিরুক্তা ॥ ৬৬ ॥

ইদানীং সর্ব্বকারণত্বোপপত্তয়ে প্রকৃতিনিত্যত্বমুপপাদ্যতে পুরুষকৌটস্থ্য-সিদ্ধ্যর্থম্। ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং মূলমুপাদানং প্রধানং মূলশূন্যম্। অন-বস্থাপত্ত্যা তত্র মূলান্তরাসম্ভবাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

নন্থ "তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম।" ইত্যাদিনা প্রধানস্যাপি পুরুষাদুৎপত্তিশ্রবণাৎ পুরুষ এব প্রকৃতের্ম্মূলং ভবতু পুরুষস্ত নিত্যতয়া চ নানবস্থা বিদ্যাদ্বারকতয়া চ ন পুরুষকৌটস্থ্যহানিঃ। তথা চ স্মর্য্যতে। "তস্মাদ-

---

তির ব্যঞ্জক। এইরূপে যে সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর নহে, তাহাদিগেরও অনুমানদ্বারা সিদ্ধি কথিত হইল ॥ ৬৬ ॥

এইক্ষণ প্রকৃতির সর্ব্বকারণতার উপপত্তির নিমিত্ত সেই প্রকৃতির নিত্যতা-প্রতিপাদন করিতেছেন।—ইহাদ্বারাই পুরুষের কূটস্থতা সিদ্ধ হইবে। ত্রয়ো-বিংশতি তত্ত্বের উপাদানকারণরূপা প্রকৃতি মূলশূন্য, তাহার কোন কারণ নাই, অতএব উহা নিত্য। ঐ প্রকৃতির মূল উপাদান স্বীকার করিলে অন-বস্থাদোষের আপত্তি হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির কারণ যদি কেহ থাকে, তাহা-হইলে সেই কারণের কারণ কে? এইরূপ অনবস্থাদোষ ঘটিতে পারে। সুতরাং প্রকৃতিই সকলের কারণ, তাহার কারণ নাই ॥ ৬৭ ॥

"সেই পুরুষ হইতেই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির উৎপত্তি হইয়াছে" ইত্যাদি বচনে পুরুষ হইতেই প্রকৃতির উৎত্তির শ্রবণ আছে, অতএব পুরুষকেই প্রকৃতির মূল কারণ বলি এবং পুরুষ নিত্য; সুতরাং পূর্ব্ববৎ অনবস্থাদোষও ঘটিতে পারে না এবং অবিদ্যাদ্বারাই পুরুষ প্রকৃতির কারণ, এইহেতু তাহার কূটস্থতারও হানি নাই, এই বিষয়ে বৃদ্ধেরা স্মরণ করিয়া থাকেন যে, অজ্ঞানমূলকই পুরুষের এই সংসার, তবে আর প্রকৃতির নিত্যতাস্বীকার করি কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি অবিদ্যাদ্বারা পরম্পরাক্রমে

সমানঃ প্রকৃতের্দ্বয়োঃ ॥ ৬৯ ॥

জ্ঞানমূলোহয়ং সংসারঃ পুরুষস্ত হি।" ইতি। ইত্যাশঙ্ক্যাহ অবিদ্যাদিদ্বারেণ পরম্পরয়া পুরুষস্ত জগন্মূলকারণত্বেঽপ্যেকস্মিন্নবিদ্যাদৌ যত্র কুত্রচিন্নিত্যে দ্বারে পরম্পরায়াঃ পর্য্যবসানং ভবিষ্যতি পুরুষস্তাপরিণামিত্বাৎ। অতো যত্র পর্য্যবসানং সৈব নিত্যা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্ত সংজ্ঞামাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

নন্বেবং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানীতি নোপপদ্যতে মহত্তত্ত্বকারণাব্যক্তাপেক্ষয়াপি জড়তত্ত্বান্তরাপত্তেরিত্যাশয়েন মূলসমাধানমাহ। বস্তুতস্তু প্রকৃতের্ম্মূলকারণবিচারে দ্বয়োর্ব্বাদিপ্রতিবাদিনোরাবয়োঃ সমানঃ পক্ষঃ। এতদুক্তং ভবতি যথা প্রকৃতেরুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে এবমবিদ্যায়া অপি। "অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ।" ইত্যাদিবাক্যৈঃ। অত একস্যা অবশ্যং গৌণ্যুৎ-

পুরুষ এই জগতের মূল কারণ হইল, তাহাহইলেও সেই পুরুষের দ্বারভূত যে কোন নিত্য অবিদ্যাতে সেই পরম্পরার পর্য্যবসান স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু পুরুষ অপরিণামী; সুতরাং তাহাতে পরম্পরার পর্য্যবসান স্বীকার করা যায় না। অতএব ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, যে অবিদ্যাতে উক্ত পরম্পরার পর্য্যবসান হইবে, সেই অবিদ্যাই নিত্য প্রকৃতি। প্রকৃতি মূল কারণের নামান্তরমাত্র ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। অতএব যিনি মূল কারণ, তাঁহাকেই প্রকৃতি বলিলে দোষা দোষ কি? ॥ ৬৮ ॥

যদি পৃথক্ অবিদ্যা স্বীকার করিলে, তবে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের হানি হইল, মহত্তত্ত্বের কারণীভূত অব্যক্ত তত্ত্বান্তর অবিদ্যা স্বীকার করিলে ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব হইল। এই আশঙ্কায় সমাধান করিতেছেন।—বাস্তবিক প্রকৃতির মূলকারণ বিচারপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষই সমান বোধ হইবে। যেমন প্রকৃতির উৎপত্তি শ্রুত আছে, সেইরূপ অবিদ্যার উৎপত্তিও শ্রুত হয়। "পঞ্চপর্ব্বা এই অবিদ্যা পরমাত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্যে অবিদ্যারও উৎপত্তি জানা যায়। এইক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যদি অদ্বিতীয়া প্রকৃতির সাক্ষাৎ উৎপত্তি না থাকুক,

পত্তির্ব্বক্তব্যা। তত্র চ প্রকৃতেরেব পুরুষসংযোগাদিভিরভিব্যক্তিরূপা গৌণ্যুৎপত্তির্যুক্তা। "সংযোগলক্ষণোৎপত্তিঃ কথ্যতে জ্ঞানকর্ম্মণোরিতি" কৌর্ম্মবাক্যে প্রকৃতিপুরুষয়োর্গৌণোৎপত্তিস্মরণাৎ। অবিদ্যায়াস্চ ক্বাপি গৌণোৎপত্ত্যশ্রবণাৎ তস্যা অনাদিতাবাক্যানি তু প্রবাহরূপেণৈব বাসনাদ্যনাদিবাক্যবদ্ব্যাখ্যেয়ানীতি। অবিদ্যা চ মিথ্যাজ্ঞানরূপা বুদ্ধিধর্ম্ম ইতি যোগে স্থিতত্বান্মতো ন তত্ত্বাধিক্যম্। অথবা দ্বয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সমান এব ন্যায় ইত্যর্থঃ। "যতঃ প্রধানপুরুষৌ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্। কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু।" ইত্যাদিবাক্যৈঃ পুরুষস্যাপ্যুৎপত্তিশ্রবণাদিতি ভাবঃ। তথা চ পুরুষস্যেব প্রকৃতেরপি গৌণ্যেবোৎপত্তিঃ নিত্যত্বশ্রবণাদিত্যপি সমানমিতি। তস্মাৎ প্রকৃতিরেবোপাদানং জগতঃ প্রকৃতিধর্ম্মশ্চাবিদ্যা জগ-

---

তথাপি উহার গৌণ উৎপত্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। পুরুষসংযোগাদিদ্বারা যে প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা, তাহাকেই প্রকৃতির গৌণ উৎপত্তি বলা যায়। "জ্ঞান ও কর্ম্ম ইহাদিগের যে পুরুষসংযোগ, তাহাই উৎপত্তি বলিয়া কথিত হয়" ইত্যাদি কূর্ম্মপুরাণীয় বচনে প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগেরই গৌণ উৎপত্তির স্মরণ আছে। কিন্তু কোনস্থলেও অবিদ্যার গৌণ উৎপত্তির শ্রবণ নাই, সর্ব্বত্রই অবিদ্যার মুখ্য উৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে যে অবিদ্যা অনাদি বলিয়া প্রবাদ আছে, তাহা বাসনাদির ন্যায় প্রবাহরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেমন কোন একটি বাসনাই অনাদি নহে, কিন্তু বাসনাপ্রবাহ, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন বাসনা অনাদি, সেইরূপ কোন একটি অবিদ্যা অনাদি না হউক, কিন্তু অবিদ্যাপ্রবাহ অনাদি বটে। বিশেষতঃ "অবিদ্যা মিথ্যাজ্ঞানরূপ বুদ্ধির ধর্ম্ম" এইরূপ পাতঞ্জল যোগসূত্রে উক্ত আছে, সুতরাং তত্ত্বাধিক্যের আশঙ্কা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে এইরূপ অর্থও হইতে পারে যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ইহাদিগের নিয়ম সমান। যেহেতু "যে বিষ্ণু হইতে প্রকৃতি, পুরুষ ও এই চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে এবং যিনি সকলের কারণ, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" ইত্যাদি বাক্যে পুরুষেরও উৎপত্তি শ্রবণ আছে। এইরূপ ইহাই ব্যবস্থা হইতেছে যে, পুরুষের ন্যায় প্রকৃতিরও গৌণ উৎপত্তি হয়; কারণ ঐ প্রকৃতির নিত্যতা শ্রবণ আছে। এই

ন্নিমিত্তকারণং তথা পুরুষোঽপীতি সিদ্ধম্। যৎ তু "অবিদ্যামাহুরব্যক্তং সর্গপ্রলয়ধর্ম্মিণম্। সর্গপ্রলয়নির্ম্মুক্তং বিদ্যাং বৈ পঞ্চবিংশকম্।" ইতি মোক্ষধর্ম্মে প্রকৃতিপুরুষয়োরবিদ্যাবিদ্যেতি বচনে তৎ তদুভয়বিষয়তয়োপচরিতমেব পরিণামিত্বেন হি পুরুষাপেক্ষয়া প্রকৃতিরসতীতি তস্যা অবিদ্যাবিষয়ত্বমুক্তম্। এবমেব তস্মিন্ প্রকরণে স্বস্বকারণাপেক্ষয়া ভূতান্তং কার্য্যজাতমবিদ্যেত্যুক্তং স্বস্বাপেক্ষয়া চ স্বস্বকারণং বিদ্যেতি। পুরুষস্য পরিণামরূপং জগদুপাদানত্বং তু প্রকৃত্যুপাধিকমেব কর্তৃত্বাদিবচ্ছ্রুতিস্মৃত্যোরুপাসার্থমেবানূদ্যতে। অন্যথাস্থূলমনণ্বহ্রস্বমিত্যাদিশ্রুতিবিরোধাপত্তেরিতি মন্তব্যম্। মায়াশব্দেন চ প্রকৃতিরেবোচ্যতে মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাদিতি

প্রকারেও উভয়পক্ষ সমান হইল। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রকৃতিই জগতের উপাদানকারণ, প্রকৃতির ধর্ম্ম অবিদ্যা এবং পুরুষ এই উভয়ই জগতের নিমিত্তকারণ। আর "অবিদ্যা অব্যক্ত, সৃষ্টি ও প্রলয় ইহার ধর্ম্ম এবং বিদ্যা সৃষ্টি ও প্রলয়ধর্ম্মবিহীন, উহাই পঞ্চবিংশতত্ত্ব" এইরূপে যে মোক্ষধর্ম্মে প্রকৃতি ও পুরুষ ইহারাই অবিদ্যা ও বিদ্যা বলিয়া কথিত আছে, তাহা উভয়বিষয়ক উপচারমাত্র, অর্থাৎ অবিদ্যা প্রকৃতির বিষয় এবং বিদ্যা পুরুষের বিষয়। বাস্তবিক প্রকৃতির পরিণাম আছে, এইহেতু উহা পুরুষ অপেক্ষা অসতী, এই নিমিত্তই অবিদ্যা প্রকৃতির বিষয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইরূপে সেই মোক্ষধর্ম্মপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, স্ব স্ব কারণাপেক্ষায় ভূতান্ত কার্য্যসকলই অবিদ্যা এবং সেই সেই কার্য্যাপেক্ষায় স্ব স্ব কারণই বিদ্যা। পুরুষ যে পরিণামিরূপে জগতের উপাদান হয়, তাহা প্রকৃতিরূপ উপাধিদ্বারাই হইয়া থাকে। যেমন উপাধিবশতঃ পুরুষের কর্তৃত্ব শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ পুরুষের উপাদানকারণত্বও উপাধিকৃত জানিবে। উহা কেবল পুরুষের উপাসনার্থই কথিত হইয়াছে। তাঁহার ঔপাধিক পরিণাম, কর্তৃত্ব ও উপাদানত্ব স্বীকার না করিলে "পুরুষ স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে ও হ্রস্ব নহে" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ উপপত্তির বিরোধ হয়। "মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে" ইত্যাদি শ্রুতিবলে এইস্থলে মায়াশব্দে প্রকৃতি বলিতে হইবে। "পুরুষ মায়াবান্ হইয়াই এই অনন্ত

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রুতৌ। "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।" ইতি পূর্ব্বপ্রক্রান্তমায়ায়াঃ প্রকৃতিস্বরূপতাবচনাৎ। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রাকৃতং তু গুণত্রয়ম্। এতন্ময়ী চ প্রকৃতির্মায়া যা বৈষ্ণবী শ্রুতা ॥ লোহিত-শ্বেতকৃষ্ণেতি তস্যাস্তাদৃগ্বহুপ্রজাঃ।" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। ন তু জ্ঞাননাশ্যা-বিদ্যা মায়াশব্দার্থো নিত্যত্বানুপপত্তেঃ। কিঞ্চাবিদ্যায়া দ্রব্যত্বে শব্দমাত্র-ভেদো গুণত্বে চ তদাধারতয়া প্রকৃতিসিদ্ধিঃ পুরুষস্য নির্গুণত্বাদিভ্যঃ। অথ দ্রব্যগুণকর্ম্মবিলক্ষণৈবাস্মাভিরবিদ্যা বক্তব্যেতি চেন্ন তাদৃক্‌পদার্থাপ্রতীতে-রুক্তত্বাদিতি ॥ ৬৯ ॥

নন্বেবং চেৎ প্রকৃতিপুরুষাদ্যনুমানপ্রকারোঽস্তি তর্হি সর্ব্বেষামেব কথং

জগৎ সৃষ্টি করেন, এই নিমিত্ত এই জগতে পুরুষভিন্ন সকলই মায়াকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ থাকে" ইত্যাদি প্রমাণেও মায়াকে প্রকৃতি স্বরূপ বলা হইয়াছে। আর "সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনটি প্রকৃতির গুণ এবং যিনি বৈষ্ণবী মায়া বলিয়া শ্রুত আছেন, তিনিই উক্ত গুণত্রয়ময়ী প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সুখ-দুঃখ-মোহাত্মিকা, এই নিমিত্ত সেই প্রকৃতির প্রজাসকলও সুখ দুঃখ মোহা-ত্মক" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও মায়াশব্দে প্রকৃতি অভিহিত হয়; কিন্তু জ্ঞাননাশ্য অবিদ্যাকে মায়া বলা যায় না, তাহাহইলে তাহার নিত্যতার অনুপপত্তি হয়। পক্ষান্তরে বলিতেছেন,—অবিদ্যা দ্রব্য কি গুণ? যদি তাহাকে দ্রব্য বল, তাহাহইলে অবিদ্যা ও প্রকৃতি এই শব্দমাত্রেরই ভেদ হয়, প্রকৃত পদা-র্থের কোন ভেদ দেখা যায় না। আর যদি বল, অবিদ্যা গুণপদার্থ,তাহাহইলেও অবিদ্যার আধারতারূপে উহার প্রকৃতিত্ব সিদ্ধি আছে; যেহেতু পুরুষ নির্গুণ, উহার গুণাধারতার সম্ভব নাই। আর যদি বল, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের অতি-রিক্তই আমরা অবিদ্যাকে স্বীকার করি, তাহা বলিতে পারনা; যেহেতু দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম ইহাদিগের অতিরিক্ত পদার্থের প্রতীতি নাই। ৬৯ ॥

এইরূপেই যদি প্রকৃতিপুরুষাদির অনুমান করা যায়, তাহাহইলে সকলে-রই কেন প্রকৃতিপুরুষানুমানদ্বারা বিবেক জন্মে না, এই আশঙ্কায় বলিতে-

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ ॥ ৭১ ॥

বিবেকমননং ন জায়তে তত্রাহ। শ্রবণাদাবিব মননেঽপ্যধিকারিণস্ত্রিবিধা মন্দমধ্যমোত্তমা ইত্যতো ন সর্ব্বেষামেব মনননিয়মঃ কুতর্কাদিভির্ম্মন্দমধ্যময়োর্ব্বাধসৎপ্রতিপক্ষতাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। মন্দৈর্হি বৌদ্ধাদ্যুক্তকুতর্কজাতেনোক্তানুমানানি বাধ্যন্তে। মধ্যমৈশ্চ বুদ্ধাদ্যুক্তৈরেব বিরুদ্ধাসল্লিঙ্গৈঃ সৎপ্রতিপক্ষিতানি ক্রিয়ন্তে। অত উত্তমাধিকারিণামেবৈতাদৃশমননং ভবতীতি ভাবঃ ॥৭০॥

প্রকৃতেঃ স্বরূপং গুণসাম্যং প্রাগেবোক্তম্। সূক্ষ্মভূতাদিকং চ প্রসিদ্ধমেবাস্তীতি। অবশিষ্টয়োর্ম্মহদহঙ্কারয়োঃ স্বরূপমাহ সূত্রাভ্যাম্। মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনো মননবৃত্তিকম্। মননমত্র নিশ্চয়স্তদ্বৃত্তিকা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ।

ছেন।—এই জগতে ত্রিবিধ অধিকারী আছে, শ্রবণাদির ন্যায় মননেও ত্রিবিধ অধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মন্দ, মধ্য ও উত্তম, এই ত্রিবিধ অধিকারীদিগেরই মননাদি হইয়া থাকে, অতএব সাধারণের বিবেক হইতে পারে না। যাহারা মন্দ ও মধ্যমাধিকারী তাহাদিগের কুতর্কাদিদ্বারা উক্ত প্রকৃতিপুরুষাদির অনুমানের বাধ ও সৎপ্রতি পক্ষতার (অনুমানবিরোধী দোষবিশেষ) সম্ভব আছে। বৌদ্ধগণ যেরূপ কুতর্ক করিয়া থাকে, মন্দাধিকারীরাও সেইরূপ কুতর্কের বশীভূত হইয়া উক্ত অনুমানের বাধ দেয়; সুতরাং এই কুতর্করূপ বাধই মন্দাধিকারীদিগের প্রকৃতিপুরুষের অনুমানের প্রতিবন্ধক। আর যাহারা মধ্যবিধ অধিকারী, তাহারা বৌদ্ধগণের পরিকল্পিত বিরুদ্ধ ও অসৎ হেতুদর্শন করিয়া অনুমান করিতে অক্ষম হয়; সুতরাং সকলে প্রকৃতিপুরুষের অনুমান করিতে পারে না, এই নিমিত্ত তাহাদিগের বিবেক জন্মে না। কেবল যাহারা উত্তমাধিকারী, তাহাদিগেরই উক্তরূপ অনুমান জন্মিয়া বিবেকের উৎপত্তি হইতে পারে। ৭০ ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতির স্বরূপ, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এবং সূক্ষ্মভূতাদি ও প্রসিদ্ধ আছে, এইক্ষণ বক্ষ্যমাণ সূত্রদ্বয়ে অবশিষ্ট মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের স্বরূপ বলিতেছেন।—যাহা প্রকৃতির আদ্যকার্য্য, তাহারই নাম মহত্তত্ত্ব, ইহাকেই মন বলা যায় এবং মননই ইহার

চরমোঽহঙ্কারঃ ॥ ৭২ ॥

তৎকার্য্যত্বমুত্তরেষাম্ ॥ ৭৩ ॥

আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ ॥ ৭৪ ॥

"যদেতদ্বিস্তৃতং বীজং প্রধানপুরুষাত্মকম্। মহত্তত্ত্বমিতি প্রোক্তং বুদ্ধিতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥" ইত্যাদিবাক্যেভ্যো বুদ্ধেরেবাদ্যকার্য্যত্বাবগমাৎ ॥ ৭১ ॥

তস্যানন্তরো যঃ যোঽহঙ্করোতীত্যহঙ্কারোঽভিমানবৃত্তিক ইত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

যতোঽভিমানবৃত্তিকোঽহঙ্কারোঽতস্তৎকার্য্যত্বমুত্তরেষামুপপন্নমিত্যাহ। সুগমম্। এবং ত্রিসূত্রীং ব্যাখ্যায় পৌনরুক্ত্যাশঙ্কাপাস্তা ॥ ৭৩ ॥

নন্বেবং প্রকৃতিঃ সর্গকারণমিতি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধ ইত্যাশঙ্কায়ামাহ ॥ পারম্পর্য্যেঽপি সাক্ষাদহেতুত্বেঽপ্যাদ্যায়াঃ প্রকৃতের্হেতুতা অহঙ্কারাদিষু মহ-

---

বৃত্তি। এইস্থলে নিশ্চয়রূপা বৃত্তিই মনন; সুতরাং ইহাকেই নিশ্চয়বৃত্তিকা বুদ্ধি বলা যায়। "এই যে প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগতের বিস্তৃত বীজ, তাহাকেই মহত্তত্ত্ব বলে এবং মহত্তত্ত্বই বুদ্ধিতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হয়।" ইত্যাদিবাক্যে জানা যায় যে, বুদ্ধিই প্রকৃতির আদি কার্য্য ॥ ৭১ ॥

বুদ্ধিতত্ত্বে অনন্তর যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই অহঙ্কার, অর্থাৎ যে তত্ত্ব "অহং" ইত্যাকার জ্ঞান জন্মায়, তাহারই নাম অহঙ্কার। অভিমান এই অহঙ্কারের বৃত্তি ॥ ৭২ ॥

যেহেতু অভিমানই অহঙ্কারের বৃত্তি, অতএব উত্তরতত্ত্ব, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূতাদি সকলই সেই অভিমানের কার্য্য। উক্ত সূত্রত্রয়ের এইরূপ ব্যাখ্যাদ্বারা পুনরুক্তি আশঙ্কা নিরস্ত হইয়াছে ॥ ৭৩ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অহঙ্কারের উত্তরবর্ত্তী পদার্থসকল অভিমানের কার্য্য। এইরূপ স্বীকার করিলে শ্রুতিস্মৃতিতে যে প্রকৃতি সর্ব্বকারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহার বিরোধ হইল, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—প্রকৃতি সাক্ষাৎকারণ না হইলেও পরম্পরারূপে প্রকৃতির সর্ব্বকারণত্ব সিদ্ধ আছে। যেহেতু প্রকৃতি মহত্তত্ত্বাদিদ্বারা অহঙ্কারাদি সৃষ্টি করেন। যেমন বৈশেষিক-

পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য হানেঽন্যতরযোগঃ ॥৭৫॥

দাদিদ্বারাস্তি। যথা বৈশেষিকমতেঽণূনাং ঘটাদিহেতুতা দ্ব্যণুকাদিদ্বারৈবে-ত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

নন্বু প্রকৃতিপুরুষয়োরুভয়োরেব নিত্যত্বাৎ প্রকৃতেরেব কারণত্বে কিং নিয়ামকং তত্রাহ। দ্বয়োরেব পুম্প্রকৃত্যোরখিলকার্য্যপূর্ব্বভাবিত্বেঽপ্যেকতরস্য পুরুষস্যাপরিণামিত্বেন কারণতাহান্যান্যতরস্যাঃ কারণত্বৌচিত্যমিত্যর্থঃ। পুরুষস্যাপরিণামিত্বে চেদং বীজম্। পুরুষস্য সংহত্যকারিত্বে পরার্থত্বাপত্ত্যান-বস্থা। অসংহত্যকারিত্বে সর্ব্বদা মহদাদিকার্য্যপ্রসঙ্গঃ। প্রকৃতিদ্বারা পরি-ণামকল্পনে চ লাঘবাৎ তস্যা এব পরিণামোঽস্তু পুরুষে তু স্বামিত্বেন স্রষ্টৃ-ত্বোপচারো যথা যোধেষু বর্ত্তমানৌ জয়পরাজয়ৌ রাজন্যুপচর্য্যেতে তৎফল-সুখদুঃখভোক্তৃত্বেন তৎস্বামিত্বাদিতি। কিঞ্চ ধর্ম্মিগ্রাহকমানেন কারণতৈব

মতে দ্ব্যণুকাদিদ্বারা পরমাণুই ঘটাদির হেতু, সেইরূপ মহত্তত্ত্বাদিদ্বারা প্রকৃ-তিই অহঙ্কারাদির হেতু ॥ ৭৪ ॥

যদি প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য হইল, তাহাহইলে প্রকৃতিই যে জগ-তের কারণ তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ই জগতের কার্য্যসমূহের পূর্ব্ববর্ত্তিরূপে কারণ হউক, তথাপি পুরুষ অপরিণামীবিধায় সেই পুরুষ জগতের উপাদানকারণ হইতে পারে না; সুতরাং প্রকৃতিরই জগৎকারণতা উচিত। পুরুষের অপরিণামিত্বের কারণ এই যে, তাঁহার সংহত্যকারিত্ব স্বীকার করিলে পরার্থত্বাপত্তি হয়; সুতরাং অনবস্থাদোষ ঘটিয়া উঠে, অর্থাৎ পুরুষেরও যদি সাহায্যান্তর কল্পনা কর, তাহাহইলে তিনিও পরার্থ হইলেন। অতএব সেই সাহায্যান্তরেরই বা সাহায্যকে? এইরূপ উত্তরোত্তরকারণানুসন্ধানরূপ অনবস্থাপত্তি হয়; অত-এব পুরুষ যে অপরিণামী তাহায় সংশয় নাই। আর পুরুষকে সাহায্যান্তরের অনপেক্ষী বলিলে সর্ব্বদাই মহদাদি কার্য্যপ্রসঙ্গ হইতে পারে, আর প্রকৃতি-দ্বারা তাহার পরিণামকল্পনা করিলে লাঘবত সেই প্রকৃতিরই পরিণাম হউক, পুরুষের উক্তরূপ পরিণাম স্বীকার করিব কেন? তবে পুরুষ কিরূপে

প্রকৃতেঃ সিদ্ধৌ নান্যকারণাকাঙ্ক্ষাস্তি। যথা ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণেন দ্রষ্টৃতয়া পুরুষসিদ্ধৌ নান্যদ্রষ্ট্রাকাঙ্ক্ষেতি। অপি চ পুরুষস্য পরিণামিত্বে কদাচিচ্চক্ষুর্ম্মন-আদিবদজ্ঞাতত্বমপি স্যাৎ। তথা চ বিদ্যমানমপি সুখদুঃখাদিকং ন জ্ঞায়েত ততশ্চাহং সুখী ন বেত্যাদিসংশয়াপত্তিঃ। অতঃ সদা প্রকাশস্বরূপত্বানপায়েন পুরুষস্যাপরিণামিত্বং সিদ্ধ্যতি। তদুক্তং যোগসূত্রেণ সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তস্য বৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাদিতি। তদ্ভাষ্যেণ চ সদা জ্ঞানবিষয়ত্বং তু পুরুষস্যাপরিণামিত্বং পরিদীপয়তীতি। সদা প্রকাশস্বরূপত্বেঽপি যথা নৈকদা বিশ্বপ্রকাশত্বং তথা বক্ষ্যামঃ ॥ ৭৫ ॥

সর্ব্বস্বামী হইলেন, ইহার উত্তর এই যে,—যেমন সৈন্যবর্গের জয়পরাজয়ে রাজাতেই সেই জয়পরাজয়ের উপচার হয়, কারণ রাজাই সেই জয়পরাজয়-জন্য সুখদুঃখের ভাগীরূপে স্বামী হয়েন; সেইরূপ পুরুষেরও সর্ব্বকর্ত্তা-রূপে উপচার হয়। তিনি সাক্ষাৎকর্ত্তা না হইলেও পরম্পরারূপে তাঁহার সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব আছে। পক্ষান্তরে বলিতেছেন, ধর্ম্মিগ্রাহক অনুমানদ্বারা কারণ-রূপে প্রকৃতির সিদ্ধি আছে; সুতরাং তদ্বিষয়ে কারণান্তরের আকাঙ্ক্ষা নাই। যেমন উক্ত প্রমাণদ্বারা পুরুষ সর্ব্বদ্রষ্টা বলিয়া প্রসিদ্ধিসত্ত্বে অন্য দ্রষ্টার আকাঙ্ক্ষা নাই, সেইরূপ প্রকৃতিনির্ণয়ে কারণানুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। আর পুরুষের পরিণামস্বীকার করিলে কদাচিৎ তাহার চক্ষুপ্রভৃতির ন্যায় বদ্ধ্যত্ব হইতে পারে। ইহাতে বিদ্যমান সুখদুঃখাদিরও অপরিজ্ঞানের সম্ভাবনা হয়; সুতরাং সুখভোগকালেও "আমি সুখী কি না" এইরূপ সংশয় হইতে পারে। অতএব পুরুষ স্বপ্রকাশস্বরূপবিধায় তাহার অপরিণামিত্ব সিদ্ধ আছে। পাতঞ্জলযোগসূত্রে কথিত আছে যে, যেহেতু সেই পুরুষ অপরিণামী, অত-এব চিত্তবৃত্তিসকল সর্ব্বদা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। যোগসূত্রের ভাষ্যকার লিখিয়াছেন যে, পুরুষের সর্ব্বদা জ্ঞানবিষয়ত্বই তাঁহার অপরিণামিত্ব প্রদীপিত করিতেছে। পুরুষ সর্ব্বদা প্রকাশস্বরূপ হইলেও যে একদা বিশ্বপ্রকাশ হয় না, ইহার সবিশেষ পরে ব্যক্ত হইবে ॥ ৭৫ ॥

পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্ ॥ ৭৬ ॥

প্রকৃতের্যুগপৎ কারণত্বোপপত্তয়ে বিভুত্বমপি প্রতিপাদয়তি। সর্ব্বোপাদানং প্রধানং ন পরিচ্ছিন্নং ব্যাপকমিত্যর্থঃ। সর্ব্বোপাদনত্বমত্র হেতুগর্ভবিশেষণম্। পরিচ্ছিন্নে তদসম্ভবাদিতি। নন্থ প্রকৃতেরপরিচ্ছিন্নত্বং নোপপদ্যতে প্রকৃতির্হি সত্ত্বাদিগুণত্রয়াদতিরিক্তা ন ভবতি সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাদিত্যাগামিসূত্রাৎ। যোগসূত্রভাষ্যাভ্যাং স্পষ্টমবধৃতত্বাচ্চ। তেষাং চ সত্ত্বাদীনাং লঘুত্বচলত্বগুরুত্বাদয়ো ধর্ম্মা বক্ষ্যমাণা বিভুত্বে সতি বিরুদ্ধ্যন্তে সৃষ্ট্যাদিহেতবঃ সংযোগবিভাগাদয়শ্চ নোপপদ্যন্ত ইতি। অত্রোচ্যতে। পরিচ্ছিন্নত্বমত্র দৈশিকাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বং তদভাবশ্চ ব্যাপকত্বম্। তথা চ জগৎকারণত্বস্ত দৈশিকাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বমেবেতি প্রকৃতের্ব্ব্যাপকত্বমিতি পর্য্যবসিতম্। যথা প্রাণস্ত স্থাবরজঙ্গমাদ্য-

---

প্রকৃতি একদাই সকলের কারণ হইতে পারেন, এই বিষয়ের উপপত্তির জন্য সেই প্রকৃতির বিভুত্বপ্রতিপাদন করিতেছেন।—যেহেতু প্রকৃতি সকলের উপাদানকারণ. অতএব তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন; পরন্ত সর্ব্বব্যাপক। যদি প্রকৃতিকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে প্রকৃতির সর্ব্বোপাদানত্ব সম্ভবে না। যদি বল, প্রকৃতির অপরিচ্ছিন্নত্ব উপপন্ন হইতেছে না, কারণ প্রকৃতি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অতিরিক্ত নহে; কিন্তু যখন দেখিতেছি, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অপরিচ্ছিন্নতা নাই, তখন যে উক্ত গুণত্রয়রূপা প্রকৃতির অপরিচ্ছিন্নত্ব হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। ইহা বক্ষ্যমাণসূত্রেও উক্ত আছে এবং পাতঞ্জলযোগে উভয়সূত্রদ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে অবধৃত হইয়াছে। সেই সত্ত্বাদির লঘুত্ব, চলত্ব ও গুরুত্বাদিধর্ম্ম কথিত হইবে। এইক্ষণে প্রকৃতির বিভুত্বস্বীকার করিলে উক্ত গুণত্রয়ের বিরোধ হয়। আর ঐ গুণত্রয়ই সৃষ্টিপ্রভৃতির হেতু। বিশেষতঃ প্রকৃতির যে সংযোগবিভাগ উক্ত আছে, তাহাও উপপন্ন হইতেছে না। এই বিষয়ে বলিতেছেন, এস্থলে প্রকৃতি পরিচ্ছিন্ন শব্দের অর্থমাত্র। যাহা কোন কোন দেশব্যাপী হয়, তাহাকেই পরিচ্ছিন্ন বলা যায়, কিন্তু প্রকৃতির তাহা নাই; পরন্ত ঐ প্রকৃতির সর্ব্বব্যাপকতাই

তদুৎপত্তিশ্রুতেশ্চ ॥ ৭৭ ॥

নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ ॥ ৭৮ ॥

খিলশরীরব্যাপকত্বং প্রাণত্বসামান্যেনোচ্যতে প্রাণব্যক্তীনাং সর্ব্বদেহসম্বন্ধাৎ। তদ্বৎ প্রকৃতের্ব্যাপকত্বমিতি প্রকৃতেরক্রিয়ৈকত্বাদিকং চ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যসূত্রে প্রতিপাদয়িষ্যামঃ। ৭৬ ॥

ন কেবলং সর্ব্বোপাদানত্বাৎ। অপি তু। তেষাং পরিচ্ছিন্নানামুৎপত্তি-শ্রবণাচ্চ। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যমিত্যাদিশ্রুতিষু মরণধর্ম্মকত্বেন পরিচ্ছিন্নস্যোৎ-পত্ত্যবগমাৎ। শ্রুত্যন্তরেভ্যশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

ইদানীং প্রকৃতিকারণতোপপত্তয়েঽভাবাদিকারণতাং নিরস্যতি। অব-

আছে; সুতরাং তাহার পরিচ্ছিন্নত্বাভাব অবশ্য স্বীকার্য্য। এক্ষণ জগৎ-কারণরূপা প্রকৃতির দৈশিকত্বভাবই তাহার ব্যাপকত্বরূপে পর্য্যবসিত হইল। যেমন প্রাণ স্থাবরজঙ্গমাদি অখিল শরীরের ব্যাপক, অর্থাৎ শরীরের কোন-স্থলেও প্রাণের অভাব নাই; সুতরাং প্রাণকে সর্ব্বদেহসম্বন্ধ বলা যায়, সেই-রূপ প্রকৃতিও সর্ব্বব্যাপক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। আর প্রকৃতির যে কোন ক্রিয়া নাই বলিয়া উক্ত আছে, তাহা আমরা সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যসূত্রে সবিশেষ প্রতিপাদন করিব। ৭৬।

প্রকৃতি কেবল সকলের উপাদান বলিয়াই যে তাহার অপরিচ্ছিন্নতা স্বীকার করিতে হয়, এমত নহে। পরিচ্ছিন্ন পদার্থসকলের উৎপত্তি শ্রবণও প্রকৃতির অপরিচ্ছিন্নতার হেতু। "যে সকল পদার্থ পরিচ্ছিন্ন, তাহারা মর্ত্ত্য," ইত্যাদি শ্রুতিতে পরিচ্ছিন্ন পদার্থ সকলের মরণধর্ম্ম উক্ত আছে। সুতরাং তাহাদিগের উৎপত্তিও স্বীকার করিতে হয়। এক্ষণে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে সকল পদার্থ উৎপত্তি-বিনাশশীল, তাহারাই পরিচ্ছিন্ন। প্রকৃতির উৎপত্তি-বিনাশ নাই; সুতরাং তাহাকে পরিচ্ছিন্ন বলা যায় না। বিশেষতঃ অন্যান্য শ্রুতিতেও প্রকৃতির অপরিচ্ছিন্নতা উক্ত আছে ॥ ৭৭ ॥

এইক্ষণ প্রকৃতির সর্ব্বকারণতা উপপত্তির নিমিত্ত অভাবাদির কারণতা নিরাস করিতেছেন।—কদাচ অভাব হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। শশশৃঙ্গ হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা কে স্বীকার

অবাধাদদুষ্টকারণজন্যত্বাচ্চ নাবস্তুত্বম্ ॥ ৭৯ ॥

স্তুনোঽভাবান্ন বস্তুসিদ্ধির্ভাবোৎপত্তিঃ। শশশৃঙ্গাজ্জগদুৎপত্ত্যা মোক্ষাদ্যনুপপত্তেঃ। তদদর্শনাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

নমু জগদপ্যবস্ত্বেবাস্তু স্বপ্নাদিবদিতি তত্রাহ। স্বপ্নপদার্থস্যেব প্রপঞ্চস্য বাধঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্নাস্তি। তথা শঙ্খপীতিমাদেরিব দুষ্টেন্দ্রিয়াদিজন্যত্বমপি নাস্তি দোষকল্পনে প্রমাণাভাবাদিত্যতো ন কার্য্যস্যাবস্তুত্বমিত্যর্থঃ। নমু বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিত্যাদিশ্রুতিভিরেব প্রপঞ্চস্য বাধো বাধাচ্চাবিদ্যাখ্যদোষোঽপি স্বকারণেঽস্তীতি চেন্ন। মৃদ্দৃষ্টান্তসিদ্ধ্যন্যথানুপপত্ত্যা স্বকারণাপেক্ষকাস্থৈর্য্যরূপাসত্ত্বপরত্বাৎ তাদৃগ্বাক্যানামন্যথা সৃষ্ট্যাদিবাক্যবিরোধাচ্চ। কিঞ্চ শ্রুত্যা প্রপঞ্চবাধে আত্মাশ্রয়ঃ স্বস্যাপি

করিবে? আর অভাবই যদি জগদুৎপত্তির কারণ হয়, তাহাহইলে মোক্ষেরও অপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। যেহেতু কারণের নাশ না হইলে জগতের নাশ হইতে পারে না এবং জগতের নাশ না হইলেও মোক্ষের সম্ভব হয় না। অভাবের কারণতা স্বীকার করিলে ঐ অভাবরূপ কারণের বিনাশ অসম্ভবপ্রযুক্ত মোক্ষের অসিদ্ধি হয় ॥ ৭৮ ॥

এই জগৎও স্বপ্নাদি পদার্থের ন্যায় অবস্তু; সুতরাং তাহার প্রতি অভাবকারণ স্বীকার করিলে দোষ কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—শ্রুত্যাদিপ্রমাণে এই জগতের স্বপ্নাদি পদার্থের ন্যায় অলীকত্ব উক্ত নাই এবং যেমন চক্ষুর দোষ জন্মিলে শঙ্খেতে পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই জগৎ ক্রিয়াদিজন্যও নহে। বিশেষতঃ তাহার দোষকল্পনাতেও কোন প্রমাণ নাই। অতএব এই জগৎকে অবস্তু বলা যাইতে পারে না। যদি বল, "বিকারি পদার্থ সকলই নামমাত্র, কেবল মৃত্তিকাই সত্য" এই শ্রুতিদ্বারাই প্রপঞ্চের বস্তুত্ববিষয়ে বাধ দেখিতেছি এবং এই বাধপ্রযুক্তই স্বীয় কারণে অবিদ্যাখ্য দোষও আছে; তবে জগৎ অবস্তুই হইল। ইহা বলিতে পার না। যেহেতু মৃত্তিকাদৃষ্টান্ত সিদ্ধির অন্যথা অনুপপত্তিপ্রযুক্ত মৃত্তিকাপেক্ষা অন্য অন্য পদার্থ অস্থির। ইহাই পূর্ব্বোক্ত "মৃত্তিকাই সত্য" এই বাক্যের অর্থ।

ভাবে তদ্যোগেন তৎসিদ্ধিরভাবে তদভাবাৎ কুত-স্তরাং তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৮০ ॥

প্রপঞ্চান্তর্গততয়া বাধেন তদ্বোধিতার্থে পুনঃ সংশয়াপত্তিশ্চেতি। অতএব বাধাভাবাদিবৈধর্ম্ম্যাদুপলম্ভাচ্চ জাগ্রৎপ্রপঞ্চস্য স্বপ্নখপুষ্পাদিতুল্যত্বমতিনির্ব্বন্ধেন প্রত্যাচষ্টে বেদান্তসূত্রদ্বয়ম্। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবদিতিনাভাব উপলব্ধেশ্চেতি চ। নেতি নেতীত্যেবংবিধবাক্যানি চ বিবেকপরাণ্যেব ন তু স্বরূপতঃ প্রপঞ্চনিষেধপরাণি প্রকৃতৈতাবত্ত্বং প্রতিষেধতীতি বেদান্তসূত্রাৎ। এবমন্যান্যপি বাক্যানি ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যেঽস্মাভির্ব্ব্যাখ্যাতানি ॥ ৭৯ ॥

নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিরিতি যদুক্তং তত্র হেতুমাহ। ভাবে কারণস্য সদ্রূপত্বে তদ্যোগেন সত্তাযোগেন কার্য্যসিদ্ধির্ঘটেত কারণস্যাভাবেঽসদ্রূপত্বে

অন্যথা সৃষ্ট্যাদিবাক্যের বিরোধ হয়। আর কেবল শ্রুতিদ্বারা প্রপঞ্চের অবস্তুত্বস্বীকার করিলে আত্মাশ্রয়দোষ হয়; অর্থাৎ সকলই অবস্তু হইলে অবস্তুই অবস্তুর কারণ হইল, ইহাতেই আত্মাশ্রয়দোষ হয়। আর সেই পৃথিবী প্রপঞ্চের অন্তর্গত, এই নিমিত্ত বাধহেতু তাহার বোধিত অর্থেও পুনর্ব্বার সংশয় হইতে পারে। অতএব বাধাভাবপ্রভৃতি বৈধর্ম্ম্যাদি উপলাভপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষীভূত প্রপঞ্চের আকাশকুসুম অথবা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অলীকত্ব প্রত্যাখ্যান হইয়াছে। "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" এবং "নাভাব উপলব্ধেশ্চ" এই বেদান্তসূত্রদ্বয় প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব খণ্ডন করিয়াছে। তবে যে "নেতি নেতি" ইত্যাদি বাক্যে প্রপঞ্চের অলীকত্ব উক্ত হইয়াছে, উহা বিবেকপর, বাস্তবিক নিষেধপর নহে, অর্থাৎ বিবেকদ্বারা তন্ন তন্নরূপে প্রপঞ্চের অসারত্বপরিজ্ঞান হয়; কিন্তু উহা যে কোন পদার্থই নহে, এইরূপ উক্ত নেতি নেতি বাক্যের অর্থ নহে। এইরূপ আমরা ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে অন্যান্য বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছি ॥ ৭৯ ॥

পূর্ব্বে যে অবস্তু হইতে বস্তুসিদ্ধি হয় না বলিয়া অভাবের কারণতা নিবারণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।—কারণ সৎস্বরূপ হইলে সেই সৎকারণের যোগে সৎস্বরূপ কার্য্যসিদ্ধি ঘটিতে পারে, আর কারণ

ন কর্ম্মণ উপাদানত্বাযোগাৎ ॥ ৮১ ॥

তু তদভাবাৎ কার্য্যস্যাপ্যসত্বাৎ কথং বস্তুভূতকার্য্যসিদ্ধিঃ কারণস্বরূপস্যৈব কার্য্যস্যৌচিত্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

ননু তথাপি কর্ম্মৈবাবশ্যকত্বাজ্জগৎকারণমস্তু কিং প্রধানকল্পনয়েতি তত্রাপ্যাহ। কর্ম্মণোঽপি ন বস্তুসিদ্ধির্নিমিত্তকারণস্য কর্ম্মণো ন মূলকারণত্বং গুণানাং দ্রব্যোপাদানত্বাযোগাৎ। কল্পনা হি দৃষ্টানুসারেণৈব ভবতি বৈশেষিকোক্তগুণানাং চোপাদানত্বং ন ক্বাপি দৃষ্টমিত্যর্থঃ। অত্র কর্ম্মশব্দোঽবিদ্যাদীনামপ্যুপলক্ষকো গুণত্বাবিশেষেণ তেষামপ্যুপাদানত্বাযোগাৎ। চক্ষুষঃ পটলাদিবদবিদ্যায়াশ্চেতনগতদ্রব্যত্বে তু প্রধানস্য সংজ্ঞামাত্রভেদ ইতি ॥৮১॥

অভাবরূপ হইলে কারণাভাবপ্রযুক্ত কার্য্যের সত্ত্বা সম্ভবে না। অতএব অভাবরূপ কারণদ্বারা কোনরূপেও সৎস্বরূপ কার্য্যের সিদ্ধি হইতে পারে না; যেহেতু কার্য্যেরও কারণস্বরূপত্ব নিয়মই উচিত, অর্থাৎ কারণ সৎ হইলে কার্য্যও সৎ হয়, আর কারণ অসৎ হইলে কার্য্যও অসৎ হইয়া থাকে ; ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত ॥ ৮০ ॥

তথাপি যদি বল, কর্ম্মই অবশ্য জগৎকারণ হউক, তবে আর প্রকৃতিকল্পনার প্রয়োজন কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—কর্ম্ম হইতেও বস্তুসিদ্ধি হয় না, যেহেতু কর্ম্ম নিমিত্তকারণ হইতে পারে, কিন্তু উপাদানকারণ হইতে পারে না, কারণ গুণপদার্থে দ্রব্যের উপাদান কারণতা অসম্ভব, আর দৃষ্টান্তানুসারেই কল্পনা হইয়া থাকে। কখন গুণ হইতে দ্রব্যের উৎপত্তি দেখা যায় নাই ; সুতরাং কর্ম্মের দ্রব্যোপাদানতা কল্পনা করা যায় না। যেমন কর্ম্ম দ্রব্যের উপাদানকারণ হইতে পারে না, সেইরূপ অবিদ্যাদিও কারণ হয় না। আর যদি বল, চক্ষুর পটলাদির ন্যায় অবিদ্যাও চেতনগত দ্রব্য, তাহাহইলে উক্তরূপ অবিদ্যাও প্রকৃতির নামান্তরমাত্র হয় ; সুতরাং প্রকৃতিভিন্ন আর কাহারও জগৎকারণতা সম্ভবে না ॥ ৮১ ॥

নানুশ্রবিকাদপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্বেনাবৃত্তিযোগাদ-পুরুষার্থত্বম্ ॥ ৮২ ॥

তদেবং পরিণামিত্বাপরিণামিত্বপরার্থত্বাপরার্থত্বাভ্যাং পুম্প্রকৃত্যোর্ব্বিবেকো দর্শিতঃ। ইদানীং বিবেকজ্ঞানস্যৈবাবিবেকনাশদ্বারা পরমপুরুষার্থহেতুত্বং ন তু তত্র বৈদিককর্ম্মণাং সাক্ষাদ্ধেতুতাস্তীতি যৎ প্রাগুক্তমবিশেষশ্চোভয়োরিতি সূত্রেণ তদেব প্রপঞ্চয়তি পঞ্চভিঃ সূত্রৈঃ। অপিশব্দেন ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিরিতি প্রাগুক্তদৃষ্টসমুচ্চয়ঃ। গুরোরনুশ্রূয়ত ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বিহিতো যাগাদিরানুশ্রবিকং কর্ম্ম তস্মাদপি ন পূর্ব্বোক্তপুরুষার্থসিদ্ধিঃ। যতঃ কর্ম্মসাধ্যত্বেন পুনরাবৃত্তিসম্বন্ধাদত্যন্তপুরুষার্থত্বাভাব ইত্যর্থঃ। কর্ম্মসাধ্যস্য চানিত্যত্বে শ্রুতিঃ। তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইতীতি। ন কর্ম্মণাপ্যতদ্ধর্ম্মত্বাদিতি সূত্রেণ পূর্ব্বং কর্ম্মণা

উক্ত প্রকারে পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্ব এবং পরার্থত্ব ও অপরার্থত্ব-দ্বারা প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক প্রদর্শিত হইয়াছে। এইক্ষণ বিবেকজ্ঞানই অবিবেকনাশদ্বারা পরমপুরুষার্থের হেতু, কখনও বৈদিক কর্ম্মাদি সাক্ষাৎ পরমপুরুষার্থের হেতু নহে, এই পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের বিস্তার করিতেছেন।— "অবিশেষশ্চোভয়োঃ" এই পূর্ব্বকথিত সূত্রে যে কর্ম্মের সাক্ষাৎ হেতুতা নিরাস করিয়াছেন, বক্ষ্যমাণ পঞ্চসূত্রে তাহাই প্রপঞ্চিত হইতেছে। দৃষ্ট ধনাদি এবং বেদবিহিত যাগাদি হইতে পূর্ব্বোক্ত পুরুষার্থসিদ্ধি হয় না। পুরুষের মোক্ষ কর্ম্মসাধ্য হইলে সেই কর্ম্মক্ষয়ে পুনরাবৃত্তির সম্ভব আছে; সুতরাং উক্তরূপ কর্ম্মজন্য পরমপুরুষার্থ বলা যায় না। কর্ম্মসাধ্য সকলই অনিত্য, এই বিষয়ে শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, কর্ম্মজন্য ফলভোগীরা ক্ষয় পায় এবং যাহারা পুণ্যজন্য ফলভোগ করে, তাহারাও ক্ষয় পাইয়া থাকে। "যেহেতু কর্ম্ম প্রকৃতির ধর্ম্ম, অতএব কর্ম্মদ্বারা পুরুষের বন্ধ হইতে পারে না" এই সূত্রে প্রথমতঃ কর্ম্মের বন্ধকারণতা নিবারণ করিয়া এইক্ষণ সেই কর্ম্মের মোক্ষ-হেতুতা নিরাস করিলেন; সুতরাং পুনরুক্তি দোষের আশঙ্কা নাই। যদি বল, যেমন কর্ম্ম অন্যের ধর্ম্ম বলিয়া বন্ধের হেতু হইতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্মের

তত্র প্রাপ্তবিবেকস্যানাবৃত্তিশ্রুতিঃ ॥ ৮৩ ॥

বন্ধো নিরাকৃত ইদানীং চ মোক্ষো নিরাক্রিয়ত ইত্যপৌনরুক্ত্যম্। অন্য-ধর্ম্মত্বেন পূর্ব্বোক্তহেতুনা বন্ধ ইব মোক্ষেঽপি কর্ম্মণো হেতুত্বং নিরাকৃতপ্রায়-মিতি পুনরাশঙ্কৈব নোদেতীতি চেন্ন। বন্ধহেতুত্বেনাবিবেকে সিদ্ধে তৎ-পুরুষীয়াবিবেকজত্বেন কর্ম্মণাং তদীয়ত্বব্যবস্থোপপত্তেরিতি ॥ ৮২ ॥

নন্বেবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যারূপেণোপাসনাখ্যকর্ম্মণা তীর্থমরণাদিকর্ম্মণা চ ব্রহ্মলোকং গতস্যানাবৃত্তিশ্রুতিঃ কথমুপপদ্যতে তত্রাহ। তত্রানুশ্রবিককর্ম্মণি ব্রহ্মলোকগতানাং যানাবৃত্তিশ্রুতিঃ সা তত্রৈব প্রাপ্তবিবেকস্য মন্তব্যা। অন্যথা হি ব্রহ্মলোকাদপ্যাবৃত্তিং প্রতিপাদয়তাং বাক্যান্তরাণাং বিরোধ ইত্যর্থঃ। তথাপি সাপ্যনাবৃত্তিবিবেকজ্ঞানস্যৈব ফলং ন তু সাক্ষাদেব কর্ম্মণ ইতি। এতচ্চ ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রপঞ্চয়িষ্যতি। ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে চ তয়োর্ব্বাক্যা-ন্যুদাহৃত্যাস্মাভির্ব্ব্যাখ্যাতানি ॥ ৮৩ ॥

মোক্ষহেতুতা নিরাস করিয়াছেন। এইরূপ অর্থ করিলে পুনরুক্তির আশঙ্কাই নাই, ইহা বলিতে পার না। যেহেতু বন্ধহেতুরূপে অবিবেকের সিদ্ধি হইলে অবিবেক সেই পুরুষেরই দেখা যায়; সুতরাং উহা অন্য ধর্ম্মরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে না। অতএব পুনরুক্তিদোষ ঘটিতেই পারে ॥ ৮২ ॥

যদি কর্ম্মের পরমপুরুষার্থসাধনতা না হইল, তবে "পঞ্চাগ্নি উপাসনারূপ কর্ম্ম এবং তীর্থমরণাদিদ্বারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়" ইত্যাদি শ্রুতির উপপত্তি কিরূপে হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—"বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না" এই শ্রুতি প্রাপ্তবিবেক ব্যক্তিদিগের জানিবে, অর্থাৎ পঞ্চাগ্নি উপাসনাদিদ্বারা যাহাদিগের বিবেক হইয়াছে, তাহাদিগেরই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইলে পুনর্ব্বার সংসারে গমন হয় না। অন্যথা "ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইলেও পুনরাবৃত্তি হয়" এইরূপ অন্যান্য বাক্যের সহিত বিরোধ ঘটিয়া উঠে। অতএব জানা যাই-তেছে যে, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইলে যে পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহা বিবেক-জ্ঞানেরই ফল, উহা সাক্ষাৎ কর্ম্মফল নহে। এই বিষয় ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত

দুঃখাদ্দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ ॥ ৮৪ ॥

কর্ম্মণস্তু ফলং তদাহ। আনুশ্রবিকাৎ তু হিংসাদিদোষেণ দুঃখাত্মক-ভোগেন চ দুঃখাদ্দুঃখং দুঃখধারৈব ভবতি ন তু জাড্যবিমোকোঽবিবেক-নিবৃত্তির্দুঃখবিমোকস্তুতিদূর এব তিষ্ঠতি। যথা জাড্যার্ত্তস্য জলাভিষেকাদ্-দুঃখানিবৃত্তিরেব ভবতি ন তু জাড্যবিমোক্ষ ইত্যর্থঃ। তদুক্তম্—"যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভঃ সুরয়া বা সুরাকৃতম্। ভূতহত্যাং তথৈবৈকাং ন যজ্ঞৈর্মার্ষ্টুমর্হতীতি॥" শ্রূয়তে চ ব্রহ্মলোকস্থানাং বিষ্ণুপার্ষদানামপি জয়বিজয়াদীনাং পুনারাক্ষসযোনৌ দুঃখধারেতি। কারিকয়া চেদমুক্তম্। "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ" ইতি ॥ ৮৪ ॥

হইবে এবং ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে আমরা পূর্ব্ববৎ অন্যান্য বাক্য উদাহরণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। ৮৩ ॥

কর্ম্ম যে পুরুষার্থসাধনের হেতু হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে। এইসূত্রে সেই কর্ম্মের ফলনিরূপণ করিতেছেন।—বৈদিক কর্ম্মেতে পশুহিংসাদিরূপ দোষ আছে এবং উহার ভোগও দুঃখাত্মক, সেই দুঃখাত্মক কর্ম্মদ্বারা নিয়ত দুঃখভোগই হইতে পারে; দুঃখনিবৃত্তি দূরে থাকুক, অবিবেকনিবৃত্তিও কর্ম্মসাধ্য নহে। যেমন জাড্যার্ত্ত ব্যক্তিকে জলাভি-ষেক করিলে তাহার দুঃখনিবৃত্তি না হইয়া ক্লেশের বৃদ্ধি হইতে পারে, কখনও তাহার সেই জড়তার নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ কর্ম্মদ্বারা দুঃখভোগ-ভিন্ন দুঃখনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। যে পথ কর্দ্দমাক্ত, তাহাকে কি কর্দ্দম-দ্বারা পরিষ্কার করা যায়? আর যে পাত্র সুরাস্পর্শে অপবিত্র হইয়াছে, সেই পাত্র কি পুনর্ব্বার সুরাদ্বারা প্রক্ষালন করিলে পবিত্র হইতে পারে? অতএব কর্ম্মেতে যে ভূতহত্যাজনিত একটী পাপ হয়, তাহা বহু বহু যজ্ঞেও বিনষ্ট হইতে পারে না। আর ইহাও শ্রুত আছে যে, জয় বিজয় প্রভৃতি ব্রহ্মলোকে বিষ্ণুর পার্ষদরূপে ছিল, অনন্তর তাহারা পুনর্ব্বার রাক্ষস-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ দুঃখভোগ করিয়াছে। কারিকাতেও

কাম্যেঽকাম্যেঽপি সাধ্যত্বাবিশেষাৎ ॥ ৮৫ ॥

নিজমুক্তস্য বন্ধধ্বংসমাত্রং পরং ন সমানত্বম্ ॥ ৮৬ ॥

নন্ন নিষ্কামাদন্তর্যাগজপাদিরূপকর্ম্মণো ন দুঃখং প্রত্যুত মোক্ষঃ ফলং শ্রূয়ত ইতি তত্রাহ। কাম্যেঽকাম্যে চ কর্ম্মণি দুঃখাদ্দুঃখং ভবতি। কুতঃ সাধ্যত্বাবিশেষাৎ। কর্ম্মসাধ্যস্য সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারকজ্ঞানস্যাপি ত্রিগুণাত্মকতয়া দুঃখাত্মকত্বাদিত্যর্থঃ। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশু-রিত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ কর্ম্মণো ন সাক্ষান্মোক্ষঃ ফলমিতি ভাবঃ। ত্যাগেনাভি-মানত্যাগেন একে কেচিদেবামৃতত্বমানশুঃ প্রাপ্তবন্তো ন সর্ব্বে। অভিমান-ত্যাগস্য তত্ত্বজ্ঞানজন্যতয়া দুর্লভত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

নন্ন ভবন্মতেঽপি কথং জ্ঞানসাধ্যস্য ন দুঃখত্বং সাধ্যত্বাবিশেষাদিতি

এই বিষয় লিখিত আছে যে, দৃষ্ট কারণ ধনাদির ন্যায় বেদবিহিত কর্ম্মও অবিশুদ্ধি ক্ষয়াদি দোষে দূষিত ॥ ৮৪ ॥

শ্রুত আছে যে, নিষ্কাম অন্তর্যাগ ও জপাদিরূপ কর্ম্মদ্বারা দুঃখ না হইয়া বরং মোক্ষই হইয়া থাকে। যদি কর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুঃখজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তাহাহইলে উক্ত শ্রুতবাক্যের সার্থকতা কোথায়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—কাম্য ও অকাম্য উভয়বিধ কর্ম্মই তুল্য; তাহা-দিগের কিছু বিশেষ নাই; অতএব উভয়বিধ কর্ম্মেই দুঃখ হইয়া থাকে। সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারাই কর্ম্মজন্য জ্ঞান হয়; সুতরাং উহা ত্রিগুণাত্মকপ্রযুক্ত দুঃখাত্মক। এই নিমিত্ত কর্ম্ম হইতে দুঃখভিন্ন দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না, "কর্ম্ম, প্রজা অথবা ধন কিছুতেই মোক্ষ হয় না, কেবল অভিমানত্যাগ-দ্বারাই কোন কোন ব্যক্তি অমৃতত্বলাভ করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি শ্রুতি-প্রমাণেও জানা যাইতেছে যে, কর্ম্ম হইতে সাক্ষাৎ মোক্ষফললাভ হয় না। এই অভিমান অজ্ঞানজন্য, তত্ত্বজ্ঞান না হইলে কাহারও উক্ত অভিমান-ত্যাগ হয় না; এই নিমিত্ত ঐ অভিমান নিবৃত্তি অতিদুর্ল্লভ, সুতরাং সাধা-রণের মোক্ষলাভ হইতে পারে না ॥ ৮৫ ॥

পূর্ব্ব সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্ম হইতে দুঃখভিন্ন দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ হইতে পারে না; সুতরাং কর্ম্মের মোক্ষসাধনতা নাই। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই

দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমাতৎ-সাধকতমং যৎ তৎ ত্রিবিধং প্রমাণম্ ॥ ৮৭ ॥

তত্রাহ। নিজমুক্তস্য স্বভাবমুক্তস্যাবিদ্যাখ্যকারণনাশেন যথোক্তবন্ধনিবৃত্তি-মাত্রং পরমাত্যন্তিকং বিবেকজ্ঞানস্য ফলং ধ্বংসশ্চাবিনাশী ন তু কর্ম্মণ ইব সুখাদিকং ভাবরূপং কার্য্যং যেন নাশিতয়া দুঃখদং তৎ স্যাৎ। কর্ম্মণশ্চ দৃষ্টকারণং বিনা ন সাক্ষাদেবাবিদ্যানাশকত্বং ঘটত ইতি। অতো জ্ঞানস্যা-ক্ষয়ত্বান্ন সমানত্বং জ্ঞানকর্ম্মণোরিত্যর্থঃ। জ্ঞানান্ন পুনরাবৃত্তিঃ সম্ভবতি। অবিবেকাখ্যকারণনাশাদিতি সিদ্ধম্। তদেবং বিবেকজ্ঞানমেবং সাক্ষাজ্-জ্ঞানোপায় ইত্যুক্তম্ ॥ ৮৬ ॥

ইদানীং বিবেকজ্ঞানস্যাপি সাক্ষাদুপায়াঃ প্রমাণানি পরীক্ষ্যন্তে। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্য ইত্যাদিশ্রুতিভির্হি প্রমাণত্রয়েণাত্মজ্ঞান-

---

যে, তুমি যে জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ স্বীকার কর, তোমার মতেও পূর্ব্ববৎ অবিশেষ দিখিতেছি, কর্ম্মজন্য জ্ঞান যেমন দুঃখাত্মকপ্রযুক্ত দুঃখনিবৃত্তি করিতে পারে না, জ্ঞানসাধ্যেরও সেইরূপ দুঃখাত্মকত্ব নাই কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যাহারা স্বভাবমুক্ত, তাহাদিগের অবিদ্যারূপ বন্ধ-কারণের বিনাশ হয়; অতএব বন্ধনিবৃত্তিমাত্রই বিবেকজ্ঞানের পরম ফল। ধ্বংস অবিনাশী, একবার বন্ধকারণ অবিদ্যার বিনাশ হইলে সেই কার-ণের অন্যথা হয় না, উহা কর্ম্মের ন্যায় সুখাদিভাবরূপ কার্য্য নহে যে, পুন-র্ব্বার তাহার বিনাশ হইয়া দুঃখ হইতে পারে। দৃষ্ট কারণব্যতিরেকে কর্ম্মের সাক্ষাৎ অবিদ্যানাশকতা শক্তি নাই। অতএব জ্ঞানের অক্ষয়ত্ব প্রযুক্ত জ্ঞান ও কর্ম্ম সমান নহে; সুতরাং জ্ঞান হইতে পুনরাবৃত্তির সম্ভব নাই। যেহেতু জ্ঞান হইলে অবিবেকাখ্য বন্ধের কারণবিনাশ হয়। অত-এব বিবেকজ্ঞানই সাক্ষাৎ জ্ঞানের উপায় ॥ ৮৬ ॥

এইক্ষণ বিবেকজ্ঞানের সাক্ষাৎ উপায় ও প্রমাণ পরীক্ষা করিতেছেন।— "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই প্রমাণত্রয়দ্বারাই আত্মজ্ঞান

মিত্যবগম্যতে। কর্ম্মাদিকং ত্বন্যমন আদিপ্রমাণানাং শুদ্ধ্যাদিকরমেবেতি। অসন্নিকৃষ্টঃ প্রমাতর্যনারূঢ়োঽনধিগত ইতি যাবৎ। এবং ভূতস্যার্থস্য বস্তুনঃ পরিচ্ছিত্তিরবধারণং প্রমা সা চ দ্বয়োর্বুদ্ধিপুরুষয়োরুভয়োরেব ধর্ম্মো ভবতু। কিং বৈকতরমাত্রস্যোভয়থৈব তস্যাঃ প্রমায়া যৎ সাধকতমং ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং তচ্চ ত্রিবিধং বক্ষ্যমাণরূপেণেত্যর্থঃ। স্মৃতিব্যাবর্ত্তনায়ানধিগতেতি। ভ্রমব্যাবর্ত্তনায় বস্ত্বিতি। সংশয়ব্যাবর্ত্তনায় ত্ববধারণমিতি। অত্র যদি প্রমারূপং ফলং পুরুষনিষ্ঠমাত্রমুচ্যতে তদা বুদ্ধিবৃত্তিরেব প্রমাণম্। যদি চ বুদ্ধিনিষ্ঠমাত্রমুচ্যতে তদা তূক্তেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিরেব প্রমাণম্। পুরুষস্তু প্রমাসাক্ষ্যেব ন প্রমাতেতি। যদি চ পৌরুষেয়বোধো বুদ্ধিবৃত্তিশ্চোভয়মপি প্রমোচ্যতে তদা তূক্তমুভয়মেব প্রমাভেদেন প্রমাণং ভবতি। চক্ষুরা-

---

হয়। আর কর্ম্মাদি অন্য সকল মনঃ প্রভৃতির শুদ্ধিকারকমাত্র। এই বিষয়ই সূত্রে বিবৃত হইতেছে। যাহা প্রমাণকর্ত্তাতে অধিগত হয় না, তাহাই অসন্নিকৃষ্ট, আর অতীত বস্তুর যে অবধারণ, তাহাই প্রমা। এই প্রমা বুদ্ধি ও পুরুষ উভয়ের ধর্ম্ম, কি একের ধর্ম্ম? এই আশঙ্কায় বক্তব্য এই যে, সেই প্রমা উভয়ের ধর্ম্ম হউক, অথবা একেরই ধর্ম্ম হউক, উভয়রূপেই তাহার যে ফলোপযোগী কারণ, তাহাই প্রমাণ; এই প্রমাণই বক্ষ্যমাণরূপে ত্রিবিধ জানিবে। যদি সেই প্রমারূপ ফল কেবল পুরুষের ধর্ম্ম বল, তাহাহইলে বুদ্ধিবৃত্তিই প্রমাণ হইতে পারে। আর যদি উহা বুদ্ধিমাত্রের ধর্ম্ম হয়, তাহাহইলে উক্ত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষই প্রমাণ হয়। পুরুষ কেবল সেই প্রমার সাক্ষীমাত্র, প্রমাণকর্ত্তা নহে। যদিও পুরুষের বোধ ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়কেই প্রমা বল, তাহাহইলে উক্ত উভয়ই প্রমার অভেদরূপে প্রমাণ হইতে পারে। চক্ষুঃপ্রভৃতিতে যে প্রমাণব্যবহার, উহা পরম্পরারূপেই হয়; কিন্তু সাক্ষাৎস্বরূপে নহে। পাতঞ্জলযোগসূত্রভাষ্যেও ব্যাস পুরুষনিষ্ঠ বোধকে প্রমাণ বলিয়াছেন। ফল পুরুষের ধর্ম্ম, ইহাই উচিত; এই নিমিত্ত কারণের প্রবৃত্তিদ্বারা পুরুষার্থসিদ্ধি হয়। অতএব ইহাই মুখ্য সিদ্ধান্ত। পুরুষের যে বোধ আছে, তাহা নিত্য; সুতরাং উহাকে ফল বলা যায় না। ইহাও সঙ্গত নহে; যেহেতু কেবল ফলের নিত্যতা হইলেও অর্থোপরাগই কার্য্য বলিয়া নির্ণীত

দিষু তু প্রমাণব্যবহারঃ পরম্পরয়ৈব সর্ব্বথেতি ভাবঃ। পাতঞ্জলভাষ্যে তু ব্যাসদেবৈঃ পুরুষনিষ্ঠবোধঃ প্রমেত্যুক্তঃ। পুরুষার্থমেব করণানাং প্রবৃত্ত্যা ফলস্য পুরুষনিষ্ঠতায়া এবৌচিত্যাৎ। অতোঽত্রাপি স এব মুখ্যঃ সিদ্ধান্তঃ। ন চ পুরুষবোধস্বরূপস্য নিত্যতয়া কথং ফলত্বমিতি বাচ্যম্। কেবলস্য নিত্যত্বেঽপ্যর্থোপরক্তস্য কার্য্যত্বাৎ। পুরুষার্থোপরাগস্যৈব বা ফলত্বাদিতি। অত্রেয়ং প্রক্রিয়া। ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়ার্থসন্নিকর্ষেণ লিঙ্গজ্ঞানাদিনা বাদৌ বুদ্ধেরর্থাকারা বৃত্তির্জ্জায়তে তত্র চেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজা প্রত্যক্ষা বৃত্তিরিন্দ্রিয়-বিশিষ্টবুদ্ধ্যাশ্রিতা নয়নাদিগতপিত্তাদিদোষৈঃ পিত্ত্যাদ্যাকারবৃত্ত্যুদয়াদিতি বিশেষঃ। সা চ বৃত্তিরর্থোপরক্তা প্রতিবিম্বরূপেণ পুরুষারূঢ়া সতী ভাসতে পুরুষস্যাপরিণামিতয়া বুদ্ধিবৎ স্বতোঽর্থাকারত্বাসম্ভবাৎ। অর্থাকারতায়া এব চার্থগ্রহণত্বাৎ। অন্যস্য দুর্ব্বচত্বাদিতি। তদেতদ্বক্ষ্যতি জপাস্ফটিকয়ো-

---

হয়। অথবা পুরুষার্থের যে উপরাগ, তাহাই ফল। এইক্ষণ এইরূপ প্রক্রিয়া হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়ব্যাপারদ্বারা অর্থসন্নিকর্ষ অথবা লিঙ্গজ্ঞানহেতু আদিতে যে বুদ্ধির অর্থাকারে বৃত্তি জন্মে, তাহাতে যে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ-জন্য প্রত্যক্ষবৃত্তি হয়, তাহা ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বুদ্ধির আশ্রিত; যেহেতু চক্ষুতে পিত্তাদিজন্য দোষ হইলে পিত্তাদি আকারে বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। অর্থের উপরাগবিশিষ্ট সেই বৃত্তি প্রতিবিম্বরূপে পুরু-ষেতে আরূঢ় হইয়া প্রকাশ পায়। যেহেতু পুরুষ অপরিণামী, সুতরাং বুদ্ধির ন্যায় তাহার স্বতঃসিদ্ধ অর্থাকারত্বসম্ভব নাই এবং অর্থাকাররূপা বৃত্তিই অর্থগ্রহণ করে। এই বিষয়ে অন্যান্য কারণনির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এইক্ষণ ইহাই বক্তব্য যে, উক্ত উপরাগ জবাস্ফটিকাদির ন্যায় নহে, অর্থাৎ যেমন জবাপুষ্পের নিকটে স্ফটিক থাকিলে সেই স্ফটিক জবার উপরাগে রঞ্জিত হয়, পুরুষের উপরাগ সেইরূপ নহে, উহাই অভিমান, যোগসূত্রেও ইহা লিখিত আছে। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, যেমন সরোবরেতে তটস্থ বৃক্ষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ চিন্ময় নির্ম্মল দর্পণস্বরূপ পুরুষেতে সমস্ত বস্তু প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। যোগভাষ্যে বলিয়াছেন যে, পুরুষই বুদ্ধিপ্রতিবিম্বের আশ্রয়, এই নিমিত্ত পুরুষ কূটস্থ, চিদ্রূপ ও

রিব নোপরাগঃ কিন্ত্বভিমান ইতি। যোগসূত্রং চ। বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্রেতি। স্মৃতিরপি—"তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ। ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটক্রমাঃ॥" ইতি। যোগভাষ্যঞ্চ বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষ ইতি প্রতিধ্বনিবৎ প্রতিসংবেদঃ সংবেদনপ্রতিবিম্বস্তস্যাশ্রয় ইত্যর্থঃ। এতেন পুরুষাণাং কূটস্থবিভুচিদ্রূপত্বেঽপি ন সর্ব্বদা সর্ব্বাভাসনপ্রসঙ্গঃ। অসঙ্গতয়া স্বতোঽর্থাকারত্বাভাবাৎ। অর্থাকারতাং বিনা চ সংযোগমাত্রেণার্থগ্রহণস্যাতীন্দ্রিয়াদিস্থলে বুদ্ধাবদৃষ্টত্বাদিতি। পুরুষে চ স্বস্ববুদ্ধিবৃত্তীনামেব প্রতিবিম্বার্পণসামর্থ্যমিতি ফলবলাৎ কল্প্যতে। যথা রূপবতামেব জলাদিষু প্রতিবিম্বনসামর্থ্যং নেতরস্যেতি। রূপবত্ত্বং চ ন সামান্যতঃ প্রতিবিম্বপ্রয়োজকং শব্দস্যাপি প্রতিধ্বনিরূপপ্রতিবিম্বদর্শনাৎ। ন চ শব্দজন্যং শব্দান্তরমেব প্রতিধ্বনিরিতি বাচ্যং স্ফটিকলৌহিত্যাদেরপি জপাসন্নিকর্ষজন্যতাপত্ত্যা প্রতিবিম্বমিথ্যাত্বসিদ্ধান্তক্ষতেরিতি। প্রতিবিম্বশ্চ

বিভু হইলেও তাহাতে সর্ব্বদা সকল পদার্থের প্রকাশ হয় না। কারণ পুরুষ অসঙ্গবিধায় তাহার স্বতঃসিদ্ধ অর্থাকারতা নাই। অর্থাকারতা না থাকিলে সংযোগদ্বারা অর্থের গ্রহণ হয় না। ঐরূপ অর্থগ্রহণবুদ্ধিতে দৃষ্ট হয় না বিধায় উহাকে অতীন্দ্রিয় বলা যায়। পুরুষেতে স্বস্ববুদ্ধিবৃত্তিরই প্রতিবিম্ব পতিত হয়। যেমন জলাদিতে রূপবৎ পদার্থেরই প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু যাহার রূপ নাই, জলাদিতে তাহার প্রতিবিম্বও হয় না। কেবল রূপই যে প্রতিবিম্বের প্রয়োজক, তাহাও নহে। শব্দেরও ধ্বনিরূপ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। কেবল শব্দান্তরই যে শব্দজন্য প্রতিবিম্ব, তাহাও বলা যায় না। যেহেতু জবাপুষ্পের সন্নিধানে স্ফটিকের লৌহিত্যরূপ প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে; সুতরাং প্রতিবিম্বের মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্তের হানি হইতেছে। অতএব জানা যাইতেছে যে, প্রতিবিম্ব বুদ্ধিরই পরিণামবিশেষ। উহা বিম্বাকারে জলাদিতে প্রকাশ পায়। কেহ কেহ বলেন, চৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্বীয় বৃত্তিপ্রকাশ করে এবং সেই বুদ্ধিবৃত্তিগত প্রতিবিম্বই চৈতন্যের বিষয়। কদাচ চৈতন্যে বৃত্তির প্রতিবিম্ব নাই; ইহাও অসৎপক্ষ। ইতিপূর্ব্বে যে সকল শাস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার

বুদ্ধেরেব পরিণামবিশেষো বিম্বাকারো জলাদিগত ইতি মন্তব্যম্। কেচিৎ তু বৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতং সদেব চৈতন্যং বৃত্তিং প্রকাশয়তি তথা বৃত্তিগতপ্রতিবিম্ব এব বৃত্তৌ চৈতন্যবিষয়তা ন তু চৈতন্যে বৃত্তিপ্রতিবিম্বোঽস্তীত্যাহুঃ। তদসৎ। উপদর্শিতশাস্ত্রবিরোধেন কেবলতর্কস্যাপ্রযোজকত্বাৎ। বিনিগমনাবিরহেণ বৃত্তিচৈতন্যয়োরন্যোন্যবিষয়তাখ্যসম্বন্ধরূপতয়ান্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যপ্রতিবিম্বসিদ্ধেশ্চ। বাহ্যস্থলেঽর্থাকারতয়া এব বিষয়তারূপত্বসিদ্ধান্তেঽপি তত্তদর্থাকারতায়া এব বিষয়তাত্বৌচিত্যাচ্চেতি। যে তু তার্কিকা জ্ঞানস্য বিষয়তাং নেচ্ছন্তি তন্মতে জ্ঞানব্যক্তীনামনুগমকধর্ম্মাভাবেন ঘটবিষয়কং পটবিষয়কং জ্ঞানমিত্যাদ্যনুগতব্যবহারানুপপত্তিঃ। কেচিৎ তু তার্কিকা অনয়ৈবানুপপত্ত্যা বিষয়তামতিরিক্তপদার্থমাহুঃ। তদপ্যসৎ। অনুভূয়মানামর্থাকারতাং বিহায় বিষয়তান্তরকল্পনে গৌরবাদিতি। ননু তথাপি স্বস্বোপাধি-

---

সহিত বিরোধপ্রযুক্ত কেবল তর্কের প্রয়োজকতা হইতে পারে না। যেহেতু শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্ক সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। বিশেষতঃ বিনিগমকাভাবহেতু বুদ্ধিবৃত্তি ও চৈতন্য ইহারা পরস্পরের বিষয় হইলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রতিবিম্ব হইতে পারে, অর্থাৎ বুদ্ধিতে চৈতন্যপ্রতিবিম্ব এবং চৈতন্যে বুদ্ধিপ্রতিবিম্বের প্রসঙ্গ হয়। বাহ্যবিষয়ে অর্থাকারতাপ্রযুক্ত সেই অর্থাকারতাই বিষয় হয়। যে তার্কিকেরা জ্ঞানের বিষয়তা ইচ্ছা করেন না, তাঁহাদিগের মতে জ্ঞানের অনুগমক ধর্ম্মাভাব প্রযুক্ত "এইটী ঘটবিষয়ক জ্ঞান এবং এইটী পটবিষয়ক জ্ঞান" ইত্যাদি অনুগত ব্যবহারের অনুপপত্তি হয়। তাঁহাদিগের মতে জ্ঞানের পার্থক্যাভাববশতঃ সকল জ্ঞানই একরূপে প্রকাশ পাইতে পারে। আর যে তার্কিকেরা উক্ত অনুপপত্তির ভয়ে বিষয়তাকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাও অসৎ পক্ষ। যে অর্থাকারতার অনুভব হইতেছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়তারূপ অতিরিক্ত পদার্থকল্পনায় গৌরব হয়। অতএব বিষয়তা অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তথাপি যদি বল, আপন আপন উপাধিগত বৃত্তিই বুদ্ধিবৃত্তি ও চৈতন্য এই উভয়ের পরস্পর বিষয়তা হউক, তাহা হইলে আপন আপন উপাধিগত বৃত্তিস্বরূপে অনুগত হইতে পারে, অর্থা-

তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিঃ ॥ ৮৮ ॥

বৃত্তিরূপৈব বৃত্তিচৈতন্যয়োরন্যোন্যবিষয়তাস্তু স্বোপাধিবৃত্তিত্বেনৈবানুগমাদল-মাকারাখ্যপ্রতিবিম্বদ্বয়েনেতি চেন্ন। প্রতিবিম্বং বিনা স্বত্বস্যাপি দুর্ব্বচত্বাৎ। স্বত্বং হি স্বভুক্তবৃত্তিবাসনাবত্ত্বম্। ভোগশ্চ জ্ঞানম্। তথা চ বিষয়তালক্ষণস্য বিষয়সামগ্রীঘটিতত্বেনাত্মাশ্রয়ঃ। তস্মাদচৈতন্যচৈতন্যয়োরন্যোন্যবিষয়তা-রূপোঽন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যপ্রতিবিম্বঃ সিদ্ধঃ। অধিকন্তু যোগবার্ত্তিকে দ্রষ্টব্য-মিতি দিক্। অত্রায়ং প্রমাত্রাদিবিভাগঃ। "প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ। প্রমার্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥ প্রতিবিম্বিত-বৃত্তীনাং বিষয়ো মেয় উচ্যতে। সাক্ষাদ্দর্শনরূপং চ সাক্ষিত্বং বক্ষ্যাতি স্বয়ম্॥ অতঃ স্যাৎ কারণাভাবাদবৃত্তেঃ সাক্ষ্যেব চেতনঃ। বিষ্ণ্বাদেঃ সর্ব্বসাক্ষিত্বং গৌণং লিঙ্গাদ্যভাবতঃ॥" ইতি ॥ ৮৭ ॥

ননু "যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা

কারাখ্য প্রতিবিম্বদ্বয়ের স্বীকার করি কেন? ইহাও বলা যায় না, যেহেতু প্রতিবিম্বব্যতিরেকে স্বত্বের নিরূপণ অসাধ্য। এস্থলে স্বভুক্তবৃত্তি বাস-নাই স্বত্বশব্দের অর্থ এবং ভোগ শব্দের অর্থ জ্ঞান; সুতরাং বিষয়তাদ্বারা বিষয়তার নিরূপণরূপ আত্মাশ্রয়দোষ হয়। অতএব অচৈতন্য ও চৈতন্য এই উভয়ের পরস্পর বিষয়তারূপই পরস্পরের প্রতি প্রতিবিম্ব বলিয়া সিদ্ধ হইল। ইহার সবিশেষ যোগবার্ত্তিকে দ্রষ্টব্য। এইক্ষণ প্রমাণকর্ত্তাদিগের যে বিশেষ শাস্ত্রে উক্ত আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া উক্ত মীমাংসা বদ্ধমূল করিতেছেন।—প্রমাণকর্ত্তা চেতন ও শুদ্ধ, সেই প্রমাণকর্ত্তার যে বৃত্তি, তাহাই প্রমাণ এবং সেই প্রমার যে অর্থাকারবৃত্তি, তাহাই চেতনে প্রতি-বিম্বিত হয়। প্রতিবিম্ববৃত্তির যে বিষয়, তাহাই অনুমেয়। সেই অনুমেয়-বিষয়ের যে দর্শন, তাহাকে সাক্ষিত্ব বলা যায়। অর্থাৎ পুরুষ দর্শন করেন বলিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বসাক্ষী বলা যায়, অতএব জানা যায় যে, যিনি কারণাভাবেও বৃত্তির সাক্ষীস্বরূপ, তিনিই চেতন। বিষ্ণুপ্রভৃতির যে সর্ব্বসাক্ষিত্ব উক্ত আছে, তাহা গৌণ ॥ ৮৭ ॥

"যেমন এক রবি এই সমস্ত লোকপ্রকাশ করেন, সেইরূপ এক আত্মা

কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥” ইত্যাদিবাক্যেষূপমানাদি প্রকৃতিপুরুষবিবেকে প্রমাণমুপন্যস্তং তৎ কথমুচ্যতে ত্রিবিধমিতি তত্রাহ। ত্রিবিধপ্রমাণসিদ্ধৌ চ সর্ব্বস্যার্থস্য সিদ্ধের্ন প্রমাণাধিক্যং সিদ্ধ্যতি গৌরবাদিত্যর্থঃ। অতএব মনুনাপি প্রমাণত্রয়মেবোপন্যস্তম্। “প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥” ইতি। উপমানৈতিহ্যাদীনাং চানুমানশব্দয়োঃ প্রবেশঃ। অনুপলব্ধ্যাদীনাং চ প্রত্যক্ষে প্রবেশ ইতি। উক্তবাক্যে চেদমনুমানমভিপ্রেতম্। আপাদতলমস্তকং কৃৎস্নং স্বব্যতিরিক্তেনৈকেন প্রকাশ্যং স্বয়মপ্রকাশত্বাৎ ত্রৈলোক্যবদিতি। তেজশ্চৈতন্যসাধারণং চ প্রকাশত্বমখণ্ডোপাধিঃ প্রকাশব্যবহারনিয়ামকতয়া সিদ্ধ ইতি ॥ ৮৮ ॥

সকল দেহ প্রকাশ করেন,” ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে যে, প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকে উপমানাদিরও প্রমাণতা আছে, অতএব প্রমাণের ত্রৈবিধ্য কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ত্রিবিধ প্রমাণেই সর্ব্বপ্রকার অর্থসিদ্ধি আছে; সুতরাং অধিক প্রমাণকল্পনায় গৌরব হয়। এই নিমিত্ত ত্রিবিধ প্রমাণভিন্ন উপমানাদিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি না। মনুও ত্রিবিধ প্রমাণেরই উপন্যাস করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিবিধ আগমশাস্ত্র, ধর্ম্মশুদ্ধির অভিলাষী ব্যক্তিরা উক্ত ত্রিবিধ প্রমাণকেই কার্য্যসিদ্ধির প্রয়োজক বলিয়া জানেন। উপমান ও ঐতিহ্যপ্রভৃতি প্রমাণ অনুমান ও শব্দের অন্তর্গত এবং অনুপলব্ধিপ্রভৃতি প্রমাণ প্রত্যক্ষের অন্তর্নিবিষ্ট; সুতরাং ত্রিবিধ প্রমাণেরই সর্ব্বত্র উপপত্তি আছে, অন্যান্য প্রমাণস্বীকারে গৌরবমাত্র। এইক্ষণ উক্ত বাক্যে এইরূপ অনুমান হইতেছে যে, যেমন এই ত্রিভুবন স্বয়ং প্রকাশ পাইতে পারে না, উহা অন্যের প্রকাশ্য, সেইরূপ আপাদমস্তকান্ত সমস্ত শরীর স্বয়ং অপ্রকাশপ্রযুক্ত উহা অন্যের প্রকাশ্য। এই অনুমানদ্বারা পুরুষই সকলের প্রকাশক বলিয়া প্রতীয়মান হইল ॥ ৮৮ ॥

যৎ সম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্ ॥৮৯॥

যোগিনামবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ ॥ ৯০ ॥

পুরুষনিষ্ঠা প্রমেতি মুখ্যসিদ্ধান্তমাশ্রিত্য প্রমাণানাং বিশেষলক্ষণানি বক্তুমুপক্রমতে। সম্বদ্ধং ভবৎ সম্বদ্ধবস্ত্বাকারধারি ভবতি যদ্বিজ্ঞানং বুদ্ধিবৃত্তিস্তৎ প্রত্যক্ষং প্রমাণমিত্যর্থঃ। অত্র সদিত্যন্তং হেতুগর্ভবিশেষণম্। তথা চ স্বার্থসন্নিকর্ষজন্যাকারস্যাশ্রয়ো বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণমিতি নিষ্কর্ষঃ। বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতীত্যাগামিসূত্রান্ন বৃত্তেঃ সন্নিকর্ষজন্যত্বমিত্যাকারাশ্রয়গ্রহণম্। চক্ষুরাদিদ্বারকবুদ্ধিবৃত্তিশ্চ প্রদীপস্য শিখাতুল্যা বাহ্যার্থসন্নিকর্ষানন্তরমেব তদাকারোল্লেখিনী ভবতীতি নাসম্ভবঃ ॥ ৮৯ ॥

ননু যোগিনামতীতানাগতব্যবহিতবস্তুপ্রত্যক্ষেঽব্যাপ্তিঃ সম্বদ্ধবস্ত্বাকারাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য তস্যালক্ষ্যত্বেন সমাধত্তে। ঐন্দ্রিয়কপ্রত্যক্ষমেবাত্র লক্ষ্যং

"প্রমাজ্ঞান পুরুষনিষ্ঠ" এই মুখ্য সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া প্রমাণের বিশেষ লক্ষণনিরূপণ করিতেছেন।—যে বিজ্ঞান কোন পদার্থে সম্বদ্ধ হইয়া সেই সম্বদ্ধ বস্তুর আকার ধারণ করে, সেই বিজ্ঞান, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া অভিহিত হয়। স্বার্থসন্নিকর্ষজন্য আকারের আশ্রয় যে বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অর্থাৎ কোন পদার্থ নিকটবর্ত্তী হইলে বুদ্ধিবৃত্তি সেই পদার্থের আকারধারণ করে; এই বুদ্ধিবৃত্তিকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা যায়। ইহাই নিষ্কৃষ্ট অর্থ। "বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতি" এই আগামীসূত্রে জানা যায় যে, বুদ্ধিবৃত্তি পদার্থের সন্নিকর্ষজন্য নহে, এই নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তি পদার্থের আকারের আশ্রয় বলিয়া উক্ত হইল। চক্ষুরাদিদ্বারা বৃত্তি জন্মে, এই বুদ্ধিবৃত্তি প্রদীপের শিখাতুল্য; অর্থাৎ প্রদীপ যেমন শিখাদ্বারা প্রকাশ পায়, সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিও চক্ষুরাদিদ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহা চক্ষুরাদিদ্বারা উৎপন্ন হয় না। বাহ্যার্থের সন্নিকর্ষ হইলে তাহার পরক্ষণেই বুদ্ধিবৃত্তি সেই বাহ্যার্থের আকার ধারণ করে, এই নিমিত্ত অসম্ভবদোষ নাই ॥ ৮৯ ॥

যদি বাহ্যার্থে সন্নিকর্ষ হইলে বুদ্ধিবৃত্তি সেই বস্তুর আকার গ্রহণ করে, তাহাতেই প্রত্যক্ষ হয় বল, তাহাহইলে যোগিদিগের যে অতীত, অনা-

লীনবস্তুলব্ধাতিশয়সম্বন্ধাদ্বাদোষঃ ॥ ৯১ ॥

যোগিনশ্চাবাহ্যপ্রত্যক্ষকাঃ। অতো ন দোষো ন তৎপ্রত্যক্ষেঽব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

বাস্তবং সমাধানমাহ। অথবা তদপি লক্ষ্যমেব তথাপি ন দোষো নাব্যাপ্তিঃ যতো লীনবস্তুষু লব্ধযোগজধর্ম্মজন্যাতিশয়স্য যোগিচিত্তস্য সম্বন্ধো ঘটত ইত্যর্থঃ। অত্র লীনশব্দঃ পরাভিপ্রেতাসন্নিকৃষ্টবাচী সৎকার্য্যবাদিনাং হ্যতীতাদিকমপি স্বরূপতোঽস্তীতি তৎসম্বন্ধঃ সম্ভবেদিতি ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টেষু সম্বন্ধহেতুবিধয়া লব্ধাতিশয়েতি বিশেষণম্। অতিশয়শ্চ ব্যাপকত্বং বৃত্তিপ্রতিবন্ধকতমোনিবৃত্ত্যাদিশ্চেতি। ইদং চাত্রাবধেয়ম্। যৎসম্বন্ধং সদিতি পূর্ব্বসূত্রে বুদ্ধেরর্থসন্নিকর্ষস্যৈব। প্রত্যক্ষহেতুতালাভাৎ প্রত্যক্ষসামান্যে বাহ্যার্থ-

---

গত ও ব্যবহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, এইক্ষণ সেই প্রসিদ্ধির অন্যথা দেখা যাইতেছে। যেহেতু অতীতাদি বস্তুর সন্নিকর্ষ নাই; সুতরাং তাহার আকারগ্রহণও সম্ভবিতে পারে না। এই আশঙ্কায় অতীতাদি পদার্থ যোগিগণের প্রত্যক্ষস্থল নহে, এইরূপে সমাধান করিতেছেন।—ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষই পূর্ব্বোক্তপ্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য। যোগিগণের বাহ্যবিষয়ে প্রত্যক্ষ নাই, সুতরাং তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন দোষ হইতে পারে না। যোগিদিগের কোনরূপ ইন্দ্রিয়ব্যাপার নাই, তাঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারে বিরত হইয়া সর্ব্বদা যোগসাধনে নিমগ্ন থাকেন, এইনিমিত্ত যোগিগণের প্রত্যক্ষ উল্লেখ করিয়া সূত্রে দোষারোপ হইতে পারে না। ॥ ৯০ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের প্রকৃত সমাধান করিতেছেন।—যদি যোগিদিগের প্রত্যক্ষও উক্ত লক্ষণের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলেও কোন দোষ, অথবা লক্ষণের অব্যাপ্তি হইতে পারে না; যেহেতু যোগবলে যোগিগণের চিত্ত অতীতাদি পদার্থেও সম্বদ্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ যে বস্তু অসন্নিকৃষ্ট, তাহাতেও যোগিগণের চিত্তসম্বন্ধ ঘটে, বিশেষতঃ যাহারা সৎকার্য্যবাদী, তাহাদিগের মতে অতীতাদি পদার্থ থাকে। তাঁহারা কার্য্যমাত্রকেই নিত্য বলিয়া থাকেন; তাহাদিগের মতে কোন পদার্থেরই

সাধারণে বুদ্ধ্যর্থসন্নিকর্ষ এব কারণম্। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাস্তু চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষেষু বিশিষ্যৈব কারণানি। নন্বেবমিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষযোগজধর্ম্মাদ্যভাবেঽপি বুদ্ধ্যা বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষাপত্তিঃ। নৈবম্। তমঃপ্রতিবন্ধেন তদানীং বুদ্ধিসত্ত্বস্ত বৃত্ত্যসম্ভবাৎ। তচ্চ তমঃ কদাচিদর্থেন্দ্রিয়য়োঃ সন্নিকর্ষেণ কদাচিচ্চ যোগজধর্ম্মেণাপসার্য্যতে। অঞ্জনসংযোগেন নয়নমালিন্যবৎ। ন চৈবং তদ্ধেতোরেব তদস্থিতি ন্যায়েনেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদেরেববাহ্যার্থপ্রত্যক্ষসামান্যহেতুতাস্থিতি। বাচ্যং সুষুপ্ত্যাদৌ তমসো বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবন্ধকত্বসিদ্ধেঃ। "সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ। প্রস্বাপনং তু তমসা তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্॥" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ সুষুপ্ত্যাদৌ বৃত্তিপ্রতিবন্ধকান্তরাসম্ভবাচ্চ। চাক্ষুষবৃত্তাবপি তমসঃ প্রতিবন্ধ-

---

বিনাশ নাই; অতএব অতীতাদি বস্তুতে সম্বন্ধের সম্ভব আছে। যোগিদিগের চিত্ত সর্ব্বব্যাপক, অতএব সর্ব্ববিষয়েই তাঁহাদিগের সম্বন্ধ হইতে পারে। এইক্ষণ ইহাই অবধারিত হইতেছে যে, "অসৎসম্বন্ধং সৎ" এই পূর্ব্বোক্তসূত্রে বুদ্ধির বিষয়সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষহেতু বলিয়া জানা যায়। অতএব সামান্য প্রত্যক্ষই বাহ্যার্থ সাধারণ, তদ্বিষয়ে বুদ্ধির অর্থসন্নিকর্ষই কারণ। চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষেই ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের কারণতা জানা যায়। যদি বুদ্ধি ও অর্থসন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষসামান্যের প্রতি কারণ হইল, তাহাহইলে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ও যোগজধর্ম্মাদির অভাবেও প্রত্যক্ষ হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ প্রত্যক্ষ অসম্ভব বলিয়া বিখ্যাত কেন? ইহার উত্তর এই যে, তমঃপ্রতিবন্ধকবলেই সেই স্থলে বুদ্ধিবৃত্তির সম্ভব হয় না। ঐ তমঃ কোন স্থলে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষদ্বারা, কোন স্থলে বা যোগজ ধর্ম্মদ্বারা অপসারিত হইয়া থাকে। যেমন অঞ্জনযোগে নয়নের মালিন্য বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষও যোগজধর্ম্মবলে তমঃপ্রবিষ্ট হইয়া যায়। যদি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষই হেতু হইল, তাহাহইলে তাহার হেতু হইতেই সেই পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই নিয়মানুসারে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিই বাহ্য প্রত্যক্ষ সামান্যের প্রতি হেতু হউক। ইহা বলা যায় না, কারণ সুষুপ্তিপ্রভৃতিতে তমঃই বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। "সত্ত্বগুণে জাগরণ, রজোগুণে নিদ্রা এবং তমোগুণে সুষুপ্তি হয়" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে জানা যায় যে, সুষুপ্তিপ্রভৃতিতে

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ ৯২ ॥

দর্শনাচ্চ। যৎ তু শুষ্কতার্কিকাঃ সুষুপ্তৌ বৃত্ত্যনুৎপাদার্থং জ্ঞানসামান্তে ত্বঙ্মনো-যোগং কারণং কল্পয়ন্তি। তদসৎ। ত্বগিন্দ্রিয়োৎপত্তেঃ প্রাগপি কেবলবুদ্ধ্যা স্বয়ম্ভুবঃ সর্ব্বপ্রত্যক্ষশ্রবণাৎ। ত্বঙ্মনোযোগানুৎপাদেঽপি তমস এব নিমিত্ত-তায়া বক্তব্যত্বাচ্চ। কেবলতর্কস্যাপ্রতিষ্ঠাদোষগ্রস্তত্বাচ্চেতি দিক্ ॥ ৯১ ॥

নমু তথাপীশ্বরপ্রত্যক্ষেঽব্যাপ্তিঃ তস্য নিত্যত্বেন সন্নিকর্ষাজন্যত্বাদিতি তত্রাহ। ঈশ্বরে প্রমাণাভাবন্ন দোষ ইত্যনুবর্ত্ততে। অয়ং চেশ্বরপ্রতিষেধ একদেশিনাং প্রৌঢ়বাদেনৈবেতি প্রাগেব প্রতিপাদিতম্। অন্যথা হীশ্বরা-

---

তমোভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবন্ধক আর নাই। যদি তমই বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি-বন্ধক না হইবে, তাহাহইলে সুষুপ্তিকালে প্রত্যক্ষ হয় না কেন? এবং চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষেও তমোগুণের প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। শুষ্ক তার্কিকেরা যে সুষুপ্তিকালে বৃত্তির অনুৎপত্তির নিমিত্ত জ্ঞানসামান্তের প্রতি ত্বঙ্মনঃ-সংযোগকে কারণ বলিয়া স্বীকার করে, তাহাও সৎ নহে। যেহেতু ত্বগি-ন্দ্রিয়ের উৎপত্তির পূর্ব্বেও কেবল বুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মার সর্ব্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ শ্রবণ আছে, বিশেষতঃ ত্বঙ্মনঃসংযোগ না হইলেও তমই নিমিত্ত বলিয়া কথিত হইবে। আর কেবল তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষে দূষিত; সুতরাং কেবল তর্কদ্বারা কোন পদার্থ স্থিরীকৃত হইতে পারে না। ৯১।

এইক্ষণ ঈশ্বরপ্রত্যক্ষে অব্যাপ্তি দেখিতেছি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের যেরূপ লক্ষণ নির্ব্বাচিত হইল, এই লক্ষণদ্বারা ঈশ্বরপ্রত্যক্ষকে লক্ষিত করা যাইতে পারে না, কারণ ঈশ্বর নিত্য, তাঁহার সন্নিকর্ষজন্যত্ব নাই, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—ঈশ্বরসিদ্ধিতেই কোন প্রমাণ নাই, তাঁহার প্রত্যক্ষ অসিদ্ধ হইল, ইহাতে আর দোষ কি? এইরূপ ঈশ্বরপ্রতিষেধ কেবল অল্পজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের সাহঙ্কার বাক্যমাত্র বলিয়া পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে ঈশ্বরের উক্তরূপ প্রত্যক্ষের অসিদ্ধি, ইহাই প্রকৃতার্থ; অন্যথা "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এইরূপ সূত্র না করিয়া "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ সূত্র করা উচিত ছিল। ঈশ্বরস্বীকার করিলে, সন্নিকর্ষের সুজাতীয়রূপেই প্রত্যক্ষলক্ষণ নির্ব্বাচন

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৯৩ ॥

উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্ ॥ ৯৪ ॥

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা ॥ ৯৫ ॥

ভাবাদিত্যেবোচ্যেত। ঈশ্বরাভ্যুপগমে তু সন্নিকর্ষজন্যজাতীয়ত্বমেব প্রত্যক্ষ-লক্ষণং বিবক্ষিতং সাজাত্যং চ জ্ঞানত্বসাক্ষাত্ত্বাপ্যজাত্যেতি ভাবঃ ॥ ৯২ ॥

শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং কথমীশো ন সিদ্ধ্যতীত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তর্কবিরোধং লৌকিক-মেব বাধকমাহ। ঈশ্বরোঽভিমতঃ কিং ক্লেশাদিমুক্তো বা তৈর্ব্বদ্ধো বা। অন্যতরস্যাপ্যসম্ভবান্নেশ্বরসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥

মুক্তত্বে সতি স্রষ্টৃত্বাদ্যক্ষমত্বং তৎপ্রয়োজকাভিমানরাগাদ্যভাবাৎ। বদ্ধত্বেঽপি মূঢ়ত্বান্ন স্থষ্ট্যাদিক্ষমত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥

নম্বেবমীশ্বরপ্রতিপাদকশ্রুতীনাং কা গতিস্তত্রাহ। যথাযোগং কাচিৎ

করিতে হয়। তাহাহইলে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষকেও সন্নিকর্ষের সজাতীয় বলা যাইতে পারে ॥ ৯২ ॥

পূর্ব্ব সূত্রার্থে যদি ঈশ্বরেরই অসিদ্ধি হইল, ঈশ্বরসাধক শ্রুতিস্মৃতির উপায় কি? শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণেও ঈশ্বরসিদ্ধি দেখা যায়। এই আকাঙ্ক্ষায় তর্কবিরোধরূপ লৌকিক বাধপ্রদর্শন করিতেছেন।—যদি ঈশ্বরই অভিমত হয়েন, তবে বল দেখি, তিনি কি ক্লেশাদিশূন্য, অথবা ক্লেশাদিদ্বারা বদ্ধ? কিন্তু ঈশ্বরের ক্লেশাদিশূন্যত্ব ও ক্লেশাদিবদ্ধত্ব উভয়ই অসম্ভব; সুতরাং ঈশ্বরের অসিদ্ধি হইতেছে ॥ ৯৩ ॥

পূর্ব্ব সূত্রার্থের কারণপ্রদর্শন করিতেছেন, ঈশ্বরকে মুক্ত স্বীকার করিলে সৃষ্টিবিষয়ে তাঁহার অক্ষমতা দেখা যায়, যেহেতু অভিমান ও রাগাদি ইহারাই সৃষ্টির প্রয়োজক, মুক্তের অভিমানাদি নাই; সুতরাং ঈশ্বরকে মুক্ত বলা যায় না। আর যদি বদ্ধ বল, তাহাহইলেও ঈশ্বরের মূঢ়ত্বপ্রযুক্ত সৃষ্টিক্ষমতা নাই, ইহা স্বীকার করিতে হয়; অতএব তাঁহাকে মুক্ত অথবা বদ্ধ কিছুই বলিতে পার না; সুতরাং ঈশ্বরের অসিদ্ধিই হইল ॥ ৯৪ ॥

যদি ঈশ্বরের অসিদ্ধিই হইল, তবে ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতি-স্মৃতির উপায়

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ ॥ ৯৬ ॥

শ্রুতির্মুক্তাত্মনঃ কেবলাত্মসামান্যস্য জ্ঞেয়ত্বাভিধানায় সন্নিধিমাত্রৈশ্বর্য্যেণ স্তুতিরূপা প্ররোচনার্থা। কাচিচ্চ সঙ্কল্পপূর্ব্বকস্রষ্টৃত্বাদিপ্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ সিদ্ধস্য ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদেরেবানিত্যেশ্বরস্যাভিমানাদিমতোঽপি গৌণনিত্যত্বাদিমত্বান্নিত্যত্বাদ্যুপাসাপরেত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

নন্বু তথাপি প্রকৃত্যাদ্যখিলাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রূয়মাণং নোপপদ্যতে লোকে সঙ্কল্পাদিনা পরিণমনস্যৈবাধিষ্ঠাতৃত্বব্যবহারাদিতি তত্রাহ। যদি সঙ্কল্পেন স্রষ্টৃত্বমধিষ্ঠাতৃত্বমুচ্যতে তদায়ং দোষঃ স্যাৎ। অস্মাভিস্তু পুরুষস্য সন্নিধানাদেবাধিষ্ঠাতৃত্বং স্রষ্টৃত্বাদিরূপমিষ্যতে মণিবৎ। যথায়স্কান্তমণেঃ সান্নিধ্যমাত্রেণ শল্যনিষ্কর্ষকত্বং ন সঙ্কল্পাদিনা তথৈবাদিপুরুষস্য সংযোগমাত্রেণ

কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ঈশ্বরপ্রতিপাদক কোন কোন শ্রুতি সেই আত্মসাধারণ ঈশ্বরের-জ্ঞেয়ত্বকথনের নিমিত্ত তাঁহার সন্নিধিমাত্র ঐশ্বর্য্যদ্বারা স্তুতিরূপ। আর সঙ্কল্পপূর্ব্বক সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদিপ্রতিপাদিকা কোন কোন শ্রুতি অভিমানাদিযুক্ত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হরাদি-অনিত্য ঈশ্বরের গৌণ নিত্যতাপ্রযুক্ত নিত্য পুরুষের উপাসনাপর, অর্থাৎ পুরুষের সন্নিধানমাত্র প্রকৃতি সৃষ্টি করেন; সুতরাং এই সান্নিধ্যরূপ ঐশ্বর্য্যদ্বারা পরম পুরুষের স্তব এবং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হরাদির অনিত্যভাবপ্রযুক্ত নিত্য পুরুষের উপাসনা, ইহাই শ্রুতির মর্ম্মার্থ। ৯৫ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতির সন্নিধানই পুরুষের ঐশ্বর্য্য, তাহাহইলে পুরুষ যে, প্রকৃতিপ্রভৃতি অখিলের অধিষ্ঠাতা বলিয়া শ্রবণ আছে, তাহার উপপত্তি হইতেছে না। সঙ্কল্পাদিদ্বারা যে পরিণাম, তাহাতে লোকে পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্বব্যবহার হয়, ইহাই এই সূত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে। যদি সঙ্কল্পাদিদ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদিরূপ অধিষ্ঠাতৃত্বস্বীকার কর, তাহাহইলেই পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্বাদির অনুপপত্তি দোষ হইতে পারে, আমরা মণির ন্যায় পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদিরূপ অধিষ্ঠাতৃত্বস্বীকার করি। যেমন অয়স্কান্ত মণির সন্নিধানমাত্রই শল্যাদির নিকর্ষণ হয়, সঙ্কল্পাদিদ্বারা হয় না,

প্রকৃতের্ম্মহত্তত্ত্বরূপেণ পরিণমনম্। ইদমেব চ স্বোপাধিস্রষ্টৃত্বমিত্যর্থঃ। তথা চোক্তম্। "নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লোহঃ প্রবর্ত্ততে। সত্তামাত্রেণ দেবেন তথৈবেয়ং জগজ্জনিঃ॥ অত আত্মনি কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বং চ সংস্থিতম্। নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ॥" ইতি। তদৈক্ষত বহু স্যামিত্যাদি-শ্রুতিস্তু কূলং পিপতিষতীতিবদ্গৌণী প্রকৃতেরাসন্নতরগুণসংযোগাৎ। অথবা বুদ্ধিপূর্ব্বকসৃষ্টিবিষয়মেতাদৃশবাক্যজাতং ন ত্বাদিসর্গপরং তস্যাবুদ্ধিপূর্ব্বকত্বস্মরণাদিতি ভাবঃ। যথা কৌর্ম্মে। "ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সংক্ষেপাৎ কথিতো ময়া। অবুদ্ধিপূর্ব্বকস্ত্বেষ ব্রাহ্মীং সৃষ্টিং নিবোধত॥" ইতি। অস্য চ বাক্যস্যাদি-পুরুষবুদ্ধ্যজন্যত্বেন সঙ্কোচে গৌরবমিতি॥ ৯৬॥

সেইরূপ পুরুষের সংযোগমাত্রই প্রকৃতির মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে, ইহাই স্বোপাধিক সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, যেমন ইচ্ছা-বিহীন রত্নেতে লৌহ প্রবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ এই পুরুষ সত্তামাত্রই জগতের কারণ হইয়া থাকেন। অতএব আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই বিদ্যমান আছে। তিনি ইচ্ছাবিহীন বলিয়া অকর্ত্তা এবং সন্নিধিমাত্র সৃষ্টি হয়, এই নিমিত্ত কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যদি পুরুষের ইচ্ছাই না থাকিল, তবে "আমি বহু হইব" এইরূপ শ্রুতির কিরূপে উপপত্তি হইতে পারে? এইক্ষণ বক্তব্য এই যে, "নদীকূল পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে," এইস্থলে নদীকূলের পতনের ইচ্ছা নাই, তথাপিও যেমন ঐ কূল পতনোন্মুখ বলিয়া ঐরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতির আসন্নতাবশতঃ ঐ প্রকৃতির গুণসংযোগেই "আমি বহু হইব" এইরূপ শ্রুতি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অথবা বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টিস্থলই উক্ত শ্রুতির প্রতিপাদ্য। উহা আদিসৃষ্টিপর নহে। যেহেতু আদিসৃষ্টির বুদ্ধিপূর্ব্বকতা স্মরণ নাই। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, "আমি এইরূপে সংক্ষেপে প্রাকৃত সৃষ্টি বলিলাম, এক্ষণ বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মীসৃষ্টি বলিতেছি, শ্রবণ কর।" অতএব উক্ত বাক্য আদি পুরুষের বুদ্ধি-পূর্ব্বক সৃষ্টিজন্য নহে; সুতরাং তাহার সঙ্কোচে গৌরবকল্পনা হয়॥ ৯৬॥

বিশেষকার্য্যেম্বপি জীবানাম্ ॥ ৯৭ ॥
সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাদ্বাক্যার্থোপদেশঃ ॥ ৯৮ ॥

ন কেবলং সর্গাদাবেব পুরুষস্য সংযোগমাত্রেণ স্রষ্টৃত্বাদিকমপি ত্বন্যেম্বপি সঙ্কল্পাদিপূর্ব্বকেষু ভূতাদিম্বখিলেষু বিশেষকার্য্যেম্বপি সর্ব্বপুরুষাণামিত্যাহ। অধিষ্ঠাতৃত্বং সন্নিধানাদিত্যনুষজ্যতে। অন্তঃকরণোপলক্ষিতস্যৈব জীবশব্দার্থত্বং ষষ্ঠাধ্যায়ে বক্ষ্যতি তথা চ বিশেষকার্য্যেম্বপি ব্যষ্টিসৃষ্টাবপি জীবানামন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিতচেতনানাং সন্নিধানাদেবাধিষ্ঠাতৃত্বং ন তু কেনাপি ব্যাপারেণ কূটস্থচিন্মাত্ররূপত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

নন্বু চেৎ সত্যঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরো নাস্তি তর্হি বেদান্তমহাবাক্যার্থস্য বিবেকস্যোপদেশেঽন্ধপরম্পরাশঙ্কয়াপ্রামাণ্যং প্রসজ্যেত তত্রাহ। হিরণ্যগর্ভাদীনাং সিদ্ধরূপাণাং যথার্থস্য বোদ্ধৃত্বাৎ তদ্বক্তৃকায়ুর্ব্বেদাদিপ্রামাণ্যেনাবধৃতাচ্চৈষাং বাক্যার্থোপদেশঃ প্রমাণমিতি শেষঃ ॥ ৯৮ ॥

কেবল সৃষ্টিবিষয়ে সংযোগমাত্রে আদিপুরুষেরই যে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব আছে, এমত নহে, সঙ্কল্পাদিপূর্ব্বক অখিল ভূতাদি কার্য্যবিশেষে সকল পুরুষেরই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব জানিবে। অন্তঃকরণোপলক্ষিত পুরুষই জীব শব্দ-প্রতিপাদ্য, ইহা সূত্রকার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিবেন। সৃষ্টিপ্রভৃতি কার্য্যে জীবসকলের অন্তঃকরণ-চৈতন্যের সন্নিধানবশতঃ অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে, কোনব্যাপারেও কূটস্থের অধিষ্ঠাতৃত্ব নাই; যেহেতু সেই কূটস্থ পুরুষ চিন্মাত্রস্বরূপ ॥ ৯৭ ॥

যদি সত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত না হইল, তবে বেদান্তবাক্যে যে বিবেকের উপদেশ উক্ত আছে, অন্ধপরম্পরাশঙ্কায় তাহার অপ্রামাণ্য-প্রসঙ্গ হয়। যেমন অন্ধেরা দেখিতে না পাইয়া অলীক কল্পনা করিয়া থাকে, সেইরূপ সত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর না থাকিলে বেদান্তবাক্যের উপদেশের অপ্রামাণ্য হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর না থাকিলেও হিরণ্যগর্ভাখ্য পুরুষের সর্ব্বজ্ঞত্ব আছে, তিনিই সকল বিষয়ের যাথার্থ্য বুঝিতে পারেন, এই হিরণ্যগর্ভ পুরুষের কথিত আয়ুর্ব্বেদাদি সপ্রমাণ বলিয়া

অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্॥ ৯৯ ॥

ননু পুরুষস্য চেৎ সন্নিধিমাত্রেণ গৌণমধিষ্ঠাতৃত্বং তর্হি মুখ্যমধিষ্ঠাতৃত্বং কস্যেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। অন্তঃকরণস্যানুপচরিতমধিষ্ঠাতৃত্বং সঙ্কল্পাদিদ্বারকং প্রত্যেতব্যম্। নন্বধিষ্ঠাতৃত্বং ঘটাদিবদচেতনস্য ন যুক্তং তত্রাহ। লোহবৎ তদুজ্জ্বলিতত্বাদিতি। অন্তঃকরণং হি তপ্তলোহবচ্চেতনোজ্জ্বলিতং ভবতি। অতস্তস্য চেতনায়মানতয়াধিষ্ঠাতৃত্বং ঘটাদিব্যাবৃত্তমুপপদ্যত ইত্যর্থঃ। নন্বেবং চৈতন্যেনান্তঃকরণস্যোজ্জ্বলনে চিতেঃ সঙ্গিত্বমগ্নিবদেব স্যাদিতি চেন্ন। নিত্যোজ্জ্বলচৈতন্যসংযোগবিশেষমাত্রস্য সংযোগবিশেষজন্যচৈতন্যপ্রতিবিম্বস্যৈবান্তঃকরণোজ্জ্বলনরূপত্বাৎ। ন তু চৈতন্যমন্তঃকরণে সংক্রামতি যেন সঙ্গিতা স্যাৎ। অগ্নেরপি হি প্রকাশাদিকং ন লোহে সংক্রামতি। কিন্ত্বগ্নিসং-

অবধৃত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার উপদিষ্ট বাক্যেরও প্রামাণ্য আছে। অতএব বেদান্তবাক্যের উপদেশ অপ্রমাণ হইল না ॥ ৯৮ ॥

যদি সন্নিধানমাত্রে পুরুষের গৌণ অধিষ্ঠাতৃত্ব হইল, তবে মুখ্য অধিষ্ঠাতৃত্ব কাহার হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—সঙ্কল্পাদিদ্বারা যে অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতৃত্ব, তাহাই মুখ্য অধিষ্ঠাতৃত্ব বলিয়া জানিতে হইবে। যদি বল, অন্তঃকরণ ঘটাদির ন্যায় অচেতন, তাহার মুখ্য অধিষ্ঠাতৃত্ব যুক্ত হইতেছে না, উহার উত্তর এই যে, অন্তঃকরণ তপ্তলৌহের ন্যায় উজ্জ্বলিত। যেমন লৌহ অগ্নিদ্বারা উজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণও চেতনাদ্বারা উজ্জ্বলিত। অতএব অন্তঃকরণ সচেতনবৎ প্রতীয়মান হয়; সুতরাং তাহার অধিষ্ঠাতৃত্বের বাধ নাই। অতএব তাহাকে ঘটাদির ন্যায় অচেতন বলা যায় না। এইক্ষণ পুনর্ব্বার এই আশঙ্কা হইতেছে যে, চৈতন্যদ্বারা অন্তঃকরণের উজ্জ্বলন স্বীকার করিলে অগ্নির ন্যায় চিন্মাত্রেরও সঙ্গিত্ব হইতে পারে, কিন্তু ইহা বক্তব্য নহে, যেহেতু নিত্য উজ্জ্বল চৈতন্যের সংযোগবিশেষমাত্র অথবা সংযোগবিশেষজন্য চৈতন্যপ্রতিবিম্বই অন্তঃকরণের উজ্জ্বলন, পরন্তু চৈতন্য অন্তঃকরণে সংক্রান্ত হয় না, সুতরাং তাহার সঙ্গিত্বশঙ্কা হইতে পারে না এবং অগ্নির প্রকাশাদিও লৌহে সংক্রান্ত হয় না, কিন্তু অগ্নিসংযোগবিশেষই লৌহের উজ্জ্বলন। অতএব লৌহদৃষ্টান্তদ্বারা অন্তঃকরণের সঙ্গিত্ব সম্ভবে না। আর যদি অন্তঃকরণের

যোগবিশেষ এব লোহস্তোজ্জ্বলনমিতি। নন্বেবমপি সংযোগেন পরিণামিত্ব-মিতি চেন্ন সামান্যগুণাতিরিক্তধর্ম্মোৎপত্তাবেব পরিণামব্যবহারাদিতি। অয়ং চ সংযোগবিশেষোঽন্তঃকরণস্যৈব সত্ত্বোদ্রেকরূপাৎ পরিণামাদ্ভবতীতি ফল-বলাৎ কল্প্যতে পুরুষস্যাপরিণামিত্বেন সংযোগে তন্নিমিত্তকবিশেষাসম্ভবা-দিতি। অয়মেব চ সংযোগবিশেষো বুদ্ধ্যাত্মনোরন্যোঽন্যপ্রতিবিম্বনে হেতুঃ। নন্নু প্রতিবিম্বহেতুতয়া সংযোগবিশেষাবশ্যকত্বে প্রতিবিম্বকল্পনাব্যর্থা প্রতি-বিম্বকার্য্যস্যার্থজ্ঞানাদেঃ সংযোগবিশেষাদেব সম্ভবাদিতি। মৈবম্। বুদ্ধৌ চৈতন্যপ্রতিবিম্বশ্চৈতন্যদর্শনার্থং কল্প্যতে দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ববৎ। অন্যথা কর্ম্ম-কর্ত্তৃবিরোধেন স্বস্য সাক্ষাৎ স্বদর্শনানুপপত্তেঃ। অয়মেব চ চিৎপ্রতিবিম্বো বুদ্ধৌ চিচ্ছায়াপত্তিরিতি চৈতন্যাধ্যাস ইতি চিদাবেশ ইতি চোচ্যতে। যশ্চ চৈতন্যে বুদ্ধেঃ প্রতিবিম্বঃ স চারূঢ়বিষয়ৈঃ সহ বুদ্ধের্ভানার্থমিষ্যতে। অর্থাকার-

---

সংযোগস্বীকার করিলে, তাহাহইলে তাহার পরিণামিত্ব হইল, তাহা নহে। সামান্য গুণাতিরিক্ত ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিরই পরিণামব্যবহার হইয়া থাকে; সত্ত্বোদ্রেকরূপ অন্তঃকরণের পরিণাম হইতেই এই সংযোগবিশেষ হয়, ফল-বলবশতঃ এইরূপ কল্পনা আছে, অতএব পুরুষের পরিণামিত্বদ্বারা সংযোগে তন্নিমিত্তক বিশেষের অসম্ভব। আর এই সংযোগবিশেষই বুদ্ধি ও আত্মার পরস্পর প্রতিবিম্বনের হেতু বলিয়া অভিহিত হয়। এইক্ষণ যদি বল, এই সংযোগবিশেষকে অবশ্য প্রতিবিম্বহেতুরূপে স্বীকার করিলে প্রতিবিম্বনকল্পনা ব্যর্থ হয়, যেহেতু প্রতিবিম্বের কার্য্য অর্থজ্ঞানাদিসংযোগবিশেষ হইতেই সম্ভবিতে পারে, ইহা বলা যায় না; যেহেতু যেমন মুখদর্শনার্থই দর্পণে মুখের প্রতিবিম্বকল্পনা করিতে হয়, সেইরূপ চৈতন্যদর্শনের নিমিত্ত বুদ্ধিতে চৈতন্য-প্রতিবিম্ব-কল্পনা অবশ্য কর্ত্তব্য; সুতরাং সেই কল্পনা ব্যর্থ হয় না। তাহা না হইলে কর্ত্তৃকর্ম্মবিরোধহেতু আপনি যে আপনাকে দর্শন করে, ইহার অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। বুদ্ধিতে উক্ত প্রতিবিম্বকেই চিচ্ছায়াপত্তি চৈতন্যাধ্যাস ও চিদা-বেশ বলা যায়। বুদ্ধ্যারূঢ় বিষয়ের সহিত বুদ্ধির প্রকাশার্থ চৈতন্যে বুদ্ধির প্রতি-বিম্ব স্বীকার করা যায়। অর্থাকাররূপে অর্থজ্ঞানের বুদ্ধিস্থলে অর্থাকারতা-ব্যতিরেকে সংযোগবিশেষমাত্রে পুরুষে অর্থপ্রকাশের অনৌচিত্যহেতু পুরু-

তয়ৈবার্থগ্রহণস্ত বুদ্ধিস্থলে দৃষ্টত্বেন তাং বিনা সংযোগবিশেষমাত্রেণার্থভানস্ত পুরুষেঽপ্যনৌচিত্যাৎ। অর্থাকারস্তৈবার্থগ্রহণশব্দার্থত্বাচ্চেতি। স চার্থাকারঃ পুরুষে পরিণামো ন সম্ভবতীত্যর্থাৎ প্রতিবিম্বরূপ এব পর্য্যবস্তৃতীতি দিক্। স চায়মন্যোঽন্যপ্রতিবিম্বো যোগভাষ্যে ব্যাসদেবৈঃ সিদ্ধান্তিতঃ। চিতিশক্তিরপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্‌বৃত্তিমনুপততি তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারিমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়ত ইত্যাদিনা। যোগবার্ত্তিকে চৈতদ্বিস্তরতোঽস্মাভিঃ প্রতিপাদিতম্। কশ্চিৎ তু বুদ্ধিগতয়া চিচ্ছায়য়া বুদ্ধেরেব সর্ব্বার্থজ্ঞাতৃত্বমিচ্ছাদিভির্জ্ঞানস্ত সামানাধিকরণ্যানুভবাদন্যস্ত জ্ঞানেনান্যস্ত প্রবৃত্ত্যনৌচিত্যাচ্চেত্যাহ। তদাত্মজ্ঞানমূলকত্বাদুপেক্ষণীয়ম্। এবং হি বুদ্ধেরেব জ্ঞাতৃত্বে চিদবসানো ভোগ ইত্যাগামিসূত্রদ্বয়বিরোধঃ

যেতে বুদ্ধির প্রতিবিম্ব স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ বস্তুর আকারই অর্থগ্রহণ শব্দের অর্থ। পুরুষে এই অর্থাকার পরিণামরূপে সম্ভব হয় না। বাস্তবিক প্রতিবিম্বরূপেই উহা পর্য্যবসিত হইতেছে। এইরূপ পরস্পরপ্রতিবিম্ব যোগসূত্রভাষ্যে ব্যাসদেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "চিৎশক্তির পরিণাম নাই এবং উহা কোন বিষয়ে সংক্রান্তও হয় না, অথচ পরিণামী বিষয়ে সংক্রান্তের ন্যায় তাহার বৃত্তি পতিত হয়, এই চিৎশক্তি চৈতন্যরূপা বুদ্ধিবৃত্তির অনুকারীমাত্র"। ইত্যদিরূপে যোগভাষ্যে সবিশেষ বর্ণিত আছে। যোগবার্ত্তিকেও এই বিষয়ের বিস্তার আমরা সবিশেষ প্রতিপাদন করিয়াছি। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "বুদ্ধিগত চিচ্ছায়াদ্বারাই বুদ্ধির সর্ব্বার্থজ্ঞাতৃত্ব আছে। ইচ্ছাপ্রভৃতির সহিত জ্ঞানের সামানাধিকরণ্যের অনুভবপ্রযুক্ত একের জ্ঞানে অন্যের প্রবৃত্তি অনুচিত।" ইহাও গ্রাহ্য মত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেহেতু ঐ সমুদায়ই আত্মজ্ঞানমূলক; সুতরাং উহা উপেক্ষণীয়। এইরূপ বলিলে বুদ্ধির জ্ঞাতৃত্ববিষয়ে "চিদবসানই ভোগ" ইত্যাদি আগামী সূত্রদ্বয়ের বিরোধ হয়। পুরুষে যে প্রমাণাভাব উক্ত হইয়াছে, বুদ্ধিতে পুরুষলিঙ্গভোগের স্বীকার করিলেই উহা সঙ্গত হইতে পারে, এবং ইহাও বলিতে পার না যে, প্রতিবিম্বের অন্যথা অনুপপত্তিহেতু বিম্বভূত পুরুষ সিদ্ধ করিবে। তাহাহইলে

পুরুষে প্রমাণাভাবশ্চ পুরুষলিঙ্গস্য ভোগস্য বুদ্ধাবেব স্বীকারাৎ। ন চ প্রতিবিম্বান্যথানুপপত্ত্যা বিম্বভূতঃ পুরুষঃ সেৎস্যতীতি বাচ্যম্। অন্যোঽন্যাশ্রয়াৎ পৃথগ্বিম্বসিদ্ধৌ বুদ্ধিস্থচৈতন্যস্য প্রতিবিম্বতাসিদ্ধিঃ প্রতিবিম্বতাসিদ্ধৌ চ তৎপ্রতিযোগিতয়া বিম্বসিদ্ধিরিতি। অস্মন্মতে চ জ্ঞাতৃতয়া পুরুষসিদ্ধ্যনন্তরং তস্য জ্ঞেয়ত্বান্যথানুপপত্ত্যা প্রতিবিম্বসিদ্ধৌ নান্যোঽন্যাশ্রয়ঃ। অথ বৃত্তিসাক্ষিতয়া বিম্বরূপশ্চেতনঃ সিদ্ধ্যতীতি চেৎ তর্হি সাক্ষিণ এব প্রমাতৃত্বমপ্যুচিতম্। উভয়োর্জ্ঞাতৃত্বকল্পনে গৌরবাৎ। বৃত্তিজ্ঞানঘটজ্ঞানয়োঃ সামানাধিকরণ্যানুভবাচ্চ। কিঞ্চৈবং সতি বুদ্ধেরেব ভোক্তৃত্বে ভোক্তৃভাবাদিত্যাগামিসূত্রেণ ভোক্তৃতয়া পুরুষসাধনং বিরুধ্যেত। অথ বুদ্ধিগতচিচ্ছায়ারূপেণ সম্বন্ধেন বিম্বস্যৈব জ্ঞানং ন তু চিতৌ বুদ্ধিপ্রতিবিম্বঃ কল্প্যত ইত্যেতাবন্মাত্রে চেৎ তস্যাশয়ো বর্ণ্যেত। তদপ্যসৎ। সূর্য্যাদেঃ স্বপ্রতিবিম্বরূপ-

অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়, অর্থাৎ পৃথক্ বিম্ব স্বীকার করিলে বুদ্ধিচৈতন্যেরই প্রতিবিম্বতা সিদ্ধি হইল এবং প্রতিবিম্বতাসিদ্ধিতেও তাহার প্রতিযোগিরূপে বিম্বসিদ্ধি হয়; সুতরাং বিম্বসিদ্ধিদ্বারা প্রতিবিম্বসিদ্ধি এবং প্রতিবিম্বদ্বারা বিম্বসিদ্ধি, এইরূপ বিম্ব ও প্রতিবিম্ব ইহারা পরস্পরের আশ্রয়ীভূত হইল, ইহাই অন্যোন্যাশ্রয়দোষ। আমাদিগের মতে জ্ঞাতৃত্বরূপে পুরুষের সিদ্ধির অনন্তর সেই পুরুষেরই জ্ঞেয়ত্ব হয়; সুতরাং ইহার অন্যপ্রকারে অনুপপত্তিহেতু প্রতিবিম্বসিদ্ধিবিষয়ে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ ঘটে না। আর যদি বল, বৃত্তির সাক্ষীরূপে চেতনবিম্বের সিদ্ধি আছে, তাহাহইলে সেই সাক্ষীস্বরূপকেই প্রমাতা বলিয়া স্বীকার করা উচিত। যেহেতু বৃত্তিসাক্ষী ও পুরুষ এই উভয়ের জ্ঞাতৃত্বকল্পনে গৌরব হয়। বিশেষতঃ বৃত্তিজ্ঞান ও ঘটপটাদিজ্ঞান ইহার সামানাধিকরণ্যের অনুভব হয় না। পক্ষান্তরে বলিতেছেন,—বুদ্ধিকেই ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিলে "ভোক্তৃভাবাৎ" এই আগামী সূত্রদ্বারা যে পুরুষের ভোক্তৃতা সাধিত হইয়াছে, তাহা বিরুদ্ধ হয়। আর যদি বল, বুদ্ধিগত চিচ্ছায়ারূপ সম্বন্ধদ্বারাই বিম্বের জ্ঞান হয়, অতএব চিত্তে বুদ্ধিপ্রতিবিম্ব কল্পনা করি না; এইরূপেই তাহার আশয় বর্ণন করি। ইহাও অসৎপক্ষ। যেহেতু সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বরূপ সম্বন্ধদ্বারা

প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমনুমানম্ ॥ ১০০ ॥

সম্বন্ধেন জলাদিতৎস্থবস্তুভাসকত্বাদর্শনাৎ। কিরণৈরেব তদুভয়ভাসনাৎ। মরুমরীচিকাদৌ তু স্বাধ্যস্তজলাদিভাসকত্বং দৃষ্টমেবেতি দৃষ্টান্তানুসারেণাস্মাভিঃ চিতৌ বুদ্ধিপ্রতিবিম্বএব সর্ব্বার্থভানহেতুতয়া সম্বন্ধঃ কল্পিত ইতি। যচ্চোক্তমন্যস্য জ্ঞানেনান্যস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিরিতি। তদপি ন অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ। ইত্যাগামিসূত্রেণ জ্ঞানপ্রবৃত্ত্যোর্বৈয়ধিকরণ্যস্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। বুদ্ধেঃ সঙ্কল্পেন দেহক্রিয়ায়ামিবাত্রাপি সংযোগবিশেষাদেরেব নিয়ামকত্বাদিতি ॥ ৯৯ ॥

প্রত্যক্ষপ্রমাণং লক্ষয়িত্বানুমানং লক্ষয়তি। প্রতিবন্ধো ব্যাপ্তির্ব্ব্যাপ্তিদর্শনাদ্ব্যাপকজ্ঞানমনুমানং প্রমাণমিত্যর্থঃ। অনুমিতিস্তু পৌরুষেয়ো বোধ ইতি ॥ ১০০ ॥

জলাদি ও জলস্থিত বস্তুসকল প্রকাশ পায় না, সূর্য্যের কিরণদ্বারাই উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং মরুভূমিতে যখন মরীচিকা উপস্থিত হয়, তখন আপনারই জলাদির ভাসকতা দৃষ্ট হয়। এই সকল দৃষ্টান্তানুসারে আমরা চিতিতে বুদ্ধির প্রতিবিম্বই সর্ব্বার্থজ্ঞানের হেতু বলিয়া সম্বন্ধকল্পনা করি। পূর্ব্বে যে একের জ্ঞানে অন্যের প্রবৃত্তির অনুপপত্তি উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাও উপপন্ন হইল। অন্নাদির ন্যায় কর্ত্তাভিন্নেরও উপভোগ হইতে পারে, এই আগামী সূত্রদ্বারা জ্ঞান ও প্রবৃত্তির একাধিকরণ্য না থাকিলেও দৃষ্টান্তদ্বারা ভবিষ্যতে তাহার উপপাদন হইবে। বুদ্ধির সঙ্কল্পদ্বারা দেহক্রিয়ার ন্যায় এস্থলেও সংযোগবিশেষাদিই বিশেষ নিয়ামক ॥ ৯৯ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ অনুমানপ্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন,—ব্যাপ্তিজ্ঞান দর্শনে যে ব্যাপক পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহাই অনুমান-প্রমাণ। যেমন ধূমদর্শনে অগ্নির অনুমান হয়, এইস্থলে ধূমজ্ঞানই ব্যাপ্তিজ্ঞান। যেহেতু সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, যে যে স্থানে ধূম আছে, সেই সেই স্থানে অগ্নিও আছে, কখনও ধূমবিশিষ্ট স্থানে অগ্নির অভাব দেখা যায় না; অতএব সকলেরই স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে, যেস্থানে

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ১০১ ॥

উভয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাৎ তদুপদেশঃ ॥ ১০২ ॥

শব্দপ্রমাণং লক্ষয়তি। আপ্তিরত্র যোগ্যতা বেদস্যাপৌরুষেয়তায়াঃ পঞ্চমাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণত্বাৎ। তথা চ যোগ্যঃ শব্দস্তজ্জন্যং জ্ঞানং শব্দাখ্যং প্রমাণমিত্যর্থঃ। ফলং চ পৌরুষেয়ঃ শাব্দো বোধ ইতি ॥ ১০১ ॥

প্রমাণপ্রতিপাদনস্য স্বয়মেব ফলমাহ। উভয়োরাত্মানাত্মনোর্ব্বিবেকেন সিদ্ধিঃ প্রমাণাদেব ভবতি। অতস্তস্য প্রমাণস্যোপদেশঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥

ধূম আছে, তথাতে অবশ্যই অগ্নি আছে; ইহাই ব্যাপ্তিজ্ঞান। যখন দূরদেশস্থিত অগ্নির দর্শন না হইলেও কেবল ধূমমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তখনই এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে যে, আমরা যে যেস্থানে ধূম দেখিয়াছি, সেই সেই স্থানে অগ্নিও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ধূমবিশিষ্ট দেশে কখনও অগ্নির অভাব দেখি নাই, এইক্ষণ অমুকস্থানে ধূম দেখা যাইতেছে, সুতরাং ঐ খানে অবশ্যই অগ্নি আছে, এইরূপ জ্ঞানের নাম অনুমান। এই অনুমানদ্বারা পুরুষের অনুমিতিরূপ বোধ হইয়া থাকে ॥ ১০০ ॥

এইক্ষণ শব্দপ্রমাণ নিরূপিত হইতেছে,—যোগ্যতাবিশিষ্ট যে শব্দ, সেই শব্দজন্য জ্ঞানই শব্দজ্ঞান। শব্দমাত্রের জ্ঞানজনকতা নাই, এই নিমিত্ত উন্মত্তাদির শব্দ ও পশুপক্ষীপ্রভৃতির অব্যক্তশব্দে কোন অর্থবোধ হয় না, অতএব ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য, নির্দ্দোষ শব্দই শাব্দবোধের কারণ। বেদবাক্যাদিও নির্দ্দুষ্ট, যেহেতু উহা পুরুষকৃত নহে বলিয়া পঞ্চম অধ্যায়ে নিরূপণ করিবেন। এই শব্দপ্রমাণজন্য পুরুষের বোধ হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥

ইতিপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই প্রমাণত্রয় নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই প্রমাণত্রয়ের ফলনিরূপণ করিতেছেন।—উক্ত প্রমাণত্রয়দ্বারা বিবেকপূর্ব্বক প্রকৃতিপুরুষের সিদ্ধি হইয়াথাকে; এই নিমিত্ত প্রমাণত্রয়ের উপদেশ করিয়াছেন, বিবেকদ্বারা প্রকৃতিপুরুষের জ্ঞানই মুখ্য উদ্দেশ্য। উক্ত প্রমাণত্রয় ভিন্ন সেই প্রকৃতিপুরুষের পরিজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ১০২ ॥

সামান্যতো দৃষ্টাদুভয়সিদ্ধিঃ ॥১০৩

তত্র যেনানুমানবিশেষেণ প্রমাণেন মুখ্যতোঽত্র প্রকৃতিপুরুষৌ বিবিচ্য সাধনীয়ৌ তদ্বর্ণয়তি। অনুমানং তাবৎ ত্রিবিধং ভবতি। পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টং চেতি। তত্র প্রত্যক্ষীকৃতজাতীয়বিষয়কং পূর্ব্ববৎ। যথা ধূমেন বহ্ন্যনুমানম্। বহ্নিজাতীয়ো হি মহানসাদৌ পূর্ব্বং প্রত্যক্ষীকৃতঃ। ব্যতিরেকানুমানং শেষবৎ শেষোঽপূর্ব্বোঽর্থোঽস্য বিষয়ত্বেনাস্তীতি শেষবৎ। অপ্রসিদ্ধসাধ্যকমিতি যাবৎ। যথা পৃথিবীত্বেনেতরভেদানুমানম্। পৃথিবী-

---

পূর্ব্বে ত্রিবিধ প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণ যেরূপ প্রমাণদ্বারা প্রকৃতরূপে বিবেচনা করিয়া প্রকৃতিপুরুষ নিরূপণ করিতে হয়, তাহাই বর্ণন করিতেছেন।—পূর্ব্বে ত্রিবিধ প্রমাণনিরূপণ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণ প্রকৃতি-পুরুষ-জ্ঞানের সম্যক্‌রূপে অনুকূল হইতে পারে না, কেবল অনুমানপ্রমাণই প্রকৃতি-পুরুষজ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে কারণ। সেই অনুমানপ্রমাণই ত্রিবিধ। যথা, পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। এই ত্রিবিধ অনুমানের মধ্যে প্রত্যক্ষীকৃত জাতিবিষয়ক অনুমানই পূর্ব্ববৎ অনুমান। যে পদার্থ একবার প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে, সেই পদার্থের সমানজাতীয় পদার্থ-ঘটিত অনুমানই পূর্ব্ববৎ অনুমান শব্দে অভিহিত হয়। যেমন ধূমদর্শনে বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে, কারণ পূর্ব্বে চুল্লীপ্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে, ধূম ও বহ্নি এই উভয়ই একাধিকরণে থাকে এবং যেস্থানে ধূম থাকে, সেই স্থানে অগ্নির অভাব থাকে না। কেবল ধূম দেখিয়া সেই কথার স্মরণ হয় যে, আমি পূর্ব্বে যে যে স্থানে ধূম দেখিয়াছি, সেই সেই স্থানে অগ্নিও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এইক্ষণ কেবল ধূমদর্শন হইতেছে, যদিও বহ্নি দেখিতেছি না বটে, তথাপি ঐ স্থানে অবশ্য বহ্নি আছে, এইরূপে অনুমান হইয়া থাকে। আর ব্যতিরেকানুমানই শেষবৎ অনুমান। অর্থাৎ যে পদার্থ পূর্ব্বে প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই, যে অনুমানদ্বারা সেই অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের সিদ্ধি হয়, তাহাকেই শেষবৎ অনুমান বলা যায়। যেমন পৃথিবীতে তাহার ইতরভেদের অনুমান হইয়া থাকে। পৃথিবী যে তাহার অন্য পদার্থ হইতে বিভিন্ন, ইহা পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ হয় নাই, এইক্ষণ ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি কারণদ্বারা

তরভেদো হি প্রাগসিদ্ধঃ। সামান্যতো দৃষ্টং চ তদুভয়ভিন্নমনুমানম্। যত্র সামান্যতঃ প্রত্যক্ষাদিজাতীয়মাদায় ব্যাপ্তিগ্রহাৎ পক্ষধর্ম্মতাবলেন তদ্বিজাতীয়োঽপ্রত্যক্ষাদার্থঃ সিদ্ধ্যতি। যথা রূপাদিজ্ঞানে ক্রিয়াত্বেন করণবত্ত্বানুমানম্। অত্র হি পৃথিবীত্বাদিজাতীয়ং কুঠারাদিকরণমাদায় ব্যাপ্তিং গৃহীত্বা তদ্বিজাতীয়মতীন্দ্রিয়ং জ্ঞানকরণমিন্দ্রিয়ং সাধ্যত ইতি। তত্র সামান্যতো দৃষ্টাদনুমানাদ্দ্বয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তত্র প্রকৃতেঃ সামান্যতো দৃষ্টমনুমানম্। যথা মহত্তত্ত্বং সুখদুঃখমোহধর্ম্মকদ্রব্যোপাদানকং

সেই পৃথিবীতে তাহার ইতরভেদের জ্ঞান হইতেছে, ইহাই ব্যতিরেক, অর্থাৎ অভাবঘটিত অনুমান ; সুতরাং ইহাকেই শেষবৎ অনুমান বলে। আর যে অনুমান উক্ত উভয়বিধ অনুমান হইতে বিভিন্ন, তাহাই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান প্রত্যক্ষজাতীয় পদার্থ লইয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, পরে ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বারা পক্ষ (যাহাতে অনুমান হয়)-ধর্ম্মবলে প্রত্যক্ষীভূত পদার্থের বিজাতীয় অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন রূপাদিজ্ঞানটি ক্রিয়া বলিয়া তাহার করণের অনুমান হয়, যেহেতু করণব্যতিরেকে ক্রিয়ার সম্ভব হয় না। অন্যত্র ছেদনক্রিয়াদিতে দেখিয়াছি যে, পৃথিবীত্বাদির সজাতীয় কুঠারাদি করণব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারে না ; সুতরাং রূপাদিজ্ঞানস্থলেও অবশ্য করণ আছে, এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বারা পৃথিবীত্বাদির বিজাতীয় অপ্রত্যক্ষীভূত ইন্দ্রিয়রূপ জ্ঞানকরণের অনুমান হয়। এইস্থল পূর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত পূর্ব্ববৎ কি শেষবৎ কোন প্রকার অনুমানের লক্ষ্য নহে, অতএব ইহাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলা যায়। এই ত্রিবিধ অনুমানের মধ্যে এই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারাই প্রকৃতিপুরুষের বিবেকসিদ্ধি হয়। প্রকৃতির জ্ঞানে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানই কারণ। সুবর্ণাদিজন্য কুণ্ডলাদির ন্যায় মহত্তত্ত্ব কার্য্য এবং উহা সুখদুঃখমোহধর্ম্মক প্রযুক্ত সুখদুঃখমোহধর্ম্মক কোন দ্রব্য উহার উপাদান। এই অনুমানদ্বারা সুখদুঃখমোহধর্ম্মক দ্রব্যই মহত্তত্ত্বের উপাদানকারণ বলিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর যদিও পুরুষ সর্ব্ববাদিসম্মতবিধায় তাহার সিদ্ধিবিষয়ে অনুমানের অপেক্ষা না থাকুক, তথাপি প্রকৃতির সিদ্ধিবিষয়ে উক্ত সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের অপেক্ষা করে।

চিদবসানো ভোগঃ ॥ ১০৪ ॥

কার্য্যত্বে সতি সুখদুঃখমোহধর্ম্মকত্বাৎ সুবর্ণাদিজকুণ্ডলাদিবদিত্যাদি। পুরুষে তু যদ্যপ্যনুমানাপেক্ষা নাস্তি সর্ব্বসম্মতত্বাৎ তথাপি প্রকৃত্যাদিবিবেকে সামান্যতো দৃষ্টমেবাপেক্ষ্যতে। তদ্যথা—প্রধানং পরার্থং সংহত্যকারিত্বাদ্গৃহাদিবদিতি। অত্র হি প্রত্যক্ষসিদ্ধং দেহাদ্যর্থকত্বং গৃহাদিষু গৃহীত্বা তদ্বিজাতীয়ঃ পুরুষঃ প্রধানাদিপরত্বেনানুমীয়তে। দেহাদীনাং চ ভোক্তৃত্বমবিবেকেন প্রাগ্গৃহীতমিতি॥ ১০৩ ॥

উভয়সিদ্ধিরিতি যা প্রমাণস্য ফলভূতা প্রমাখ্যসিদ্ধিরুক্তা তয়া পুরুষস্য পরিণামাপত্তিরিত্যাশঙ্কায়াং তস্যাঃ স্বরূপমাহ। পুরুষস্বরূপে চৈতন্যে পর্য্যবসানং যস্যৈতাদৃশো ভোগঃ সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। বুদ্ধের্ভোগস্য ব্যাবর্ত্তনায় চিদবসান

যেমন "গৃহাদির ন্যায় সংহত্যকারিত্বপ্রযুক্ত প্রকৃতি পরার্থ"। এইস্থানে প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে, দেহাদির নিমিত্তই লোক গৃহাদি করিয়া থাকে; সুতরাং গৃহাদি পরপ্রয়োজন সাধন করে, উহার স্বপ্রয়োজনতা নাই, এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া বিজাতীয় পুরুষ প্রধানপর বলিয়া অনুমান হয়, অর্থাৎ যেমন গৃহাদি দর্শনে তাহার ভোগকর্ত্তার অনুমান হয়, সেইরূপ প্রকৃতির কার্য্যদৃষ্টে তাহার ভোগকর্ত্তা বলিয়া পুরুষের অনুমান হইয়া থাকে। যদি বল, পুরুষই দেহাদি প্রকৃতিকার্য্যের ভোগকর্ত্তা, ইহা পূর্ব্বেই নিরূপিত হইয়াছে যে, অবিবেকবশতই পুরুষের ভোগকর্ত্তৃত্ব অনুমিত হয়। প্রকৃতপক্ষে উহার ভোগকর্ত্তৃত্ব নাই ॥ ১০৩ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অনুমানদ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের প্রমাখ্য সিদ্ধি হয়, তবে এইক্ষণ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি পুরুষের প্রমাখ্যসিদ্ধিই থাকিল, তাহাহইলে তিনি পরিণামী হইলেন, এই আশঙ্কার পরিহারার্থ সিদ্ধির বিশেষ বলিতেছেন। পুরুষস্বরূপ চৈতন্যে যে ভোগের পর্য্যবসান হয়, সেইরূপ ভোগই এস্থলে সিদ্ধি শব্দের অর্থ। বুদ্ধির ভোগকে সিদ্ধি বলা যায় না, যেহেতু উহা চৈতন্যে পর্য্যবসিত হয় না। উহা চৈতন্যে বর্ত্তমান থাকে এই নিমিত্ত পর্য্যবসিত হয় না, সুতরাং চিত্তের পরিণামিত্ব ও সধর্ম্মত্বশঙ্কার নিরাস হইল। আর চৈতন্যেই ভোগের পর্য্যবসান হয়, সুতরাং

ইতি। চিতঃ পরিণামিত্বসধর্মত্বাদিশঙ্কানিরাসায়াবসানপদম্। চিতৌ ভোগস্ত স্বরূপে পর্য্যবসিতত্বান্ন কৌটস্থ্যাদিহানিরিত্যাশয়ঃ। তথাহি প্রমাণাখ্যবৃত্ত্যারূঢ়ং প্রকৃতিপুরুষাদিকং প্রমেয়ং বৃত্ত্যা সহ পুরুষে প্রতিবিম্বিতং সদ্ভাসতে। অতোঽর্থোপরক্তবৃত্তিপ্রতিবিম্বাবচ্ছিন্নং স্বরূপচৈতন্যমেব ভানং পুরুষস্ত ভোগঃ প্রমাণস্য চ ফলমিতি। ততশ্চ প্রতিবিম্বরূপেণার্থসম্বন্ধে দ্বারতায়া বৃত্তীনাং করণত্বমিতি। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে। "গৃহীতানিন্দ্রিয়ৈরর্থানাত্মনে যঃ প্রযচ্ছতি। অন্তঃকরণরূপায় তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ॥" ইতি। রাজ্ঞো হি করণবর্গঃ স্বামিনে ভোগ্যজাতং সমর্পয়তীতি দৃষ্টমিতি। ভোগশব্দার্থশ্চাভ্যবহরণম্। আত্মসাৎকরণমিতি যাবৎ। স চ দেহাদিচেতনান্তেষু সাধারণঃ। বিশেষস্ত্বয়ম্। অপরিণামিত্বাৎ পুরুষস্ত বিষয়ভোগঃ প্রতিবিম্বাদানমাত্রম্। অন্যেষাং তু পরিণামিত্বাৎ পুষ্ট্যাদিরপীতি। অয়মেব চ পরিণামরূপঃ পারমার্থিকো ভোগঃ পুরুষে প্রতিবিম্ব্যতে বুদ্ধের্ভোগ ইবাত্মনীত্যাদিভিরিতি মন্তব্যম্। অস্মিন্ সূত্রে পুরুষস্তাপি ফলব্যাপ্যতা সিদ্ধা চিদবসানতায়া এবোভয়সিদ্ধিত্ববচনাদিতি॥ ১০৪॥

পুরুষের কূটস্থতার হানি হইতে পারে না। এইক্ষণ এইরূপ প্রতীতি হইতেছে যে, প্রমাখ্য বৃত্তিতে আরূঢ় যে প্রকৃতি-পুরুষাদি প্রমেয়, উহা বৃত্তির সহিত পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশ পায়, অতএব বিষয়ের উপরাগরূপ বৃত্তির প্রতিবিম্ববিশিষ্ট যে স্বরূপচৈতন্য প্রকাশ পায়, উহাই পুরুষের ভোগ এবং ঐ ভোগই অনুমান-প্রমাণের ফলস্বরূপ সিদ্ধি। এই প্রতিবিম্বরূপেই বৃত্তিসকল অর্থসম্বন্ধের দ্বার হয়, সুতরাং উহাই কারণ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, "যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থসকল গ্রহণ করিয়া আত্মাকে প্রদান করেন, সেই অন্তঃকরণরূপী বিশ্বাত্মাকে নমস্কার করি।" আর দৃষ্ট প্রমাণেও প্রতীতি হইতেছে যে, রাজার অনুচরবর্গ ভোগ্যবস্তু সকল আনিয়া সেই রাজাকেই প্রদান করে; সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকারমাত্রই ভোগশব্দের অর্থ জানা যাইতেছে। এই ভোগ দেহাদি চেতন পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম। ইহার বিশেষ এই যে, পুরুষ অপরিণামীবিধায় প্রতিবিম্ব গ্রহণমাত্রই তাহার ভোগ। আর দেহাদি অন্যান্য পদার্থ সমুদায়ই পরিণামী; সুতরাং পুষ্টিসাধনা-

অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ ॥ ১০৫ ॥

অবিবেকাদ্বা তৎসিদ্ধেঃ কর্ত্তুঃ ফলাবগমঃ ॥ ১০৬ ॥

নন্থ কর্ত্তুরেব লোকে ক্রিয়াফলভোগো দৃষ্টঃ। যথা সঞ্চরত এব সঞ্চারোত্থদুঃখভোগ ইতি। তৎ কথং বুদ্ধিকৃতধর্ম্মাদিফলস্য সুখাদ্যাত্মিকায়া অর্থোপরক্তবুদ্ধিবৃত্তের্ভোগঃ পুরুষে ঘটেতেত্যাশঙ্কায়ামাহ। বুদ্ধিকর্ম্মফলস্যাপি বৃত্তেরুপভোগস্তদকর্ত্তুরপি পুরুষস্য যুক্তঃ। অন্নাদ্যবৎ। যথান্যকৃতস্যান্নাদেরুপভোগো রাজ্ঞো ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। অবিবেকস্য স্বস্বামিভাবস্য বা ভোগনিয়ামকত্বাৎ তু নাতিপ্রসঙ্গঃ। সুখদুঃখাদেঃ কর্ম্মফলত্বমভ্যুপেত্য বুদ্ধিগতং কর্ম্মফলং পুরুষো ভুঙ্ক্ত ইত্যুক্তম্॥ ১০৫॥

ইদানীং পুরুষগতভোগস্যৈব কর্ম্মফলত্বং স্বীকৃত্য বুদ্ধিকর্ম্মণা পুরুষ এব

দিকেই সেই সকল পরিণামী পদার্থের ভোগ বলা যায়। এই পরিণামীরূপ পারমার্থিক ভোগ পুরুষের হইতে পারে না, যেহেতু পুরুষ অপরিণামী। এইসূত্রে পুরুষের ফলব্যাপ্যতা সিদ্ধ হইল, যেহেতু ভোগের চৈতন্যাবসান উক্ত হইয়াছে ॥ ১০৪ ॥

লোকে কর্ত্তারই ফলভোগ দৃষ্ট আছে। যেমন যে ব্যক্তি গমন করিয়া থাকে, তাহারই সেই গমনজন্য পরিশ্রম বোধ হয়। তবে বুদ্ধিকৃত ধর্ম্মাদি-ফলের ভোগ সুখাত্মিকা অর্থোপরক্ত বুদ্ধিবৃত্তিরই হইতে পারে। ঐ ভোগ কিরূপে পুরুষে সম্ভব হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যেহেতু কর্ত্তাভিন্নেরও ফলভোগ দেখা যায়, সুতরাং বুদ্ধিকৃত ভোগও পুরুষে সম্ভবিতে পারে। যেমন অন্যকৃত অন্নাদি রাজা উপভোগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ বুদ্ধিকৃত ফল পুরুষ উপভোগ করিতে পারেন। অথবা পুরুষের ভোগই হয় না। কেবল অবিবেকবশতই পুরুষের ভোগ জানিবে, অর্থাৎ ধনাদির ন্যায় পুরুষ ভোগের স্বামী, সুতরাং পুরুষের ভোগে অতিপ্রসঙ্গদোষ নাই। বাস্তবিক সুখদুঃখাদির কর্ম্মফলত্ব স্বীকার করিয়াই বুদ্ধিগত কর্ম্মফল পুরুষ ভোগ করেন, এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ১০৫ ॥

এইক্ষণ পুরুষগত ভোগের কর্ম্মফলত্ব স্বীকার করিয়া বুদ্ধি ও কর্ম্মদ্বারা পুরুষেই ফল উৎপন্ন হয়, এই সুসিদ্ধান্ত বলিতেছেন।—কর্ত্তাতে ফল উৎপন্ন

ফলমুৎপদ্যত ইতি মুখ্যসিদ্ধান্তমাহ। অথবা কর্ত্তরি ফলমেব ন ভবতি সুখং ভুঞ্জীয়েত্যাদিকামনাভির্ভোগস্যৈব ফলত্বাৎ। অতো ভোক্তৃনিষ্ঠমেব ফলং ভবতি শাস্ত্রবিহিতং ফলমনুষ্ঠাতরীতি। শাস্ত্রেষু কর্ত্তুঃ ফলাবগমস্তু তৎসিদ্ধেরকর্ত্তৃনিষ্ঠায়া ভোগাখ্যসিদ্ধেঃ কর্ত্তৃবুদ্ধাববিবেকাদিত্যর্থঃ। যোঽহং করোমি স এবাহং ভুঞ্জ ইতি হি লৌকিকানুভব ইতি। যা চ সুখং মে ভূয়াদিত্যাদিকামনা সা পুত্রো মে ভূয়াদিতিবৎ ফলসাধনত্বেনৈবোপপদ্যতে। ভোগস্ত নান্যস্য সাধনম্। অতঃ স এব ফলমিতি মুখ্যঃ সিদ্ধান্তঃ। ভোগস্য পুরুষস্বরূপত্বেঽপি বৈশেষিকাণাং মতে শ্রোত্রবৎ কার্য্যতা বোধ্যা সুখাদ্যবচ্ছিন্নচিতেরেব ভোগত্বাৎ। অস্মিংশ্চ ভোগস্য ফলত্বপক্ষে দুঃখভোগাভাব এবাপবর্গো বোধ্যঃ। অথবা ভোগ্যতারূপস্বত্বসম্বন্ধেন সুখদুঃখাভাবয়োরেব ফলত্বমস্তু তেন সম্বন্ধেন ধনাদেরিব সুখাদেরপি পুরুষনিষ্ঠত্বাদিতি ॥ ১০৬ ॥

হয় না, তবে "সুখভোগ করে" ইত্যাদি কামনাদ্বারা ভোগই কর্ম্মফল বলিয়া জানা যায়। অতএব যিনি ভোগকর্ত্তা, তাহাতেই ফলসম্ভব হয়, এইরূপে ফলানুষ্ঠানকর্ত্তাতেই যে ফলভোগ হয়, তাহা শাস্ত্রে বিহিত আছে। শাস্ত্রেতে যে কর্ত্তার ফলাবগম প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অবিবেকবশতঃ কর্ত্তার বুদ্ধিতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু "যে আমি করিতেছি, সেই আমিই ভোগ করি" ইত্যাদি লোকানুভব প্রসিদ্ধ আছে। "আমার সুখ হউক," ইত্যাদি কামনা "আমার পুত্র হউক," ইত্যাদি কামনার ন্যায় ফলসাধনতারূপে উপপন্ন আছে। ভোগ অন্যের সাধন হয় না; অতএব সেই ভোগই ফল, ইহাই মুখ্য সিদ্ধান্ত। ভোগের পুরুষস্বরূপতা হইলেও বৈশেষিকাদির মতে শ্রোত্রাদির ন্যায় উহার কার্য্যতা জানিতে হইবে। যেহেতু সুখাদিবিশিষ্ট চৈতন্যকেই ভোগ বলা যায়। এই সাংখ্যমতে ভোগের ফলত্বস্বীকার করিলেও দুঃখাভাবই অপবর্গ বলিয়া জানিতে হইবে। অথবা ভোগ্যতারূপ সত্ত্বসম্বন্ধদ্বারা সুখদুঃখাভাবের ফলত্ব সিদ্ধি হউক্। যেমন" পুরুষের ধন" এস্থলে স্বামিত্বসম্বন্ধে পুরুষে ধনের সত্তা প্রতীতি হয়, সুখদুঃখাদিও সেইরূপ স্বামিত্বাদি সম্বন্ধে পুরুষে বর্ত্তমান থাকে। ইহাতেই পুরুষের ফলভোগাপবাদ প্রসিদ্ধি হইয়াছে ॥ ১০৬ ॥

নোভয়ং চ তত্ত্বাখ্যানে ॥ ১০৭ ॥

বিষয়োঽবিষয়োঽপ্যতিদূরাদেৰ্হানোপাদানাভ্যামিন্দ্রিয়স্য ॥ ১০৮॥

তদেবং প্রমাণানি প্রমাণফলভূতাং প্রমেয়সিদ্ধিং চ প্রতিপাদ্য প্রমেয়সিদ্ধেরপি ফলমাহ। প্রমাণেন প্রকৃতিপুরুষয়োস্তত্ত্বাখ্যানে তত্ত্বসাক্ষাৎকারে সত্যুভয়মপি সুখদুঃখে ন ভবতঃ। বিদ্বান্ হর্ষশোকৌ জহাতীতি শ্রুতের্ন্যায়াচ্চেত্যর্থঃ ॥ ১০৭ ॥

সঙ্ক্ষেপতো বিবেকেনানুমাপিতৌ প্রকৃতিপুরুষৌ তয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরনুমানেঽবান্তরবিশেষা ইতঃ পরমধ্যায়সমাপ্তিং যাবদ্বিচার্য্যাস্তত্র চাদৌ

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণত্রয় এবং সেই প্রমাণের ফলস্বরূপ প্রমাথ্যসিদ্ধি প্রতিপদান করিয়া এইক্ষণ সেই সিদ্ধির ফলনিরূপণ করিতেছেন।—প্রমাণদ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের স্বরূপপরিজ্ঞান হইলেই তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়। তখন সুখ ও দুঃখ কিছুই থাকে না। ইহাই প্রমাথ্য সিদ্ধির ফল। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, যিনি জ্ঞানী, তিনি হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করেন ॥ ১০৭ ॥

ইতিপূর্ব্বে কিরূপে বিবেকদ্বারা প্রকৃতি-পুরুষের অনুমান করা যায়, তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে।—সেই প্রকৃতিপুরুষের অনুমানে অনেক অবান্তরবিভেদ আছে। অতঃপর অধ্যায়সমাপ্তি পর্য্যন্ত সেই অনুমানবিশেষই বিচার্য্য। প্রথমতঃ প্রকৃত্যাদির অনুমানে অনুপলম্ভপ্রভৃতি অনেক দোষ আছে। এই সকল দোষ অনুমানের বাধক হয়; সুতরাং সেই সকল দোষের নিরাস করিতেছেন।—চার্ব্বাকেরা যেমন ঘটাদিতে ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি না হইলেই সেই স্থলে ঘটাদির অভাবকল্পনা করে, সেইরূপ প্রকৃতিতে ইন্দ্রিয়ের অনুপলব্ধিবশতঃ তাহার অভাব স্বীকার করি। ইহা হইতে পারে না, চার্ব্বাকেরাও ঘটাদির অভাবের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের অনুপলব্ধিমাত্র প্রকৃতির অভাবসাধন করিতে পারে না, যেহেতু বিদ্যমান পদার্থও কালভেদে কখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়, কখন বা ইন্দ্রিয়ের অবিষয় হয়। যেমন কোন পদার্থ অতিদূরে বিদ্যমান থাকিলে তাহা ইন্দ্রিয়গণ গ্রহণ করিতে

প্রকৃত্যাদ্যনুমানেষনুপলম্ভবাধকমপাকরোতি। ইন্দ্রিয়ানুপলভ্যতামাত্রতো ঘটাদ্যভাববৎ প্রত্যক্ষেণ চার্ব্বাকৈঃ প্রকৃত্যাদ্যভাবঃ সাধয়িতুং ন শক্যতে যতো বিদ্যমানোঽপ্যর্থ ইন্দ্রিয়াণাং কালভেদেন বিষয়োঽবিষয়শ্চ ভবতি। অতিদূরত্বাদিদোষাৎ। ইন্দ্রিয়ঘাতেন্দ্রিয়গ্রহাভ্যাং চেত্যর্থঃ। সামগ্রীসমবধানে সত্যনুপলম্ভস্যৈবাভাবপ্রত্যক্ষহেতুতা। প্রকৃত্যাদ্যুপলম্ভে তু বক্ষ্যমাণপ্রতিবন্ধান্ন সামগ্রীসমবধানমিতি ভাবঃ। অতিদূরাদয়শ্চ দোষা বিশিষ্য কারিকয়া পরিগণিতাঃ। "অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ। সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥" ইতি। সমানাভিহারঃ সজাতীয়সংবলনম্। যথা মাহিষে গব্যমিশ্রণান্মাহিষত্বাগ্রহণমিতি॥ ১০৮॥

পারে না, আর ইন্দ্রিয়ের উপঘাতেও কোন কোনস্থলে বিদ্যমান পদার্থ গ্রাহ্য হয় না এবং যে পদার্থ ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়। এইক্ষণ ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সামগ্রীর সমবধান সত্বে ইন্দ্রিয়ের অনুপলব্ধিই অভাবপ্রত্যক্ষে হেতু, অর্থাৎ যদি বস্তুগ্রহণের সকল উপকরণ বিদ্যমান থাকিতেও সেই বস্তু ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য না হয়, তাহাহইলেই অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। প্রকৃতিপ্রভৃতিতে যে ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি হয় না, তাহাতে বক্ষ্যমাণ প্রতিবন্ধকহেতুই সামগ্রীর সমবধান নাই। ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিবিষয়ে অতিদূরত্বাদি অনেক প্রতিবন্ধক আছে, সেই সকল বিশেষ করিয়া কারিকাতে বলিয়াছেন। অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের উপঘাত, মনের অনবস্থান, পদার্থের সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অভিভব, সজাতীয় সংবলন। এই সকলই ইন্দ্রিয়ের গ্রহণবিষয়ে প্রতিবন্ধক। কোন বস্তু অতিদূরে থাকিলে অথবা ইন্দ্রিয়ের অতিনিকটবর্ত্তী হইলে, ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ উপঘাত থাকিলে, মনেতে অন্যচিন্তাদি কোনরূপ বিকার উপস্থিত হইলে, গ্রাহ্যবিষয় অতিসূক্ষ্ম হইলে, গ্রাহ্য পদার্থ ও ইন্দ্রিয় এই উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিলে, যোগিদিগের সঙ্কল্পাদিদ্বারা অভিভূত (অন্যরূপ) হইলে, অথবা একজাতীয় বস্তুর সম্মিলন হইলে ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি হয় না। যেমন গব্যদুগ্ধের সহিত মহিষদুগ্ধ মিশ্রিত হইলে তাহা কেহ মহিষদুগ্ধ বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারে না। এই সকল প্রতিবন্ধকবলেই প্রকৃতির প্রত্যক্ষ হয় না॥ ১০৮॥

সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধিঃ ॥ ১০৯ ॥

কার্য্যদর্শনাৎ তদুপলব্ধেঃ ॥ ১১০ ॥

নন্বতিদূরত্বাদিষু মধ্যে প্রকৃত্যাদ্যনুপলম্ভে কিং প্রতিবন্ধকমিতি তত্রাহ। তয়োঃ পূর্ব্বোক্তয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরনুপলব্ধিস্তু সৌক্ষ্ম্যাদিত্যর্থঃ। সূক্ষ্মত্বং নাণুত্বম্। বিশ্বব্যাপনাৎ। নাপি দুরুহত্বাদিকম্। দুর্ব্বচত্বাৎ। কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রমাপ্রতিবন্ধিকা জাতিঃ। যোগজধর্ম্মস্য চোত্তেজকতয়া প্রকৃতি-পুরুষাদীনাং প্রত্যক্ষপ্রমা ভবতি। জাতিসাঙ্কর্য্যং চ ন দোষাবহম্। অথবা নিরবয়বদ্রব্যত্বমেবাত্র সূক্ষ্মত্বং যোগজধর্ম্মশ্চোত্তেজক এবেতি ॥ ১০৯ ॥

নন্বভাবাদেবানুপলব্ধিসম্ভবে কিমর্থং সৌক্ষ্ম্যং কল্প্যতে। অন্যথা চ শশ-শৃঙ্গাদেরপি সৌক্ষ্ম্যাদনুপলব্ধিঃ কিং ন স্যাদিতি তত্রাহ। কার্য্যান্যথানুপ-

পূর্ব্বসূত্রে প্রত্যক্ষের প্রতি যে সকল প্রতিবন্ধকের উল্লেখ করিলেন, ইহা-দিগের মধ্যে প্রকৃতির প্রত্যক্ষের প্রতি কোন্ দোষ প্রতিবন্ধক ? এই আশ-ঙ্কায় বলিতেছেন,—অতিসূক্ষ্মতাই প্রকৃতির উপলব্ধিবিষয়ে প্রতিবন্ধক, প্রকৃতি অতিসূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়াই ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। এই স্থানে অণুত্বকে সূক্ষ্মত্ব বলা যায় না, যে হেতু প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপক, অণু হইলে তাহার সর্ব্বব্যাপন সম্ভবিতে পারে না, কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রমার প্রতিবন্ধিকা জাতিবিশেষই প্রকৃতির সূক্ষ্মতা। তবে যোগিগণেরও প্রকৃতির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহা বলা যায় না, যেহেতু যোগজ ধর্ম্মের উত্তেজকতাদ্বারা যোগিবর্গের প্রকৃতিপুরুষাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অথবা নিরবয়ব দ্রব্যত্বই সূক্ষ্মত্ব, এই স্থলেও যোগজ ধর্ম্মের উত্তেজকতা স্বীকার করিতে হয় ॥ ১০৯ ॥

এইক্ষণ ইহাই বলি যে, প্রকৃতির অভাববশতই তাহার উপলব্ধি হয় না, সূক্ষ্মতা স্বীকার করি কেন ? তথাপিও যদি "প্রকৃতির সূক্ষ্মতাবশতই তাহার উপ-লব্ধি হয় না, বাস্তবিক প্রকৃতি আছে," এই কথা বল, তাহাহইলে শশশৃঙ্গও আছে, সূক্ষ্মতাবশতই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, এই কথা বলিতে পারি। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—কার্য্যদর্শনে প্রকৃতির অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, পরিদৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই প্রকৃতির কার্য্য, সেই প্রকৃতির বিদ্যমানতা

বাদিবিপ্রতিপত্তেস্তদসিদ্ধিরিতি চেৎ ॥ ১১১ ॥
তথাপ্যেকতরদৃষ্ট্যা একতরসিদ্ধের্নাপলাপঃ ॥ ১১২ ॥

পত্ত্যা প্রকৃত্যাদিসিদ্ধৌ সত্যাং তেষাং সূক্ষ্মত্বং কল্প্যতে। অনুমানাৎ পূর্ব্বং চ সূক্ষ্মত্বাদিসংশয়েনাভাবানির্ণয়াদনুমানমুপপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

অত্র শঙ্কতে। নমু কার্য্যং চেদুৎপত্তেঃ প্রাক্ সিদ্ধং স্যাৎ তদা তদাধারতয়া নিত্যা প্রকৃতিঃ সেৎস্যতি কার্য্যসাহিত্যেনৈব কারণানুমানস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ। বাদিবিপ্রতিপত্তেস্তু সৎকার্য্যস্যৈবাসিদ্ধিরিতি যদীত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥

অভ্যুপেত্য পরিহরতি। মাস্তু সৎ কার্য্যং তথাপ্যেকতরস্য কার্য্যস্য দৃষ্ট্যান্তরস্য কারণস্য সিদ্ধেরপলাপো নাস্ত্যেবেতি নিত্যং কারণং সিদ্ধমেব তত এব চ পরিণামিনঃ সকাশাদপরিণামিতয়া পুরুষস্য বিবেকেন মোক্ষোপপত্তিরিত্যর্থঃ। অনেনৈবাভ্যুপগমবাদেন বৈশেষিকাদ্যাস্তিকশাস্ত্রং প্রবর্ত্ততে। অতো ন সৎকার্য্যবাদিশ্রুতিস্মৃতিবিরোধেঽপি তেষামংশান্তরেষপ্রামাণ্যমিতি মন্তব্যম্ ॥ ১১২ ॥

না হইলে কার্য্যোৎপত্তির আর উপায় নাই; সুতরাং প্রকৃতির বিদ্যমানতা সিদ্ধ হইল, অতএব তাহার অপ্রত্যক্ষের প্রতি সূক্ষ্মতাকেই কারণকল্পনা করিতে হয়। অনুমানের পূর্ব্বে সূক্ষ্মত্বাদির সংশয়ে অভাব নির্ণয় হইতে পারে; অতএব কার্য্যদর্শনেই কারণীভূত প্রকৃতির বিদ্যমানত্বের অনুমান হয় ॥ ১১০ ॥

পূর্ব্বোক্ত মীমাংসাতে আশঙ্কা করিতেছেন।—যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য সিদ্ধ থাকে, তাহাহইলেই সেই কার্য্যের আধাররূপে প্রকৃতির সিদ্ধি হইতে পারে, কার্য্যের সহিতই কারণের অনুমান হয়, ইহা পরে কথিত হইবে। বাদীরা সৎকার্য্যই স্বীকার করে না, অতএব অসৎ কার্য্যবাদিদিগের মতে কার্য্যদর্শনে কারণানুমানদ্বারা প্রকৃতির সিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে ॥ ১১১ ॥

পূর্ব্বোক্ত অসৎকার্য্যবাদ স্বীকার করিয়া আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন।—যদিও কার্য্যমাত্র সৎ না হউক, তথাপি কার্য্যদৃষ্টে কারণের সিদ্ধি আছে, অতএব প্রকৃতিসিদ্ধির অপলাপ হইতে পারে না; সুতরাং কারণস্বরূপ নিত্যা প্রকৃতির সিদ্ধি হইল। অনন্তর সেই পরিণামী প্রকৃতি হইতে অপরি-

ত্রিবিধবিরোধাপত্তেশ্চ ॥ ১১৩ ॥

পরমার্থতঃ পরিহারমাহ। অথ সর্ব্বং কার্য্যং ত্রিবিধং সর্ব্ববাদিসিদ্ধমতীতমনাগতং বর্ত্তমানমিতি। তত্র যদি কার্য্যং সদা সন্নেষ্যতে তদা ত্রিবিধত্বানুপপত্তিঃ। অতীতাদিকালে ঘটাদ্যভাবেন ঘটাদেরতীতাদিধর্ম্মকত্বানুপপত্তেঃ। সদসতোঃ সম্বন্ধানুপপত্তেঃ। কিঞ্চ প্রতিযোগিত্বস্য প্রতিযোগিরূপত্বে তদ্দোষতাদবস্থ্যাৎ। অভাবমাত্রস্বরূপত্বে পটাদ্যভাবো ঘটাদ্যভাবঃ স্যাদভাবত্বাবিশেষাৎ। অভাবেষ্বপি স্বরূপতো বিশেষাঙ্গীকারে চাভাবত্বস্য পরিভাষামাত্রত্বপ্রসঙ্গাৎ। অথ প্রতিযোগ্যেবাভাববিশেষক ইতি চেন্ন। অসতঃ প্রতিযোগিনঃ প্রাগভাবাদিষু বিশেষকত্বাসম্ভবাদিতি। তস্মান্নিত্যত্বৈব কার্য্যস্যাতীতানাগত-

---

গামী পুরুষের বিবেকদ্বারা মোক্ষোপপত্তি হয়। এই অভ্যুপগমবাদ, অর্থাৎ অসৎ কার্য্য স্বীকার করিয়াই বৈশেষিকপ্রভৃতি আস্তিকশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার সহিত সৎকার্য্যবাদী শ্রুতিস্মৃতির বিরোধ হইলেও অংশান্তরে তাহার প্রামাণ্য আছে ॥ ১১২ ॥

প্রকৃতরূপে পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন।—সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই ত্রিবিধ;—অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। যদি কার্য্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান না থাকে, তাহাহইলে তাহার ত্রিবিধত্বে উপপত্তি হইতে পারে না। অতীতাদি কালে ঘটাদির অভাবপ্রযুক্ত সেই ঘটাদি যে অতীতাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ সৎ ও অসতের সম্বন্ধের উপপত্তি হয় না. এক পদার্থ যে সৎ ও অসৎ, ইহা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে বলিতেছেন, যদিও প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগীস্বরূপ কল্পনা করিয়া প্রতিযোগিত্বের বিদ্যমানহেতু ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘটের প্রতিযোগিত্বস্বরূপে অতীতাদিকালে বিদ্যমানতাপ্রযুক্ত কথঞ্চিৎ ত্রিবিধত্ব উপপন্ন হইতে পারে, তথাপি সেই ত্রিবিধত্বানুপপত্তিরূপ দোষ পূর্ব্ববৎই হইতেছে। প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিস্বরূপ বলিলেও সৎ ও অসতের সম্বন্ধের অনুপপত্তিপ্রযুক্ত ত্রিবিধত্বের অনুপপত্তি দোষই রহিল। আর যদি প্রতিযোগীকে অভাবমাত্রস্বরূপ স্বীকার কর, তাহাহইলে ঘটাভাব ও পটাভাব এই উভয়ের কোন বিশেষ থাকে না; যেহেতু অভাবত্বের বিশেষ নাই। বাস্তবিক অভাবের বিশেষ

বর্ত্তমানাবস্থাভেদা এব বক্তব্যাঃ। ঘটোঽতীতো ঘটো বর্ত্তমানো ঘটো ভবিষ্যন্নিতি প্রত্যয়ানাং তুল্যরূপতৌচিত্যাৎ। ন ত্বেকস্য ভাববিষয়ত্বমন্যয়োশ্চাভাববিষয়ত্বমিতি। তে এবাতীতানাগতত্বে অবস্থে ধ্বংসপ্রাগভাবব্যবহারং জনয়তস্তদতিরিক্তাভাবদ্বয়ে প্রমাণাভাবাদিতি দিক্। অধিকং তু পাতঞ্জলে দ্রষ্টব্যম্। এবমত্যন্তাভাবান্যোঽন্যাভাবাবপ্যধিকরণস্বরূপাবেব। ন চৈবং প্রতিযোগিসত্তাকালেঽপ্যধিকরণস্বরূপানপায়াদত্যন্তাভাবপ্রত্যয়প্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্। পরৈরপি প্রতিযোগিসম্বন্ধস্যাতীতানাগতাবস্থয়োরেব সাময়িকাত্যন্তাভাবত্বসম্ভবাচ্চ। তস্মান্নাস্মৎসিদ্ধান্তেঽভাবোঽতিরিক্তঃ। কিঞ্চ ঘটো ধ্বস্তো ঘটো ভাবী নায়ং ঘটো ঘটোঽত্র নাস্তীত্যাদিপ্রত্যয়নিয়ামকতয়া

স্বীকার করিলে অভাবত্বের পরিভাষামাত্র প্রসঙ্গ হয়। আর যদি বল, প্রতিযোগীই অভাবকে বিশেষ করে, অর্থাৎ প্রতিযোগীর বিশেষেই অভাবের বিশেষ হয়, তাহাও বলা যায় না। যেহেতু পদার্থমাত্রই অসৎ বলিয়া স্বীকার করিলে প্রতিযোগীও অসৎ হইবে; সুতরাং সেই অসৎপ্রতিযোগীর প্রাগভাবাদিতে কোনরূপ বিশেষের সম্ভব নাই। অতএব নিত্যকার্য্যের অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ অবস্থা বলা যায়। যেহেতু ঘট অতীত, ঘট বর্ত্তমান এবং ঘট ভবিষ্যৎ এইরূপ প্রতীতিতে অবস্থাত্রয়ের তুল্যরূপত্বই উচিত। কিন্তু উক্ত তুল্যরূপী ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে একটি ভাবস্বরূপ এবং অপর দুইটি অভাবস্বরূপ, ইহা হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত অতীতাবস্থা ও অনাগতাবস্থা ইহারা ক্রমতঃ ধ্বংস ও প্রাগভাবের ব্যবহার জন্মায়। তদতিরিক্ত অভাবদ্বয়স্বীকারে প্রমাণাভাব, অর্থাৎ অতীতাবস্থা ধ্বংস এবং অনাগতাবস্থা প্রাগভাবরূপে সর্ব্বত্র ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার সবিশেষ পাতঞ্জল যোগসূত্রে বাহুল্যরূপে দৃষ্ট হইবে। এইরূপ অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব ইহারাও অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত আছে। এইক্ষণ এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অভাবকে অধিকরণস্বরূপ স্বীকার করিলে যখন প্রতিযোগী বর্ত্তমান থাকে, তখনও অধিকরণস্বরূপের অভাব হয় না; সুতরাং যেস্থলে প্রতিযোগী আছে, সেইস্থলেও অভাবপ্রসঙ্গ হইতেছে। ইহা দোষ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না, যেহেতু প্রতিবাদিদিগের মতেও

নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ ॥ ১১৪ ॥

উপাদাননিয়মাৎ ॥ ১১৫ ॥

কিঞ্চিদ্বস্ত্বাকাঙ্ক্ষায়াং তদ্ভাবরূপমেব কল্প্যতে লাঘবাৎ। অভাবস্যাদৃষ্টস্য কল্পনে গৌরবাদিতি মন্তব্যম্ ॥ ১১৩ ॥

ইতশ্চ সৎকার্য্যসিদ্ধিরিত্যাহ। নরশৃঙ্গতুল্যস্যাসত উৎপাদোঽপি ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

অত্র হেতুমাহ। মৃদ্যেব ঘট উৎপদ্যতে তন্তুষ্বেব পট ইত্যেবং কার্য্যাণামুপাদানকারণং প্রতি নিয়মোঽস্তি। স ন সম্ভবতি। উৎপত্তেঃ প্রাক্ কারণে

প্রতিযোগিবিশিষ্ট দেশে অত্যন্তাভাবের স্বীকার আছে। বিশেষতঃ প্রতিযোগীর যে সম্বন্ধ, তাহারই অতীত ও অনাগত এই অবস্থাদ্বয়ের এইস্থলে অত্যন্তাভাবত্বের সম্ভব। অতএব অমাদিগের সিদ্ধান্তানুসারে অভাব অতিরিক্ত নহে। পক্ষান্তরে বলিতেছেন, "ঘট নষ্ট হইয়াছে এবং ঘট হইবে, ইহা ঘট নহে এবং এইস্থলে ঘট নাই" ইত্যাদি প্রতীতির নিয়ামকতাপ্রযুক্ত কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষাতেই লাঘবতঃ তদ্ভাবস্বরূপের কল্পনা হইয়া থাকে। অভাবকে কোন অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করাতে গৌরব হয় ॥ ১১৩ ॥

অতঃপর কার্য্যমাত্রেরই সৎস্বরূপতা প্রমাণ করিতেছেন।—পদার্থমাত্রই সৎ, কোন পদার্থেরই উৎপত্তি নাই। যদি অসৎ পদার্থের উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহাহইলে নরশৃঙ্গেরও উৎপত্তি সম্ভবিতে পারে। অতএব সকল কার্য্যই সৎ; ইহাই সাংখ্যসূত্রকারের অভিপ্রেত ॥ ১১৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত সূত্রের হেতুপ্রদর্শন করিয়া কার্য্যমাত্রই যে সৎ, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেহেতু উপাদানকারণ নিয়মবদ্ধ, অতএব কার্য্যমাত্রকেই সৎ বলা যায়। মৃত্তিকাতেই ঘট এবং সূত্রেতে বস্ত্র উৎপন্ন হয়। অতএব মৃত্তিকা ও সূত্র এই উভয়ই ঘট ও বস্ত্রের উপাদানকারণ, কখন মৃত্তিকা এবং সূত্রভিন্ন অন্য কোন পদার্থে ঘট ও বস্ত্রের উৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ কার্য্যোৎপত্তির প্রতি উপাদানকারণের নিয়ম আছে।

কার্য্যসত্তায়াং হি ন কোঽপি বিশেষোঽস্তি যেন কশ্চিদেবাসন্তং জনয়েন্নেতর-মিতি। বিশেষাঙ্গীকারে চ ভাবত্বাপত্তের্গতমসত্ত্বয়া। স এব চ বিশেষো-ঽস্মাভিঃ কার্য্যস্যানাগতাবস্থেত্যুচ্যত ইতি। এতেন যদ্বৈশেষিকাঃ প্রাগ-ভাবমেব কার্য্যোৎপত্তিনিয়ামকং কল্পয়ন্তি তদপ্যপাস্তম্। অভাবকল্পনাপেক্ষয়া ভাবকল্পনে লাঘবাৎ। ভাবানাং দৃষ্টত্বাদন্যানপেক্ষত্বাচ্চ। কিঞ্চাভাবেষু স্বতো বিশেষে ভাবত্বাপত্তিঃ। প্রতিযোগিরূপবিশেষশ্চ প্রতিযোগ্যসত্তাকালে নাস্তি। অতোঽভাবানামবিশিষ্টতয়া ন কার্য্যোৎপত্তৌ নিয়ামকত্বং যুক্ত-মিতি ॥ ১১৫ ॥

যদি কার্য্যমাত্র সৎ স্বীকার না কর, তাহাহইলে উক্ত উপাদাননিয়ম সম্ভবিতে পারে না। যেহেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণেতে যে কার্য্য থাকে, তাহাতে কোন বিশেষ নাই যে, সেই বিশেষই অসৎ পদার্থ উৎপাদন করিতে পারে। আর যদি তাহাতে কোন বিশেষ স্বীকার কর, তাহাহইলে সেই বিশেষই ভাব, অর্থাৎ তাহাই কারণে কার্য্যসত্তা ; সুতরাং কার্য্যের অসত্তা অন্তর্হিত হইল। কারণেতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা স্বীকার না করিয়া তুমি যে কার্য্যোৎপাদকতা শক্তিরূপ বিশেষ স্বীকার কর, তাহা-কেই আমরা কার্য্যের অনাগতাবস্থা বলি। ইহাদ্বারা বৈশেষিকেরা যে কার্য্যোৎপত্তির প্রতি প্রাগভাবকে নিয়ামক বলিয়া কল্পনা করে, তাহাও অপাস্ত হইল। যেহেতু অভাবকে কার্য্যোৎপত্তির নিয়ামক কল্পনা করা অপেক্ষা ভাবস্বরূপকে কল্পনা করাই লাঘব ; কারণ ভাবপদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার স্বীকারে অন্য কাহারও অপেক্ষা করে না। অভাবের কল্পনাতে প্রতিযোগীপ্রভৃতি অন্যান্যের অপেক্ষা করে, ইহাই অভাবকল্পনা অপেক্ষা ভাবকল্পনাতে লাঘব। পক্ষান্তরে বলিতেছেন,—অভাবেতে স্বতঃসিদ্ধ কোন বিশেষ স্বীকার করিলে তাহাও ভাবস্বরূপ হয়। প্রতিযোগীস্বরূপ যে বিশেষ আছে, তাহা প্রতিযোগীর বিদ্যমানতাবস্থায় থাকে না। অতএব কার্য্যোৎপত্তির প্রতি অবিশিষ্ট অভাবের নিয়ামকতা স্বীকার যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ১১৫ ॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ ॥ ১১৬ ॥

শক্তস্য শক্যকরণাৎ ॥ ১১৭ ॥

কারণভাবাচ্চ ॥ ১১৮ ॥

উপাদাননিয়মে প্রমাণমাহ। সুগমম্। উপাদানানিয়মে চ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বং সম্ভবেদিত্যাশয়ঃ ॥ ১১৬ ॥

ইতশ্চ নাসদুৎপাদ ইত্যাহ। কার্য্যশক্তিমত্বমেবোপাদানকারণত্বম্। অন্যস্য দুর্ব্বচত্বাৎ। লাঘবাচ্চ। সা শক্তিঃ কার্য্যস্যানাগতাবস্থৈবেত্যতঃ শক্তস্য শক্যকার্য্যকরণান্নাসত উৎপাদ ইত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥

ইতশ্চ। উৎপত্তেঃ প্রাগপি কার্য্যস্য কারণাভেদঃ শ্রূয়তে তস্মাচ্চ সৎকার্য্যসিদ্ধা নাসদুৎপাদ ইত্যর্থঃ। কার্য্যস্যাসত্ত্বে হি সদসতোরভেদানুপপত্তি-

---

পূর্ব্বোক্ত উপাদাননিয়মে প্রমাণপ্রদর্শন করিতেছেন।—যদি কার্য্যোৎপত্তির প্রতি উপাদানের নিয়ম না থাকিবে, তাহাহইলে সকল স্থলে এবং সকল সময়ে সকল পদার্থের উৎপত্তি সম্ভবিতে পারে; কিন্তু সকল স্থলে ও সকল কালে সকল পদার্থের উৎপত্তি অপ্রসিদ্ধ; অতএব অবশ্যই কার্য্যোৎপত্তির প্রতি উপাদানকারণের নিয়মস্বীকার করিতে হয় ॥ ১১৬ ॥

অতঃপর অসৎ পদার্থের যে উৎপত্তি হয় না, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।—কার্য্যোৎপাদকতাশক্তিই উপাদানকারণত্ব বলা যায়। অন্য কাহাকেও উপাদানকারণতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। সেই কার্য্যোৎপাদিকা শক্তিই কার্য্যের অনাগতাবস্থা। অতএব যে পদার্থ যে বিষয়ে শক্ত হয়, সেই পদার্থই সেই কার্য্য করিতে পারে। অসৎপদার্থ উৎপাদনের কাহারও শক্তি নাই, অতএব অসৎপদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব ॥ ১১৭ ॥

অতঃপর বলিতেছেন, কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার যে কারণের অভেদ শ্রুত হয়, তাহা হইতেও সৎকার্য্যের সিদ্ধি জানা যায়। কোনরূপেও অসৎপদার্থের উৎপত্তি নাই, ইহাই প্রকৃতার্থ। কার্য্যমাত্রকে অসৎস্বরূপ স্বীকার করিলে অভেদের অনুপপত্তি হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যসকল যে কারণে অভেদরূপে বিদ্যমান থাকে, তদ্বিষয়ে শ্রুতিতে লিখিত আছে যে,

ন ভাবে ভাবযোগশ্চেৎ ॥ ১১৯ ॥

নাভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ ॥ ১২০ ॥

রিতি। উৎপত্তেঃ প্রাক্কার্য্যাণাং কারণাভেদে চ শ্রুতয়ঃ। তদ্ধেদং তর্হ্য-ব্যাকৃতমাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ। আপ এবেদমগ্র আসুরিত্যাদ্যাঃ ॥ ১১৮ ॥

শঙ্কতে। নন্বেবং কার্য্যস্য নিত্যত্বে সতি ভাবরূপে কার্য্যে ভাবযোগ উৎপত্তিযোগো ন সম্ভবতি। অসতঃ সত্ত্ব এবোৎপত্তিব্যবহারাদিতি চেদি-ত্যর্থঃ ॥ ১১৯ ॥

পবিহরতি। কার্য্যোৎপত্তের্ব্যবহারাব্যবহারৌ কার্য্যাভিব্যক্তিনিমিত্তকৌ। অভিব্যক্তিত উৎপত্তিব্যবহারোঽভিব্যক্ত্যভাবাচ্চোৎপত্তিব্যবহারাভাবঃ। ন ত্বসতঃ সত্তয়েত্যর্থঃ। অভিব্যক্তিশ্চ ন জ্ঞানং কিন্তু বর্ত্তমানাবস্থা। কারণ-

---

"এই জগৎ সদায়ই অব্যক্তরূপে ছিল। এই পরিদৃশ্যমান সমুদায় পদার্থই পূর্ব্বে প্রত্যভিন্ন। এই সমুদায় পূর্ব্বে আত্মস্বরূপে বর্ত্তমান ছিল।" ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতে কার্য্যমাত্রের সত্তা জানা যায় ॥ ১১৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে এই আশঙ্কা হইতেছে, কার্য্যমাত্রকেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে সমুদায় কার্য্যই ভাবস্বরূপ হইল। কার্য্যের উৎপত্তিও ভাব-স্বরূপ। ভাবের ভাবযোগ সম্ভবে না, অতএব কার্য্যমাত্রকে নিত্য বলিলে কার্য্যের উৎপত্তি একথা সঙ্গত হয় না। যেহেতু অসতের যে সত্ত্বসম্বন্ধ, তাহাই উৎপত্তি বলিয়া ব্যবহার আছে; সুতরাং কার্য্যমাত্রকে সৎ বলিলে তাহার উৎপত্তির অসিদ্ধিরূপ দোষ দেখা যাইতেছে ॥ ১১৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন।—কার্য্যোৎপত্তির ব্যবহার ও অব্যবহার এই উভয়ের প্রতি কার্য্যের অভিব্যক্তিই নিমিত্ত। কার্য্যের উৎপত্তি হয়, ইহার অর্থ এই যে, পদার্থসকল অব্যক্ত অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব জানা যায় যে, ব্যক্তভাব হইতেই উৎপত্তির ব্যবহার এবং অভিব্যক্তির অভাববশতঃ অব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু অসতের সত্তাদ্বারা উৎপত্তিব্যবহার হয়, না। অতএব কার্য্যমাত্রেরই

নাশঃ কারণলয়ঃ ॥ ১২১

ব্যাপারোঽপি কার্য্যস্ত বর্ত্তমানলক্ষণপরিণামমেব জনয়তি। সতশ্চ কার্য্যস্ত কারণব্যাপারাদভিব্যক্তিমাত্রং লোকেঽপি দৃষ্টম্। যথা শিলামধ্যস্থপ্রতিমায়া শৈল্পিকব্যাপারেণাভিব্যক্তিমাত্রং তিলস্থতৈলস্ত চ নিষ্পীড়নেন ধান্তস্থতণ্ডুলস্ত চাবঘাতেনেতি। তদুক্তং বাশিষ্ঠে। "সুষুপ্তাবস্থয়া চক্রপদ্মরেখাঃ শিলোদরে। যথা স্থিতা চিতেরন্তস্তথেয়ং জগদাবলী॥" ইতি। প্রকৃতিদ্বারেণেত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

নম্ন ভবতূৎপত্তেঃ প্রাক্ সতো যথাকথঞ্চিদুৎপত্তিঃ। নাশস্তনাদিভাবস্য কথং স্যাদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। লীঙ্ শ্লেষণ ইত্যনুশাসনাল্লয়ঃ সূক্ষ্মতয়া কার-

উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, কেবল ব্যক্তাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থাদ্বারাই উৎপত্তি ও বিনাশ, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। সেই অভিব্যক্তি শব্দের অর্থ জ্ঞান নহে; উহা বর্ত্তমানাবস্থা। কারণের ব্যাপার কা[illegible] বর্ত্তমান লক্ষণ পরিণাম জন্মায়। যখন কার্য্যসকল উৎপন্ন হয় বলিয়া থা[illegible] সেই কার্য্যের কারণসকল অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপ পরিণাম উৎপাদন করে; এইমাত্র জানা যায়। সৎকার্য্য যে কারণব্যাপার হইতে প্রকাশ হয়, ইহা লৌকিকে দৃষ্ট আছে। যেমন শিলামধ্যগত প্রতিমা কারুকরদিগের ব্যাপারে প্রকাশ পায়, নিষ্পীড়নদ্বারা তিলমধ্যগত তৈল বহির্গত হয় এবং মুষলাদির অবহননদ্বারা ধান্য হইতে তণ্ডুল ব্যক্তীভূত হয়, পদার্থমাত্রের উৎপত্তিও সেইরূপ। বশিষ্ঠবচনে জানা যায় যে, যেমন শিলামধ্যে চক্রপদ্মরেখা অনাগতাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ এই জগদাবলী চিতির অভ্যন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১২০ ॥

উৎপত্তির পূর্ব্বে যে কোনরূপেই সতের উৎপত্তি হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু অনাদিভাবের নাশ কিরূপে হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিছেন।—পদার্থসকল সূক্ষ্মভাবে স্ব স্ব কারণে অবিভক্তরূপে বিদ্যমান থাকে, ইহাকেই অতীতাখ্য নাশ বলা যায়। আর বস্তুর যে প্রাগভাব, তাহাই অনাগতাখ্যনাশ। বাস্তবিক কোন পদার্থই সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট হয় না, উহার

শেষবিভাগঃ। স এবাতীতাখ্যো নাশ ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। অনাগতাখ্যস্তু লয়ঃ প্রাগভাব ইত্যুচ্যত ইতি শেষঃ। লীনকার্য্যব্যক্তেস্তু পুনরভিব্যক্তির্নাস্তি। প্রত্যভিজ্ঞাদ্যাপত্ত্যা পাতঞ্জলে নিরাকৃতত্বাৎ। পরেষামিবাস্মাকমপ্যনাগতাবস্থায়াঃ প্রাগভাবাখ্যায়া অভিব্যক্তিহেতুত্বাচ্চেতি। নম্বতীতমপ্যস্তীত্যত্র কিং প্রমাণং ন হ্যনাগতসত্তায়ামিব শ্রুত্যাদয়োঽতীতসত্তায়ামপি স্ফুটমুপলভ্যন্ত ইতি। নৈবম্। যোগিপ্রত্যক্ষস্যান্যথানুপপত্ত্যানাগতাতীতয়োরুভয়োরেব সত্ত্বসিদ্ধেঃ। প্রত্যক্ষসামান্যে বিষয়স্য হেতুত্বাৎ। অন্যথা বর্ত্তমানস্যাপি প্রত্যক্ষেণাসিদ্ধ্যাপত্তেঃ। তস্মাদ্ধিয়ামৌৎসর্গিকপ্রামাণ্যেনাসতি বাধকে যোগিপ্রত্যক্ষেণাতীতমপ্যস্তীতি সিদ্ধ্যতি। যোগিনামতীতানাগতপ্রত্যক্ষে চ শ্রুতিস্মৃতীতিহাসাদিকং প্রমাণং যোগবার্ত্তিকে প্রপঞ্চিত-

অতীত ও অনাগতাবস্থাই হয়। যেহেতু যাহা একবার লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার আর অভিব্যক্তি হয় না। তাহাহইলে যে ঘট নষ্ট হইয়াছে, "এই সেই ঘট" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু পাতঞ্জলযোগসূত্রে উক্ত প্রত্যভিজ্ঞান নিরাকৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ বাদিদিগের ন্যায় আমাদিগের মতেও অনাগতাবস্থাই প্রাগভাবাখ্য অভিব্যক্তির হেতু। যদি বল, বস্তুর যে অতীতাবস্থা আছে, তাহাতে প্রমাণ কি? বস্তুসকলের অনাগত সত্তাবিষয়ে যেমন শ্রুতিপ্রভৃতির প্রমাণ দেখা যায়, অতীত সত্তাতে সেইরূপ স্ফুটতর প্রমাণ নাই। তবে পদার্থসকলের অতীতসত্তা স্বীকার করি কেন? ইহা বলা যায় না। যোগিদিগের প্রত্যক্ষের অন্যথা অনুপপত্তিহেতু পদার্থসকলের অতীত ও অনাগত উভয়সত্তা সিদ্ধি আছে। যোগিগণ যোগবলে সর্ব্বদা অতীত ও অনাগত পদার্থসকলের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যদি অতীতসত্তা না থাকিবে, তবে যোগিদিগের যে প্রত্যক্ষ হয়, এই বাক্যের সার্থকতা আর কোনরূপেও সম্ভবে না। সকল প্রত্যক্ষের প্রতিই সেই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত পদার্থই কারণ। বিষয়ের সত্তা না থাকিলে সেই বিষয় কোনরূপেও কারণ হইতে পারে না। অন্যথা বর্ত্তমান প্রত্যক্ষেরও অসিদ্ধি হইতে পারে; সুতরাং বাধকাভাবপ্রযুক্ত যোগিদিগের প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা অতীতসত্তাও সিদ্ধ হইতেছে। যোগিদিগের যে অতীত ও

মিতি দিক্। তদেবমভিব্যক্তিলয়াভ্যাং কার্য্যাণামুৎপত্তিনাশব্যবহারাবুক্তৌ। নন্বভিব্যক্তিরপি পূর্ব্বং সতী বাসতী বা। আদ্যে কারণব্যাপারাৎ প্রাগপি কার্য্যস্যাভিব্যক্ত্যা স্বকার্য্যজনকত্বাপত্তিঃ কারণব্যাপারশ্চ বিফলঃ। অন্ত্যে চাভিব্যক্তাবেব সৎকার্য্যসিদ্ধান্তক্ষতিঃ। অসত্যা এবাভিব্যক্তেরভিব্যক্ত্যঙ্গী-কারাদিতি। অত্রোচ্যতে। কারণব্যাপারাৎ প্রাক্ সর্ব্বকার্য্যাণাং সদাসত্বা-ভ্যুপগমেনোক্তবিকল্পানবকাশাদ্ঘটবৎ তদভিব্যক্তেরপি বর্ত্তমানাবস্থয়া প্রাগ-সত্বেন তদসত্তানিবৃত্ত্যর্থং কারণব্যাপারাপেক্ষণাৎ। অনাগতাবস্থয়া চ সৎ-কার্য্যসিদ্ধান্তস্যাক্ষতেঃ। নন্বেকদা সদসত্বয়োর্ব্বিরোধ ইতি চেৎ। প্রকার-

অনাগত বিষয়ে প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাসাদির প্রমাণ যোগবার্ত্তিকে আমরা সবিস্তর বর্ণন করিয়াছি। এই নিমিত্তই অভিব্যক্তি ও লয় ইহাই কার্য্যের উৎপত্তি ও বিনাশরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি অভিব্যক্তিই উৎপত্তি এবং কারণেতে যে লয়, তাহাই বিনাশ বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাহইলে তোমার অভিমত অভিব্যক্তি সৎ, কি অসৎ, তাহা নিরূপণ করিতে হইতেছে। যদি সেই অভিব্যক্তিকে সৎ বল, তাহাহইলে বস্তুমাত্রের উৎপত্তির প্রতি কারণব্যাপার অনাবশ্যক হয়; যেহেতু কারণ-ব্যাপারের পূর্ব্বেও কার্য্যের অভিব্যক্তি আছে; সুতরাং অভিব্যক্তিই অভিব্যক্তির কারণ বলিয়া "আপনি আপনার জনক" এইরূপ দোষাপত্তি হয় এবং কারণব্যাপারও উৎপত্তির প্রতি নিষ্ফল হইয়া পড়ে। আর যদি সেই অভিব্যক্তিকে অসৎ বল, তবে আপনিই অসদ্বাদী হইলে। তোমার সৎ-কার্য্যবাদ সিদ্ধান্তের হানি হইল। তবে এইক্ষণ অভিব্যক্তি সৎ কি অসৎ, তাহা নিরূপণ কর। এইক্ষণ বক্তব্য এই যে, কারণব্যাপারের পূর্ব্বে সকল কার্য্যেরই সর্ব্বদা সত্বস্বীকার করিলে উক্ত সৎ অসৎ বিকল্পের অবকাশ থাকে না; অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায় অভিব্যক্তিরও বর্ত্তমানাবস্থারূপে পূর্ব্ব অসত্বহেতু সেই অসত্বনিবৃত্তির নিমিত্ত কারণব্যাপার অপেক্ষা করে, অর্থাৎ অভি-ব্যক্তিরও অভিব্যক্তি স্বীকার করি; সুতরাং তাহার অনাগতাবস্থাদ্বারা সৎকার্য্যসিদ্ধান্তের হানি নাই। তথাপি যদি বল, সৎ অসতের বিরোধ হইতেছে, কিন্তু তাহা প্রকারভেদমাত্র। আর যদি বল, প্রাগভাব স্বীকার

পারম্পর্য্যতোঽন্বেষণা বীজাঙ্কুরবৎ ॥ ১২২ ॥

ভেদস্যোক্তত্বাৎ। নন্বেবমপি প্রাগভাবানঙ্গীকারেণ প্রাগসত্ত্বমেব কার্য্যাণাং দুর্ব্বচমিতি। নৈবম্। অবস্থানামেব পরস্পরাভাবরূপত্বাদিতি ॥ ১২১ ॥

নন্বু সৎকার্য্যসিদ্ধান্তরক্ষার্থমভিব্যক্তেরপ্যভিব্যক্তিরেষ্টব্যা। তথা চানবস্থেত্যাশঙ্ক্যাহ। পরম্পরারূপেণৈবাভিব্যক্তেরনুধাবনং কর্ত্তব্যম্। বীজাঙ্কুরবৎ প্রামাণিকত্বেন চাস্যা অদোষত্বাদিত্যর্থঃ। বীজাঙ্কুরাভ্যাং চাত্রায়মেব বিশেষো যদ্বীজাঙ্কুরস্থলে ক্রমিকপরম্পরয়ানবস্থাভিব্যক্তৌ চৈককালীনপরম্পরয়েতি। প্রামাণিকত্বন্তু তুল্যমেবেতি। সর্ব্বকার্য্যাণাং স্বরূপতো নিত্যত্বমবস্থাভির্ব্বিনাশিত্বং চেতি পাতঞ্জলভাষ্যে বদদ্ভির্ব্ব্যাসদেবৈরপীয়মনবস্থা প্রামাণিকত্বেন স্বীকৃতেতি। অত্র চ বীজাঙ্কুরদৃষ্টান্তো লোকদৃষ্ট্যোপন্যস্তঃ।

না করিলে কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে যে কার্য্যের অসত্তা থাকে, তাহাও দুর্ব্বচ হয়; ইহাও বলা যায় না। যেহেতু অবস্থাসকলেরই পরস্পর অভাবস্বরূপত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ১২১ ॥

পূর্ব্বসূত্রে সৎকার্য্যসিদ্ধান্তরক্ষার্থ অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে, তবে এইক্ষণ অনবস্থাদোষের আশঙ্কা হইতেছে। অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে সেই দ্বিতীয় অভিব্যক্তিদ্বারাও অভিব্যক্তিস্বীকার করিতে হয়। এইরূপে অনন্ত অভিব্যক্তিস্বীকার না করিলে সিদ্ধান্তরক্ষা পায় না। এই অনবস্থাদোষের পরিহার করিতেছেন।—পরম্পরারূপে অভিব্যক্তির অনুধাবন করিতে হইবে। তাহাহইলে উক্ত অনবস্থা দোষাবহ বলিয়া বোধ হইবে না। এইরূপ অনবস্থার স্বীকারে প্রমাণ আছে। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, আবার সেই অঙ্কুর হইতে বীজের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই অনবস্থাও বীজাঙ্কুরাদির অনবস্থার ন্যায় স্বীকার্য্য। বীজাঙ্কুর হইতে ইহার বিশেষ এই যে, বীজাঙ্কুরস্থলে ক্রমিকপরম্পরাদ্বারা অনবস্থা হয়, এই অভিব্যক্তিতে এককালীন পরম্পরারূপে অনবস্থা হইতেছে। কিন্তু প্রামাণিকত্ববিষয়ে উভয়ই তুল্য। সকল কার্য্যই স্বরূপতঃ নিত্য, কেবল অবস্থাবিশেষেই তাহাদিগের বিনাশিত্বপ্রতীতি হয়। এইরূপে পাতঞ্জলভাষ্যে

উৎপত্তিবদ্বাদোষঃ ॥ ১২৩

বস্তুতস্তু জন্মকর্ম্মাদিবদিত্যত্রৈব তাৎপর্য্যম্। তেন বীজাঙ্কুরপ্রবাহস্যাদি-সর্গাবধিকত্বেনানবস্থাবিরহেঽপি ন ক্ষতিঃ। আদিসর্গে হি বৃক্ষং বিনৈব বীজ-মুৎপদ্যতে হিরণ্যগর্ভসঙ্কল্পেন তচ্ছরীরাদিভ্য ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোঃ প্রসিদ্ধম্। "যথা হি পাদপো মূলস্কন্ধশাখাদিসংযুতঃ। আদিবীজাৎ প্রভবতি বীজান্য-স্যানি বৈ ততঃ।" ইতি বিষ্ণুপুরাণাদিবাক্যৈরিতি ॥ ১২২ ॥

বস্তুতস্ত্বনবস্থাপি নাস্তীত্যাহ। যথা ঘটোৎপত্তেরুৎপত্তিঃ স্বরূপমেব বৈশেষিকাদিভিরসদুৎপাদবাদিভিরিষ্যতে লাঘবাৎ তথৈবাস্মাভির্ঘটাভিব্যক্তে-রপ্যভিব্যক্তিঃ স্বরূপমেবৈষ্টব্যা লাঘবাৎ। অত উৎপত্তাবিবাভিব্যক্তাবপি নানবস্থাদোষ ইত্যর্থঃ। অথৈবমভিব্যক্তেরভিব্যক্ত্যনঙ্গীকারে কারণব্যাপা-রাৎ প্রাক্ তস্যাঃ সত্ত্বানুপপত্ত্যা সৎকার্য্যবাদক্ষতিরিতি চেন্ন। অস্মিন্ পক্ষে

ব্যাসদেব উক্তরূপ অনবস্থার প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই বীজাঙ্কুর-দৃষ্টান্ত লৌকিক দৃষ্টিতে উপন্যস্ত হইয়াছে, বাস্তবিক জন্ম-কর্ম্মাদির ন্যায় অন-বস্থা, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, ইহা আদিসৃষ্টিপর বলিলে বীজাঙ্কুরস্থলে অনবস্থাদোষ ঘটিতে না পারিলেও জন্ম-কর্ম্মাদি-স্থলে অনবস্থাদোষের প্রামাণিকত্ববিধায় এইস্থলে অনবস্থারও প্রামাণিকত্ব হইল। আদিসৃষ্টিতে বৃক্ষব্যতিরেকেও হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্পবশতঃ তচ্ছরীর হইতে বীজ উৎপন্ন হয়, ইহা শ্রুতিস্মৃতিতেও প্রসিদ্ধ আছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, "মূল-স্কন্ধ-শাখাদিযুক্ত বৃক্ষ হইতে অন্যান্য বীজসকল উৎ-পন্ন হইয়া থাকে" ॥ ১২২ ॥

বাস্তবিক অনবস্থাদোষ নাই, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন বৈশেষিকাদি অসদুৎপত্তিবাদীরা ঘটোৎপত্তির উৎপত্তিকে সেই উৎপত্তি-স্বরূপ স্বীকার করে, আমরাও সেইরূপ ঘটাদির অভিব্যক্তির অভিব্যক্তিকে অভিব্যক্তিস্বরূপ স্বীকার করি। অতএব ঘটোৎপত্তির উৎপত্তিতে যেমন অনবস্থাদোষ নাই, সেইরূপ আমাদিগের অভিব্যক্তিতেও অনবস্থাদোষ হইতে পারে না। যদি বল, অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার না করিলে

সত এবাভিব্যক্তিরিত্যেব সৎকার্য্যসিদ্ধান্ত ইত্যাশয়াৎ। অভিব্যক্তেশ্চাভিব্যক্ত্যভাবেন তস্যাঃ প্রাগসত্ত্বেঽপি নাসৎকার্য্যবাদত্বাপত্তিঃ। নন্বেবং মহদাদীনামেব প্রাগসত্ত্বমিষ্যতাং কিমভিব্যক্ত্যাখ্যাবস্থাকল্পনেনেতি চেন্ন। তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদিত্যাদিশ্রুতিভিরব্যক্তাবস্থয়া সতামেব কার্য্যাণামভিব্যক্তিসিদ্ধেঃ তথাপ্যভিব্যক্তেঃ প্রাগভাবাদিস্বীকারাপত্তিরিতি চেন্ন। ত্রিগুণামনাগতাদ্যবস্থানামন্যোঽন্যস্যাভাবরূপতয়োক্তত্বাৎ। তাদৃশাভাবনিবৃত্ত্যৈব চ কারণব্যাপারসাফল্যাদিসম্ভবাৎ। অয়মেব হি সৎকার্য্যবাদিনামসৎকার্য্যবাদিভ্যো বিশেষো যৎ তৈরুচ্যমানৌ প্রাগভাবধ্বংসৌ সৎকার্য্যবাদিভিঃ কার্য্যস্যানাগতাতীতাবস্থে ভাবরূপে প্রোচ্যেতে। বর্ত্তমানতাখ্যা চাভিব্যক্ত্য-

কারণব্যাপারের পূর্ব্বে তাহার অনুৎপত্তিপ্রযুক্ত সৎকার্য্যবাদের হানি হইতেছে, তাহাও নহে। এই পক্ষে সৎকার্য্যেরই অভিব্যক্তি হয়; সুতরাং সৎকার্য্যসিদ্ধান্ত অব্যাহত হইল। অভিব্যক্তির অভিব্যক্ত্যভাবে তাহার পূর্ব্বসত্তা না থাকিলেও অসৎকার্য্যবাদের আপত্তি হইতে পারে না। যদি মহত্তত্ত্বপ্রভৃতিরও পূর্ব্বে অসত্ত্ব ইচ্ছা কর, তবে আর অভিব্যক্তিরূপ অবস্থাকল্পনার প্রয়োজন কি? ইহা বলিতে পার না। "এই জগৎ অব্যাকৃত ছিল" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে অব্যক্ত অবস্থাদ্বারা সৎকার্য্যেরই অভিব্যক্তি সিদ্ধি আছে। তথাপি অভিব্যক্তির প্রাগভাবাদি স্বীকার করিতে হয়। তাহাও নহে। যেমন অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই অবস্থাত্রয় পরস্পরের অভাবস্বরূপ বলিয়া উক্ত আছে। উক্তরূপ অভাবনিবৃত্তিদ্বারাই কারণব্যাপারের সাফল্যসম্ভব হয়। অসৎকার্য্যবাদী হইতে সৎকার্য্যবাদীদিগের বিশেষ এই যে, অসৎকার্য্যবাদীরা যে প্রাগভাব ও ধ্বংস স্বীকার করেন, সৎকার্য্যবাদীরা সেই প্রাগভাব ও ধ্বংসকে কার্য্যের অতীত ও অনাগত অবস্থা বলিয়া তাহাদিগকে ভাবস্বরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান অভিব্যক্তিরূপ অবস্থা ঘট হইতে অতিরিক্ত নহে, ইহাই ইচ্ছা করেন, অতএব ঘটাদির অবস্থাত্রয় অনুভব হইতেছে, অন্য সকলই সমান, অতএব আমাদিগের মতে অধিক আশঙ্কা নাই॥ ১২৩॥

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্ ॥ ১২৪ ॥

বস্থা ঘটাদ্যতিরিক্তেষ্বাতে। ঘটাদেরবস্থাত্রয়বত্ত্বানুভবাদিতি। অন্যৎ তু সর্ব্বং সমানম্। অতো নাস্ত্যস্মাস্বধিকশঙ্কাবকাশ ইতি দিক্ ॥ ১২৩ ॥

কার্য্যদর্শনাৎ তদুপলব্ধেরিতি সূত্রেণ কার্য্যেণ মূলকারণমনুমেয়মিত্যুক্তং তত্র কিয়ৎপর্য্যন্তং কার্য্যমিত্যবধারয়িতুং সর্ব্বকার্য্যাণাং সাধর্ম্ম্যমাহ। কারণানুমাপকত্বাল্লয়গমনাদ্বাত্র লিঙ্গং কার্য্যজাতম্। ন তু মহত্তত্ত্বমাত্রমত্র বিবক্ষিতং হেতুমত্ত্বাদীনামখিলকার্য্যসাধারণ্যাৎ। "হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্। সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্।" ইতি কারিকায়ামপ্যত এব ব্যক্তাখ্যং সর্ব্বং কার্য্যমেব লিঙ্গমিত্যুক্তম্। তথা চ তল্লিঙ্গং হেতুমত্ত্বাদিধর্ম্মকমিতি বাক্যার্থঃ। তত্র হেতুমত্ত্বং কারণবত্ত্বম্। অনিত্যত্বং বিনাশিতা। প্রধানস্য যা ব্যাপিতা পূর্ব্বোক্তা তদ্বৈপরীত্যমব্যাপিত্বম্। সক্রিয়ত্বমধ্যবসায়াদিরূপনিয়তকার্য্যকারিত্বং প্রধানস্য তু

পূর্ব্বে কার্য্যদর্শনে কারণের উপলব্ধি হয়, এই সূত্রে কার্য্যদ্বারা মূলকারণ প্রকৃতির অনুমানসিদ্ধি করিয়াছেন, এইক্ষণ সেই কার্য্যের অবধারণার্থ কার্য্যসকলের সাধর্ম্ম্যনিরূপণ করিতেছেন।--কারণের অনুমাপকত্ব ও লয়গমনপ্রযুক্ত কার্য্যসকলই লিঙ্গ, হেতুমত্তাপ্রভৃতি অখিল কার্য্যের সাধারণ ধর্ম্ম-বিধায় মহত্তত্ত্বমাত্র এইস্থলে কার্য্যরূপে বিবক্ষিত নহে। "হেতুমৎ, অনিত্য, অব্যাপী, সক্রিয়, অনেক ও আশ্রিতই কার্য্য। ইহার মধ্যে যাহা সাবয়ব ও পরতন্ত্র, তাহাই ব্যক্ত এবং তদ্বিপরীত অব্যক্ত।" সাংখ্যকারিকায়ও এইরূপ উক্ত আছে, অতএব ব্যক্ত সমস্তই কার্য্য। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহা হেতুমত্তাদিধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাই কার্য্য; সুতরাং হেতুমত্তাদিই কার্য্যের সাধর্ম্ম্য। এইস্থলে কারণবত্ত্বই হেতুমত্ত্ব এবং বিনাশিতাই অনিত্যত্ব শব্দের অর্থ। প্রকৃতির যে সর্ব্বব্যাপিতা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহার বিপরীতই অব্যাপিত্ব এবং অধ্যবসায়াদিরূপ নিয়ত কার্য্যকারিত্বই অক্রিয়ত্ব। প্রকৃতির সর্ব্বক্রিয়া সাধারণ্যপ্রযুক্ত সেই প্রকৃতিই সকলের কারণ; অতএব কার্য্যের একদেশকারিত্ব নাই। কর্ম্মমাত্রকে ক্রিয়া বলা যায়

আশ্রয়াদভেদতো বা গুণসামান্যাদেস্তৎসিদ্ধিঃ প্রধান-ব্যপদেশাদ্বা ॥ ১২৫ ॥

সর্ব্বক্রিয়াসাধারণ্যেন কারণত্বান্ন কার্য্যৈকদেশমাত্রকারিত্বম্। ন চ ক্রিয়া কর্ম্মৈব বক্তুং শক্যতে। প্রকৃতিক্ষোভাৎ সৃষ্টিশ্রবণেন প্রকৃতেরপি কর্ম্মবত্ত্বমাত্র সক্রিয়ত্বাপত্তেরিতি। অনেকত্বং সর্গভেদেন ভিন্নত্বম্। সর্গদ্বয়াসাধারণ্যমিতি যাবৎ। ন পুনঃ সজাতীয়ানেকব্যক্তিকত্বম্। প্রকৃতাবতিব্যাপ্তেঃ। প্রকৃতেরপি সত্ত্বাদ্যনেকব্যক্তিকত্বাৎ। সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাদিত্যাগামিসূত্রাদিতি। আশ্রিতত্বং চাবয়বেষ্বিতি ॥ ১২৪ ॥

কার্য্যকারণয়োর্ভেদে হেতুমত্ত্বাদি সিদ্ধ্যতীত্যতঃ কারণাতিরিক্তকার্য্যসিদ্ধৌ প্রমাণান্যাহ। তৎসিদ্ধির্লিঙ্গাখ্যকার্য্যস্য কারণাতিরেকতঃ সিদ্ধিঃ ক্বচিদাশ্রয়াৎ প্রত্যক্ষত এবানায়াসেন ভবতি। যথা স্থৌল্যাদিনা ধর্ম্মেণ তন্ত্বাদিভ্যঃ পটাদীনাম্। ক্বচিচ্চ গুণসামান্যাদেরভেদতো গুণসামান্যাদ্যাত্মকত্বেন লিঙ্গেনানুমানেন ভবতি। যথাধ্যবসায়াদিগুণাত্মকত্বরূপেণ কারণবৈধর্ম্ম্যেণ

না, যেহেতু প্রকৃতির চাঞ্চল্যবশতই সৃষ্টির শ্রবণ আছে, এই হেতু প্রকৃতিরও কর্ম্ম আছে বলিয়া তাহার সক্রিয়ত্বাপত্তি হইতে পারে। বিশেষ সৃষ্টির যে পার্থক্য, তাহাই অনেকত্ব। এই অনেকত্ব উভয়-সৃষ্টি-সাধারণ জানিবে। কিন্তু একজাতীয় অনেক বস্তুগত যে পার্থক্য, তাহা অনেক নহে, তাহাহইলে প্রকৃতিকেও অনেক বলিতে হয়, যেহেতু প্রকৃতির সত্ত্বাও অনেকরূপ। সত্ত্বাদির অনেকত্বধর্ম্ম নাই, উহা "তদ্রূপত্বাৎ" এই আগামীসূত্রে নিরাকৃত হইয়াছে। অবয়বেতেই কার্য্যের আশ্রিতত্ব জানিতে হয়, অর্থাৎ কার্য্যসকলই আপন আপন অবয়বের আশ্রিত। এই সকলই কার্য্যের সাধর্ম্ম্য ॥ ১২৪ ॥

কার্য্যকারণভেদেই হেতুমত্ত্বাদি সিদ্ধ হয়, অতএব কারণাতিরিক্ত কার্য্যসিদ্ধিতে প্রমাণপ্রদর্শন করিতেছেন।—কার্য্য যে কারণ হইতে অতিরিক্ত, ইহা অনায়াসেই প্রত্যক্ষ হইতেছে, যেমন স্থূলত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা সূত্র হইতে বস্ত্রকে অতিরিক্তরূপে জানা যায়। কোন কোনস্থলে সামান্যগুণের অভেদবশতঃ সামান্যগুণাত্মক হেতুদ্বারা অনুমানবলে কার্য্যকে কারণ হইতে

ত্রিগুণাচেতনত্বাদি দ্বয়োঃ ॥ ১২৬ ॥

মহদাদীনাম্। যথা চ মহাপৃথিবীত্বাদিসামান্যাত্মকতারূপেণ তন্মাত্রবৈধর্ম্মোণ। পৃথিব্যাদীনাম্। কচিৎত্বাদিশব্দগৃহীতেন কর্ম্মাদ্যাত্মকতাবৈধর্ম্মেণ। যথা স্থিরাবয়বেভ্যোঽতিরিক্তস্য চঞ্চলাবয়বিনঃ। তথা প্রধানব্যপদেশাৎ প্রধানশ্রুতেরপি কারণাতিরিক্তকার্য্যসিদ্ধির্ভবতি। প্রধীবতেঽস্মিন্ হি কার্য্যজাতমিতি প্রধানমুচ্যতে। তচ্চ কার্য্যকারণয়োর্ভেদাভেদৌ বিনা ন ঘটতে। অত্যন্তাভেদে স্বস্যাধারত্বাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। কার্য্যাণাং সাধর্ম্ম্যরূপং লক্ষণং কারণাতিরিক্তকার্য্যেষু প্রমাণং চ সূত্রাভ্যাং দর্শিতম্ ॥ ১২৫ ॥

ইদানীং কার্য্যসধর্ম্মকতয়া কারণানুমানায় কার্য্যকারণয়োরপি সাধর্ম্ম্যং প্রদর্শয়তি। দ্বয়োঃ কার্য্যকারণয়োরেব ত্রিগুণত্বাদিসাধর্ম্ম্যমিত্যর্থঃ। আদিশব্দগ্রাহ্যাশ্চ কারিকায়ামুক্তাঃ। "ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি। ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্ ॥" ইতি। ত্রয়ঃ

অতিরিক্ত বলিয়া জানা যায়। যেমন অধ্যবসায়াদি গুণাত্মকতারূপ কারণবৈধর্ম্ম্যদ্বারা মহত্তত্ত্বাদি হইতে প্রকৃতিকে অতিরিক্ত বলিয়া জ্ঞান হয়। যেমন মহাপৃথিবীত্বাদি সামান্যাত্মকরূপ তন্মাত্রধর্ম্মবৈধর্ম্মদ্বারা পৃথিবীর অতিরিক্তস্বরূপে তন্মাত্রের অনুমান হয়। যেমন স্থিরাবয়ব দ্রব্য হইতে চঞ্চলাবয়ব দ্রব্যকে অতিরিক্ত বলিয়া জানিতে হয়। সেইরূপ প্রকৃতির ব্যপদেশবশতঃ প্রধান শ্রুতিবলে কারণ যে কার্য্যাতিরিক্ত, তাহার সিদ্ধি হইতেছে। কিন্তু কার্য্যকারণভেদব্যতিরেকে ইহা সম্ভবে না। অত্যন্ত অভেদ হইলে ইহার আধারত্বই সম্ভবিতে পারে না। কার্য্যসকলের সাধর্ম্ম্যরূপ লক্ষণ, কারণাতিরিক্ত কার্য্যেতে প্রমাণ, এই সূত্রদ্বয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব কার্য্যসকলের হেতু পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া হেতুমত্তা জানা যায় ॥ ১২৫ ॥

এইক্ষণ কার্য্যের সধর্ম্মকতাহেতু কারণের অনুমানের নিমিত্ত কার্য্যকারণের সাধর্ম্ম্যপ্রদর্শন করিতেছেন।—কার্য্য ও কারণ এই উভয়েরই ত্রিগুণত্বাদি সাধর্ম্ম্য জানিবে। কারিকাতে উক্ত আছে যে, "প্রকৃতি ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন, প্রসবধর্ম্মী ও ব্যক্ত এবং পুরুষ ইহার

সত্ত্বাদিদ্রব্যরূপা গুণা অত্র সন্তীতি ত্রিগুণম্। তত্র মহদাদিষু কারণরূপেণ সত্ত্বাদীনামবস্থানং গুণত্রয়সমূহরূপেণ তু প্রধানে সত্ত্বাদীনামবস্থানং বনে বৃক্ষবদেবাবগন্তব্যম্। অথবা সত্ত্বাদিশব্দেন সুখদুঃখমোহানামপি বচনাৎ কার্য্যকারণয়োস্ত্রিগুণত্বং সমঞ্জসমিতি। অবিবেকি চ বিষয়শ্চেতি তচ্ছেদে ত্ববিবেকিত্বং সম্ভূয়কারিত্বং বিষয়ত্বং তু ভোগ্যত্বমেব। সামান্যং সর্ব্বপুরুষসাধারণম্। পুরুষভেদেঽপ্যভিন্নমিতি যাবৎ। প্রসবধর্ম্মি পরিণামি।" ব্যক্তং কার্য্যম্। প্রধানং কারণমিত্যর্থঃ। কার্য্যকারণয়োরন্যোঽন্যবৈধর্ম্ম্যমপি কারিকয়া দর্শিতং। "হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্। সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্॥" ইতি। অত্রৈকত্বং সর্গভেদেঽপ্যভিন্নত্বম্। অতঃ প্রকৃতেরনেকব্যক্তিকত্বেঽপি নৈকত্বক্ষতিঃ। "মহান্তং চ সমাবৃত্য প্রধানং সমবস্থিতম্। অনন্তস্য ন তস্যান্তঃ সংখ্যানং চাপি বিদ্যতে॥"

বিপরীত। প্রকৃতিতে সত্ত্বাদিরূপ গুণত্রয় আছে এবং সেই প্রকৃতির কার্য্য মহত্তত্ত্বাদিতেও কারণগুণ সত্ত্বাদির অবস্থান জানিবে। যেমন বনেতে বৃক্ষসমূহের অবস্থান আছে, সেইরূপ গুণত্রয়সমূহরূপে প্রকৃতিতে সত্ত্বাদির অবস্থান আছে। অথবা সুখ, দুঃখ ও মোহ ইহাই গুণত্রয়শব্দের অর্থ; অতএব কার্য্য ও কারণ এই উভয়ই সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক। অবিবেকিবিষয়, অর্থাৎ অজ্ঞানীরা বিষয়ভোগ করিয়া থাকে। অবিবেকী ও বিষয়, এইরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিলে, মিলিতকারিত্বই অবিবেকিত্ব এবং ভোগ্যত্বইবিষয়ত্ব এইরূপ অর্থ করিতে হয়। যাহা সর্ব্বপুরুষসাধারণ, তাহাই সামান্য, অর্থাৎ পুরুষভেদেও যাহার বিশেষ হয় না, তাহাকেই সামান্য বলা যায়। যাহা পরিণামী, তাহাই প্রসবধর্ম্মী। ব্যক্ত অর্থাৎ কার্য্য এবং প্রধান অর্থাৎ কারণ। কার্য্য ও কারণের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য কারিকাতেও উক্ত আছে। কার্য্যসকল হেতুমান, অনিত্য, অব্যাপী, সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত, সাবয়ব, পরতন্ত্র এবং ব্যক্ত; আর অব্যক্তইহার বিপরীত। এইস্থলে যাহার সৃষ্টি বিভিন্ন হইলেওঅভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই এক বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব প্রকৃতি অনেকব্যক্তিক হইলেও তাহাকে এক বলিতে দোষ হয় না। "মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি অবস্থিত আছে। সেই প্রকৃতির অন্ত এবং সংখ্যা নাই"

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গুণানামন্যোঽন্যং বৈধর্ম্ম্যম্ ॥ ১২৭॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণেনাসংখ্যেয়তাবচনাৎ তু প্রধানস্য ব্যক্তিবহুত্বসিদ্ধিরিতি ॥ ১২৬ ॥

প্রধানাখ্যানাং জগৎকারণগুণানামন্যোন্যবিবেকায় তেষামবান্তরমপি বৈধর্ম্ম্যং সিদ্ধান্তয়তি। বিবিধজগৎকারণত্বোপপত্তয়ে চ। ন হ্যেকরূপাৎ কারণাদ্বিচিত্রকার্য্যাণি সম্ভবন্তীতি। গুণানাং সত্ত্বাদিদ্রব্যত্রয়াণামন্যোঽন্যং সুখদুঃখমোহাদ্যৈর্বৈধর্ম্ম্যং কার্য্যেষু তদ্দর্শনাদিত্যর্থঃ। সুখাদিকং চ ঘটাদেরপি রূপাদিবদেব ধর্ম্মোঽন্তঃকরণোপাদানত্বাদন্যকার্য্যাণামিত্যুক্তম্। অত্রাদিশব্দগ্রাহ্যাঃ পঞ্চশিখাচার্য্যৈরুক্তাঃ। যথা সত্ত্বং নাম প্রসাদলাঘবাভিষঙ্গপ্রীতিতিতিক্ষাসন্তোষাদিরূপানন্তভেদং সমাসতঃ সুখাত্মকম্। এবং রজোঽপি

এই বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে প্রকৃতি অসংখ্য বলিয়া উক্ত আছে, অতএব প্রকৃতির ব্যক্তিবহুত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১২৬ ॥

জগতের কারণীভূত প্রধানাখ্য গুণসকলের পরস্পর বিবেকের নিমিত্ত তাহাদিগের অবান্তরবৈধর্ম্ম্য নিরূপণ করিতেছেন।—এই অবান্তরবৈধর্ম্ম্য-প্রযুক্তই জগৎকারণের বিবিধত্ব উপপন্ন আছে। যেহেতু একরূপ কারণ হইতে বিবিধ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণের বৈচিত্র্যবশতই কার্য্যেরও বৈচিত্র্য হয়, অর্থাৎ কারণ নানারূপ বলিয়াই কার্য্যও নানারূপ হইয়া থাকে। সুখ, দুঃখ ও মোহ ইহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য, উক্ত সত্ত্বাদির কার্য্যেতে উহা দৃষ্ট আছে, ঘটাদিতেও রূপাদির ন্যায় এই সুখাদি আছে। পঞ্চশিখ-আচার্য্যগণ সত্ত্বাদিগুণের প্রকারভেদ নিরূপণ করিয়াছেন।—"সত্ত্বের প্রসাদ, লাঘব, অভিষঙ্গ, প্রীতি, তিতিক্ষা, সন্তোষাদিরূপ অনন্তভেদ আছে"; এই নিমিত্ত সংক্ষেপে তাহাকে সুখাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রজঃ শোকাদি অনন্তভেদবিশিষ্ট, অতএব তাহা দুঃখাত্মক এবং তমঃ নিদ্রাদি অশেষভেদশালী, এই হেতু উহা মোহাত্মক। এইস্থলে প্রীতিপ্রভৃতি গুণধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে এবং আগামী সূত্রেও লঘুত্বাদিকে গুণধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, এইহেতু সত্ত্বাদিত্রয়ের দ্রব্যত্ব

লঘ্বাদিধর্ম্মৈঃ সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যং চ গুণানাম্ ॥ ১২৮ ॥

শোকাদিনানাভেদং সমাসতো দুঃখাত্মকং। এবং তমোঽপি নিদ্রাদিনানা-ভেদং সমাসতো মোহাত্মকমিতি। অত্র প্রীত্যাদীনাং গুণধর্ম্মত্ববচনাদাগামি-সূত্রে চ লঘুত্বাদের্বক্ষ্যমাণত্বাৎ সত্ত্বাদীনাং দ্রব্যত্বং সিদ্ধম্। সুখাদ্যাত্মকতা তু গুণানাং মনসঃ সঙ্কল্পাত্মকতাবদ্ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদাদেবোপপদ্যতে ন বৈশেষি-কোক্তাঃ সুখাদয় এব সত্ত্বাদিগুণা ইতি ॥ ১২৭ ॥

সত্ত্বাদিত্রয়মপি প্রত্যেকং ব্যক্তিভেদাদনন্তম্। অন্যথা হি বিভুমাত্রত্বে গুণবিমর্দ্দবৈচিত্র্যাৎ কার্য্যবৈচিত্র্যমিতি সিদ্ধান্তো নোপপদ্যতে বিমর্দ্দেঽ-বান্তরভেদাসম্ভবাৎ। গুণানাং সত্ত্বাদীনামেকৈকব্যক্তিমাত্রত্বে বৃদ্ধিহ্রাসাদিকং নোপপদ্যতে তথা পরিচ্ছিন্নত্বে চ তৎসমূহরূপস্য প্রধানস্য পরিচ্ছিন্নত্বাপত্ত্যা শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমেকদাসংখ্যব্রহ্মাণ্ডাদিকং নোপপদ্যেত। অতোঽসংখ্যত্বে

সিদ্ধ হইয়াছে। তবে সত্ত্বাদিত্রয়কে যে "সুখদুঃখমোহাত্মক বলিয়াছেন, তাহা মন যেমন সঙ্কল্পাত্মক, সেইরূপ ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদবশতঃ উপপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ সঙ্কল্প মনের ধর্ম্ম হইলেও যেমন সেই মনকে সঙ্কল্পাত্মক বলা যায়, সেইরূপ সুখ,দুঃখ, মোহ ইহারা সত্ত্বাদির ধর্ম্ম হইলেও ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী ইহাদি-গের অভেদকল্পনাদ্বারা সত্ত্ব সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক এবং তমঃ মোহাত্মক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিকেরা যে সত্ত্বাদিকেই সুখাদিরূপে নির্দ্দেশ করে, তাহা নহে ॥ ১২৭ ॥

সত্ত্বাদিত্রয় প্রত্যেকেই ব্যক্তিভেদে অনন্ত, অন্যথা সেই সত্ত্বাদির অপরি-ণামিত্ব স্বীকার করিলে গুণপরিণামের বৈচিত্র্যবশতঃ যে কার্য্যের বিচিত্রতা হয়, এই সিদ্ধান্ত উপপন্ন হইতেছে না। যেহেতু গুণের পরিণামে অবান্তর-ভেদের অসম্ভব। আর সত্ত্বাদিগুণত্রয়কে এক একব্যক্তিমাত্র স্বীকার করিলে তাহাদিগের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে না, সেইরূপ সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে পরিচ্ছিন্ন বলিলে সেই গুণসমূহরূপ প্রকৃতিও পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে। তাহাহইলে শ্রুতিস্মৃতিতে যে একদা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের উল্লেখ আছে, তাহাও উপপন্ন হয় না। অতএব গুণসকল অসংখ্য হইলেও তাহাদিগের ত্রিবিধত্ব উপপা-দনের নিমিত্ত এবং তাহাদিগের বিবেকার্থ ঐ সকল গুণের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য

গুণানাং ত্রিত্বসংখ্যোপপাদনায় বিবেকাদ্যর্থং চ তেষাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যে প্রতিপাদয়তি। অয়মর্থঃ লঘ্বাদীতি ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ। লঘুত্বাদিধর্ম্মেণ সর্ব্বাসাং সত্ত্বব্যক্তীনাং সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যং চ রজস্তমোভ্যাম্। তথা চ পৃথিবীব্যক্তীনাং পৃথিবীত্বেনেব সত্ত্বব্যক্তীনামেকজাতীয়তয়ৈকতা সজাতীয়োপষ্টম্ভাদিনা বৃদ্ধিহ্রাসাদিকং চ যুক্তিমিত্যাশয়ঃ। এবং চঞ্চলত্বাদিধর্ম্মেণ সর্ব্বাসাং রজোব্যক্তীনাং সাধর্ম্ম্যং সত্ত্বতমোভ্যাং চ বৈধর্ম্ম্যম্। শেষং পূর্ব্ববৎ। এবং গুরুত্বাদিধর্ম্মেণ সর্ব্বাসাং তমোব্যক্তীনাং সাধর্ম্ম্যং সত্ত্বরজোভ্যাং বৈধর্ম্ম্যম্। শেষং পূর্ব্ববদিতি। বৈধর্ম্ম্যন্তু প্রাগেবোক্তমত্র পুনর্ব্বৈধর্ম্ম্যকথনং সম্পাতায়াতম্। অত্র বৈধর্ম্ম্যং চেতি পাঠঃ প্রামাদিক এবেতি। অত্র সূত্রে সত্ত্বাদীনাং কারণদ্রব্যাণাং প্রত্যেকমনেকব্যক্তিকত্বং সিদ্ধম্। অন্যথা লঘুত্বাদীনাং সাধর্ম্ম্যত্বানুপপত্তেঃ সমানানাং ধর্ম্মস্যৈব সাধর্ম্ম্যত্বাৎ।

প্রতিপাদন করিতেছেন।—লঘুত্বাদি ধর্ম্মসকল সত্ত্বগুণেরই সাধর্ম্ম্য এবং উহা রজঃ ও তমোগুণের বৈধর্ম্ম্য। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন পৃথিবীব্যক্তি অনেক হইলেও পৃথিবীত্বদ্বারা উহারা এক, সেইরূপ সত্ত্বব্যক্তি অনেক হইলেও সজাতীয়রূপে এক; এই সজাতীয়ের উপষ্টম্ভবশতই তাহাদিগের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। এই প্রকার চঞ্চলত্বাদি সকল রজোব্যক্তির সাধর্ম্ম্য এবং সত্ত্ব ও তমোগুণের বৈধর্ম্ম্য। আর গুরুত্বাদি সকল তমোগুণের সাধর্ম্ম্য এবং সত্ত্ব ও রজোগুণের বৈধর্ম্ম্য। যেরূপে সত্ত্বের হ্রাসবৃদ্ধি প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেইরূপে রজঃ ও তমোগুণের হ্রাসবৃদ্ধির অনুমান করিতে হইবে। এই সূত্রে বিশেষ প্রমাণীকৃত হইল যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহারা জগতের কারণদ্রব্য স্বরূপ; এই গুণত্রয় প্রত্যেকেই অনন্ত। অন্যথা লঘুত্বপ্রভৃতিকে যে সত্ত্বাদির সাধর্ম্ম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গতি হয় না, যেহেতু যাহা সাধারণের ধর্ম্ম, তাহাকেই সাধর্ম্ম্য বলিয়া থাকে। যদি সত্ত্বাদিব্যক্তি প্রত্যেকেই এক হইল, তবে আর লঘুত্বাদি সাধারণের ধর্ম্ম হইতে পারিল না। যদিও কার্য্যসত্ত্বাদির অনেকত্বপ্রযুক্ত লঘুত্বাদি তাহাদিগেরই সাধর্ম্ম্য হইতে পারে। সত্ত্বাদি প্রত্যেকের অনেকত্বস্বীকার করিব কেন? ইহাও বলা যায় না; কারণ ঘটাদির ত্রিগুণাত্মকত্বপ্রযুক্ত তাহারাও কার্য্যসত্ত্বস্বরূপ; সুতরাং লঘুত্বাদি

উভয়ান্যত্বাৎ কার্য্যত্বং মহদাদের্ঘটাদিবৎ ॥ ১২৯ ॥

ন চ কার্য্যসত্ত্বাদীনামনেকতয়া লঘুত্বাদিকং সাধর্ম্ম্যং স্যাদিতি বাচ্যং ত্রিগুণাত্মকত্বেন ঘটাদীনামপি কার্য্যসত্ত্বাদিরূপতয়া লঘুত্বাদীনাং সত্ত্বাদিসাধর্ম্ম্যত্বানুপপত্তেঃ। তস্মাৎ কারণগুণানামেবাত্র সাধর্ম্ম্যাদিকমুচ্যত ইতি। *সত্ত্বাদীনাং লঘুত্বাদিকং চোক্তং কারিকয়া। "সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ। গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ।" ইতি। অর্থতঃ পুরুষার্থনিমিত্তাৎ। নন্বেবং মূলকারণস্য পরিচ্ছিন্নাসংখ্যব্যক্তিকত্বে বৈশেষিকমতাদত্র কো বিশেষ ইতি চেৎ। কারণদ্রব্যস্য শব্দস্পর্শাদিরাহিত্যমেব। "শব্দস্পর্শবিহীনং তু রূপাদিভিরসংযুতম্। ত্রিগুণং তজ্জগদ্যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্।" ইতি বিষ্ণুপুরাণাদিভ্যঃ। এতচ্চ পাতঞ্জলেঽস্মাভিঃ প্রপঞ্চিতম্ ॥ ১২৮ ॥

ননু মহদাদীনাং স্বরূপতঃ সিদ্ধাবপি তেষাং প্রত্যক্ষেণোৎপত্ত্যদর্শনাৎ

ঘটাদিরই সাধর্ম্ম্য হইতে পারে, সত্ত্বাদির সাধর্ম্ম্য হইতে পারে না ; অতএব লঘুত্বাদিকে কারণেরই সাধর্ম্ম্য বলা যায়। কারিকাতেও সত্ত্বাদির সাধর্ম্ম্যলঘুত্বাদি উক্ত আছে, সত্ত্ব লঘু ও প্রকাশক, রজঃ উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল এবং তমঃ আবরক। প্রদীপবৎ পুরুষার্থনিমিত্ত ইহাদিগের বৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন বর্ত্তি, দীপাধার ও তৈলপ্রভৃতি সকল উপকরণসত্ত্বেও পুরুষার্থব্যতিরেকে সেই প্রদীপ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ পুরুষার্থ না থাকিলে সত্ত্বাদির বৃত্তি হইতে পারে না। যদি মূলকারণ সত্ত্বাদিকে পরিচ্ছিন্ন অসংখ্য ব্যক্তিস্বরূপ স্বীকার করিলে, তবে আর বৈশেষিকমতের সহিত বিশেষ কি হইল? ইহার উত্তর এই যে, কারণদ্রব্যভূত সত্ত্বাদির শব্দ-স্পর্শাদি-রাহিত্যই বিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, "সত্ত্বাদি গুণত্রয় শব্দ-স্পর্শাদিবিহীন এবং রূপাদিদ্বারা অসংযুক্ত। এই গুণত্রয়ই জগতের কারণ; ইহাদিগের আদি, উৎপত্তি ও বিনাশ নাই।" এই বিষয় আমরা পাতঞ্জলে সবিস্তর বর্ণন করিয়াছি ॥ ১২৮ ॥

মহত্তত্ত্বাদি স্বরূপতঃ সিদ্ধ হইলেও প্রত্যক্ষে তাহাদিগের উৎপত্তির দর্শন নাই ; সুতরাং মহত্তত্ত্বাদি যে কার্য্য, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই। অতএব হেতুমত্ত্বাদি

পরিমাণাৎ ॥ ১৩০ ॥

কার্য্যত্বে নাস্তি প্রমাণং যেন তেষাং হেতুমত্ত্বং সাধর্ম্ম্যং স্যাৎ তত্রাহ। মহদাদিপঞ্চভূতান্তং বিবাদাস্পদং তাবন্ন পুরুষো ভোগ্যত্বাৎ। নাপি প্রকৃতির্মোক্ষান্যথানুপপত্ত্যা বিনাশিত্বাৎ। অতঃ প্রকৃতিপুরুষভিন্নং তদ্ভিন্নত্বাচ্চ কার্য্যং ঘটাদিবদিত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥

নমু বিকারশক্তিদাহাদিনৈব মোক্ষাদ্যুপপত্তের্ব্বিনাশিত্বমপি তেষামসিদ্ধমিত্যাশঙ্কায়াং কার্য্যত্বে হেত্বন্তরাণ্যাহ। পরিচ্ছিন্নত্বাদ্দৈশিকাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকজাতিমত্ত্বাদিত্যর্থঃ। তেন গুণব্যক্তীনাং কিয়তীনাং পরিচ্ছিন্নত্বেঽপি ন তত্র ব্যভিচারঃ ॥ ১৩০ ॥

কিরূপে তাহাদিগের সাধর্ম্ম্য হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—এই বিবাদাস্পদ মহত্তত্ত্বাদি পঞ্চভূতান্ত পুরুষ নহে, যেহেতু উহারা ভোগ্য, আর উহাদিগকে প্রকৃতিও বলা যায় না; কারণ ঐ মহত্তত্ত্বাদি বিনাশী। বিনাশী না বলিলে মোক্ষের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে; যেহেতু মহত্তত্ত্বাদির বিনাশ না হইলে মোক্ষ হইতে পারে না। অতএব উহারা পুরুষ বা প্রকৃতি নহে; সুতরাং প্রকৃতিপুরুষভিন্নত্বপ্রযুক্ত মহত্তত্ত্বাদিকে কার্য্য বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ ঘটাদি যেমন কার্য্য, মহত্তত্ত্বাদিও সেইরূপ কার্য্য; সুতরাং হেতুমত্ত্বাদি তাহাদিগের সাধর্ম্ম্য সিদ্ধ হইল। যেহেতু কার্য্যপদার্থই হেতুমান হয় ॥ ১২৯ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মহত্তত্ত্বাদির নাশ না হইলে মোক্ষ হইতে পারে না। কারণ, তাহারা বিনাশী, এই নিমিত্ত এইক্ষণ যদি এইরূপ বলি যে, মহত্তত্ত্বাদির বিকারের নাশেই মোক্ষ হয়; বিনাশিত্ব স্বীকার করি কেন? "এই আশঙ্কায় মহত্তত্ত্বাদির বিনাশিত্ববিষয়ে অন্য হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন।—যেহেতু মহত্তত্ত্বাদি পরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ দেশবিশেষে তাহাদিগের অভাব আছে, এই নিমিত্ত তাহারা বিনাশী, ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে, কোন কোন গুণব্যক্তি পরিচ্ছিন্ন হইলেও তাহাতে ব্যভিচারদোষ নাই ॥ ১৩০ ॥

সমন্বয়াৎ ॥ ১৩১ ॥

শক্তিতশ্চেতি ॥ ১৩২ ॥

কিঞ্চ। উপবাসাদিনা ক্ষীণং হি বুদ্ধ্যাদিতত্ত্বমন্নাদিভিঃ সমন্বয়েন সমনুগতেন পুনরুপচীয়তে। অতঃ সমন্বয়াৎ কার্য্যত্বমুন্নীয়ত ইত্যর্থঃ। নিত্যস্য হি নিরবয়বতয়াবয়বানুপ্রবেশরূপঃ সমন্বয়ো ন ঘটত ইতি। সমন্বয়ে চ শ্রুতিঃ প্রমাণং মনঃ প্রকৃত্য। এবং তে সৌম্য ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টাভূৎ সান্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্জ্বালীদিতি। যোগসূত্রং চ জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাদিতি ॥ ১৩১ ॥

কিঞ্চ। করণতশ্চেত্যর্থঃ। পুরুষস্য সৎ করণং তৎ কার্য্যং চক্ষুরাদিবদিতি ভাবঃ। পুরুষে সাক্ষাদ্বিষয়ার্পকত্বং প্রকৃতের্নাস্তীতি প্রকৃতির্ন করণমিতি। অতো মহত্ত্বস্য করণতয়া কার্য্যত্বে সিদ্ধে সুতরামন্যেষামপি কার্য্যত্বম্। ইতি শব্দশ্চ হেতুবর্গসমাপ্তিসূচনার্থঃ ॥ ১৩২ ॥

মহত্তত্ত্বাদির বিনাশিত্ববিষয়ে অন্য কারণ দর্শাইতেছেন।—সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে, বুদ্ধিপ্রভৃতি বৃত্তিসকল উপবাসাদিদ্বারা ক্ষীণ হয় এবং অন্নাদিভোজন করিলে পুনর্ব্বার উপচিত হইয়া থাকে, অতএব বুদ্ধিতত্ত্বপ্রভৃতি যে বিনাশী ও কার্য্য, ইহা সহজেই অনুভূত হইতেছে। নিত্য পদার্থ অবয়ববিহীন; সুতরাং তাহার অবয়বের উপচয় অসম্ভব। বুদ্ধিতত্ত্ব নিত্য হইলে উপবাসাদিদ্বারা তাহার ক্ষীণতা অথবা অন্নভোজনাদিদ্বারা উপচয় সম্ভবিত না; সুতরাং উহা অনিত্য ও কার্য্য। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "ষোড়শকলার মধ্যে একটিমাত্র অবশিষ্ট থাকে, উহা অন্নদ্বারা উপচিত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায়।" যোগসূত্রেও "জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ" এই সূত্রে বুদ্ধিতত্ত্বাদির কার্য্যত্ব উক্ত হইয়াছে ॥ ১৩১ ॥

বুদ্ধিতত্ত্বের কার্য্যতাবিষয়ে অন্য কারণ দেখাইতেছেন।—যেহেতু বুদ্ধিতত্ত্বপ্রভৃতি পুরুষের করণ; অতএব উহারা কার্য্য, নিত্য নহে। যেমন চক্ষুঃপ্রভৃতি পুরুষের বিষয়গ্রহণে করণ, সেইরূপ বুদ্ধিতত্ত্বও পুরুষের করণ। যদি বল, বুদ্ধিতত্ত্বকে পুরুষের করণ বলিলে প্রকৃতিও পুরুষের করণ হইতে পারে, তাহা

তদ্ধানে প্রকৃতিঃ পুরুষো বা ॥ ১৩৩ ॥

তয়োরন্যত্বে তুচ্ছত্বম্ ॥ ১৩৪ ॥

যদি চ মহদাদিমধ্যে কিঞ্চিদকার্য্যং স্বীক্রিয়তে তদাপি তদেব প্রকৃতিঃ পুরুষো বেতি সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্। প্রকৃতিপুরুষৌ প্রসাধ্য পরিণামিত্বাপরিণামিত্বাভ্যাং বিবেকব্যাবিত্যত্রৈবাস্মাকং তাৎপর্য্যাদিত্যাহ। তদ্ধানে কার্য্যত্বহানে যদি পরিণামী তদা প্রকৃতিঃ। যদি বাপরিণামী ভোক্তা তদা পুরুষ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৩ ॥

নন্থ নিত্যমপ্যুভয়ভিন্নং স্যাৎ তত্রাহ। অকার্য্যস্য প্রকৃতিপুরুষভিন্নত্বে

নহে; যেহেতু প্রকৃতি পুরুষকে সাক্ষাৎ কোন বিষয় অর্পণ করে না। অতএব প্রকৃতিকে করণ বলা যায় না। সুতরাং মহত্তত্ত্বের করণতাপ্রযুক্ত তাহার কার্য্যত্বসিদ্ধ হইলে অন্যান্যের কার্য্যত্বসিদ্ধ হইল ॥ ১৩২ ॥

পূর্ব্ব যুক্তিদ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, মহত্তত্ত্বাদি সকলই কার্য্য, উহারা নিত্য নহে, সুতরাং প্রকৃতিকেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। তথাপিও যদি বল, মহত্তত্ত্বাদির মধ্যে কোন একটিকে অকার্য্য স্বীকার করি, আর পৃথক্ প্রকৃতি স্বীকার করি কেন? তাহাও বলিতে পার না, কারণ তুমি যাহাকে অকার্য্য অর্থাৎ নিত্যরূপে স্বীকার করিবে, আমরা তাহাকেই প্রকৃতি অথবা পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিব। তুমি যে কোন একটিকে অকার্য্য স্বীকার করিবে, আমরাও তাহাকেই প্রকৃতি বলিব, তাহাহইলেই আমাদিগের মনোরথ সিদ্ধ হইল। এইরূপে প্রকৃতি-পুরুষ-সাধন করিয়া পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্বদ্বারা প্রকৃতি-পুরুষের বিবেচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ যিনি পরিণামী, তিনিই প্রকৃতি, আর যাহার কোনরূপ পরিণাম নাই, তিনিই পুরুষ, এইরূপ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকই আমাদিগের তাৎপর্য্যার্থ। প্রকৃতি ও পুরুষ ইহাদিগের মধ্যে কোন একটিও কার্য্য নহে, কেবল পরিণামী ও অপরিণামী এবং প্রকৃতি ভোগ্য ও পুরুষ ভোক্তা এইমাত্র বিশেষ ॥ ১৩৩ ॥

তথাপি যদি বল, প্রকৃতিপুরুষভিন্ন নিত্য পদার্থ আছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন প্রামাণাভাবপ্রযুক্ত শশশৃঙ্গাদি পদার্থ অলীক, সেইরূপ

কার্য্যাৎ কারণানুমানং তৎসাহিত্যাৎ ॥ ১৩৫ ॥

তুচ্ছত্বং শশশৃঙ্গাদিবৎ প্রমাণাভাবাৎ। অকার্য্যং হি কারণতয়া বা ভোক্তৃতয়া বা সিদ্ধ্যতি নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ১৩৪ ॥

তদেবং মহদাদিষু কার্য্যত্বং প্রসাধ্য সাম্প্রতং তৈঃ প্রকৃত্যনুমানেঽনুক্তং বিশেষমাহ। কার্য্যান্মহত্তত্ত্বাদের্লিঙ্গাৎ সামান্যতো দৃষ্টং কারণানুমানং যদুক্তং তৎ তাটস্থ্যনিবৃত্তয়ে তৎসাহিত্যাৎ কার্য্যসাহিত্যেনৈব কর্ত্তব্যং সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ তম এবেদমগ্র আসীদিত্যাদিশ্রুত্যনুসারাৎ। তদ্যথা। মহদাদিকং স্বোপহিতত্রিগুণাত্মকবস্তূপাদানকম্। কার্য্যত্বাৎ। শিলামধ্যস্থপ্রতিমাবৎ। তৈলাদিবচ্চেত্যর্থঃ অত্রানুকূলতর্কঃ প্রাগেব দর্শিতঃ ॥ ১৩৫ ॥

প্রকৃতিপুরুষভিন্ন নিত্য পদার্থ আর কিছুই নাই। নিত্য পদার্থ কারণ অথবা ভোক্তা বলিয়া সিদ্ধ হয়, অন্যপ্রকারে তাহার উপপত্তি হইতে পারে না। যদি কোন প্রমাণ না থাকিলেও প্রকৃতিপুরুষভিন্ন নিত্য পদার্থ আছে, ইহা স্বীকার কর, তাহাহইলে শশশৃঙ্গও আছে, বলিতে পার। এইক্ষণ ইহাই জানা যাইতেছে যে, নিত্য পদার্থের মধ্যে প্রকৃতি কারণ এবং পুরুষ ভোক্তা, তদ্ভিন্ন আর সমুদায়ই কার্য্য ॥ ১৩৪ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে মহত্তত্ত্বপ্রভৃতিকে কার্য্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়া এইক্ষণ সেই মহত্তত্ত্বাদিদ্বারা প্রকৃতির অনুমানে অনুক্ত বিশেষ নিরূপণ করিতেছেন।—ইতিপূর্ব্বে যে প্রকৃতির কার্য্য মহত্তত্ত্বাদিকে হেতু করিয়া কারণীভূত প্রকৃতির সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান উক্ত হইয়াছে, সেই অনুমানের তটস্থতাদোষের নিবৃত্তির নিমিত্ত কার্য্যসাহিত্যে সেই অনুমান করিতে হইবে। "একমাত্র সৎই পূর্ব্বে ছিল" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণানুসারে মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যের সহিত প্রকৃতির অনুমান করা কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে সেই অনুমান বদ্ধমূল হয় না। এইক্ষণ এইরূপ অনুমান স্থিরীকৃত হইল যে, যেহেতু মহত্তত্ত্বাদি কার্য্য, অতএব স্বনিষ্ঠ যে ত্রিগুণ তদাত্মক বস্তুই তাহাদিগের উপাদান। যেমন শিলামধ্যগত প্রতিমা এবং তিলস্থ তৈলের উপাদান শিলা ও তিলে স্বনিষ্ঠ গুণত্রয়াত্মকত্ব আছে, সেইরূপ প্রকৃতিতেও মহত্তত্ত্বাদিনিষ্ঠ গুণত্রয়াত্মক আছে। এই অনুমানের অনুকূল তর্ক পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ১৩৫ ॥

অব্যক্তং ত্রিগুণাল্লিঙ্গাৎ ॥ ১৩৬ ॥

তৎকার্য্যতস্তৎসিদ্ধের্নাপলাপঃ ॥ ১৩৭ ॥

সামান্যেন বিবাদাভাবাদ্ধর্ম্মবন্ন সাধনম্ ॥ ১৩৮ ॥

তস্যাঃ প্রকৃতেঃ কার্য্যাদ্বৈধর্ম্ম্যং বিবেকার্থমাহ। অভিব্যক্তাৎ ত্রিগুণাত্মহত্তত্ত্বাদপি মূলকারণমব্যক্তং সূক্ষ্মং মহত্তত্ত্বস্য হি সুখাদিগুর্ণঃ সাক্ষাৎ ক্রিয়তে প্রকৃতেশ্চ গুণোঽপি ন সাক্ষাৎ ক্রিয়ত ইতি। প্রধানং পরমাব্যক্তং মহত্তত্ত্বং তু তদপেক্ষয়া ব্যক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১৩৬ ॥

নন্থ পরমসূক্ষ্মং চেৎ তর্হি তস্যাপলাপ এবোচিত ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি। সুগমম্ ॥ ১৩৭ ॥

প্রকৃত্যনুমানগতা বিশেষা বিস্তরতো বিচারিতাঃ। ইতঃ পরমধ্যায়সমাপ্তিপর্য্যন্তং পুরুষানুমানগতা বিশেষা বিচার্য্যন্তত্র কাঞ্চনাদৌ বিশেষমাহ।

সেই প্রকৃতির বিবেকের নিমিত্ত কার্য্য হইতে তাহার বৈধর্ম্ম্য নিরূপণ করিতেছেন।—অভিব্যক্ত ত্রিগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব হইতে মূলকারণ অব্যক্ত প্রকৃতি সূক্ষ্ম, যেহেতু মহত্তত্ত্বের সুখাদিগুণ সকলের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কখনও প্রকৃতির গুণের সাক্ষাৎকার হয় না, ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রকৃতি অব্যক্ত এবং মহত্তত্ত্ব সেই প্রকৃতি অপেক্ষা ব্যক্ত; সুতরাং ব্যক্তত্ব প্রকৃতির বৈধর্ম্ম্য ॥ ১৩৬ ॥

যদি মূলকারণরূপা প্রকৃতির পরমসূক্ষ্মই হইল, তবে সেই প্রকৃতির অপলাপই উচিত হইতেছে; এইরূপ সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করি কেন? এই আশঙ্কায় পূর্ব্বোক্ত সূত্রস্মরণ করাইতেছেন।—কার্য্যদর্শনেই প্রকৃতির সিদ্ধি আছে, অতএব তাহার অপলাপ হইতে পারে না। ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে ॥ ১৩৭ ॥

এই পর্য্যন্ত প্রকৃতির অনুমানের সবিশেষ কারণাদি বিচারিত হইল, অতঃপর অধ্যায়সমাপ্তি পর্য্যন্ত পুরুষের অনুমানবিষয়ক বিশেষ বিচার করিতে হইবে। সম্প্রতি কোন একটী বিশেষ নিরূপিত হইতেছে।—যে পদার্থে সামান্যতঃ বিবাদ নাই, তাহার সিদ্ধিবিষয়ে কোন সাধনের অপেক্ষা

শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্॥ ১৩৯॥

যত্র বস্তুনি সামান্যতো বিবাদো নাস্তি ন তস্য স্বরূপতঃ সাধনমপেক্ষ্যতে ধর্ম্মস্যেবেত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। যথা প্রকৃতেঃ সামান্যেনাপি সাধনমপেক্ষিতং ধর্ম্মিণ্যপি বিবাদাৎ। নৈবং পুরুষস্য সাধনমপেক্ষিতম্। চেতনাপলাপে জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গতো ভোক্তর্য্যহম্পদার্থে সামান্যতো বৌদ্ধানামপ্যবিবাদাৎ। ধর্ম্ম ইব। ধর্ম্মো হি সামান্যতো বৌদ্ধৈরপি স্বীক্রিয়তে তপ্তশিলারোপণাদিষু ধর্ম্মত্বাভ্যুপগমাৎ। অতঃ পুরুষে বিবেকনিত্যত্বাদিসাধনমাত্রমনুমানং কার্য্যমিতি॥ ১৩৮॥

সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্যেত্যুক্তসূত্রেণাপি বিবেকানুমানমেবাভিপ্রেতম্। ন তু তত্র পুরুষস্য সর্ব্বথৈবাপ্রত্যক্ষত্বমভিপ্রেতমিতি। তত্র চাদৌ বিবেক-

নাই, যেমন ধর্ম্মের সিদ্ধিবিষয়ে কোন প্রমাণের আবশ্যতা নাই, সেইরূপ পুরুষের সিদ্ধিবিষয়ে কোনরূপ প্রমাণ অপেক্ষা করে না। ধর্ম্মীর সিদ্ধিবিষয়ে বিবাদ আছে, অতএব সামান্যতঃ প্রকৃতির সিদ্ধিবিষয়ে সাধনের অপেক্ষা আছে, কিন্তু পুরুষের সিদ্ধিতে প্রমাণ অপেক্ষিত নহে। যদি চেতনের অস্বীকার কর, তাহাহইলে জগতেরই অন্ধত্বপ্রসঙ্গ হয়। অহং শব্দপ্রতিপাদ্য ভোক্তা পুরুষেতে সামান্যত বৌদ্ধদিগেরও বিবাদ নাই। কারণ তাহারা নাস্তিক হইলেও পুরুষস্বীকার করিয়া থাকে। যেমন বৌদ্ধবাদীরা ধর্ম্ম স্বীকার করে। যেহেতু তাহারাও বলিয়া থাকে যে, তপ্তশিলাতে আরোহণ করিলে ধর্ম্ম হয়; সুতরাং বৌদ্ধগণেরও ধর্ম্মস্বীকার দেখা যায়, অতএব ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণাপেক্ষা নাই। সেইরূপ পুরুষ স্বভাবতই সিদ্ধ আছেন, কেবল সেই পুরুষের বিবেক ও নিত্যতা, ইহাই অনুমানদ্বারা সিদ্ধি করিতে হয়। বিবেক ও নিত্যত্ব এই উভয়ই পুরুষের অনুমানের বিষয়॥ ১৩৮॥

প্রকৃতিপ্রভৃতি সংহত পদার্থ পরার্থ, এই নিমিত্ত পুরুষের অনুমান হয়, এই পূর্ব্বোক্তসূত্রেও পুরুষের বিবেকানুমানই অভিপ্রেত, পুরুষের অসিদ্ধি সেই অনুমানের অভিপ্রেত নহে। প্রথমতঃ পুরুষের বিবেকনিরূপণ করিতেছেন।—শরীরাদি প্রকৃতিপর্য্যন্ত যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক বস্তু উক্ত

সংহতপরার্থত্বাৎ ॥ ১৪০ ॥

ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ১৪১ ॥

প্রতিজ্ঞাসূত্রম্। শরীরাদি প্রকৃত্যন্তং যচ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মকং বস্তু ততোঽতিরিক্তঃ পুমান্ ভোক্তেত্যর্থঃ। ভোক্তৃত্বং চ দ্রষ্টৃত্বমিতি ॥ ১৩৯ ॥

অত্র হেতুমাহ সূত্রৈঃ। যতঃ সর্ব্বং সংহতং প্রকৃত্যাদিকং পরার্থং ভবতি শয্যাদিবৎ। অতোঽসংহতঃ সংহতদেহাদিভ্যঃ পরঃ পুরুষঃ সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ। অয়ং চ হেতুঃ সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্যেত্যত্র ব্যাখ্যাতঃ। উক্তস্যাপি হেতোঃ পুনরুপন্যাসো হেতুবর্গসঙ্কলনার্থঃ ॥ ১৪০ ॥

কিঞ্চ। সুখদুঃখমোহাত্মকত্বাদিবৈপরীত্যাদিত্যর্থঃ। শরীরাদীনাং হি যঃ সুখাদ্যাত্মকত্বং ধর্ম্মঃ স সুখাদিভোক্তরি ন সম্ভবতি। স্বয়ং সুখাদিগ্রহণে কর্ম্মকর্তৃবিরোধাৎ। ধর্ম্মিপুরস্কারেণৈব সুখাদ্যনুভবাদিতি। ননু বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতং স্বসুখাদিকং পুরুষেণ গৃহ্যতাং স্ববদিতি চেন্ন। এবং সতি

আছে, তাহার অতিরিক্ত পদার্থই পুরুষ, সেই পুরুষই ভোক্তা, অর্থাৎ তিনিই সকলের দ্রষ্টা। এইরূপে পুরুষের বিবেক হইয়া থাকে ॥ ১৩৯ ॥

বক্ষ্যমাণ সূত্রসমূহে পূর্ব্বোক্তসূত্রের হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন।—যেহেতু শয্যাদির ন্যায় প্রকৃতিপ্রভৃতি সংহত পদার্থসকল পরার্থ, অতএব সংহত দেহাদি হইতে অতিরিক্তরূপে অসংহত পুরুষের সিদ্ধি হইল। প্রকৃতিপ্রভৃতি পরার্থবিধায় সেই পরই পুরুষ বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাই পুরুষবিবেকের হেতু। এই হেতু পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে, এইস্থানে হেতুর বহুত্বসঙ্কলনার্থ পুনর্ব্বার উক্ত হেতুর উপন্যাস করিয়াছেন ॥ ১৪০ ॥

পূর্ব্বোক্তসূত্রের হেত্বন্তরপ্রদর্শন করিতেছেন।—সুখদুঃখ-মোহাত্মকত্বাদির বৈপরীত্যপ্রযুক্ত পুরুষের বিবেক হইয়া থাকে। শরীরাদির যে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহা সুখাদি ভোগকর্ত্তার সম্ভবে না। তাহাহইলে স্বয়ং সুখাত্মক হইয়া সুখভোগ করেন, এইরূপ কর্ত্তৃকর্ম্মবিরোধ হইয়া পড়ে। সুখভোগের কর্ত্তাকে সুখস্বরূপ বলিলে কর্ত্তা ও কর্ম্ম একই হইল, কিন্তু ইহা হইতে পারে না। অতএব যিনি সুখদুঃখাদির অতীত, তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া

অধিষ্ঠানাচ্চেতি ॥ ১৪২ ॥

বুদ্ধেরেব সুখাদিকল্পনৌচিত্যাৎ। পুরুষগতসুখাদের্বুদ্ধৌ প্রতিবিম্বকল্পনে গৌরবাৎ। অহং সুখী দুঃখী মূঢ় ইত্যাদিপ্রত্যয়াস্তু ন পুরুষে সুখাদিসাধকাঃ। তৎস্বামিত্বেনাপ্যুপপত্তেঃ। বুদ্ধেঃ সুখাদিমত্ত্বেনাপ্যুপপত্তেশ্চ। লৌকিক্যাং হ্যহম্বুদ্ধাববশ্যং বুদ্ধিরপি বিষয়ো মিথ্যাজ্ঞানবাসনাদিরূপদোষানুবৃত্তেস্তৎপ্রতিবিম্বকল্পনায়াং চ গৌরবাদিতি। আদিশব্দেন চাত্র ত্রিগুণমবিবেকি বিষয় ইতি কারিকোক্তাবিবেকিত্বাদয়ো গ্রাহ্যাঃ। তথা রূপাদয়ঃ শরীরাদিধর্ম্মা গ্রাহ্যাঃ ॥ ১৪১ ॥

কিঞ্চ। ভোক্তুরধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চাধিষ্ঠেয়েভ্যঃ প্রকৃত্যন্তেভ্যোঽতিরিক্ততেত্যর্থঃ। অধিষ্ঠানং হি ভোক্তুঃ সংযোগঃ স চ প্রকৃত্যাদীনাং ভোগহেতুপরিণামেষু

নিশ্চয় করিবে। আর যদি বল, বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত সুখাদি পুরুষই ভোগ করুন, তাহাও বলিতে পার না। কারণ পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত সুখাদি ভোগ করেন, এইরূপ হইলে বুদ্ধিরই সুখাদিকল্পনা উচিত হয়, বুদ্ধিতে পুরুষগত সুখাদির প্রতিবিম্বকল্পনায় গৌরব হয়। "আমি সুখী, আমি দুঃখী এবং আমি মূঢ়" এইরূপ প্রতীতিসকল পুরুষে সুখাদির সাধক নহে। যেহেতু পুরুষের সুখাদির স্বামিত্বের অনুপপত্তি হয়। বুদ্ধিতে সুখাদি কল্পনাদ্বারাই উপপত্তি আছে। লৌকিক ব্যবহারও অহংবুদ্ধিতে অবশ্য বুদ্ধিই বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনারূপ দোষের অনুবৃত্তি হেতু তৎপ্রতিবিম্বকল্পনায় গৌরব হয়। কারিকাতে যে, ত্রিগুণত্ব অবিবেকত্ব ও বিষয়ত্বাদি প্রকৃতির ধর্ম্ম আছে, তাহাও পুরুষের বৈধর্ম্ম্য এবং শরীরগত রূপাদিধর্ম্মও পুরুষের বৈধর্ম্ম্য বলিয়া জানিবে। এই সকল বৈধর্ম্ম্যদ্বারাও পুরুষের বিবেকসিদ্ধি হইতেছে, অর্থাৎ যাহার এই সকল ধর্ম্ম নাই, তিনি পুরুষ ॥ ১৪১ ॥

পুরুষের বিবেকে অন্য হেতু দর্শাইতেছেন।—পুরুষ প্রকৃত্যন্ত সমুদায় পদার্থের অধিষ্ঠাতা এবং প্রকৃত্যন্ত পদার্থসকল সেই পুরুষে অধিষ্ঠিত আছে, অতএব প্রকৃত্যন্ত সমুদায় পদার্থ হইতেই অতিরিক্ত। ভোক্তা পুরুষের

ভোক্তৃভাবাৎ ॥ ১৪৩ ॥

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ১৪৪ ॥

কারণম্। ভোক্তুরধিষ্ঠানাৎ ভোগায়তননির্ম্মাণমিতি বক্ষ্যমাণসূত্রাৎ। সংযোগশ্চ ভেদে সত্যেব ভবতীতি ভাবঃ। ইতি শব্দো হেতুসমাপ্তৌ ॥ ১৪২ ॥

উক্তানুমানেঽনুকূলতর্কং প্রদর্শয়তি সূত্রাভ্যাম্। যদি হি শরীরাদিস্বরূপ এব ভোক্তা স্যাৎ তদা ভোক্তৃত্বমেব ব্যাহন্যেত। কর্ম্মকর্তৃবিরোধাৎ। স্বস্য সাক্ষাৎ স্বভোক্তৃত্বানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। অনুপপত্তিশ্চ পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতা। অত্র সূত্রে পুরুষস্য ভোগঃ স্বীকৃত ইতি স্মর্ত্তব্যম্। অপরিণামিনশ্চ পুরুষস্য ভোগশ্চিদবসানো ভোগ ইত্যত্র ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১৪৩ ॥

কিঞ্চ। শরীরাদিকমেব চেদ্ভোক্তৃ স্যাৎ তদা ভোক্তুঃ কৈবল্যার্থং দুঃখাত্য-

---

সংযোগই প্রকৃতিপ্রভৃতির অধিষ্ঠান এবং ঐ সংযোগই প্রকৃত্যাদির ভোগহেতু পরিণামের কারণ। ইহাই "ভোক্তুরধিষ্ঠানাৎ ভোগায়তননির্ম্মাণং" এই বক্ষ্যমাণ সূত্রে কথিত হইবে। যদি প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের ভেদ থাকে, তাহাহইলেই উক্ত উভয়ের সংযোগ সম্ভবিতে পারে ; সুতরাং পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত, তাহা প্রমাণীকৃত হইল ॥ ১৪২ ॥

এইক্ষণ সূত্রদ্বয়ে পূর্ব্বোক্ত অনুমানের অনুকূল তর্কপ্রদর্শন করিতেছেন,—যদি ভোক্তাকে শরীরাদিস্বরূপ বল, তাহাহইলে ভোক্তৃত্ব অসিদ্ধ হইতে পারে, যেহেতু "আপনি আপনার ভোক্তা" এইরূপ উপপত্তির অপ্রসিদ্ধিপ্রযুক্ত কর্ত্তৃকর্ম্মের বিরোধ হয়। শরীরাদি ভোগ্য, তাহাকে ভোক্তা বলিলে ভোগক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম একই হইল। ইহা হইতে পারে না ; সুতরাং শরীরাদি হইতেও ভোক্তৃ পুরুষকে অতিরিক্ত বলিয়া জানিবে। এইরূপ একের কর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বের অনুপপত্তি পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইসূত্রে পুরুষের ভোগকর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাই স্মরণ করিয়া দেওয়া হইল। পুরুষের ভোগস্বীকার করিলে যে তাহার পরিণামিত্বদোষ হয়, তাহা "চিদবসানো ভোগঃ" এই সূত্রেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ১৪৩ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন।—যদি শরীরাদিকেই ভোক্তা বল, তাহাহইলে সেই ভোক্তার কৈবল্য ও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত কাহারও প্রবৃত্তি

জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ ॥ ১৪৫ ॥

স্তোচ্ছেদার্থং কস্থাপি প্রবৃত্তির্নোপপদ্যেত। শরীরাদিনাং বিনাশিত্বাৎ প্রকৃতেশ্চ ধর্ম্মিগ্রাহকমানেন দুঃখস্বাভাব্যসিদ্ধ্যা কৈবল্যাসম্ভবাৎ। ন হি স্বভাবস্থাত্যন্তোচ্ছেদো ঘটত ইত্যর্থঃ। অত্র কৈবল্যার্থং প্রকৃতেরিতি সূত্রপাঠঃ প্রামাদিকত্বাদুপেক্ষণীয়ঃ। "সজ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ। পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥" ইতি কারিকাতঃ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চেতি পাঠাৎ। অর্থাসঙ্গতেশ্চেতি ॥ ১৪৪ ॥

চতুর্বিংশতিতত্ত্বাতিরিক্ততয়া পুরুষঃ সাধিতঃ। ইদানীং পুরুষগতো বিশেষো বিবেকস্ফুটীকরণায়ানুমীয়তে। বৈশেষিকা আহুঃ প্রাগপ্রকাশরূপস্য জড়স্যাত্মনো মনঃসংযোগজজ্ঞানাখ্যঃ প্রকাশো জায়ত ইতি তন্ন। লোকে জড়স্যাপ্রকাশস্য লোষ্ট্রাদেঃ প্রকাশোৎপত্ত্যদর্শনেন তদযোগাৎ।

হইতে পারে না; করণ শরীর বিনাশী, তাহার আর কৈবল্য কি? শরীর দুঃখধর্ম্মীবিধায় তাহা দুঃখাত্মক; সুতরাং তাহার কৈবল্য অসম্ভব। কখনও কোন পদার্থের স্বভাবের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইতে পারে না. কেহ কেহ এই সূত্রকে "কৈবল্যার্থং প্রকৃতেশ্চ" এইরূপে পাঠ করিয়া থাকেন, উহা প্রামাদিক পাঠ বলিয়া জানিবে; সুতরাং টীকাকার ঐরূপ পাঠপরিত্যাগ করিয়া "কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ" এইরূপ পাঠস্বীকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশেষতঃ "সজ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ। পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ" এইরূপ পাঠ কারিকাতে দৃষ্ট হইতেছে আর "কৈবল্যার্থং প্রকৃতেশ্চ" এইরূপ পাঠ করিলে অর্থের সঙ্গতি হয় না; সুতরাং উক্তরূপ প্রামাদিক পাঠ পরিত্যজ্য ॥ ১৪৪ ॥

ইতিপূর্ব্বে "যিনি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত, তিনিই পুরুষ" এইরূপে পুরুষ সাধিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই পুরুষের বিবেকার্থ পুরুষগত বিশেষ ধর্ম্ম অনুমিত হইতেছে। বৈশেষিকেরা বলিয়া থাকেন, "পূর্ব্বে আত্মা জড় ও অপ্রকাশস্বরূপ থাকেন, পরে মনঃসংযোগ হইলেই তাঁহার জড়তা বিনষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়েন।" ইহা সর্ব্বথা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে,

নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্ম্মা ॥ ॥ ১৪৬ ॥

অতঃ সূর্য্যাদিবৎ প্রকাশস্বরূপ এব পুরুষ ইত্যর্থঃ। তথা চ স্মৃতিঃ। "যথা প্রকাশতমসোঃ সম্বন্ধো নোপপদ্যতে। তদ্বদৈক্যং ন শংসধ্বং প্রপঞ্চপরমাত্মনোঃ॥" ইতি। "যথা দীপঃ প্রকাশাত্মা হ্রস্বো বা যদি বা মহান্। জ্ঞানাত্মানং যথা বিদ্যাৎ পুরুষং সর্ব্বজন্তুষু॥" ইতি চ। প্রকাশত্বং চ তেজঃসত্ত্বচৈতন্যেষ্বনুগতমখণ্ডোপাধিরনুগতব্যবহারাদিতি ॥ ১৪৫ ॥

নন্বু প্রকাশস্বরূপত্বেঽপি তেজোবদ্ধর্ম্মধর্ম্মিভাবোঽস্তি ন বা তত্রাহ। সুগমম্। পুরুষস্য প্রকাশরূপত্বে সিদ্ধে তৎসম্বন্ধমাত্রেণান্যব্যবহারোপপত্তৌ প্রকাশাত্মকধর্ম্মকল্পনাগৌরবমিত্যপি বোধ্যম্। তেজসশ্চ প্রকাশাখ্যরূপবিশেষাগ্রহেঽপি স্পর্শপুরস্কারেণ গ্রহাৎ প্রকাশতেজসোর্ভেদঃ সিদ্ধ্যতি।

যেহেতু লৌকিক ব্যবহারে সর্ব্বদাই আমরা দেখিতেছি যে, লোষ্ট্রাদি জড়পদার্থ কখনও প্রকাশ পাইতে পারে না; অতএব জানা যাইতেছে যে, পুরুষ লোষ্ট্রাদির ন্যায় জড় নহে, উহা সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থের ন্যায় স্বপ্রকাশস্বরূপ। স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, যেমন প্রকাশ ও অন্ধকার ইহাদিগের সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না, সেইরূপ জগৎ ও পরমাত্মা ইহাদিগের ঐক্য সম্ভবে না। আর দেখ, যেমন প্রদীপ হ্রস্বই হউক, অথবা মহান্ই হউক, সেই প্রদীপ সর্ব্বদা প্রকাশস্বরূপই থাকে, সেইরূপ জ্ঞানময় আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বজন্তুতে বিদ্যমান আছেন। ইহাদ্বারাও পুরুষের প্রকাশস্বরূপত্ব প্রমাণীকৃত হইতেছে। এই প্রকাশস্বরূপত্বই পুরুষের বিশেষ জানিবে ॥ ১৪৫ ॥

যদি পুরুষকে প্রকাশস্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিলে, তবে বল দেখি, তেজের ন্যায় সেই পুরুষের ধর্ম্মধর্ম্মিভাব আছে কি না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেহেতু পুরুষ নির্গুণ, অতএব তাহার কোন ধর্ম্ম নাই। পুরুষের স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইলেও তাহার সম্বন্ধমাত্রে অন্যের ব্যবহারোপপত্তি আছে, এই নিমিত্ত তাঁহার প্রকাশাত্মকত্ব ধর্ম্মকল্পনায় গৌরব হয়। যদি স্বপ্রকাশস্বরূপ পুরুষের সম্বন্ধমাত্রই সেই পুরুষ জগৎ হইতে পৃথক্, এইরূপ ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে, তবে আর তাহার ধর্ম্মস্বীকার করিব কেন?

আত্মনস্তু জ্ঞানাখ্যপ্রকাশাগ্রহকালে গ্রহণং নাস্তীত্যতো লাঘবাদ্ধর্ম্মধর্ম্মিভাব-শূন্যং প্রকাশরূপমেবাত্মদ্রব্যং কল্প্যতে। তস্য চ ন গুণত্বম্ সংযোগাদিমত্ত্বাৎ অনাশ্রিতত্বাচ্চেতি। তথা চ স্মর্য্যতে। "জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্ম্মো ন গুণো বা কথঞ্চন। জ্ঞানস্বরূপ এবাত্মা নিত্যঃ পূর্ণঃ সদা শিবঃ॥" ইতি। নন্ত নির্গুণত্ব এব কা যুক্তিরিতি চেৎ। উচ্যতে পুরুষস্যেচ্ছাদ্যাস্তাবন্নিত্যা ন সম্ভবন্তি জন্যতাপ্রত্যক্ষাৎ। জন্যগুণাঙ্গীকারে পরিণামিত্বাপত্তিঃ। তথা চোভয়োরেব প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরিণামহেতুত্বকল্পনে গৌরবম্। আদ্যপরিণামেন কদাচিদজ্ঞত্বস্যাপত্ত্যা জ্ঞানেচ্ছাদিগোচরসংশয়াপত্তিশ্চ। তথা জড়প্রকাশাযোগস্যোক্তত্বাদপি ন নিত্যস্যানিত্যজ্ঞানসম্ভব ইতি। ইচ্ছাদিকমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং মনস্যেব লাঘবাৎ সিদ্ধ্যতি। মনঃসংযোগস্যাত্মনশ্চোভয়োস্তদ্ধেতুত্বে গৌর-

---

ইহাই বুঝিতে হইবে। তেজের প্রকাশস্বরূপত্বের পরিগ্রহ না হইলেও স্পর্শাদিদ্বারা তাহার পরিগ্রহ হইতে পারে; সুতরাং তেজ ও প্রকাশ এই উভয়ের ভেদ সিদ্ধ আছে। আত্মার যখন জ্ঞানাখ্য প্রকাশের পরিগ্রহ হয়, তখন তাহার অন্য কোনরূপেও পরিজ্ঞান হইতে পারে না। এই নিমিত্ত লাঘবত তাঁহাকে ধর্ম্মিভাবশূন্য প্রকাশরূপ দ্রব্য বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাঁহাকে গুণপদার্থ বলিতে পারা যায় না, যেহেতু তিনি সংযোগী হয়েন, কখন গুণপদার্থে গুণ থাকিতে পারে না, পুরুষ গুণ হইলে তাঁহাকে সংযোগাদিমান্ বলা যায় না। বিশেষতঃ তিনি অনাশ্রিতবিধায় গুণাত্মক নহেন, গুণ কখনও অনাশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে না। গুণ সর্ব্বদাই আশ্রিত। বৃদ্ধগণ স্মরণ করিয়া থাকেন যে, "জ্ঞান আত্মার গুণ অথবা ধর্ম্ম নহে, কিন্তু আত্মা জ্ঞানরূপী, নিত্য এবং তিনি সর্ব্বদাই মঙ্গলময়।" তথাপি যদি বল, আত্মা যে নির্গুণ, তাহাতে যুক্তি কি? এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পুরুষের ইচ্ছাদি কখনও নিত্য হইতে পারে না, কারণ উহারা জন্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে, যাহা জন্য, তাহা নিত্য হইতে পারে না। এইক্ষণ যদি পুরুষের গুণ জন্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে পুরুষের পরিণামিত্বাপত্তি হয়। যদি বল, পুরুষের পরিণামিত্বই স্বীকার করি, তাহাও সঙ্গত নহে। যেহেতু প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের পরিণামহেতুত্বকল্পনে গৌরব হয়। কদাচিৎ আদ্য পরিণামদ্বারা তাঁহার

বাৎ। গুণশব্দশ্চ বিশেষগুণব্যচীত্যুক্তমেব। অত আত্মা নির্গুণঃ। অপি চ যে তার্কিকা আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমিচ্ছন্তি তেষাং মোক্ষানুপপত্তিঃ। অহং কর্ত্তেতি বুদ্ধেরেব গীতাদিষ্বদৃষ্টোৎপত্তিহেতুতয়োক্তত্বাৎ। তস্যাশ্চ তন্মতে মিথ্যাজ্ঞানত্বাভাবেন তত্ত্বজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাসম্ভবাৎ। অতঃ শ্রুত্যুক্তমোক্ষানুপপত্ত্যাত্মনোঽকর্ত্তৃত্বমস্মাভিরিষ্যতে। অকর্ত্তৃত্বাচ্চাদৃষ্টসুখাদ্যভাবঃ। ততশ্চ মনসঃ কৃত্যাদিহেতুত্বে কল্পনীয়ে লাঘবাদন্তর্দৃশ্যগুণত্বাবচ্ছেদেনৈতৎ কল্প্যতে। অত আত্মা নির্গুণ ইতি। যথোক্তস্য চ পরমসূক্ষ্মস্যাত্মনঃ স্বরূপং বাশিষ্ঠে করামলকবৎ প্রোক্তং বিবিচ্য প্রতিপাদিতম্। যথা—“অসম্ভবতি সর্ব্বত্র দিগ্‌ভূম্যাকাশরূপিণি। প্রকাশ্যে যাদৃশং রূপং প্রকাশস্যামলং ভবেৎ। ত্রিজগৎ ত্বমহং চেতি দৃশ্যে সত্তামুপাগতে। দ্রষ্টুঃ স্যাৎ কেবলীভাবস্তাদৃশো বিমলাত্মনঃ॥” ইতি॥ ১৪৬॥

অজ্ঞত্বাপত্তি হইলে তিনি ইচ্ছাদির গোচর কি গোচর নহেন, এরূপ সংশয়াপত্তি হইতে পারে এবং পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জড় ও প্রকাশ এই উভয়ের যোগ অসম্ভব; সুতরাং সেই নিত্যপুরুষের অনিত্যজ্ঞান সম্ভবে না। অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা লাঘবতঃ মনেরই ইচ্ছাদি সিদ্ধ আছে। মনঃসংযোগ ও আত্মা এই উভয়ের হেতুত্বকল্পনায় গৌরব হয়। গুণশব্দ যে বিশেষ গুণবাচী, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব আত্মা নির্গুণ, ইহাই প্রমাণীকৃত হইল। বিশেষতঃ যে তার্কিকেরা আত্মার কর্ত্তৃত্ব ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের মতে মোক্ষের অনুপপত্তি হয়। “আমিই কর্ত্তা” এইরূপ বুদ্ধিই অদৃষ্টোৎপত্তির প্রতি হেতু। ইহা গীতাদিতে উক্ত আছে। উক্ত বুদ্ধি যদি মিথ্যা না হইবে, তবে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সেই বুদ্ধির নিবৃত্তি হইতে পারে না; সুতরাং শ্রুত্যুক্ত মোক্ষের অনুপপত্তিহেতু আমরা আত্মার অকর্ত্তৃত্ব ইচ্ছা করি। যদি আত্মা কর্ত্তা না হইলেন, তবে তাঁহার দৃষ্ট সুখাদিও নাই, ইহাই জানা যায়। এই হেতু মনের কার্য্যহেতুতা কল্পনা করিলে লাঘবতঃ অন্তর্দৃশ্য গুণাবচ্ছেদেই এইরূপ কল্পনা করা যায়, অতএব আত্মা নির্গুণ ইহা প্রতিপন্ন হইল। বশিষ্ঠবচনে উক্তরূপ পরমসূক্ষ্ম আত্মার স্বরূপ করস্থিত আমলকের ন্যায় বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। দিক্, ভূমি আকাশাদি

শ্রুত্যা সিদ্ধস্য নাপলাপস্তৎপ্রত্যক্ষবাধাৎ ॥ ১৪৭ ॥

নন্বহং জানামীতি ধর্ম্মধর্ম্মিভাবানুভবাৎ পুরুষস্য চিদ্ধর্ম্মকত্বং সিদ্ধ্যতি গৌরবস্য প্রামাণিকত্বেনাদোষত্বাদিতি তত্রাহ। ভবেদেবং যদি কেবল-তর্কেণাস্মাভির্নির্গুণত্বাচ্চিদ্ধর্ম্মত্বাদিকং প্রসাধ্যতে কিন্তু শ্রুত্যাপি। অতঃ শ্রুত্যা সিদ্ধস্য নির্গুণত্বাদের্নাপলাপঃ সম্ভবতি তৎপ্রত্যক্ষস্য গুণাদিপ্রত্যক্ষস্য শ্রুত্যৈব বাধাৎ। অহং গৌর ইত্যাদিপ্রত্যক্ষবদিত্যর্থঃ। অন্যথা হি গৌরো-ঽহমিতি প্রত্যক্ষবলেন দেহাতিরিক্তাত্মসাধিকা অপি যুক্তয়ো বাধিতাঃ স্যুরিতি জিতং নাস্তিকৈঃ। নির্গুণত্বে চ শ্রুতয়ঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেত্যাদ্যাঃ। চিন্মাত্রত্বে তু শ্রুতয়োঽকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সচ্চিদেকরসো হ্যয়মাত্মেত্যাদ্যা ইতি। সর্ব্বজ্ঞত্বাদিশ্রুতয়স্তু রাহোঃ শির

প্রপঞ্চসমুদায়ের অসম্ভব হইলেও সেই প্রকাশাত্মক আত্মার অমলরূপ প্রকাশ পায়। আর "এই ত্রিজগৎ, এই তুমি, এই আমি" ইত্যাদি দৃশ্য সমুদায় অসত্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে কেবল সেই বিমল আত্মার স্বরূপই সর্ব্বময় বলিয়া প্রতীত হয় ॥ ১৪৬ ॥

"আমি জানিতেছি" এইরূপ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবের অনুভবহেতু পুরুষের চিন্ময়ত্ব সিদ্ধ আছে। যেহেতু প্রামাণিক গৌরব কখন দূষণাবহ হয় না। ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।—শ্রুতিপ্রসিদ্ধ পদার্থের কখন অপলাপ নাই। প্রত্য-ক্ষের অসম্ভবহেতু ঐ শ্রুতিপ্রসিদ্ধ পদার্থের অপলাপ স্বীকার করা যায় না, সেই পুরুষ নির্গুণ বলিয়াই যে কেবল আমরা তাহার চিন্ময়ত্ব সাধন করি-তেছি, এমত নহে। শ্রুতিতেও তাঁহাকে চিন্ময় বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া-ছেন। অতএব শ্রুতিসিদ্ধ পুরুষের নির্গুণত্বাদির অপলাপ সম্ভবে না। যেহেতু পুরুষের গুণাদির প্রত্যক্ষ শ্রুতিতেও বাধিত আছে। যেমন "আমি গৌর" এইরূপ প্রত্যক্ষ অলীক, সেইরূপ পুরুষের গুণাদির প্রত্যক্ষ অসৎ। অন্যথা "আমি গৌর" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে ঐ প্রত্যক্ষবলে "আত্মা দেহের অতিরিক্ত" এইরূপ যুক্তি বাধিত হইতে পারে। তাহাহইলে নাস্তিকদিগেরই জয় দেখিতেছি। যদি আত্মার দেহাতিরিক্ততা সাধক

ইতিবল্লৌকিকবিকল্পানুবাদমাত্রাঃ। বিধিনিষেধশ্রুতিমধ্যে নিষেধশ্রুতেরেব বলবত্ত্বাৎ। অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তীতি শ্রুতেঃ। কিঞ্চাজ্ঞানামহং জানামীতি প্রত্যয়ে প্রমাত্বকল্পনায়ামেব গৌরবম্‌। অনাদ্যবিদ্যাদোষস্যানুবর্ত্তমানতয়া ভ্রমত্বস্যৌৎসর্গিকত্বাৎ। অতো ভ্রমশতান্তঃপাতিত্বেনাপ্রামাণ্যশঙ্কাস্কন্দিতত্বাচ্চৈতৎপ্রত্যক্ষবাধনে লাঘবতর্কাদ্যনুগৃহীতমনুমানমপি সমর্থমিতি। নন্বাত্মনো নিত্যজ্ঞানস্বরূপত্বে কীদৃশং লাঘবমিতি চেৎ। উচ্যতে। নৈয়ায়িকাদিভিরন্তঃকরণং ব্যবসায়ানুব্যবসায়ৌ তদাশ্রয়শ্চেতি চত্বারঃ পদার্থাঃ কল্প্যন্তে। অস্মাভিস্ত্বন্তঃকরণং

যুক্তির বাধ হইল, তাহাহইলে দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়; সুতরাং তোমরাও নাস্তিকমতাবলম্বী হইলে। আত্মার নির্গুণত্ববিষয়ে শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, আত্মা সর্ব্বসাক্ষী চৈতন্যময় এবং নির্গুণ। সেই পুরুষের চিন্ময়স্বরূপত্ববিষয়েও অনেকানেক শ্রুতি আছে যে, "তিনি অকর্ত্তা, চিন্ময়, চৈতন্যস্বরূপ, সচ্চিদানন্দরূপী" আর তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ববিষয়ে শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "লোকে রাহুর শিরের ন্যায় তাঁহার অলীক বিকল্পানুবাদ করিয়া থাকে।" এই সকল প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা পুরুষ নির্গুণ, চিন্ময় ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ বিধি ও নিষেধশ্রুতির মধ্যে নিষেধশ্রুতিই বলবান্‌ বিধায় তাঁহার নির্গুণত্বাদি জানা যায়। "অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইত্যাদি শ্রুতিতেও পুরুষের নির্গুণত্বাদি প্রমাণীকৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বলিতেছেন,—"আমি জানিতেছি". এইরূপ অজ্ঞদিগের প্রতীতিকে প্রমা বলিয়া কল্পনা করিতে গেলে গৌরবস্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ অনাদি অবিদ্যাদোষ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে; সুতরাং উক্তরূপ অজ্ঞদিগের প্রতীতি ভ্রম বলিয়া জানা যাইতেছে। অতএব উক্ত প্রতীতি শত শত ভ্রমের অন্তঃপাতীপ্রযুক্ত উহার অপ্রামাণ্য জানা যায়; সুতরাং পুরুষের গুণপ্রত্যক্ষে বাধ হইলেও তর্কাদির অনুগৃহীত অনুমানই তাহা সমর্থন করিতেছে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আত্মাকে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বলিলে কিরূপ লাঘব হয়? এই আশঙ্কায় ইহাই বলা যাইতে পারে যে, নৈয়ায়িকেরা অন্তঃকরণ, ব্যবসায়, অনুব্যবসায় ও তদাশ্রয় এই চারি পদার্থ

সুষুপ্ত্যাদ্যসাক্ষিত্বম্ ॥ ১৪৮ ॥

ব্যবসায়স্থানীয়া চ তদ্বৃত্তিরনন্তানুব্যবসায়স্থানীয়শ্চ নিত্যৈকজ্ঞানরূপ আত্মেতি ত্রয়ঃ পদার্থাঃ কল্প্যন্ত ইতি ॥ ১৪৭ ॥

নন্‌ যদি প্রকাশরূপ এবাত্মা তদা সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাভেদো নোপপদ্যতে সদা প্রকাশানপায়াদিতি তত্রাহ। সুষুপ্ত্যাদ্যস্যাবস্থাত্রয়স্য বুদ্ধিনিষ্ঠস্য সাক্ষিত্বমেব পুংসীত্যর্থঃ। তদুক্তম্—"জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তং চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ। তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন ব্যবস্থিতঃ॥" ইতি। তাসাং বুদ্ধিবৃত্তীনাং সাক্ষিত্বেন তদ্বিলক্ষণো জাগ্রদাদ্যবস্থারহিতো নির্ণীত ইত্যর্থঃ। তত্র জাগ্রন্নামাবস্থেন্দ্রিয়দ্বারা বুদ্ধের্বিষয়াকারঃ পরিণামঃ। স্বপ্নাবস্থা চ সংস্কারমাত্রজন্যস্তাদৃশঃ পরিণামঃ। সুষুপ্ত্যবস্থা চ দ্বিবিধার্দ্ধসমগ্রলয়ভেদেন। তত্রার্দ্ধলয়ে বিষয়াকারা বৃত্তির্ন ভবতি। কিন্তু স্বগতসুখদুঃখমোহাকারৈব

কল্পনা করেন। আমরা অন্তঃকরণকে ব্যবসায়স্থানীয় এবং তদ্বৃত্তিকে অনন্ত অনুব্যবসায়স্থানীয় এবং নিত্যজ্ঞানরূপ আত্মা এই তিন পদার্থমাত্র কল্পনা করি; সুতরাং আমাদিগের মতে ইহাই লাঘব ॥ ১৪৭ ॥

যদি আত্মাকে প্রকাশস্বরূপ স্বীকার করিলে, তাহাহইলে সুষুপ্তিপ্রভৃতি আত্মার বিশেষ বিশেষ অবস্থা উপপন্ন হইতেছে না। যেহেতু তাহার সর্ব্বদা প্রকাশস্বরূপত্বের অভাব হয় না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ইহাদিগের মধ্যে কোন একটি অবস্থাও আত্মার নহে, উক্ত অবস্থাত্রয় বুদ্ধিনিষ্ঠ, পুরুষ উহাদিগের সাক্ষী। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, "জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ইহারা বুদ্ধিবৃত্তি গুণ, জীব ইহাদিগের অতীত সাক্ষিস্বরূপে ব্যবস্থিত আছে।" এই সকল প্রমাণে পুরুষ জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় সহিত এবং সেই সকল জাগ্রদাদি বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপে নির্ণীত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়দ্বারা বুদ্ধির যে বিষয়াকাররূপ পরিণাম, তাহাই জাগ্রদবস্থা. কেবল সংস্কারজন্য বুদ্ধির বিষয়াকারপরিণামই নিদ্রা এবং সুষুপ্তি অবস্থা দ্বিবিধ, অর্দ্ধলয় ও সমগ্রলয়। অর্দ্ধলয়ে বিষয়াকার বৃত্তি থাকে না, কিন্তু স্বগত সুখদুঃখমোহাকার বুদ্ধিবৃত্তি থাকে, ইহা স্বীকার না করিলে সুষুপ্তি হইতে

বুদ্ধিবৃত্তির্ভবতি। অন্যথোত্থিতস্য সুখমহমস্বাপ্সমিত্যাদিরূপসুষুপ্তিকালীন-সুখাদিস্মরণানুপপত্তেঃ। তদুক্তং ব্যাসসূত্রেণ মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাদিতি। সমগ্রলয়ে তু বুদ্ধের্বৃত্তিসামান্যাভাবো মরণাদাবিব ভবতি। অন্যথা সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতেত্যাগামিসূত্রানুপপত্তেরিতি। সা চ সমগ্রসুষুপ্তির্বৃত্ত্যভাবরূপেতি পুরুষস্তৎসাক্ষী ন ভবতি পুরুষস্য বৃত্তিমাত্রসাক্ষিত্বাৎ। অন্যথা সংস্কারাদেরপি বুদ্ধিধর্ম্মস্য সাক্ষিভাস্যতাপত্তেঃ। সুষুপ্ত্যাদিসাক্ষিত্বং তু তাদৃশবুদ্ধিবৃত্তীনাং স্বপ্রতিবিম্বিতানাং প্রকাশনমিতি বক্ষ্যামঃ। অতো জ্ঞানার্থং পুরুষস্য ন পরিণামাপেক্ষেতি। স্যাদেতৎ। সুষুপ্তে যদি সুখদুঃখাদিগোচরা বুদ্ধিবৃত্তিরিষ্যতে তর্হি জাগ্রদাদাবপ্যখিলবৃত্তীনাং বৃত্তিগ্রাহ্যত্বস্বীকার এব যুক্ত ইতি ব্যর্থা তৎসাক্ষিপুরুষকল্পনা স্বগোচরবৃত্তিত্বেনৈব

উত্থিত ব্যক্তির "আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম" এইরূপ সুষুপ্তিকালীন সুখাদির স্মরণ হইতে পারে না। কিন্তু উক্তরূপ স্মরণ সর্ব্ববাদিপ্রসিদ্ধ। ব্যাসসূত্রেও উক্ত আছে যে, সুষুপ্তিকালে অর্দ্ধজ্ঞান থাকে। মরণাদিতে যেরূপ বুদ্ধির বৃত্তি থাকে না, সমগ্রলয়াখ্য সুষুপ্তিতে সেইরূপ হইয়া থাকে, তখন কোনরূপ বুদ্ধিবৃত্তিই থাকে না। তাহা না হইলেই "সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষের ব্রহ্মরূপতা হয়" এই আগামীসূত্রের কোনরূপে উপপত্তি হইতে পারে না। এই সমগ্রলয়াখ্য সুষুপ্তিতে সকল বৃত্তির অভাব হয়, অতএব পুরুষ তাহার সাক্ষী হয়েন না, যেহেতু পুরুষ বৃত্তিমাত্রেরই সাক্ষী হইয়া থাকেন, যদি বৃত্তিই না থাকিল, তবে পুরুষ কাহার সাক্ষী হইবেন? অন্যথা সংস্কারপ্রভৃতি যে সকল বুদ্ধিধর্ম্ম আছে, তাহাদিগেরও সাক্ষিভাষ্যত্বাপত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ পুরুষ সেই সংস্কারাদি বুদ্ধিধর্ম্মেরও সাক্ষী হইতে পারেন। পুরুষে যে সুষুপ্তিপ্রভৃতির সাক্ষিত্ব, তাহা স্বপ্রতিবিম্বিত তাদৃশ বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশমাত্র অর্থাৎ পুরুষেতে যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ব পতিত হয়, পুরুষ তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্তই তাহাকে সুষুপ্তিপ্রভৃতির সাক্ষী বলা যায়। এই বিষয় আমরা পরে সবিশেষ বর্ণন করিব। এইক্ষণ ইহাই জানা যাইতেছে যে, জ্ঞানের নিমিত্ত পুরুষের পরিণামাপেক্ষা নাই। আর যদি সুষুপ্তিকালেও সুখদুঃখাদিগোচর বুদ্ধিবৃত্তি ইচ্ছা কর' তাহাহইলে, জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের

জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্ ॥ ১৪৯ ॥

স্বব্যবহারহেতুতায়াঃ সামান্যতঃ সুবচত্বাদিতি। নৈবম্। নিয়মেন স্বগোচরবৃত্তিকল্পনেঽনবস্থাপত্তির্গৌরবং চ স্যাৎ। কিঞ্চাহং সুখীত্যাদিবৃত্তিষু সুখাদীনাং বিশেষণতয়া নির্ব্বিকল্পকং তজ্জ্ঞানমাদাবপেক্ষ্যতে। তত্র চানন্তনির্ব্বিকল্পকবৃত্ত্যপেক্ষয়া লাঘবেন নিত্যমেকমেবাত্মস্বরূপং জ্ঞানং কল্প্যতে। অহং সুখীত্যাদিবিশিষ্টজ্ঞানার্থং বুদ্ধিবৃত্তেরেব তাদৃশাকারত্বং পুরুষে বৃত্তিসারূপ্যমাত্রস্বীকারেণ বৃত্ত্যাকারাতিরিক্তাকারানভ্যুপগমাৎ স্বতন্ত্রাকারেণ পরিণামাপত্তেরিতি ॥ ১৪৮ ॥

অথৈবং পুরুষস্য সুষুপ্ত্যাদিসাক্ষিমাত্রত্বেন পুরুষৈক্যস্যাপ্যুপপত্তৌ স কিমেকোঽনেকো বেতি সংশয়ঃ। তত্রায়ং পূর্ব্বপক্ষঃ। লাঘবতর্কসহকারেণ

সকল বৃত্তিরই বৃত্তিগ্রাহ্যত্ব স্বীকার যুক্ত হয়, সুতরাং সেই বৃত্তিসকলের সাক্ষিরূপে পুরুষকল্পনা ব্যর্থ হইতেছে। যেহেতু স্বগোচরবৃত্তিত্ব রূপেইস্বব্যবহারের সামান্যহেতু বলা যাইতে পারে। ইহা বলিতে পারা যায় না, কারণ নিয়মপূর্ব্বক স্বগোচরবৃত্তিকল্পনায় অনবস্থাপত্তিরূপ গৌরব হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে দেখ, "আমি সুখী" ইত্যাদি বুদ্ধিবৃত্তিতে সুখাদির বিশেষণতারূপে যে নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান, তাহাই আদিতে অপেক্ষা করে। এইক্ষণ অনন্ত নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অপেক্ষায় লাঘবতঃ নিত্য এক আত্মস্বরূপ জ্ঞানই কল্পনা করি। "আমি সুখী" ইত্যাদি বিশিষ্টজ্ঞানের নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তিরই তাদৃশাকারপরিণাম হয়, পুরুষেতে কেবল বৃত্তিসারূপ্য স্বীকার করিলে বুদ্ধিবৃত্তির আকারাতিরিক্ত আকার স্বীকার করিতে হয় না। যেহেতু স্বতন্ত্র আকার স্বীকার করিলে পুরুষের পরিণামপত্তি হইতে পারে ॥ ১৪৮ ॥

যদি পুরুষ সুষুপ্তিপ্রভৃতির সাক্ষীমাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে পুরুষের ঐক্যই উপপন্ন হইতেছে, এইক্ষণ সেই পুরুষ এক কি অনেক? এইরূপ সংশয় হইল। ইহাতে এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, লাঘবতর্কসহকারে বহু বহু বলবৎ শ্রুতিপ্রমাণে আত্মা এক বলিয়াই সিদ্ধ হইতেছে, যেহেতু জাগ্রদাদিতেও একই আত্মা সকলের সাক্ষী। তথাপি বুদ্ধির যেরূপ

বলবতীভ্যোঽভেদশ্রুতিভ্য এক এবাত্মা সিদ্ধ্যতি জাগ্রদাদ্যবস্থারূপাণাং বৈধর্ম্ম্যাণাং বুদ্ধিধর্ম্মত্বাৎ। যদ্যপ্যেকস্যাত্মনঃ সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষিত্বং তথাপি যস্যা বুদ্ধের্যা বৃত্তিঃ সৈব বুদ্ধিস্তদ্বৃত্তিবিশিষ্টতয়া সাক্ষিণং গৃহ্লাতি ঘটং জানামীত্যাদিরূপৈঃ। অত একস্যা বুদ্ধেরয়ং ঘট ইতি বৃত্তৌ সত্যামন্যবুদ্ধি-বৃত্তিদ্বারা নানুভবো ঘটমহং জানামীতি তত্র সিদ্ধান্তমাহ। পুণ্যবান্ স্বর্গে জায়তে পাপী নরকেঽন্তো বধ্যতে জ্ঞানীমুচ্যত ইত্যাদেঃ শ্রুতিস্মৃতিব্যবস্থায়া বিভাগস্যান্যথানুপপত্ত্যা পুরুষা বহব ইত্যর্থঃ। জন্মমরণে চাত্র নোৎপত্তি-বিনাশৌ পুরুষনিষ্ঠত্বাভাবাৎ। কিন্ত্বপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতবিশেষেণ সং-যোগশ্চ বিয়োগশ্চ ভোগতদভাবনিয়ামকাবিতি। জন্মাদিব্যবস্থায়াং চ

বৃত্তি হয়। সেই বুদ্ধি সেইরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া সাক্ষী পুরুষকে গ্রহণ করে, "আমি ঘট জানিতেছি" এইস্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ঘটকে বিষয় করে এবং সেই ঘটবিষয়ক বৃত্তিবিশিষ্ট বুদ্ধিই সাক্ষীকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব এক বুদ্ধিতে "এই ঘট" ইত্যাকার বৃত্তি হইলে অন্য বুদ্ধিদ্বারা "আমি ঘট জানি-তেছি" এইরূপ অনুভব হইতে পারে না। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—

জন্মমরণব্যবস্থা হইতেই পুরুষের বহুত্ব জানা যায়। "পুণ্যবান্ ব্যক্তি স্বর্গে যায়, পাপী নরকে বদ্ধ হয় এবং জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিব্যবস্থার বিভাগের অন্যরূপে উপপত্তির অভাববশত পুরুষ অনেক বলিয়া পরিকল্পিত হয়। যদি পুরুষ অনেক না হইবে, তাহাহইলে কেহ স্বর্গে যায়, অপর নরকে থাকে এবং অন্য কেহ মুক্তিলাভ করে, এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা হইতে পারে না। এইস্থলে জন্মমরণশব্দের অর্থ উৎপত্তি ও বিনাশ নহে। যেহেতু পুরুষের উৎপত্তি বিনাশ সম্ভব নাই, কিন্তু উহার জন্ম-মরণ আছে; তবে অপূর্ব্ব দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সংযোগ ও বিয়োগই পুরুষের জন্ম ও মরণ বলিয়া জানিবে। যখন দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত পুরুষের সংযোগ হয়, তখনই তাহার জন্ম এবং ঐ সংযোগের অভাব হইলেই মরণ বলিয়া থাকে। ভোগ ও ভোগাভাবই জন্মমরণের নিয়ামক, অর্থাৎ যখন পুরুষ ভোগ করে, তখনই তাহার জন্ম ও যখন তাহার ভোগ থাকে না, তখনই মরণ জানা যায়। পুরুষের জন্মাদিব্যবস্থাতে শ্রুতি বলিয়াছেন যে,

উপাধিভেদেঽপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ ॥ ১৫০ ॥

শ্রুতিঃ। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।" যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ইত্যাদিরিতি ॥ ১৪৯ ॥

নমু পুরুষৈকোঽপ্যুপাধিরূপাবচ্ছেদকভেদেন জন্মাদিব্যবস্থা ভবেৎ তত্রাহ। উপাধিভেদেঽপ্যেকস্যৈব পুরুষস্য নানোপাধিযোগোঽস্ত্যেব যথৈকস্যৈবাকাশস্য ঘটকুড্যাদিনানাযোগঃ। অতোঽবচ্ছেদকভেদেনৈকস্যাত্মন এব বিবিধজন্মমরণাদ্যাপত্তিঃ কায়ব্যূহাদাবিবেতি ন সম্ভবতি ব্যবস্থা। একঃ পুরুষো জায়তে নাপর ইত্যাদিরিত্যর্থঃ। ন হ্যবচ্ছেদকভেদেন কপিসংযোগতদভাববত্যেকস্মিন্নেব বৃক্ষে ব্যবস্থা ঘটতে। একো বৃক্ষঃ কপিসংযোগী। অন্যশ্চ নেতি। কিন্ত্বেকোপাধিতো মুক্তস্যাপ্যাত্মপ্রদেশস্যোপাধ্যন্তরৈঃ

"সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণাত্রয়াত্মিকা একা প্রকৃতি অনেক প্রজাসৃষ্টি করেন। যখন পুরুষ সেই প্রকৃতির সেবা করেন, তখনই তিনি জন্য বলিয়া প্রতীত হয়েন; সুতরাং তখন তাঁহাকে অজ বলা যায়। যাহারা এইরূপে প্রকৃতি, পুরুষ ও জন্মমরণাদি জানিতে পারে, তাহারা অমৃতত্বলাভ করে। আর যাহারা তাহা জানে না, তাহারা কেবল দুঃখভোগ করিয়া থাকে ॥১৪৯॥

পুরুষের ঐক্য হইলেও উপাধিরূপ অবচ্ছেদকভেদে জন্মাদিব্যবস্থা হয়, এই বিষয়ে বলিতেছেন।—উপাধি পৃথক্ পৃথক্ হইলেও এক পুরুষের নানাপ্রকার উপাধিযোগ আছে, যেমন ঘটাদি নানাপ্রকার পদার্থে এক আকাশের যোগ হয়, সেইরূপ এক পুরুষের নানাপ্রাকার উপাধিযোগ হইতে পারে। এইহেতু এক পুরুষেরই অবচ্ছেদকভেদে বিবিধ জন্মমরণাদির আপত্তি হয়, কিন্তু কায়ব্যূহাদির ন্যায় ব্যবস্থা সম্ভবে না, অর্থাৎ যেমন ব্যূহাদিতে একজন প্রবেশ করে, অপর বহির্গত হয়, জন্মাদিব্যবস্থা সেরূপ নহে; সুতরাং একই পুরুষ জন্মগ্রহণ করে, অপর কেহ নহে। এক বৃক্ষের কোন অংশে বানর বসিয়া থাকে, সেই বৃক্ষের অপর অংশে বানর থাকে না;

উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্ ॥ ১৫১ ॥

পুনর্ব্বন্ধাপত্ত্যা বন্ধমোক্ষাব্যবস্থা তদবস্থৈব। যথৈকঘটমুক্তস্যাকাশপ্রদেশস্যান্যঘটযোগাদ্ঘটাকাশব্যবস্থা তদ্বদিতি। ন চ বন্ধমোক্ষব্যবস্থাশ্রুতিরপি লৌকিকভ্রমানুবাদমাত্রমিতি বাচ্যম্। মোক্ষস্যালৌকিকত্বাৎ। মিথ্যাপুরুষার্থপ্রতিপাদনেন শ্রুতেঃ প্রতারকত্বাদ্যাপত্তেশ্চ ॥ ১৫০ ॥

নমু চৈতন্যৈক্যেঽপি তত্তদুপাধিবিশিষ্টস্যাতিরিক্ততামভ্যুপগম্য ব্যবস্থোপপাদনীয়া তত্রাহ। উপাধিরেব নানা ন তু তদ্বানুপাধিবিশিষ্টোঽপি নানাভ্যুপেয়ো বিশিষ্টস্যাতিরিক্তত্বেনানাত্মতায়া এব শাস্ত্রান্তরেঽপ্যভ্যুপগমাপত্তে-

---

সুতরাং এক বৃক্ষেতেই অবচ্ছেদকভেদে কপিসংযোগ ও তাহার অভাব থাকে। এই দৃষ্টান্তদ্বারা সাধারণ বৃক্ষেতে কপিসংযোগের বিদ্যমানতা অনুমিত হইতে পারে না। কারণ এক বৃক্ষই কপিসংযোগবান্ হয়, অন্যবৃক্ষে সেই সংযোগ থাকে না। পক্ষান্তরে বলিতেছেন,—এক উপাধি হইতে মুক্তআত্মার অন্য উপাধিদ্বারা বন্ধ সম্ভবিতে পারে; সুতরাং বন্ধমোক্ষব্যবস্থা পূর্ব্ববৎই হইতেছে। যেমন এক ঘট হইতে মুক্ত আকাশের অন্য ঘটযোগবশতঃ ঘটাকাশব্যবস্থার সম্ভব হয়, সেইরূপ পুরুষ এক শরীর হইতে মুক্ত হইয়া শরীরান্তরে বদ্ধ হইতে পারে। পুরুষের যে বন্ধমোক্ষ শ্রুতি আছে, উহা কেবল লৌকিক ভ্রমানুবাদ নহে, যেহেতু মোক্ষ অলৌকিক, অতএব পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ ইহা কেবল ভ্রান্ত মনুষ্যের বাক্য নহে। শ্রুতিতেও পুরুষের বন্ধমোক্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে, যদি ঐ বন্ধমোক্ষ মিথ্যাই হইবে, তাহাহইলে শ্রুতি সেই মিথ্যা পুরুষার্থপ্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতারকতার আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু শ্রুতি যে প্রতারক, ইহা সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত ॥ ১৫০ ॥

চৈতন্যের ঐক্য হইলেও সেই সেই উপাধিবিশিষ্ট সমুদায়ই অতিরিক্ত, এইরূপ স্বীকার করিয়া বন্ধমোক্ষব্যবস্থার উপপাদন করিতেছেন।—উপাধিই নানাবিধ, উপাধিবিশিষ্ট নানাবিধ নহে। উহা নানাবিধ হইতে অতিরিক্ত। যেহেতু বিশিষ্ট পদার্থের অতিরিক্ততাবিষয়ে শাস্ত্রান্তরের প্রমাণ আছে এবং

রিত্যর্থঃ। বন্ধভাগিনো বিশিষ্টস্য বিশেষণবিয়োগেন বিশিষ্টনাশান্ন মোক্ষোপপত্তিরিত্যাদীন্যপি দূষণানি। নমু বিশিষ্টস্য জীবত্বমন্বয়ব্যতিরেকাদিতি ষষ্ঠাধ্যায়ে স্বয়মেবাহঙ্কারবিশিষ্টস্যৈব জীবত্বং বক্ষ্যতীতি চেন্ন প্রাণধারকত্বরূপজীবত্বস্যৈব বিশিষ্টাধেয়ত্ববচনাৎ। ন তু বন্ধমোক্ষব্যবস্থায়া বিশিষ্টাশ্রিতত্বং বক্ষ্যতে মোক্ষকালে বিশিষ্টাসত্ত্বাদিতি। যদপি কেচিন্নবীনা বেদান্তিব্রুবা আহুঃ। একস্যৈবাত্মনঃ কার্য্যকারণোপাধিষু প্রতিবিম্বানি জীবেশ্বরাঃ প্রতিবিম্বানাং চান্যোহন্যং ভেদাজ্জন্মাদ্যখিলব্যবস্থোপপত্তিরিতি। তদপ্যসৎ। ভেদাভেদবিকল্পাসহত্বাৎ। বিম্বপ্রতিবিম্বয়োর্ভেদে প্রতিবিম্বস্যাচেতনয়া ভোক্তৃত্ববন্ধমোক্ষাদ্যনুপপত্তিঃ জীবব্রহ্মাভেদরূপতৎসিদ্ধান্তক্ষতিশ্চ। জীবেশ্বরভিন্নস্যাত্মনোঽপ্রামাণিকত্বং চ। অভেদেতু সাঙ্কর্য্যাপরিহারঃ। ভেদাভেদা-

বিশিষ্টপদার্থ নানাস্বরূপ সর্ব্বত্র বলিয়া উপপন্ন হইয়াছে। যিনি বন্ধভাগী, তিনিও বিশিষ্টপদার্থ, তাহার বিশেষণ, অর্থাৎ বন্ধের বিয়োগ হইলেই সেই বিশিষ্টের নাশহেতু মোক্ষের উপপত্তি হইতে পারে না, ইত্যাদি নানাবিধ দোষ হয়। আর যদি বল, "অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা জীবও বিশিষ্ট পদার্থ" এইরূপ নির্ণয়দ্বারা ষষ্ঠ অধ্যায়ে সূত্রকার স্বয়ংই অহঙ্কারবিশিষ্টই জীব, এইরূপ বলিবেন; সুতরাং জীবও বিশিষ্ট পদার্থ হইল, ইহাও বলিতে পার না; যেহেতু যিনি প্রাণধারণ করিতেছেন, তিনিই জীব বলিয়া উক্ত আছেন। কিন্তু বন্ধ ও মোক্ষবিশিষ্ট পদার্থের আশ্রিত নহে, কারণ যে সময়ে মোক্ষ হয়, সেই সময়ে বিশিষ্ট পদার্থ বিদ্যমান থাকে না। কোন কোন নবীন বেদান্তাভিমানীরা বলিয়া থাকেন, যে "এক আত্মারই কার্য্যকারণভাবরূপ উপাধির প্রতিবিম্বই জীব ও ঈশ্বর। যেহেতু প্রতিবিম্বসকলের পরস্পর ভেদবশতঃ জন্মপ্রভৃতি অখিল ব্যবস্থার উপপত্তি আছে।" ইহাও সৎপক্ষ নহে; কারণ ভেদ ও অভেদ এইরূপ বিকল্প কেহই সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং বিম্ব ও প্রতিবিম্ব ইহাদিগের ভেদেই প্রতিবিম্বের অচৈতন্যপ্রযুক্ত তাহার ভোক্তৃত্ব, বন্ধমোক্ষাদির অনুপপত্তি হইতে পারে এবং জীবব্রহ্মের অভেদরূপ সিদ্ধান্তেরও অসঙ্গতি হয়। বিশেষতঃ আত্মা যে জীব ও ঈশ্বরভিন্ন অন্য কোন পদার্থ, তাহারও প্রমাণ নাই। আর যদি উহাদিগের অভেদকল্পনা কর,

এবমেকত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ ॥ ১৫২ ॥

ভ্যুপগমে তু তৎসিদ্ধান্তহানিঃ। ভেদাভেদবিরোধশ্চ। অস্মন্মতে ত্বভেদো-ঽবিভাগলক্ষণো ভেদশ্চান্যোঽন্যাভাব ইত্যবিরোধ ইতি। অবচ্ছেদপ্রতি-বিম্বাদিদৃষ্টান্তবাক্যানি ত্বগ্রে ব্যাখ্যাস্যামঃ। স্যাদেতৎ। বিম্বপ্রতিবিম্বাদি-ভেদং পরিকল্প্য শ্রুত্যা বন্ধমোক্ষব্যবস্থাকল্পিতেত্যেবাস্মাভিরুচ্যতে নতু পরমা-র্থতো বিম্বপ্রতিবিম্বভাবস্তয়োর্ভেদো বন্ধমোক্ষাদিকং চেষ্যত ইতি। মৈবম্। এবং সতি বন্ধমোক্ষাদিশ্রুতিগণস্য ভেদশ্রুতিগণস্য চোভয়োর্ব্বাধাপেক্ষয়া কেবলাভেদশ্রুতিগণস্যৈবাবিভাগপরতয়ৈব সঙ্কোচো লাঘবাদ্যুক্তঃ। শ্রুতি-স্মৃত্যন্তরৈরবিভাগস্য সিদ্ধত্বাচ্চেতি ॥ ১৫১ ॥

আত্মৈক্যবাদিষূক্তং দূষণমুপসংহরতি। এবং রীত্যৈকত্বেন সর্ব্বতো বর্ত্ত-মানস্যাত্মনো জন্মমরণাদিরূপবিরুদ্ধধর্ম্মপ্রসঙ্গো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বৈকত্ব

তাহাহইলে সাঙ্কর্য্যদোষেরও পরিহার হয় না, অর্থাৎ সাঙ্কর্য্যরূপ দোষ ঘটিতে পারে। আর ভেদ ও অভেদস্বীকার করিলেও পূর্ব্ববৎ সিদ্ধান্তহানি হয় এবং ভেদ ও অভেদ ইহাদিগের বিরোধ হইতে পারে। আমাদিগের মতে অভেদ অবিভাগস্বরূপ এবং সেই ভেদই অন্যোন্যাভাব, এই নিমিত্ত কোন বিরো-ধই নাই। অবচ্ছেদক প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্ত বাক্যসকল অগ্রে ব্যাখ্যা করিব। এইক্ষণ আমরা ইহাই বলিতেছি যে, বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভেদ-কল্পনা করিয়াই শ্রুতিতে বন্ধমোক্ষব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। বাস্তবিক বিম্ব প্রতিবিম্বভাব নহে, উহাদিগের ভেদই বন্ধমোক্ষাদি ইচ্ছা করিয়া থাকে। ইহাও যুক্তি-সঙ্গত নহে, কারণ এইরূপ হইলে বন্ধমোক্ষাদিশ্রুতি ও ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি এই উভয়ের বাধাপেক্ষায় লাঘবতঃ কেবল অভেদ প্রতিপাদকশ্রুতির অবিভাগপরতাহেতু তাহার সাঙ্কর্য্যই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। যেহেতু অন্যান্য শ্রুতিস্মৃতিতেও অবিভাগসিদ্ধান্তই প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১৫১ ॥

এইক্ষণ যাহারা আত্মৈক্যবাদী, তাহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত দোষসমূহের উপসংহার করিতেছেন।—উক্তরীতিতে সর্ব্বব্যাপক আত্মার জন্মমরণাদি-রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ উপযুক্ত নহে। অথবা একত্বস্বীকার করিলেও

অন্যধর্ম্মত্বেঽপি নারোপাৎ তৎসিদ্ধিরেকত্বাৎ ॥ ১৫৩ ॥

ইতি চ্ছেদঃ। একত্বেঽভ্যুপগম্যমানে পরিতঃ সর্ব্বতো বর্ত্তমানস্য সর্ব্বোপাধিষ্বনুগতস্য বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসো নেতি ন কিন্তু সর্ব্বথা বিরুদ্ধধর্ম্মসঙ্করোঽপরিহার্য্য ইত্যর্থঃ। নন্থ পুরুষো নির্ধর্ম্মকস্তত্র কথং জন্মমরণবন্ধমোক্ষাদিবিরুদ্ধধর্ম্মসাঙ্কর্য্যমাপদ্যতে ভবদ্ভিরপি সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাণামুপাধিনিষ্ঠত্বাভ্যুপগমাদিতি চেন্ন। উক্তধর্ম্মাণাং সংযোগবিয়োগভোগাভোগরূপতয়া পুরুষে স্বীকারাৎ। পরিণামরূপধর্ম্মাণামেব পুরুষে প্রতিষেধস্যোক্তত্বাদিতি। যথা স্ফটিকেষু লৌহিত্যনীলিমাদিধর্ম্মাণামারোপিতানামপি ব্যবস্থাস্তি তথা পুরুষেষপি বুদ্ধিধর্ম্মাণাং সুখদুঃখাদীনাং শরীরাদিধর্ম্মাণাং চ ব্রাহ্মণ্যক্ষত্রিয়ত্বাদীনামারোপিতানামপি ব্যবস্থাস্তি শাস্ত্রেষু। যথা বিষ্ণুপুরাণে—"যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্বৃতে। ন চ সর্ব্বে প্রযুজ্যন্তে এবং জীবাঃ সুখাদিভিঃ॥" ইতি ॥ ১৫২ ॥

সাপি ব্যবস্থৈকাত্ম্যে সতি জন্মাদিব্যবস্থাবদেব নোপপদ্যত ইত্যাহ।

সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার উপাধিতে অনুগত আত্মার বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যে অধ্যাস নাই, ইহা নহে ; কিন্তু সর্ব্বথাই তাহার বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সাঙ্কর্য্য অপরিহার্য্য। যদি পুরুষের কোন ধর্ম্মই নাই, তাহাহইলে কিরূপে সেই আত্মার জন্ম, মরণ, বন্ধ ও মোক্ষ ইত্যাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সম্ভব হইতে পারে ? তোমরা যে সকল ধর্ম্মেরই উপাধিগতত্ব স্বীকার করিয়াছ। ইহা বক্তব্য নহে, কারণ যোগ, বিয়োগ, ভোগ ও অভোগরূপেই পুরুষে উক্ত ধর্ম্মসকলের স্বীকার করা হইয়াছে। আর পরিণামরূপ ধর্ম্মেরই পুরুষে নিষেধ উক্ত হইয়াছে। যেমন স্ফটিকাদি মণিতে রক্তিমানীলাদি আরোপিত ধর্ম্মেরও ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ পুরুষেও বুদ্ধিধর্ম্ম সুখদুঃখাদি, শারীরধর্ম্ম ব্রাহ্মণাক্ষত্রিয়ত্বাদি আরোপিত ধর্ম্মের ব্যবস্থা শাস্ত্রে উক্ত আছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, যেমন বালুকা ও ধূমাদিদ্বারা আবৃত ঘটাকাশে সমুদায় প্রযুক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ জীবসকল সুখাদিদ্বারা প্রযুক্ত হয় না। ১৫২।

পুরুষ এক হইলেও পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা জন্মমরণাদি ব্যবস্থার ন্যায় উপপন্ন হইতেছে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সুখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম, তাহাই পুরুষে

অন্যধর্ম্মত্বেঽপি ধর্ম্মাণাং সুখাদীনামারোপাৎ পুরুষে ব্যবস্থা ন সিদ্ধ্যতি। আরোপাধিষ্ঠানপুরুষস্যৈকত্বাদিত্যর্থঃ। আকাশস্যৈকত্বেঽপি ঘটাবচ্ছিন্নাকাশানাং ঘটভেদেন ভিন্নতয়ৌপাধিকধর্ম্মব্যবস্থা ঘটতে। আত্মত্বজীবত্বাদিকন্তু নোপাধ্যবচ্ছিন্নস্য। উপাধিবিয়োগে ঘটাকাশনাশবৎ তন্নাশেন জীবো ন ম্রিয়ত ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধপ্রসঙ্গাৎ। কিন্তু কেবলচৈতন্যস্যেতি প্রাগেবোক্তম্। ইমাং বন্ধমোক্ষাদিব্যবস্থানুপপত্তিং সূক্ষ্মামবুদ্ধ্বৈবাধুনিকা বেদান্তিব্রুবা উপাধিভেদেন বন্ধমোক্ষব্যবস্থামৈকাত্ম্যেপ্যাহুঃ। তেঽপ্যেতেন নিরস্তাঃ। যেঽপি তদেকদেশিন ইমামেবানুপপত্তিং পশ্যন্ত উপাধিগতচিৎপ্রতিবিম্বানামেব বন্ধাদীন্যাহুস্তে ত্বতীব ভ্রান্তাঃ। উক্তাভেদাভেদাদিবিকল্পাসহত্বাদিদোষাৎ। অন্তঃকরণস্য তত্তজ্জ্বলিতত্বাদিত্যত্রোক্তদোষাচ্চ। কিঞ্চ বেদান্তসূত্রে কাপি সর্ব্বাত্মনামত্যন্তৈক্যং নোক্তমস্তি। প্রত্যুত ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ। অধি-

---

আরোপিত হয়। অতএব পুরুষে পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না। যেহেতু উক্ত আরোপের অধিষ্ঠানভূত পুরুষ এক। আকাশ এক হইলেও ঘটাদির ভেদবশতই সেই ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের বিভিন্নতাপ্রযুক্ত ঔপাধিক ধর্ম্মের ব্যবস্থা ঘটিতে পারে। কিন্তু আত্মা ও জীবপ্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট নহে। যেহেতু "উপাধির বিয়োগে যেমন ঘটনাশে ঘটাকাশের নাশ প্রতীত হয়, সেইরূপ উপাধির বিনাশে জীবের বিনাশ হয় না" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতির বিরোধপ্রসঙ্গ হয়। ঘটনাশে ঘটাকাশের নাশ কথঞ্চিৎ প্রতিপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু উপাধির নাশে যে জীব ও আত্মার নাশ হয়, কোনরূপ শ্রুতিস্মৃতিতেই ইহা উক্ত হয় নাই। অতএব পুরুষের বন্ধমোক্ষব্যবস্থা সম্ভবিতে পারে না, কিন্তু কেবল চৈতন্যের উহা সম্ভব আছে। ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এইরূপ সূক্ষ্মতম বন্ধমোক্ষাদিব্যবস্থার অনুপপত্তি বুঝিতে না পারিয়াই আধুনিক বেদান্তাভিমানীরা আত্মার একত্বস্বীকার করিয়াও উপাধিভেদে তাহার বন্ধমোক্ষব্যবস্থা প্রতিপাদন করিয়া থাকে। এইক্ষণ তাহারাও নিরস্ত হইল। আর যাহারা বেদান্তের একদেশী, এইরূপ সূক্ষ্ম অনুপপত্তি দর্শন করিয়াও উপাধিগত চিৎপ্রতিবিম্বেরই বন্ধমোক্ষাদি বলিয়া থাকে, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। যেহেতু তাহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত ভেদা-

নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ ॥ ১৫৪ ॥

কন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ। অংশো নানাব্যপদেশা। ইত্যাদিসূত্রৈর্ভেদ উক্তঃ। অত আধুনিকানামবচ্ছেদপ্রতিবিম্বাদিবাদা অপসিদ্ধান্তা এব। স্বশাস্ত্রানুক্ত-সন্দিগ্ধার্থেষু সমানতন্ত্রসিদ্ধান্তস্যৈব সিদ্ধান্তত্বাচ্চেত্যাদিকং ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রতিপাদিতমস্মাভিঃ ॥ ১৫৩ ॥

নন্বেবং পুরুষনানাত্বে সতি—"এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ নিত্যঃ সর্ব্বগতো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ। একঃ স ভিদ্যতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ ॥" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতিস্মৃতয় আত্মৈকত্বপ্রতিপাদিকা নোপপদ্যন্ত ইতি তত্রাহ। আত্মৈক্য-শ্রুতীনাং বিরোধস্তু নাস্তি তাসাং জাতিপরত্বাৎ। জাতিঃ সামান্যমেক-

---

ভেদাদি বিকল্পের অসম্ভবদোষ দেখা যাইতেছে; সুতরাং বেদান্তৈকদেশি-দিগের মত সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। বিশেষতঃ বেদান্তসূত্রের কোনস্থলেও সকল আত্মার একান্ত ঐক্য উক্ত নাই। বরং "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" "অংশো নানাব্যাপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রে আত্মার ভেদই উক্ত হইয়াছে। অতএব আধুনিকেরা যে বিশেষ প্রতিবিম্বস্বীকার করিয়া থাকে, তাহা সর্ব্বথাই অপসিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে। যে সকল বিষয় স্বীয় শাস্ত্রে কথিত হয় নাই, সেই সকল বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলেই সমান তন্ত্রের সিদ্ধান্তগ্রহণ করিতে হয়। ইত্যাদিরূপে আমরা ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে এই বিষয় সবিশেষ প্রতিপাদন করিয়াছি ॥ ১৫৩ ॥

পুরুষের নানাত্বস্বীকার করিলেও "এক আত্মাই সর্ব্বভূতে ব্যবস্থিত আছেন, তিনি এক হইলেও জলগত চন্দ্রের ন্যায় বহুরূপে দৃষ্ট হয়েন, সেই পুরুষ নিত্য, সর্ব্বগত, কূটস্থ ও দোষবর্জ্জিত। তিনি এক হইয়াও মায়া-শক্তিদ্বারা বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। বাস্তবিক তিনি বিভিন্ন নহেন," ইত্যাদি আত্মার একত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতিস্মৃতি উপপন্ন হইতেছে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যে সকল শ্রুতিতে আত্মার একত্ব প্রতি-পাদিত হইয়াছে, তাহাদিগের কোন বিরোধ নাই। যেহেতু সেই সকল

রূপত্বং তত্রৈবাদ্বৈতশ্রুতীনাং তাৎপর্য্যাৎ। ন স্বখণ্ডত্বে প্রয়োজনাভাবাদিত্যর্থঃ। জাতিশব্দস্ত চৈকরূপতার্থকত্বমুত্তরসূত্রাল্লভ্যতে। যথাশ্রুতজাতিশব্দস্তাদরে। আত্মা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ম্। ইত্যাদ্যদ্বৈতশ্রুত্যুপপাদকতয়ৈব সূত্রং ব্যাখ্যেয়ম্। জাতিপরত্বাৎ। বিজাতীয়দ্বৈতনিষেধপরত্বাদিত্যর্থঃ। তত্রাদ্যব্যাখ্যায়াময়ং ভাবঃ। আত্মৈক্যশ্রুতিস্মৃতিষেকাদিশব্দাশ্চিদেকরূপতামাত্রপরা ভেদাদিশব্দাশ্চ বৈধর্ম্ম্যলক্ষণভেদপরাঃ। এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্থানত্রয়ব্যতীতস্থ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যত ইত্যাদিবাক্যেষেকরূপার্থত্বাবশ্যকত্বাৎ। অন্যথাবস্থাত্রয়েপ্যাত্মন একতামাত্রজ্ঞানেন স্থানত্রয়ব্যতীতশব্দোক্তয়া অবস্থাত্রয়াভিমাননিবৃত্তেরসম্ভবাৎ। তথৈকরূপতাপ্রতিপাদনেনৈব নিখিলোপাধি-

---

জাতিপর। জাতি শব্দের অর্থ সামান্য, অর্থাৎ একরূপতা। এইরূপ অর্থই অদ্বৈতশ্রুতির তাৎপর্য্য। অখণ্ডরূপ অর্থে তাহার তাৎপর্য্য থাকে না; যেহেতু তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। জাতি শব্দের একরূপতারূপ অর্থ উত্তরসূত্র হইতে লব্ধ হইতেছে। জাতিশব্দের যথাশ্রুত অর্থের আদর করিলে "একমাত্র আত্মাই পূর্ব্বে ছিলেন," ইত্যাদি অদ্বৈতশ্রুতির অনুসারে সূত্রের ব্যখ্যা করিতে হয়। পরিশেষে ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে, আত্মার বিজাতীয় দ্বৈতপদার্থ আর নাই, ইহাই আত্মৈকত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিস্মৃতির মর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার এইরূপ ভাবগ্রহণ করা যাইতে পারে। উক্ত আত্মৈক্যপ্রতিপাদিক শ্রুতিতে যে একাদিশব্দ উক্ত আছে, চিদেকরূপতামাত্রই তাহার অর্থ, অর্থাৎ আত্মাভিন্ন চিন্ময় আর কেহ নাই। আর উক্ত শ্রুতিতে যে ভেদাদি শব্দ আছে, তাহাতেও আত্মার বৈধর্ম্ম্যলক্ষণের ভেদরূপ অর্থ করিতে হয়, অর্থাৎ আত্মা এক হইয়া মায়াশক্তিদ্বারা বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়েন, এইস্থলে বৈধর্ম্ম্যলক্ষণদ্বারা বিভিন্ন হয়েন, এইরূপ অর্থই স্বীকার্য্য। যেহেতু "জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে একই আত্মা জানিতে হইবে এবং যিনি স্থানত্রয়ব্যতীত, অর্থাৎ স্বর্গমর্ত্ত্যাদিতে যাঁহার অবস্থান নাই, তাঁহার জন্ম অসম্ভব।" ইত্যাদি বাক্যেও আত্মার একরূপত্বের আবশ্যকতা দেখা যায়। অন্যথা অবস্থাত্রয়েও আত্মার একরূপতামাত্র জ্ঞানদ্বারা স্থানত্রয়-

বিবেকেন সর্ব্বাত্মনাং স্বরূপবোধনসম্ভবাচ্চ। ন হ্যন্যথা নির্ধর্ম্মকমাত্মস্বরূপং বিশিষ্য ব্রহ্মণাপি শব্দেন সাক্ষাৎপ্রতিপাদয়িতুং শক্যতে। শব্দানাং সামান্যমাত্রগোচরত্বাৎ। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তেষ্বাত্মন একরূপত্বে তু প্রতিপাদিতে তদুপপত্ত্যর্থং শিষ্যঃ স্বয়মেব তাবদ্বিবেচয়তি যাবন্নির্ব্বিশেষে শব্দগোচরে স্বরূপে পর্য্যবস্যতীতি। ততশ্চ নিঃশেষাভিমাননিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যো ভবতি। যদি পুনরদ্বৈতবাক্যান্যখণ্ডতামাত্রপরাণি স্যুস্তর্হি তেভ্যো নাভিমাননিবৃত্তিঃ সম্ভবতি। আকাশে বিবিধশব্দবদখণ্ডেঽপ্যাত্মনি সুখদুঃখতদভাবাদীনামবচ্ছেদকভেদৈরুপপত্তেঃ। একস্যৈব বাক্যস্যাখণ্ডত্বাবৈধর্ম্ম্যোভয়পরত্বে চ বাক্যভেদোঽখণ্ডতাপরকল্পনায়াং ফলাভাবশ্চ। অবৈধর্ম্ম্যজ্ঞানাদেব সর্ব্বাভিমাননিবৃত্তেঃ। অতোঽদ্বৈতবাক্যানি নাখণ্ডতাপরাণি। ন্যায়ানুগ্রহেণ বলবতী-

ব্যতীত এই শব্দোক্ত অবস্থাত্রয়াভিমাননিবৃত্তির সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ তাঁহার একরূপতা প্রতিপাদনদ্বারা নিখিল উপাধিবিবেচনা করিয়া সকল আত্মারই স্বরূপবোধ হইতেছে। অন্যথা ব্রহ্মাও নির্দ্ধর্ম্মক আত্মস্বরূপ বিশেষ করিয়া কেবল শব্দদ্বারা সেই আত্মস্বরূপের প্রতিপাদন করিতে পারেন না। যেহেতু শব্দসকল সামান্যমাত্রের গোচর। কীটাদি ব্রহ্মপর্য্যন্তে আত্মার একরূপত্ব প্রতিপাদিত হইলেও সেই একরূপতাপরিজ্ঞানার্থ শিষ্যকে স্বয়ংই বিবেচনা করিতে হয়। বিবেচনাব্যতিরেকে কেবল শব্দশ্রবণে আত্মার একরূপত্বের বোধ হইতে পারে না। যাবৎ "আত্মা একরূপ" ইত্যাদি উপদিষ্ট বাক্যের সহিত মনের ঐক্য না হয়, তাবৎ পর্য্যালোচনা করিয়া থাকে। অনন্তর নিঃশেষরূপে অভিমান নিবৃত্ত হইলেই শিষ্য কৃতার্থ হইতে পারে। যদি অদ্বৈতপ্রতিপাদক বাক্যসকল অখণ্ডতামাত্রপর হয়, তবে তাহাহইতে সম্যক্‌রূপে অভিমাননিবৃত্তির সম্ভব হয় না। যেহেতু যেমন আকাশেতে বিবিধশব্দ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ অখণ্ড আত্মাতে সুখ, দুঃখ ও সুখদুঃখাদির অভাবের উপপত্তি আছে। আর একবাক্যকে অখণ্ডপর ও অবৈধর্ম্ম্যপর বলিলে একের উভয়পরত্ব বলিয়া বাক্যভেদ এবং অখণ্ডপরতাকল্পনায় ফলাভাব হয়। যেহেতু অবৈধর্ম্ম্যজ্ঞান হইতেই সর্ব্বপ্রকার অভিমানের নিবৃত্তি সিদ্ধ আছে; সুতরাং অখণ্ডপরতাকল্পনা নিষ্প্রয়োজন।

ভির্ভেদগ্রাহকশ্রুতিস্মৃতিভির্ব্বিরোধাচ্চ। কিন্তুবৈধর্ম্ম্যলক্ষণাভেদপরাণ্যেব। সাম্যবোধকশ্রুতিস্মৃতিভিরেকবাক্যত্বাৎ। সামান্যাৎ স্থিতি ব্রহ্মসূত্রাচ্চেতি। তত্র সাম্যে শ্রুতয়ঃ। যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি" এবং মুনের্ব্বিজানত-আত্মা ভবতি গৌতম নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়শ্চ। "জ্যোতিরাত্মনি নান্যত্র সর্ব্বভূতেষু তৎ সমম্। স্বয়ং চ শক্যতে দ্রষ্টুং সুসমাহিতচেতসা॥ যাবানাত্মনি বোধাত্মা তাবানাত্মা পরাত্মনি। য এবং সততং বেদ জনস্থোঽপি ন মুহ্যতি॥" ইত্যাদ্যাঃ। উক্তশ্রুতৌ মোক্ষদশায়ামপি ভেদঘটিতসাম্যবচনাৎ স্বরূপভেদোঽপ্যাত্মনামস্তীতি সিদ্ধম্। অবৈধর্ম্ম্যাভেদপরত্বং চাস্মন্মতে বিষ্ণুরহং শিবোঽহমিত্যাদিবাক্যানাং মন্তব্যম্। ন তু তত্ত্বমস্যহং ব্রহ্মাস্মীত্যাদিবাক্যানামপি। তত্র সাংখ্যমতে

অতএব অদ্বৈতবাক্য অখণ্ডপর নহে, তাহাহইলে ন্যায়ানুসারে বলবতী ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটিয়া উঠে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঐ সকল শ্রুতির অবৈধর্ম্ম্যলক্ষণ অভেদপর, যেহেতু সাম্যবোধক শ্রুতির সহিত উহাদিগের একবাক্যতা আছে, এবং "সামান্যাচ্চ" এই ব্রহ্মমীমাংসাসূত্রেও উহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সাম্যবোধক শ্রুতি এই,—যেমন বিশুদ্ধপাত্রে উদক থাকিলে সেই উদক পাত্রের সমতাপ্রাপ্ত হয়, আত্মাও সেইরূপ জানিবে। জ্ঞানী মুনিগণ এইরূপে আত্মার নিরূপণ করিয়া থাকেন, সেই আত্মা নিরঞ্জন, তিনিই পরমসাম্যপ্রাপ্ত হয়েন। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, আত্মারই জ্যোতিঃ আছে, আর কাহারও জ্যোতিঃ নাই, সেই আত্মজ্যোতিই সর্ব্বভূতে সমভাবে রহিয়াছে, কেবল সুসমাহিতচিত্তে স্বয়ংই সেই জ্যোতি দর্শনকরিতে পারে। আর আপনাতে যে আত্মা, পরেতেও সেই আত্মা, যাঁহার সর্ব্বদা এইরূপ জ্ঞান আছে, তিনি জনসমাজে থাকিলেও কোনরূপ সংসারমায়াতে মোহিত হয়েন না। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে মোক্ষদশাতেও ভেদঘটিত সাম্যকথনপ্রযুক্ত আত্মার স্বরূপভেদ আছে, ইহা সিদ্ধ হইল। আমরা যে পূর্ব্বকথিত অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিকে অবৈধর্ম্ম্যপর ও অভেদপর বলিয়াছি, তাহা "আমি বিষ্ণু এবং আমি শিব" ইত্যাদি বাক্যবিষয়ক জানিতে হইবে। "আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ" এই বাক্যবিষয়ক

প্রলয়কালীনস্য পূর্ণাত্মন এব তদাদিপদার্থতয়া নিত্যশুদ্ধমুক্তস্ত্বমসীত্যাদিযথা-শ্রুতস্য তাদৃশবাক্যার্থত্বাৎ। যদি তু সর্গাদ্যুৎপন্নপুরুষো নারায়ণাখ্য এব তৎপদার্থস্তদা তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যানামপ্যবৈধর্ম্ম্যার্থকতৈবাস্তু। নমু প্রয়ো-জনাভাবান্ন ভেদপরত্বং শ্রুতীনাং সম্ভবতীতি চেন্ন মোক্ষোপপাদনস্যৈব প্রয়ো-জনত্বাৎ। সৃষ্টিসংহারয়োঃ প্রবাহরূপেণানুচ্ছেদাৎ তয়োরৈক্যে মোক্ষানুপ-পত্তেঃ। অথৈবমাত্মভেদস্য লোকসিদ্ধতয়া ন তৎপরত্বং শ্রুতীনাং ঘটত ইতি নৈবম্। লাঘবতর্কেণাকাশবদাত্মন্যেকত্বস্যানুমানতঃ প্রসক্তস্য শ্রুত্যা-দিভির্নিষেধাৎ। স্বপরচৈতন্যয়োর্ভেদস্য চাপ্রত্যক্ষত্বাৎ। দেহাদিষেবানু-ভবাৎ। য এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতেঽথ তস্য ভয়ং ভবতীত্যাদিভেদ-নিন্দা তু বৈধর্ম্ম্যবিভাগান্যতরলক্ষণভেদপরেতি। নন্বেবং মুক্তানাং প্রতি-

নহে। সেইস্থলে সাংখ্যমতে প্রলয়কালীন পূর্ণ আত্মারই তত্ত্বমসিপদার্থতা-প্রযুক্ত "তুমি নিত্য শুদ্ধ মুক্তস্বরূপ" ইত্যাদি যথাশ্রুতার্থ তাদৃশ বাক্যের প্রতিপাদ্য বলিয়া জানিবে। যদি সৃষ্টির আদিপুরুষ নারায়ণই তৎপদার্থ-প্রতিপাদ্য হয়েন, তাহাহইলে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিবাক্যও অবৈধর্ম্ম্যপর, হইতে পারে। আর যদি বল, প্রয়োজনাভাবপ্রযুক্ত শ্রুতির ভেদপরত্ব সম্ভবে না, ইহা বলা যায় না, যেহেতু মোক্ষপ্রতিপাদনই শ্রুতির প্রয়োজন; সুতরাং প্রয়োজনাভাব অসম্ভব। সৃষ্টি ও সংহার প্রবাহরূপে চলিতেছে, কিন্তু ইহা-দিগেরও ভেদ আছে, তাহার ঐক্যস্বীকার করিলে মোক্ষের অনুপপত্তি হয়। যদি বল, লৌকিকেতে আত্মভেদ দৃষ্ট হয়, এই নিমিত্ত শ্রুতির ভেদপরত্ব সম্ভবে না; ইহা হইতে পারে না, যেহেতু লাঘবতর্কদ্বারা আকাশের ন্যায় আত্মাতে এক ত্বের অনুমানহেতু শ্রুত্যাদিদ্বারা উহার নিষেধ হইয়াছে, বিশেষতঃ স্বচৈতন্য ও পরচৈতন্য এই উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে এবং দেহাদিতেই ভেদের অনুভব হইয়া থাকে। "যে ভেদজ্ঞান করে, তাহারই ভয় হয়" ইত্যাদি-বাক্যে যে ভেদজ্ঞানের নিন্দাশ্রুতি আছে, তাহাও বৈধর্ম্ম্য ও বিভাগ, ইহা-দিগের অন্যতর লক্ষণ ভেদপর, অর্থাৎ যাহারা বৈধর্ম্ম্য ও বিভাগস্বীকার করে, তাহারাই নিন্দনীয়। যদি আত্মার ঐক্যই স্থির সিদ্ধান্ত হইল, তাহাহইলে শ্রুতিতে যে মুক্ত পুরুষের পৃথক্ পৃথক্ প্রতিবিম্ব উক্ত আছে, সেই শ্রুতির

বিম্বাবচ্ছেদশ্রুতীনাং কা গতিরিতি চেদুচ্যতে। অনেকতেজোময়াদিত্যমণ্ডলবৎ। অনেকাত্মময়মপি চিদাদিত্যমণ্ডলমেকরসমবিভক্তমেকপিণ্ডীকৃত্য তস্য কিরণবৎ স্বাংশভূতৈরসংখ্যপুরুষৈরসংখ্যোপাধিষসংখ্যবিভাগ এব প্রতিবিম্বাদিদৃষ্টান্তৈঃ প্রতিপাদ্যতে বিভাগলক্ষণাত্মত্বস্য বাচারম্ভণমাত্রত্বং বোধয়িতুং ন পুনরখণ্ডত্বম্। "বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।" ইত্যাদিসাংশদৃষ্টান্তশ্রুতীনাং ন্যায়ানুগ্রহেণ বলবত্ত্বাদিতি। যথা চ স্মর্য্যতে—"যস্য সর্ব্বাত্মকত্বেঽপি খণ্ড্যতে নৈকপিণ্ডতা।" ইতি ব্রহ্মমীমাংসায়াং তু নিত্যাভিব্যক্তে পরমেশ্বরচৈতন্যেঽন্যেষাং লয়রূপাবিভাগেনাপ্যদ্বৈতমুক্তমবিভাগো বচনাদিতি সূত্রেণেতি। অধিকং তু ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রোক্তমস্মাভিরিতি দিক্। সূত্রস্য দ্বিতীয়ব্যাখ্যায়াং ত্বয়ং ভাবঃ। প্রলয়কালে পুরুষবিজাতীয়ং সর্ব্বমেবাসৎ। অর্থক্রিয়াকারিত্বাভাবাৎ। পুরু-

কি সঙ্গতি হইবে? এই আশঙ্কায় ইহাই বলা যাইতে পারে যে, যেমন আদিত্যমণ্ডল অনেকতেজোময়, সেইরূপ চিদাত্মমণ্ডলও অনেক আত্মময়। ঐ আদিত্যমণ্ডলে যেমন অনেক তেজ একত্রীভূত হইয়া তেজোরাশি হইয়াছে, চিদাত্মমণ্ডলেও সেইরূপ অসংখ্য আত্মা পিণ্ডীকৃত হইয়া রহিয়াছে। যেমন সেই আদিত্যমণ্ডল হইতে অসংখ্য কিরণ বহির্গত হইয়া জগৎ প্রকাশ করে, সেইরূপ চিদাত্মমণ্ডলের অংশভূত অসংখ্য পুরুষের অসংখ্য উপাধিতে অসংখ্য বিভাগ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, ইহাই প্রতিবিম্বাদি দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই বিভাগ কেবল বাক্যের আরম্ভার্থ বোধ জন্মায়, অখণ্ডত্বপ্রতিপাদন করে না। "যেমন একই বায়ু এই ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপ ধারণ করে, সেইরূপ এক আত্মাও বিভিন্ন প্রতিবিম্বগ্রহণ করিতে পারে," ইত্যাদি অংশদৃষ্টান্ত শ্রুতি ন্যায়ানুগত বলিয়াই তাহার বলবত্তা জানা যায় এবং বৃদ্ধেরাও স্মরণ করিয়া থাকেন যে, "যাঁহাকে সর্ব্বাত্মময় বলিলেও তাঁহার একরূপতা খণ্ডিত হয় না, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বময় হইলেও তাঁহার একরূপত্বের বাধ হয় না।" ব্রহ্মমীমাংসাসূত্রে কথিত হইয়াছে যে, নিত্য অভিব্যক্ত পরমেশ্বরচৈতন্যে অন্যের লয় হয় এবং তাহা অবিভক্তরূপে থাকে। ইহার সবিশেষ আমরা ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে বলিয়াছি। এই সূত্রের

বিদিতবন্ধকারণস্য দৃষ্ট্যাতদ্রূপম্ ॥ ১৫৫ ॥

যাণাং কূটস্থত্বেনার্থক্রিয়ৈবাপ্রসিদ্ধেতি। অতঃ সর্গকাল ইব প্রলয়েঽপি সত্ত্বম্। অতস্তদাত্মনাং বিজাতীয়দ্বৈতরাহিত্যম্। তথা সর্গকালেঽপি কূটস্থত্বরূপপারমার্থিকসত্ত্বেনান্যন্নেতি বিজাতীয়দ্বৈতরাহিত্যাৎ সর্গকালীনাদ্বৈতশ্রুতয়োঽপ্যুপপন্না ইতি ॥ ১৫৪ ॥

নন্বাত্মন একত্ববদেকরূপত্বমপি নানারূপতাপ্রত্যক্ষেণ বিরুদ্ধং তৎ কথমুক্তং জাতিপরত্বাদিতি তত্রাহ। বিদিতং স্পষ্টং বন্ধকারণমবিবেকো যত্র তস্য দৃষ্ট্যৈব পুরুষেষতদ্রূপং রূপভেদ ইত্যর্থঃ। অতো ভ্রান্তদৃষ্ট্যা ন রূপভেদসিদ্ধিরিতি ॥ ১৫৫ ॥

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে এইরূপ ভাবগ্রহ হইতে পারে। প্রলয়কালে পুরুষের বিজাতীয় সমুদায়ই অসৎ, যেহেতু সেই সময়ে কাহারও অর্থক্রিয়াকারিত্ব থাকে না। আর পুরুষেরও কূটস্থতাপ্রযুক্ত অর্থক্রিয়াই অসিদ্ধ। অতএব সৃষ্টিকালের ন্যায় প্রলয়কালেও সত্ত্ব জানা যায়। অতএবই তৎস্বরূপ আর বিজাতীয় দ্বৈতরাহিত্য প্রতিপন্ন হইল। এই প্রকারে সৃষ্টিকালেও কূটস্থতাই পারমার্থিক সত্ত্ব, উহা অন্যরূপ নহে; যেহেতু সেই সময়ে বিজাতীয় দ্বৈতের অভাব থাকে। অতএব সৃষ্টিকালেও অদ্বৈত শ্রুতি উপপন্ন হইল ॥ ১৫৪ ॥

আত্মার নানারূপতার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; সুতরাং তাহার একত্বের ন্যায় একরূপত্বও বিরুদ্ধ হইল; অতএব জাতিপরত্বপ্রযুক্ত অদ্বৈত শ্রুতির যে বিরোধ নাই, এই পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার কিরূপ সঙ্গতি হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যাহাদিগের বন্ধের কারণীভূত অবিবেক ব্যক্ত রহিয়াছে, তাহাদিগের দৃষ্টিতেই পুরুষের রূপভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ভ্রান্তদৃষ্টিদ্বারা আত্মার রূপভেদসিদ্ধ হইতে পারে না, অর্থাৎ অবিবেকীরাই আত্মার রূপভেদকল্পনা করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রূপভেদ নাই; সুতরাং অদ্বৈত শ্রুতির অসঙ্গতি নাই ॥ ১৫৫ ॥

নান্ধাদৃষ্ট্যা চক্ষুষ্মতামনুপলম্ভঃ ॥ ১৫৬ ॥

বামদেবাদির্ম্মুক্তো নাদ্বৈতম্ ॥ ১৫৭ ॥

নন্বু তথাপ্যনুপলম্ভাদেকরূপত্বাভাবঃ সেৎস্যতি তত্রাহ। অনুপলম্ভ এবা-সিদ্ধঃ। অজ্ঞৈরদর্শনেঽপি জ্ঞানিভিরেকরূপত্বস্য দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫৬ ॥

অদ্বৈতশ্রুত্যনুপপত্তিং সমাধায়াখণ্ডাদ্বৈতে বাধকান্তরমাহ। বামদেবাদির্মুক্তোঽস্তি তথাপীদানীং বন্ধঃ স্বস্মিন্নুভবসিদ্ধঃ। অতো নাখণ্ডাত্মাদ্বৈতমিত্যর্থঃ। স চাপি জাতিস্মরণাপ্তবোধস্তত্রৈব জন্মন্যপবর্গমাপেত্যাদিবাক্যশতবিরোধশ্চেতি শেষঃ। ন চৈবং বন্ধমোক্ষাবুপাধেরেবেত্যবগন্তব্যম্। শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধান্তবিরোধাৎ। দুঃখং মা ভুঞ্জীয়েতি কামনাদর্শনেন পুরুষমোক্ষস্যৈব মোক্ষাখ্যপরমপুরুষার্থত্বাচ্চ। উপাধের্দুঃখহানস্য চ তাদর্থ্যেন পরম্পর-

অনুপলম্ভবশতই আত্মার একরূপত্বাভাব সিদ্ধ হইতেছে। যদি তাহার একরূপত্বের উপলব্ধি না হইল, তবে আর আত্মাকে কি প্রকারে একরূপ বলা যাইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই আত্মার একরূপত্ব দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞানীরা তাহা সর্ব্বদাই উপলাভ করিয়া থাকে; সুতরাং অজ্ঞদিগের অনুপলম্ভবশতঃ আত্মার একরূপত্বের বাধ হইতে পারে না, যেহেতু জ্ঞানিগণ আত্মাকে একরূপই বলিয়া থাকেন ॥১৫৬॥

ইতিপূর্ব্বে অদ্বৈত শ্রুতির অনুপপত্তির সমাধান করিয়া এইক্ষণ আত্মার অখণ্ড অদ্বৈতস্বরূপত্বে অন্য বাধকপ্রদর্শন করিতেছেন।—বামদেবাদি মুনিগণ মুক্ত হইয়া আছেন; এবং আমরা যে বদ্ধ আছি, ইহা আপন বুদ্ধিতে অনুভূত হইতেছে, অতএব আত্মা অখণ্ড ও অদ্বৈত হইতেছেন না। আত্মা অখণ্ড অদ্বৈতরূপ হইলে বামদেবাদির মুক্তাবস্থায় আমরা বদ্ধ থাকিতে পারি না, বামদেবাদির মুক্তিতে আমাদিগেরও মুক্তি হইত, অথবা আমাদিগের বন্ধনে বামদেবাদিরও বন্ধন ঘটিত। বিশেষতঃ "তিনি পূর্ব্বজন্মস্মরণাদিবোধবান্ এবং এই জন্মেই মুক্তি পাইয়াছেন," ইত্যাদি শত শত বাক্যবিরোধ হয়। যদি বল, উপাধিরই বন্ধমোক্ষ হয়; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভব নাই, ইহাও বলা যায় না; কারণ তাহাহইলে বহুবিধ শ্রুতিস্মৃতির বিরোধ

অনাদাবদ্য যাবদভাবাদ্ভবিষ্যদপ্যেবম্ ॥ ১৫৮ ॥

ষৈব পুরুষার্থত্বাৎ পুত্রাদিবদিতি। যদপ্যাধুনিকৈর্ম্মায়াবাদিভিরুচ্যতে। অদ্বৈতশ্রুতিবিরোধাদ্বন্ধমোক্ষসৃষ্টিসংহারাদিশ্রুতয়ো বাধ্যন্ত ইতি। তদপ্যসৎ। মোক্ষাখ্যফলস্যাপি শ্রবণকাল এবাভাবনিশ্চয়ে শ্রবণোত্তরং মননাদিবিধেরনুষ্ঠানলক্ষণাপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। প্রপঞ্চান্তর্গতস্য বেদান্তস্যাপ্যদ্বৈতশ্রুত্যা বাধে বেদান্তাবগতেঽপ্যদ্বৈতে পুনঃ সংশয়াপত্তেশ্চ। স্বাপ্নবাক্যস্য জাগ্রত্তি বাধে তদ্বাক্যার্থে পুনঃ সংশয়বৎ। কিঞ্চ মিথ্যাবুদ্ধির্নাস্তিকতেত্যনুশাসনাদ্ধর্ম্মাদিষু স্বাপবন্ মিথ্যাদৃষ্টয়ো বৌদ্ধপ্রভেদা এব সাংবৃত্তিকশব্দেন প্রপঞ্চস্যাবিদ্যকতায়াশ্চ তৈরভ্যুপগমাদিতি দিক্ ॥ ৫৭ ॥

নন্বু বামদেবাদেরপি পরমমোক্ষো ন জাত ইত্যভ্যুপেয়ং তত্রাহ। অনাদৌ.

হয়। "আমি যেন দুঃখভোগ করি না" ইত্যাদি কামনাদর্শনে পুরুষের মোক্ষই পরমপুরুষার্থ বলিয়া উক্ত আছে, অতএব উপাধির বন্ধমোক্ষ হইতে পারে না। আর পুত্রাদির ন্যায় পরম্পরারূপেই উপাধির দুঃখহানিরূপ পরমপুরুষার্থ হয়। আধুনিক মায়াবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, অদ্বৈত শ্রুতির বিরোধহেতু বন্ধ, মোক্ষ, সৃষ্টি ও সংহারাদি শ্রুতিও বাধিত হয়। ইহাও সৎপক্ষ নহে, যেহেতু মোক্ষাখ্য ফলেরও শ্রবণকালেই অভাবনিশ্চয় হইলে শ্রবণের পর মননাদি বিধির অনুষ্ঠানরূপ অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ হয়। আর বেদান্তও এই প্রপঞ্চের অন্তর্গত, অদ্বৈত শ্রুতিদ্বারা তাহার বাধ হইলে যে জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন বাক্যের বাধহেতু, সেই বাক্যার্থে পুনর্ব্বার সংশয় হয়, সেইরূপ বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈতে পুনর্ব্বার সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে বলিতেছেন "মিথ্যাদৃষ্টিই নাস্তিকতা" এই অনুশাসনবলে ধর্ম্মাদিতে স্বপ্নবৎ মিথ্যাবাদী কোন কোন বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রপঞ্চে অবিদ্যাজন্যত্ব স্বীকার করিয়া থাকে ॥ ১৫৭ ॥

বামদেবাদি মুনির পরমমোক্ষই হয় নাই, ইহা স্বীকার করি, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি এইক্ষণ বামদেবাদি মুনির মোক্ষই হয় নাই বল, তবে ভবিষ্যৎকালেও কোন ব্যক্তির মোক্ষ হইবে না বলিতে পারি; সুতরাং

ইদানীমিব সর্ব্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ ॥ ১৫৯ ॥

ব্যাবৃত্তোভয়রূপঃ ॥ ১৬০ ॥

কালেঽদ্য যাবচ্চেন্মোক্ষো ন জাতঃ কস্যাপি তর্হি ভবিষ্যৎকালোঽপ্যেবং মোক্ষশূন্য এব স্যাৎ সম্যক্সাধনানুষ্ঠানস্যাবিশেষাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫৮ ॥

তত্র প্রয়োগমাহ। সর্ব্বত্র কালে বন্ধস্যাত্যন্তোচ্ছেদঃ কস্যাপি পুংসো নাস্তি বর্ত্তমানকালবদিত্যনুমানং সম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১৫৯ ॥

পুরুষাণাং যদেকরূপত্বমেকত্বপ্রতিপাদকশ্রুত্যর্থাবধারিতং তৎ কিং মোক্ষকালে কিং সর্ব্বদৈবেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। স চ পুরুষো ব্যাবৃত্তোভয়রূপো ব্যাবৃত্তো নিবৃত্তো রূপভেদো যস্মাৎ তথেত্যর্থঃ। শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যঃ সদৈকরূপতাসিদ্ধেরিতি শেষঃ। তদুক্তম্। "বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া। রমমাণো গুণেষস্যা মমাহমিতি বধ্যতে॥" ইতি। "জগদাখ্যমহাস্বপ্নে স্বাপ্নাৎ

মোক্ষ অপ্রসিদ্ধ হইল। তবে আর মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান কেন? অতএব বামদেবাদির মোক্ষ হয় নাই, এইরূপ আশঙ্কাই হইতে পারে না ॥ ১৫৮ ॥

এইক্ষণ এই অনুমান হইতেছে যে, যেমন বর্ত্তমানকালে কোন পুরুষেরও বন্ধের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবে না, সেইরূপ সকল কালেই কোন পুরুষের বন্ধের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইতে পারে না; সুতরাং সকল কালেই বন্ধমোক্ষ আছে, ইহা বলিতে হইবে ॥ ১৫৯ ॥

একত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিদ্বারা পুরুষের একরূপত্ব অবধারিত হইয়াছে, এ বিষয়ে এইক্ষণে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, সেই একরূপত্ব কি পুরুষের মোক্ষ কালেই থাকে, অথবা সর্ব্বদাই পুরুষ একরূপ থাকেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—শ্রুতিস্মৃতি ও ন্যায়প্রভৃতির প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেই পুরুষ উভয়রূপ হইতে ব্যাবৃত্ত, সুতরাং তাহার রূপভেদ নাই; যেহেতু শ্রুতিস্মৃতিপ্রভৃতিতে পুরুষের একরূপতাই সিদ্ধ আছে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, পুরুষ বহুরূপিণী মায়াদ্বারাই বহুরূপীর ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ঐ পুরুষ যখন সেই মায়ার গুণে আসক্ত হয়েন, তখনই "এই আমি, ইহা আমার" ইত্যাদিরূপে বদ্ধ হইতে থাকেন। আর পুরুষ এই জাগ্রদাখ্য স্বপ্নে অভিভূত হইয়া এক স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি স্বীয়

সাক্ষাৎসম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্ ॥ ১৬১ ॥

স্বপ্নান্তরং ব্রজেৎ। রূপং ত্যজতি নো শান্তং ব্রহ্ম শাস্তত্ববৃংহিতম্।" ইতি চ। ১৬০।

নতু সাক্ষিত্বস্যানিত্যত্বাৎ পুরুষাণাং কথং সদৈকরূপত্বং তত্রাহ। পুরুষস্য যৎ সাক্ষিত্বমুক্তং তৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধমাত্রাৎ। ন তু পরিণামত ইত্যর্থঃ। সাক্ষাৎসম্বন্ধেন বুদ্ধিমাত্রসাক্ষিতাবগম্যতে সাক্ষাদ্‌দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়ামিতি সাক্ষি-শব্দব্যুৎপাদনাৎ। সাক্ষাদ্‌দ্রষ্টৃত্বং চাব্যবধানেন দ্রষ্টৃত্বম্। পুরুষে চ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধঃ স্ববুদ্ধিবৃত্তেরেব ভবতি। অতো বুদ্ধেরেব সাক্ষী পুরুষোঽন্যেষাং তু দ্রষ্টৃমাত্রমিতি শাস্ত্রীয়ো বিভাগঃ। জ্ঞাননিয়ামকশ্চার্থাকারতাস্থানীয়ঃ প্রতি-বিম্বরূপ এব সম্বন্ধো ন তু সংযোগমাত্রমতিপ্রসঙ্গাদিত্যসকৃদাবেদিতম্। বিষ্ণ্বাদেঃ সর্ব্বসাক্ষিত্বং ত্বিন্দ্রিয়াদিব্যবধানাভাবমাত্রেণ গৌণম্। অক্ষসম্বন্ধাৎ

শান্তরূপ পরিত্যাগ করেন না, ইত্যাদি প্রমাণে পুরুষের সর্ব্বদাই এক-রূপত্ব প্রতিপন্ন হইল। কেবল মায়াদ্বারাই বিবিধরূপী বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক পুরুষ বিবিধরূপী নহেন ॥ ১৬০ ॥

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পুরুষ সর্ব্বসাক্ষী, কিন্তু সেই সাক্ষীত্ব অনিত্য; অতএব পুরুষের কিরূপে সর্ব্বদা একরূপত্ব সম্ভবিতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পুরুষের যে সাক্ষীত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধমাত্রই জানিতে হইবে। পরিণামরূপে তাহার সাক্ষীত্ব নাই। যেহেতু সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই বুদ্ধিমাত্রের সাক্ষিতা জানা যায়। যিনি সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, অর্থাৎ সাক্ষাৎ দর্শন করেন। তিনি সাক্ষীশব্দের প্রতিপাদ্য এবং যাহার দর্শনে কোন ব্যবধান নাই, তাহাকেই সাক্ষাৎ দ্রষ্টা বলা যায়। পুরুষে স্ববুদ্ধিবৃত্তিরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। অতএব পুরুষ কেবল বুদ্ধিরই সাক্ষী, অন্যান্য পদার্থের দ্রষ্টামাত্র; ইহাই শাস্ত্রোক্ত বিভাগ নিরূপিত আছে। পুরুষের সহিত বুদ্ধিরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, অন্যান্য পদার্থগ্রহণে পুরুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। তাঁহাতে প্রতিবিম্বরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তিনি জ্ঞানের নিয়ামক, অর্থাৎ তাঁহার যে জ্ঞান হয়, তাহা অর্থাকারতারূপেই

নিত্যমুক্তত্বম্ ॥ ১৬২ ॥

ঔদাসীন্যং চেতি ॥ ১৬৩ ॥

সাক্ষিত্বমিতি পাঠে ত্বক্ষমত্রবুদ্ধিঃ করণত্বসামান্যাৎ। তস্যা যথোক্তাৎ প্রতিবিম্বরূপাৎ সম্বন্ধাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬১ ॥

উভয়রূপত্বাভাবসিদ্ধ্যর্থং পুরুষস্যাপরৌ বিশেষাবাহ সূত্রাভ্যাম্। সদৈব পুরুষস্য দুঃখাখ্যবন্ধশূন্যত্বম্। দুঃখাদের্বুদ্ধিপরিণামিত্বাদিত্যর্থঃ। পুরুষার্থস্তু দুঃখভোগনিবৃত্তিঃ প্রতিবিম্বরূপদুঃখনিবৃত্তির্ব্বেত্যুক্তমেব ॥ ১৬২ ॥

ঔদাসীন্যমকর্ত্তৃত্বং তেন চান্যেঽপি নিষ্কামত্বাদয় উপলক্ষণীয়াঃ। কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি শ্রুতেঃ। ইতিশব্দঃ পুরুষধর্ম্মপ্রতিপাদনসমাপ্তৌ ॥ ১৬৩ ॥

সম্পন্ন হইয়া থাকে। পদার্থের সংযোগদ্বারা তাঁহার জ্ঞান হয় না, তাহাহইলে যে অতিপ্রসঙ্গদোষ হয়, ইহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রভৃতির যে সর্ব্বসাক্ষীত্ব উক্ত আছে, ইহাতে ইন্দ্রিয়াদির ব্যবধানবশতঃ তাহা গৌণ বলা যায়। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধবশতঃ সাক্ষীত্ব হয়, এইরূপ পাঠ করিলে বুদ্ধিই এস্থলে ইন্দ্রিয়শব্দের অর্থ জানিতে হয়, কারণ বুদ্ধিতেই সর্ব্বকারণত্ব আছে। সেই বুদ্ধির প্রতিবিম্বরূপ সম্বন্ধ হইতেই বুদ্ধির সাক্ষীত্ব উপপন্ন হয়, ইহাই ভাবার্থ ॥১৬১॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ উভয়রূপে ব্যাবৃত্ত, এইক্ষণ তাঁহার উভয়রূপত্বাভাবসিদ্ধ্যর্থ বক্ষ্যমাণ সূত্রদ্বয়ে দুইটী বিশেষ কারণপ্রদর্শন করিতেছেন।—যেহেতু দুঃখাদি বুদ্ধির পরিণাম, অতএব পুরুষ সর্ব্বদাই দুঃখরূপ বন্ধনশূন্য। কারণ দুঃখভোগনিবৃত্তি, অথবা প্রতিবিম্বরূপ দুঃখভোগনিবৃত্তি, ইহাই পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত আছে ॥ ১৬২ ॥

পুরুষ উদাসীন, অর্থাৎ কোন বিষয়েই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাই এবং কোন কামনাদিও পুরুষের নাই। যেহেতু কাম, সংকল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, বুদ্ধি, লজ্জা, ভয় এই সকল মনেরই ধর্ম্ম বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত আছে। এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে. পুরুষের নিত্যমুক্তত্ব ও ঔদাসীন্য এই বিশেষ ধর্ম্মদ্বয়ই তাহার উভয়রূপাভাব সিদ্ধিকরিতেছে ॥১৬৩॥

উপরাগাৎ কর্তৃত্বং চিৎসান্নিধ্যাচ্চিৎসান্নিধ্যাৎ ॥ ১৬৪ ॥

ইতি কাপিলসাংখ্যপ্রবচনে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নন্বেবং প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যোঽন্যং বৈধর্ম্ম্যেণ বিবেকে সিদ্ধে পুরুষস্য কর্তৃত্বং বুদ্ধেরপি চ জ্ঞাতৃত্বং শ্রুতিস্মৃত্যোরুচ্যমানং কথমুপপদ্যোয়াতাং তত্রাহ। অত্র যথাযোগ্যমন্বয়ঃ। পুরুষস্য যৎ কর্তৃত্বং তদ্‌বুদ্ধ্যুপরাগাৎ। বুদ্ধেশ্চ যা চিত্তা সা পুরুষসান্নিধ্যাৎ। এতদুভয়ং ন বাস্তবমিত্যর্থঃ। যথাগ্ন্যয়সোঃ পরস্পরং সংযোগবিশেষাৎ পরস্পরধর্ম্মব্যবহার ঔপাধিকো যথা বা জলসূর্য্যয়োঃ সংযোগাৎ পরস্পরধর্ম্মারোপস্তথৈব বুদ্ধিপুরুষয়োরিতি ভাবঃ। এতচ্চ কারিকয়াপ্যুক্তম্। "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্। গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥" ইতি। চিত্তসান্নিধ্যাদিতি দ্বিঃপাঠোধ্যায়সমাপ্তিসূচনার্থঃ॥ ১৬৪ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ ইহাদিগের পরস্পর বৈধর্ম্ম্যদ্বারা বিবেক সিদ্ধ হইলে শ্রুতিস্মৃতিকথিত পুরুষের কর্তৃত্ব ও বুদ্ধির জ্ঞাতৃত্ব কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পুরুষের যে কর্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধির উপরাগবশতঃ এবং বুদ্ধির যে চিৎস্বরূপত্ব উক্ত আছে, তাহাও পুরুষসান্নিধ্যবশতঃ জানিবে, অর্থাৎ পুরুষেতে বুদ্ধির উপরাগ হইলেই পুরুষ সর্ব্বকর্ত্তা বলিয়া বোধ হয় এবং বুদ্ধিতে পুরুষের সান্নিধ্য হইলেই সেই বুদ্ধির চিৎস্বরূপত্ব জানা যায়। বাস্তবিক পুরুষের কর্তৃত্ব ও বুদ্ধির চিৎস্বরূপত্ব এই উভয়ই অলীক। যেমন অগ্নি ও লৌহ, এই উভয়ের পরস্পর সংযোগবশতঃ পরস্পরের ধর্ম্মব্যবহার হয় এবং জল ও সূর্য্য এই উভয়ের সংযোগবশতঃ পরস্পরের প্রতি ধর্ম্মের আরোপ হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতে পুরুষের সন্নিধ্যবশতঃ বুদ্ধির চিৎস্বরূপত্ব এবং পুরুষেতে বুদ্ধির উপরাগবশতঃ কর্তৃত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। সাংখ্যকারিকাতে লিখিত আছে যে, "সতত পুরুষের সংযোগবশতঃ অচেতনও চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়। পুরু-

"হেয়হানে তয়োর্হেতু ইতি ব্যূহা যথাক্রমম্।
চত্বারঃ শাস্ত্রমুখ্যার্থা অধ্যায়েঽস্মিন্ প্রপঞ্চিতাঃ॥
সংক্ষিপ্তসাঙ্খ্যসূত্রাণামর্থমাত্র প্রপঞ্চনাৎ।
শাস্ত্রং যোগবদেবেদং সাঙ্খ্যপ্রবচনাভিধম্॥"

ইতি বিজ্ঞানাচার্য্যনির্ম্মিতে কাপিলসাঙ্খ্যপ্রবচনস্য ভাষ্যে
বিষয়াধ্যায়ঃ প্রথমঃ॥ ১॥

বের গুণ ও কর্ত্তৃত্বও সেইরূপ জানিবে। বাস্তবিক পুরুষ উদাসীন।" উক্ত-প্রকারে হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানোপায় এই ব্যূহচতুষ্টয় যথাক্রমে এই অধ্যায়ে প্রপঞ্চিত হইল॥ ১৬৪॥

ইতি প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য ॥ ১

শাস্ত্রস্য বিষয়ো নিরূপিতঃ। সাম্প্রতং পুরুষস্যাপরিণামিত্বোপপাদনায় প্রকৃতিতঃ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ামতিবিস্তরেণ দ্বিতীয়াধ্যায়ে বক্ষ্যতি। তত্রৈব প্রধান-কার্য্যাণাং স্বরূপং বিস্তরতো বক্তব্যং তেভ্যোঽপি পুরুষস্যাতিস্ফুটবিবেকায়। অতএব। "বিকারং প্রকৃতিং চৈব পুরুষং চ সনাতনম্। যো যথাবদ্বি-জানাতি স বিতৃষ্ণো বিমুচ্যতে ॥" ইতি মোক্ষধর্ম্মাদিষু ত্রয়াণামেব জ্ঞেয়ত্ব-বচনম্। তত্রাদাবচেতনায়াঃ প্রকৃতের্নিষ্প্রয়োজনস্রষ্টৃত্বে মুক্তস্যাপি বন্ধপ্রসঙ্গ ইত্যাশয়েন জগৎসর্জ্জনে প্রয়োজনমাহ। কর্ত্তৃত্বমিতি পূর্ব্বাধ্যায়শেষসূত্রা-

প্রথম অধ্যায়ে শাস্ত্রের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, সম্প্রতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুরুষের অপরিণামিত্ব উপপাদনার্থ প্রকৃতি হইতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বলিবেন, অর্থাৎ প্রকৃতিই জগতের সৃষ্টি করেন, ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে, তাহাতে বিস্তাররূপে প্রধান কার্য্যসকলের স্বরূপবর্ণন করাই উদ্দেশ্য। এই প্রধান কার্য্যের স্বরূপনিরূপণ হইতেই পুরুষের বিবেকসিদ্ধি হইয়া থাকে। "যিনি বিকার, প্রকৃতি ও সনাতন পুরুষ এই সকলের যথাবদ্‌বৃত্তান্ত জানিতে পারেন, তিনি সর্ব্ববিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়া এই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।" এইরূপে মোক্ষধর্ম্মাদিতে উক্ত বিকার, প্রকৃতি ও পুরুষ এই তিনের বিবে-কই মোক্ষসাধন বলিয়া উক্ত আছে; সুতরাং উক্ত তিনের বিবেক আবশ্যক, এই নিমিত্ত প্রথমতঃ জগৎসৃষ্টির প্রয়োজননিরূপণ করা বিধেয়। প্রকৃতি অচেতন, জগতের সৃষ্টিবিষয়ে তাহার কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি যদি সেই প্রকৃতিই জগৎসৃষ্টি করেন, ইহা স্বীকার কর, তাহাহইলে মুক্ত পুরুষেরও বন্ধাপত্তি হয়, এই আশঙ্কায় জগৎসৃষ্টিতে প্রয়োজননিরূপণ করিতেছেন।— পুরুষ স্বভাবতই দুঃখবন্ধ হইতে বিমুক্ত আছেন, বাস্তবিক পুরুষের দুঃখবন্ধ নাই। প্রতিবিম্বরূপ দুঃখ সম্ভবিতে পারে, পুরুষের সেই প্রতিবিম্বরূপ দুঃখ-

বিরক্তস্য তৎসিদ্ধেঃ ॥ ২ ॥

ন শ্রবণমাত্রাৎ তৎসিদ্ধিরনাদিবাসনায়া বলবত্ত্বাৎ ॥ ৩ ॥

দনুষজ্যতে স্বভাবতো দুঃখবন্ধাদ্বিমুক্তস্য পুরুষস্য প্রতিবিম্বরূপদুঃখমোক্ষার্থং প্রতিবিম্বসম্বন্ধেন দুঃখমোক্ষার্থং বা প্রধানস্য জগৎকর্ত্তৃত্বম্। অথবা স্বার্থম্। স্বস্য পারমার্থিকদুঃখমোক্ষার্থমিত্যর্থঃ। যদ্যপি মোক্ষবদ্ভোগোঽপি সৃষ্টেঃ প্রয়োজনং তথাপি মুখ্যত্বান্মোক্ষ এবোক্তঃ। ১।

ননু মোক্ষার্থং চেৎ সৃষ্টিস্তর্হি সকৃৎ সৃষ্ট্যৈব মোক্ষসম্ভবে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির্ন স্যাদিতি তত্রাহ। নৈকদা সৃষ্টের্মোক্ষঃ কিন্তু বহুশো জন্মমরণব্যাধ্যাদিবিবিধদুঃখেন ভৃশং তপ্তস্য ততশ্চ প্রকৃতিপুরুষয়োর্বিবেকখ্যাত্যোৎপন্নপরবৈরাগ্যস্যৈব মোক্ষোৎপত্তিসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ২।

সকৃৎ সৃষ্ট্যা বৈরাগ্যাসিদ্ধৌ হেতুমাহ। শ্রবণমপি বহুজন্মকৃতপুণ্যেন

নিবৃত্তির নিমিত্ত অথবা স্বীয় পারমার্থিক দুঃখমোচনার্থ প্রকৃতির জগৎকর্ত্তৃত্ব জানা যায়। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বস্বীকার না করিয়া পুরুষের কর্ত্তৃত্বকল্পনা করিলে তাহার প্রতিবিম্বরূপ দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না। যদিও মোক্ষের ন্যায় ভোগ ও সৃষ্টির প্রয়োজন হউক, তথাপি মোক্ষই সৃষ্টির প্রধান প্রয়োজন, অতএব মোক্ষরূপ সৃষ্টিপ্রয়োজন উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ।

যদি মোক্ষের নিমিত্তই সৃষ্টি, ইহা প্রতিপাদিত হইল, তাহাহইলে একবার সৃষ্টি হইলেই মোক্ষের সম্ভব হয়, তবে আর পুনঃপুনঃ সৃষ্টির প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—একবার সৃষ্টি হইতে মোক্ষ হইতে পারে না, কিন্তু পুরুষ বহু বহুবার জন্ম, মরণ, ব্যাধিপ্রভৃতি বিবিধ দুঃখে পরিতপ্ত হইলে তাহার প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকখ্যাতিদ্বারা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, এইরূপে বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইলেই মোক্ষসিদ্ধি হইতে পারে; সুতরাং পুনঃপুনঃ সৃষ্টির প্রয়োজন হইতেছে। জন্ম-মরণাদি বিবিধ দুঃখভোগ না হইলে পুরুষের বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না, বৈরাগ্য না হইলেও মোক্ষ সম্ভবে না, বহু বহুজন্মে অশেষবিধ ক্লেশ পাইলেই তাহার সংসারবিরাগ হয় ॥ ২ ।

একবার সৃষ্টিতে যে বৈরাগ্যসিদ্ধি হয় না, তাহাতে হেতুপ্রদর্শন করিতে-

বহুভৃত্যবদ্বা প্রত্যেকম্ ॥ ৪ ॥

ভবতি। তত্রাপি শ্রবণমাত্রান্ন বৈরাগ্যসিদ্ধিঃ কিন্তু সাক্ষাৎকারাৎ। সাক্ষাৎকারশ্চ ঝটিতি ন ভবতি। অনাদিমিথ্যাবাসনায়া বলবত্ত্বাৎ। কিন্তু যোগনিষ্ঠয়া। যোগে চ প্রনিবন্ধবাহুল্যমিত্যতো বহুজন্মভিরেব বৈরাগ্যং মোক্ষশ্চ কদাচিৎ কস্যচিদেব সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সৃষ্টিপ্রবাহে হেত্বন্তরমাহ। যথা গৃহস্থানাং প্রত্যেকং বহবো ভর্ত্তব্যা ভবন্তি স্ত্রীপুত্রাদিভেদেন। এবং সত্ত্বাদিগুণানামপি প্রত্যেকমসঙ্খ্যাপুরুষা বিমোচনীয়া ভবন্তি। অতঃ কিয়ৎপুরুষমোক্ষেঽপি পুরুষান্তরমোচনার্থং

ছেন।—বহুজন্মাদিত পুণ্যবান্ পুরুষের দুঃখাদি শ্রবণ হইয়া থাকে, তথাপি শ্রবণমাত্র বৈরাগ্যসিদ্ধি হয় না, কিন্তু দুঃখাদির সাক্ষাৎকার হইলেই বৈরাগ্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ সাংসারিক দুঃখাদি শ্রবণ করিলে তাহাতে বিরক্তি না জন্মিতে পারে, কিন্তু দুঃখাদিভোগ করিলে সেই বিষয়ে অনায়াসেই বিরাগ জন্মিতে পারে। এই দুঃখসাক্ষাৎকারও ঝটিতি হয় না, যেহেতু অনাদি বাসনা সর্ব্বদা বলবতী রহিয়াছে, ঐ বাসনা দুঃখকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিতে দেয় না; দুঃখভোগ করিয়া লোক একবার সংসারে বিরক্ত হইলেও কিয়ৎকাল পরে ঐ বাসনা তাহাকে সংসারে অনুরক্ত করে। তবে কেবল যোগানুষ্ঠানদ্বারাই দুঃখসাক্ষাৎকার হইয়া বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে; পরন্তু সেই যোগানুষ্ঠানেও অনেক বিঘ্ন আছে, সেই সকল বিঘ্ননিবারণ করিতেও অনেক জন্মের আবশ্যক, অতএব বহু বহু জন্মেতে কদাচিৎ কাহার ভাগ্যে বৈরাগ্য ও মোক্ষ হইতে পারে; সুতরাং একবার জন্ম হইলে বৈরাগ্য হইতে পারে না। এই নিমিত্ত পুনঃপুনঃ সৃষ্টির আবশ্যক ॥ ৩ ॥

পুনঃপুনঃ সৃষ্টিতে কারণান্তরপ্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন প্রত্যেক গৃহস্থেরই বহু পোষ্যবর্গ আছে, সেই সকল পুত্রকন্যাদি পরিবারবর্গকে গৃহস্থের ভরণপোষণ করিতে হয়, সেইরূপ, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রত্যেকেরই অনেকানেক মোচনীয় পুরুষ আছে, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সেই সকল পুরুষের মোচন করিতে হয়; অতএব যেমন পুত্রকন্যাদি পোষ্যবর্গের মধ্যে কতি-

প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ ॥ ৫ ॥

সৃষ্টিপ্রবাহো ঘটতে। পুরুষাণামানন্ত্যাদিত্যর্থঃ। তথা চ যোগসূত্রম্‌। কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাদিতি ॥ ৪ ॥

নন্বু প্রকৃতেরেব স্রষ্টৃত্বং কথমুচ্যতে। এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইতি শ্রুত্যা পুরুষস্যাপি স্রষ্টৃত্বসিদ্ধেরিতি তত্রাহ। প্রকৃতৌ স্রষ্টৃত্বস্য বস্তুত্বে চ সিদ্ধে পুরুষস্য স্রষ্টৃত্বাধ্যাস এব শ্রুতিষু সিদ্ধ্যতি। উপাসনায়ামেব শ্রুতেস্তাৎপর্য্যাৎ। অজামেকামিত্যাদিশ্রুত্যন্তরেণ প্রকৃতেঃ স্রষ্টৃত্বসিদ্ধেঃ পুংসাং কূটস্থচিন্মাত্রতাবোধকশ্রুত্যন্তরবিরোধাচ্চেত্যর্থঃ। অয়ং চাধ্যাস উপচাররূপো লোকে সিদ্ধ এবাস্তি। যথা স্বশক্তিষু যোধেষু বর্ত্তমানৌ জয়পরাজয়ৌ

পয়ের ভরণপোষণ হইলেও অপরাপরের পোষণার্থ গৃহস্থকে চেষ্টা করিতে হয়, সেইরূপ কতিপয় পুরুষের মোক্ষ হইলেও অন্যান্য পুরুষের মোচনের নিমিত্ত সৃষ্টিপ্রবাহের প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ পুরুষ অনন্ত, অতএব সেই অনন্ত পুরুষের মোচনের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ সৃষ্টি হইতেছে। "কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ" এই পাতঞ্জলযোগসূত্রেও এইরূপ পুনঃপুনঃ সৃষ্টিপ্রয়োজন উক্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

ইতিপূর্ব্বে প্রকৃতিরই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বস্বীকার করি কেন? "এই আত্মা হইতেই আকাশের সম্ভব হইয়াছে," ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে পুরুষেরই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ আছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—শ্রুতিতে যে পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব উক্ত আছে, তাহা প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের অধ্যাসমাত্র, অর্থাৎ প্রকৃতিরই বাস্তবিক সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব, পুরুষেতে তাহার আরোপমাত্র। বিশেষতঃ উপাসনাতেই শ্রুত্যুক্ত পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের তাৎপর্য্য, যেহেতু "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" ইত্যাদি অন্যান্য শ্রুতিতে প্রকৃতিরই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ আছে। আর পুরুষকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে "পুরুষ কূটস্থ ও চিন্মাত্র" এই সকল শ্রুতির বিরোধ হয়, আর তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বস্বীকার করিলে তিনি পরিণামী হইলেন; সুতরাং তাঁহাকে কূটস্থ বলা যায় না। এই অধ্যাস লোকে উপচার বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, অর্থাৎ পুরুষেতে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বের উপচার হয়, এইরূপ উপচার লোকে প্রসিদ্ধ

কার্য্যতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৬ ॥

রাজন্যুপচর্য্যেতে তথা স্বশক্তৌ প্রকৃতৌ বর্ত্তমানং স্রষ্টৃত্বাদিকং শক্তিমৎসু পুরুষেষূপচর্য্যতে শক্তিশক্তিমদভেদাৎ। তদুক্তং কৌর্ম্মে—"শক্তিশক্তিমতোর্ভেদং পশ্যন্তি পরমার্থতঃ। অভেদং চানুপশ্যন্তি যোগিনস্তত্ত্বচিন্তকাঃ॥" ইতি ভেদমন্যোঽন্যাভাবভেদং চাবিভাগরূপং প্রকৃত্যাদিতত্ত্বোপাসকাঃ পশ্যন্তীত্যর্থঃ। তয়োশ্চোদাহরণম্। অথাত আদেশো নেতি নেতীত্যাদিশ্রুতিঃ। আত্মৈবেদং সর্ব্বমিত্যাদিশ্রুতিশ্চেতি ভাবঃ॥ ৫॥

নন্বেবং প্রকৃতাবপি স্রষ্টৃত্বং বাস্তবমিতি কুতোঽবধৃতং সৃষ্টেঃ স্বপ্নাদিতুল্যতায়া অপি শ্রবণাদিতি তত্রাহ। কার্য্যাণামর্থক্রিয়াকারিতয়া বাস্তবত্বেন কার্য্যত এব ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণেন প্রকৃতের্ব্বাস্তবস্রষ্টৃত্বসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। স্বপ্নাদি-

---

আছে। যেমন রাজার নিয়োজিত যোদ্ধাদিগের যে জয়পরাজয় হয়, তাহাতেই রাজার জয় ও পরাজয়কল্পনা করে, সেইরূপ স্বীয়শক্তি প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বদ্বারা সেই শক্তিমান্ পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব কল্পিত হয়, যেহেতু শক্তি ও শক্তিমান্ এই উভয়ের অভেদকল্পনা আছে। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, সকলেই শক্তি ও শক্তিমান্ এই উভয়ের পরমার্থত ভেদদর্শন করেন, কিন্তু যাঁহারা যোগী, পদার্থসকলের তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারেন, তাঁহারা ঐ উভয়কে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। উক্ত ভেদশব্দের অর্থ অন্যোন্যাভাব বিশেষ, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ অবিভক্তরূপে আছেন, ইহাই প্রকৃতির তত্ত্বোপাসকেরা দর্শন করেন। "অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইত্যাদি শ্রুতিই উক্ত প্রকৃতি-পুরুষের অভেদবিষয়ে উদাহরণস্থল, যেহেতু "এই সমুদায়ই আত্মস্বরূপ" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মারই সর্ব্বময়ত্ব উক্ত আছে। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পুরুষের কর্ত্তৃত্ব নাই, প্রকৃতিরই বাস্তবিক সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব জানিবে ॥ ৫ ॥

তথাপি প্রকৃতির বাস্তবিক সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব আছে; ইহা কিরূপে নিশ্চিত হইতে পারে? যেহেতু সৃষ্টির স্বপ্নতুল্যতা শ্রুতিতে উক্ত আছে। যদি সৃষ্টিই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অলীক হইল, তবে আর তাহার কর্ত্তৃত্ব কি? সুতরাং

চেতনোদ্দেশান্নিয়মঃ কণ্টকমোক্ষবৎ ॥ ৭ ॥

তুল্যতাশ্রুতয়স্তনিত্যতারূপাসত্ত্বাংশমাত্রে. পুরুষাধ্যস্তত্বাংশে বা বোধ্যাঃ। অন্যথা সৃষ্টিপ্রতিপাদকশ্রুতিবিরোধাৎ। স্বপ্নপদার্থানামপি মনঃপরিণামত্বেনাত্যন্তাসত্ত্বাবিরহাচ্চেতি ॥ ৬ ॥

নন্বু প্রকৃতেঃ স্বার্থত্বপক্ষে মুক্তপুরুষং প্রত্যপি সা প্রবর্ত্তেত তত্রাহ। চিতী সংজ্ঞান ইতিব্যুৎপত্ত্যা চেতনোঽত্রাভিজ্ঞঃ। যথৈকমেব কণ্টকং যশ্চেতনোঽভিজ্ঞস্তস্মাদেব মুচ্যতে তং প্রত্যেব দুঃখাত্মকং ন ভবত্যন্যান্

প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—কার্য্যসকলই অর্থক্রিয়াকারী, অর্থাৎ অন্যের ব্যাপার অপেক্ষা করে, কখনও কর্ত্তার ব্যাপারভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, অতএব ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণদ্বারা বাস্তবিক কার্য্যহইতেই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ আছে। কার্য্যমাত্রের যে স্বপ্নাদি তুল্যতা শ্রবণ আছে, তাহার অর্থ এই যে, সকল কার্য্যই অনিত্য, অলীক পদার্থের ন্যায় অসৎ নহে। অন্যথা কার্য্যমাত্রকে আকাশকুসুমাদির ন্যায় অসৎ বলিলে সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ হয়, কার্য্যসকল অসৎ হইলে তাহার আর সৃষ্টি কি? কিন্তু শ্রুতিতে পুনঃপুনঃ সৃষ্টির উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থও মনের পরিণামস্বরূপ; সুতরাং তাহাও সম্পূর্ণ অসৎ নহে; অতএব কার্য্যমাত্র স্বপ্নতুল্য হইলেও প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের ব্যাঘাত হয় না ॥ ৬ ॥

প্রকৃতির স্বীয় পারমার্থিক দুঃখমোক্ষার্থ কর্ত্তৃত্বপক্ষে মুক্তপুরুষের প্রতিও প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়া তাহাকে দুঃখপ্রদান করিতে পারে, এই আশয়ে বলিতেছেন।—যেমন কোনস্থানে কণ্টক থাকিলে যে ব্যক্তি সেই কণ্টক জানেন, তিনি সেই কণ্টক হইতে মুক্ত হইতে পারেন, সেই কণ্টক সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দুঃখ দিতে পারে না, কিন্তু যাহারা সেই কণ্টক জানে না, তাহারা সেই কণ্টক হইতে মুক্তি পায় না এবং তাহাদিগকে দুঃখ দিয়া থাকে। সেইরূপ যাঁহারা অভিজ্ঞ, অর্থাৎ মুক্তিরূপ কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট প্রকৃতিও বিনির্ম্মুক্ত আছেন, প্রকৃতি কখনও

অন্যযোগেঽপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যেনায়োদাহবৎ ॥ ৮ ॥

প্রতি তু ভবত্যেব তথা প্রকৃতিরপি চেতনাদভিজ্ঞাৎ কৃতার্থাদেব মুচ্যতে তং প্রত্যেব দুঃখাত্মিকা ন ভবতি। অন্যাননভিজ্ঞান্ প্রতি তু দুঃখাত্মিকা ভবত্যেবেতি নিয়মো ব্যবস্থেত্যর্থঃ। এতেন স্বভাবতো বদ্ধায়া অপি প্রকৃতেঃ স্বমোক্ষো ঘটত ইত্যতো ন মুক্তপুরুষং প্রতি প্রবর্ত্ততে ॥ ৭ ॥

নমু পুরুষে স্রষ্টৃত্বমধ্যস্তমাত্রমিতি যদুক্তং তন্ন যুক্তম্। প্রকৃতিসংযোগেন পুরুষস্যাপি মহদাদিপরিণামৌচিত্যাৎ। দৃষ্টো হি পৃথিব্যাদিযোগেন কাষ্ঠাদেঃ পৃথিব্যাদিসদৃশঃ পরিণাম ইতি তত্রাহ। প্রকৃতিযোগেঽপি পুরুষস্য ন স্রষ্টৃত্বসিদ্ধিরাঞ্জস্যেন সাক্ষাৎ। তত্র দৃষ্টান্তোঽয়োদাহবৎ। যথায়সো ন

জ্ঞানীকে দুঃখ দিতে পারেন না। আর যাহারা অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-বিমূঢ়, তাহাদিগের পক্ষেই প্রকৃতি দুঃখপ্রদায়িনী হয়, ইহাই প্রকৃত ব্যবস্থা। ইহাদ্বারা এই জানা যাইতেছে যে, স্বভাবত বদ্ধা প্রকৃতিরই মোক্ষ ঘটিতে পারে, কিন্তু ঐ প্রকৃতি মুক্ত পুরুষের প্রতি প্রবর্ত্তিত হইয়া তাহার দুঃখ ঘটনা করিতে পারে না ॥ ৭ ॥

ইতিপূর্ব্বে যে পুরুষেতে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের আরোপ উক্ত হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ প্রকৃতিসংযোগবশতঃ পুরুষেরও মহত্তত্ত্বাদিরূপ পরিণাম উচিত বোধ হইতেছে। লোকে ইহা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, পৃথিবীপ্রভৃতির সংযোগে কাষ্ঠাদিরও পৃথিবীরূপ পরিণাম হইয়া থাকে, সুতরাং পুরুষেরও মহত্তত্ত্বাদিরূপ পরিণামপ্রযুক্ত কর্ত্তৃত্বই সম্ভবিতে পারে। কিরূপে পুরুষেতে প্রকৃতিগত কর্ত্তৃত্বের আরোপসম্ভব হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—প্রকৃতিযোগবশত পুরুষের সাক্ষাৎ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের সিদ্ধি হইতে পারে না; লৌহদাহই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যেমন লৌহের সাক্ষাৎ দাহকর্ত্তৃত্ব নাই, কিন্তু অগ্নিসংযোগবশতঃ সেই অগ্নির দাহকর্ত্তৃত্বই লৌহেতে আরোপিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব নাই, প্রকৃতি-সংযোগবশতঃ সেই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব পুরুষেতে আরোপিত হয়। উক্ত দৃষ্টান্তে লৌহ ও অগ্নি এই উভয়েরই পরস্পর পরিণাম প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং

রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ ॥ ৯ ॥

দগ্ধৃত্বং সাক্ষাদস্তি কিন্তু স্বসংযুক্তাগ্নিদ্বারকমধ্যস্তমেবেত্যর্থঃ। উক্তদৃষ্টান্তে তূভয়োঃ পরিণামঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাদিষ্যতে সন্দিগ্ধস্থলে ত্বেকস্যৈব পরিণামেনোপপত্তাবুভয়োঃ পরিণামকল্পনে গৌরবম্। অন্যথা জপাসংযোগাৎ স্ফটিকস্য রাগপরিণামাপত্তিরিতি ॥ ৮ ॥

সৃষ্টেঃ ফলং মোক্ষ ইতি প্রাগুক্তম্। ইদানীং সৃষ্টের্মুখ্যং নিমিত্তকারণমাহ। রাগে সৃষ্টির্বৈরাগ্যে চ যোগঃ স্বরূপেঽবস্থানম্। মুক্তিরিতি যাবৎ। অথবা চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইত্যর্থঃ। তথা চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং রাগঃ সৃষ্টিকারণমিত্যাশয়ঃ। তথা চ শ্রুতিরপি ব্রহ্মাদিরূপাং বিবিধকর্ম্মগতিমুক্ত্বাহ ইতি তু কাময়মানো যোঽকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তীতি। রাগবৈরাগ্যে অপি প্রকৃতিধর্ম্মাবেব ॥ ৯ ॥

এস্থলে অগ্নির দাহকর্ত্তৃত্ব লৌহেতে আরোপিত হইতে পারে; সন্দিগ্ধস্থলে একের পরিণামদ্বারাই উপপত্তিসত্ত্বে উভয়ের পরিণামকল্পনা গৌরব; সুতরাং পুরুষের মহত্তত্ত্বাদিরূপ পরিণাম স্বীকৃত হইতে পারে না। অন্যথা যখন জবাসংযোগে স্ফটিকাদি মণির উপরাগ হয়, তখনও এই উপরাগই স্ফটিকাদির পরিণাম হইতে পারে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পুরুষের কর্ত্তৃত্ব নাই, প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বই পুরুষে আরোপিত হয় ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মোক্ষই সৃষ্টির ফল। এইক্ষণ সেই সৃষ্টির মুখ্য নিমিত্তকারণ বলিতেছেন।—বিষয়েতে অনুরাগ হইলেই সৃষ্টি হয় এবং বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যোগ, অর্থাৎ আত্মা স্বরূপে অবস্থিত থাকে। আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থিত হইলে চিত্তের কোনরূপ বৃত্তিই প্রকাশ পায় না। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা রাগই সৃষ্টির নিমিত্তকারণ। রাগ না হইলে সৃষ্টি হয় না এবং রাগের সত্তাতেই সৃষ্টির সত্তা, ইহাই এস্থলে অন্বয় ও ব্যতিরেক। শ্রুতিও ব্রহ্মাদিরূপ বিবিধ কর্ম্মগতি নিরূপণ করিয়া বলিয়াছেন, যিনি কামনাবিহীন, তাহার প্রাণ কখনও উৎক্রান্ত হয় না, অর্থাৎ কামনাবিহীন ব্যক্তি কখনও কোনকার্য্যে প্রবৃত্ত

মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্ ॥ ১০ ॥

ইতঃ পরং সৃষ্টিপ্রক্রিয়াং বক্তুমারভতে। সৃষ্টিরিতি পূর্ব্বসূত্রাদনুবর্ত্ততে। যদ্যপ্যেতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিশ্রুতাবাদাবেব পঞ্চভূতানাং সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে তথাপি মহদাদিক্রমেণৈব পঞ্চভূতানাং সৃষ্টিরিষ্টেত্যর্থঃ। তেজ আদি-সৃষ্টিশ্রুতৌ গগনবায়ুসৃষ্টেরাপূরণবদুক্তশ্রুতাবপ্যাদৌ মহদাদিসৃষ্টিঃ পূরণীয়েতি ভাবঃ। অত্র চ প্রমাণং ঘটসৃষ্টিবদন্তঃকরণাতিরিক্তাখিলসৃষ্টেরন্তঃকরণবৃত্তি-পূর্ব্বকত্বানুমানম্। কিঞ্চ। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী॥" ইতি শ্রুত্যন্তরস্থপাঠক্রমানু-রোধেন স প্রাণমসৃজৎ প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুমিত্যাদিশ্রুত্যন্তরেণ চ পঞ্চভূত-

---

হয় না। ইহাদ্বারাও রাগের সৃষ্টিনিমিত্ততা জানা যায়। ঐ রাগ ও বৈরাগ্য এই উভয়ই প্রকৃতির ধর্ম্ম ॥ ৯ ॥

অতঃপর সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নিরূপণ করিতেছেন।—মহত্তত্ত্বাদিক্রমে পঞ্চ-ভূতের সৃষ্টি হয়। যদিও "এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রথমতঃই পঞ্চভূতের সৃষ্টি উক্ত আছে, তথাপি মহাতত্ত্বাদিক্রমেই পঞ্চভূতের সৃষ্টিস্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ অগ্রে মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি হইয়া অনন্তর পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। কোন কোন শ্রুতিতে যে তেজ আদি সৃষ্টি উক্ত আছে, তাহাতে গগনবায়ুসৃষ্টির আপূরণের ন্যায় উক্ত শ্রুতিতেও মহদাদি সৃষ্টি পূরণকরিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ বায়ুসৃষ্টিতে যেমন গগনপূর্ব্বক বায়ুসৃষ্টি এইরূপ বলিতে হয়, সেইরূপ তেজ আদিসৃষ্টিতেও মহত্তত্ত্বাদিসৃষ্টিপূর্ব্বক তেজ আদিসৃষ্টি এইরূপ পূরণ করিতে হইবে। ইহার প্রমাণ এই যে, যেমন ঘটসৃষ্টিতে অন্তঃকরণবৃত্তির পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব আবশ্যক, সেইরূপ অন্তঃকরণাতিরিক্ত সমুদায় সৃষ্টিতেই অন্তঃকরণবৃত্তির পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের অনুমান হয়। যদি সৃষ্টিমাত্রেরই অন্তঃকরণপূর্ব্বকতা হইল, তবে তেজ আদিসৃষ্টিতেও মহত্তত্ত্বাদিপূর্ব্বকতা বলিতে পারি। পক্ষান্তরে বলিতেছেন।—"ইহাহইতেই প্রাণ, মন, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হয়," ইত্যাদি শ্রুতিতে পাঠক্রমের অনুরোধে

আত্মার্থত্বাৎ সৃষ্টেনৈষামাত্মার্থ আরম্ভঃ ॥ ১১ ॥

সৃষ্টেঃ প্রাত্মাহদাদিসৃষ্টিরবধার্য্যত ইতি। প্রাণশ্চান্তঃকরণস্য বৃত্তিভেদ ইতি বক্ষ্যতি। অতোঽস্যাং শ্রুতৌ প্রাণ এব মহত্তত্ত্বমিতি। তথা বেদান্তসূত্রমপি মহদাদিক্রমেণৈব সৃষ্টিং বক্তি। অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি। সদাকাশয়োর্ম্মধ্যে বুদ্ধিমনসী উৎপাদ্যে ইতি ক্রমেণেত্যর্থঃ। মনসি চাহঙ্কারস্য প্রবেশ ইতি ॥ ১০ ॥

প্রকৃতেরেব স্রষ্টৃত্বং স্বমোক্ষার্থং তস্যা নিত্যত্বাৎ। মহদাদীনাং তু স্বস্ববিকারস্রষ্টৃত্বং ন স্বমোক্ষার্থমনিত্যত্বাদিতি। বিশেষমাহ। এষাং মহদাদীনাং

অর্থাৎ অগ্রে প্রাণ অনন্তর মনঃ, তৎপর ইন্দ্রিয় ইত্যাদি ক্রমতঃ সৃষ্টির উক্তিবশতঃ এবং "তিনি প্রাণসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ুঃ, ইত্যাদিরূপে ক্রমতঃ সৃষ্টি হইয়াছে" এই শ্রুতির অনুরোধেও পঞ্চভূতসৃষ্টির পূর্ব্বেই মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি অবধারিত হইতেছে। আর "প্রাণ অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ" ইহা পরে বলিবেন; অতএব উক্ত শ্রুতিতে প্রাণকেই মহত্তত্ত্ব বলিয়া জানিতে হইবে। বেদান্তসূত্রেও মহত্তত্ত্বাদিক্রমে সৃষ্টি হয় বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। "অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাৎ" এবং "সদাকাশয়োর্ম্মধ্যে বুদ্ধিমনসী উৎপাদ্যে" এই সূত্রদ্বয়ে মহত্তত্ত্বাদিক্রমে সৃষ্টি কথিত আছে। বিশেষতঃ "মনসি চাহঙ্কারস্য প্রবেশঃ" এইরূপ সূত্রান্তর উক্ত আছে। অতএব মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টিই সকল সৃষ্টির আদি বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১০ ॥

প্রকৃতির নিত্যতাপ্রযুক্ত স্বীয় মোক্ষের নিমিত্ত তাহারই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব উক্ত-হইয়াছে এবং মহত্তত্ত্বাদির স্বস্ব বিকারসৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব আছে, ঐ মহত্তত্ত্বাদির অনিত্যতাহেতু স্বস্ব মোক্ষার্থ তাহাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব নাই। এই প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বাদি এই উভয়ের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ববিষয়ে বিশেষনিরূপণ করিতেছেন।— পুরুষের মোক্ষসাধনার্থই এই মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব নিরূপিত আছে, অতএব তাহাদিগের স্বার্থহেতু কোন আরম্ভ নাই। বিশেষতঃ মহত্তত্ত্বাদি বিনাশী, এই নিমিত্ত তাহাদিগের মোক্ষযোগ নাই; সুতরাং তাহাদিগের মোক্ষের

দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ ॥ ১২ ॥

স্রষ্টৃত্বস্যাস্বার্থত্বাৎ পুরুষমোক্ষার্থত্বান্ন স্বার্থ আরম্ভঃ স্রষ্টৃত্বং বিনাশিত্বেন মোক্ষাযোগাদিত্যর্থঃ। পরমোক্ষার্থকত্বে চাবশ্যকে পুরুষমোক্ষার্থকত্বমেব যুক্তং ন প্রকৃতিমোক্ষার্থকত্বং তস্যাঃ পুরুষগুণত্বাদিতি ॥ ১১ ॥

খণ্ডদিকালয়োঃ সৃষ্টিমাহ। নিত্যৌ যৌ দিক্কালৌ তাবাকাশপ্রকৃতিভূতৌ প্রকৃতেগুর্ণবিশেষাবেব। অতো দিক্কালয়োর্ব্বিভুত্বোপপত্তিঃ। আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্য ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তং বিভুত্বং চাকাশস্যোপপন্নম্। যৌ তু খণ্ডদিক্কালৌ তৌ তু তত্তদুপাধিসংযোগাদাকাশাদুৎপদ্যেতে ইত্যর্থঃ। আদিশব্দেনোপাধিগ্রহণাদিতি। যদ্যপি তত্তদুপাধিবিশিষ্টাকাশমেব খণ্ডদিক্কালৌ তথাপি বিশিষ্টস্যাতিরিক্ততাভ্যুপগমবাদেন বৈশেষিকনয়ে শ্রোত্রস্য কার্য্যতাবৎ তৎকার্য্যত্বমত্রোক্তম্ ॥ ১২ ॥

নিমিত্ত সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। এইক্ষণ ইহাই জানা যাইতেছে যে, যদি পরের মোক্ষের নিমিত্তই মহত্তত্বাদির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব আবশ্যক হইল, তবে পুরুষের মোক্ষার্থই তাহাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব যুক্ত হয়, প্রকৃতির মোক্ষার্থ নহে; যেহেতু প্রকৃতি পুরুষের গুণ, অতএব তাঁহার মোক্ষ নাই, সুতরাং পুরুষের মোক্ষই সৃষ্টির উদ্দেশ্য ॥ ১১ ॥

অখণ্ড দিক্ ও কালের সৃষ্টিনিরূপণ করিতেছেন।—নিত্য যে দিক্ ও কাল, ইহারা আকাশপ্রকৃতিভূত প্রকৃতির গুণবিশেষ; অতএবই দিক্ ও কাল এই উভয় বিভু বলিয়া নিরূপিত আছে। "যাহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য, তাহাই বিভু" শ্রুতিতে এইরূপ বিভুশব্দের অর্থ উক্ত আছে; সুতরাং উক্তরূপ বিভুত্ব আকাশেও উপপন্ন হইতেছে। আর যে খণ্ডভূত দিক্ ও কাল নিরূপিত আছে, তাহারা স্বস্ব উপাধিসংযোগবশত আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। যদ্যপি স্বস্ব উপাধিবিশিষ্ট আকাশকে খণ্ড দিক্ ও কাল বলিয়া উক্ত হইল, তথাপি "বিশিষ্ট পদার্থ অতিরিক্ত" এইরূপ অভ্যুপগমবাদদ্বারা বৈশেষিকমতে শ্রোত্রের কার্য্যত্বের ন্যায় তাহারও কার্য্যত্ব এইস্থলে উক্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ ॥ ১৩ ॥

ইদানীং মহদাদিক্রমেণেত্যুক্তান্ স্বরূপতো ধর্ম্মতশ্চ ক্রমেণ দর্শয়তি। মহত্তত্ত্বস্থ পর্য্যায়ো বুদ্ধিরিতি। অধ্যবসায়শ্চ নিশ্চয়াখ্যস্তস্যাসাধারণী বৃত্তিরিত্যর্থঃ। অভেদনির্দ্দেশস্তু ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদাৎ। অস্যাশ্চ বুদ্ধের্মহত্ত্বং স্বেতরসকলকার্য্যব্যাপকত্বান্মহৈশ্বর্য্যাচ্চ মন্তব্যম্। "সবিকারাৎ প্রধানাৎ তু মহত্তত্ত্বমজায়ত। মহানিতি যতঃ খ্যাতির্লোকানাং জায়তে সদা॥" ইতি স্মৃতেঃ। অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদ ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিষু চ হিরণ্যগর্ভে চেতনেঽপি মহানিতিশব্দো বুদ্ধ্যভিমানিত্বেনৈব। যথা পৃথিব্যভিমানিচেতনে পৃথিবীশব্দস্তদ্বৎ। এবমেব রুদ্রাদিষহঙ্কারাদিশব্দোঽপি বোধ্যঃ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মহত্তত্ত্বাদিক্রমে সৃষ্টি হয়। এইক্ষণ সেই মহত্তত্ত্বাদির স্বরূপ ও ধর্ম্মদ্বারা সেই সৃষ্টিক্রম প্রদর্শন করিতেছেন।—বুদ্ধি মহত্তত্ত্বের নামবিশেষ, আর সেই বুদ্ধির যে নিশ্চয়, অর্থাৎ অসাধারণ বৃত্তি, তাহাই অধ্যবসায়। "আমি অবশ্যই এই কার্য্য করিব" এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তিই অধ্যবসায় বলিয়া নিরূপিত আছে। তবে যে সূত্রকার অধ্যবসায়কে বুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদস্বীকারই তাহার কারণ, অধ্যবসায় বুদ্ধির ধর্ম্ম হইলেও সেই অধ্যবসায়রূপ ধর্ম্ম বুদ্ধিরূপ ধর্ম্মী এই উভয়ের ঐক্য স্বীকার করিয়া অধ্যবসায়কে বুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। স্বভিন্ন সকল কার্য্যের ব্যাপক ও মহা ঐশ্বর্য্যপ্রযুক্ত এই বুদ্ধির মহত্ত্ব জানা যায়, অর্থাৎ বুদ্ধি সকল কার্য্যের ব্যাপক এবং অন্যান্য সকল কার্য্য হইতেই ইহার অধিক শক্তি আছে, এই নিমিত্তই বুদ্ধিকে মহত্তত্ত্ব বলা যায়। স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, সবিকার প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ত্বের জন্ম হয়, এই নিমিত্তই লোকে, তাহার "মহান্" এই আখ্যা হইয়াছে। বুদ্ধিই প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টি এবং বুদ্ধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব লোকে ইহাকে "মহান্" এই খ্যাতিসহকারে মহত্তত্ত্ব বলিয়া থাকে। ঋগ্বেদাদি শ্রুতিস্মৃতিতেও এই মহাভূতের এইরূপ ধর্ম্ম উক্ত আছে এবং বুদ্ধির অভিমানিত্বরূপেই চেতন হিরণ্যগর্ভ পুরুষে মহান্ এই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন পৃথিবীর অভিমানিত্বপ্রযুক্ত

তৎকার্য্যং ধর্ম্মাদি ॥ ১৪ ॥

মহদুপরাগাদ্বিপরীতম্ ॥ ১৫ ॥

প্রকৃত্যভিমানিদেবতামারভ্য সর্ব্বেষামেব ভূতাভিমানিপর্য্যন্তানাং স্বস্ববুদ্ধিরূপাশ্চ প্রতিনিয়তোপাধয়ো মহত্তত্ত্বস্যৈবাংশা ইতি ॥ ১৩ ॥

মহত্তত্ত্বস্যাপরানপি ধর্ম্মানাহ। ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণ্যপি বুদ্ধ্যুপাদানকানি নাহঙ্কারাদ্যুপাদানকানি বুদ্ধেরেব নিরতিশয়সত্ত্বকার্য্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

নন্বেবং কথং নরপশ্বাদিগতানাং বুদ্ধ্যংশানামধর্ম্মপ্রাবল্যমুপপদ্যতাং তত্রাহ। তদেব মহন্মহত্তত্ত্বং রজস্তমোভ্যামুপরাগাদ্বিপরীতং ক্ষুদ্রধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যধর্ম্মকমপি ভবতীত্যর্থঃ। এতেন 'সর্ব্ব এব পুরুষা ঈশ্বরা

পৃথিবীশব্দ প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভেতে মহান্ শব্দ জানিবে। এইরূপে রুদ্রপ্রভৃতিতেও অহঙ্কারাদি শব্দ বুঝিতে হইবে। আর বিশেষ কি, প্রকৃতির অভিমানী দেবতা আরম্ভ করিয়া ভূতাভিমানী পর্য্যন্ত সকলেরই স্ব স্ব বুদ্ধিরূপ যে প্রতিনিয়ত উপাধি আছে, সেই সমুদায়ই মহত্তত্ত্বের অংশ ॥ ১৩ ॥

এইক্ষণ উক্ত মহত্তত্ত্বের অপরাপর ধর্ম্মনিরূপণ করিতেছেন।—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধিই এই সকলের উপাদান, অহঙ্কারাদিরা উহাদিগের উপাদান নহে। যেহেতু ঐ ধর্ম্মাদি বুদ্ধির নিরতিশয় সত্ত্বকার্য্য। অতএব জানা যাইতেছে যে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বুদ্ধির ধর্ম্ম ॥ ১৪ ॥

যদি ধর্ম্মও বুদ্ধির ধর্ম্ম হইল, তবে নর ও পশুপ্রভৃতি সকলেরই অধর্ম্মের প্রাবল্য দৃষ্ট হয় কেন? অর্থাৎ নর ও পশু ইহারা যে সর্ব্বদাই অধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহার কারণ কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যখন সেই মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি) রজঃ ও তমোগুণে অনুরক্ত হয়, তখনই উহা বিপরীতভাবাপন্ন হইয়া থাকে, রজঃ ও তমোগুণের আক্রমণে বুদ্ধির অজ্ঞান, অবৈরাগ্য অনৈশ্বর্য্য ও অধর্ম্মাদি ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। ইহাদ্বারা "সকল পুরুষই ঈশ্বর" এইরূপ শ্রুতিস্মৃতিপ্রবাদ উপপন্ন হইয়াছে। যেহেতু রজঃ ও তমঃ ইহারাই সকল উপাধির ঐশ্বর্য্য আবরণ করিয়া রাখে। যদি এইরূপ হইল, তবে

অভিমানোঽহঙ্কারঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রবাদোঽপ্যুপপাদিতঃ সর্ব্বোপাধীনাং স্বাভাবিকৈশ্বর্য্যস্ত রজস্তমোভ্যামেবাবরণাদিতি। নন্বেবং ধর্ম্মাদ্যবস্থানার্থং বুদ্ধেরপি নিত্যত্বাৎ কথং কার্য্যতেতি চেন্ন। প্রকৃত্যংশরূপে বীজাবস্থমহত্তত্ত্বে সত্ত্ববিশেষে কর্ম্ম-বাসনাদীনামবস্থানাৎ তস্যৈব জ্ঞানকারণাবস্থায়ামঙ্কুরবদুপপত্ত্যঙ্গীকারাৎ। তথা চাকাশবদেব নিত্যানিত্যোভয়রূপা বুদ্ধিঃ। যথা কারণং স্বাকারঃ প্রকৃতিপ্রভাবাদিতি ॥ ১৫ ॥

মহত্তত্ত্বং লক্ষয়িত্বা তৎকার্য্যমহঙ্কারং লক্ষয়তি। অহঙ্করোতীত্যহঙ্কারঃ কুম্ভকারবৎ। অন্তঃকরণদ্রব্যং স চ ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদাদভিমান ইত্যুক্তোঽসাধারণ-

---

ধর্ম্মাদির অবস্থানার্থ বুদ্ধির নিত্যতাই হইতে পারে, তাহার কার্য্যতা কিরূপে সম্ভব হয়। যে পদার্থ নিত্য, তাহা কার্য্য হইতে পারে না, ইহা বলিতে পার না, কারণ প্রকৃতির অংশরূপ বীজাবস্থাপন্ন সত্ত্ববিশেষ মহত্তত্ত্বেই কর্ম্মবাসনা-দির অবস্থানসম্ভব আছে। এই মহত্তত্ত্বের জ্ঞানকারণাবস্থাতে বীজাঙ্কুরের ন্যায় পরস্পর কার্য্যকারণতার উপপত্তির স্বীকার আছে, অর্থাৎ যেমন বীজ অঙ্কুরের কারণ এবং অবস্থাবিশেষে উহা অঙ্কুরের কার্য্য হয়, সেইরূপ বুদ্ধি জ্ঞানের কারণ এবং অবস্থাবিশেষে সেই বুদ্ধি জ্ঞানের কার্য্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব জানা যাইতেছে যে, বুদ্ধি আকাশের ন্যায় নিত্য ও অনিত্য উভয়রূপ। যেমন আকাশ নিত্য হইলেও কারণাবস্থাকালে তাহাতে প্রকৃতিব্যবহার হয়, আকাশব্যবহার হয় না, যেহেতু তৎকালে আকাশধর্ম্ম শব্দাদি থাকে না, সেইরূপ বুদ্ধিতে কারণাবস্থাকালে প্রকৃতিব্যবহার হয়, বুদ্ধিব্যবহার হয় না; কারণ সেই সময়ে, বুদ্ধিতে স্বীয়ধর্ম্ম অধ্যবসায়াদি থাকে না ॥ ১৫ ॥

ইতিপূর্ব্বে মহত্তত্ত্বের লক্ষণাদিনিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কারের লক্ষণনিরূপণ করিতেছেন।—যেমন যে ব্যক্তি কুম্ভনির্ম্মাণ করে, তাহাকে কুম্ভকার বলে, সেইরূপ "আমি করি" এইরূপ যে অভিমান, তাহাই অহঙ্কার। এই অহঙ্কার অন্তঃকরণদ্রব্যবিশেষ। ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর অভেদবশতই ঐ অহঙ্কার অভিমান বলিয়া উক্ত হয়। বাস্তবিক অভিমান অহঙ্কারের বৃত্তি,

একাদশপঞ্চতন্মাত্রং তৎকার্য্যম্ ॥ ১৭ ॥

বৃত্তিতাহ্চনায় বুদ্ধ্যা নিশ্চিত এবার্থেঽহঙ্কারমমকারৌ জায়েতে। অতো বৃত্ত্যোঃ কার্য্যকারণভাবানুসারেণ বৃত্তিমতোরপি কার্য্যকারণভাব উন্নীয়ত ইতি প্রাগেবোক্তম্। অন্তঃকরণমেকমেব বীজাঙ্কুরমহাবৃক্ষাদিবদবস্থাত্রয়মাত্রভেদাৎ কার্য্যকারণভাবমাপদ্যত ইতি চ প্রাগেবোক্তম্। অতএব বায়ু-মাৎস্যয়োর্ম্মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বর ইতি মনোবুদ্ধ্যোরেক-পর্য্যায়ত্বমুক্তমিতি ॥ ১৬ ॥

ক্রমাগতমহঙ্কারস্য কার্য্যমাহ। একাদশেন্দ্রিয়াণি শব্দাদিপঞ্চতন্মাত্রং চাহঙ্কারস্য কার্য্যমিত্যর্থঃ। ময়ানেনেন্দ্রিয়েণেদং রূপাদিকং ভোক্তব্যমিদমেব

ঐ অহঙ্কারের অসাধারণবৃত্তিতাহ্চনের নিমিত্ত উহা বুদ্ধিতে নিহিত থাকিয়া বিষয়েও "এই আমি, এবং ইহা আমার" ইত্যাকার অভিমান জন্মায়। অতএব বুদ্ধির বৃত্তি অহঙ্কার এবং অহঙ্কারবৃত্তি অভিমান, এই উভয় বৃত্তির কার্য্যকারণভাবানুসারেই উক্ত বৃত্তিদ্বয়বিশিষ্ট বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই উভয়ের কার্য্যকারণভাবের অনুমান হয়; ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক অন্তঃকরণই বীজ, অঙ্কুর ও মহাবৃক্ষাদির ন্যায় অবস্থাত্রয়ভেদে কার্য্যকারণ-ভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ যেমন এক বীজেরই বীজ, অঙ্কুর ও মহাবৃক্ষ এইরূপ ত্রিবিধ অবস্থা হয়, সুতরাং বীজ অঙ্কুরের কারণ এবং অঙ্কুর মহাবৃক্ষের কারণ, এইরূপ পরস্পর কার্য্যকারণভাব জানা যায়, সেইরূপ এক অন্তঃকরণই অন্তঃকরণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃকরণ বুদ্ধির কারণ এবং বুদ্ধি অহঙ্কারের কারণ, এইরূপে পরস্পর কার্য্যকারণভাব অনু-মিত হইয়া থাকে। ইহাও পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত আছে। এই নিমিত্ত বায়ুপুরাণে ও মৎস্যপুরাণে মন, মহান্, মতি, বুদ্ধি ইত্যাদি শব্দে মন ও বুদ্ধির এক-পর্য্যায়ত্ব উক্ত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

এইক্ষণ ক্রমাগত অহঙ্কারের কার্য্য বলিতেছেন।—একাদশ ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর মন এবং শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র,

সাত্ত্বিকমেকাদশং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ ॥ ১৮ ॥

সুখসাধনমিত্যাদ্যভিমানাদেবাদিসর্গেঽিন্দ্রিয়তদ্বিষয়োৎপত্ত্যাহঙ্কার ইন্দ্রিয়াদিহেতুঃ। লোকে ভোগাভিমানিনৈব রাগদ্বারা ভোগোপকরণকরণদর্শনাৎ। রূপরাগাদভূচ্চক্ষুরিত্যাদিনা মোক্ষধর্ম্মে হিরণ্যগর্ভস্য রাগাদেব সমষ্টিচক্ষুরাদ্যুৎপত্তিস্মরণাচ্চেতি ভাবঃ। অতশ্চ ভূতেন্দ্রিয়য়োর্ম্মধ্যে রাগধর্ম্মকং মন এবাদাবহঙ্কারাদুৎপদ্যত ইতি বিশেষতন্মাত্রাদীনাং রাগকার্য্যত্বাদিতি ॥ ১৭ ॥

তত্রাপি বিশেষমাহ। একাদশানাং পূরণমেকাদশকং মনঃ ষোড়শাত্মগণমধ্যে সাত্ত্বিকম্। অতস্তদ্বৈকৃতাৎ সাত্ত্বিকাহঙ্কারাজ্জায়ত ইত্যর্থঃ। অতশ্চ রাজসাহঙ্কারাদ্দশেন্দ্রিয়াণি তামসাহঙ্কারাচ্চ তন্মাত্রাণীত্যপি গন্তব্যম্। "বৈকারিকাস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা। অহন্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনো বৈকারি-

---

অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র এই সমুদায়ই অহঙ্কারের কার্য্য। "আমি এই সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা এই রূপাদিভোগ করিব এবং ঐ ইন্দ্রিয়গণই আমার সুখসাধন" ইত্যাদি অভিমানবশতঃ আদিসৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় ও তদ্বিষয়ের উৎপত্তিদ্বারা অহঙ্কারকেই ন্দ্রিয়েরই হেতু বলিয়া জানা যায়। লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্ট হইতেছে যে, ভোগাভিমানীরাই ভোগানুরাগবশতঃ ভোগের উপকরণ নির্ম্মাণ করে। "রূপরাগদভূচ্চক্ষুঃ" এই মোক্ষধর্ম্মপ্রমাণে জানা যায় যে, হিরণ্যগর্ভ পুরুষের রূপে অনুরাগ হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি রূপসমষ্টিস্বরূপ চক্ষু উৎপাদন করেন। অতএব জানা যাইতেছে যে, ভূত ও ইন্দ্রিয় ইহাদিগের মধ্যে রাগধর্ম্মক মনই আদিতে অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই সকল অহঙ্কারের কার্য্য। এইসূত্রে তাহার বিশেষনিরূপণ করিতেছেন।—ইন্দ্রিয়াদি অহঙ্কারের কার্য্যসকলের মধ্যে মনই সাত্ত্বিক, এই মন সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আর রাজস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় এবং তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র জন্মে। এইরূপে এক অহঙ্কার হইতেই ষোড়শসংখ্যক আত্মগণের উৎপত্তি হয়। স্মৃতিতে নির্ণীত আছে যে, "অহঙ্কার ত্রিবিধ; বৈকারিক, (সাত্ত্বিক) রাজস ও তামস। এই সাত্ত্বিক অহঙ্কার বিকৃত

কাদভূৎ॥ বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনং যতঃ। তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্ম্মময়ানি চ॥ তামসো ভূতসূক্ষ্মাদির্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ।” ইত্যাদিস্মৃতিভ্য এব নির্ণয়াৎ। অতএব পুরাণাদ্যনুসারেণ কারিকায়ামপ্যেতদুক্তম্। “সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ। ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্॥” ইতি। তৈজসো রাজসঃ। উভয়ং জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ে। নমু দেবতালয়শ্রুতিরিত্যাগামিসূত্রে করণানাং দেবান্ বক্ষ্যতি তৎ কথং কারিকয়াপি দেবানাং সাত্ত্বিকাহঙ্কারকার্য্যত্বং নোক্তমিতি। উচ্যতে। সমষ্টিচক্ষুরাদিশরীরিণঃ সূর্য্যাদিচেতনা এব চক্ষুরাদিদেবতাঃ শ্রূয়ন্তে। অতশ্চ ব্যষ্টিকরণানাং সমষ্টিকরণানি দেবতেত্যেব পর্য্যবস্যতি। তথা চ ব্যষ্টিসমষ্ট্যোরেকতাশয়েনাত্র শাস্ত্রে দেবাঃ করণেভ্যো ন পৃথঙ্নির্দ্দিশ্যন্তে। অতঃ সমষ্টীন্দ্রিয়াণি মনোঽপেক্ষয়াল্পসত্ত্বত্বেন রাজসাহঙ্কারকার্য্যত্বেনৈব নির্দ্দিষ্টানি। স্মৃতিষু চ ব্যষ্টীন্দ্রিয়াপেক্ষয়াধিকসত্ত্বত্বেন সাত্ত্বিকাহঙ্কার-

---

হইলেই তাহাহইতে মন উৎপন্ন হয় এবং রাজস অহঙ্কার হইতে জ্ঞানকর্ম্মময় ইন্দ্রিয়, আর তামস অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্মভূত, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র জন্মিয়া থাকে। এই সকলই আত্মার লিঙ্গ।” এই সকল পুরাণাদির প্রমাণানুসারে কারিকাতে উক্ত হইয়াছে যে, উক্ত ইন্দ্রিয়াদি ষোড়শ আত্মগণের গণনায় যাহা একাদশ, অর্থাৎ মনঃ, এই মনই বৈকৃত অহঙ্কার হইতে প্রবর্ত্তিত হয়, আর রাজস ও তামস অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয় এবং তন্মাত্র, ক্রমতঃ এই সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। “দেবতালয় শ্রুতিঃ” এই আগামীসূত্রে ইন্দ্রিয়গণের দেবতা কথিত হইবে, তবে এই কারিকাতে দেবগণ সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য, এইরূপ উক্ত হইল কেন? এই আশঙ্কার নিরাসার্থ ইহাই বলা যাইতে পারে যে, চক্ষুপ্রভৃতি সমুদায় শরীরবিশিষ্ট সূর্য্যাদি চেতন পদার্থই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দেবতা বলিয়া শ্রুত আছে, অতএব করণসমষ্টিই ব্যষ্টিকরণের দেবতা, ইহাই পর্য্যবসিত হইল। এইক্ষণ ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই উভয়ের ঐক্যাভিপ্রায়েই এই শাস্ত্রে ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়দেবতা পৃথক্‌রূপে নিরূপিত হয় নাই। অতএব জানা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়সমষ্টি মন অপেক্ষা অল্পসত্ত্বপ্রযুক্ত ঐ সকল

কর্ম্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরান্তরমেকাদশকম্॥ ১৯॥

আহঙ্কারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি॥ ২০॥

কার্য্যতয়োক্তানীত্যবিরোধ ইতি গন্তব্যম্। তদেবমহঙ্কারস্য ত্রৈবিধ্যান্মহতোঽপি তৎকারণস্য ত্রৈবিধ্যং মন্তব্যম্। "সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্।" ইতি স্মরণাৎ। ত্রৈবিধ্যং চানয়োর্ব্যক্তিভেদাদংশভেদাদ্বেত্যন্যদেতৎ॥ ১৮॥

একাদশেন্দ্রিয়াণি দর্শয়তি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ চক্ষুঃশ্রোত্রত্বগ্রসনঘ্রাণাখ্যানি পঞ্চ। এতৈর্দশভিঃ সহান্তরং মন একাদশকমেকাদশেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। ইন্দ্রস্য সঙ্ঘাতেশ্বরস্য করণমিন্দ্রিয়ম্। তথা চাহঙ্কারকার্য্যত্বে সতি করণত্বমিন্দ্রিয়ত্বমিতি॥ ১৯॥

ইন্দ্রিয়াণাং ভৌতিকত্বমতং নিরাকরোতি। ইন্দ্রিয়াণীতি শেষঃ। আহঙ্কারিকত্বে চ প্রমাণভূতা শ্রুতিঃ কাললুপ্তাপ্যাচার্য্যবাক্যান্মন্বাদ্যখিলস্মৃতিভ্য-

---

ইন্দ্রিয় রাজস অহঙ্কারের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, ব্যষ্টীভূত ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিকসত্ত্বপ্রযুক্ত মন সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য, অতএব স্মৃতির সহিত বিরোধ নাই। এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, অহঙ্কারের ত্রৈবিধ্যহেতু সেই অহঙ্কারের কারণীভূত মহত্তত্ত্বও ত্রিবিধ; যেহেতু বৃদ্ধগণ স্মরণ করিয়া থাকেন যে, মহত্তত্ত্ব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে ত্রিবিধ। ব্যক্তিভেদে অথবা অংশভেদেই এইরূপ ত্রৈবিধ্য জানিতে হইবে॥ ১৮॥

এইক্ষণ একাদশ ইন্দ্রিয়নিরূপণ করিতেছেন।—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, চর্ম্ম, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। উক্ত উভয়বিধ ইন্দ্রিয় দশ এবং মনঃ এই সমুদায়ে একাদশ ইন্দ্রিয় হইয়াছে। ইন্দ্র, অর্থাৎ সংঘাত ঈশ্বরের করণ, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলা যায়। ইহাদ্বারা এই লক্ষণ হইতেছে যে, যাহারা অহঙ্কারের কার্য্য অথচ করণ, তাহারাই ইন্দ্রিয়॥ ১৯॥

কেহ কেহ ইন্দ্রিয়কে ভৌতিক বলিয়া থাকেন, এইক্ষণ এই সূত্রদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের ভৌতিকত্বনিরাস করিতেছেন।—যেহেতু ইন্দ্রিয়সকল অহঙ্কারের

দেবতালয়শ্রুতির্নারম্ভকস্য ॥ ২১ ॥

শ্চানুমীয়তে। প্রত্যক্ষা শ্রুতিরহং বহু স্যামিত্যাদিঃ। নম্বন্নময়ং হি সোম্য মন ইত্যাদির্ভৌতিকত্বেঽপি শ্রুতিরস্তীতি চেন্ন। প্রকাশকত্বসাম্যেনান্তঃকরণোপাদানত্বস্যৈবোচিততয়াহঙ্কারিকত্বশ্রুতেরেব মুখ্যত্বাৎ। ভূতানামপি হিরণ্যগর্ভসঙ্কল্পজন্যতয়ান্নস্য মনোজন্যত্বাচ্চ। ব্যষ্টিমন আদীনাং ভূতসংসৃষ্টতয়ৈব তিষ্ঠতাং ভূতেভ্যোঽভিব্যক্তিমাত্রেণ তু ভৌতিকশ্রুতির্গৌণীতি ॥ ২০ ॥

নন্নু তথাপ্যাহঙ্কারিকত্বনির্ণয়ো ন ঘটতেঽস্য পুরুষস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যমিত্যাদিশ্রুতৌ দেবতাস্বিন্দ্রিয়াণাং লয়কথনেন দেব-

---

কার্য্য বলিয়া শ্রুত আছে, অতএব উহারা ভৌতিক নহে। ইন্দ্রিয়গণ যে অহঙ্কারের কার্য্য, তদ্বিষয়ে যে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, তাহা কালবশত লুপ্ত হইলেও আচার্য্যবাক্য এবং মনুপ্রভৃতি বিবিধ স্মৃতি হইতে অনুমিত হইতেছে এবং এখনও অনেক শ্রুতির প্রত্যক্ষ হয়। "অহং বহুঃ স্যাং" অর্থাৎ "আমি বহু হই" ইত্যাদিই প্রত্যক্ষ শ্রুতি। "অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ" অর্থাৎ "মন অন্নময়" ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব উক্ত আছে, ইহা বক্তব্য নহে। যেহেতু মনের সামান্য প্রকাশকতা প্রযুক্ত উহা অন্তঃকরণের উপাদান; এই নিমিত্ত আহঙ্কারিক শ্রুতি ও ভৌতিক শ্রুতি এই উভয়ের মধ্যে আহঙ্কারিক শ্রুতিই প্রধান; বিশেষতঃ ভূতসকল হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্পজন্য বিধায় অন্নও মনোজন্য; সুতরাং ইন্দ্রিয়সকলের ভৌতিকত্বশঙ্কা হইতে পারে না। ব্যষ্টীভূত মনপ্রভৃতি সকলই ভূতসংসৃষ্ট, অতএব ভূত হইতে তাহাদিগের অভিব্যক্তি হয়, সুতরাং আহঙ্কারিক শ্রুতি হইতে ভৌতিক শ্রুতি গৌণ হইতেছে; অতএব মুখ্যশ্রুতিবলে ইন্দ্রিয়সকলের অভৌতিকত্ব জানা যায়। অপ্রধান ভৌতিকশ্রুতির প্রমাণ আদরণীয় নহে। ২০ ॥

যদিও ভৌতিকত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি হইতে আহঙ্কারিকত্ববোধক শ্রুতি মুখ্য হউক, তথাপি ইন্দ্রিয়গণের আহঙ্কারিকত্ব ঘটিতেছে না। যেহেতু "পুরুষের বাক্য অগ্নিকে, প্রাণবায়ুকে এবং চক্ষুঃ আদিত্যকে পায়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে দেবতাতেই ইন্দ্রিয়গণের লয়কথন আছে, অতএব ইন্দ্রিয়গণ

তদুৎপত্তিশ্রুতের্ব্বিনাশদর্শনাচ্চ ॥ ২২ ॥

তোপাদানকত্বস্তাপ্যবগমাৎ কারণ এব হি কার্য্যস্ত লয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ। দেবতাসু যা লয়শ্রুতিঃ সা নারম্ভকস্ত নারম্ভকবিষয়িণীত্যর্থঃ। অনারম্ভকেঽপি ভূতলে জলবিন্দোর্লয়দর্শনাৎ। অনারম্ভকেষপি ভূতেষাত্মনো লয়শ্রবণাচ্চ। বিজ্ঞানধন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় নাস্তেবাসু বিনশ্যতীত্যাদিশ্রুতাবিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

ইন্দ্রিয়ান্তর্গতং মনো নিত্যমিতি কেচিৎ তৎ পরিহরতি। "তেষাং সর্ব্বেষামেবেন্দ্রিয়াণামুৎপত্তিরস্তি। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ"

দেবতোপাদানক বলিয়াই বোধ হয়, কারণ কারণেতেই কার্য্যের লয় হইয়া থাকে; অতএব ইন্দ্রিয়গণকে অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার কার্য্য বলিয়া জানা যাইতেছে, তাহারা যে অহঙ্কারের কার্য্য, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—দেবতাতে যে ইন্দ্রিগণের লয়শ্রুতি আছে, তাহা আরম্ভকবিষয়িণী নহে, অর্থাৎ দেবতা যে ইন্দ্রিয়গণের আরম্ভক, ইহা উক্ত শ্রুতির ভাবার্থ নহে। যেহেতু অনাবশ্যকস্থলেও লয় দেখা যায়, ভূতলেতে জলবিন্দুর লয় হইয়া থাকে, তাহাতে সেই ভূতল জলের আরম্ভক হইতে পারে না, ভূতেতেও আত্মার লয় শ্রবণ আছে, কিন্তু এই ভূতসকল আত্মার আরম্ভক নহে। যদি লয় হয় বলিয়াই যাহাতে যে পদার্থ লয় পায়, তাহা সেই পদার্থের কারণ হইত, তাহাহইলে ভূতলও জলের এবং ভূতসকলও আত্মার আরম্ভক (কারণ) হইতে পারিত। আত্মা এই সকল ভূত হইতে সমুত্থিত হইয়া পরে তাহাদিগকে বিনষ্ট করে, ইহাই ভূতলয় শ্রুতির অর্থ; অতএব ইন্দ্রিয়গণ দেবতাদিগের কার্য্য নহে; সুতরাং তাহাদিগের আহঙ্কারিকত্ব ঘটিতে পারে ॥ ২১ ॥

কেহ কেহ বলেন উক্ত একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত মনঃ নিত্য, এই সূত্রে সেই মনের নিত্যতার পরিহার করিতেছেন।—"ইহা হইতে প্রাণ, মনঃ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় এই সমুদায় জন্মে" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত সকল ইন্দ্রিয়েরই উৎপত্তি আছে, এবং যেমন বৃক্ষাদি অব-

অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে ॥ ২৩ ॥

শক্তিভেদেঽপি ভেদসিদ্ধৌ নৈকত্বম্ ॥ ২৪ ॥

ইত্যাদিশ্রুতেঃ। বৃদ্ধাদ্যবস্থাসু চক্ষুরাদীনামিব মনসোঽপ্যপচয়াদিনা বিনাশনির্ণয়াচ্চেত্যর্থঃ। তথা চোক্তম্। "দশকেন নিবর্ত্তন্তে মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।" ইতি। মনসো নিত্যত্ববচনানি চ প্রকৃত্যাখ্যবীজপরাণীতি ॥ ২২ ॥

গোলকজাতমেবেন্দ্রিয়মিতি নাস্তিকমতমপাকরোতি। ইন্দ্রিয়ং সর্ব্বমতীন্দ্রিয়ং ন তু প্রত্যক্ষং ভ্রান্তানামেব ত্বধিষ্ঠানে গোলকে তাদাত্ম্যেনেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। অধিষ্ঠানমিত্যেব পাঠঃ ॥ ২৩ ॥

একমেবেন্দ্রিয়ং শক্তিভেদাদ্বিলক্ষণকার্য্যকারীতিমতমপাকরোতি। এক-

---

স্থাতে চক্ষুঃপ্রভৃতির নাশ হয়, সেইরূপ মনেরও নাশ আছে; অতএব মনঃ নিত্য নহে। যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, তাহাকে কোনরূপেও নিত্য বলা যায় না। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, মনঃ ও ইন্দ্রিয় ইহারা সকলই নিবর্ত্তিত হয়। ইহাদ্বারাও মনকে অনিত্য বলিয়া জানা যায়। পরন্তু মনের নিত্যতাবিষয়ে যে সকল বচন আছে, তাহা প্রকৃত্যাখ্য বীজপর, অর্থাৎ "প্রকৃতিরূপ বীজই নিত্য" ইহাই মনের নিত্যতাপ্রতিপাদক বচনের ভাবার্থ; সুতরাং মন নিত্য নহে, ইহাই প্রমাণীকৃত হইল ॥ ২২ ॥

নাস্তিকেরা বলিয়া থাকেন যে, গোলকসমূহই ইন্দ্রিয়, এইক্ষণ সূত্রদ্বারা নাস্তিকদিগের এই মতের নিরাস করিতেছেন।—সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ই অতীন্দ্রিয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না। কেবল ভ্রান্তদিগের মতেই ঐরূপ অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয়শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহারা ভ্রান্ত, তাহারাই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষস্বীকার করেন ॥ ২৩ ॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয় এক। সেই এক ইন্দ্রিয়ই বিশেষ বিশেষ শক্তিদ্বারা বিভিন্নরূপে কার্য্যকারী হইয়া থাকে। একই ইন্দ্রিয় এক শক্তিদ্বারা চক্ষুরূপে দর্শন করে, অপর শক্তিবলে কর্ণরূপে শ্রবণ করে, ইত্যাদিরূপে ইন্দ্রিয়ের শক্তিই পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু ইন্দ্রিয় এক। এইক্ষণ এই

ন কল্পনাবিরোধঃ প্রমাণদৃষ্টস্য ॥ ২৫ ॥

উভয়াত্মকং মনঃ ॥ ২৬ ॥

গুণপরিণামভেদান্নানাত্বমবস্থাবৎ ॥ ২৭

স্যৈবেন্দ্রিয়স্য শক্তিভেদস্বীকারেঽপীন্দ্রিয়ভেদঃ সিধ্যতি শক্তীনামপীন্দ্রিয়ত্বাৎ। অতো নৈকত্বমিন্দ্রিয়স্যেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

নন্বেকস্মাদহঙ্কারান্নানাবিধেন্দ্রিয়োৎপত্তিকল্পনায়াং ন্যায়বিরোধস্তত্রাহ। সুগমম্ ॥ ২৫ ॥

একস্যৈব মুখ্যেন্দ্রিয়স্য মনসোঽন্যে দশ শক্তিভেদা ইত্যাহ। জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মকং মন ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

উভয়াত্মকমিত্যস্যার্থং স্বয়ং বিবৃণোতি। যথৈক এব নরঃ সঙ্গবশান্নানাত্বং ভজতে কামিনীসঙ্গাৎ কামুকো বিরক্তসঙ্গাদ্বিরক্তোঽন্যসঙ্গাচ্চান্য এবং মনো-

মতের নিরাস করিতেছেন।—এক ইন্দ্রিয়ের শক্তিভেদস্বীকার করিলেই ইন্দ্রিয়ভেদ সিদ্ধ হয়। যেহেতু সেই শক্তিময় ইন্দ্রিয়ের যে শক্তিবলে দর্শনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই শক্তিই চক্ষুঃ। এইরূপ তুমি যে শক্তিদ্বারা শ্রবণক্রিয়া সাধিত হয় বল, আমরা তাহাকেই কর্ণ বলিয়া থাকি। অতএব ইন্দ্রিয় এক নহে ॥ ২৪ ॥

যদি বল, এক অহঙ্কার হইতে নানাবিধ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তিকল্পনা ন্যায়বিরুদ্ধ। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যাহা প্রমাণদৃষ্ট, তাহার প্রতি কল্পনাবিরোধ স্বীকার্য্য নহে। প্রমাণদ্বারা এক অহঙ্কার হইতেই বিবিধ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি অবধারিত হইয়াছে। তাহাতে ন্যায়বিরোধ হয়, এইরূপ দোষ অগ্রাহ্য ॥ ২৫ ॥

এক মনই মুখ্য ইন্দ্রিয়, অন্য দশবিধ ইন্দ্রিয়ই সেই মুখ্য ইন্দ্রিয়রূপী মনের বিশেষ বিশেষ শক্তি। অতএব সেই মনই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়াত্মক ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মনই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়াত্মক। এই সূত্রে স্বয়ংই সেই উভয়াত্মক শব্দের অর্থনিরূপণ করিতেছেন।—যেমন একই মনুষ্য বিবিধ সংকল্পবশতঃ নানারূপ ধারণ করে, অর্থাৎ কখন কামিনী-

রূপাদিরসমলান্ত উভয়োঃ ॥ ২৮ ॥

ঽপি চক্ষুরাদিসঙ্গাচ্চক্ষুরাদ্যেকীভাবেন দর্শনাদিবৃত্তিবিশিষ্টতয়া নানা ভবতি। তত্র হেতুর্গুণেত্যাদি। গুণানাং সত্ত্বাদীনাং পরিণামভেদেষু সামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। এতচ্চান্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধাচ্চক্ষুরাদীনাং মনঃসংযোগং বিনা ব্যাপারাক্ষমত্বাদনুমীয়তে ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়য়োর্ব্বিষয়মাহ। অন্নরসানাং মলঃ পুরীষাদিঃ। তথা রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাবক্তব্যাদাতব্যগন্তব্যানন্দয়িতব্যোৎস্রষ্টব্যাশ্চোভয়োর্জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়য়োর্দ্দশ বিষয়া ইত্যর্থঃ। আনন্দয়িতব্যং চোপস্থস্তোপস্থান্তরং বিষয় ইতি ॥২৮॥

সঙ্গে কামুক হইয়া বিবিধ রসভোগ করে, কখন বা সেই কামিনীসঙ্গে বিরক্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করে, কখন বা অন্যান্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া সেই বিষয় উপভোগ করিয়া থাকে, সেইরূপ মনঃ চক্ষুঃপ্রভৃতির সঙ্গবশতঃ তাহাদিগের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়া দর্শনাদিক্রিয়া সম্পাদন করে, কর্ণের সঙ্গবশতঃ শ্রবণক্রিয়া সাধন করে, এইরূপে মনুষ্যাদির ন্যায় মনও নানারূপ হয়। যেহেতু সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের পরিণামভেদেই মনের বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য হয়। "আমি অন্যমনস্ক হইয়াছি, সুতরাং শুনিতেছি না" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, চক্ষুঃপ্রভৃতির মনঃসংযোগ না হইলে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের কোন ব্যাপার সাধিত হয় না; অতএব মনই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়ের ব্যাপারসাধনের হেতু ॥ ২৭ ॥

এইক্ষণে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়ের বিশেষ নিরূপণ করিতেছেন।—রূপগ্রহণাদি মলনিঃসারণপর্য্যন্ত সমুদায়ই উভয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বাক্য, গ্রহণীয়, গন্তব্য, আনন্দনীয়, উৎস্রষ্টব্য, এই দশটী দশবিধ ইন্দ্রিয়ের বিষয়। চক্ষু রূপগ্রহণ করে, রসনা রসাস্বাদন করে, ঘ্রাণ গন্ধগ্রহণ করে, ত্বক্ স্পর্শ অনুভব করে, কর্ণ শব্দশ্রবণ করে, বাগিন্দ্রিয় শব্দপ্রয়োগ করে, হস্ত বিবিধবস্তু গ্রহণ করে, পদ সর্ব্বত্র গমন করে, উপস্থেন্দ্রিয় আনন্দ অনুভব করে, পায়ু-ইন্দ্রিয় মল-নিঃসারণ করে, এইরূপে দশবিধ ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ দশবিধ কার্য্য জানা যায় ॥ ২৮ ॥

দ্রষ্টৃত্বাদিরাত্মনঃ করণত্বমিন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ২৯ ॥

যস্যেন্দ্রিয়স্য যেনোপকারেণৈতানীন্দ্রিয়াণীত্যুচ্যতে তদুভয়মাহ। দ্রষ্টৃত্বাদিপঞ্চকং বক্তৃত্বাদিপঞ্চকং সঙ্কল্পয়িতৃত্বং চাত্মনঃ পুরুষস্য দর্শনাদিবৃত্তৌ করণত্বং ত্বিন্দ্রিয়াণামিত্যর্থঃ। নমু দ্রষ্টৃত্বশ্রোতৃত্বাদিকং কদাচিদনুভবে পর্য্যবসানাৎ পুরুষস্যাবিকারিণোঽপি ঘটতাং বক্তৃত্বাদিকং ক্রিয়ামাত্রং তৎ কথং কূটস্থস্য ঘটতামিতি চেন্ন। অয়স্কান্তবৎ সান্নিধ্যমাত্রেণ দর্শনাদিবৃত্তিকর্তৃত্বস্যৈবাত্র দ্রষ্টৃত্বাদিশব্দার্থত্বাৎ। যথা হি মহারাজঃ স্বয়মব্যাপ্রিয়মাণোঽপি সৈন্যেন করণেন যোদ্ধা ভবত্যাজ্ঞামাত্রেণ প্রেরকত্বাৎ তথা কূটস্থোঽপি পুরুষশ্চক্ষুরাদ্যখিলকরণৈর্দ্রষ্টা বক্তা সঙ্কল্পয়িতা চেত্যেবমাদির্ভবতি সংযোগাখ্যসান্নিধ্য

যে যে ইন্দ্রিয়ের যে যে উপকারদ্বারা সেই সেই ইন্দ্রিয়রূপে নির্দ্দেশ করা যায়, সেই ইন্দ্রিয় ও সেই উপকার এই উভয় নিরূপিত হইতেছে।—দর্শনকর্তৃত্বাদি পঞ্চ ও বচনকর্তৃত্বাদি পঞ্চ এবং সঙ্কল্পকর্তৃত্ব এই সমুদায়ই আত্মার জানিবে। পরন্তু পুরুষ যে দর্শন করেন, চক্ষু সেই দর্শনক্রিয়ার করণ, এই নিমিত্ত চক্ষুই দর্শনেন্দ্রিয়। এই প্রকার পুরুষের শ্রবণব্যাপারে কর্ণই করণ, এইজন্য কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়। রসাস্বাদনে জিহ্বা করণ হয় বলিয়া তাহা রসনেন্দ্রিয়। নাসিকা গন্ধগ্রহণের করণ, এই নিমিত্ত তাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। চর্ম্ম পুরুষের স্পর্শগ্রহণের করণ বলিয়া তাহা স্পর্শেন্দ্রিয়। বাগিন্দ্রিয় পুরুষের বাক্প্রয়োগের করণবিধায় তাহাকে বাগিন্দ্রিয় বলা যায়। পুরুষ যে কোন দ্রব্যগ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে হস্তই করণ হয়, এই নিমিত্ত হস্ত গ্রহণেন্দ্রিয়। গমনবিষয়ে পাদের করণতাপ্রযুক্ত পাদই গমনেন্দ্রিয়। উপস্থ পুরুষের আনন্দভোগের করণ, এইহেতু উপস্থ আনন্দেন্দ্রিয়। পায়ু মলাদিনিঃসারণের করণ বলিয়া তাহাই মলনিঃসারণাদির ইন্দ্রিয় এবং আত্মার যে সঙ্কল্প হয়, তাহাতে মনের করণতাপ্রযুক্ত মনই সঙ্কল্পেন্দ্রিয়। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণ পুরুষের পৃথক্ পৃথক্রূপ কার্য্যসাধন করে, এই নিমিত্ত তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ নাম হইয়াছে। দর্শনকর্তৃত্ব ও শ্রবণকর্তৃত্ব ইহা কেবল অনুভবমাত্র; সুতরাং অবিকারী পুরুষের ঐ দর্শনকর্তৃত্বাদি সম্ভবিতে পারে, কিন্তু

মাত্রেণৈব তেষাং প্রেরকত্বাদয়স্কান্তমণিবদিতি। কর্ত্তৃত্বং চাত্র কারকচক্র-প্রয়োক্তৃত্বং করণত্বং ক্রিয়াহেতুব্যাপারবত্ত্বং তৎসাধকতমত্বং বা কুঠারাদিবৎ। যৎ তু শাস্ত্রেষু পুরুষে দর্শনাদিকর্ত্তৃত্বং নিষিধ্যতে তদনুকূলকৃতিমত্ত্বং তত্তৎ-ক্রিয়াবত্ত্বং বা। তথা চোক্তম্—"অত আত্মনি কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বং চ সংস্থিতম্। নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ॥" ইতি। অতএব কারকচক্র-প্রয়োক্তৃতাশক্তেরাত্মস্বরূপতয়া দ্রষ্টৃত্ববক্তৃত্বাদিকমাত্মনো নিত্যমিতি শ্রূয়তে। ন দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে ন বক্তুর্বক্তের্বিপরিলোপো বিদ্যত ইত্যাদিনেতি। ননু প্রমাণবিভাগে প্রত্যক্ষাদিবৃত্তীনামেব করণত্বমুক্তমত্র

বচনকর্ত্তৃত্ব অনুভবমাত্র নহে, উহা ক্রিয়াত্মক; কূটস্থ পুরুষের ঐ ক্রিয়া-ত্মক বচনকর্ত্তৃত্ব কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; যেহেতু যেমন অয়স্কান্ত মণি সান্নিধ্যবশতঃ লৌহ আকর্ষণ করে, সেইরূপ পুরুষের সান্নিধ্যমাত্রই তাহার দর্শনকর্ত্তৃত্ব জানা যায়। এই অভিপ্রায়েই পুরুষকে দর্শনকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেমন রাজা স্বয়ং কোন কার্য্যে ব্যাপৃত না হইয়াও সৈন্যাদিদ্বারা যুদ্ধ করেন বলিয়া যোদ্ধা বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। তাঁহার আজ্ঞামাত্রই নিয়োজিত সৈন্যেরা কার্য্যসাধন করে, তাহাতেও রাজার যোদ্ধৃত্বসম্ভব হয়। সেইরূপ কূটস্থ পুরুষ চক্ষুপ্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা দর্শনকর্ত্তা, বচনকর্ত্তা ও সঙ্কল্পকর্ত্তা ইত্যাদিরূপে বিখ্যাত হইয়া থাকেন। যেমন রাজার আজ্ঞামাত্র নিয়োজিত সৈনিক পুরুষেরা যুদ্ধাদি সাধন করে বলিয়া রাজাকে যোদ্ধা বলা যায়, সেইরূপ পুরুষের সংযোগরূপ সান্নিধ্যমাত্র ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যসাধনদ্বারা পুরুষকে কর্ত্তা বলা যায়। অয়-স্কান্তমণি যেমন আকর্ষণদ্বারা লৌহের গ্রহণকর্ত্তা হইয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষ ইন্দ্রিয়দ্বারা সকল কার্য্যের কর্ত্তা হয়েন। তিনি করণাদি কারকের নিয়োগ করেন, তিনিই কর্ত্তা এবং যাহা কুঠারাদির ন্যায় ক্রিয়ার প্রধান হেতু, তাহাই করণ; সুতরাং পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ও ইন্দ্রিয়ের করণত্ব সাধিত হইল। শাস্ত্রে যে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব নিষিদ্ধ আছে, তাহাতে ক্রিয়ার অনুকূলকারিত্বরূপ কর্ত্তৃত্বেরই নিষেধ জানিবে। অথবা ক্রিয়ারূপ কর্ত্তৃত্ব পুরুষের নাই, ইহাই কর্ত্তৃত্বনিষেধক শাস্ত্রের ভাবার্থ, অর্থাৎ কর্ত্তা স্বয়ং কোন ক্রিয়ায় অনুকূল

ত্রয়াণাং স্বালক্ষণ্যম্ ॥ ৩০ ॥

কথমিন্দ্রিয়স্যোচ্যত ইতি চেন্ন। অত্র দর্শনাদিরূপাসু চক্ষুরাদিদ্বারকবুদ্ধি-বৃত্তিষেবেন্দ্রিয়াণাং করণত্ববচনাৎ। তত্র পুরুষনিষ্ঠে বোধাখ্যফলে বৃত্তীনাং করণত্বস্যোক্তত্বাদিতি ॥ ২৯ ॥

ইদানীমন্তঃকরণত্রয়স্যাসাধারণবৃত্তীরাহ। ত্রয়াণাং মহদহঙ্কারমনসাং স্বালক্ষণ্যং স্বং স্বং লক্ষণমসাধারণী বৃত্তির্যেষামিতি মধ্যমপদলোপী বিগ্রহস্তস্য ভাবস্তত্ত্বমিত্যর্থঃ। লোকে চ মহতো লক্ষণমধ্যবসায়াদিপ্রকৃষ্টগুণবত্ত্বম্।

হয়েন না, অথবা তাঁহাতে কোন ক্রিয়া থাকে না, ইহাই বলিতে হইবে। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে পুরুষের কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব উভয়ই উক্ত আছে। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছাবিহীন বিধায় অকর্ত্তা এবং তাঁহার সান্নিধ্যমাত্র কার্য্য হয়, এই হেতু তিনি কর্ত্তা, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব যাঁহার করণাদি কারকসমূহের প্রয়োগকর্তৃতাশক্তি আছে, তিনিই আত্মা; এইহেতু তাঁহার দর্শনকর্তৃত্ব ও বচনকর্তৃত্বাদিও নিত্য বলিয়া শ্রুত আছে। "যিনি দর্শন করেন, কখনও তাঁহার দৃষ্টির লোপ হয় না এবং যিনি বক্তা, কদাচ তাঁহার বচনশক্তির বিলোপ সম্ভবে না" ইত্যাদি পুরুষপ্রমাণে পুরুষের উক্তরূপ কর্তৃত্ব জানা যায়। প্রমাণবিভাগকালে প্রত্যক্ষাদি বৃত্তিরই করণত্ব উক্ত আছে, এইস্থলে যে ইন্দ্রিয়ের করণতা উক্ত হইল, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে, এই আশঙ্কা হইতে পারে না; যেহেতু চক্ষুঃ প্রভৃতিদ্বারা যে দর্শনাদিরূপ বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহারই করণতা এইস্থলে উক্ত হইয়াছে, এই প্রমাণবিভাগস্থলে পুরুষ-নিষ্ঠবোধরূপ ফলবিষয়ে প্রত্যক্ষাদিকর্তৃত্ব করণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। এইক্ষণ ইহাই জানা যাইতেছে যে, পুরুষের বোধবিষয়ে প্রত্যক্ষাদি-বৃত্তির কারণতা এবং চক্ষুঃপ্রভৃতিদ্বারা যে দর্শানিরূপ বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের কারণতা; সুতরাং উক্ত আশঙ্কার নিরাস হইল। ২৯।

এইক্ষণ অন্তঃকরণত্রয়ের অসাধারণবৃত্তি নিরূপিত হইতেছে।—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও মন, ইহারাই ত্রিবিধ অন্তঃকরণ। উক্ত অন্তঃকরণত্রয়ের স্বস্ব লক্ষণ অসাধারণবৃত্তি আছে, লোকে অধ্যবসায়াদি প্রকৃষ্টগুণশালিত্বই অহ-ঙ্কারের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং আত্মাতে যে সকল গুণ নাই, তাহাদিগের

সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥ ৩১ ॥

অহঙ্কৃতস্য চাত্মন্যবিদ্যমানগুণারোপঃ। মনসশ্চেদমস্ত্বিত্যঙ্গীকরণমিতি। তথা চ বুদ্ধের্বৃত্তিরধ্যাসায়োঽভিমানোঽহঙ্কারস্য সঙ্কল্পবিকল্পৌ মনস ইত্যায়াতম্। সঙ্কল্পশ্চিকীর্ষা সঙ্কল্পঃ কর্ম্মমানসমিত্যনুশাসনাৎ। বিকল্পশ্চ সংশয়ো যোগোক্তভ্রমবিশেষো বা ন তু বিশিষ্টজ্ঞানং তস্য বুদ্ধিবৃত্তিত্বাদিতি ॥ ৩০ ॥

ত্রয়াণাং সাধারণীং বৃত্তিমপ্যাহ। প্রাণাদিরূপাঃ পঞ্চ বায়ুবৎ সঞ্চারাৎ বায়বো যে প্রসিদ্ধাস্তে সামান্যা সাধারণী করণস্যান্তঃকরণত্রয়স্য বৃত্তিঃ পরিণামভেদা ইত্যর্থঃ। তদেতৎ কারিকয়োক্তম্—"স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা। সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥" ইতি। অত্র

আরোপ করাই অহঙ্কারের ধর্ম্ম, আর "ইহা হউক" এইরূপ অঙ্গীকারই মনের বৃত্তি। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায়, অহঙ্কারের বৃত্তি অভিমান এবং মনের বৃত্তি সঙ্কল্প ও বিকল্প। কার্য্যকরণের ইচ্ছা অথবা কর্ম্মে মানস, ইহাই সঙ্কল্প এবং সংশয় অথবা যোগোক্ত ভ্রমবিশেষই বিকল্প। কিন্তু কোনরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানকে সঙ্কল্প বা বিকল্প বলা যায় না, যেহেতু উহা বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া নিরূপিত আছে ॥ ৩০ ॥

এইক্ষণ উক্ত ত্রিবিধ অন্তঃকরণের সাধারণবৃত্তিনিরূপণ করিতেছেন।—সঞ্চরণশীল যে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু প্রসিদ্ধ আছে, তাহারাই বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কার ও মন, এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণের সাধারণবৃত্তি, অর্থাৎ পরিণামবিশেষ। সাংখ্যকারিকাতেও উক্ত হইয়াছে যে, স্বালক্ষণ্য অর্থাৎ অধ্যবসায়াদি প্রকৃষ্টগুণশালিত্ব, আত্মাতে বিদ্যমান গুণের আরোপ এবং "ইহা হউক" এইরূপ অঙ্গীকার, এই বৃত্তিত্রয় মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও মন এই অন্তঃকরণত্রয়ের অসাধারণবৃত্তি এবং প্রাণাদি পঞ্চবায়ু ঐ ত্রিবিধ অন্তঃকরণের সাধারণবৃত্তি। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, প্রাণাদিরা বায়ুবিশেষ, ইঁহারা জীবনযোনিপ্রযত্নরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা ব্যাপৃত আছে, এই নিমিত্ত ঐ প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অন্তঃকরণবৃত্তির অভিন্ন, ইহাই নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা হইতে পারে না, যেহেতু "ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ" এই বেদান্তসূত্রে প্রাণ যে বায়ুস্বরূপ অথবা বায়ুপরিণাম নহে, এইরূপ স্পষ্টতর প্রতিষেধ আছে। এইস্থলেও উক্ত বেদান্ত-

ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ ॥ ৩২ ॥

কশ্চিৎ প্রাণাদ্যা বায়ুবিশেষা এব তে চান্তঃকরণবৃত্ত্যা জীবনযোনিপ্রযত্নরূপয়া ব্যাপ্রিয়ন্ত ইতি কৃত্বা প্রাণাদ্যাঃ করণবৃত্তিরিত্যভেদনির্দ্দেশ ইত্যাহ। তন্ন। ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাদিতি বেদান্তসূত্রেণ প্রাণস্য বায়ুত্ববায়ুপরিণামত্বয়োঃ স্ফুটং প্রতিষেধাদত্রাপি তদেকবাক্যতৌচিত্যাৎ। মনোধর্ম্মস্য কামাদেঃ প্রাণক্ষোভকতয়া সামানাধিকরণ্যেনৈবৌচিত্যাচ্চ। বায়ুপ্রাণয়োঃ পৃথগুপদেশশ্রুতয়স্তু। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী॥" ইত্যাদ্যা ইতি। অতএব লিঙ্গশরীরমধ্যে প্রাণানামগণনেঽপি ন ন্যূনতা বুদ্ধেরেব ক্রিয়াশক্ত্যা সূত্রাত্মপ্রাণাদিনামকত্বাদিতি। অন্তঃকরণপরিণামেঽপি বায়ুতুল্যসঞ্চারবিশেষাদ্বায়ুদেবতাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ বায়ুব্যবহারোপপত্তিরিতি ॥ ৩১ ॥

বৈশেষিকাণামিবাস্মাকং নায়ং নিয়মো যদিন্দ্রিয়বৃত্তিঃ ক্রমেণৈব ভবতি নৈকদেত্যাহ। সুগমম্। জাতিসাঙ্কর্য্যস্যাস্মাকমদোষত্বাৎ সামগ্রীসমবধানে

সূত্রের সহিত একবাক্যতা উচিত। অতএব প্রাণাদি ও করণবৃত্তি অভিন্ন নহে। বিশেষতঃ মনের ধর্ম্ম কামাদির সহিত প্রাণের ক্ষোভকারিত্ব আছে, এইহেতু কামাদির সহিত প্রাণাদির সামানাধিকরণ্য উচিত। মনোধর্ম্ম কামাদির সহিত প্রাণাদির সামানাধিকরণ্য হইলে প্রাণাদি ও অন্তঃকরণবৃত্তি ইহাদিগের অভিন্ননির্দ্দেশ সম্ভবে না। বায়ু ও প্রাণ ইহারা যে পৃথক্, তদ্বিষয়ে শ্রুতির উপদেশ আছে যে, "ইহা হইতেই প্রাণ, মনঃ, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও বিশ্বধাত্রী পৃথিবী এই সকল জন্মিয়াছে।" ইহাদ্বারা বায়ু প্রাণ হইতে পৃথক্, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব লিঙ্গশরীরের মধ্যে প্রাণের গণনার ন্যূনতা হইতে পারে না; যেহেতু ক্রিয়াশক্তিদ্বারা বুদ্ধিই সূত্রাত্মপ্রাণাদি নামে প্রসিদ্ধ আছে। অন্তঃকরণপরিণামেও বায়ুতুল্য সঞ্চারবিশেষহেতু বায়ুদেবতার অধিষ্ঠিতত্বপ্রযুক্ত বায়ুর ন্যায় ব্যবহারের উপপত্তি হয়। ৩১ ॥

বৈশেষিকেরা বলিয়া থাকেন যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্রমতঃ হয়, একদা সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হয় না। আমরা এই বৈশেষিকমত স্বীকার করি না, এই আশঙ্কায়

সত্যনেকৈরপীন্দ্রিয়ৈরেকদৈকবৃত্ত্যুৎপাদনে বাধকং নাস্তীতি ভাবঃ। ইন্দ্রিয়-বৃত্তীনাং বিভাগশ্চ কারিকয়া ব্যাখ্যাতঃ। "শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্র-মিষ্যতে বৃত্তিঃ। বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্॥" আলোচনং চ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্ব্যাখ্যাতম্। "অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকম্। পরং পুনস্তথা বস্তুধর্ম্মৈর্জ্জাত্যাদিভিস্তথা।" ইতি। পরমুত্তরকালীনং চ পুন-র্ব্বস্তুধর্ম্মৈর্দ্রব্যরূপধর্ম্মৈস্তথা জাত্যাদিভির্জ্ঞানং সবিকল্পকং তথালোচনাখ্যং ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ নির্ব্বিকল্পকসবিকল্পরূপং দ্বিবিধমপ্যৈন্দ্রিয়কং জ্ঞানমা-লোচনসংজ্ঞমিতি লব্ধম্। কশ্চিৎ তু নির্ব্বিকল্পকং জ্ঞানমেবালোচনমিন্দ্রিয়-

---

বলিতেছেন।—ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্রমশঃ ও একদা উভয়রূপেই হইতে পারে, কখন ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রকাশ পায়, কখন বা একদাই সমুদায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া থাকে। কারণ আমরা জাতিসাঙ্কর্য্যকে দোষ বলিয়া স্বীকার করি না, বৈশেষিকেরা জাতিসাঙ্কর্য্যকে দোষ বলিয়া গণ্য করে; সুতরাং তাহাদিগের মতে উক্ত দোষহেতু একদা সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি স্বীকার্য্য নহে, আমরা ঐ দোষ গণ্য করি না। আমাদিগের মতে একদা ও ক্রমতঃ উভয়রূপে ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে পারে, ইন্দ্রিয়বৃত্তির সামগ্রীসকল বিদ্যমান থাকিলে একদা যে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি উৎপন্ন হইবে, তাহাতে কোন বাধাই নাই। সাংখ্যকারি-কাতেও ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিভাগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিষয়ে যে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আলোচনা, তাহাই বৃত্তি, এই বৃত্তিও পঞ্চবিধ; যথা—বচন, আদান, বিহরণ (গমন), উৎসর্গ ও আনন্দ। আলোচন শব্দের অর্থ পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রথমতঃ সাধারণরূপে জ্ঞান হইয়া পরে বস্তুগত ধর্ম্ম ও জাতিপ্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা যে সবিকল্পক, অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞান জন্মে, তাহারই নাম আলোচন। এইক্ষণ নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানই আলোচনসংজ্ঞক বলিয়া লব্ধ হইল। কেহ উক্ত শ্লোকের এই রূপ ব্যাখ্যা করেন যে, ইন্দ্রিয়জন্য নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানই আলোচনসংজ্ঞক, পরন্তু সবিকল্পক জ্ঞান মনোমাত্রজন্য, কিন্তু এইরূপ অর্থ সুসঙ্গত নহে। যেহেতু পাতঞ্জলযোগসূত্রের ভাষ্যকার ব্যাসদেব বিশিষ্ট জ্ঞানকেই ইন্দ্রিয়জন্য

জন্যং চ ভবতি সবিকল্পকং তু মনোমাত্রজন্যমিতি শ্লোকার্থমাহ। তন্ন। যোগভাষ্যে ব্যাসদেবৈর্ব্বিশিষ্টজ্ঞানস্যাপ্যেন্দ্রিয়কত্বস্য ব্যবস্থাপিতত্বাৎ। ইন্দ্রিয়ৈর্বিশিষ্টজ্ঞানে বাধকাভাবাচ্চ। স এব সূত্রার্থমপ্যেবং ব্যাচষ্টে বাহ্যেন্দ্রিয়মারভ্য বুদ্ধিপর্য্যন্তস্য বৃত্তিরুৎসর্গতঃ ক্রমেণ ভবতি কদাচিৎ তু ব্যাঘ্রাদিদর্শনকালে ভয়বিশেষাদ্বিদ্যুল্লতেব সর্ব্বকরণেষ্বেকদৈব বৃত্তির্ভবতীত্যর্থ ইতি। তদপ্যসৎ। সূত্রে ইন্দ্রিয়বৃত্তীনামেব ক্রমিকাক্রমিকত্ববচনাৎ। ন বুদ্ধ্যহঙ্কারবৃত্ত্যোঃ প্রসঙ্গোঽপ্যস্তি। কিঞ্চৈকদানেকেন্দ্রিয়বৃত্তাবেব বাদিবিপ্রতিপত্ত্যা তন্নির্ণয়পরত্বমেব সূত্রস্যোচিতং মনোঽণুত্বপ্রতিষেধায় ন তু কাকদন্তান্বেষণপরত্বমিতি ॥ ৩২ ॥

বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়দ্বারা যে বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাতে কোন বাধক নাই। আর তিনি উক্ত সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "সামান্যতঃ হস্তপদাদি বাহ্যেন্দ্রিয় হইতে বুদ্ধিপর্য্যন্ত সমুদায়ের বৃত্তিই ক্রমশঃ হয়; পরন্তু কদাচিৎ ব্যাঘ্রাদি দর্শনকালে সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি একদা হইয়া থাকে। যেমন বিদ্যুৎ একদা প্রকাশ পায়, সেইরূপ ব্যাঘ্রাদিদর্শনে ভয় উপস্থিত হইলে হস্ত, পদ, বাক্যপ্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়দ্বারাই সেই ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করে। এই সময়েই কেবল একদা সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি দেখা যায়," এইরূপ ব্যাসকৃত ব্যাখ্যা সৎকল্প নহে। কারণ সূত্রে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্রমত হয় ও একদা হয়, এইরূপ কথন আছে, কিন্তু বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই উভয়ের বৃত্তির কোন উল্লেখ নাই; সুতরাং যখন এই ব্যাখ্যাতে বুদ্ধিবৃত্তির উল্লেখ আছে, তখন ঐ ব্যাখ্যা সৎ বলিয়া বোধ হয় না। পক্ষান্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বাদীরা যে একদা সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিস্বীকার করে না, এই একদা ইন্দ্রিয়সমুদায়ের বৃত্তিনির্ণয় করাই সূত্রের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ একদা সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিস্বীকার না করিলে মনের অণুত্বাপত্তি হয়, অতএব মনের অণুত্বপ্রতিষেধার্থ এই সূত্রে একদা সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিনিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু কাকের দন্ত অন্বেষণ করেন নাই। কাকদন্ত অন্বেষণের ন্যায় উক্ত ব্যাখ্যাতে অপ্রাসঙ্গিক অর্থের উল্লেখ হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥ ৩৩ ॥

পিণ্ডীকৃত্য বুদ্ধিবৃত্তীঃ সংসারনিদানতাপ্রতিপাদনার্থমাদৌ দর্শয়তি। ক্লিষ্টা অক্লিষ্টা বা ভবন্তু বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ পঞ্চপ্রকারা এব নাধিকা ইত্যর্থঃ। ক্লিষ্টা দুঃখদাঃ সাংসারিকবৃত্তয়োঽক্লিষ্টাশ্চ তদ্বিপরীতা যোগকালীনবৃত্তয়ঃ। বৃত্তীনাং পঞ্চপ্রকারত্বং পাতঞ্জলসূত্রেণোক্তম্। প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রা-স্মৃতয় ইতি। তত্র প্রমাণবৃত্তিরত্রাপ্যুক্তা বিপর্য্যয়স্তস্মাকং বিবেকাগ্রহ এবা-ন্যথাখ্যাতের্নিরাস্যত্বাৎ। বিকল্পস্তু বিশেষদর্শনকালেঽপি রাহোঃ শিরঃ পুরু-ষস্য চৈতন্যমিত্যাদিজ্ঞানম্। নিদ্রা চ সুষুপ্তিকালীনা বুদ্ধিবৃত্তিঃ। স্মৃতিশ্চ সংস্কারজন্যং জ্ঞানমিতি। এতৎ সর্ব্বং পাতঞ্জলে সূত্রিতম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতিপূর্ব্বে যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সমুদায় সংগ্রহ করিয়া সংসারের কারণপ্রতিপাদনার্থ বুদ্ধিবৃত্তিসকল নিরূপণ করিতে-ছেন।—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট সমুদায় বৃত্তিই পঞ্চপ্রকার; পঞ্চপ্রকারের অতিরিক্ত আর কোনরূপ বৃত্তি নাই। দুঃখপ্রদ সাংসারিক বৃত্তি সকলই ক্লিষ্ট এবং ইহার বিপরীত, অর্থাৎ যোগসাধনকালে যে বৃত্তি হয়, তাহাই অক্লিষ্ট। পাত-ঞ্জলযোগসূত্রে বৃত্তির পঞ্চপ্রকারতা উক্ত আছে, যথা—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। এই পঞ্চপ্রকার বৃত্তি যোগসূত্রকার নিরূপণ করিয়া-ছেন। এই পঞ্চপ্রকার বৃত্তির মধ্যে অনুমানাদি প্রমাণবৃত্তি এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। বিপর্য্যয়বৃত্তি আমাদিগের বিবেচ্য নহে; উহার নিষ্প্রয়োজনতাপ্রযুক্ত নিরস্ত হইয়াছে। রাহুর শির ও পুরুষের চৈতন্য ইত্যাদি জ্ঞানই বিপর্য্যয়প্রমাণ। যাবৎ বিশেষদর্শন না হয়, তাবৎ রাহুর শির ও পুরুষের চৈতন্য এইরূপ অলীক পদার্থের জ্ঞান হয়, পরে যখন বিশেষ-রূপ দর্শন হয়, তখন রাহুর শির ও পুরুষের চৈতন্য এইরূপ জ্ঞান অলীক বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু রাহু শিরস্বরূপ ও পুরুষ চৈতন্যময়, অতএব জানা যায় যে, এইরূপ অলীক পাদার্থের জ্ঞানই বিপর্য্যয়প্রমাণ। আর সুষুপ্তিকালে যে বুদ্ধিবৃত্তি থাকে, তাহাই নিদ্রা। পাতঞ্জলযোগসূত্রে উক্ত পঞ্চবিধ প্রমাণ উক্ত আছে। ৩৩ ॥

তন্নিবৃত্তাবুপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ ॥ ৩৪ ॥

যা এতা বুদ্ধিবৃত্তয় উক্তা এতদৌপাধিক্যেব পুরুষস্যান্যরূপতা ন স্বত এতন্নিবৃত্তৌ চ পুরুষঃ স্বরূপেঽবস্থিতো ভবতীত্যনয়াপি দিশা পুরুষস্য স্বরূপং পরিচায়য়তি। তাসাং বৃত্তীনাং বিরামদশায়াং শান্ততৎপ্রতিবিম্বকঃ স্বস্থো ভবতি কৈবল্য ইবান্যদাপীত্যর্থঃ। তথা চ যোগসূত্রত্রয়ম্। যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্। বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্রেতি। ইদমেব চ পুরুষস্য স্বস্থত্বং যদুপাধিবৃত্তেঃ প্রতিবিম্বস্য নিবৃত্তিরিতি। এতাদৃশী চাবস্থা

ইতিপূর্ব্বে যে বুদ্ধিবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহা ঔপাধিক জানিবে, উহা পুরুষের অন্যপ্রকাররূপ অথবা স্বাভাবিক নহে, ইহার নিবৃত্তির নিমিত্তই পুরুষ রূপে অবস্থিত হয়। এইপ্রকারে পুরুষের স্বরূপের পরিচয়প্রদান করিতেছেন।—যখন পুরুষের পূর্ব্বোক্ত সকলপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তির বিরাম হয়, অর্থাৎ কোনরূপ প্রতিবিম্ব পুরুষকে আশ্রয় করিতে পারে না, তখনই পুরুষ স্বস্থ অর্থাৎ স্বীয়রূপে অবস্থিত হয়, এইরূপ অবস্থানকেই পুরুষের স্বরূপ বলা যায়। যেমন কৈবল্যদশাতে পুরুষের সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তির অভাব হয়, অন্য সময়ে সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিরহিত হইলেই পুরুষের স্বাস্থ্যলাভ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই যোগসূত্রে বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। যখন পুরুষের চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, তখনই তাহার স্বীয়রূপে অবস্থান হইয়া থাকে।" এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সর্ব্বপ্রকার উপাধি বৃত্তির প্রতিবিম্বের নিবৃত্তিই পুরুষের স্বাস্থ্য। পুরুষের এইরূপ অবস্থা যোগবাশিষ্ঠে দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক উক্ত হইয়াছে যে, যেমন দর্পণেতে যখন অখিল পর্ব্বতাদি কোন পদার্থেও প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, তখনই সেই দর্পণ দর্পণতারূপ স্বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যখন পুরুষ সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিপ্রতিবিম্বরহিত হয়, তখনই তাহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ হইয়া থাকে। আমি, তুমি ও জগৎ এই সকল দৃশ্য পদার্থের সম্ভ্রম প্রশান্ত হইলে দ্রষ্টা পুরুষ কিছুই দর্শন করেন না, এইরূপ অবস্থাই পুরুষের স্বরূপ। ইত্যাদিরূপে পুরুষের স্বরূপনিরূপণ করিবে, পুরুষের স্বরূপ নিরূপিত হইলেই মোক্ষরূপ পুরুষার্থ হইতে পারে ॥ ৩৪ ॥

কুসুমবচ্চ মণিঃ ॥ ৩৫ ॥

পুরুষার্থং করণোদ্ভবোঽপ্যদৃষ্টোল্লাসাৎ ॥ ৩৬ ॥

পুরুষস্য বাসিষ্ঠে দৃষ্টান্তেন প্রদর্শিতা। যথা—"অনাপ্তাখিলশৈলাদিপ্রতিবিম্বে হি যাদৃশী। স্যাদ্দর্পণে দর্পণতা কেবলাত্মস্বরূপিণী॥ অহং ত্বং জগদিত্যাদৌ প্রশান্তে দৃশ্যসম্ভ্রমে। স্যাৎ তাদৃশী কেবলতা স্থিতে দ্রষ্টর্য্যবীক্ষণে॥" ইতি॥ ৩৪॥

এতদেব দৃষ্টান্তেন বিবৃণোতি। চকারো হেতৌ কুসুমেনেব মণিরিত্যর্থঃ। যথা জপাকুসুমেন স্ফটিকমণী রক্তোঽস্বস্থো ভবতি তন্নিবৃত্তৌ চ রাগশূন্যঃ স্বস্থো ভবতি তদ্বদিতি। তদেতদুক্তং কৌর্ম্মে। "যথা সংলক্ষ্যতে রক্তঃ কেবলঃ স্ফটিকো জনৈঃ। রঞ্জকাদ্যুপধানেন তদ্বৎ পরমপুরুষঃ॥" ইতি॥৩৫॥

নন্বু কস্য প্রযত্নেন করণজাতং প্রবর্ত্ততাং পুরুষস্য কুটস্থত্বাদীশ্বরস্য চ প্রতিষিদ্ধত্বাদিতি তত্রাহ। প্রধানপ্রবৃত্তিবৎ পুরুষার্থং করণোদ্ভবঃ করণানাং

পূর্ব্বসূত্রোক্ত বিষয় দৃষ্টান্তপ্রদর্শন পূর্ব্বক বিবৃত করিতেছেন।—যেমন স্ফটিকমণি যখন জবাকুসুমসংযোগে রক্তবর্ণ হয়, তখনই তাহার অস্বাভাবিক অবস্থা বলা যায়, আর যে সময়ে ঐ জবাকুসুমসংযোগের নিবৃত্তি হইয়া সেই স্ফটিকমণি রাগশূন্য হয়, তখনই তাহা স্বস্থ হইয়া থাকে, পুরুষও সেইরূপ। যে সময়ে ঔপাধিকবৃত্তির প্রতিবিম্ব পুরুষে পতিত হয়, তখনই তাহার অস্বাস্থ্যাবস্থা এবং যখন সেই সকল প্রকৃতিবিম্বের নিবৃত্তি হইয়া যায়, তখনই পুরুষের স্বাস্থ্যাবস্থা হইয়া থাকে। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যেমন বিশুদ্ধ স্ফটিকমণি রঞ্জকাদির সংযোগবশতঃ রক্তবর্ণ লক্ষিত হয়, সেইরূপ পরমপুরুষ ঔপাধিকপ্রতিবিম্বদ্বারা বিষয়ানুরক্ত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। বাস্তবিক পুরুষ রাগশূন্য॥ ৩৫॥

সাংখ্যমতে ঈশ্বরের প্রতিষেধ উক্ত আছে এবং পুরুষও কূটস্থ, তাহার কোনক্রিয়া নাই, তবে ইন্দ্রিয়াদি করণসকল কাহার যত্নে প্রবর্ত্তিত হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন অদৃষ্টবশতঃ প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ পুরুষের অদৃষ্টবলেই ইন্দ্রিয়াদি করণসকল প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই

ধেনুবদ্বৎসায় ॥ ৩৭ ॥

করণং ত্রয়োদশবিধমবান্তরভেদাৎ ॥ ৩৮ ॥

প্রবৃত্তিরপি পুরুষস্যাদৃষ্টাভিব্যক্তেরেব ভবতীত্যর্থঃ। অদৃষ্টং চোপাধেরেব ॥ ৩৬ ॥

পরার্থং স্বতঃ প্রবৃত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ। যথা বৎসার্থং ধেনুঃ স্বয়মেব ক্ষীরং স্রবতি নান্যং যত্নমপেক্ষতে তথৈব স্বামিনঃ পুরুষস্য কৃতে স্বয়মেব করণানি প্রবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। দৃশ্যতে চ সুষুপ্তাৎ স্বয়মেব বুদ্ধেরুত্থানমিতি। এতদেব কারিকয়াপ্যুক্তম্। "স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিম্। পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্॥" ইতি ॥ ৩৭ ॥

বাহ্যাভ্যন্তরৈর্ম্মিলিত্বা কিয়ন্তি করণানীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। অন্তঃকরণত্রয়ং দশ বাহ্যকরণানি মিলিত্বা ত্রয়োদশ তেষপি ব্যক্তিভেদেনানন্ত্যং প্রতি-

---

অদৃষ্টও পুরুষের নহে, উহাও উপাধিগত ধর্ম্মবিশেষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব প্রযত্নব্যতিরেকেও কেবল অদৃষ্টবলে করণের প্রবৃত্তি হইতে পারে ॥ ৩৬ ॥

করণসকল যে পুরুষার্থসাধনের নিমিত্ত স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন বৎসের নিমিত্ত গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং স্রবিত হয়, ইহাতে অন্য কোন যত্নের অপেক্ষা করে না, সেইরূপ স্বামী পুরুষের নিমিত্ত করণসকল স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে যে, নিদ্রা হইতে সকল ব্যক্তিই স্বয়ং উত্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে কাহারও যত্নের অপেক্ষা করে না; ইহাই সাংখ্যকারিকাতে উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গণ অভিপ্রায়ানুসারে স্বস্ব বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়, পুরুষার্থই ইহার হেতু, কেহ সেই ইন্দ্রিয়গণকে নিয়োগ করে না তথাপি তাহারা প্রবৃত্ত হয় ॥ ৩৭ ॥

বাহ্যে ও অভ্যন্তরে কতপ্রকার করণ আছে? এই আশয়ে করণের সংখ্যানিরূপণ করিতেছেন।—সমুদায় করণের সংখ্যা ত্রয়োদশ। ত্রিবিধ অন্তঃকরণ, অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কার ও মনঃ; বাহ্য করণ দশ, অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ

ইন্দ্রিয়েষু সাধকতমত্বগুণযোগাৎ কুঠারবৎ ॥ ৩৯ ॥

পাদয়িতুং বিধমিত্যুক্তম্। বুদ্ধিরেব মুখ্যং করণমিত্যাশয়েনোক্তমবান্তর-ভেদাদিতি। একস্যৈব বুদ্ধ্যাখ্যকরণস্য করণানামনেকত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

ননু বুদ্ধিরেব পুরুষেঽর্থসমর্পকত্বান্মুখ্যং করণমন্যেষাং চ করণত্বং গৌণং তত্র কো গুণ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। ইন্দ্রিয়েষু পুরুষার্থসাধকতমত্বরূপঃ করণস্য বুদ্ধের্গুণঃ পরম্পরয়াস্ত্যতস্ত্রয়োদশবিধং করণমুপপদ্যত ইতি পূর্ব্বসূত্রেণা-

---

এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; এই সমুদায় মিলিয়া ত্রয়োদশপ্রকার করণ হইয়াছে। এই সকল করণের প্রত্যেকে অনন্ত ব্যক্তিভেদ আছে, ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্তই সূত্রে "বিধ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যতপ্রকার করণ আছে, তাহা-দিগের মধ্যে বুদ্ধিই মুখ্য করণ, অন্যান্য করণসকল তাহার অবান্তরবিভেদ-মাত্র। এই নিমিত্ত এক বুদ্ধিরূপ করণেরই অনেকত্ব জানিবে, অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ মুখ্য করণের অন্তর্গত অনেক করণ আছে, অতএব করণ অনেক, এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

বুদ্ধিই সাক্ষাৎ পুরুষকে অর্থসমর্পণ করে, এই নিমিত্ত বুদ্ধিতত্ত্বই মুখ্যকরণ, ইন্দ্রিয়াদি অন্যান্য করণকে গৌণ বলা যায়। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, বুদ্ধির মুখ্যকারণতাতে গুণ কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ইন্দ্রিয়াদি করণ-সকলের মধ্যে পুরুষার্থসাধনে বুদ্ধিই প্রধান সাধক; অতএব বুদ্ধির সাধক-তমত্বই করণভূত বুদ্ধির গুণ। এই সাধকতমতা পরম্পরারূপে অন্যান্য করণে বিদ্যমান আছে, এই নিমিত্তই ত্রয়োদশবিধ গুণ উপপন্ন হইতেছে। যেমন ছেদনক্রিয়াতে ছেদনরূপ ফলের অব্যবহিতরূপে আঘাতের মুখ্যকারণত্ব সত্ত্বেও প্রকৃষ্ট সাধনতারূপ গুণযোগবশতঃ কুঠারেরই করণত্ব হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদির করণতাসত্ত্বেও সাধকতমত্বগুণযোগহেতু বুদ্ধিরই করণত্ব জানা যায়। যদি বুদ্ধিভিন্ন আর সকলেরই গৌণকরণত্ব সিদ্ধ হইল, তাহা-হইলে অহঙ্কারেরও গৌণকরণত্বই হইতে পারে, ইহা বলা যায় না। অন্তঃ-করণের একত্বপ্রযুক্ত অহঙ্কারও অন্তঃকরণের অন্তর্নিবিষ্ট, অতএব এইস্থলে অহঙ্কারের গৌণকরণত্ব উক্ত হয় নাই ॥ ৩৯ ॥

দ্বয়োঃ প্রধানং মনো লোকবদ্‌ভৃত্যবর্গেষু ॥ ৪০ ॥

ন্বয়ঃ। কুঠারবদিতি। যথা ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নতয়া প্রহারস্যৈব ছিদায়াং মুখ্য-করণত্বেঽপি প্রকৃষ্টসাধনত্বগুণযোগাৎ কুঠারস্যাপি করণত্বং তথেত্যর্থঃ। অন্তঃ-করণস্যৈকত্বমভিপ্রেত্যাহঙ্কারস্য গৌণকরণত্বমত্র নোক্তম্॥ ৩৯॥

গৌণমুখ্যভাবে ব্যবস্থাং বিশিষ্যাহ। দ্বয়োর্ব্বাহ্যান্তরয়োর্মধ্যে মনো বুদ্ধিরেব প্রধানং মুখ্যম্। সাক্ষাৎকরণমিতি যাবৎ। পুরুষেঽর্থসমর্পকত্বাৎ। যথা ভৃত্যবর্গেষু মধ্যে কশ্চিদেব লোকো রাজ্ঞঃ প্রধানো ভবত্যন্যে চ তদুপ-সর্জ্জনীভূতা গ্রামাধ্যক্ষাদয়স্তদ্বদিত্যর্থঃ। অত্র মনঃশব্দো ন তৃতীয়ান্তঃকরণ-বাচী। বক্ষ্যমাণস্যাখিলসংস্কারাধারত্বস্য বুদ্ধ্যতিরিক্তেষ্বসম্ভবাৎ। সম্ভবে বা বুদ্ধিকল্পনবৈয়র্থ্যাদিতি॥ ৪০॥

এইক্ষণ করণসকলের গৌণ-মুখ্য-ব্যবস্থার বিশেষনিরূপণ করিতেছেন।—বাহ্য ও আন্তরিক এই উভয়বিধ করণের মধ্যে বুদ্ধি ও মন ইহারাই প্রধান, অতএব বুদ্ধি ও মনঃ এই উভয়ই মুখ্য, অর্থাৎ সাক্ষাৎ করণ, যেহেতু ইহারাই পুরুষেতে অর্থসমর্পণ করে। যেমন রাজার ভৃত্যবর্গের মধ্যে কোন একজন প্রধান (মন্ত্রী) থাকে, গ্রামাধ্যক্ষপ্রভৃতিরা সেই মন্ত্রীর অধীন থাকিয়া রাজার কার্য্যসাধন করে, সেইরূপ বুদ্ধিই প্রধান করণ, ইন্দ্রিয়াদি সেই বুদ্ধির অনু-গত থাকিয়া পুরুষের নানাবিধ কার্য্য সাধন করে, অতএব তাহারা গৌণ করণ। পূর্ব্বে বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কার ও মন এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণ উক্ত হইয়াছে; সুতরাং সেইস্থলে মনই তৃতীয় অন্তঃকরণ, এইস্থলে মনঃশব্দের অর্থ তৃতীয় অন্তঃকরণ নহে। মনঃ বুদ্ধির অতিরিক্ত হইলে তাহাতে বক্ষ্যমাণ অখিল সংস্কারাধারত্ব সম্ভবে না। আর যদিও সম্ভব হয়, তাহাহইলে বুদ্ধিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অতঃপর যে অন্তঃকরণকে নিখিল সংস্কারের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তাহা বুদ্ধিরূপে সম্ভবিতে পারে। যদি বল, বুদ্ধি-ভিন্ন অন্যেরও তাহা সম্ভব আছে, তবে আর বুদ্ধিকল্পনার প্রয়োজন কি? অন্য দ্বারাই বুদ্ধির চরিতার্থতা হয়। এই নিমিত্তই এইস্থলে মনঃশব্দ তৃতীয় অন্তঃ-করণবাচী নহে, এইরূপ কথিত হইয়াছে। ৪০।

অব্যভিচারাৎ ॥ ৪১ ॥

তথাশেষসংস্কারাধারত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

বুদ্ধেঃ প্রধানত্বে হেতুনাহ ত্রিভিঃ সূত্রৈঃ। সর্ব্বকরণব্যাপকত্বাৎ ফলাব্যভিচারাদ্বেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বুদ্ধেরেবাখিলসংস্কারাধারতা ন তু চক্ষুরাদেরহঙ্কারমনসোর্ব্বা পূর্ব্বদৃষ্টশ্রুতাদ্যর্থানামন্ধবধিরাদিভিঃ স্মরণানুপপত্তেঃ। তত্ত্বজ্ঞানেনাহঙ্কারমনসোর্লয়েপি স্মরণদর্শনাচ্চ। অতোঽশেষসংস্কারাধারতয়াপি বুদ্ধেরেব সর্ব্বেভ্যঃ প্রধানত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

অতঃপর সূত্রত্রয়ে বুদ্ধির প্রধানত্বের হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন।—যেহেতু বুদ্ধি সর্ব্বকরণের ব্যাপক, অতএব বুদ্ধিই সকল করণের প্রধান। অথবা ফলের অব্যভিচারহেতু বুদ্ধির প্রধানকারণতা জানা যায়, অর্থাৎ যতপ্রকার পুরুষার্থ আছে, তাহার কোনপ্রকার কার্য্য ও বুদ্ধিব্যতিরেকে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না এবং সকল প্রকার পুরুষার্থসাধনেই বুদ্ধির হেতুতা আছে ॥৪১॥

বুদ্ধির প্রাধান্যবিষয়ে অন্যহেতু দেখাইতেছেন।—বুদ্ধিই অখিল সংস্কারের আধার, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় অথবা মন, কি অহঙ্কার ইহাদিগের মধ্যে কেহই সকল সংস্কারের আধার নহে। যদি ইন্দ্রিয়সকল সংস্কারের আধার হইত, তাহাহইলে অন্ধ ও বধিরের পূর্ব্বদৃষ্ট ও পূর্ব্বশ্রুত পদার্থের স্মরণ হইতে পারিত না। কিন্তু যখন মনুষ্যের চক্ষু ও কর্ণ থাকে, তখন তাহারা যাহা দর্শন করে, কি শ্রবণ করে, পরে তাহার চক্ষুঃ ও কর্ণ বিনষ্ট হইলেও সেই দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের স্মরণ থাকে। চক্ষুঃপ্রভৃতি সংস্কারের আধার হইলে সেই চক্ষুঃপ্রভৃতির নাশে সেই সংস্কারের নাশ হইয়া যাইতে পারে; সুতরাং অন্ধ ও বধিরের পূর্ব্বদৃষ্ট ও পূর্ব্বশ্রুত পদার্থের স্মরণের সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞান হইলে অহঙ্কার ও মনের নাশ হয়, তখনও পুরুষের স্মরণ দেখা যায়; সুতরাং বুদ্ধিব্যতিরেকে অন্য কোন পদার্থকেও সকল প্রকার সংস্কারের আধার বলা যায় না। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেহেতু বুদ্ধি সকল সংস্কারের আধার, অতএব সকল করণের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান ॥ ৪২ ॥

স্মৃত্যানুমানাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

সম্ভবেন্ন স্বতঃ ॥ ৪৪ ॥

স্মৃত্যা চিন্তনরূপয়া বৃত্ত্যা প্রাধান্যানুমানাচ্চেত্যর্থঃ। চিন্তাবৃত্তির্হি ধ্যানাখ্যা সর্ব্ববৃত্তিভ্যঃ শ্রেষ্ঠা তদাশ্রয়তয়া চ চিত্তাপরনাম্নী বুদ্ধিরেব শ্রেষ্ঠান্য-বৃত্তিকরণেভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

নন্বু চিন্তাবৃত্তিঃ পুরুষস্যৈবাস্ত তত্রাহ। স্বতঃ পুরুষস্য স্মৃতির্ন সম্ভবেৎ কূটস্থত্বাদিত্যর্থঃ। ইত্থং বা ব্যাখ্যেয়ম্ নন্বেবং বুদ্ধিরেব করণমস্ত কৃত-মবান্তরকরণৈরিত্যাশঙ্কায়ামাহ সম্ভবেন্ন স্বত ইতি। চক্ষুরাদিদ্বারতাং বিনা-খিলব্যাপারেষু বুদ্ধেঃ স্বতঃ করণত্বং ন সম্ভবেদন্ধাদেরপি রূপাদিদর্শনা-পত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

সর্ব্বপ্রকার করণের মধ্যে বুদ্ধির প্রাধান্যবিষয়ে অন্য হেতুপ্রদর্শন করিতে-ছেন।—চিন্তাবৃত্তিদ্বারাও বুদ্ধির প্রাধান্য অনুমিত হয়। ধ্যানাখ্য বৃত্তির নাম চিন্তা। এই বৃত্তি সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির শ্রেষ্ঠ; এই শ্রেষ্ঠবৃত্তি চিন্তার আশ্রয় বলিয়াই বুদ্ধির অপর নাম চিত্ত। এই হেতুই বুদ্ধিকে সকল করণের প্রধান বলিয়া জানা যায়। যে নিজে প্রধান নহে, সে কখনও শ্রেষ্ঠবৃত্তির আশ্রয় হইতে পারে না ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধিই চিন্তাবৃত্তির আশ্রয়; ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে। যেহেতু পুরুষই চিন্তাবৃত্তির আশ্রয় ইহাই উচিত হইতেছে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেহেতু পুরুষ কূটস্থ; অতএব তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ স্মৃতির সম্ভব নাই; সুতরাং পুরুষের চিন্তাবৃত্তি নাই। এই প্রকারেও এই সূত্রের ব্যাখ্যা হইতে পারে যে, যদি বুদ্ধিই সকল করণের প্রধান হইল, তাহাহইলে কেবল বুদ্ধিই করণ হউক, অন্যান্য করণস্বীকার নিষ্প্রয়োজন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—চক্ষুঃপ্রভৃতির সাহায্য ভিন্ন কেবল বুদ্ধির স্বতঃসিদ্ধ সকল কার্য্যের কারণতা সম্ভবে না। বুদ্ধি চক্ষুপ্রভৃতিদ্বারাই কার্য্যসকলের করণ হইয়া থাকে। তথাপি যদি বল, চক্ষুঃপ্রভৃতি ব্যতিরেকেও কেবল বুদ্ধিই সকল কার্য্য সাধন করিতে পারে, তাহাহইলে অন্ধ ব্যক্তিরও রূপাদি দর্শনের আপত্তি

আপেক্ষিকো গুণপ্রধানভাবঃ ক্রিয়াবিশেষাৎ ॥ ৪৫ ॥

তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাৎ তদর্থমভিচেষ্টা লোকবৎ ॥ ৪৬ ॥

নম্বেবং বুদ্ধেরেব প্রাধান্যে কথং মনস উভয়াত্মকত্বং প্রাগুক্তং তত্রাহ। ক্রিয়াবিশেষং প্রতি করণানামাপেক্ষিকো গুণপ্রধানভাবশ্চক্ষুরাদিব্যাপারেষু মনঃ প্রধানং মনোব্যাপারে চাহঙ্কারোঽহঙ্কারব্যাপারে চ বুদ্ধিঃ প্রধানম্ ॥ ৪৫ ॥

নম্বস্তু পুরুষস্যেয়ং বুদ্ধিরেব করণং ন বুদ্ধ্যন্তরমিত্যেবং ব্যবস্থা কিন্নিমিত্তিকেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। তৎপুরুষীয়কর্ম্মজত্বাৎ করণস্য তৎপুরুষার্থমভিচেষ্টা সর্ব্বব্যাপারো ভবতি লোকবৎ। যথা লোকে যেন পুরুষেণ ক্রয়াদিকর্ম্মণার্জ্জিতো যঃ কুঠারাদিস্তৎপুরুষার্থমেব তস্য ছিদাদিব্যাপার ইত্যর্থঃ।

হইতে পারে; সুতরাং চক্ষুঃপ্রভৃতিকে কারণ স্বীকার না করিয়া কেবল বুদ্ধিমাত্রকে করণস্বীকার করিলে হইতে পারে না ॥ ৪৪ ॥

যদি বুদ্ধিকেই সকল করণের প্রধান বলিয়া স্বীকার করিলে, তবে পূর্ব্বে যে মন উভয়াত্মক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহার কিরূপ সঙ্গতি হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ক্রিয়াবিশেষেই অপেক্ষাকৃত করণের গুণপ্রাধান্য জানিতে হয়, অর্থাৎ চক্ষুঃপ্রভৃতির ব্যাপারে মন প্রধান, মনের ব্যাপারে অহঙ্কার প্রধান এবং অহঙ্কারের ব্যাপারে বুদ্ধি প্রধান। এই প্রকার বুদ্ধির প্রাধান্য স্থিরীকৃত হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

এই পুরুষের কার্য্যসাধনে এই বুদ্ধিই করণ, অর্থাৎ কোন পুরুষের কার্য্যের প্রতি সেই পুরুষের বুদ্ধি করণ হয়, অন্য বুদ্ধি করণ হয় না, এইরূপ করণব্যবস্থার কারণ কি? এই আশঙ্কায় করণব্যবস্থা দর্শাইতেছেন।—যখন যে পুরুষ কোন কর্ম্ম করেন, তখন তাঁহার পুরুষার্থসাধনে স্বীয় বুদ্ধিরূপ করণের সর্ব্বপ্রকার ব্যাপার হইয়া থাকে। যেহেতু ব্যাপার সকল পুরুষেরই কর্ম্মজন্য। যেমন লৌকিকে যে পুরুষ ক্রয়াদিদ্বারা কুঠারাদি উপার্জ্জন করেন, সেই পুরুষের ছেদনক্রিয়াতে সেই কুঠারাদির ব্যাপার হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে পুরুষ কুঠারাদি ক্রয় করেন, সেই কুঠার তাহারই ছেদনক্রিয়া সাধন করে, সেইরূপ

অতঃ করণব্যবস্থেতি ভাবঃ। যদ্যপি কূটস্থতয়া পুরুষে কর্ম্ম-নাস্তি তথাপি ভোগসাধনতয়া পুরুষস্বামিকত্বেন রাজ্ঞো জয়াদিবদেব পুরুষস্য কর্ম্মোচ্যতে। ননু কর্ম্মণ এব তৎপুরুষীয়ত্বে কিং নিয়ামকমিতি চেৎ তথাবিধং কর্ম্মান্তরমেব। অনাদিত্বাৎ তু নানবস্থা দোষায়েতি। যত্তু কশ্চিদবিবেকী বদতি বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিতপুরুষস্য কর্ম্মেতি তন্ন। যোগভাষ্যেঽস্মদুক্তপ্রকারস্যৈবোক্তত্বেনান্যপ্রকারস্যাপ্রামাণিকত্বাৎ। প্রতিবিম্বস্যাবস্তুত্বেন কর্ম্মাদ্যসম্ভবাচ্চ। অন্যথা প্রতিবিম্বস্য কর্ম্মতদ্ভোগাদ্যঙ্গীকারে বিম্বত্বাভিমতপুরুষকল্পনাবৈয়র্থ্যস্য পূর্ব্বং প্রতিপাদিতত্বাদিতি ॥ ৪৬ ॥

যে পুরুষ কার্য্য করেন, তাহারই বুদ্ধি সেই পুরুষের কার্য্যের করণ হয়, অতএব এইরূপ করণব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। যদিও পুরুষ কূটস্থ-বিধায় তাঁহার কর্ম্ম নাই, তথাপি ভোগসাধনতাপ্রযুক্ত পুরুষ কর্ম্মের স্বামী হয়েন বলিয়াই "পুরুষের কর্ম্ম" এইরূপ বলা যায়। যেমন রাজা স্বামী বলিয়াই তিনি জয়পরাজয় না করিলেও তাঁহারই জয়পরাজয় বলিয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষ কর্ম্মের স্বামী বলিয়াই পুরুষের কর্ম্ম উক্ত হয়। যদি বল, পুরুষই যে কর্ম্মের স্বামী, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? ইহার উত্তর এই যে, সেই পুরুষের অন্যকর্ম্মই তাহার কর্ম্মস্বামিত্ববিষয়ে প্রমাণ। যদি কর্ম্মই কর্ম্মস্বামিত্বের প্রমাণ হইল, তবে অনবস্থাদোষ হইতে পারে, তাহা নহে; যেহেতু কর্ম্মের আদি নাই, অতএব অনবস্থাদোষ ঘটিতে পারে না। কোন অবিবেকী পুরুষ বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত পুরুষের কর্ম্ম আছে, তাহাও হইতে পারে না। পাতঞ্জলযোগসূত্রের ভাষ্যে আমাদিগের এই স্বীকৃত প্রকার উক্ত হইয়াছে; সুতরাং অন্যপ্রকার মতের অপ্রামাণিকত্ব, অর্থাৎ সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই উভয়ের স্বীকৃতমতই প্রমাণসিদ্ধ এবং এই উভয়মতেই বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত পুরুষের কর্ম্ম স্বীকৃত হয় নাই; বিশেষতঃ প্রতিবিম্ব অবস্তু, তাহার কর্ম্মাদি কোনরূপেও সম্ভবিতে পারে না। অন্যথা প্রতিবিম্বের কর্ম্মভোগাদি স্বীকার করিলে বিম্বভূত পুরুষকল্পনা ব্যর্থ হয়, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

সমানকর্ম্মযোগে বুদ্ধেঃ প্রাধান্যং লোকবল্লোকবৎ ॥ ৪৭ ॥

ইতি কাপিলসাংখ্যপ্রবচনে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

বুদ্ধেঃ প্রাধান্যং প্রকটীকর্ত্তুমুপসংহরতি। যদ্যপি পুরুষার্থত্বেন সমান এব সর্ব্বেষাং করণানাং ব্যাপারস্তথাপি বুদ্ধেরেব প্রাধান্যং লোকবৎ। লোকে হি রাজার্থকত্বাবিশেষেঽপি গ্রামাধ্যক্ষাদিষু মধ্যে মন্ত্রিণ এব প্রাধান্যং তদ্বদিত্যর্থঃ। অতএব বুদ্ধিরেব মহানিতি সর্ব্বশাস্ত্রেষু গীয়ত ইতি। বীপ্সা অধ্যায়সমাপ্তৌ ॥ ৪৭ ॥

"লিঙ্গদেহস্য ঘটকং যৎ সপ্তদশসঙ্খ্যকম্।
প্রধানকার্য্যং তৎ সূক্ষ্মমত্রাধ্যায়েঽনুবর্ণিতম্॥" *

ইতি শ্রীবিজ্ঞানাচার্য্যনির্ম্মিতে কাপিলসাঙ্খ্যপ্রবচনস্য ভাষ্যে
প্রধানকার্য্যাধ্যায়ো দ্বিতীয়ঃ ॥ ২ ॥

এইক্ষণ বুদ্ধির প্রাধান্য প্রকটনার্থ উপসংহারকালে বলিতেছেন।—যদিও করণসকলের ব্যাপারমাত্রই পুরুষার্থসাধন করে বলিয়া সকল করণই সমান হউক, তথাপি সর্ব্বপ্রকার করণের মধ্যে বুদ্ধিরই প্রাধান্য জানিতে হইবে। যেমন রাজপরিচারকদিগের মধ্যে সকলেই রাজার কর্ম্ম করে বটে, তথাপি মন্ত্রিপ্রভৃতি গ্রামাধ্যক্ষ পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যিনি মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হয়েন, তিনিই প্রধান; সেইরূপ সকল করণই পুরুষের কার্য্যসাধন করে, কিন্তু সেই সকল করণের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রেই বুদ্ধি মহান্ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপে লিঙ্গদেহের ঘটক সপ্তদশ সংখ্যক প্রধান কার্য্য সূক্ষ্মরূপে এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইল ॥ ৪৭ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ ॥ ১ ॥

ইতঃপরং প্রধানস্য স্থূলকার্য্যং মহাভূতানি শরীরদ্বয়ং চ বক্তব্যং ততশ্চ বিবিধযোনিগত্যাদয়ো জ্ঞানসাধনানুষ্ঠানহেত্বপরবৈরাগ্যার্থং ততশ্চ পরবৈরাগ্যায় জ্ঞানসাধনান্যখিলানি বক্তব্যানীতি তৃতীয়ারম্ভঃ। নাস্তি বিশেষঃ শান্তঘোরমূঢ়ত্বাদিরূপো যত্রেত্যবিশেষো ভূতসূক্ষ্মং পঞ্চতন্মাত্রাখ্যং তস্মাচ্ছান্তাদিরূপবিশেষবত্ত্বেন বিশেষাণাং স্থূলানাং মহাভূতানামারম্ভ ইত্যর্থঃ। সুখাদ্যাত্মকতা হি শান্তাদিরূপা স্থূলভূতেষ্বেব তারতম্যাদিভিরভিব্যজ্যতে ন সূক্ষ্মেষু তেষাং শান্তৈকরূপতয়ৈব যোগিম্বভিব্যক্তেরিতি ॥ ১ ॥

অতঃপর প্রকৃতির স্থূলকার্য্য, পঞ্চমহাভূত এবং সূক্ষ্ম ও লিঙ্গ এই শরীরদ্বয় এই সকল বিবৃত হইবে। অনন্তর জ্ঞানসাধনানুষ্ঠানের হেতুভূত অপরবৈরাগ্যের নিমিত্ত বিবিধ যোনিগমন, তৎপর পরবৈরাগ্যার্থ অখিল জ্ঞানসাধন কথিত হইবে, এই নিমিত্ত তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ হইল। যাহাদিগের শান্ত, ঘোর ও মূঢ়ত্বাদিরূপ বিশেষ নাই, তাহারাই সূক্ষ্মভূত, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র, এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে শান্ত, ঘোর ও মূঢ়ত্বাদিরূপ বিশেষগুণশালী মহাভূতের আরম্ভ হয়। স্থূলভূতে শান্ত, ঘোর ও মূঢ় এই অবস্থাত্রয় আছে, অর্থাৎ স্থূলভূত সকলই সুখাত্মক, দুঃখাত্মক ও মোহাত্মক হইয়া থাকে। ভূতসকলের তারতম্য অনুসারে শান্তাদি অবস্থাত্রয় প্রকাশ পায়। সূক্ষ্মভূতের কেবল শান্তাবস্থা আছে, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রক কেবল সুখস্বরূপ হয়, যোগিগণেরই ঐ সুখস্বরূপত্ব জানা যায় ॥ ১ ॥

তস্মাচ্ছরীরস্য ॥ ২ ॥

তদ্বীজাৎ সংসৃতিঃ ॥ ৩ ॥

তদেবং পূর্ব্বাধ্যায়মারভ্য ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানামুৎপত্তিমুক্ত্বা তস্মাচ্ছরীরদ্বয়োৎপত্তিমাহ। তস্মাৎ ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বাৎ স্থূলসূক্ষ্মশরীরদ্বয়স্যারম্ভ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সম্প্রতি ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বে সংসারান্যথানুপপত্তিং প্রমাণয়তি। তস্য শরীরস্য বীজাৎ ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বরূপাৎ সূক্ষ্মাদ্ধেতোঃ পুরুষস্য সংসৃতির্গতাগতে ভবতঃ কূটস্থস্য বিভুতয়া স্বতো গত্যাদ্যসম্ভবাদিত্যর্থঃ। ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বেঽবস্থিতো হি পুরুষস্তেনৈবোপাধিনা পূর্ব্বকৃতকর্ম্মভোগার্থং দেহাদ্দেহং সংসরতি। "মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্ক্তে শুভাশুভম্। বাচা বাচা কৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব তু কায়িকম্।" ইত্যাদিস্মৃতিভিঃ পূর্ব্বসর্গীয়করণৈরেবোৎসর্গতঃ সর্গান্তরেষূপভোগসিদ্ধেঃ। অতএব ব্রহ্মসূত্রমুপসংহরতি সম্পরিষ্বক্ত ইতি ॥ ৩ ॥

পূর্ব্ব অধ্যায় হইতে ত্রয়োবিংশত্তি তত্ত্বের উৎপত্তিনিরূপণ করিয়া সেই ত্রয়োবিংশত্তিতত্ত্ব হইতে শরীরদ্বয়ের উৎপত্তি বলিতেছেন।—সেই ত্রয়োবিংশত্তিতত্ত্ব হইতেই স্থূল ও সূক্ষ্ম এই শরীরদ্বয়ের আরম্ভ হয় ॥ ২ ॥

ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বেই সংসারের উৎপত্তি হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপেই সংসারের উৎপত্তি হইতে পারে না। সম্প্রতি ইহাই সপ্রমাণ করিতেছেন।—ঐ ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বই শরীরের বীজস্বরূপ, তাহাহইতেই পুরুষের সংসারে যাতয়াত হইয়া থাকেন। যেহেতু পুরুষ কূটস্থ, তাঁহার গতি অসম্ভব। অতএব ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বই তাঁহার সংসারগতির হেতু। পুরুষ সেই ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বে অবস্থিত হইয়াই সেই উপাধিদ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ভোগার্থ একদেহ হইতেই দেহান্তরে অনুসরণ করেন। "পুরুষ মনদ্বারাই মানসিক শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপে বাক্যদ্বারা বাচিক এবং কায়দ্বারা কায়িক কর্ম্মের ফলভোগ করেন।" ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, পূর্ব্বসৃষ্টির করণদ্বারাই অপর সৃষ্টিতেও ভোগ হইয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্রেও এইরূপ

অবিবেকাচ্চ প্রবর্ত্তনমবিশেষাণাম্ ॥ ৪ ॥

উপভোগাদিতরস্য ॥ ৫ ॥

সম্প্রতি পরিমুক্তো দ্বাভ্যাম্ ॥ ৬ ॥

সংসৃতেরবধিমপ্যাহ। ঈশ্বরানীশ্বরত্বাদিবিশেষরহিতানাং সর্ব্বেষামেব পুংসাং বিবেকপর্য্যন্তমেব প্রবর্ত্তনং সংসৃতিরাবশ্যকী বিবেকোত্তরং চ ন সেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তত্র হেতুমাহ। ইতরস্যাবিবেকিন এব স্বীয়কর্ম্মফলভোগাবশ্যম্ভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

দেহসম্বন্ধেঽপি সংসৃতিকালে ভোগো নাস্তীত্যাহ। সম্প্রতি সংসৃতিকালে

উক্ত আছে যে, পুরুষ একদেহেতে যে সকল শুভাশুভকর্ম্ম করিয়া থাকেন, দেহান্তরপ্রাপ্তি হইলেও তাহার সেই সকল শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

এইক্ষণ সংসারের অবধি নিরূপণকরিতেছেন।—"ইনি ঈশ্বর, ইনি ঈশ্বর নহেন" ইত্যাদিরূপ বিশেষজ্ঞানরহিত সকল পুরুষেরই বিবেকপর্য্যন্ত সংসারপ্রবৃত্তির আবশ্যক। বিবেকজ্ঞান হইলে তাহার আর সংসারপ্রবৃত্তি থাকে না। যে পর্য্যন্ত পুরুষের বিবেক না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত জন্মমৃত্যুরূপ সংসারে যাতয়াত করিতে হয়। অনন্তর বিবেক উপস্থিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান হইলে তাহার জন্ম বা মৃত্যু কিছুই হয় না ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বিবেকপর্য্যন্ত পুরুষের সংসারপ্রবৃত্তি হয়, এইসূত্রে তাহার হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন।—যাহারা অবিবেকী, তাহাদিগের অবশ্য স্বীয় কর্ম্মভোগ হইয়া থাকে। তাহারা কোনরূপেও কর্ম্মভোগ না করিয়া পারে না। কর্ম্মভোগ স্বীকার করিলেই অবিবেকিদিগের সংসার-স্বীকার করিতে হয়। যদি কেবল অবিবেকিদিগেরই সংসার স্বীকৃত হইল, তবে বিবেকিদিগেরই যে সংসারনিবৃত্তি হয়, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৫ ॥

এইক্ষণ দেহসম্বন্ধেও যে সংসারে ভোগ হয় না, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—পুরুষ সংসারকালে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদি দ্বন্দ্বকর্ত্তৃক পরি-

মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শ ইতরন্ন তথা ॥ ৭ ॥

পুরুষো দ্বাভ্যাং শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বৈঃ পরিমুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। তদেতৎ কারিকয়োক্তম্। "সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্।" ইতি। ভাবা ধর্ম্মাধর্ম্মবাসনাদয়ঃ ॥ ৬ ॥

অতঃপরং শরীরদ্বয়ং বিশিষ্য বক্তুমুপক্রমতে। স্থূলং মাতাপিতৃজং প্রায়শো বাহুল্যেন যোনিজস্যাপি স্থূলশরীরস্য স্মরণাদিতরচ্চ সূক্ষ্মশরীরং ন তথা ন মাতাপিতৃজং সর্গাদ্যুৎপন্নত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং কারিকয়া—"পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্। সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্ ॥" ইতি। নিয়তং নিত্যং দ্বিপরার্দ্ধস্থায়ি গৌণনিত্যং প্রতিশরীরং লিঙ্গোৎপত্তিকল্পনে গৌরবাৎ। প্রলয়ে তু তন্নাশঃ শ্রুতিস্মৃতিপ্রামাণ্যাদিষ্যতে। গতিকালে ভোগাভাববচনমুৎসর্গাভিপ্রায়েণ। কদাচিৎ তু বায়বীয়শরীরপ্রবেশতো গমনকালেঽপি ভোগো ভবতি। অতো যমমার্গে দুঃখভোগবাক্যাদ্যুপপদ্যন্তে ॥ ৭ ॥

মুক্ত হয়, অর্থাৎ তাহার সুখ, দুঃখ ও শীত, উষ্ণ ইত্যাদি কোনরূপ দ্বন্দ্বই থাকে না। সাংখ্যকারিকাতেও উক্ত আছে যে, পুরুষ সংসারকালেও সুখদুঃখাদিরহিত থাকে। বাস্তবিক পুরুষের সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও বাসনাপ্রভৃতি কিছুই নাই। সুখদুঃখাদি কেবল অবিবেকের কার্য্যমাত্র ॥ ৬ ॥

অতঃপর স্থূল ও লিঙ্গ এই দ্বিবিধ শরীরকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন।—মাতা ও পিতার সংযোগে যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাই স্থূলশরীর। যেহেতু স্থূলশরীর যোনিজ, এইরূপ পুনঃপুনঃ স্মরণ আছে। সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীরের বিপরীত, তাহা মাতৃ-পিতৃসংযোগজন্য নহে। উহা সৃষ্টির আদিতেই উৎপন্ন আছে। কারিকাতে লিখিত আছে যে, মহত্তত্ত্বাদি সূক্ষ্মশরীরপর্য্যন্ত সমুদায়ই সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন হয় এবং উহারা নিত্য; ঐ সূক্ষ্মশরীরে কিছুই ভোগ হয় না এবং ঐ শরীরে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বাসনাপ্রভৃতিও থাকে না।" অতএব জানা যায় যে, লিঙ্গশরীর নিত্য, যেহেতু প্রতি স্থূলশরীরে লিঙ্গশরীরকল্পনায় গৌরব হয়। শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, ঐ লিঙ্গ শরীরও প্রলয়কালে বিনষ্ট হয়।

পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎকার্য্যত্বং ভোগাদেকস্য নেতরস্য ॥ ৮ ॥
সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্ ॥ ৯ ॥

স্থূলসূক্ষ্মশরীরয়োর্ম্মধ্যে কিমুপাধিকঃ পুরুষস্য দ্বন্দ্বযোগস্তদবধারয়তি। পূর্ব্বং সর্গাদাবুৎপত্তির্যস্য লিঙ্গশরীরস্য তস্যৈব তৎকার্য্যত্বং সুখদুঃখকার্য্যকত্বং কুত একস্য লিঙ্গদেহস্যৈব সুখদুঃখাখ্যভোগাৎ ন ত্বিতরস্য স্থূলশরীরস্য মৃতশরীরে সুখদুঃখাদ্যভাবস্য সর্ব্বসম্মতত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

উক্তস্য সূক্ষ্মশরীরস্য স্বরূপমাহ। সূক্ষ্মশরীরমপ্যাধারাধেয়ভাবেন দ্বিবিধং ভবতি তত্র সপ্তদশ মিলিত্বা লিঙ্গশরীরং তচ্চ সর্গাদৌ সমষ্টিরূপমেকমেব ভবতীত্যর্থঃ। একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চতন্মাত্রাণি বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশ। অহঙ্কারস্য বুদ্ধাবেবান্তর্ভাবঃ। চতুর্থসূত্রবক্ষ্যমাণপ্রমাণাদেতান্যেব সপ্তদশ লিঙ্গং

উৎসর্গাভিপ্রায়েই গতিকালে ভোগাভাব উক্ত হইয়াছে, কদাচিৎ বায়বীয় শরীরপ্রবেশহেতু গমনাগমনকালেও ভোগ হইয়া থাকে। অতএব যমমার্গে সুখ-দুঃখভোগ হয়, এই বাক্যও উপপন্ন হইতেছে ॥ ৭ ॥

স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয় শরীরের কোন্ শরীরকে উপাধি করিয়া পুরুষের সুখ-দুখাদি দ্বন্দ্বযোগ হয়, তাহাই অবধারণ করিতেছেন।—যে লিঙ্গশরীর সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন হয়, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সেই লিঙ্গশরীরেরই কার্য্য। যেহেতু কেবল লিঙ্গশরীরেরই সুখদুঃখাদিভোগ হইয়া থাকে। স্থূলশরীরে সুখদুঃখাদিভোগ হয় না। যেহেতু মৃতশরীরে সুখদুঃখাদিভোগ দেখা যায় না; ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। এইক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পুরুষ লিঙ্গশরীরকে উপাধি করিয়া সুখদুঃখভোগ করে, স্থূলশরীররূপ উপাধিতে পুরুষের সুখদুঃখভোগ হয় না; তাহাহইলে মৃতশরীরেও সুখাদির ভোগ হইতে পারে; কিন্তু ইহা অপ্রসিদ্ধ ॥ ৮ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপনিরূপণ করিতেছেন।—সূক্ষ্মশরীর আধার ও আধেয়ভাবে দ্বিবিধ হয়। একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও বুদ্ধি এই সপ্তদশতত্ত্ব মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীর হইয়াছে। ইহা সৃষ্টির প্রথমেই উৎপন্ন হয়। ঐ লিঙ্গশরীরকে উক্ত সপ্তদশতত্ত্বের সমষ্টিরূপে এক বলিয়া

মন্তব্যং ন তু সপ্তদশমেকং চেত্যষ্টাদশতয়া ব্যাখ্যেয়ম্। উত্তরসূত্রেণ ব্যক্তিভেদস্যোপপাদ্যত্বয়াত্র লিঙ্গৈকত্ব একশব্দস্য তাৎপর্য্যাবধারণাচ্চ। "কর্ম্মাত্মা পুরুষো যোঽসৌ বন্ধমোক্ষৈঃ প্রযুজ্যতে। স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে চ সঃ॥" ইতি মোক্ষধর্ম্মাদৌ লিঙ্গশরীরস্য সপ্তদশত্বসিদ্ধেশ্চ সপ্তদশাবয়বা অত্র সন্তীতি সপ্তদশকো রাশিরিত্যর্থঃ। রাশিশব্দেন স্থূলদেহবল্লিঙ্গদেহস্যাবয়বিত্বং নিরাকৃতম্। অবয়বিরূপেণ দ্রব্যান্তরকল্পনায়াং গৌরবাৎ। স্থূলদেহস্য চাবয়বিত্বমেকতাদিপ্রত্যক্ষানুরোধেন কল্প্যত ইতি। অত্র চ লিঙ্গদেহে বুদ্ধিরেব প্রধানেত্যাশয়েন লিঙ্গদেহস্য ভোগঃ প্রাগুক্তঃ। প্রাণশ্চান্তঃকরণস্যৈব বৃত্তিভেদঃ। অতো লিঙ্গদেহে প্রাণপঞ্চকস্যাপ্যন্তর্ভাব ইত্যস্য সপ্তদশাবয়বকস্য শরীরত্বং স্বয়ং বক্ষ্যতি লিঙ্গশরীরনিমিত্তক ইতি সনন্দ-

---

জানিবে। অহঙ্কার বুদ্ধিতত্ত্বের অন্তর্গত, অতএব লিঙ্গশরীরেও অহঙ্কারের সম্বন্ধ আছে। বক্ষ্যমাণ চতুর্থ সূত্রপ্রমাণে এই সপ্তদশ তত্ত্বকেই লিঙ্গশরীর বলিয়া জানিতে হইবে; কিন্তু উক্ত সপ্তদশ এবং এক অহঙ্কার এই অষ্টাদশতত্ত্বের সমষ্টিই লিঙ্গশরীর, এইরূপ ব্যাখ্যা করিবে না। বিশেষতঃ উত্তরসূত্রে ব্যক্তিভেদ উপপন্ন হইবে। এইহেতু এইস্থলে "লিঙ্গশরীরই এক" এইরূপ একশব্দের তাৎপর্য্য অবধারিত আছে। আর "যিনি কর্ম্মাত্মা পুরুষ, তাঁহারই বন্ধমোক্ষ হইয়া থাকে এবং ঐ কর্ম্মাত্মা পুরুষই একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন।" এই মোক্ষধর্ম্মোক্ত প্রমাণে লিঙ্গশরীরের সপ্তদশ অবয়ব সিদ্ধ আছে, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের উক্ত সপ্তদশ অবয়ব আছে, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু লিঙ্গশরীর স্থূলশরীরের ন্যায় অবয়বী নহে। যেহেতু অবয়বিরূপে দ্রব্যান্তরকল্পনাতে গৌরব হয়, পরন্তু স্থূলশরীরের একত্বাদি প্রত্যক্ষ হয়; এই অনুরোধেই তাহার অবয়বিত্বকল্পনা করিতে হয়। এই লিঙ্গশরীরে বুদ্ধিই প্রধান, এই নিমিত্ত উহার ভোগ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রাণ অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ, অতএব লিঙ্গশরীরে পঞ্চপ্রাণের অন্তর্ভাব আছে। এইহেতু সূত্রকার স্বয়ং সপ্তদশ অবয়বের শরীরত্ব বলিবেন। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহা ভোগের আয়তন, তাহাই মুখ্য শরীর, এইরূপ শরীর-

ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ ॥ ১০ ॥

নাচার্য্য ইতি সূত্রেণ। অতো ভোগায়তনত্বমেব মুখ্যং শরীরলক্ষণম্। তদাশ্রয়তয়া ত্বন্যত্র শরীরত্বমিতি পশ্চাদ্ব্যক্তীভবিষ্যতি। চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরমিতি তু ন্যায়েঽপি তস্যৈব লক্ষণং কৃতমিতি ॥ ৯ ॥

নন্থ লিঙ্গং চেদেকং তর্হি কথং পুরুষভেদেন বিলক্ষণা ভোগাঃ স্যুস্তত্রাহ। যদ্যপি সর্গাদৌ হিরণ্যগর্ভোপাধিরূপমেকমেব লিঙ্গং তথাপি তস্য পশ্চাদ্ব্যক্তিভেদো ব্যক্তিরূপেণাংশতো নানাত্বমপি ভবতি যথেদানীমেকস্য পিতৃলিঙ্গদেহস্য নানাত্বমংশতো ভবতি পুত্রকন্যাদিলিঙ্গদেহরূপেণ। তত্র কারণমাহ কর্ম্মবিশেষাদিতি। জীবান্তরাণাং ভোগহেতুকর্ম্মাদেরিত্যর্থঃ। অত্র বিশেষবচনাৎ সমষ্টিসৃষ্টির্জ্জীবানাং সাধারণৈঃ কর্ম্মভির্ভবতীত্যায়াতম্। অয়ং চ ব্যক্তিভেদো মন্বাদিষ্বপ্যুক্তঃ। যথা মনৌ সমষ্টিপুরুষস্য ষড়িন্দ্রিয়োৎপত্ত্যনন্তরম্। "তেষাং ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্। সন্নি-

---

লক্ষণ নিরূপিত হইল, এইরূপ শরীরলক্ষণ পরেও ব্যক্তীকৃত হইবে। যাহা চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, তাহাই শরীর। এইরূপে ন্যায়দর্শনেতেও শরীর নিরূপিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

যদি লিঙ্গশরীর এক হইল, তবে পৃথক্ পৃথক্ পুরুষের বিভিন্ন ভোগ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদিও সৃষ্টির আদিসময়ে হিরণ্যগর্ভের উপাধিরূপ একই লিঙ্গশরীর হউক, তথাপি সৃষ্টির পরে ব্যক্তিভেদ হইয়াছে, অর্থাৎ সেই লিঙ্গশরীর প্রতি ব্যক্তিতে অংশরূপে বিদ্যমান আছে, অতএব সেই এক লিঙ্গশরীরও নানারূপ হইয়া থাকে। যেমন পিতার এক লিঙ্গশরীরই বিভক্ত হইয়া পুত্রকন্যাদির লিঙ্গশরীররূপে নানা হইয়াছে; সুতরাং সৃষ্টির আদিসময়ে লিঙ্গশরীর এক থাকে বটে, কিন্তু পরে ঐ লিঙ্গশরীরই নানা অংশে বিভক্ত হইয়া নানা হইয়া থাকে। লিঙ্গশরীর যে নানা অংশে বিভক্ত হইয়া নানা হয়, কর্ম্মবিশেষই তাহার কারণ, অনন্ত জীবের ভোগের হেতুভূত কর্ম্ম নানা, অতএব লিঙ্গদেহও নানা হইয়া সেই অনন্ত কর্ম্মভোগের আশ্রয় হয়। এইরূপে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মবশতই লিঙ্গশরীর নানা হইয়া থাকে। সূত্রোক্ত-বিশেষ-বচনহেতু

তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাৎ তদ্বাদঃ ॥ ১১ ॥

বেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে ॥" ইতি ষণ্ণামিতি সমস্তলিঙ্গশরীরোপলক্ষণম্। আত্মমাত্রাসু চিদংশেষু সংযোজ্যেত্যর্থঃ। তথা চ তত্রৈব বাক্যান্তরম্। "তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ করণৈঃ সহ। ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমজায়ন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ ॥" ইতি ॥ ১০ ॥

নম্বেবং ভোগায়তনতয়া লিঙ্গস্যৈব শরীরত্বে স্থূলে কথং শরীরব্যবহারস্তত্রাহ। তস্য লিঙ্গস্য যদধিষ্ঠানমাশ্রয়ো বক্ষ্যমাণভূতপঞ্চকং তস্যাশ্রয়ে ষাট্কৌশিকদেহে তদ্বাদো দেহবাদস্তদ্বাদাৎ তস্যাধিষ্ঠানশব্দোক্তস্য দেহবাদাদিত্যর্থঃ লিঙ্গসম্বন্ধাদধিষ্ঠানস্য দেহত্বমধিষ্ঠানাশ্রয়ত্বাচ্চ স্থূলস্য দেহত্বমিতি পর্য্যবসিতোঽর্থঃ। অধিষ্ঠানশরীরং চ সূক্ষ্মং পঞ্চভূতাত্মকং বক্ষ্যতে তথা চ শরীরত্রয়ং সিদ্ধম্। যৎ তু—"আতিবাহিক একোঽস্তি দেহোঽন্যস্ত্বাধিভৌ-

---

সাধারণ কর্ম্মদ্বারা জীবের সমষ্টিসৃষ্টি হয়, ইহাই জানা যায়। মনুপ্রভৃতি শাস্ত্রেও এইরূপ ব্যক্তিভেদ উক্ত আছে যে, "সমষ্টিপুরুষের ষড়িন্দ্রিয় উৎপত্তির পরে সেই অমিততেজা লিঙ্গশরীরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবয়বসকল চিৎস্বরূপে নিবেশিত করিয়া ভূতসকল সৃষ্টি করিয়াছেন।" আর সেই মনুর প্রমাণান্তরে জানা যায় যে "তাহার শরীরোৎপন্ন করণসকলের সহিত বর্ত্তমান হইয়া তাহারই শরীর হইতে পুরুষ জন্মে" ॥ ১০ ॥

যদি লিঙ্গশরীরেরই এইরূপ সমস্ত উপযোগিতা হইল, তাহাহইলে কেবল লিঙ্গশরীরেরই শরীরত্ব বলি, স্থূলশরীরের ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—অতঃপর পঞ্চভূত লিঙ্গশরীরের আশ্রয় বলিয়া নিরূপিত হইবে, সেই লিঙ্গশরীরের অধিষ্ঠানভূত পঞ্চভূতের আশ্রয়েই ষট্কোশময় দেহে শরীরব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের অধিষ্ঠানের দেহপ্রবাদ আছে বলিয়াই স্থূলশরীরের দেহরূপে ব্যবহার হয়। বিশেষতঃ লিঙ্গশরীরের সম্বন্ধবশতই তাহার অধিষ্ঠানের দেহত্ব হয়, এই হেতুই স্থূলশরীরকে দেহ বলা যায়। অধিষ্ঠানশরীরও সূক্ষ্ম এবং পঞ্চভূতাত্মক, এই নিমিত্ত ত্রিবিধ শরীর সিদ্ধ হইল ; অর্থাৎ স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও অধিষ্ঠানশরীর, এই ত্রিবিধ শরীরই প্রতিপন্ন হইতেছে। "একটি আতিবাহিক, অপরটি

ন স্বাতন্ত্র্যাৎ তদৃতে ছায়াবচ্চিত্রবচ্চ ॥ ১২ ॥

তিকঃ। সর্ব্বাসাং ভূতজাতীনাং ব্রহ্মণস্ত্বেক এব কিম্ ॥" ইত্যাদিশাস্ত্রেষু শরীরদ্বয়মেব শ্রূয়তে তল্লিঙ্গশরীরাধিষ্ঠানশরীরয়োরন্যোঽন্যনিয়তত্বেন সূক্ষ্মত্বেন চৈকত্বাভিপ্রায়াদিতি ॥ ১১ ॥

নন্বু ষাট্‌কৌশিকাতিরিক্তে লিঙ্গশরীরাধিষ্ঠানভূতে শরীরান্তরে কিং প্রমাণমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। তল্লিঙ্গশরীরং তদৃতেঽধিষ্ঠানং বিনা স্বাতন্ত্র্যান্ন তিষ্ঠতি। যথা চ্ছায়া নিরাধারা ন তিষ্ঠতি যথা বা চিত্রমিত্যর্থঃ তথা চ স্থূলদেহং ত্যক্ত্বা লোকান্তরগমনায় লিঙ্গদেহস্যাধারভূতং শরীরান্তরং সিধ্যতীতি ভাবঃ। তস্য চ স্বরূপং কারিকায়ামুক্তম্। "সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ। সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে ॥" ইতি। অত্র তন্মাত্রকার্য্যং মাতাপিতৃজশরীরাপেক্ষয়া সূক্ষ্মং যদ্ভূতপঞ্চকং যাবল্লিঙ্গস্থায়ি প্রোক্তং তদেব লিঙ্গাধিষ্ঠানং শরীরমিতি লব্ধং কারি-

আধিভৌতিক। সর্ব্বপ্রাণীরই এই দ্বিবিধ শরীর আছে, কিন্তু ব্রহ্মার উভয়বিধ শরীর নাই, তাঁহার একমাত্র শরীর আছে।" ইত্যাদি শাস্ত্রে দ্বিবিধ শরীর উক্ত আছে, তাহাতে লিঙ্গশরীর ও অধিষ্ঠানশরীর এই উভয় শরীর পরস্পর নিয়তভাবে আছে এবং উক্ত উভয় শরীরই সূক্ষ্ম বলিয়া একরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে; সুতরাং কোন কোন শাস্ত্রে দ্বিবিধ শরীরের শ্রবণ আছে ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বসূত্রে অধিষ্ঠানভূত শরীর উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ষট্‌কোশময় শরীরের অতিরিক্ত লিঙ্গশরীরের অধিষ্ঠানভূত শরীরের স্বীকারে প্রমাণ কি? এই আশয়ে বলিতেছেন।—অধিষ্ঠানভূত শরীরব্যতিরেকে স্বতন্ত্ররূপে লিঙ্গশরীর থাকিতে পারে না। যেমন ছায়া অথবা চিত্র নিরাধারে অবস্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ লিঙ্গশরীর অধিষ্ঠানব্যতিরেকে থাকে না, এই নিমিত্ত অধিষ্ঠানভূত শরীরান্তরস্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরগমনের নিমিত্ত লিঙ্গদেহের আধারভূত শরীরান্তর সিদ্ধ হইল। অধিষ্ঠানভূত শরীরান্তরস্বীকার না করিলে যেমন ছায়া বা চিত্র পৃথক্‌রূপে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে না, সেইরূপ

কান্তরেণ। "চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া। তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥" ইতি। বিশেষৈঃ স্থূলভূতৈঃ সূক্ষ্মাখ্যৈঃ। স্থূলাবান্তরভেদৈরিতি যাবৎ। অস্যাং কারিকায়াং সূক্ষ্মাখ্যানাং স্থূলভূতানাং লিঙ্গশরীরাদ্ভেদাবগমেন। "পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।" ইত্যাদিপূর্ব্বোদাহৃতকারিকায়াং সূক্ষ্মভূতপর্য্যন্তস্য লিঙ্গত্বং নার্থঃ কিন্তু মহদাদিরূপং যল্লিঙ্গং তৎ স্বাধারসূক্ষ্মপর্য্যন্তং সংসরতি তেন সহ সংসরতীত্যর্থঃ। নন্বেবং লিঙ্গঘটকপদার্থাঃ কিয়ন্ত ইতি কথমবধার্য্যমিতি চেৎ। "বাসনাভূতসূক্ষ্মং চ কর্ম্মবিদ্যে তথৈব চ। দশেন্দ্রিয়ং মনো বুদ্ধিরেতল্লিঙ্গং বিদুর্ব্বুধাঃ॥" ইতি বাশিষ্ঠাদিবাক্যেভ্যঃ। অত্র লিঙ্গশরীরপ্রতিপাদনেনৈব পুর্য্যষ্টকমপি ব্যাখ্যেয়মিত্যাশয়েন বুদ্ধিধর্ম্মাণামপি বাসনাকর্ম্ম-

লিঙ্গশরীরের স্বতন্ত্ররূপে লোকান্তরগমন সম্ভবে না। কারিকাতে এই অধিষ্ঠানভূত শরীরের স্বরূপনিরূপণ করিয়াছেন যে, সূক্ষ্ম, মাতৃ-পিতৃজন্য (স্থূল) এবং অধিষ্ঠানভূত এই ত্রিবিধ শরীর আছে, ইহাদিগের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীরই নিয়ত এবং মাতৃপিতৃজন্য শরীর নিবর্ত্তিত হয়। এইস্থলে পঞ্চতন্মাত্রের কার্য্যস্বরূপ লিঙ্গশরীর মাতৃপিতৃজন্য স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্ম, আর অধিষ্ঠানভূত শরীর লিঙ্গশরীরপর্য্যন্তস্থায়ী। এই লিঙ্গাধিষ্ঠানশরীর কারিকান্তরে লব্ধ হইয়াছে যে, যেমন আশ্রয়ব্যতিরেকে চিত্র থাকিতে পারে না এবং স্থাণুপ্রভৃতিব্যতিরেকে ছায়া সম্ভবে না, সেইরূপ অধিষ্ঠানভূত শরীরব্যতিরেকে নিরাশ্রয়ে কেবল স্থূলশরীরদ্বারা লিঙ্গশরীর থাকিতে পারে না। উক্ত কারিকাতে লিঙ্গশরীর হইতে সূক্ষ্ম ও স্থূলভূতের ভেদ জানা যায়, এইহেতু "পূর্ব্বোৎপন্ন, অসক্ত, নিয়ত, মহদাদি সূক্ষ্মপর্য্যন্ত" ইত্যাদি পূর্ব্বপ্রদর্শিত কারিকাতে সূক্ষ্মভূতপর্য্যন্তের লিঙ্গত্ব এইরূপ অর্থ নহে; কিন্তু মহদাদিরূপ যে লিঙ্গ, তাহাই স্বীয় আধারভূত সূক্ষ্ম শরীরপর্য্যন্ত অনুসরণ করে, ইহাই অর্থ জানিতে হইবে। এইক্ষণ এই জিজ্ঞাস্য যে, লিঙ্গের ঘটক-পদার্থ কত? ইহা কিরূপে অবধারিত হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বক্তব্য এই যে, বাসনা সূক্ষ্মভূত, কর্ম্ম, বিদ্যা, মন ও বুদ্ধি এই সকলকেই পণ্ডিতগণ লিঙ্গ বলিয়া থাকেন। এই বশিষ্ঠবাক্যে জানা যায় যে, বাসনাদিই

মূর্ত্তত্বেঽপি ন সঙ্ঘাতযোগাৎ তরণিবৎ ॥ ১৩ ॥

বিদ্যানাং পৃথগুপন্যাসঃ। ভূতসূক্ষ্মং চাত্র তন্মাত্রা দশেন্দ্রিয়াণি চ জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ভেদেন পুরদ্বয়মিত্যাশয়ঃ। যৎ তু মায়াবাদিনো লিঙ্গশরীরস্য তন্মাত্রস্থানে প্রাণাদিপঞ্চকং প্রক্ষিপন্তি পুর্য্যষ্টকং চান্যথা কল্পয়ন্তি তদপ্রামাণিকমিতি ॥ ১২ ॥

নন্থ মূর্ত্তদ্রব্যতয়া বাগ্বাদেরিব লিঙ্গস্যাকাশমেবাসঙ্গেনাধারোঽস্তু ব্যর্থমন্যত্র সঙ্গকল্পনমিতি তত্রাহ। মূর্ত্তত্বেঽপি ন স্বাতন্ত্র্যাদসঙ্গতয়াবস্থানং প্রকাশরূপত্বেন সূর্য্যস্যেব সঙ্ঘাতসঙ্গানুমানাদিত্যর্থঃ। সূর্য্যাদীনি সর্ব্বাণি তেজাংসি পার্থিবদ্রব্যসঙ্গেনৈবাবস্থিতানি দৃশ্যন্তে লিঙ্গং চ সত্ত্বপ্রকাশময়মতো ভূতসঙ্গতমিতি ॥ ১৩ ॥

লিঙ্গের ঘটক। এইস্থলে লিঙ্গশরীরপ্রতিপাদনদ্বারা অষ্টপুরও ব্যাখ্যাত হয়, এই আশয়েই বাসনা, কর্ম্ম, বিদ্যাপ্রভৃতি বুদ্ধিধর্ম্মের পৃথক্ উপন্যাস হইয়াছে। এইস্থলে তন্মাত্র ও দশ ইন্দ্রিয় ইহারাই সূক্ষ্মভূত; অতএব জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ভেদে পুরদ্বয় সিদ্ধ হইল। মায়াবাদীরা যে লিঙ্গশরীরের তন্মাত্রস্থানে প্রাণাদি পঞ্চকে নিক্ষেপ করে এবং অন্যরূপে অষ্টপুরকল্পনা করে, তাহার কোন প্রমাণ নাই; সুতরাং ঐ মায়াবাদিদিগের মত অসৎ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে, লিঙ্গশরীর নিরাশ্রয়ে থাকিতে পারে না বলিয়া তাহার আধাররূপে অধিষ্ঠানভূত শরীরান্তরকল্পনা করিতে হয়। এইক্ষণ জানা যায় যে, সেই লিঙ্গশরীর মূর্ত্তদ্রব্য হইলে বায়ু যেমন অন্য কোন পদার্থ আশ্রয় না করিয়া কেবল আকাশরূপ অধিকরণে থাকে, সেইরূপ আকাশকেই লিঙ্গশরীরের আধার বলি, অর্থাৎ আকাশেই লিঙ্গশরীর বিদ্যমান থাকে, অধিষ্ঠানভূত শরীরের কল্পনা করি কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—লিঙ্গশরীর মূর্ত্তিমান্ হইলে কাহাকেও আশ্রয় না করিয়া কেবল আকাশে স্বতন্ত্ররূপে তাহার অবস্থান হইতে পারে না। যেহেতু উহা প্রকাশস্বরূপ বলিয়া সূর্য্যের ন্যায় সঙ্ঘাতসঙ্গেই তাহার অনুমান হয়, অর্থাৎ সূর্য্যাদি সর্ব্বপ্রকার তেজ যেমন পার্থিব দ্রব্যের আসঙ্গেই অবস্থিত দেখা যায়, সেইরূপ লিঙ্গশরীরও সত্ত্বপ্রকাশ-

অণুপরিমাণং তৎকৃতিশ্রুতেঃ ॥ ১৪ ॥

তদন্নময়ত্বশ্রুতেশ্চ ॥ ১৫ ॥

লিঙ্গস্য পরিমাণমবধারয়তি। তল্লিঙ্গমণুপরিমাণং পরিচ্ছিন্নং ন ত্বত্যন্তমেবাণু সাবয়বত্বস্যোক্তত্বাৎ। কুতঃ কৃতিশ্রুতেঃ ক্রিয়াশ্রুতেঃ। "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ।" ইত্যাদিশ্রুতের্ব্বিজ্ঞানাখ্যবুদ্ধিপ্রধানতয়া বিজ্ঞানস্য লিঙ্গস্যাখিলকর্ম্মশ্রবণাদিত্যর্থঃ। বিভুত্বে সতি ক্রিয়া ন সম্ভবতি। তদ্‌গতিশ্রুতেরিতি পাঠস্তু সমীচীনঃ। লিঙ্গশরীরস্য চ গতিশ্রুতিস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনুক্রামতি প্রাণমনুক্রামন্তং সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবানুক্রামতীতি সবিজ্ঞানো বুদ্ধিসহিত এব জায়তে সবিজ্ঞানং যথা স্যাৎ তথা সংসরতি চেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

পরিচ্ছিন্নত্বে যুক্ত্যন্তরমাহ। তস্য লিঙ্গস্যৈকদেশতোঽন্নময়ত্বশ্রুতের্ন বিভুত্বং

স্বরূপ; অতএব তাহার ভূতসঙ্গ আবশ্যক। প্রকাশাত্মক সূর্য্যাদি তেজঃপদার্থ যেমন ভৌতিক পদার্থের সঙ্গব্যতিরেকে প্রকাশ পায় না, সেইরূপ সত্ত্বপ্রকাশস্বরূপ লিঙ্গশরীরও ভৌতিক সঙ্গব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, এই নিমিত্ত অধিষ্ঠানভূত শরীরের কল্পনা করিতে হয় ॥ ১৩ ॥

এইক্ষণ লিঙ্গশরীরের পরিমাণ অবধারিত হইতেছে।—লিঙ্গশরীর অণুপরিমাণবিশিষ্ট অথচ পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু অত্যন্ত অণু নহে, যেহেতু তাহা সাবয়ব বলিয়া উক্ত আছে, অতএব তাহাকে অত্যন্ত অণু বলা যায় না, বিশেষতঃ ঐ লিঙ্গশরীরের ক্রিয়াশ্রুতিপ্রযুক্ত তাহাকে সাবয়ব জানিবে। "বিজ্ঞান যজ্ঞ এবং কর্ম্ম বিস্তার করে" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিজ্ঞানাখ্য বুদ্ধিই প্রধান, এই নিমিত্ত বিজ্ঞানরূপ লিঙ্গশরীরের অখিল কর্ম্মের শ্রবণ আছে। সেই লিঙ্গশরীর বিভু হইলে তাহার ক্রিয়া সম্ভবে না। কেহ কেহ "অণুপরিমাণং তৎকৃতিশ্রুতেঃ" এই সূত্রকে "অণুপরিমাণং তদ্গতিশ্রুতেঃ" এইরূপে পাঠ করেন, এই পাঠই সমুচিত। যেহেতু "তাহার উৎক্রমণেই প্রাণ অনুক্রমণ করে" ইত্যাদি শ্রুতিতে লিঙ্গশরীরের গতি জানা যায় ॥ ১৪ ॥

লিঙ্গশরীরের পরিচ্ছিন্নতাবিষয়ে অন্য যুক্তিপ্রদর্শন করিতেছেন।—যেহেতু লিঙ্গশরীরের একদেশে অন্নময়ত্ব শ্রুতি আছে, অতএব তাহার বিভুত্ব

পুরুষার্থং সংস্থতির্লিঙ্গানাং সূপকারবদ্রাজ্ঞঃ ॥ ১৬ ॥

পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ ॥ ১৭ ॥

সম্ভবতীতি । বিভুত্বে সতি নিত্যতাপত্তেরিত্যর্থঃ । সা চ শ্রুতির্হ্যন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিত্যাদিঃ । যদ্যপি মন-আদীনি ন ভৌতিকানি তথাপ্যন্নসংসৃষ্টসজাতীয়াংশপূরণাদন্নময়ত্বাদিব্যবহারো বোধ্যঃ ॥ ১৫ ॥

অচেতনানাং লিঙ্গানাং কিমর্থং সংস্থতির্দ্দেহাদ্দেহান্তরসঞ্চার ইত্যাশঙ্কায়ামাহ । যথা রাজ্ঞঃ সূপকারাণাং পাকশালাসু সঞ্চারো রাজার্থং তথা লিঙ্গশরীরাণাং সংস্থতিঃ পুরুষার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

লিঙ্গশরীরমশেষবিশেষতো বিচারিতমিদানীং স্থূলশরীরমপি তথা বিচারয়তি । পঞ্চানাং ভূতানাং মিলিতানাং পরিণামো দেহ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সম্ভবে না । যাহা অন্নময়, তাহা কখনও পরিচ্ছিন্নভিন্ন বিভু হইতে পারে না । আর যদি তাহাকে বিভু বল, তবে তাহার নিত্যতাপত্তি হয় । শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "মন, অন্নময়, প্রাণ আপোময় এবং বাক্য তেজোময়" ইত্যাদি শ্রুতিতে লিঙ্গশরীরকে অন্নময় বলিয়া জানা যায় । যদিও মনঃপ্রভৃতি ভৌতিক না হউক, তথাপি অন্নসংসৃষ্ট সজাতীয় পদার্থে অংশপূরণহেতু তাহাদিগের অন্নময়ত্বব্যবহার জানিবে ; অতএব পরিচ্ছিন্নত্ব উপপন্ন হইল ॥ ১৫ ॥

লিঙ্গশরীর অচেতন, কিরূপে তাহার একদেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চরণ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—রাজার সূপকারের ন্যায় পুরুষের নিমিত্ত লিঙ্গশরীরের সঞ্চার হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেমন রাজার পাচকগণ রাজার পাকক্রিয়া সাধনার্থ পাকশালায় গমন করে, সেইরূপ পুরুষের কার্য্যসাধনার্থ স্থূলশরীরে লিঙ্গশরীরের গমন হইয়া থাকে ; সুতরাং অচেতন লিঙ্গশরীরের সঞ্চরণে কোন দোষ নাই ॥ ১৬ ॥

এই পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীর সম্যক্ প্রকারে বিচারিত হইল । এইক্ষণ স্থূলশরীরও সেইরূপ বিচারিত হইতেছে ।—মিলিত পঞ্চভূতের যে পরিণাম, তাহাই দেহ, অর্থাৎ স্থূলশরীর ॥ ১৭ ॥

চাতুর্ভৌতিকমিত্যেকে ॥ ১৮ ॥

ঐকভৌতিকমিত্যপরে ॥ ১৯ ॥

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ ॥ ২০ ॥

মতান্তরমাহ। আকাশস্যানারম্ভকত্বমভিপ্রেত্যেদম্ ॥ ১৮ ॥

পার্থিবমেব শরীরমন্যানি চ ভূতান্যুপষ্টম্ভকমাত্রাণীতি ভাবঃ। অথবৈক-ভৌতিকমেকৈকভৌতিকমিত্যর্থঃ। মনুষ্যাদিশরীরে পার্থিবাংশাধিক্যেন পার্থিবতা সূর্য্যাদিলোকেষু চ তেজ আদ্যাধিক্যেন তৈজসাদিতা শরীরাণাং সুবর্ণাদীনামিবেতীমমেব পক্ষং পঞ্চমাধ্যায়েঽপি সিদ্ধান্তয়িষ্যতি ॥ ১৯ ॥

মতান্তরে স্থূলশরীরনিরূপণ করিতেছেন।—কেহ কেহ বলেন, ভূতচতু-ষ্টয়ের পরিণামই স্থূলশরীর। যাঁহারা এইরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহস্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতে আকাশের আরম্ভকত্ব নাই, অর্থাৎ ভূতচতুষ্টয়বাদীরা বলেন, আকাশ কোন পদার্থের উপাদান হয় না; সুতরাং ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিভূতদ্বারাই স্থূলশরীর উৎপন্ন হয় ॥ ১৮ ॥

অপরবাদীরা বলেন, স্থূলশরীর একভৌতিক, কেবল পৃথিবীদ্বারাই স্থূল-শরীর উৎপন্ন হয়, অন্য ভূতসকল উপষ্টম্ভকমাত্র, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিণামের হেতু। অথবা একভৌতিক শব্দের অর্থ এই যে, এক এক ভূতে এক এক স্থূলদেহ উৎপন্ন হয়, পৃথক্ পৃথক্ ভূতে পৃথক্ পৃথক্ শরীর উৎপন্ন হয়, অন্যান্য ভূতসকল তাহার সহকারীমাত্র। মনুষ্যাদির শরীরে পৃথিবীর অংশাধিক্য-প্রযুক্ত সেই সকল শরীরকে পার্থিব শরীর বলা যায়, আর সূর্য্যাদির শরীরে তেজঃপদার্থের আধিক্যবশতঃ তাহা তৈজস। সুবর্ণাদিশরীরে পৃথিব্যাদির অংশ থাকিলেও তাহাতে তেজঃপদার্থ অধিক বলিয়া তাহাকে তৈজস পদার্থ বলিয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য শরীরেও এক এক ভূতের অংশ অধিক থাকে, এই নিমিত্তই সেই সেই শরীরকে সেই সেই ভূতের পরিণাম বলা যায়। ইহার বিশেষ পঞ্চমাধ্যায়ে বিবৃত হইবে ॥ ১৯ ॥

দেহের ভৌতিকত্বকল্পনায় যাহা সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নিরূপণ করিতে-ছেন।—ভূতসকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাহাতে চৈতন্য দেখা

প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ ॥ ২১ ॥

মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ ॥২২॥

দেহস্য ভৌতিকত্বেন যৎ সিধ্যতি তদাহ। ভূতেষু পৃথক্ কৃতেষু চৈতন্যা-দর্শনাদ্ভৌতিকস্য দেহস্য ন স্বাভাবিকং চৈতন্যং কিন্ত্বৌপাধিকমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বাধকান্তরমাহ। প্রপঞ্চস্য সর্ব্বস্যৈব মরণসুষুপ্ত্যাদ্যভাবশ্চ দেহস্য স্বাভাবিকচৈতন্যে সতি স্যাদিত্যর্থঃ। মরণসুষুপ্ত্যাদিকং হি দেহস্যাচেতনতা সা চ স্বাভাবিকচৈতন্যে সতি নোপপদ্যতে স্বভাবস্য যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাদিতি ॥২১॥

প্রত্যেকাদৃষ্টৈরিতি যদুক্তং তত্রাশঙ্ক্য পরিহরতি। ননু যথা মাদকতা-শক্তিঃ প্রত্যেকদ্রব্যাবৃত্তিরপি মিলিতদ্রব্যে বর্ত্তত এবং চৈতন্যমপি স্যাদিতি

যায় না, অতএব ভৌতিক দেহের স্বাভাবিক চৈতন্য নাই। তবে যে দেহের চৈতন্য দেখা যায়, উহা ঔপাধিক চৈতন্য। যখন দেহের উপাদানস্বরূপ ভূত-সকলের চৈতন্য নাই, তখন সেই ভূতপরিণাম দেহের যে চৈতন্য থাকিবে, তাহা নিতান্তই অসম্ভব ॥ ২০ ॥

দেহের চৈতন্যবিষয়ে বাধকান্তর দর্শাইতেছেন।—মরণ ও সুষুপ্ত্যাদির অভাবই দেহে চৈতন্যের বাধক। প্রপঞ্চমাত্রেরই মরণ ও সুষুপ্ত্যাদির অভাব আছে, অর্থাৎ কোন প্রপঞ্চ পদার্থেরও মরণ অথবা সুষুপ্তি হয় না। যদি দেহের স্বাভাবিক চৈতন্য থাকে, তবেই তাহার মরণ ও সুষুপ্তির অভাব হইতে পারে, যেহেতু দেহের অচেতনতাই মরণ বা সুষুপ্তি। দেহের স্বাভাবিক চৈতন্য থাকিলে উক্তরূপ মরণ ও সুষুপ্তি সম্ভবে না, কারণ স্বভাবের যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বনিয়ম আছে, অর্থাৎ যাবৎ দ্রব্য থাকে, তাবৎ তাহার স্বভা-বের অন্যথা হয় না; সুতরাং দেহসত্ত্বে তাহার চৈতন্যের অভাবরূপ মরণ বা সুষুপ্তি হইতে পারে না। অতএব দেহের যে চৈতন্য নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভূতসকলকে পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাহাতে চৈতন্য দেখা যায় না, এই বিষয়ে আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিতে-ছেন।—যেমন যে যে দ্রব্যে সুরাদি মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাদিগের

চেন্ন প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সতি সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ সম্ভবেৎ। প্রকৃতে তু প্রত্যেকপরিদৃষ্টত্বং নাস্তি। অতো দৃষ্টান্তে প্রত্যেকং শাস্ত্রাদিভিঃ সূক্ষ্মতয়া মাদকত্বে সিদ্ধে সংহতভাবকালে মাদকত্বাবির্ভাবমাত্রং সিদ্ধ্যতি। দার্ষ্টান্তিকে তু প্রত্যেকভূতেষু সূক্ষ্মতয়া ন কেনাপি প্রমাণেন চৈতন্যং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। নমু সমুচ্চিতে চৈতন্যদর্শনেন প্রত্যেকভূতে সূক্ষ্মচৈতন্যশক্তিরনুমেয়েতি চেন্ন। অনেকভূতেষনেকচৈতন্যশক্তিকল্পনায়াং গৌরবেণ লাঘবাদেকস্যৈব নিত্যচিৎস্বরূপস্য কল্পনৌচিত্যাৎ। নমু যথাবয়বেঽবর্ত্তমানমপি পরিমাণজলাহরণাদিকার্য্যং ঘটাদৌ দৃশ্যত এবমেব শরীরে চৈতন্যং স্যাদিতি মৈবম্। ভূত-

---

প্রত্যেকে মাদকতাশক্তির অভাব থাকিলেও সেই সকল বস্তু মিলিত হইলেই মাদকতাশক্তি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ভূতসকলের প্রত্যেকে চৈতন্য না থাকিলেও মিলিত ভূতসকলের পরিণামস্বরূপ দেহে চৈতন্য থাকিতে পারে। তবে আর পৃথক্‌রূপে ভূতের চৈতন্যের অদর্শনে দেহের অচেতনতা কিরূপে অনুমিত হইতে পারে? এই আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ প্রত্যেকে চৈতন্য পরিদৃষ্ট হইলেই মিলিত পদার্থে তাহার উদ্ভব হইতে পারে, প্রত্যেক পদার্থে চৈতন্য না থাকিলে মিশ্রপদার্থে তাহা সম্ভবে না। এইস্থলে প্রত্যেক ভূতে চৈতন্য দেখা যায় না। শাস্ত্রাদিদ্বারা জানা যায় যে, মদ্য ঘটকপদার্থের প্রত্যেকে সূক্ষ্মরূপে মাদকতাশক্তি আছে, এই নিমিত্তই মিলিত মাদক দ্রব্যে সেই মাদকতাশক্তির আবির্ভাব হয়, কিন্তু প্রত্যেক ভূতে যে সূক্ষ্মরূপে চৈতন্য আছে, ইহা কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হইতেছে না; সুতরাং আশঙ্কার পরিহার হইল। তথাপি যদি বলি, ভূতসকলের সমষ্টিরূপ দেহে চৈতন্য-দর্শন দ্বারাই প্রত্যেক ভূতে সূক্ষ্মরূপে চৈতন্যশক্তির অনুমান হয়, ইহাও সম্ভবপর নহে; কারণ অনেক ভূতে অনেক চৈতন্যকল্পনায় গৌরব হয়, এই নিমিত্ত লাঘবতঃ এক চিৎস্বরূপেরই চৈতন্যকল্পনা উচিত। আর যদি বল, ঘটাদির অবয়বের পরিমাণ অথবা জলাহরণাদি কার্য্য বর্ত্তমান নাই, তথাপি ঘটাদিতে পরিমাণ ও জলাহরণাদি দেখিতেছি, সেইরূপ দেহের অবয়ব ভূতসকলে চৈতন্য বর্ত্তমান না থাকিলেও দেহেতে চৈতন্য বিদ্যমান থাকিতে পারে। ইহাও বক্তব্য নহে, যেহেতু ভূতের বিশেষ গুণসকল সজাতীয়

জ্ঞানান্মুক্তিঃ ॥ ২৩ ॥

বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ ॥ ২৪ ॥

গতবিশেষগুণানাং সজাতীয়কারণগুণজন্যতয়া কারণে চৈতন্যং বিনা দেহে চৈতন্যাসম্ভবাদিতি ॥ ২২ ॥

পুরুষার্থং সংসৃতির্লিঙ্গানামিত্যুক্তং তত্র লিঙ্গানাং স্থূলদেহসঞ্চারাখ্যজন্মনো যো যঃ পুরুষার্থো যেন যেন ব্যাপারেণ সিদ্ধ্যতি তদাহ সূত্রাভ্যাম্। লিঙ্গসংসৃতিতো জন্মদ্বারা বিবেকসাক্ষাৎকারস্তস্মান্মুক্তিরূপঃ পুরুষার্থো ভবতীত্যর্থঃ। জ্ঞানাদিকং চ প্রত্যয়সর্গতয়া কারিকায়াং পরিভাষিতম্। "এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।" ইতি। বিপর্য্যয়াদয়ো ব্যাখ্যাস্যন্তেঽত্র চ স এব বুদ্ধিসর্গঃ প্রয়োজনযোগেন সূত্রৈরুচ্যতে ইতি বিশেষঃ ॥২৩॥

বিপর্য্যয়াৎ সুখদুঃখাত্মকো বন্ধরূপঃ পুরুষার্থো লিঙ্গসংসৃতিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

কারণগুণজন্য; অতএব কারণীভূত ভূতসকলের চৈতন্যব্যতিরেকে দেহের চৈতন্য সম্ভবিতে পারে না। দেহ ভৌতিক পদার্থ, তাহার চৈতন্যাদি বিশেষ গুণসকল সজাতীয় কারণরূপ প্রত্যেক ভূতের গুণজন্য। অতএব প্রত্যেক ভূতের চৈতন্য থাকিলে দেহের চৈতন্য হইতে পারে ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষার্থসাধনের নিমিত্তই একদেহ হইতে দেহান্তরে লিঙ্গশরীরের সঞ্চার হয়। এইক্ষণ সেই স্থূলদেহে সঞ্চাররূপ লিঙ্গশরীরের জন্ম হইতে যে যে ব্যাপারে পুরুষার্থের সিদ্ধি হয়, বক্ষ্যমাণ সূত্রদ্বয়ে তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—লিঙ্গশরীরের সঞ্চারবশতঃ জন্মদ্বারা বিবেকসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, সেই বিবেক হইতে মুক্তিরূপ পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। জ্ঞানাদিকে প্রত্যয়সর্গ বলিয়া কারিকাতে পারিভাষিক অর্থ করিয়াছেন যে, "বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি ইহারাই প্রত্যয়সর্গ" এই বিপর্য্যয়াদি পরে বিবৃত হইবে। এইস্থলে সেই প্রত্যয়সর্গই প্রয়োজনরূপে সূত্রে উক্ত হইল, অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা যে মুক্তিরূপ পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, সেই জ্ঞান একপ্রকার জন্ম, তাহাই প্রত্যয়সর্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

স্থূলশরীরে লিঙ্গশরীরের সঞ্চাররূপ জন্মদ্বারা যে পুরুষার্থসাধন হয়, তাহা

নিয়তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়বিকল্পৌ ॥ ২৫ ॥

জ্ঞানবিপর্য্যয়াভ্যাং মুক্তিবন্ধাবুক্তৌ তত্রাদৌ জ্ঞানান্মুক্তিং বিচারয়তি। যদ্যপি বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহেত্যাদি শ্রূয়তে তথাপ্যবিবেকনিবৃত্তৌ লোকসিদ্ধতয়া জ্ঞানস্য নিয়তকারণত্বাদবিদ্যাখ্যকর্ম্মণা সহ জ্ঞানস্য মোক্ষজননে সমুচ্চয়ো বিকল্পো বা নাস্তীত্যর্থঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্ব-

---

প্রকারান্তরে বলিতেছেন।—স্থূলশরীরে লিঙ্গদেহের সঞ্চার হইলে যদি বিবেক ও জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাহইলেই মুক্তিরূপ পুরুষার্থ এবং বিপর্য্যয়ে, অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তি না হইলে সুখ-দুঃখাত্মক বন্ধরূপ পুরুষার্থ হইয়া থাকে। অতএব বন্ধ ও মোক্ষ এই উভয়ই লিঙ্গশরীরের সঞ্চার হইতে হয় ॥ ২৪ ॥

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইল যে, জ্ঞানদ্বারা পুরুষের মুক্তি এবং তাহার বিপর্য্যয়ে বন্ধ হয়, এইক্ষণ জ্ঞান হইতে কিরূপে মুক্তি হয়, তাহার বিচার করিতেছেন।—যদিও "বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয় যিনি জানিতে পারেন, তাঁহারই মুক্তি হয়" ইত্যাদি শ্রুতি থাকুক, তথাপি অবিবেকনিবৃত্তি হইলেই লোকপ্রসিদ্ধ জ্ঞানেরই নিয়ত কারণতা জানা যায়। এই নিমিত্ত অবিদ্যাখ্য কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের মোক্ষজননে সমুচ্চয় বা বিকল্প নাই, অর্থাৎ অবিবেকের নিবৃত্তি হইলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া মোক্ষসাধন করে, ইহার অন্যথা হয় না, অথবা জ্ঞানব্যতিরেকে অন্য কোনরূপে যে মুক্তি হয়, তাহারও সংশয় নাই। যদি বল, কখন কখন কর্ম্মদ্বারাও মুক্তি হইতে পারে, সুতরাং জ্ঞানব্যতিরেকেও মুক্তিসম্ভব আছে। এইরূপে জ্ঞানের মোক্ষজননে সমুচ্চয় দেখা যায়। তাহাও নহে। যেহেতু "কেবল তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, তদ্ভিন্ন মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই এবং কর্ম্ম, প্রজা অথবা ধনদ্বারা মোক্ষ হয় না; কেবল ত্যাগ, অর্থাৎ বিবেকদ্বারা অমৃতত্বলাভ হয়"। ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, কর্ম্মের সাক্ষাৎ মোক্ষহেতুত্ব নাই। কিন্তু শ্রুতিতে কর্ম্মের মোক্ষসাধনতাবিষয়ে অঙ্গাঙ্গীভাব

স্বপ্নজাগরাভ্যামিব মায়িকামায়িকাভ্যাং নোভয়োর্ম্মুক্তিঃ পুরুষস্য ॥ ২৬ ॥

মানগুরিত্যাদিশ্রুতিভ্যোঽপি কর্ম্মণো ন সাক্ষান্মোক্ষহেতুত্বং সমুচ্চয়ানুষ্ঠানং শ্রুতিষঙ্গাঙ্গিভাবাদিভিরভ্যুপপদ্যত ইতি। ২৫।

সমুচ্চয়বিকল্পয়োরভাবে দৃষ্টান্তমাহ। যথা মায়িকামায়িকাভ্যাং স্বপ্নজাগরপদার্থাভ্যামন্যোঽন্যসহকারিভাবেনৈকঃ পুরুষার্থো ন সম্ভবতি। এবমুভয়োর্ম্মায়িকামায়িকয়োরনুষ্ঠিতয়োঃ কর্ম্মজ্ঞানয়োঃ পুরুষস্য মুক্তিরপি ন যুক্তেত্যর্থঃ। মায়িকত্বং চাসত্যত্বম্। অস্থিরত্বমিতি যাবৎ। তচ্চ স্বাপ্নেঽর্থেঽস্তি জাগ্রৎপদার্থস্তু স্বাপ্নাপেক্ষয়া সত্য এব কূটস্থপুরুষাপেক্ষয়ৈবাস্থিরত্বেনাসত্যত্বাদতঃ স্বপ্নবিলক্ষণস্নানাদিকার্য্যকরঃ। এবং কর্ম্মাপ্যস্থিরত্বাৎ প্রকৃতিকার্য্যত্বাচ্চ মায়িকম্। আত্মা তু স্থিরত্বাদকার্য্যত্বাচ্চামায়িকঃ। অতস্তয়ো-

---

স্বীকৃত আছে, অর্থাৎ কর্ম্ম জ্ঞানের সহকারীরূপে মোক্ষের হেতু হইতে পারে। জ্ঞানই সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু। ২৫।

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানই সাক্ষাৎ মোক্ষের সাধন; তদ্বিষয়ে সমুচ্চয় বা বিকল্প নাই। এইক্ষণ দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন মায়িক স্বপ্ন ও অমায়িক জাগর পদার্থদ্বারা পরস্পর সহকারিভাবে কোন পুরুষার্থই সাধিত হইতে পারে না, সেইরূপ মায়িক কর্ম্ম ও অমায়িক জ্ঞান এই উভয় অনুষ্ঠিত হইলে যে পুরুষের মুক্তি হয়, তাহা অযুক্ত। যেহেতু মায়িক পদার্থ অসত্য, অর্থাৎ অস্থির; তাহাদ্বারা স্বপ্নবৎ অস্থির কার্য্যই সাধিত হইতে পারে। জাগ্রৎ পদার্থ স্বপ্নাপেক্ষা সত্য, তাহা কূটস্থ পুরুষ অপেক্ষা অস্থির হইলেও স্বপ্নবিশেষ স্নানাদি কার্য্যসাধন করিতে পারে। এই নিমিত্তই তাহার সত্যবাদ প্রসিদ্ধ আছে। যেহেতু কর্ম্ম অস্থির ও প্রকৃতির কার্য্য, অতএব তাহাকে মায়িক বলিয়া জানিতে হইবে এবং আত্মা অস্থির ও প্রকৃতির কার্য্য নহে; সুতরাং তাহা অমায়িক। অতএব মায়িক কর্ম্ম ও অমায়িক জ্ঞান এই উভয় অনুষ্ঠিত হইলে যে সমানরূপ ফলপ্রদান করিতে পারে, এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে। মায়িক কর্ম্ম যে

ইতরস্যাপি নাত্যন্তিকম্ ॥ ২৭ ॥

সঙ্কল্পিতেঽপ্যেবম্ ॥ ২৮ ॥

রনুষ্ঠিতকর্ম্মজ্ঞানয়োঃ সমানফলদাতৃত্বমযৌক্তিকমিতি বিলক্ষণমেব কার্য্যং যুক্তম্ ॥ ২৬ ॥

নন্বেবমপ্যাত্মোপাসনাখ্যজ্ঞানেন সহ তত্ত্বজ্ঞানস্য সমুচ্চয়বিকল্পৌ স্যাতা-মুপাস্যস্যামায়িকত্বাদিতি তত্রাহ। ইতরস্যাপ্যুপাস্যস্য নাত্যন্তিকমমায়িকত্ব-মুপাস্যাত্মন্যধ্যস্তপদার্থানামপি প্রবেশাদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

উপাসনস্য মায়িকত্বং যস্মিন্নংশে তদাহ। মনঃসঙ্কল্পিতে ধ্যেয়াংশ এব-মপি মায়িকত্বমপীত্যর্থঃ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুত্যুক্তে হ্যুপাস্যে প্রপঞ্চাংশস্য মায়িকত্বমেবেতি ॥ ২৮ ॥

অমায়িক জ্ঞানের ন্যায় মুক্তিরূপ সাক্ষাৎ পুরুষার্থ সাধনের হেতু হইতে পারে, তাহা অসম্ভব। অতএব জানা যায় যে, মায়িক কর্ম্ম ও অমায়িক জ্ঞান এই উভয়ের কার্য্যও পৃথক্ ॥ ২৬ ॥

যদি বল, আত্মোপাসনাখ্য জ্ঞানের সহিত তত্ত্বজ্ঞানের সমুচ্চয় ও বিকল্প আছে, যেহেতু আত্মোপাসনাখ্য জ্ঞান অমায়িক। এই আশঙ্কায় বলিতে-ছেন।—আত্মোপাসনাখ্য জ্ঞান অত্যন্ত অমায়িক নহে, কারণ আত্মাই উপাস্য, তাহাতে আরোপিত পদার্থেরও প্রবেশ আছে। অতএব আত্মোপাসনাখ্য জ্ঞানের সহিত তত্ত্বজ্ঞানের সমুচ্চয় ও বিকল্প সম্ভবে না। আত্মোপাসানাখ্য জ্ঞান যদি সর্ব্বতোভাবে অমায়িক হইত, তাহাহইলেই কখন কখন তাহা মুক্তির কারণ হইতে পারিত। এইরূপ হইলেই তত্ত্বজ্ঞানের সহিত উহার বিকল্প ও সমুচ্চয়সম্ভব হইতে পারে। যখন তাহা অমায়িক নহে, তখন তাহার সহিত যে তত্ত্বজ্ঞানের বিকল্প বা সমুচ্চয়, ইহা অসম্ভব ॥ ২৭ ॥

এইক্ষণ যে অংশে উপাসনার মায়িকত্ব আছে, তাহা প্রদর্শন করিতে-ছেন।—উপাসনা মনঃসঙ্কল্পিত কার্য্য, অতএব মনঃসঙ্কল্পিত ধ্যেয় অংশেতে মায়িকত্ব জানিবে। "এই সকলই ব্রহ্মময়" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত উপাস্যবিষয়ে

ভাবনোপচয়াচ্ছুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ ॥ ২৯ ॥
রাগোপহতির্ধ্যানম্ ॥ ৩০ ॥

তদুপাসনস্য কিং ফলমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। ভাবনাখ্যোপাসনানিষ্পত্ত্যা শুদ্ধস্য নিষ্পাপস্য পুরুষস্য প্রকৃতেরিব সর্ব্বমৈশ্বর্য্যং ভবতীত্যর্থঃ। প্রকৃতির্যথা সৃষ্টিস্থিতিসংহারং করোতি। এবমুপাসকস্য বুদ্ধিসত্ত্বমপি প্রকৃতিপ্রেরণেন সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃ ভবতীতি ॥ ২৯ ॥

জ্ঞানমেব মোক্ষসাধনমিতি স্থাপিতম্। ইদানীং জ্ঞানসাধনান্যাহ। জ্ঞানপ্রতিবন্ধকো যো বিষয়োপরাগশ্চিত্তস্য তদুপঘাতহেতুর্ধ্যানমিত্যর্থঃ। উপচারেণ কার্য্যকারণয়োরভেদনির্দ্দেশো রাগক্ষয়স্য ধ্যানত্বাসম্ভবাৎ। অত্র ধ্যানশব্দেন ধারণাধ্যানসমাধয়ো যোগোক্তাস্ত্রয় এব গ্রাহ্যাঃ পাতঞ্জলে যো-

---

প্রপঞ্চাংশের মায়িকত্ব প্রসিদ্ধ আছে। "ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রপঞ্চময়," এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপে প্রপঞ্চাংশের মায়িকত্ব সুস্পষ্ট প্রতীত হয় ॥ ২৮ ॥

যদি উপাস্য ব্রহ্মেও প্রপঞ্চাংশের মায়িকত্ব অবধারিত হইল, তবে উপাসনার ফল কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পরমাত্মভাবনারূপ উপাসনাদ্বারা পুরুষ শুদ্ধ, অর্থাৎ নিষ্পাপ হইলেই প্রকৃতির ন্যায় তাহার সকল ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে; ইহাই উপাসনার ফল। আত্মচিন্তা করিতে করিতে সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া পুরুষ বিশুদ্ধ হয়, তখন প্রকৃতি যেমন সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করিতে পারে, সেইরূপ আত্মোপাসক পুরুষের বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতির প্রেরণদ্বারা সৃষ্টি স্থিতি-সংহারের কর্ত্তা হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

ইতিপূর্ব্বে জ্ঞানই মোক্ষের সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এইক্ষণ সেই জ্ঞানের কারণ নিরূপণকরিতেছেন।—মনুষ্যমাত্রেরই বিষয়ে অনুরাগ জন্মে. সেই বিষয়ানুরাগের নিবৃত্তি হইলেই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে এবং আত্মতত্ত্বচিন্তনই বিষয়ে অনুরাগনিবৃত্তির হেতু; সুতরাং আত্মধ্যানই জ্ঞানের কারণ, যেহেতু কার্য্য ও কারণ এই উভয় অভেদরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং রাগক্ষয়কে ধ্যান বলা যায় না; তবে এই বলা যাইতে পারে যে, রাগনিবৃত্তি হইলে ধ্যানই জ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে। এইস্থলে ধ্যানশব্দে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি

বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥

গাঙ্গানামষ্টানামেব বিবেকসাক্ষাৎকারহেতুত্বশ্রবণাদিতি। এতেষাং চাবান্তরবিশেষাস্তত্রৈব দ্রষ্টব্যাঃ। ইতরাণি চ পঞ্চাঙ্গানি স্বয়ং বক্ষ্যতি ॥ ৩০ ॥

ধ্যাননিষ্পত্ত্যৈব জ্ঞানোৎপত্তির্নারম্ভকমাত্রেণেত্যাশয়েন ধ্যাননিষ্পত্তের্লক্ষণমাহ। ধ্যেয়াতিরিক্তবৃত্তিনিরোধরূপেণ সম্প্রজ্ঞাতযোগেন তৎসিদ্ধির্ধ্যানস্য নিষ্পত্তির্জ্ঞানাখ্যফলোপধানরূপা ভবতীত্যর্থঃ। অতস্তাবৎপর্য্যন্তমেব ধ্যানং কর্ত্তব্যমিত্যাশয়ঃ। ইতরবৃত্তিনিরোধে সত্যেব বিষয়ান্তরসঞ্চারাখ্যপ্রতিবন্ধাপগমাদ্ধ্যেয়সাক্ষাৎকারো ভবতীতি কৃত্বা যোগোঽপি জ্ঞানে

এই যোগত্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। পাতঞ্জলযোগসূত্রে অষ্টাঙ্গযোগই বিবেকসাক্ষাৎকারের হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উক্ত অষ্টাঙ্গযোগের অবান্তরভেদ পাতঞ্জলযোগসূত্রে দ্রষ্টব্য। অবশিষ্ট পঞ্চাঙ্গযোগ স্বয়ংই বলিবেন। এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ যোগই জ্ঞানের সাধন। উক্ত ত্রিবিধ যোগদ্বারা জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই মোক্ষরূপ পুরুষার্থ সাধিত হইতে পারে। ৩০ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইল যে, ধ্যাননিষ্পত্তিদ্বারাই জ্ঞানোৎপত্তি হয়, কেবল ধ্যানের আরম্ভমাত্রে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না। এই আশয়ে ধ্যাননিষ্পত্তির লক্ষণনিরূপণ করিতেছেন।—ধ্যান করিতে করিতে ধ্যেয়াতিরিক্ত বিষয়ে বুদ্ধির নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ ধ্যেয়ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ই বুদ্ধিতে উদিত হয় না, সর্ব্বদাই বুদ্ধি ধ্যেয়বিষয়ে অনুরক্ত থাকে। এইরূপ হইলেই ধ্যাননিষ্পত্তি বলা যায়। এইরূপ ধ্যাননিষ্পত্তিই তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপাদন করিতে পারে। অতএব যাবৎ উক্তরূপ ধ্যাননিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ ধারণা, ধ্যান, ও সমাধিরূপ ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যানদ্বারা ইতরবৃত্তির নিরোধ হইলে বিষয়ান্তরসঞ্চাররূপ প্রতিবন্ধকের অপগম হইয়া ধ্যেয়সাক্ষাৎকার হয়; অর্থাৎ ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত হইতে সমস্ত বিষয় অপসারিত হইয়া যায়। চিত্ত আর বিষয়ান্তরেতে সঞ্চরণ করে না, সর্ব্বদা ধ্যেয়বিষয়ে নিশ্চলভাবে থাকে, তখনই ধ্যেয়বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইতে পারে। এইহেতু যোগাঙ্গ-

ধারণাসনস্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩২ ॥

নিরোধশ্ছর্দ্দিবিধারণাভ্যাম্ ॥ ৩৩ ॥

কারণং যোগাঙ্গধ্যানাদিবদিত্যপি মন্তব্যম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমনে দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতীত্যাদিশ্রুতিস্মৃত্যোস্তদবগমাদিতি। ৩১।

ধ্যানস্যাপি সাধনান্যাহ। বক্ষ্যমাণেন ধারণাদিত্রয়েণ ধ্যানং ভবতীত্যর্থঃ। ৩২ ॥

ধারণাদিত্রয়ং ক্রমাৎ সূত্রত্রয়েণ লক্ষয়তি। প্রাণস্যেতি প্রসিদ্ধ্যা লভ্যতে। প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্যেতি যোগসূত্রে ভাষ্যকারেণ প্রাণায়ামস্য ব্যাখ্যাতত্বাৎ। ছর্দ্দিশ্চ বমনম্। বিধারণত্যাগ ইতি যাবৎ। তেন পূরণরেচনয়োর্লাভঃ। বিধারণং চ কুম্ভকম্। তথা চ প্রাণস্য পূরক-

---

ধ্যানাদির ন্যায় যোগও জ্ঞানের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। "অধ্যাত্মযোগের অধিগম হইলেই পরমদেবতাকে জানিয়া জ্ঞানীরা হর্ষ ও শোক, অর্থাৎ সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করেন।" এইরূপ শ্রুতিস্মৃতিবাক্যে যোগের জ্ঞানকারণতা জানা যায়। ৩১।

পূর্ব্বসূত্রে ধ্যাননিষ্পত্তির লক্ষণনিরূপণ করিয়া এইক্ষণ ধ্যানের সাধন-নিরূপণ করিতেছেন।—বক্ষ্যমাণ ধারণা, আসন ও স্বকর্ম্ম, এই ত্রিবিধ কারণদ্বারাই ধ্যান সাধিত হইয়া থাকে; সুতরাং ধারণাদিত্রয়ই ধ্যানের সাধন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ৩২।

পূর্ব্বসূত্রে ধারণাদিত্রয়কে ধ্যানের সাধন বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, এইক্ষণ ক্রমতঃ সূত্রত্রয়ে সেই ধারণাদিত্রয়ের লক্ষণ নিরূপিত হইতেছে।—ছর্দ্দি ও বিধারণাদ্বারা যে প্রাণের নিরোধ, তাহাই ধারণা। "প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য" এই যোগসূত্রে ভাষ্যকার ধারণাকে প্রাণায়াম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ছর্দ্দি শব্দের অর্থ বমন। বিধারণ শব্দে ত্যাগ জানা যায়। ইহাদ্বারা পূরণ ও রেচনের লাভ হইল। বিধারণ শব্দের অর্থান্তর কুম্ভক। এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, পূরক, রেচক ও কুম্ভকদ্বারা যে প্রাণের নিরোধ, অর্থাৎ বশীকরণ, তাহাই ধারণা। এইসূত্রে ধারণা শব্দ উক্ত না

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৩৪ ॥

স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানম্ ॥ ৩৫ ॥

রেচককুম্ভকৈর্ব্বা নিরোধো বশীকরণং সা ধারণেত্যর্থঃ। আসনকর্ম্মণোঃ স্বশব্দেন পশ্চাল্লক্ষণীয়তয়া সূত্রে পরিশেষত এব ধারণায়া লক্ষ্যত্বলাভাদ্ধারণা-পদং নোপাত্তম্। চিত্তস্য ধারণা তু সমাধিবদ্ধ্যানশব্দেনৈব গৃহীতেত্যু-ক্তম্ ॥ ৩৩ ॥

ক্রমপ্রাপ্তমাসনং লক্ষয়তি। যৎ স্থিরং সৎ সুখসাধনং ভবতি স্বস্তিকাদি তদাসনমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

স্বকর্ম্ম লক্ষয়তি। সুগমম্। তত্র কর্ম্মশব্দেন যমনিয়ময়োগ্রহণং জিতে-ন্দ্রিয়ত্বরূপঃ প্রত্যাহারোঽপি সর্ব্বাশ্রমসাধারণতয়া কর্ম্মমধ্যে প্রবেশনীয়ঃ।

থাকিলেও ইহা ধারণারই লক্ষণ এইরূপ জানিতে হইবে; যেহেতু পূর্ব্বে ধারণা, আসন ও স্বকর্ম্ম এই সাধনত্রয় কথিত হইবে, এইরূপ উক্ত আছে এবং পর পর সূত্রদ্বয়ে আসন ও স্বকর্ম্ম শব্দের উল্লেখে তাহাদিগের লক্ষণ নিরূপিত হইবে; সুতরাং এইস্থলে ধারণাশব্দের উল্লেখ না থাকিলেও প্রাণের নিরোধকে ধারণা জানিতে হইবে। বিশেষতঃ সমাধির ন্যায় ধ্যানশব্দে চিত্তের ধারণা গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, ধারণা, আসন ও স্বকর্ম্ম এই সাধনত্রয় নিরূ-পিত হইবে, তন্মধ্যে পূর্ব্বসূত্রে ধারণার লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে, এইক্ষণ ক্রমপ্রাপ্ত আসনের লক্ষণনিরূপণ করিতেছেন।—যাহাতে শরীর স্থির হইয়া সুখসাধন করিতে পারে, তাহাই আসন। যেরূপে অবস্থিত হইলে শরীরে স্পন্দনাদির নিবৃত্তি হইয়া শরীর স্থিরভাবে থাকে এবং তাহাতেই সুখানুভব হয়, কোনরূপ ক্লেশ হয় না, সেইরূপ অবস্থানকেই আসন বলা যায়। স্বাস্তিকপদ্মাদি অনেক প্রকার আসন আছে ॥ ৩৪ ॥

এইক্ষণ স্বকর্ম্মের লক্ষণনিরূপণ করিতেছেন।—আপন আপন আশ্রম-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকেই স্বকর্ম্ম বলা যায়। গৃহস্থ-বাণপ্রস্থাদি বিবিধ আশ্রম শাস্ত্রে উক্ত আছে। যে ব্যক্তি যে আশ্রম অবলম্বন করিয়া আছেন,

বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

তথা চ পাতঞ্জলসূত্রে জ্ঞানসাধনতয়া প্রোক্তান্যষ্টৌ যোগাঙ্গান্যত্রাপি লব্ধানি। যথা তৎসূত্রম্। যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানীতি। তেষাং চ স্বরূপং তত্রৈব দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩৫ ॥

মুখ্যাধিকারিণো নাস্তি বহিরঙ্গস্য যমাদিপঞ্চকস্যাপেক্ষা কেবলাদ্ধারণাধ্যানাদিত্রয়রূপাৎ সংযমাদেব জ্ঞানং যোগশ্চ ভবতীতি পাতঞ্জলসিদ্ধান্তঃ। জড়ভরতাদিষু চ তথা দৃশ্যতেঽপি। অতস্তদনুসারেণাচার্য্যোঽপ্যাহ। কেবলাভ্যাসাৎ ধ্যানরূপাদেব বৈরাগ্যসহিতাজ্জ্ঞানং তৎসাধনযোগশ্চ ভবত্যুত্তমাধিকারিণামিত্যর্থঃ। তদুক্তং গারুড়েঽপি—"আসনস্থানবিধয়ো ন যোগস্য

সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই আশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইলেই স্বকর্ম্ম সাধিত হয়। এইস্থলে কর্ম্মশব্দে যম, নিয়ম ও প্রত্যাহার (ইন্দ্রিয়জয়) ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এই যম, নিয়ম ও প্রত্যাহার ইহারা সর্ব্বাশ্রমবিহিত কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত আছে, অতএব এস্থলে এই তিনকে স্বকর্ম্ম শব্দে গ্রহণ করা হইয়াছে। পাতঞ্জলযোগসূত্রে লিখিত আছে যে, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ জ্ঞানের সাধন; অতএব এস্থলেও অষ্টাঙ্গযোগই জ্ঞানসাধন বলিয়া লব্ধ হইল। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টবিধ যোগই অষ্টাঙ্গযোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত অষ্টাঙ্গযোগের স্বরূপ পাতঞ্জলযোগসূত্রে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৫ ॥

যাহারা মুখ্যাধিকারী, তাহাদিগের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পঞ্চাঙ্গযোগের অপেক্ষা নাই, কেবল ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ সংযমদ্বারাই জ্ঞান ও যোগসিদ্ধি হইতে পারে, ইহাই পাতঞ্জলসিদ্ধান্ত এবং জড়-ভরতাদিতেও কেবল ধারণাদি ত্রিবিধ সংযমই দেখা যায়; অতএব সাংখ্যাচার্য্যও তদনুসারে বলিতেছেন।—যাহারা উত্তমাধিকারী, তাহারা কেবল বৈরাগ্যসহিত ধ্যানরূপ অভ্যাস হইতেই জ্ঞান ও জ্ঞানসাধন যোগের সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। তাহাদিগের অন্যযোগের অপেক্ষা নাই, নিয়তরূপে ধ্যান করিয়াই উত্তমাধিকারীরা জ্ঞানলাভ করে। গরুড়-

বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ ॥ ৩৭ ॥

প্রসাধকাঃ। বিলম্বজননাঃ সর্ব্বে বিস্তরাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ শিশুপালঃ সিদ্ধিমাপ স্মরণাভ্যাসগৌরবাৎ।" ইতি। অথবা বৈরাগ্যধ্যানাভ্যাসাবত্র ধ্যানস্যৈব হেতুতয়োক্তৌ চকারশ্চ ধারণাসমুচ্চয়ায়েতি। তদেবং জ্ঞানান্মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩৬ ॥

অতঃপরং বন্ধো বিপর্য্যয়াদিত্যুক্তো বন্ধকারণং বিপর্য্যয়ো ব্যাখ্যাস্যতে তত্রাদৌ বিপর্য্যয়স্য স্বরূপমাহ। অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ যোগোক্তা বন্ধহেতুবিপর্য্যয়স্যাবান্তরভেদা ইত্যর্থঃ। তেন শুক্ত্যাদিজ্ঞানরূপাণাং বিপর্য্যয়াণামসংগ্রহেঽপি ন ক্ষতিঃ। তত্রাবিদ্যানিত্যাশুচিদুঃখানা-

---

পুরাণে লিখিত আছে যে, "আসন ও স্থানবিধিপ্রভৃতি যোগসিদ্ধির কারণ নহে, উহারা কেবল কার্য্যের বিলম্বজনক বলিয়া সবিস্তর পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শিশুপাল স্মরণরূপ ধ্যানের গৌরববশতঃ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।" ইহাদ্বারা জানা যায় যে, অনন্যচিত্তে দৃঢ় অধ্যবসায়সহকারে ধ্যান করিলেই জ্ঞানলাভ ও যোগসিদ্ধি হইতে পারে; যমনিয়মাদির তত আবশ্যকতা নাই। উহা কেবল সামান্য অধিকারীদিগের পক্ষেই উপযোগী।—পক্ষান্তরে উক্ত সূত্রের এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে, বৈরাগ্য ও ধ্যানাভ্যাস এই উভয়ই ধ্যানের হেতু বলিয়া উক্ত আছে এবং ধারণাও ধ্যানের কারণ। এই সকল কারণে জানা যাইতেছে যে, জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয় ॥ ৩৬ ॥

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিপর্য্যয় হইতেই পুরুষের বন্ধ হয়, অর্থাৎ বিপর্য্যয়ই বন্ধের কারণ। অতঃপর সেই বন্ধকারণ বিপর্য্যয় ব্যাখ্যাত হইবে। সংপ্রতি বিপর্য্যয়ের স্বরূপনিরূপণ করিতেছেন।—বিপর্য্যয় পঞ্চবিধ। যোগসূত্রে লিখিত আছে যে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, বন্ধহেতু বিপর্য্যয়ের এই পঞ্চপ্রকার অবান্তরবিভেদ আছে। ইহাদ্বারা জানা যায় যে, শুক্ত্যাদি জ্ঞানরূপ বিপর্য্যয়সকলের অসংগ্রহেও ক্ষতি নাই। উক্ত পঞ্চবিধ বিপর্য্যয়মধ্যেই শুক্ত্যাদি জ্ঞানের অন্তর্ভাব আছে। অনিত্য, অশুচি, দুঃখাত্মক পদার্থে যে অনাত্ম, নিত্য, শুচি, সুখাত্মক আত্ম-

অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা তু ॥ ৩৮ ॥

স্মস্‌ নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরিতি যোগে প্রোক্তা। এবমস্মিতাপ্যাত্মানাত্মনোরেকতাপ্রত্যয়ঃ। শরীরাদ্যতিরিক্ত আত্মা নাস্তীত্যেবংরূপঃ। অবিদ্যা তু নৈবংরূপা। আত্মনঃ শরীরাশরীরোভয়রূপত্বেঽপি শরীরেঽহম্বুদ্ধ্যুপপত্তেঃ। রাগদ্বেষৌ তু প্রসিদ্ধাবেব। অভিনিবেশশ্চ মরণাদিত্রাস ইতি। রাগাদীনাং বিপর্য্যয়কার্য্যতয়া বিপর্য্যয়ত্বম্ ॥ ৩৭ ॥

বিপর্য্যয়স্য স্বরূপমুক্ত্বা তৎকারণস্যাশক্তেরপি স্বরূপমাহ। সুগমম্। এতদপি কারিকয়া ব্যাখ্যাতম্। "একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টা। সপ্তদশ বধা বুদ্ধের্বিপর্য্যয়াৎ তুষ্টিসিদ্ধীনাম্ ॥" ইতি। "বাধির্য্যং কুষ্ঠিতান্ধত্বং জড়তাজিঘ্রতা তথা। মূকতা কৌণ্যপঙ্গুত্বে ক্লৈব্যোদাবর্ত্তমুগ্ধতাঃ ॥"

বুদ্ধি, তাহাই অবিদ্যা এবং আত্মা ও অনাত্মার যে ঐক্যজ্ঞান, তাহাই অস্মিতা, অর্থাৎ "শরীরের অতিরিক্ত আত্মা আর কিছুই নহে, এই শরীর আত্মা" এইরূপ জ্ঞানই অস্মিতা বলিয়া উক্ত আছে। যদি বল, উক্ত অবিদ্যালক্ষণদ্বারা এইরূপ ঐক্যজ্ঞানকেও অবিদ্যা বলা যাইতে পারে; সুতরাং অবিদ্যা ও অস্মিতা একই হইতেছে পৃথক্ নির্দ্দেশ অযুক্তি সিদ্ধ নহে। ইহা বলিতে পার না, কারণ আত্মা শরীর ও অশরীর উভয়রূপ হইলেই শরীরেতে অহংবুদ্ধি হইতে পারে, রাগ ও দ্বেষ এই উভয়ই প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং তাহাদিগের স্বরূপনিরূপণ নিষ্প্রয়োজন। আর মরণাদির ত্রাসই অভিনিবেশ। রাগ ও দ্বেষ এই উভয় বিবেকের কার্য্য, এই নিমিত্তই উহারা বিপর্য্যয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রে বিপর্য্যয়ের স্বরূপনিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই বিপর্য্যয়ের কারণ অশক্তির স্বরূপনিরূপণ করিতেছেন।—অশক্তি অষ্টাবিংশতিপ্রকার। কারিকাতে উক্ত আছে যে, একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি একাদশ এবং বুদ্ধির অশক্তি সপ্তদশ নির্দ্দিষ্ট আছে, বুদ্ধির বিপর্য্যয়হেতু তুষ্টি ও সিদ্ধির অশক্তিকেই বুদ্ধির অশক্তি বলা যায়। বাধির্য্য, কুষ্ঠিতা, অন্ধত্ব, জড়তা, অজিঘ্রতা, মূকতা, কৌণ্য, পঙ্গুতা, ক্লৈব্য, উদাবর্ত্ত ও মুগ্ধতা এই একাদশপ্রকার অশ-

তুষ্টির্নবধা ॥ ৩৯ ॥

সিদ্ধিরষ্টধা ॥ ৪০ ॥

অবান্তরভেদাঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ৪১ ॥

ইত্যেকাদশেন্দ্রিয়াণামেকাদশাশক্তয়ঃ স্বতশ্চ বুদ্ধেঃ সপ্তদশাশক্তয়ঃ। যথা বক্ষ্যমাণানাং নবতুষ্টীনাং বিঘাতা নব তথা বক্ষ্যমাণানামষ্টসিদ্ধীনাং চ বিঘাতা অষ্টাবিতি মিলিত্বা চেমাঃ স্বতঃ পরতশ্চাষ্টাবিংশতির্বুদ্ধেরশক্তয় ইত্যর্থঃ। তু শব্দ এষাং বিশেষপ্রসিদ্ধিখ্যাপনার্থঃ ॥ ৩৮ ॥

যয়োর্ব্বিঘাতে বুদ্ধেরশক্তী তে তুষ্টিসিদ্ধী সূত্রদ্বয়েনাহ। স্বয়মেব নবধাত্বং বক্ষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

এতদপি স্বয়ং বক্ষ্যতি ॥ ৪০ ॥

উক্তানাং বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধীনাং বিশেষজিজ্ঞাসায়াং ক্রমেণ সূত্রচতুষ্টয়ং প্রবর্ত্ততে। বিপর্য্যয়স্যাবান্তরভেদা যে সামান্যতঃ পঞ্চোক্তাস্তে পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্যথোক্তাস্তথৈব বিশিষ্যাবধার্য্যাঃ। বিস্তরভয়ান্নেহোচ্যন্ত

ক্তিই একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি। বুদ্ধির সপ্তদশ অশক্তির মধ্যে বক্ষ্যমাণ তুষ্টির অশক্তি নব এবং সিদ্ধির অশক্তি অষ্ট এই সমুদায়ে মিলিয়া স্বতঃ ও পরত অষ্টাবিংশতি অশক্তি হইল। উক্ত অষ্টাবিংশতি অশক্তি প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, তুষ্টি ও সিদ্ধির বিঘাতেই বুদ্ধির অশক্তি হয়। এইক্ষণ সূত্রদ্বয়ে সেই তুষ্টি ও সিদ্ধিনিরূপণ করিতেছেন।—তুষ্টি নবপ্রকার, ইতঃপর স্বয়ং সূত্রকার নবপ্রকার তুষ্টি বলিবেন ॥ ৩৯ ॥

এইক্ষণ সিদ্ধিনিরূপণ করিতেছেন।—সিদ্ধি অষ্টপ্রকার, এই অষ্টপ্রকার সিদ্ধিও পরে স্বয়ংই বিবৃত করিবেন; সুতরাং এস্থলে তুষ্টি ও সিদ্ধি এই উভয়ের বিশেষ বিবরণ অনাবশ্যক ॥ ৪০ ॥

ইতিপূর্ব্বে বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধির উল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণ সেই বিপর্য্যয়প্রভৃতির বিশেষ জিজ্ঞাসাতে সূত্রচতুষ্টয়ে বিপর্য্যয়াদির বিশেষনিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বাচার্য্যগণ সামান্যত সেই অবিদ্যাদি বিপর্য্যয়কে

ইত্যর্থঃ। তে চাবিদ্যাদয়ো ময়াপি সামান্যত এব ব্যাখ্যাতাঃ পঞ্চেতি। বিশেষতস্তু দ্বাষষ্টিভেদাস্তদুক্তং কারিকায়াম্। "ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ। তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ।" ইতি। অস্যায়মর্থঃ। অষ্টস্বব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রেষু প্রকৃতিষনাত্মস্বাত্মবুদ্ধিরবিদ্যা তমোঽষ্টধা ভবতি। কার্য্যকারণভেদেন কেবলবিকৃতিষ্বাত্মবুদ্ধেরপ্যত্রান্তর্ভাবঃ। এবমবিদ্যায়া বিষয়ভেদেনাষ্টবিধত্বাৎ তৎসমানবিষয়কস্যাস্মিতাখ্যমোহস্যাষ্টবিধত্বম্। দিব্যাদিব্যভেদেন শব্দাদীনাং বিষয়াণাং দশত্বাৎ তদ্বিষয়কো রাগাখ্যো মহামোহো দশবিধঃ। অবিদ্যাস্মিতয়োরষ্টৌ যে বিষয়া যে রাগস্য দশ বিষয়াস্তদ্বিঘাতকেম্বষ্টাদশস্বষ্টাদশধা তামিস্রাখ্যো দ্বেষঃ। এবং তেষামষ্টাদশানাং বিনাশাদিদর্শনাদষ্টাদশধান্ধতামিস্রাখ্যোঽভিনিবেশো ভয়মিতি। এতেষাং চ তম আদিসংজ্ঞা তদ্ধেতুত্বাদিতি ॥ ৪১ ॥

পঞ্চপ্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই বিশেষরূপে অবধারিত হইয়াছে। গ্রন্থবিস্তারভয়ে এইস্থলে তাহার বিবরণ হইল না। সেই অবিদ্যাদিকে আমিও সামান্যরূপে পঞ্চ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। উহা সামান্যত পঞ্চপ্রকারই বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে উহার দ্বিষষ্টিপ্রকার অবান্তরভেদ অনুমিত হয়। তাহাই কারিকাতে উক্ত হইয়াছে যে, তামসভেদ অষ্টবিধ, মোহ অষ্টপ্রকার, মহামোহ দশপ্রকার, তামিস্র অষ্টাদশপ্রকার এবং অন্ধতামিস্র অষ্টাদশপ্রকার, এই সমুদায়ে দ্বিষষ্টিপ্রকার অবিদ্যার অবান্তরভেদ জানিতে হইবে। অব্যক্ত মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র এবং প্রকৃতি এই অষ্টবিধ অনাত্মবস্তুতে যে আত্মজ্ঞান, তাহাই অবিদ্যা; সুতরাং উক্ত অষ্টবিধ অনাত্মবস্তুতে অষ্টবিধ আত্মজ্ঞানদ্বারা তমঃ অষ্টপ্রকার হইল। কার্য্যকারণের অভেদবশতঃ কেবল বিকৃতিতে যে আত্মবুদ্ধি, তাহারও এইস্থলে অন্তর্ভাব জানিবে। এইরূপ অবিদ্যার বিষয়ভেদদ্বারাই তাহা অষ্টবিধ হইতেছে। অস্মিতাখ্য মোহ এই অবিদ্যার সমানবিষয়ক বলিয়া মোহও অষ্টবিধ হইল। দিব্য ও অদিব্যভেদে শব্দাদি বিষয়সকল দশপ্রকার, এই নিমিত্ত শব্দবিষয়ক রাগাখ্য মহামোহ দশবিধ, অবিদ্যা ও অস্মিতা ইহাদিগের যে অষ্টবিধ বিষয় এবং রাগাখ্য মহামোহের যে দশবিধ বিষয়, এই অষ্টাদশবিষয়ে অষ্টাদশ-

এবমিতরস্যাঃ ॥ ৪২ ॥

আধ্যাত্মিকাদিভেদান্নবধা তুষ্টিঃ ॥ ৪৩ ॥

এবং পূর্ব্ববদেবেতরস্যা অশক্তেরপ্যবান্তরভেদা অষ্টাবিংশতির্ব্বিশেষতোঽবগন্তব্যা ইত্যর্থঃ। অশক্তিরষ্টাবিংশতিধেত্যেতস্মিন্নেব সূত্রেঽষ্টাবিংশতিধাত্বং ময়া ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪২ ॥

ইদং সূত্রং কারিকয়া ব্যাখ্যাতম্। "আধ্যাত্মিকাশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ। বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিহিতাঃ ॥" ইতি। অস্যায়মর্থঃ। আত্মানং তুষ্টিমতঃ সঙ্ঘাতমধিকৃত্য বর্ত্তন্ত ইত্যাধ্যাত্মিকাস্তুষ্টয়শ্চতস্রঃ। তত্র প্রকৃত্যাখ্যা তুষ্টির্যথা। সাক্ষাৎকারপর্য্যন্তঃ পরিণামঃ সর্ব্বোঽপি প্রকৃতেরেব তং চ প্রকৃতিরেব করোত্যহং তু কূটস্থঃ পূর্ণ ইত্যাত্মভাবনাৎ পরিতোষঃ। ইয়ং তুষ্টিরম্ভ ইত্যুচ্যতে। ততশ্চ প্রব্রজ্যোপাদানেন যা তুষ্টিঃ সোপাদানাখ্যা সলিলমিত্যুচ্যতে। ততশ্চ প্রব্রজ্যায়াং বহুকালং সমা-

প্রকার তামিস্রাখ্য দ্বেষ জানিবে এবং সেই অষ্টাদশপ্রকার তামিস্র বিষয়ের বিনাশাদি দর্শনহেতু অন্ধতামিস্রাখ্য অভিনিবেশও অষ্টাদশপ্রকার হইল। তমঃপ্রভৃতির হেতু বলিয়াই ইহাদিগের তমঃপ্রভৃতি সংজ্ঞা হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্ববৎ অশক্তিরও অষ্টাবিংশতিপ্রকার অবান্তরভেদ বিশেষরূপে জানিতে হইবে।—এই অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি "অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা" এই পূর্ব্বোক্তসূত্রে আমি ব্যাখ্যা করিয়াছি ॥ ৪২ ॥

আধ্যাত্মিক ও বাহ্যভেদে তুষ্টি নবপ্রকার জানিবে। এই সূত্র কারিকাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক, ঔপাদানিক, কালিক ও ভাগ্যাধীন এই চারিপ্রকার আধ্যাত্মিক তুষ্টি এবং বিষয়ে উপরাগবশতঃ বাহ্য তুষ্টি পঞ্চবিধ; এই সমুদায়ে তুষ্টি নববিধ জানিবে। প্রাকৃতিকপ্রভৃতি চতুর্ব্বিধ তুষ্টি সন্তোষবান্ ব্যক্তির আত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক তুষ্টি বলে। সাক্ষাৎকারপর্য্যন্ত যে পরিণাম, সেই সমুদায়ই প্রকৃতির; অর্থাৎ কোন বস্তু উপস্থিত হইলে চিত্তের যে অবস্থান্তর হয়, প্রকৃতিই তাহা করিয়া থাকে। "আমি কূটস্থ পূর্ণ" ইত্যাদিরূপে আত্মভাবনা

ধ্যনুষ্ঠানেন যা তুষ্টিঃ সা কালাখ্যা তুষ্টিরোঘ ইত্যুচ্যতে। ততশ্চ প্রজ্ঞান-পরমকাষ্ঠারূপে ধর্ম্মমেঘসমাধৌ সতি যা তুষ্টিঃ সা ভাগ্যাখ্যা বৃষ্টিরিত্যুচ্যত ইতি চতস্র আধ্যাত্মিকাঃ। বাহ্যাঃ পঞ্চ তুষ্টয়ো বাহ্যবিষয়েষু পঞ্চসু শব্দাদি-ষর্জ্জনরক্ষণক্ষয়ভোগহিংসাদিদোষনিমিত্তকোপরমাজ্জায়ন্তে। তাশ্চতুষ্টয়ো যথাক্রমং পারং সুপারং পারপারমনুত্তমাম্ভ উত্তমাম্ভ ইতি পরিভাষিতা ইতি। কশ্চিৎ ত্বিমাং কারিকামন্যথা ব্যাখ্যাতবান্। তদ্যথা বিবেকসাক্ষাৎকারো-ঽপি প্রকৃতিপরিণাম এবেত্যলং ধ্যানাভ্যাসেনেত্যেবং দৃষ্ট্যা যা ধ্যানাদি-নিবৃত্তৌ তুষ্টিঃ সা প্রকৃত্যাখ্যা। প্রব্রজ্যোপাদানেনৈব মোক্ষো ভবিষ্যতি কিং ধ্যানাদিনেতি যা তুষ্টিঃ সোপাদানাখ্যা। কৃতসংন্যাসস্যাপি কালেনৈব মোক্ষো ভবিষ্যত্যলমুদ্বেগেনেতি যা তুষ্টিঃ সা কালাখ্যা। ভাগ্যাদেব মোক্ষো

হইতে যে পরিতোষ হয়, তাহারই নাম প্রাকৃতিক তুষ্টি। এই তুষ্টিকে "অম্ভ" বলিয়া থাকে। অনন্তর প্রব্রজ্যারূপ উপাদানে যে তুষ্টি জন্মে, তাহার নাম ঔপাদানিক তুষ্টি। এই ঔপাদানিক তুষ্টি সলিলশব্দে ব্যবহৃত হয়। প্রব্রজ্যার পর বহুকাল সমাধির অনুষ্ঠানদ্বারা যে সন্তোষ জন্মে, তাহাই কালিক তুষ্টি। এই তুষ্টিকে "ওঘ" বলিয়া থাকে। কালিক তুষ্টির পর প্রজ্ঞানের পরাকাষ্ঠারূপ ধর্ম্মমেঘরূপ সমাধি সিদ্ধি হইলে যে পরম তুষ্টিলাভ হয়, তাহাকেই ভাগ্যাধীন তুষ্টি বলে। এই তুষ্টিকে বৃষ্টি বলিয়া থাকে। উক্তরূপে চতুর্ব্বিধ আধ্যাত্মিক তুষ্টির স্বরূপনির্ণয় করিতে হইবে। বাহ্যতুষ্টি পঞ্চবিধ। শব্দাদি পঞ্চবিধ বাহ্য-বিষয়ে উপার্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, ভোগ ও হিংসাদি দোষদৃষ্টিতে বিরাগ হইলে যে তুষ্টি জন্মে, তাহাই বাহ্যতুষ্টি, বাহ্যবিষয়ের উপার্জ্জনাদি দোষদর্শন করি-লেই তাহাতে বিরাগ হয় এবং বিষয়বিরাগ হইলে একরূপ তুষ্টি হয়। উক্ত পঞ্চবিধ বাহ্যতুষ্টি ক্রমতঃ পার, সুপার, পারপার, "অনুত্তমাম্ভ এবং উত্তমাম্ভ" এই পঞ্চনামে বিখ্যাত হয়। কোন দার্শনিক পূর্ব্বকারিকোক্ত প্রাকৃতিক-প্রভৃতি পঞ্চতুষ্টির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বিবেকসাক্ষাৎ-কারও প্রকৃতির পরিণামবিশেষ; সুতরাং ধ্যানাভ্যাস বৃথা। এইরূপ জ্ঞান করিয়া ধ্যানাভ্যাসাদির নিবৃত্তি হইলে যে তুষ্টি হয়, তাহাই প্রাকৃতিক তুষ্টি, প্রব্রজ্যারূপ উপাদানদ্বারা মোক্ষ হইবে, ধ্যানাদিদ্বারা কি হইবে? এইরূপ

উহাদিভিঃ সিদ্ধিঃ ॥ ৪৪ ॥

ভবিষ্যতি ন মোক্ষশাস্ত্রোক্তসাধনৈরেবং কুতর্কে যা তুষ্টিঃ সা ভাগ্যাখ্যেত্যাদিরর্থ ইতি। তন্ন। তদ্ব্যাখ্যাততুষ্টীনামভাবস্য জ্ঞানাদ্যনুকূলত্বেনাশক্তিপরিভাষানৌচিত্যাদিতি ॥ ৪৩ ॥

উহাদিভেদৈঃ সিদ্ধিরষ্টধা ভবতীত্যর্থঃ। ইদমপি সূত্রং কারিকয়া ব্যাখ্যাতম্। "উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানং চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ ॥" ইতি। অস্যায়মর্থঃ। অত্রাধ্যাত্মিকাদিদুঃখত্রয়প্রতিযোগিকত্বাৎ ত্রয়ো দুঃখবিঘাতা মুখ্যসিদ্ধয়ঃ। ইতরাস্তু তৎসাধনত্বাদ্গৌণ্যঃ সিদ্ধয়ঃ। তত্রোহো যথা। উপদেশাদিকং বিনৈব প্রাগ্ভবীয়াভ্যাসবশাৎ তত্ত্বস্য স্বয়মূহনমিতি। শব্দস্তু যথা। অন্যদীয়পাঠমাকর্ণ্য স্বয়ং বা শাস্ত্রমাকলয্য যজ্জ্ঞানং জায়তে তদিতি। অধ্যয়নং চ

যে তুষ্টি, তাহাই ঔপাদানিকতুষ্টি; কৃতসন্ন্যাস ব্যক্তির কালান্তরে অবশ্যই মোক্ষ হইবে, তদ্বিষয়ে উদ্বেগের প্রয়োজন নাই, এইরূপ তুষ্টিকে কালিকতুষ্টি বলা যায়। ভাগ্যবশতঃ আপনিই মোক্ষ হইবে, মোক্ষশাস্ত্রোক্ত সাধনদ্বারা মোক্ষ হইবে না, এইরূপ তুষ্টির নাম ভাগ্যাধীন তুষ্টি। এইরূপ ব্যাখ্যা সুসঙ্গত নহে, কারণ উক্ত ব্যাখ্যাতে তুষ্টিসকলের অভাবই জ্ঞানাদির অনুকূল; অতএব উহাদিগকে অশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত হয় না ॥ ৪৩ ॥

উহাদিভেদে সিদ্ধি অষ্টপ্রকার হয়। এই সূত্রও কারিকাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে,—উহ, শব্দ, অধ্যয়ন, ত্রিবিধ দুঃখবিঘাত, সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান ইহারাই অষ্টসিদ্ধি। ইহাদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখবিঘাতই মুখ্যসিদ্ধি; কারণ এইরূপ সিদ্ধি হইলেই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়। এইরূপ ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অন্যান্য সিদ্ধিসকল উক্ত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তিরূপ সিদ্ধির সাধক, অতএব তাহাদিগকে গৌণসিদ্ধি বলা যায়। উপদেশাদিব্যতিরেকে পূর্ব্বোৎপন্ন অভ্যাসবশতঃ যে স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই উহসিদ্ধি, অন্যের পাঠশ্রবণ

নেতরাদিতরহানেন বিনা॥ ৪৫॥

যথা। শিষ্যাচার্য্যভাবেন শাস্ত্রাধ্যয়নাজ্জ্ঞানমিতি। সুহৃৎপ্রাপ্তির্যথা। স্বয়মুপদেশার্থং গৃহাগতান্ পরমকারুণিকাজ্জ্ঞানলাভ ইতি। দানং চ যথা। ধনাদিদানেন পরিতোষিতাজ্জ্ঞানলাভ ইতি। এষু চ পূর্ব্বস্ত্রিবিধ উহশব্দাধ্যয়নরূপো মুখ্যসিদ্ধেরঙ্কুশ আকর্ষকঃ। সুহৃৎপ্রাপ্তিদানয়োরূহাদিত্রয়াপেক্ষয়া মন্দসাধনত্বপ্রতিপাদনায়েদমুক্তম্। কশ্চিৎ ত্বেতাসামষ্টসিদ্ধীনামঙ্কুশো নিবারকঃ পূর্ব্বস্ত্রিবিধো বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিরূপো ভবতি বন্ধকত্বাদিতি ব্যাচষ্টে তন্ন। তুষ্ট্যভাবস্যাশক্তিতয়া বাধির্য্যাদিবৎ সিদ্ধিবিরোধিতালাভেন তুষ্ট্যতুষ্ট্যোঃ সিদ্ধিবিরোধিত্বাসম্ভবাৎ॥ ৪৪॥

ননূহাদিভিরেব কথং সিদ্ধিরুচ্যতে মন্ত্রতপঃসমাধ্যাদিভিরপ্যণিমাদ্যষ্ট-

---

করিয়া অথবা স্বয়ং শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহার নাম শব্দসিদ্ধি, সদুপদেশক আচার্য্যের শিষ্য হইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে অধ্যয়নসিদ্ধি বলে, কোন পরম কারুণিক আচার্য্য উপদেশপ্রদানার্থ স্বয়ং গৃহে উপস্থিত হইয়া যে উপদেশপ্রদান করেন, সেই উপদেশে যে তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয়, তাহারই নাম সুহৃৎপ্রাপ্তি সিদ্ধি। ধনাদিদানদ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহাকে দানসিদ্ধি বলে। এই সকল সিদ্ধির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত উহ, শব্দ ও অধ্যয়নরূপ সিদ্ধিই ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুখ্যসিদ্ধির আকর্ষক। ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে. সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান এই সিদ্ধিদ্বয় উহ, শব্দ, ও অধ্যয়ন এই ত্রিবিধ সিদ্ধি অপেক্ষা মন্দসাধন। কোন দার্শনিক বলেন, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ, অর্থাৎ বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি ইহারা এই উহাদি অষ্টসিদ্ধির নিবারক, যেহেতু উহারা বন্ধের কারণ। এই ব্যাখ্যা সুসঙ্গত নহে; যেহেতু, তুষ্টির অভাবই অশক্তি, এই নিমিত্ত বাধির্য্যাদির ন্যায় সিদ্ধিবিরোধিতালাভহেতু তুষ্টি ও অতুষ্টি এই উভয়ের সিদ্ধিবিরোধিত্বের সম্ভব হয় না॥ ৪৪॥

উহাদিদ্বারা সিদ্ধি হয়, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধিপ্রভৃতিদ্বারাই অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে

সিদ্ধেঃ সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধত্বাদিতি তত্রাহ। ইতরাদূহনাদিপঞ্চকভিন্নাৎ তপআদেস্তাত্ত্বিকী ন সিদ্ধিঃ কুত ইতরহানেন বিনা যতঃ সা সিদ্ধিরিতরস্য বিপর্য্যয়স্য হানং বিনৈব ভবত্যতঃ সংসারাপরিপন্থিত্বাৎ সা সিদ্ধ্যাভাস এব ন তু তাত্ত্বিকী সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং যোগসূত্রেণ। তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয় ইতি। তদেবং জ্ঞানান্মুক্তিরিত্যারভ্য বিস্তরতো বুদ্ধিগুণরূপঃ প্রত্যয়সর্গঃ সকার্য্যবন্ধো মোক্ষরূপপুরুষার্থেন সহোক্তঃ। এতৌ চ বুদ্ধিতদ্‌গুণরূপৌ সর্গৌ প্রবাহরূপেণান্যোন্যং হেতূ বীজাঙ্কুরবৎ। তথা চ কারিকা। "ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনিবৃত্তিঃ। লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥" ইতি। ভাবো বাসনারূপা বুদ্ধির্জ্ঞানাদিগুণা লিঙ্গং মহত্তত্ত্বং বুদ্ধিরিতি। সমষ্টিসর্গঃ প্রত্যয়সর্গশ্চ সমাপ্তঃ॥ ৪৫॥

প্রসিদ্ধ আছে, এই আশয়ে বলিতেছেন।—উহাদি পঞ্চকারণভিন্ন তপস্যাপ্রভৃতি অন্য কোন কারণে প্রকৃত সিদ্ধি হইতে পারে না; যেহেতু বিপর্য্যয়ের নিবৃত্তি না হইলে প্রকৃতসিদ্ধি অসম্ভব হয়। বিপর্য্যয়ের নিবৃত্তি না হইয়া যে সিদ্ধি হয়, তাহা সংসারের অবিরোধীপ্রযুক্ত সিদ্ধির আভাসমাত্র, উহা প্রকৃতসিদ্ধি নহে। যোগসূত্রে লিখিত আছে যে, সকল সংসারই সমাধির উপসর্গ, তাহার নিবৃত্তি হইলেই সিদ্ধি হইয়া থাকে; অতএব জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, এই হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষরূপ পুরুষার্থের সহিত বুদ্ধির গুণরূপ সমষ্টিসৃষ্টিরূপ স্বকার্য্যবন্ধ উক্ত হইয়াছে। এই বুদ্ধি ও তাহার গুণরূপ সৃষ্টিদ্বয় প্রবাহরূপে বীজাঙ্কুরের ন্যায় পরস্পরের হেতু হয়। যেমন বীজ অঙ্কুরের হেতু এবং অঙ্কুরও বীজের কারণ হয়, এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি ও তাহার গুণ এই উভয়ের সৃষ্টিবিষয়ে পরস্পরের প্রতি হেতুতা আছে। কারিকাতে উক্ত আছে যে, ভাব, অর্থাৎ জ্ঞানাদি গুণসম্পন্ন বাসনারূপ বুদ্ধিব্যতিরেকে লিঙ্গ, অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয় না এবং লিঙ্গব্যতিরেকেও বাসনার নিবৃত্তি হয় না। অতএব লিঙ্গাখ্য ও বাসনাখ্য উভয়বিধ সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইতেছে॥ ৪৫॥

দৈবাদিপ্রভেদা ॥ ৪৬ ॥

আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিরাবিবেকাৎ ॥ ৪৭ ॥

সাম্প্রতং ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাদিতি সঙ্ক্ষেপাদুক্তা ব্যষ্টিসৃষ্টির্ব্বিস্তরতঃ প্রতিপাদ্যতে। দৈবাদিঃ প্রভেদোঽবান্তরভেদো যস্যাঃ সা তথা সৃষ্টিরিতি শেষঃ। তদেতৎ কারিকয়া ব্যাখ্যাতম্। "অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি। মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥" ইতি। ব্রাহ্মপ্রাজাপত্যৈন্দ্রপৈত্রগান্ধর্ব্বযাক্ষরাক্ষসপৈশাচা ইত্যষ্টবিধো দৈবঃ সর্গঃ। পশুমৃগপক্ষিসরীসৃপস্থাবরা ইতি তৈর্য্যগ্‌যোনঃ পঞ্চবিধঃ। মানুষ্যসর্গশ্চৈক-প্রকার ইতি। ভৌতিকো ভূতানাং ব্যষ্টিপ্রাণিনাং বিরাজঃ সকাশাৎ সর্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

অবান্তরসৃষ্টেরপ্যুক্তায়াঃ পুরুষার্থত্বমাহ। চতুর্ম্মুখমারভ্য স্থাবরান্তা ব্যষ্টি-সৃষ্টিরপি বিরাট্‌সৃষ্টিবদেব পুরুষার্থা ভবতি তত্তৎপুরুষাণাং বিবেকখ্যাতি-পর্য্যন্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

সম্প্রতি সংক্ষেপে কর্ম্মবিশেষহেতু ব্যক্তিভেদনিরূপণ করিয়া বিস্তাররূপে পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি প্রতিপাদন করিতেছেন।—দৈবাদিপ্রভেদে সৃষ্টি অনেক-প্রকার, অর্থাৎ দৈবাদিপ্রভৃতি সৃষ্টির অনেক অবান্তরবিভেদ আছে। এইসূত্র কারিকাতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দৈবসৃষ্টি অষ্টবিধ, তির্য্যগ্‌যোনি পঞ্চবিধ এবং মানুষসৃষ্টি একবিধ। সংক্ষেপতঃ এই সকলই ভৌতিকসৃষ্টি জানিবে, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ দৈবসৃষ্টি। পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর তির্য্যগ্‌যোনিসৃষ্টি এই পঞ্চবিধ, মানুষসৃষ্টির প্রকারান্তর নাই, অতএব তাহা একপ্রকারই জানিবে। বিরাট্-পুরুষ হইতেই ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রাণীর সৃষ্টি হয় ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টিসমুদায়ই পুরুষার্থসাধন করে। যেমন বিরাট্ সৃষ্টি পুরুষার্থসাধন করে, সেইরূপ চতুর্ম্মুখ হইতে স্থাবরান্ত পৃথক্ পৃথক্ সমু-দায় সৃষ্টিই পুরুষের নিমিত্ত জানিবে। যেহেতু সেই সেই পুরুষের বিবেক হইতে পুরুষার্থসিদ্ধি হয়। আকীট ব্রহ্মপর্য্যন্ত সমুদায় সৃষ্ট পদার্থের বিবেক

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা ॥ ৪৮ ॥

তমোবিশালা মূলতঃ ॥ ৪৯ ॥

মধ্যে রজোবিশালা ॥ ৫০ ॥

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধানচেষ্টা গর্ভদাসবৎ ॥ ৫১ ॥

ব্যষ্টিস্থষ্টাবপি বিভাগমাহ সূত্রত্রয়েণ। ঊর্দ্ধং ভূর্লোকাদুপরি সৃষ্টিঃ সত্ত্বাধিকা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

মূলতো ভূর্লোকাদধ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

মধ্যে ভূর্লোক ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

নন্বেকস্যা এব প্রকৃতেঃ কেন নিমিত্তেন সত্ত্বাদিবিশালতয়া বিচিত্রাঃ সৃষ্টয় ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। বিচিত্রকর্ম্মনিমিত্তাদেব যথোক্তা প্রধানস্য চেষ্টা কার্য্যবৈচিত্র্যরূপা ভবতি। বৈচিত্র্যে দৃষ্টান্তো গর্ভদাসবদিতি। যথা

না হইলে মোক্ষরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হইতে পারে না; অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পুরুষের নিমিত্তই সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টিতেও অবান্তরবিভাগ আছে। এইক্ষণ সূত্রত্রয়ে সেই পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টির অবান্তরবিভাগনিরূপণ করিতেছেন।—সামান্যতঃ সমুদায় সৃষ্টিই ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ভূর্লোকের উপরিভাগে যে সকল সৃষ্টি হয়, তাহাদিগের সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকে; অতএব তাহারা সাত্ত্বিক সৃষ্টি ॥ ৪৮ ॥

ভূর্লোকের অধোভাগে যে সকল সৃষ্টি হয়, তাহাতে তমোগুণের আধিক্যবশতঃ উহারা তামসিকসৃষ্টি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৪৯ ॥

মধ্যে, অর্থাৎ ভূলোকের সৃষ্টিসকল রাজসিক। উহাতে রজোগুণের আধিক্য আছে, এই নিমিত্তই ভূর্লোকসৃষ্টিকে রাজসিক সৃষ্টি বলা যায় ॥ ৫০ ॥

কি নিমিত্ত এক প্রকৃতির সত্ত্বাদি পৃথক্ পৃথক্ গুণাধিক্যবশতঃ বিবিধ সৃষ্টির সম্ভব হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—বিচিত্র কর্ম্মের অনুরোধেই প্রকৃতির বিবিত্র চেষ্টা হইয়া থাকে। পুরুষের বিবিধ কার্য্যের নিমিত্ত এক প্রকৃতির নানাপ্রকার চেষ্টা হয়। ভৃত্যই ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

আবৃত্তিস্তত্রাপ্যুত্তরোত্তরযোনিযোগাদ্ধেয়ঃ ॥ ৫২ ॥

সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্ ॥ ৫৩ ॥

ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানাৎ ॥ ৫৪ ॥

গর্ভাবস্থামারভ্য যো দাসস্তস্য ভৃত্যবাসনাপাটবেন নানাপ্রকারা চেষ্টা পরিচর্য্যা স্বাম্যর্থং ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

নন্থ চেদূর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা সৃষ্টিরস্তি তর্হি তত এব কৃতার্থত্বাৎ পুরুষস্য কিং মোক্ষেণেতি তত্রাহ। তত্রাপ্যূর্দ্ধগতাবপি সত্যামাবৃত্তিরস্ত্যত উত্তরোত্তর-যোনিযোগাদধোঽধো যোনিজন্মনঃ সোঽপি লোকো হেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ। ঊর্দ্ধাধো গতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানাং সর্ব্বেষামেব জরামরণাদিজং দুঃখং সাধারণমতোঽপি হেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

কিং বহুনা কারণে লয়াদপি ন কৃতকৃত্যতেত্যাহ। বিবেকজ্ঞানাভাবে

যে ব্যক্তি গর্ভাবস্থা হইতে ভৃত্য, সেই ব্যক্তি যেমন স্বীয় পটুতাপ্রদর্শনহেতু প্রভুর নানাপ্রকার পরিচর্য্যা করে, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের নিমিত্ত নানা-প্রকার কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই এক প্রকৃতির বিবিধ কার্য্যবৈচিত্র্য দেখা যায় ॥ ৫১ ॥

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভূর্লোকের উপরিভাগে যে সকল সৃষ্টি আছে, তাহারা সত্ত্বপ্রধান, এইক্ষণ এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি ভূমির ঊর্দ্ধ-সৃষ্টিই সত্ত্বপ্রধান হইল, তাহাহইলে সেই সত্ত্বপ্রধান সৃষ্টি হইতেই পুরুষ কৃতার্থ হইতে পারেন, মোক্ষের প্রয়োজন কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ঊর্দ্ধগত সাত্ত্বিক সৃষ্টিরই আবৃত্তি হইয়া থাকে, ঐ ঊর্দ্ধগত সৃষ্টিই যোনিসম্বন্ধ-বশতঃ উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এই লোকই অধোলোক, এই-লোকই হেয়, ইহার জন্যই পুরুষের মোক্ষের প্রয়োজন, মোক্ষ না হইলে পুরুষের ক্রমশঃ অধোগতি হইতে পারে ॥ ৫২ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন,—ঊর্দ্ধাধোগত ব্রহ্মাদি স্থাবরপর্য্যন্ত সকলেরই জরা-মরণাদিজন্য দুঃখ সমান, অতএব তাহাও হেয় বলিয়া জানিবে ॥ ৫৩ ॥

আর বহু কারণপ্রদর্শনে প্রয়োজন নাই, সমুদায়ই যে কারণে লয় হয়,

অকার্য্যত্বেঽপি তদ্যোগঃ পারবশ্যাৎ ॥ ৫৫ ॥

যদা মহদাদিষু বৈরাগ্যং প্রকৃত্যুপাসনয়া ভবতি তদা প্রকৃতৌ লয়ো ভবতি বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয় ইতি বচনাৎ। তস্মাৎ কারণলয়াদপি ন কৃতকৃত্যতাস্তি মগ্নবদুত্থানাৎ। যথা জলে মগ্নঃ পুরুষঃ পুনরুত্তিষ্ঠতি এবমেব প্রকৃতিলীনাঃ পুরুষাঃ ঈশ্বরভাবেন পুনরাবির্ভবন্তি। সংস্কারাদেরক্ষয়েণ পুনারাগাভিব্যক্তের্ব্বিবেকখ্যাতিং বিনা দোষদাহানুপপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

নন্বু কারণং কেনাপি ন কার্য্যতেঽতঃ স্বতন্ত্রা কথং সোপাসকস্য দুঃখনিদানমুত্থানং পুনঃ করোতি তত্রাহ। প্রকৃতেরকার্য্যত্বেঽপ্যপ্রের্য্যত্বেঽপ্যন্যেচ্ছানধীনত্বেঽপি তদ্যোগঃ পুনরুত্থানৌচিত্যং তল্লীনস্য কুতঃ পারবশ্যাৎ

তাহাহইতেও পুরুষ কৃতকৃত্য হইতে পারেন না, ইহাই বলিতেছেন।—বিবেকজ্ঞান না হইলেও যখন প্রকৃতির উপাসনাদ্বারা মহত্তত্ত্বপ্রভৃতিতে বৈরাগ্য হয়, তখনই প্রকৃতিতে লয় হইয়া থাকে। যেহেতু “বৈরাগ্য হইতেই প্রকৃতি লয় হয়” এইরূপ কথিত আছে। অতএব কারণলয় হইতে পুরুষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। যেমন জলমগ্ন পুরুষ পুনর্ব্বার উত্থিত হইতে পারে, সেইরূপ প্রকৃতিলীন পুরুষসকলও ঈশ্বরভাবে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়া থাকে। কারণ, সংস্কারের অক্ষয়তাপ্রযুক্ত পুনর্ব্বার রাগপ্রকাশ পাইতে পারে। যেমন জলমগ্ন ব্যক্তি সংস্কারবশতঃ জল হইতে উত্থিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিলীন ব্যক্তিরও পূর্ব্ব সংস্কারদ্বারা বিষয়ানুরাগ হইয়া থাকে। অতএব জানা যাইতেছে যে, বিবেকব্যতিরেকে দোষের নিবৃত্তি হইতে পারে না; সুতরাং যখন প্রকৃতিলয় হইলেও পুনর্ব্বার বিষয়ানুরাগ হইতে পারে, তখন কেবল কারণলয়ে পুরুষের কৃতকৃত্যতা হইতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

প্রকৃতিরূপ কারণ কেহ উৎপাদন করে না, অতএব তাহা স্বতন্ত্ররূপে কেবল স্বীয় উপাসকদিগের দুঃখের নিদানভূত পুনরুত্থানসাধন করে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—প্রকৃতি কাহারও কার্য্য নহে; সুতরাং তাহাকে কেহ প্রেরণ করে না এবং ঐ প্রকৃতি অপরের ইচ্ছার অধীনও নহে। কিন্তু তাহার যোগই পুরুষের উত্থানের কারণ, অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকৃতিতে লীন

স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা ॥ ৫৬ ॥

পুরুষার্থতন্ত্রত্বাৎ। বিবেকখ্যাতিরূপপুরুষার্থবশেন প্রকৃত্যা পুনরুত্থাপ্যতে স্বলীন ইত্যর্থঃ। পুরুষার্থাদয়শ্চ প্রকৃতের্ন প্রেরকাঃ কিন্তু প্রবৃত্তিস্বভাবায়াঃ প্রবৃত্তৌ নিমিত্তানীতি ন স্বাতন্ত্র্যক্ষতিঃ। তথা চ যোগসূত্রম্। নিমিত্তম-প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবদিতি। বরণভেদঃ প্রতি-বন্ধনিবৃত্তিঃ ॥ ৫৫ ॥

প্রকৃতিলয়াৎ পুরুষস্যোত্থানে প্রমাণমপ্যাহ। স হি পূর্ব্বসর্গে কারণলীনঃ সর্গান্তরে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তেশ্বর আদিপুরুষো ভবতি প্রকৃতিলয়ে তস্যৈব প্রকৃতিপদপ্রাপ্ত্যৌচিত্যাৎ। তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণেতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষিক্তমস্যেত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

থাকে, তাহাকে সেই প্রকৃতিই উত্থাপিত করে, যেহেতু উহা পরবশ। বিবেকখ্যাতিরূপ পুরুষার্থবশেই স্বলীন পুরুষকে প্রকৃতি উত্থাপন করিয়া থাকে। পুরুষার্থাদি প্রকৃতির প্রেরক নহে, কিন্তু ঐ পুরুষার্থাদি প্রবৃত্তি-স্বভাবা প্রকৃতির প্রতিবন্ধকনিবৃত্তির প্রতি নিমিত্ত, এই হেতু প্রকৃতি যে স্বতন্ত্রা, তাহার কোন হানি হয় না। পাতঞ্জলযোগসূত্রে লিখিত আছে যে, কোন ধর্ম্মই প্রকৃতির প্রয়োজক নহে, উহা নিমিত্তমাত্র; এই নিমিত্ত হইতেই প্রকৃতির প্রতিবন্ধকনিবৃত্তি হয়। যেমন কৃষক এক ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে জলপ্লাবনার্থ ক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যগত কেদার (আইল) ভেদ করিয়া দিলেই জলপূর্ণ ক্ষেত্র হইতে অপরক্ষেত্রে স্বয়ংই জল প্রবেশ করে, সেইরূপ প্রকৃতির নিমিত্তসকল তাহার আবরণভেদ করে, নিমিত্তদ্বারা প্রকৃতির আব-রণ ভিন্ন হইলেই প্রকৃতি স্বস্ব প্রতিবন্ধক নিবারণ করিতে পারে ॥ ৫৫ ॥

প্রকৃতির লয় হইলেই যে পুরুষের উত্থান হয়, তাহার প্রমাণনিরূপণ করিতেছেন।—যিনি পূর্ব্বসৃষ্টিতে কারণলীন ছিলেন, তিনিই সর্গান্তরে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, ঈশ্বর ও আদিপুরুষ হইতে পারেন; যেহেতু প্রকৃতির লয় হইলে পুরুষেরই প্রকৃতিপদ প্রাপ্তি উচিত। "তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণেতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষিক্তমস্ত" ইত্যাদি শ্রুতিই ইহার প্রমাণ ॥ ৫৬ ॥

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ॥ ৫৭ ॥

নন্বেবমীশ্বরপ্রতিষেধানুপপত্তিস্তত্রাহ। প্রকৃতিলীনস্য জন্যেশ্বরস্য সিদ্ধির্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপ ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ সর্ব্বসম্মতৈব। নিত্যেশ্বরস্যৈব বিবাদাস্পদত্বাদিত্যর্থঃ। সূত্রদ্বয়মিদং ব্যাখ্যায় পারবশ্যমপি প্রতিপাদয়তি স হীতি সূত্রেণ। স হি পরঃ পুরুষসামান্যং সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমৎ সর্ব্বকর্তৃতাশক্তিমচ্চ। অয়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রেণ প্রেরকত্বাদিত্যর্থঃ। তদা চাসমাপ্তার্থপুরুষসান্নিধ্যাৎ তদর্থমন্যেচ্ছানধীনায়া অপি প্রকৃতেঃ প্রবৃত্তিরাবশ্যকীতি। নন্বেবমীশ্বরপ্রতিষেধবিরোধস্তত্রাহ। ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা। সান্নিধ্যমাত্রেশ্বরস্য সিদ্ধিস্তু শ্রুতিস্মৃতিষু সর্ব্বসম্মতেত্যর্থঃ। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি পূর্ব্বসৃষ্টিতে কারণলীন থাকেন, তিনিই স্বর্গান্তরে সর্ব্বকর্তা ও ঈশ্বর হইতে পারেন, সুতরাং ঈশ্বর প্রতিষেধের অনুপপত্তি হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—তিনি সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বজ্ঞ, ইত্যাদি শ্রুতিবলে পূর্ব্বসূত্রে প্রকৃতিলীন জন্য ঈশ্বরেরই সিদ্ধি হইয়াছে, যাঁহার জ্ঞানময় তপস্যা আছে, এইরূপ ঈশ্বর সর্ব্বসম্মত, নিত্য ঈশ্বরবিষয়ে বিবাদই আছে, অথবা পূর্ব্বোক্তসূত্রদ্বয় এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয়। "স হি" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা প্রকৃতির পরবশতাপ্রতিপাদন করিতেছেন। সেই পরমপুরুষ সর্ব্বজ্ঞান, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বকর্তৃত্বাদি-শক্তিবিশিষ্ট। যেমন অয়স্কান্তমণি সন্নিধিমাত্র লৌহ আকর্ষণ করে, সেইরূপ পুরুষ সান্নিধ্যবশতই প্রকৃতির প্রেরক হয়েন। তখন যাহার পুরুষার্থসাধন হয় নাই, তাহার সান্নিধ্যবশতঃ তদর্থ অন্য পুরুষের ইচ্ছার অনধীন প্রকৃতির প্রবৃত্তি আবশ্যক, ইহাই "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্তা" এইসূত্রের অর্থ। তথাপি ঈশ্বরপ্রতিষেধের বিরোধ হয়, এই আশঙ্কায় "ঈদৃশ ঈশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" এই সূত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সন্নিধিমাত্রই যে ঈশ্বরসিদ্ধি হয়, তাহা শ্রুতিস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে। ইহা সর্ব্বসম্মত। "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ মধ্য আত্মাতে বিদ্যমান আছেন, ইনিই ভূত ও ভবিষ্যৎ পদার্থের ঈশ্বর, অতএব সেই পুরুষ হইতে বিরত হইবে না। এই ঈশ্বরই সকল

প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ ॥৫৮॥

সৃজতে চ গুণান্ সর্ব্বান্ ক্ষেত্রজ্ঞস্ত্বনুপশ্যতি। গুণান্ বিক্রিয়তে সর্ব্বানুদাসীনবদীশ্বরঃ।” ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতয়শ্চৈতাদৃশেশ্বরে প্রমাণমিতি ॥ ৫৭ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়াদিমারভ্যৈতাবৎপর্য্যন্তং সূত্রব্যূহৈঃ প্রধানসৃষ্টিঃ সমাপিতা। ইতঃ পরং মোক্ষোপপত্ত্যর্থং প্রধানসৃষ্টের্জ্ঞানিপুরুষং প্রত্যাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তলয়াখ্যা বক্তব্যা তদুপপত্ত্যর্থমাদৌ প্রধানসৃষ্টেঃ প্রয়োজনং দ্বিতীয়াধ্যায়স্যাদিসূত্রে দিঙ্মাত্রেণোক্তং বিস্তরতঃ প্রতিপাদয়তি। প্রধানস্য স্বত এব সৃষ্টির্যদ্যপি তথাপি পরার্থমন্যস্য ভোগাপবর্গার্থম্। যথোষ্ট্রস্য কুঙ্কুমবহনং স্বাম্যর্থং কুতোঽভোক্তৃত্বাদচেতনত্বেন ভোগাপবর্গাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। নমু বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বেত্যনেন স্বার্থাপি সৃষ্টিরুক্তেতি চেৎ সত্যম্। তথাপি পুরুষার্থতাং

গুণসৃষ্টি করেন, যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি উহা দর্শন করেন, এই ঈশ্বরই উদাসীনের ন্যায় হইয়াও সকল গুণ বিকৃত করিয়া থাকেন।” ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিই উক্তরূপ ঈশ্বরসিদ্ধিতে প্রমাণ ॥ ৫৭ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আদি হইতে এই পর্য্যন্ত সূত্রসমূহে প্রধান সৃষ্টিনিরূপণ সমাপিত হইল, অতঃপর মোক্ষোপপত্তির নিমিত্ত প্রধানসৃষ্টিতে জ্ঞানী পুরুষের প্রতি অত্যন্তলয়রূপা অত্যন্তনিবৃত্তি কথিত হইবে, এই বিষয়ের উপপত্তির নিমিত্ত আদিতে প্রধানসৃষ্টির প্রয়োজন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে কিঞ্চিন্মাত্র বিবৃত হইয়াছে, এইক্ষণ সবিস্তর প্রতিপাদন করিতেছেন।—যদি স্বতই প্রকৃতির সৃষ্টি হয়, তথাপি অন্যের ভোগ ও মোক্ষই তাঁহার প্রয়োজন জানিবে। যেমন উষ্ট্র কুঙ্কুমভোগ করিতে পারে না, তথাপি আপন প্রভুর নিমিত্ত সেই কুঙ্কুমবহন করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতির অচেতনাপ্রযুক্ত তাহার ভোগ অথবা মোক্ষের সম্ভব নাই; সুতরাং পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্তই তাহার সৃষ্টি হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, “পুরুষের মোক্ষার্থ অথবা স্বার্থ প্রকৃতির সৃষ্টি হয়” এই প্রমাণে প্রকৃতির স্বার্থসৃষ্টি উক্ত আছে; সুতরাং এইস্থলেও স্বার্থসৃষ্টি বলা যাইতে পারে। কিরূপে “পুরুষার্থসৃষ্টি” ইহা সম্ভবিতে পারে? ইহা স্বীকার্য্য বটে,

অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য ॥ ৫৯ ॥

বিনা স্বার্থতাপি ন সিদ্ধ্যতি। স্বার্থো হি প্রধানস্য কৃতভোগাপবর্গাৎ পুরুষাদাত্মবিমোক্ষমিতি। নমু ভৃত্যতুল্যা চেৎ প্রকৃতিস্তর্হি কথং স্বামিনো দুঃখার্থমপি প্রবর্ত্তত ইতি চেন্ন। সুখার্থপ্রবৃত্ত্যৈব নান্তরীয়কদুঃখসম্ভবাদ্দুষ্টভৃত্যতুল্যত্বাদ্বেতি ॥ ৫৮ ॥

নমু প্রধানস্যাচেতনস্য স্বতঃ স্রষ্টৃত্বমেব নোপপদ্যতে রথাদেঃ পরপ্রযত্নেনৈব প্রবৃত্তিদর্শনাদিতি তত্রাহ। যথা ক্ষীরং পুরুষপ্রযত্ননৈরপেক্ষ্যেণ স্বয়মেব দধিরূপেণ পরিণমতে। এবমচেতনত্বেঽপি পরপ্রযত্নং বিনাপি মহদাদি-

---

কিন্তু পুরুষার্থতাব্যতিরেকে প্রকৃতির স্বার্থতার সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ হইলে সেই পুরুষ হইতে যে প্রকৃতির বিমোক্ষণ, তাহাই প্রকৃতির স্বার্থ; অতএব প্রকৃতির স্বার্থসৃষ্টি ইহা বলা যায় না। যদি ভৃত্যের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষার্থ সৃষ্টি করে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল, তবে সেই প্রকৃতি স্বীয় স্বামীপুরুষের দুঃখার্থ প্রবৃত্ত হয় কেন? ভৃত্য কি কখনও প্রভুর অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে? এই আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতি পুরুষার্থই প্রবৃত্ত হয়, তথাপি কারণান্তরে পুরুষের দুঃখ হইয়া থাকে। অথবা প্রকৃতিকে দুষ্ট ভৃত্যের ন্যায় জানিবে। যেমন দুষ্ট ভৃত্য কখন কখন প্রভুর অনিষ্টচেষ্টা করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতিও কখন কখন পুরুষের দুঃখার্থ প্রবৃত্ত হয় ॥ ৫৮ ॥

প্রকৃতি অচেতন, তাহার স্বতঃসিদ্ধ সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতেছে না। যেমন রথাদির অচেতনতাপ্রযুক্ত অপরের প্রযত্নব্যতিরেকে তাহার গমন সম্ভবে না, সেইরূপ প্রকৃতির অচেতনা বলিয়া অন্যের যত্ন না হইলে অচেতন প্রকৃতি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টি করিতে পারে না; সুতরাং প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ সৃষ্টিকর্তৃত্ব অসম্ভব দেখিতেছি। এই আশয়ে বলিতেছেন।—যেমন দুগ্ধ পুরুষপ্রযত্নের অপেক্ষা করিয়াও স্বয়ং দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি অচেতন হইলেও অন্যের যত্নব্যতিরেকেও তাহার মহত্ত্বাদিরূপে পরিণাম হইতে পারে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যেমন বৎসের নিমিত্ত ধেনুর

কর্ম্মবদ্দৃষ্টের্ব্বা কালাদেঃ ॥ ৬০ ॥

স্বাভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্ভৃত্যবৎ ॥ ৬১ ॥

রূপপরিণামঃ প্রধানস্ত ভবতীত্যর্থঃ। ধেনুবদ্বৎসায়েত্যনেন সূত্রেণাস্ত ন পৌনরুক্ত্যম্। তত্র। করণপ্রবৃত্তেরেব বিচারিতত্বাৎ। ধেনূনাং চেতনত্বাচ্চেতি ॥ ৫৯ ॥

দৃষ্টান্তান্তরপ্রদর্শনপূর্ব্বকমুক্তার্থহেতুমাহ। কালাদেঃ কর্ম্মবদ্বা স্বতঃ প্রধানস্ত চেষ্টিতং সিদ্ধ্যতি দৃষ্টত্বাৎ। অথৈকো গচ্ছতি ঋতুরিতরশ্চ প্রবর্ত্তত ইত্যাদিরূপং কালাদিকর্ম্ম স্বতএব ভবত্যেবং প্রধানস্তাপি চেষ্টা স্তাৎ কল্পনায়া দৃষ্টানুসারিত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

নমু তথাপি মমেদং ভোগাদিসাধনমিতি প্রতিসন্ধানামভাবান্মূঢ়ায়াঃ

প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ পুরুষের নিমিত্ত প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং পুনরুক্তিদোষ ঘটিতেছে, ইহার উত্তর এই যে, সেইস্থলে প্রকৃতির করণরূপে বিচার করিয়াছেন, এইস্থলে কর্ত্তৃত্বের বিচার; সুতরাং পুনরুক্তিদোষ নাই। বিশেষতঃ ধেনু সচেতন, অতএব বৎসের নিমিত্ত তাহার স্বয়ং প্রবৃত্তি হইতে পারে। প্রকৃতি অচেতন; সুতরাং রথগতির ন্যায় পরপ্রযত্নভিন্ন তাহার স্বতঃসিদ্ধ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না ॥ ৫৯ ॥

এইক্ষণ অন্য দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন কালাদির স্বতঃসিদ্ধ কর্ম্মব্যাপার দৃষ্ট আছে, সেইরূপ প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব হইতে পারে। অনেক কর্ম্ম কালবশতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে, কালেরই ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব জানা যায়, এইরূপে প্রকৃতিরও কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে। যেমন একঋতু গমন করিতেছে, অন্য ঋতু প্রবৃত্ত হইতেছে, ইত্যাদিরূপে কালের স্বতঃসিদ্ধ কর্ম্ম হয়, সেইরূপ প্রকৃতিরও চেষ্টা অনুমিত হইয়া থাকে। যেহেতু দৃষ্টান্তানুসারেই কল্পনা করা যায়, যখন বহু বহু স্থলে অচেতনের কর্ত্তৃত্বাদি দৃষ্ট হইতেছে, তখন অচেতন প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বকল্পনায় দোষ কি? ॥ ৬০ ॥

তথাপি "আমার ইহা ভোগসাধন" এইরূপ প্রতিবন্ধের অভাববশতঃ

কর্ম্মাকৃষ্টের্ব্বানাদিতঃ ॥ ৬২ ॥

বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে ॥৬৩॥

প্রকৃতেঃ কদাচিৎ প্রবৃত্তিরপি ন স্যাদ্বিপরীতা চ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ তত্রাহ। যথা প্রকৃষ্টভৃত্যস্য স্বভাবাৎ সংস্কারাদেব প্রতিনিয়তাবশ্যকী চ স্বামিসেবা প্রবর্ত্ততে ন তু স্বভোগাভিপ্রায়েণ তথৈব প্রকৃতেশ্চেষ্টিতং সংস্কারাদেবেত্যর্থঃ। ৬১।

বাশব্দোঽত্র সমুচ্চয়ে। যতঃ কর্ম্মানাদ্যতঃ কর্ম্মভিরাকর্ষণাদপি প্রধানস্যাবশ্যকী ব্যবস্থিতা চ প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। ৬২ ॥

তদেবং প্রধানস্য পরার্থতঃ স্রষ্টৃত্বে সিদ্ধে পরপ্রয়োজনসমাপ্তৌ স্বত এব প্রধাননিবৃত্ত্যা মোক্ষঃ সিদ্ধ্যতীত্যাহ প্রঘট্টকেন। বিবিক্তপুরুষজ্ঞানাৎ পর-

---

মূঢ়া প্রকৃতির কথনও প্রবৃত্তি হয় না, বরং বিপরীত প্রবৃত্তিই হয়। তবে কিরূপে প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তি হইতে পারে, পরন্তু সৃষ্টির বিরোধী প্রবৃত্তিরই সম্ভব, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন উত্তম ভৃত্যের স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃ তাহার অন্তঃকরণে প্রতিনিয়তই প্রভুর পরিচর্য্যার নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, কথন আপনার ভোগের নিমিত্ত ভৃত্যের প্রবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ভৃত্যেরা ইহাই মনে করে যে, আমি কিরূপে প্রভুর সেবা করিব, আপনার ভোগাদিতে মনোযোগ করে না, সেইরূপ সংস্কারবশতঃ প্রকৃতির সৃষ্টিবিষয়ে চেষ্টা হইয়া থাকে; সুতরাং প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তি অপ্রসিদ্ধ নহে। ৬১।

প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তিবিষয়ে পক্ষান্তরে বলিতেছেন।—যেহেতু কর্ম্ম-অনাদি, অতএব কর্ম্মদ্বারা যে আকর্ষণ হয়, সেই আকর্ষণবশতই প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তি অবশ্য ব্যবস্থিত আছে ॥ ৬২ ।

পূর্ব্ব পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পুরুষের নিমিত্তই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব হয়, যদি পরার্থ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইল, তাহাহইলে পরপ্রয়োজন সমাপ্ত হইলে প্রকৃতি স্বয়ংই নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং প্রকৃতির নিবৃত্তি হইলেই মোক্ষসিদ্ধি হইতে পারে। এই সূত্রে ইহাই নিরূপিত হইতেছে।—

ইতর ইতরবৎ তদ্দোষাৎ ॥ ৬৪ ॥

বৈরাগ্যেণ পুরুষার্থসমাপ্তৌ প্রধানস্য সৃষ্টির্নিবর্ত্ততে। যথা পাকে নিষ্পন্নে পাচকস্য ব্যাপারো নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। ইয়মেবাত্যন্তিকপ্রলয় ইত্যুচ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ। তস্যাভিধ্যানাদ্যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিরিতি ॥ ৬৩ ॥

নন্বেবমেকপুরুষস্যোপাধৌ বিবেকজ্ঞানোৎপত্ত্যা প্রকৃতেঃ সৃষ্টিনিবৃত্তৌ সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গ ইতি তত্রাহ। ইতরস্তু বিবিক্তবোধরহিত ইতরবদ্বদ্ধবদেব প্রকৃত্যা তিষ্ঠতি। কুতস্তদ্দোষাৎ। তস্য প্রধানস্যৈব তৎপুরুষার্থাসমাপনাখ্যদোষাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগসূত্রে। কৃতার্থং প্রতিনষ্টমপ্যনষ্টং তদন্য-

---

যেমন পাকক্রিয়া সমাপ্ত হইলেই পাচকের সকল ব্যাপারের নিবৃত্তি হয়, তখন আর পাচকের কোন ব্যাপারই থাকে না, সেইরূপ পরবৈরাগ্যদ্বারা পুরুষার্থের সমাপ্তি হইলে প্রকৃতির সৃষ্টিনিবৃত্তি হইয়া যায়, এইরূপ প্রকৃতির সৃষ্টিনিবৃত্তিকেই অত্যন্ত প্রলয় বলা যায়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, তাহার ধ্যানযোগ হইতেই তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহাহইলেই বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। মায়ার নিবৃত্তি হইলেই পুরুষের মোক্ষ হয় ॥ ৬৩ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে এক পুরুষের উপাধিতে বিবেকের উৎপত্তি হইলেই সেই বিবেকোৎপত্তিদ্বারা প্রকৃতির সৃষ্টিনিবৃত্তি হয় এবং সৃষ্টিনিবৃত্তি হইলেই সকল পুরুষের মুক্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যাহার বিবেকজ্ঞান হয় নাই, সেই ব্যক্তি বদ্ধ পুরুষের ন্যায় প্রকৃতিদ্বারা বদ্ধ থাকে। যেহেতু তৎপুরুষীয় প্রকৃতির তৎপুরুষার্থের অসমাপ্তিরূপ দোষ বর্ত্তমান আছে। প্রকৃতি পৃথক্ পৃথক্ পুরুষের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যসাধন করিয়া থাকে, যে পুরুষের পক্ষে সৃষ্টিনিবৃত্তি হয়, তাহারই পুরুষার্থের সমাপ্তি হইয়া মুক্তি হইতে পারে; আর যে পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির সৃষ্টিনিবৃত্তিদ্বারা পুরুষার্থের সমাপ্তি হয় নাই, সেই পুরুষ প্রকৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না; সুতরাং এক পুরুষের উপাধিতে বিবেকোৎপত্তি হইলে সর্ব্বপুরুষের মুক্তিপ্রসঙ্গ নাই। পাতঞ্জলে "কৃতার্থং প্রতিনষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণাৎ" এই সূত্রের ভাবার্থে

দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্যসৃষ্ট্যুপরাগেঽপি ন বিরজ্যতে প্রবুদ্ধরজ্জুতত্ত্ব-
স্যৈবোরগঃ ॥ ৬৬ ॥

সাধারণত্বাদিতি। তথা চ পূর্ব্বসূত্রে যা প্রধাননিবৃত্তিরুক্তা সা বিবিক্তবোদ্ধৃ-পুরুষং প্রত্যেবেতি ভাবঃ। বিশ্বমায়াশ্রুতিরপি জ্ঞানিনং প্রত্যেব মন্তব্যা। অজামিতি শ্রুত্যৈকবাক্যত্বাদিতি ॥ ৬৪ ॥

সৃষ্টিনিবৃত্তেঃ ফলমাহ। দ্বয়োঃ প্রধানপুরুষয়োরেবৌদাসীন্যমেকাকিতা। পরস্পরবিয়োগ ইতি যাবৎ। সোঽপবর্গঃ কৈবল্যং। অথবা পুরুষস্যৈব কৈবল্যমহং মুক্তঃ স্যামিত্যেব পুরুষার্থতাদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

নন্বেকপুরুষমুক্তাবেব বিবেকাকারবৃত্ত্যা বিরক্তা প্রকৃতিঃ কথমন্যপুরু-ষার্থং পুনঃ সৃষ্টৌ প্রবর্ত্ততাম্। ন চ প্রকৃতেরংশভেদান্নৈষ দোষ ইতি বাচ্যম্।

জানা যায় যে, কৃতার্থ অর্থাৎ মুক্তপুরুষের পক্ষে প্রকৃতি নষ্ট হইলেও তাহাকে নষ্ট বলা যায় না, যেহেতু অন্য পুরুষের নিমিত্ত সেই প্রকৃতি বিদ্যমান থাকে। কেবল মুক্ত পুরুষেই প্রকৃতির সংসর্গ থাকে না, অমুক্ত পুরুষে তাহা আসক্তি থাকিয়া যায়। এইক্ষণ ইহাই জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বসূত্রে যে প্রকৃতির নিবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহা বিবেকী পুরুষের পক্ষে বুঝিতে হইবে। আর "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" ইত্যাদি শ্রুতির সহিত একবাক্যতাবশত বিশ্বমায়াশ্রুতিও জ্ঞানীর পক্ষে জানিবে ॥ ৬৪ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে যে যে প্রকারে সৃষ্টিনিবৃত্তি হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে, এই সূত্রে সেই সৃষ্টিনিবৃত্তির ফলনিরূপণ করিতেছেন।—সৃষ্টিনিবৃত্তি হইলে প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের যে ঔদাসীন্য, অর্থাৎ পরস্পর বিয়োগ, তাহাই কৈবল্য। এই কৈবল্যই সৃষ্টিনিবৃত্তির ফল, যেহেতু সৃষ্টিনিবৃত্তি না হইলে প্রকৃতি-পুরুষের বিচ্ছেদ হইয়া মুক্তি হইতে পারে না, অথবা প্রকৃতির সৃষ্টি-নিবৃত্তিদ্বারা কেবল পুরুষেরই কৈবল্য হইয়া থাকে। কারণ "আমি মুক্ত হই" এইরূপ পুরুষার্থতার দর্শন আছে ॥ ৬৫ ॥

এক পুরুষের মুক্তি হইলে বিবেকাকার-বৃত্তিদ্বারা প্রকৃতি সৃষ্টিব্যাপারে বিরক্ত হইয়া থাকে, তবে আর কি নিমিত্ত সেই সৃষ্টিবিরক্তা প্রকৃতি পুরুষান্ত-

মুক্তপুরুষোপকরণৈরপি পৃথিব্যাদিভিরন্যস্য ভোগ্যসৃষ্টিদর্শনাদিতি তত্রাহ। একস্মিন্ পুরুষে বিবিক্তবোধাদ্বিরক্তমপি প্রধানং নান্যস্মিন্ পুরুষে সৃষ্ট্যুপরাগায় বিরক্তং ভবতি কিন্তু তং প্রতি সৃজত্যেব। যথা প্রবুদ্ধরজ্জুতত্ত্বস্যৈবোরগো ভয়াদিকং ন জনয়তি মূঢ়ং প্রতি তু জনয়ত্যেবেত্যর্থঃ। উরগতুল্যত্বং চ প্রধানস্য রজ্জুতুল্যে পুরুষে সমারোপণাদিতি। এবংবিধং রজ্জুসর্পাদিদৃষ্টান্তানামাশয়মবুদ্ধ্বৈবাবুধাঃ কেচিদ্বেদান্তিব্রুবাঃ প্রকৃতেরত্যন্ততুচ্ছত্বং মনোমাত্রত্বং বা তুলয়ন্তি। এতেন প্রকৃতিসত্যতাবাদিসাংখ্যোক্তদৃষ্টান্তেন শ্রুতিস্মৃত্যর্থা বোধনীয়াঃ। ন কেবলং দৃষ্টান্তবলেনায়মর্থঃ সিদ্ধ্যতি ॥ ৬৬ ॥

রের নিমিত্ত সৃষ্টিব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। যদি বল, প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ অংশ আছে, তাহাতেই পুনর্ব্বার সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ এক পুরুষের মুক্তিতে প্রকৃতির কোন অংশের সৃষ্টিব্যাপারে বিরক্তি জন্মে ; সুতরাং অপর অংশের সৃষ্টিব্যাপার হইতে পারে ; অতএব এক পুরুষের মুক্তি হইলেও সৃষ্টি থাকিতে পারে। ইহাও বলা যায় না, যেহেতু মুক্ত পুরুষের উপকরণ পৃথিবীপ্রভৃতিদ্বারা অন্য পুরুষের ভোগ্য পদার্থের সৃষ্টির দর্শন আছে, অতএব প্রকৃতির এক অংশে সৃষ্টিবিরক্তি ও অপর অংশে সৃষ্টি, ইহার সম্ভব হইতেছে না, তবে বিরক্তা প্রকৃতির সৃষ্টি কিরূপে সম্ভবিতে পারে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—এক পুরুষের মুক্তি হইলে বিবেকজ্ঞানদ্বারা প্রকৃতি সৃষ্টিব্যাপারে বিরক্ত হইলেও অন্য পুরুষের প্রতি সৃষ্টিব্যাপারে বিরক্ত হয়েন না ; পরন্তু সেই অমুক্ত পুরুষের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন কোন স্থানে রজ্জু পতিত থাকিলে যাহারা সেই রজ্জুকে প্রকৃত রজ্জু বলিয়া জানে, সেই রজ্জু তাহাদিগেরভয় জন্মাইতে পারে না। আর যাহারা সেই রজ্জুতে সর্পজ্ঞান করে, তাহাদিগের পক্ষে সেই রজ্জু ভয়জনক হয়, সেইরূপ পুরুষের স্বরূপাভিজ্ঞের পক্ষে প্রকৃতি বিরক্ত থাকে এবং যাহারা তাহা জানে না, তাহাদিগের নিমিত্ত প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে বিরত হয়েন না। এইরূপ রজ্জু-সর্পাদি দৃষ্টান্তের অভিপ্রায় না জানিয়া কোন কোন বেদান্তাভিমানী অজ্ঞেরা প্রকৃতিকে অত্যন্ত তুচ্ছ অথবা মনোমাত্রস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করেন। এই প্রকৃতি-সত্যবাদী সাংখ্যের উদাহৃত দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রুতিস্মৃতির অর্থ বুঝিতে হইবে। কেবল দৃষ্টান্তবলেই যে উক্ত অর্থ হইয়াছে,

কর্ম্মনিমিত্তযোগাচ্চ ॥ ৬৭ ॥

নৈরপেক্ষ্যেঽপি প্রকৃত্যুপকারেঽবিবেকো নিমিত্তম্ ॥ ৬৮ ॥

সৃষ্টৌ নিমিত্তং যৎ কর্ম্ম তস্য সম্বন্ধাদপ্যন্যপুরুষার্থং সৃজতীত্যর্থঃ ॥৬৭॥

নমু সর্ব্বেষাং পুরুষাণামপ্রার্থকতয়া নৈরপেক্ষ্যাবিশেষেঽপি কঞ্চিৎ প্রত্যেব প্রধানং প্রবর্ত্ততে কঞ্চিৎ প্রতি নিবর্ত্তত ইত্যত্র কিং নিয়ামকম্। ন চ কর্ম্ম নিয়ামকং কস্য পুরুষস্য কিং কর্ম্মেত্যত্র নিয়ামকাভাবাদিতি তত্রাহ। পুরুষাণাং নৈরপেক্ষ্যেঽপ্যয়ং মে স্বাম্যয়মেবাহমিত্যবিবেকাদেব প্রকৃতিঃ সৃষ্ট্যাদিভিঃ পুরুষানুপকরোতীত্যর্থঃ। তথা চ যস্মৈ পুরুষায়াত্মানমবিবিচ্য

তাহা নহে, অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতির প্রমাণদ্বারাই উক্ত সাংখ্যাভিপ্রায় প্রতিপন্ন হইতেছে। ৬৬ ॥

পূর্ব্বসূত্রে রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তপ্রদর্শনদ্বারা এক পুরুষের মুক্তি হইলেও সৃষ্টি-বিরক্তা প্রকৃতির অন্যপুরুষার্থ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এইসূত্রে কর্ম্মনিমিত্তযোগে সেই সৃষ্টিবিরক্তা প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তিপ্রতিপাদনার্থ বলিতে-ছেন।—সৃষ্টিবিষয়ে নিমিত্তস্বরূপ যে কর্ম্ম, তাহার সম্বন্ধবশতই প্রকৃতি অন্য-পুরুষার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কর্ম্মই সৃষ্টির নিমিত্ত, সেই কর্ম্মস্বরূপ নিমিত্ত-সত্ত্বে সৃষ্টির অভাব হইতে পারে না। ৬৭ ॥

সকল পুরুষেরই অপার্থক্যহেতু নিরপেক্ষপ্রযুক্ত কোন বিশেষ নাই, তবে কোন্ পুরুষের প্রতিই বা প্রকৃতি সৃষ্টি করেন এবং কোন্ পুরুষের প্রতিই বা প্রকৃতি নিবৃত্ত থাকেন, এই বিষয়ের নিয়ামক কি? যদি বলি, কর্ম্মই প্রকৃতির প্রবৃত্তিনিবৃত্তির প্রতি কারণ, তাহাও বলিতে পারা যায় না; যেহেতু কোন্ পুরুষের কি কর্ম্ম? এই বিষয়েও কোন নিয়ামক নাই, সুতরাং প্রকৃতির সৃষ্টিবিষয়ে প্রবৃত্তিনিবৃত্তির নিয়ামকের সংশয় থাকিল। এই আশয়ে বলিতেছেন।—পুরুষ নিরপেক্ষ হইলেও "ইনি আমার স্বামী এবং এই আমি" এইরূপ অবিবেকবশতই প্রকৃতি সৃষ্টিপ্রভৃতিদ্বারা পুরুষের উপকার করিয়া থাকেন। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে পুরু-ষের নিমিত্ত আপনার স্বরূপবিবেচনা না করিয়া তাহা প্রদর্শন করিতে বাসনা

নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ ॥ ৬৯ ॥

দর্শয়িতুং বাসনা বর্ত্ততে তং প্রত্যেব প্রধানং প্রবর্ত্তত ইত্যেব নিয়ামকমিতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

প্রবৃত্তিস্বভাবত্বাৎ কথং বিবেকেঽপি নিবৃত্তিরুপপদ্যতাং তত্রাহ। পুরুষার্থমেব প্রধানস্য প্রবৃত্তিস্বভাবো ন তু সামান্যেন। অতঃ প্রবৃত্তস্যাপি প্রধানস্য পুরুষার্থসমাপ্তিরূপচরিতার্থত্বে সতি নিবৃত্তির্যুক্তা। যথা পরিষদ্ভ্যো নৃত্যদর্শনার্থং প্রবৃত্তায়া নর্ত্তক্যাস্তৎসিদ্ধৌ নিবৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

প্রবৃত্ত হয়, সেই পুরুষের প্রতিই প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাই নিয়ামক, অর্থাৎ যে পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ জানে না, তাহার পক্ষেই প্রকৃতি সৃষ্টি করেন, আর যে পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ জানিয়াছেন, তাহার পক্ষে প্রকৃতি সৃষ্টিব্যাপারে নিবৃত্ত থাকেন; সুতরাং প্রকৃতির স্বরূপের পরিজ্ঞান ও অজ্ঞানই সৃষ্টির নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির নিয়ামক ॥ ৬৮ ॥

প্রকৃতি প্রবৃত্তিস্বভাবা, তবে বিবেক হইলে কিরূপে তাহার স্বভাবের নিবৃত্তি হইতে পারে? যাহার যে স্বভাব, কখনও তাহার সেই স্বভাবের অন্যথা হইতে পারে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পুরুষের নিমিত্তই প্রকৃতির প্রবৃত্তিস্বভাব স্বীকার করা যায়। ঐ প্রকৃতি সামান্যরূপে প্রবৃত্তিস্বভাবা নহে। অতএব পুরুষার্থসাধনের নিমিত্তই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং পুরুষার্থের সমাপ্তি হইলে ঐ প্রকৃতি চরিতার্থ হয়; সুতরাং তখন তাহার সৃষ্টিব্যাপারের নিবৃত্তি হইতে পারে, যেমন নর্ত্তকীসকল সমাগত সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে নৃত্যপ্রদর্শনার্থ নৃত্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং সভ্যগণের নৃত্যদর্শনলালসা সফল হইলেই নর্ত্তকীও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব জানা যায় যে, যে কার্য্যসাধনের নিমিত্ত যাহার প্রবৃত্তি হয়, সেই কার্য্য সাধিত হইলেই সেই প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়। প্রকৃতি পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইলেই প্রকৃতি নিবৃত্ত হইয়া থাকে; সুতরাং প্রবৃত্তিস্বভাবা প্রকৃতির নিবৃত্তি অসম্ভব নহে ॥ ৬৯ ॥

দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ ॥ ৭০ ॥
নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে ॥ ৭১ ॥

নিবৃত্তৌ হেত্বন্তরমাহ। পুরুষেণ পরিণামিত্বদুঃখাত্মকত্বাদিদোষদর্শনাদপি লজ্জিতায়াঃ প্রকৃতেঃ পুনর্ন পুরুষং প্রত্যুপসর্পণং কুলবধূবৎ। যথা স্বামিনা মে দোষো দৃষ্ট ইত্যবধারণেন লজ্জিতা কুলবধূর্ন স্বামিনমুপসর্পতি তদ্বদিত্যর্থঃ। তদুক্তং নারদীয়ে—"সবিকারাপি মৌঢ্যেন চিরং মুক্তা গুণাত্মনা। প্রকৃতির্জ্ঞাতদোষেয়ং লজ্জয়ৈব নিবর্ত্ততে॥" ইতি। এতদেবোক্তং কারিকয়াপি—"প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি। যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য।" ইতি ॥ ৭০ ॥

ননু পুরুষার্থং চেৎ প্রধানপ্রবৃত্তিস্তর্হি বন্ধমোক্ষাভ্যাং পুরুষস্য পরিণামা-

প্রকৃতির সৃষ্টিব্যাপারনিবৃত্তিতে অন্য হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন।—যখন পুরুষের নিকট প্রকৃতির সম্পূর্ণ স্বভাব প্রকাশ পায়, তখন সেই পুরুষ প্রকৃতির পরিণামিত্বদুঃখাত্মকত্বাদি দোষদর্শন করে না, তাহাতেই প্রকৃতি লজ্জিত হইয়া থাকেন। পুনর্ব্বার পুরুষের উপসর্পণ করেন। যেমন কুলবধূ স্বামীর নিকট দোষী বলিয়া অবধারিত হইলে সেই বধূ লজ্জিত হইয়া স্বামীর নিকট গমন করে না, সেইরূপ প্রকৃতিও পরিণামিত্বাদি দোষে দূষী বলিয়া পুরুষের নিকট গমন করেন না, অর্থাৎ পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন না। এইরূপেই পুরুষার্থসাধন হইলে প্রকৃতি সেই পুরুষের সম্বন্ধে সৃষ্টিব্যাপারে নিবৃত্ত হয়েন। নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে যে, "মূঢ়তা দোষবশতঃ সবিকারা প্রকৃতি চিরকালে স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তিনি মনে করেন যে, প্রভু আমার দোষদর্শন করিয়াছেন। এই লজ্জাতেই প্রকৃতি সেই পুরুষ হইতে নিবৃত্ত হয়েন।" কারিকাতেও উক্ত আছে যে, "একবার প্রকৃতি পুরুষকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার সে পুরুষের দর্শনলাভ করে না, অর্থাৎ পুরুষ একবার প্রকৃতির স্বরূপ জানিতে পারিলেই প্রকৃতি সেই পুরুষ হইতে নিবৃত্ত হয়েন; পুনর্ব্বার তাহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। এই নিমিত্তই প্রকৃতি মুক্ত পুরুষের নিমিত্ত সৃষ্টিব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন না। ৭০ ॥

যদি পুরুষের নিমিত্তই প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়, ইহা উপপন্ন হইল, তাহা-

প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ ॥ ৭২ ॥

পত্তিরিতি তত্রাহ। দুঃখযোগবিয়োগরূপৌ বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্য নৈকান্তত-স্তত্ত্বতঃ কিন্তু চতুর্থসূত্রবক্ষ্যমাণপ্রকারেণাবিবেকাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

পরমার্থতস্তু যথোক্তৌ বন্ধমোক্ষৌ প্রকৃতেরেবেত্যাহ প্রকৃতেরেব তত্ত্বতো দুঃখেন বন্ধমোক্ষৌ সসঙ্গত্বাদ্দুঃখসাধনৈর্দ্ধর্ম্মাদিভিলিপ্তত্বাৎ। যথা পশূরজ্জ্বা লিপ্ততয়া বন্ধমোক্ষভাগী তদ্বদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং কারিকয়া—"তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধান মুচ্যতে নাপি সংসরতি পুরুষঃ। সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥" ইতি। দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গ ইতি সূত্রে চ যঃ পুরুষস্যাপবর্গ উক্তঃ স প্রতিবিম্বরূপস্য মিথ্যাদুঃখস্য বিয়োগ এবেতি ॥৭২॥

হইলে বন্ধমোক্ষদ্বারা পুরুষেরও পরিণাম হইতে পারে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—বাস্তবিক পুরুষের দুঃখযোগরূপ বন্ধ ও দুঃখবিয়োগরূপ মোক্ষ কিছুই নাই, কেবল অবিবেকবশতই পুরুষের বন্ধমোক্ষ হইয়া থাকে। ইহা বক্ষ্যমাণ চতুর্থসূত্রে সবিশেষ বিবৃত হইবে। যদি পুরুষের বাস্তবিক বন্ধমোক্ষের অভাব সিদ্ধ হইল, তাহাহইলে বন্ধমোক্ষদ্বারা তাহার পরিণামিত্ব হইতে পারে না। ৭১।

পরমার্থরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রকৃতিরই দুঃখযোগরূপ বন্ধ ও দুঃখবিয়োগরূপ মোক্ষ প্রতীত হইবে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যেহেতু প্রকৃতি সসঙ্গ ও দুঃখসাধন ধর্ম্মাদিদ্বারা লিপ্ত, অতএব প্রকৃতিরই বাস্তবিক বন্ধমোক্ষ জানিতে হইবে। যেমন পশু রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে এবং কখন বা সেই রজ্জুবন্ধন হইতে মুক্তি পায় বলিয়া পশুকে বন্ধমোক্ষভাগী বলা যায়, সেইরূপ প্রকৃতি দুঃখসাধন ধর্ম্মাদিদ্বারা আবদ্ধ বলিয়াই বন্ধমোক্ষভাগী হয়েন। কারিকাতে উক্ত আছে যে, পুরুষ কখন বদ্ধ বা মুক্ত হয়েন না, নানাশ্রয়া প্রকৃতিই বদ্ধ ও মুক্ত হইয়া থাকেন। যদি পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইল, তাহাহইলে "দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ" এই পূর্ব্বোক্তসূত্রে যে পুরুষের মোক্ষ উক্ত হইয়াছে, তাহার অসঙ্গতি দেখা যায়। ইহাতে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বসূত্রে যে পুরুষের

রূপৈঃ সপ্তভিরাত্মানং বধ্নাতি প্রধানং কোশকারব-
দ্বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥ ৭৩ ॥

নিমিত্তত্বমবিবেকস্য ন দৃষ্টহানিঃ ॥ ৭৪ ॥

তত্র কৈঃ সাধনৈর্ব্বন্ধঃ কৈর্ব্বা মোক্ষ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। ধর্ম্মবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যৈঃ সপ্তভীরূপৈর্ধর্ম্মৈর্দুঃখহেতুভিঃ প্রকৃতিরাত্মানং দুঃখেন বধ্নাতি কোশকারবৎ। কোশকারক্রিমির্যথা স্বনির্ম্মিতেনাবাসেনাত্মানং বধ্নাতি তদ্বৎ। সৈব চ প্রকৃতিরেকরূপেণ জ্ঞানেনৈবাত্মানং দুঃখান্মোচয়তীত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

নন্বু বন্ধমুক্তী অবিবেকাদিতি যদুক্তং তদযুক্তম্। অবিবেকস্যাহেয়ানু-

মোক্ষ উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রতিবিম্বস্বরূপ মিথ্যাভূত দুঃখের বিয়োগমাত্র জানিবে, অর্থাৎ পুরুষেতে যে মিথ্যাভূত প্রতিবিম্বস্বরূপ দুঃখের আরোপ হয়, তাহারই মোক্ষ পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে; বাস্তবিক পুরুষের দুঃখ বা বন্ধ কিছুই নাই ॥ ৭২ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ আরোপমাত্র। এইক্ষণ কি কি কারণে পুরুষের বন্ধ এবং কি কি কারণেই বা পুরুষের মোক্ষ হয়, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন।—ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য দুঃখের হেতুভূত এই সপ্তবিধ ধর্ম্মদ্বারাই প্রকৃতি পুরুষকে বন্ধন করিয়া থাকে। যেমন কোশকার কীট স্বীয় আবাসরূপ কোশনির্ম্মাণ করিয়া সেই আবাসভূত কোশদ্বারাই বদ্ধ থাকে, সেইরূপ পুরুষও সপ্তবিধ কারণে বদ্ধ থাকেন এবং সেই প্রকৃতি একরূপ জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে দুঃখ হইতে মোচন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাবৎ পুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিভিন্নজ্ঞান থাকে, তাবৎ সেই পুরুষ বদ্ধ থাকেন, অনন্তর যখন সেই সকল বিভিন্নজ্ঞান বিদূরিত হইয়া একরূপ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখনই পুরুষ মুক্ত হইতে পারেন; অতএব জানা যায় যে, ধর্ম্মাদি সপ্তবিধ ধর্ম্মই পুরুষের বন্ধের কারণ এবং একরূপ জ্ঞানই মোক্ষের হেতু ॥ ৭৩ ॥

পূর্ব্বে যে অবিবেকহেতু পুরুষের বন্ধমোক্ষ হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে,

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

পাদেয়ত্বাৎ। লোকে দুঃখস্য তদভাবসুখাদেরেব চ স্বতো হেয়োপাদেয়ত্বাৎ। অন্যথা দৃষ্টিহানিরিত্যাশঙ্ক্য চতুর্থসূত্রোক্তং স্বয়ং বিবৃণোতি। অবিবেকস্য পুরুষেষু বন্ধমোক্ষনিমিত্তত্বমেব পুরোক্তং ন ত্ববিবেক এব তাবিতি নাতো দৃষ্টহানিরিত্যর্থঃ। এতচ্চ প্রথমাধ্যায়সূত্রেষু স্পষ্টম্। অবিবেকনিমিত্তাৎ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংযোগস্তস্মাচ্চ সংযোগাদুৎপদ্যমানস্য প্রাকৃতদুঃখস্য পুরুষে যঃ প্রতিবিম্বঃ স এব দুঃখভোগো দুঃখসম্বন্ধস্তন্নিবৃত্তিরেব চ মোক্ষাখ্যঃ পুরুষার্থ ইতি ॥ ৭৪ ॥

তদেবমাদিসর্গমারভ্যাত্যন্তিকলয়পর্য্যন্তোঽখিলপরিণামঃ প্রধানতদ্বিকারাণামেব পুরুষস্তু কূটস্থপূর্ণচিন্মাত্র এবেত্যধ্যায়দ্বয়েন বিস্তরতো বিবেচিতং

তাহা অযুক্ত। যেহেতু অবিবেক হেয় বা উপাদেয় নহে, যদি অবিবেককে কেহ পরিত্যাগ করিতে না পারিল, তবে সেই অবিবেকনিবৃত্তিদ্বারা পুরুষের মোক্ষ এবং যদি কেহই অবিবেককে গ্রহণ করিতে না পারে, তবে সেই অবিবেকবশতঃ বন্ধ, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? লোকে দুঃখই পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং দুঃখাভাবরূপ সুখই গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। দুঃখের হেয়ত্ব ও সুখের উপাদেয়ত্বস্বীকার না করিলে উক্ত দৃষ্টান্তসিদ্ধান্তের হানি হয়। এইরূপ চতুর্থসূত্রোক্ত বিষয় স্বয়ং বিবৃত করিতেছেন।—পূর্ব্বে অবিবেকই পুরুষের বন্ধমোক্ষের নিমিত্ত, ইহাই উক্ত হইয়াছে; কিন্তু অবিবেকই যে বন্ধমোক্ষ, এইরূপে উক্ত হয় নাই; অতএব দৃষ্টসিদ্ধান্তের হানি নাই। এই বিষয় প্রথম অধ্যায়ে সূত্রসমূহে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। অবিবেকরূপ নিমিত্ত হইতে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ হয় এবং সেই সংযোগবশতঃ পুরুষের প্রাকৃত দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুরুষে যে সেই উৎপদ্যমান দুঃখের প্রতিবিম্ব হয়, তাহাই পুরুষের দুঃখভোগ বা দুঃখসম্বন্ধ এবং সেই দুঃখসম্বন্ধের যে নিবৃত্তি, তাহাই মোক্ষরূপ পুরুষার্থ, সুতরাং অবিবেকহেতু পুরুষের বন্ধমোক্ষ হয়, ইহা অযুক্ত হইল না ॥ ৭৪ ॥

আদিসৃষ্টি হইতে আত্যন্তিক প্রলয়পর্য্যন্ত পরিণামসকল প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকারেরই হইয়া থাকে, পুরুষ কূটস্থ ও চিন্ময় ইত্যাদি সমুদায়

তস্য বিবেকস্য নিষ্পত্ত্যুপায়েষু সারভূতমভ্যাসমাহ। প্রকৃতিপর্য্যন্তেষু জড়েষু নেতি নেতীত্যভিমানত্যাগরূপাৎ তত্ত্বাভ্যাসাদ্বিবেকনিষ্পত্তির্ভবতি। ইতরৎ সর্ব্বমভ্যাসস্যাঙ্গমাত্রমিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি স এষ আত্মা নেতি নেতীত্যাদিরিতি। "অব্যক্তাদ্যবিশেষান্তে বিকারেঽস্মিংশ্চ বর্ণিতে। চেতনাচেতনান্যত্বজ্ঞানেন জ্ঞানমুচ্যতে॥" ইতি। যথা—"অস্থিস্থূণং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিতলেপনম্। চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধিপূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ॥ জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্। রজস্বলমসন্নিষ্ঠং ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ॥ নদীকূলং যথা বৃক্ষো বৃক্ষং বা শকুনির্যথা। তথা ত্যজন্নিমং দেহং কৃচ্ছ্রাদ্‌গ্রাহাদ্বিমুচ্যতে॥" ইতি। এতদেব কারিকয়াপ্যুক্তম্—"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্। অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে

পূর্ব্ব অধ্যায়দ্বয়ে সবিস্তর বিবেচিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই বিবেকনিষ্পত্তির উপায়নিরূপণে সারভূত অভ্যাসনিরূপণ করিতেছেন।—জড় হইতে প্রকৃতিপর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থেই তন্নতন্নরূপে অভিমানপরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বাভ্যাস করিবে, তাহাহইলে বিবেকনিষ্পত্তি হইতে পারে। পরমাত্মা জল নয়, পৃথিবী নয়, তেজ নয়, বায়ু নয়, আকাশ নয় ইত্যাদিরূপে জড়াদি প্রকৃতিপর্য্যন্ত সমুদায়কে পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বনির্ণয়ের যে আভাস, তাহাই বিবেক-উৎপত্তির প্রধান কারণ। অন্যান্য সকল সেই অভ্যাসের অঙ্গমাত্র। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, তন্নতন্নরূপে সকল পদার্থের নিরাস করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিতে করিতে যখন এইরূপে বুদ্ধি স্থির হইবে যে, "ইহার পর আর কিছুই নাই।" এইরূপে যাহাতে বুদ্ধি স্থির হইবে, তিনিই পরমাত্মা। অব্যক্তাদি বিশেষান্ত বিকারসকল নির্ণীত হইলে চেতন ও অচেতনের অন্যরূপে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায়, আর অস্থিসমবেত, স্নায়ুযুক্ত, মাংসশোণিতপ্রলিপ্ত, চর্ম্মাবৃত, মলমূত্রের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, জরাশোকসমাবিষ্ট, রোগরাশির একমাত্র আধার, শোকাদিকাতর, রজোযুক্ত, অচিরস্থায়ী, এই পঞ্চভূতের আবাসভূত শরীরকে পরিত্যাগ করিবে, কখনও উক্ত দোষভূয়িষ্ঠ শরীরে আস্থা করিবে না। যেমন বৃক্ষ নদীকূলকে এবং পক্ষীগণ

অধিকারিপ্রভেদান্ন নিয়মঃ ॥ ৭৬ ॥

বাধিতানুবৃত্ত্যা মধ্যবিবেকতোঽপ্যপভোগঃ ॥ ৭৭ ॥

জ্ঞানম্।" ইতি। নাস্মীত্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বনিষেধঃ। ন মে ইতি সঙ্গনিষেধঃ। নাহমিতি তাদাত্ম্যনিষেধঃ। কেবলমিত্যস্য বিবরণমবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধমিতি। অতোঽন্তরা বিপর্য্যেণ বিপ্লুতমিত্যর্থঃ। ইদমেব কেবলত্বং সিদ্ধিশব্দেন সূত্রে প্রোক্তম্। বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায় ইতি যোগসূত্রেণৈতাদৃশজ্ঞানস্যৈব মোক্ষহেতুত্বসিদ্ধিরিতি ॥ ৭৫ ॥

বিবেকসিদ্ধৌ বিশেষমাহ। মন্দাদ্যধিকারিভেদসত্ত্বাদভ্যাসে ক্রিয়মাণেঽপ্যস্মিন্নেব জন্মনি বিবেকনিষ্পত্তির্ভবতীতি নিয়মো নাস্তীত্যর্থঃ। অত উত্তমাধিকারমভ্যাসপাটবেনাত্মনঃ সম্পাদয়েদিতি ভাবঃ ॥ ৭৬ ॥

বিবেকনিষ্পত্ত্যৈব নিস্তারো নান্যথেত্যাহ। সকৃৎ সম্প্রজ্ঞাতযোগেনাত্মসাক্ষাৎকারোত্তরং মধ্যবিবেকাবস্থো মধ্যমবিবেকেঽপি সতি পুরুষে বাধি-

বৃক্ষকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ এই দেহকে পরিত্যাগ করিলে দুঃখময় এই সংসারগ্রহ হইতে মুক্ত হইতে পারে। কারিকাতে উক্ত আছে যে, তত্ত্বাভ্যাসবশত এই সংসারে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই এবং আমিও এই সংসারের সম্বন্ধী নহি। এইরূপে সমুদায় বিপর্য্যয় (প্রতিবন্ধক) নিবারিত হইয়া কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। অবিচ্ছিন্ন বিবেকজ্ঞানই হানোপায়, এই পাতঞ্জলযোগসূত্রে অবিচ্ছিন্ন বিবেকজ্ঞানই মোক্ষহেতু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৭৫ ॥

এইক্ষণ বিবেকসিদ্ধিবিষয়ে যাহা কিছু বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছেন,—মন্দাদি অধিকারিভেদে বিবেকাভ্যাসে ইহজন্মেই বিবেকনিষ্পত্তি হইতে পারে। ইহাতে কোন নিয়ম নাই। যাহারা উত্তমাধিকারী, তাহাদিগের সহজে বিবেকাভ্যাস হয়, অতএব অভ্যাসপটুতাদ্বারা যাহাতে আত্মার উত্তম অধিকার জন্মিতে পারে, তাহা করিবে ॥ ৭৬ ॥

বিবেকনিষ্পত্তি হইলেই পুরুষের নিস্তার হইয়া থাকে, অন্য উপায়ে পুরুষের মুক্তি হয় না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—একবারমাত্র সম্প্র-

জীবন্মুক্তশ্চ ॥ ৭৮ ॥

উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৭৯ ॥

তানামপি দুঃখাদীনাং প্রারব্ধবশাৎ প্রতিবিম্বস্বরূপেণ পুরুষেঽনুবৃত্ত্যা ভোগো ভবতীত্যর্থঃ। বিবেকনিষ্পত্তিশ্চাপুনরুত্থানাদসম্প্রজ্ঞাতাদেব ভবতীত্যত-স্তস্যাং সত্যাং ন ভোগোঽস্তীতি প্রতিপাদয়িতুং মধ্যবিবেকত ইত্যুক্তম্। মন্দবিবেকস্তু সাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্বং শ্রবণমননধ্যানমাত্ররূপ ইতি বিভাগঃ ॥৭৭॥

জীবন্মুক্তোঽপি মধ্যবিবেকাবস্থ এব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

জীবন্মুক্তে প্রমাণমাহ। শাস্ত্রেষু বিবেকবিষয়ে গুরুশিষ্যভাবশ্রবণাজ্জীব-ন্মুক্তসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। জীবন্মুক্তস্যৈবোপদেষ্টৃত্বসম্ভবাদিতি ॥ ৭৯ ॥

জ্ঞাত সমাধি হইলে আত্মসাক্ষাৎকার হয় বটে, কিন্তু পরে পুরুষের মধ্যবিবেক উপস্থিত হইয়া থাকে। মধ্যবিবেক হইলে প্রারব্ধবশতঃ পুরুষের বাধিত দুঃখসকল প্রতিবিম্বরূপে পুরুষে অনুবৃত্তিহেতু ভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাতে বাধিত দুঃখের পুনরুত্থান না হয়, সেইরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হই-তেই বিবেকনিষ্পত্তি হইয়া থাকে; অতএব বিবেকনিষ্পত্তি হইলে ভোগ-নিবৃত্তি হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হইল; অতএব জানা যায় যে, মধ্যবিবেক হইতেই পুরুষের ভোগনিবৃত্তি হইয়া থাকে। আর আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেই মন্দবিবেক হয়। শ্রবণ, মনন ও ধ্যানমাত্রকেই মন্দবিবেক বলা যায় ॥ ৭৭ ॥

জীবন্মুক্ত পুরুষও মধ্যবিবেকাবস্থ হয়। মধ্যবিবেক হইলে যেমন প্রারব্ধ-বশত পুরুষে বাধিত দুঃখের প্রতিবিম্বরূপে অনুবৃত্তি হইয়া ভোগ হয়, জীবন্মুক্ত পুরুষেরও সেইরূপ প্রারব্ধবশতঃ দুঃখভোগ হইয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

এইক্ষণ জীবন্মুক্তির প্রমাণনিরূপণ করিতেছেন।—শাস্ত্রেতে বিবেক-বিষয়ে গুরুশিষ্যভাবের শ্রবণহেতু জীবন্মুক্তির সিদ্ধি হয়, যাহারা জীবন্মুক্ত, তাহারাই উপদেশক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। জীবন্মুক্ত পুরুষেরাই গুরুরূপে শিষ্যকে উপদেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ শাস্ত্রে শ্রুত আছে, ইহাই জীব-ন্মুক্তির সিদ্ধিবিষয়ে প্রমাণ ॥ ৭৯ ॥

শ্রুতিশ্চ ॥ ৮০ ॥

ইতরথান্ধপরম্পরা ॥ ৮১

শ্রুতিশ্চ জীবন্মুক্তেঽস্তি—"দীক্ষয়ৈব নরো মুচ্যেৎ তিষ্ঠেন্মুক্তোঽপি বিগ্রহে। কুলালচক্রমধ্যস্থো বিচ্ছিন্নোঽপি ভ্রমেদ্ঘটঃ॥" ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতীত্যাদিরিতি। নারদীয়স্মৃতিরপি—"পূর্ব্বাভ্যাসবলাৎ কার্য্যে ন লোকো ন চ বৈদিকঃ। অপুণ্যপাপঃ সর্ব্বাত্মা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥" ইতি ॥৮০॥

নন্থ শ্রবণমাত্রেণাপ্যুপদেষ্টৃত্বং স্যাৎ তত্রাহ। ইতরথা মন্দবিবেকস্যাপ্যুপদেষ্টৃত্বেঽন্ধপরম্পরাপত্তিরিত্যর্থঃ। সামগ্র্যেণাত্মতত্ত্বমজ্ঞাত্বা চেদুপদিশেৎ

জীবন্মুক্তির সিদ্ধিবিষয়ে শ্রুতিও প্রমাণস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, জীবন্মুক্ত পুরুষেরা যে দীক্ষাপ্রদান করেন, তাহাতে পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকে এবং জীবন্মুক্ত পুরুষ সশরীরে বর্ত্তমান থাকেন। যেমন কুলালচক্রের মধ্যগত ঘট বিচ্ছিন্ন হইয়াও ভ্রমণ করে, সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। নারদীয় স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মকে লাভ করিবেন এবং যিনি পূর্ব্বাভ্যাসবলে লৌকিক বা বৈদিক কোন কার্য্যে লিপ্ত হয়েন না, আর পুণ্যপাপবিহীন হইয়া সর্ব্বাত্মরূপে বিদ্যমান থাকেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়, ইত্যাদি প্রমাণে জীবন্মুক্তির সিদ্ধি আছে। ৮০ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্রে জীবন্মুক্তপুরুষের উপদেশশ্রবণ আছে, ইহাই জীবন্মুক্তির সিদ্ধিবিষয়ে প্রমাণ। এইক্ষণ এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, কেবল শ্রবণমাত্রই কি উপদেশকের সিদ্ধি হইতে পারে? এই আশয়ে বলিতেছেন।—যদি জীবন্মুক্ত পুরুষেরা উপদেশ করেন এবং সেই উপদেশেই মুক্তি হয়, ইহা স্বীকার না করিয়া মন্দবিবেকীদিগকে উপদেশক বলিয়া গণ্য কর, তাহাহইলে অন্ধপরম্পরাপত্তি হয়, অর্থাৎ সমগ্ররূপে আত্মতত্ত্ব না জানিয়া যদি উপদেশ করেন, তবে উপদেশকের যে অংশে ভ্রম আছে, শিষ্যেরও সেই অংশে ভ্রম থাকিয়া যাইবে এবং সেই শিষ্য যাহাকে

চক্রভ্রমণবদ্ধৃতশরীরঃ ॥ ৮২ ॥

সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৮৩ ॥

কস্মিংশ্চিদংশে স্বভ্রমেণ শিষ্যমপি ভ্রান্তীকুর্য্যাৎ সোঽপ্যন্যং সোঽপ্যন্যমিত্যেবমন্ধপরম্পরেতি ॥ ৮১ ॥

নমু জ্ঞানেন কর্ম্মক্ষয়ে সতি কথং জীবনং স্যাৎ তত্রাহ। কুলালকর্ম্মনিবৃত্তাবপি পূর্ব্বকর্ম্মবেগাৎ স্বয়মেব কিয়ৎকালং চক্রং ভ্রমতি। এবং জ্ঞানোত্তরং কর্ম্মানুৎপত্তাবপি প্রারব্ধকর্ম্মবেগেন চেষ্টমানং শরীরং ধৃত্বা জীবন্মুক্তস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥

নমু জ্ঞানহেতুসম্প্রজ্ঞাতযোগেন ভোগাদিবাসনাক্ষয়ে কথং শরীরধারণম্। ন চ যোগস্য সংস্কারাভিভাবকত্বে কিং মানমিতি বাচ্যম্। ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধপরিণাম ইতি যোগসূত্রতস্তৎসিদ্ধেঃ।

উপদেশ করিবেন, তাহারও ভ্রান্তি দূর হইবে না. এইরূপে সকলেই ভ্রান্ত হইয়া পড়িবে; সুতরাং কাহারও সমগ্র আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের সম্ভব রহিল না। ইহাতে সকলেরই অন্ধের ন্যায় অজ্ঞতা হইয়া পড়ে, অতএব যিনি সমগ্র আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের অধিকারী, তাঁহারই উপদেশকতা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া জানা যাইতেছে; সুতরাং জীবন্মুক্তের প্রসিদ্ধিবিষয়ে কোন আশঙ্কা নাই ॥ ৮১ ॥

যদি জ্ঞানদ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইয়া যায়, তবে কিরূপে জীবন থাকিতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন কুম্ভকার যখন স্বকর্ত্তব্য কুম্ভাদি-নির্ম্মাণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দণ্ডদ্বারা চক্রকে ভ্রামিত করে, তখন যেমন দণ্ডাদিব্যাপারের নিবৃত্তি হইলেও পূর্ব্ববেগবশত কিয়ৎকাল চক্রভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ জ্ঞান জন্মিলে পুনর্ব্বার কর্ম্মোৎপত্তি না হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের বেগবলে শরীরধারণপূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া বিদ্যমান থাকে; পরন্তু জ্ঞানদ্বারা কর্ম্মক্ষয়ের পর পুনর্ব্বার কর্ম্মোৎপত্তি না হইলেও জীবন থাকিতে কোন বাধা নাই ॥৮২॥

যখন জ্ঞানের হেতুভূত সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূপ যোগদ্বারা ভোগাদিবাসনার ক্ষয় হইয়া যায়, তখন কিরূপে শরীরধারণ হইতে পারে? যেহেতু বাসনাই সংসারের কারণ, বাসনানিবৃত্তি হইলে শরীরধারণ সর্ব্বথা অসম্ভব। যদি

চিরকালীনস্য বিষয়ান্তরাবেশস্য বিষয়ান্তরসংস্কারাভিভাবকতয়া লোকেঽপ্যনুভবাচ্চেতি তত্রাহ। শরীরধারণহেতবো যে বিষয়সংস্কারাস্তেষামল্পাবশেষাৎ তস্য শরীরধারণস্য সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অত্র চাবিদ্যাসংস্কারলেশস্য সত্তা নাপেক্ষ্যতে। অবিদ্যায়া জন্মাদিরূপকর্ম্মবিপাকারম্ভমাত্রে হেতুত্বাৎ। যোগভাষ্যে ব্যাসৈস্তথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ। বীতরাগজন্মাদর্শনাদিতি ন্যায়াচ্চ। ন তু প্রারব্ধফলককর্ম্মভোগেঽপীতি। যত্র চ নিয়মেনাবিদ্যাপেক্ষ্যতে স প্রয়াসবিশেষরূপো ভোগো মূঢ়েষেবাস্তি জীবন্মুক্তানাং তু ভোগাভাস এবেতি প্রাগুক্তম্। যৎ তু কশ্চিদবিদ্যাসংস্কারলেশোঽপি জীবন্মুক্তস্য তিষ্ঠতীত্যাহ

বল, যোগ যে সংস্কারকে অভিভূত করে, তাহাতে প্রমাণ কি? অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত যোগ যে বাসনার ক্ষয় করিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিব কেন? ইহাও বলা যায় না; যেহেতু "ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধপরিণামঃ" এই পাতঞ্জলোক্ত যোগসূত্রে সম্প্রজ্ঞাত যোগদ্বারা বাসনার ক্ষয় সিদ্ধ আছে; সুতরাং উক্ত যোগসূত্রই প্রমাণরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব সম্প্রজ্ঞাতযোগ বাসনাক্ষয় করে না, ইহা বক্তব্য নহে। বিশেষতঃ লোকে চিরকাল হইতে দেখা যাইতেছে যে, একবিষয়ের অভিনিবেশ বিষয়ান্তরসংস্কারকে অভিভূত করে; সুতরাং সম্প্রজ্ঞাতযোগ হইলে আর বাসনা থাকিতে পারে না। তবে এইক্ষণ বাসনাক্ষয়ে জীবনধারণের অনুপপত্তি আশঙ্কা পূর্ব্ববৎ রহিল। এই আশঙ্কার পরিহারমানসে বলিতেছেন।—শরীরধারণের হেতুভূত যে সকল সংস্কার আছে, তাহাদিগের মধ্যে অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সম্প্রজ্ঞাতযোগ সমূলে সংস্কারবিনাশ করিতে পারে না, সেই অল্পাবশিষ্ট সংস্কারদ্বারাই শরীরধারণের সিদ্ধি আছে। এইস্থলে অবিদ্যাদি সংস্কারের লেশমাত্রসত্তা অপেক্ষা করে না, যেহেতু অবিদ্যাই জন্মাদিরূপ কর্ম্মবিপাকের আরম্ভবিষয়ে হেতু বলিয়া যোগসূত্রের ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ যাহার রাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহার জন্মাদি দেখা যায় না; অতএব সম্প্রজ্ঞাতযোগ অবিদ্যা সংস্কারের অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং তাহাতেই শরীরধারণ হয়, এই কথা অযুক্ত। আর শরীরধারণবিষয়ে প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগও অপেক্ষা করে

বিবেকান্নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরান্নেতরাৎ ॥ ৮৪ ॥

ইতি কাপিলসাংখ্যপ্রবচনে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

তন্ন। ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। অন্ধপরম্পরাপ্রসঙ্গাৎ। অবিদ্যাসংস্কারলেশসত্তাকল্পনে প্রয়োজনাভাবাচ্চ। এতচ্চ ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রপঞ্চিতমিতি ॥ ৮৩ ॥

শাস্ত্রবাক্যার্থমুপসংহরতি। উক্তায়া বিবেকসিদ্ধিতঃ পরবৈরাগ্যদ্বারা সর্ব্ববৃত্তিনিরোধেন যদা নিঃশেষতো বাধিতাবাধিতসাধারণ্যেনাখিলদুঃখং

না, কারণ যে ভোগেতে নিয়মদ্বারা অবিদ্যা অপেক্ষা করে, সেই প্রয়াসবিশেষরূপ ভোগ মূঢ় ব্যক্তিদিগেরই সম্ভবিতে পারে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহার সম্ভব হয় না, উহা কেবল ভোগাভাসমাত্র জানিবে। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ যে জীবন্মুক্ত পুরুষেরও কোন অবিদ্যাসংস্কারলেশ থাকে বলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। তাহাহইলে ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ যদি জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরও কোন অবিদ্যাসংস্কার কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকে বল, তবে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মেরও উৎপত্তিস্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ জীবন্মুক্তের অবিদ্যাসংস্কারের লেশমাত্রের সত্তাস্বীকার করিলে অন্ধপরম্পরাপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ জীবন্মুক্তেরও যদি অবিদ্যাসংস্কার থাকিল, তবে কাহারও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানস্বীকার করা যায় না, সকলেই এইরূপে অজ্ঞানদ্বারা অন্ধবৎ হইলেন। আর জীবন্মুক্তের অবিদ্যাসংস্কারলেশের সত্তাকল্পনে কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং জীবন্মুক্তে অবিদ্যাসংস্কারের লেশমাত্রও থাকে না, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই বিষয় আমরা ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে সবিস্তর বর্ণন করিয়াছি ॥ ৮৩ ॥

এইক্ষণ শাস্ত্রবাক্যার্থের উপসংহার করিতেছেন।—যেরূপ বিবেকসিদ্ধির উপায় কথিত হইল, উক্ত উপায়ে বিবেক উৎপন্ন হইলেই সেই বিবেক হইতে

নিবর্ত্ততে তদৈব পুরুষঃ কৃতকৃত্যো ভবতি। নেতরাজ্জীবন্মুক্ত্যাদেরপীত্যর্থঃ। নেতরাদিতি বীপ্সাধ্যায়সমাপ্তৌ ॥ ৮৪ ॥

অত্যন্তলয়পর্য্যন্তঃ কার্য্যোঽব্যক্তস্য নাত্মনঃ।
প্রোক্ত এবং বিবেকোঽত্র পরবৈরাগ্যসাধনম্ ॥

ইতি বিজ্ঞানভিক্ষুনির্ম্মিতে কাপিলসাংখ্যপ্রবচনস্য ভাষ্যে
বৈরাগ্যাধ্যায়স্তৃতীয়ঃ ॥ ৩ ॥

পরবৈরাগ্য হইয়া থাকে। অনন্তর উক্ত পরবৈরাগ্যদ্বারা সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির নিরোধ হইয়া যখন নিঃশেষরূপে বাধিত ও অবাধিত সাধারণরূপে নিখিল দুঃখনিবৃত্তি পায়, তখনই পুরুষ কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। কেবল জীবন্মুক্তি হইতে পুরুষ কৃতকৃত্য হইতে পারেন না। এইরূপে অত্যন্ত লয়পর্য্যন্ত অব্যক্ত পুরুষের কার্য্যসকল উক্ত হইল, ঐ সকল কার্য্যের বিবেকই পরবৈরাগ্যের কারণ ॥ ৮৪ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ ॥ ১ ॥

শাস্ত্রসিদ্ধাখ্যায়িকাজাতমুখেনেদানীং বিবেকজ্ঞানসাধনানি প্রদর্শনীয়া-নীত্যেতদর্থং চতুর্থাধ্যায় আরভ্যতে। পূর্ব্বপাদশেষসূত্রস্থবিবেকোঽনুবর্ত্ততে। রাজপুত্রস্যেব তত্ত্বোপদেশাদ্বিবেকো জায়ত ইত্যর্থঃ। অত্রেয়মাখ্যায়িকা কশ্চিদ্রাজপুত্রো গণ্ডর্ক্ষজন্মনা পুরান্নিঃসারিতঃ শবরেণ কেনচিৎ পোষিতো-ঽহং শবর ইত্যভিমন্যমান আস্তে তং জীবন্তং জ্ঞাত্বা কশ্চিদমাত্যঃ প্রবোধ-য়তি ন ত্বং শবরো রাজপুত্রোঽসীতি। স যথা ঝটিত্যেব চাণ্ডালাভিমানং ত্যক্ত্বা তাত্ত্বিকং রাজভাবমেবালম্বতে রাজাহমস্মীতি। এবমেবাদিপুরুষাৎ

এইক্ষণ এই শাস্ত্রে আখ্যায়িকপ্রসঙ্গে বিবেকজ্ঞানের কারণ প্রদর্শিত হইবে, এই নিমিত্ত চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভ হইল।—রাজপুত্রের যেমন বিবেকসিদ্ধি হইয়াছিল, সেইরূপ তত্ত্বোপদেশ হইতে বিবেক জন্মিয়া থাকে। কোন রাজ-পুত্রের গণ্ডযোগে জন্ম হইয়াছিল, সেই গণ্ডযোগে জন্মের ফলে সেই রাজপুত্র অতিশৈশবেই রাজভবন হইতে নিঃসারিত হয়েন। অনন্তর কোন ব্যাধ তাঁহাকে লালনপালন করে, এই ঘটনাবশতঃ রাজতনয় জন্মবৃত্তান্ত ও বংশপরিচয় সমুদায়ই বিস্মৃত হয়েন, তখন সেই রাজকুমার আপনাকে ব্যাধজাতি মনে করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে কোন অমাত্য অনু-সন্ধানে জানিতে পারিলেন যে রাজকুমার জীবিত আছেন, তখন সেই অমাত্য রাজতনয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, আপনি রাজপুত্র, ব্যাধ নহেন। তখন সেই রাজতনয় অমাত্যবচনে প্রবোধিত হইয়া চাণ্ডালাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজভাব আশ্রয় করি-লেন এবং "আমি রাজা, চণ্ডাল নহি" এইরূপ আন্তরিক ভাবের উদয় হইল। এই রাজপুত্রের যেমন অমাত্যবচনে ঝটিতি চাণ্ডালাভিমান বিদূরিত হইয়া

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্॥ ৫॥

ইতঃ পরমুৎপন্নজ্ঞানস্য বিরক্তস্য চ জ্ঞাননিষ্পত্ত্যঙ্গান্যাখ্যায়িকোক্তদৃষ্টান্তৈর্দ্দর্শয়তি। পরিগ্রহো ন কর্ত্তব্যো যতো দ্রব্যাণাং ত্যাগেন লোকঃ সুখী বিয়োগেন চ দুঃখী ভবতি শ্যেনবদিত্যর্থঃ। শ্যেনো হি সামিষঃ কেনাপ্যপহত্যামিষাদ্বিয়োজ্য দুঃখী ক্রিয়তে স্বয়ং চেৎ ত্যজতি তদা দুঃখাদ্বিমুচ্যতে। তদুক্তম্—"সামিষং কুররং জঘ্নুর্ব্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ। তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত॥" ইতি। তথা মনুনাপ্যুক্তম্—"নদীকূলং যথা বৃক্ষো বৃক্ষং বা শকুনির্যথা। তথা ত্যজন্নিমং দেহং কৃচ্ছ্রাদ্গ্রাহাদ্বিমুচ্যতে॥" ইতি॥ ৫॥

অতঃপর যাহাদিগের জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহারা সংসার হইতে বিরক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের জ্ঞাননিষ্পত্তির অঙ্গসকলনিরূপণ করিবেন, এই অভিপ্রায়ে আখ্যায়িকোক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই সকল অঙ্গনিরূপণ করিতেছেন।—কখনও কোন বিষয়ের পরিগ্রহ করিবে না, যেহেতু দ্রব্যের ত্যাগেই লোকসকল সুখী এবং দ্রব্যের বিয়োগেই লোক দুঃখী হয়। যেমন শ্যেনপক্ষী মাংসাদিগ্রহণ করিয়া চলিলে যদি সেই সময় কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া সেই মাংস বিয়োজিত করে, তাহাহইলে সেই শ্যেন নিতান্ত দুঃখিত হয়। আর যদি সে স্বয়ং তাহা পরিত্যাগ করে, তবে সেই শ্যেন দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ কোন কারণে মনুষ্যের দ্রব্য বিনষ্ট হইলে তাহার দুঃখ হয়, যদি সেই মনুষ্য স্বয়ং দ্রব্যপরিত্যাগ করে, তবে তাহাতে তাহার সুখ হইয়া থাকে; অতএব কোন বিষয়পরিগ্রহ না করিয়া তাহা স্বয়ং পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, এক কুরর (পক্ষিবিশেষ) মাংসখণ্ড মুখে করিয়া যাইতেছিল, তখন অন্যান্য বলবান্ নিরামিষ প্রাণিরা তাহাকে হিংসা করিয়াছিল, পরে সেই কুরর সেই মাংসখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইয়াছিল। মনু বলিয়াছেন যে, যেমন বৃক্ষ নদীকূল এবং পক্ষিগণ বৃক্ষপরিত্যাগ করে, সেইরূপ এই দেহপরিত্যাগ করিলেই কৃচ্ছ্রগ্রহ হইতে মুক্ত হইতে পারে॥ ৫॥

অহিনির্ল্ব্যয়নীবৎ ॥ ৬ ॥

ছিন্নহস্তবদ্বা ॥ ৭ ॥

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥ ৮ ॥

যথাহির্জ্জীর্ণাং ত্বচং পরিত্যজত্যনায়াসেন হেয়বুদ্ধ্যা তথৈব মুমুক্ষুঃ প্রকৃতিং বহুকালোপভুক্তাং জীর্ণাং হেয়বুদ্ধ্যা ত্যজেদিত্যর্থঃ। তদুক্তম্—"জীর্ণাং ত্বচমিবোরগ" ইতি ॥ ৬ ॥

ত্যক্তং চ প্রকৃত্যাদিকং পুনর্ন স্বীকুর্য্যাদিত্যত্রাহ। যথা ছিন্নং হস্তং পুনঃ কোঽপি নাদত্তে তথৈবেতৎ ত্যক্তং পুনর্নাভিমন্যেতেত্যর্থঃ। বাশব্দোঽপ্যর্থে ॥ ৭ ॥

বিবেকস্য যদন্তরঙ্গসাধনং ন ভবতি স চেদ্ধর্ম্মোঽপি স্যাৎ তথাপি তদনুচিন্তনং তদনুষ্ঠানে চিত্তস্য তাৎপর্য্যং ন কর্ত্তব্যং যতস্তদ্বন্ধায় ভবতি বিবেক-

---

যেমন সর্প স্বীয় চর্ম্ম জীর্ণ হইলে তাহা পরিত্যাজ্য জ্ঞান করিয়া অনায়াসেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা বহুকাল প্রকৃতিকে ভোগ করিয়া জীর্ণ হইলে হেয়জ্ঞানে তাহা পরিত্যাগ করে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, উরগ যেমন জীর্ণ চর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মুক্তিকামী ব্যক্তিরা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৬ ॥

প্রকৃতিকে একবার পরিত্যাগ করিতে পারিলে তাহা আর গ্রহণ করিবে না, এই আশয়ে বলিতেছেন।—যেমন হস্ত ছিন্ন হইলে কেহই তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করে না, সেইরূপ প্রকৃতিকে একবার পরিত্যাগ করিলে তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবে না ॥ ৭ ॥

যে কার্য্য বিবেকসিদ্ধির অন্তরঙ্গসাধন নহে, তাহা ধর্ম্মকার্য্য হইলেও তাহার অনুষ্ঠানে মনোযোগমাত্রও করিবে না; যেহেতু সেই কার্য্য বিবেককে বিস্মারিত করিয়া পুরুষকে বদ্ধ করিয়া রাখে। যেমন রাজর্ষি ভরতের অনাথ দীন হরিণশাবকের পোষণরূপ ধর্ম্মকার্য্যও তাঁহাকে সংসারে বদ্ধ করিয়াছিল। সেইরূপ যে কর্ম্ম বিবেকজ্ঞানের কারণ নহে, সেই সকল ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানও মনুষ্যকে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখে। জড়ভরতোপাখ্যানে

বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ ॥ ৯ ॥

বিস্মারকতয়া ভরতবৎ। যথা ভরতস্য রাজর্ষের্ধর্ম্ম্যমপি দীনানাথহরিণশাবকস্য পোষণমিত্যর্থঃ। তথা চ জড়ভরতং প্রকৃত্য বিষ্ণুপুরাণে—"চপলং চপলে তস্মিন্ দূরগং দূরগামিনি। আসীচ্চেতঃ সমাসক্তং তস্মিন্ হরিণপোতকে" ॥ ৮ ॥

বহুভিঃ সঙ্গো ন কার্য্যঃ। বহুভিঃ সঙ্গে হি রাগাদ্যভিব্যক্ত্যা কলহো ভবতি যোগভ্রংশকঃ। যথা কুমারীহস্তশঙ্খানামন্যোহন্যসঙ্গেন ঝণৎকারো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, রাজর্ষি ভরত এক অনাথ হরিণশিশুকে পাইয়া তাহাকে নিজ আশ্রমে আনয়নপূর্ব্বক পোষণ করিয়াছিলেন, অনন্তর সেই মৃগশাবকের মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া ভরতের যোগসাধনাদি অন্তর্হিত হইয়াছিল। যখন সেই হরিণবালক চঞ্চল হইত, তখন ভরতের মনেও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত এবং যখন সেই এণবালক দূরে সঞ্চরণ করিত, তখন সেই মৃগশাবকের সঙ্গে সঙ্গে ভরতের মনও দূরে প্রস্থান করিত। এইরূপে ভরতরাজর্ষির চিত্ত সেই হরিণবালকেই সমাসক্ত ছিল ॥ ৮ ॥

কখনও বহু লোকের সহিত সঙ্গ করিবে না, কারণ সর্ব্বদা জনসমাজে থাকিয়া বহুলোকের সমাগম করিলে রাগ উপস্থিত হয় এবং রাগ জন্মিলেই বিবাদ ঘটিয়া থাকে। এইরূপে যোগভ্রংশ হইতে পারে। যেমন স্ত্রীদিগের হস্তস্থিত শঙ্খসকল পরস্পর ঘর্ষিত হইয়া ঝঙ্কার করে, সেইরূপ অনেকের সমাগম হইলেই অবশ্য রাগ উপস্থিত হইয়া বিবাদ হইয়া থাকে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, কুমারীর হস্তে বহুশঙ্খ না থাকিয়া যদি এক এক গাছি শঙ্খ থাকে, তাহাহইলে পরস্পরের সঙ্ঘর্ষণ অসম্ভবপ্রযুক্ত ঝঙ্কার হইতে পারে না। সেইরূপ জনসমাজে না থাকিয়া একাকী যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলে তাহার কোনরূপ রাগ অথবা বিবাদ হইতে পারে না, তাহাহইলেই নিরুপদ্রবে যোগসিদ্ধি হইতে পারে ॥ ৯ ॥

দ্বাভ্যামপি তথৈব ॥ ১০ ॥

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ ১১ ॥

দ্বাভ্যাং যোগেঽপি তথৈব বিরোধো ভবত্যত একাকিনৈব স্থাতব্যমিত্যর্থঃ। তদুক্তম্—"বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি। এক এব চরেৎ তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণম্ ॥" ইতি ॥ ১০ ॥

"আশাবৈবশ্যবিরসে চিত্তে সন্তোষবর্জ্জিতে। ম্লানে বক্ত্রমিবাদর্শে ন জ্ঞানং প্রতিবিম্বতি ॥" ইতি বচনান্নিরাশতা যোগিনানুষ্ঠেয়েত্যাহ। আশাং ত্যক্ত্বা পুরুষঃ সন্তোষাখ্যসুখবান্ ভূয়াৎ পিঙ্গলাবৎ। যথা পিঙ্গলানাম বেশ্যা কান্তার্থিনী কান্তমলব্ধ্বা নির্ব্বিণ্ণা সতী বিহায়াশাং সুখিনী বভূব তদ্বদিত্যর্থঃ। তদুক্তম্—"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। যথা সঞ্ছিদ্য

যেমন পূর্ব্বসূত্রোক্ত বহুজনসমাগম নিষিদ্ধ, সেইরূপ যোগসাধনকালে দুই ব্যক্তির সমাগমও বিরুদ্ধ; কারণ দুই ব্যক্তির একত্রাবস্থানেও বিবাদ ঘটিয়া থাকে, অতএব একাকী অবস্থান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, বহু কিম্বা দুই ব্যক্তির সহবাসে কলহ হইয়া থাকে, অতএব কুমারীর কঙ্কণের ন্যায় একাকী যোগাচরণ করিবে। যেমন কুমারীর কঙ্কণে কোনরূপ ঝঙ্কার হয় না, সেইরূপ একাকী যোগসাধন করিলে তাহাতে কোনপ্রকার বিবাদাদি বিঘ্ন ঘটিতে পারে না ॥ ১০ ॥

"যেমন মলিনদর্পণে মুখ প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ আশার বশীভূত বিরস-সন্তোষবর্জ্জিত চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না" এই বচনে জানা যায় যে, যোগিগণ সংসারসুখে নিরাশ হইয়াই যোগানুষ্ঠান করিবে। এই আশয়ে বলিতেছেন।—পিঙ্গলার ন্যায় আশাপরিত্যাগ করিলেই পুরুষ সন্তোষরূপ সুখলাভ করিতে পারে। যেমন পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যা উপপতির নিমিত্ত অনেক অন্বেষণ করিয়া যখন দেখিল যে আর কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন সে উপপতির আশাপরিত্যাগ করিয়া সুখিনী হইয়াছিল, সেইরূপ আশাপরিত্যাগপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করিলেই সুখী হইতে পারে,

অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখী সর্পবৎ ॥ ১২ ॥

কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ।" ইতি। নম্বাশানিবৃত্ত্যা দুঃখনিবৃত্তিঃ স্যাৎ সুখং তু কুতঃ সাধনাভাবাদিতি। উচ্যতে। চিত্তস্য সত্ত্বপ্রাধান্যেন স্বাভাবিকং যৎ সুখমাশয়া পিহিতং তিষ্ঠতি তদেবাশাবিগমে লব্ধবৃত্তিকং ভবতি তেজঃ প্রতিবদ্ধজলশৈত্যবদিতি ন তত্র সাধনাপেক্ষা। এতদেব চার্থে সুখমিত্যুচ্যত ইতি ॥ ১১ ॥

যোগপ্রতিবন্ধকত্বাদারম্ভোঽপি ভোগার্থং ন কর্ত্তব্যোঽন্যথৈব তদুপপত্তেরিত্যাহ। সুখী ভবেদিতি শেষঃ শেষং সুগমম্। তদুক্তম্—"গৃহারম্ভো হি দুঃখায় ন সুখায় কথঞ্চন। সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে" ॥ ১২ ॥

যাবৎ চিত্তে আশার অধিকার থাকে, তাবৎ কোনক্রমেই প্রকৃত সুখলাভ হইতে পারে না। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, আশাই পরম দুঃখ এবং নিরাশাই পরমসুখ, পিঙ্গলাই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। পিঙ্গলা কান্তার্থিনী হইয়া অনেক দুঃখ পাইয়াছিল, পরে সেই কান্তের আশাপরিত্যাগ করিয়া সুখে আনন্দভোগ করিতে লাগিল। এইক্ষণ ইহাই জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, যদি আশানিবৃত্তি হইলে দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই হয়, তাহাহইলে কি কারণে সুখ হইতে পারে? যেহেতু সুখের কোন হেতুই নাই। ইহাতে বক্তব্য এই যে, চিত্ত সত্ত্বপ্রধান, সুতরাং তাহা স্বভাবতই সুখস্বরূপ; ঐ সুখ আশাদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। পরে সেই আশার অপগম হইলে আপন বৃত্তিদ্বারা সেই সুখপ্রকাশ পায়। যেমন জলের শৈত্যদ্বারা তেজ প্রতিবদ্ধ থাকে, অনন্তর সেই শৈত্য বিনষ্ট হইলে তেজ প্রকাশিত হয়। সেইরূপ আশাদ্বারা আচ্ছাদিত সুখ আশার নিবৃত্তিতে আপনিই প্রকাশ পাইয়া থাকে; অতএব তাহাতে কোন কারণের অপেক্ষা নাই ॥ ১১ ॥

ভোগারম্ভ যোগের প্রতিবন্ধক, অতএব ভোগার্থ আরম্ভ, অর্থাৎ ভোগের নিমিত্ত কোনরূপ চেষ্টা করিবে না। যেহেতু যত্নব্যতিরেকেও ভোগসিদ্ধি আছে। এই আশয়ে বলিতেছেন।—ভোগের নিমিত্ত কোনরূপ যত্ন না করিলেও সুখভোগ হইতে পারে। যেমন সর্প কোনরূপ আবাসস্থান নির্ম্মাণ

বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্পদবৎ ॥ ১৩ ॥

শাস্ত্রেভ্যো গুরুভ্যশ্চ সার এব গ্রাহ্যোঽন্যথাভ্যুপগমবাদাদিভিরংশতোঽসারভাগেঽঙ্গীকৃতে পরস্পরবিরোধেনার্থবাহুল্যেন চৈকাগ্রতায়া অসম্ভবাদিত্যাহ। কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ। অন্যৎ সুগমম্। তদুক্তম্—"অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ। সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥" ইতি। মার্কণ্ডেয়পুরাণে চ। "সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ স্বার্থসাধকম্। জ্ঞানানাং বহুতা যৈষা যোগবিঘ্নকরী হি সা॥ ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ। অসৌ কল্পসহস্রেষু নৈব জ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ॥" ইতি ॥ ১৩ ॥

না করিয়াও মূষিকাদিকৃত গর্ত্তমধ্যে সুখে বসতি করে, সেইরূপ ভোগারম্ভব্যতিরেকেও সকলেরই সুখভোগ হইতে পারে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ভোগার্থ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলে তাহাতে অনেকপ্রকার দুঃখ পাইতে হয়। কোনরূপ সুখ হয় না, সর্প পরনির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করিয়া সুখভোগ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শাস্ত্র এবং গুরুর নিকট যাহা সারভূত, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারদোষরহিত, এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে। অন্যথা অভ্যুপগমবাদাদিদ্বারা অংশত অসারভাগও পরিগৃহীত হইতে পারে, তাহাতে সার অসার এই উভয়ভাগের বিরোধপ্রযুক্ত অর্থবাহুল্য হয়; সুতরাং চিত্তের একাগ্রতা সম্ভবিতে পারে না। সার ও অসার এই উভয়মিশ্রিত উপদেশগ্রহণ করিলে অসার অংশনিরূপণপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়া সার অংশ শ্রবণ করিতে বহু ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তাহাতেই চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদন অসাধ্য হইয়া পড়ে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—বহুবিধ শাস্ত্রদর্শনপূর্ব্বক গুরুর উপাসনাদ্বারা যাহা সারভূত উপদেশ, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেমন ষট্পদসকল পুষ্পের কেশরাদি অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া সারাংশ মধুই গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ উপদেশবাক্যেরও অসারাংশ পরিত্যাগ করিয়া সারাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, যেমন ষট্পদ পুষ্প হইতে মধুগ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ

ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ ॥ ১৪ ॥

সাধনান্তরং যথা তথা ভবত্বেকাগ্রতয়ৈব সমাধিপালনদ্বারা বিবেকসাক্ষাৎকারো নিষ্পাদনীয় ইত্যাহ। যথা শরনির্ম্মাণায়ৈকচিত্তস্যেষুকারস্য পার্শ্বে রাজ্ঞো গমনেনাপি ন বৃত্ত্যন্তরনিরোধো হীয়ত এবমেকাগ্রচিত্তস্য সর্ব্বথাপি ন সমাধিহানির্বৃত্ত্যন্তরনিরোধক্ষতির্ভবতি। ততশ্চ বিষয়ান্তরসঞ্চারাভাবে ধ্যেয়সাক্ষাৎকারোঽপ্যবশ্যং ভবতীত্যেকাগ্রতাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তদুক্তম্—

কার্য্যদক্ষ মনুষ্য সূক্ষ্ম ও মহৎ সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র হইতে সারভাগ গ্রহণ করিবে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, যে জ্ঞান স্বার্থসাধন করিতে পারে, এইরূপ সারভূত জ্ঞানের উপার্জ্জনে যত্নপর হইবে; যেহেতু বহুবিধজ্ঞান যোগের বিঘ্ন উৎপাদন করে। যাহারা অস্থিরচিত্তে কিয়ৎকাল একরূপে জ্ঞানালোচনা করিয়া পরক্ষণে অন্যপ্রকারে জ্ঞানসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা সহস্রকল্পেও প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পাবে না। স্থিরবুদ্ধিতে জ্ঞানালোচনা না করিয়া কখন "ইহাই আমার জ্ঞেয়" বলিয়া উপাসনা করিয়া যাহারা পরক্ষণে অন্যরূপে উপাসনা করে, তাহাদিগের জ্ঞানলাভ সর্ব্বতোভাবে অসিদ্ধ জানিবে॥ ১৩॥

জ্ঞানের সাধন যেরূপই হউক্ না কেন, একাগ্রচিত্তে সমাধি আশ্রয়দ্বারা যাহাতে বিবেকসাক্ষাৎকার নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যেমন যাহারা একাগ্রচিত্তে শরনির্ম্মাণকার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তাহাদিগের সমক্ষে রাজা উপস্থিত হইলেও তাহারা সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ যাহারা একাগ্রচিত্তে সমাধি আশ্রয়পূর্ব্বক জ্ঞানসাধনকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, অন্য কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকও তাঁহাদিগের সেই সমাধির হানি করিতে পারে না। তাঁহাদিগের চিত্ত সর্ব্বদাই সেই সমাধিতে নিরত থাকে, অন্য কোনপ্রকার চিত্তবৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। এইরূপে চিত্তের বিষয়ান্তরসঞ্চার নিবৃত্ত হইলেই অবশ্য ধ্যেয়সাক্ষাৎকার হয়; অতএব চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যক। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, যেমন ইষুকার, অর্থাৎ শরনির্ম্মাতা তাহার সম্মুখদিয়া রাজা চলিয়া গেলেও

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ ॥ ১৫ ॥

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো ন বেদ কিঞ্চিদ্বহিরন্তরং বা। যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্তমিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে॥" ইতি ॥ ১৪ ॥

সত্যাং শক্তৌ জ্ঞানবলাচ্ছাস্ত্রকৃতনিয়মো বৃথা লঙ্ঘ্যতে তদা জ্ঞানানিষ্পত্ত্যানর্থক্যং যোগিনো ভবতীত্যাহ। যঃ শাস্ত্রেষু কৃতো যোগিনাং নিয়মস্তস্যোল্লঙ্ঘনে জ্ঞাননিষ্পত্ত্যাখ্যোঽর্থো ন ভবতি লোকবৎ। যথা লোকে ভৈষজ্যাদৌ বিহিতপথ্যাদীনাং লঙ্ঘনে তত্তৎসিদ্ধির্ন ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। অশক্ত্যা জ্ঞানরক্ষার্থং বা লঙ্ঘনে তু ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ। "অপেতব্রতকর্ম্মা তু কেবলং ব্রহ্মণি স্থিতঃ। ব্রহ্মভূতশ্চরন্ লোকে ব্রহ্মচারীতি কথ্যতে॥"

তাঁহাকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ আত্মচিন্তনে যাহারা চিত্তকে অবরুদ্ধ করিয়াছে, কোন বাহ্যবিষয়েও তাহাদিগের জ্ঞান থাকে না। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চিত্তের একাগ্রতাব্যতিরেকে প্রকৃত জ্ঞানসাধন দুর্ল্লভ হইয়া পড়ে; অতএব ধ্যেয়বিষয়ে একাগ্র হইয়া চিন্তা করিবে ॥ ১৪ ॥

শক্তিসত্ত্বেও যদি কেহ জ্ঞানতঃ অকারণে শাস্ত্রকৃত নিয়মলঙ্ঘন করে, তাহাহইলে যোগিগণেরও জ্ঞাননিষ্পত্তির অভাবরূপ অনর্থঘটনা হয়; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—শাস্ত্রেতে যে যোগিগণের নিয়ম উক্ত আছে, তাহা লঙ্ঘন করিলে জ্ঞাননিষ্পত্তিরূপ অর্থলাভ হয় না, যেমন লৌকিক ব্যবহারে ঔষধাদি সেবন করিয়া বিহিত পথ্যাদি সেবন না করিলে সেই ঔষধসেবনের ফললাভ হয় না, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত নিয়মপালন না করিলে জ্ঞানলাভ হইতে পারে না; অতএব যোগিগণেরও শাস্ত্রোক্ত নিয়মপালন অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। অশক্তিবশতঃ অথবা জ্ঞানরক্ষার্থ নিয়মলঙ্ঘন করিলে তাহাতে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয় না। "যিনি ব্রতকর্ম্মাদি শাস্ত্রবিহিত নিয়মপরিত্যাগ না করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন এবং লোকে ব্রহ্মরূপে বিচরণ করিতে থাকেন, তাঁহাকেই ব্রহ্মচারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়"। এই ব্রহ্মধর্ম্মোক্ত প্রমাণে এবং বশিষ্ঠস্মৃতিবাক্যে শাস্ত্রোক্ত নিয়মপালনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা জানা যায়; অতএব বিষ্ণুপুরাণে বৃথা কর্ম্মপরি-

তদ্বিস্মরণেঽপি ভেকীবৎ ॥ ১৬ ॥

ইতি মোক্ষধর্ম্মাদিভ্যঃ। ইতি বশিষ্ঠাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। অতএব বিষ্ণুপুরাণাদৌ বৃথা কর্ম্মত্যাগিন এব পাষণ্ডতয়া নিন্দিতাঃ পুংসাং জটাধারণমৌণ্ড্যবতাং বৃথৈবেত্যাদিনেতি ॥ ১৫ ॥

নিয়মবিস্মরণেঽপ্যানর্থক্যমাহ। সুগমম্। ভেক্যাশ্চেয়মাখ্যায়িকা। কশ্চিদ্রাজা মৃগয়াং গতো বিপিনে সুন্দরীং কন্যাং দদর্শ। সা চ রাজ্ঞা ভার্য্যাভাবায় প্রার্থিতা নিয়মং চক্রে যদা মহ্যং ত্বয়া জলং প্রদর্শ্যতে তদা ময়া গন্তব্যমিতি। একদা তু ক্রীড়য়া পরিশ্রান্তা রাজানং পপ্রচ্ছ কুত্র জলমিতি। রাজাপি সময়ং বিস্মৃত্য জলমদর্শয়ৎ। ততঃ সা ভেকরাজদুহিতা কামরূপিণী

ত্যাগীরা পাষণ্ড বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। কর্ম্ম না করিয়া বৃথা জটাধারণ ও মস্তকমুণ্ডন করিলে কোন ফল হয় না, তাহাতে কেবল পাষণ্ডাদিরূপে নিন্দাভাজন হইতে হয় ॥ ১৫ ॥

নিয়ম বিস্মরণপূর্ব্বক যে কার্য্য করা যায়, তাহা বৃথা, তাহাতে কোন ফলসিদ্ধি হইতে পারে না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যাহারা শাস্ত্রোক্ত নিয়ম বিস্মৃত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদাদি পাঠ করে, তাহারা অনর্থক ভেকীর ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে। কোন রাজা মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটি পরমসুন্দরী কন্যা দেখিতে পাইলেন, অনন্তর সেই রাজা কুমারীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণমানসে কামিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, সুন্দরি! তুমি আমার ভার্য্যা হও, ইহাই আমার প্রার্থনা, তখন সেই কন্যা রাজার প্রার্থনা শুনিয়া রাজভার্য্যা হইতে সম্মত হইল এবং রাজাকে বলিল, আমি আপনার ভার্য্যা হইলাম বটে, কিন্তু আমার এই নিয়ম রহিল যে, যখন আপনি আমাকে জলপ্রদর্শন করিবেন, তখনই আমি চলিয়া যাইব। অনন্তর একদা রাজা সেই ভার্য্যার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, তাহাতে সেই কুমারী পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, এখানে জল কোথায় আছে? আমার পিপাসা হইয়াছে, জলপান করিব। রাজা পূর্ব্বোক্ত নিয়ম বিস্মৃত হইয়া স্বীয় ভার্য্যাকে

নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ ॥ ১৭ ॥

ভেকী ভূত্বা জলং বিবেশ ততশ্চ রাজা জালাদিভিরন্বিষ্যাপি ন তামবিন্দদিতি ॥ ১৬ ॥

শ্রবণবদ্‌গুরুবাক্যমীমাংসায়া অপ্যাবশ্যকত্ব ইতিহাসমাহ। পরামর্শো গুরুবাক্যতাৎপর্য্যনির্ণায়কো বিচারস্তং বিনোপদেশবাক্যশ্রবণেঽপি তত্ত্বজ্ঞাননিয়মো নাস্তি প্রজাপতিরুপদেশশ্রবণেঽপীন্দ্রবিরোচনয়োর্মধ্যে বিরোচনস্য পরামর্শাভাবেন ভ্রান্তত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ। অতো গুরূপদিষ্টস্য মননমপি

জল দেখাইয়া দিলেন। তখন সেই কামরূপিণী ভেকরাজদুহিতা আপন ইচ্ছানুসারে ভেকীর মূর্ত্তিধারণ করিয়া জলপ্রবেশ করিল। রাজা বিষণ্ণমনে রহিলেন এবং জালাদিদ্বারা জলমধ্যে বহু অন্বেষণ করিয়াও সেই কামিনীকে পাইলেন না। এইস্থলে রাজার যেমন পূর্ব্বনিয়ম স্মরণের ফল দেখা গেল, যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত নিয়ম বিস্মৃত হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ ফল হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

যেমন তত্ত্বজ্ঞানলাভে উপদেশশ্রবণ আবশ্যক, সেইরূপ গুরুবাক্যের মীমাংসাও আবশ্যক, ইহাই ইতিহাস উদাহরণপূর্ব্বক প্রমাণ করিতেছেন।— বিচারদ্বারা গুরুবাক্যের তত্ত্বনির্ণয় না করিয়া কেবল গুরুর উপদেশশ্রবণ করিলে তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিয়ম জানিতে পারে না। শ্রুত আছে যে, বিরোচন ও ইন্দ্র উভয়েই প্রজাপতির উপদেশশ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে ইন্দ্র সেই উপদিষ্ট বাক্যের বিচার করিয়া তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয়পূর্ব্বক সেই উপদেশানুসারে সাধন করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, আর বিরোচন সেই প্রজাপতির উপদিষ্ট বাক্যের তাৎপর্য্যনিরূপণ না করিয়া সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিরোচনের ভ্রান্তিদূর হয় নাই; অতএব গুরূপদিষ্ট বাক্যেরও বিচার করিতে হইবে। * গুরুদেব কি অভিপ্রায়ে কোন্ উপদেশ দিলেন, তাহার তাৎপর্য্য স্থির করিয়া জ্ঞানসাধন করিবে। গুরুর

* ছান্দোগ্যোপনিষৎমধ্যে দ্রষ্টব্য।

দৃষ্টস্তয়োরিন্দ্রস্য ॥ ১৮ ॥

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্ব্বহুকালাৎতদ্বৎ ॥১৯॥

কার্য্যমিতি। দৃশ্যতে চেদানীমপ্যেকস্যৈব তত্ত্বমস্যুপদেশস্য নানারূপৈরর্থৈঃ সম্ভাবনা। অথগুত্বমবৈধর্ম্ম্যলক্ষণাভেদোবিভাগশ্চেতি ॥ ১৭ ॥

অতএব চ পরামর্শো দৃশ্যত ইত্যাহ। তচ্ছব্দেনোক্তোচ্যমানয়োঃ পরামর্শঃ। তয়োরিন্দ্রবিরোচনয়োর্ম্মধ্যে পরামর্শ ইন্দ্রস্য দৃষ্টশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

সম্যগ্‌জ্ঞানার্থিনা চ গুরুসেবা বহুকালং কর্ত্তব্যেত্যাহ। তদ্বদিন্দ্রস্যেবান্যস্যাপি গুরৌ প্রণতি বেদাধ্যয়নসেবাদীন্ কৃত্বৈব সিদ্ধিস্তত্ত্বার্থস্ফূর্ত্তির্ভবতি নান্যথেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ইতি ॥ ১৯ ॥

বাক্যের ভাবার্থ না জানিতে পারিলে ভ্রান্তিদূর হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, যেহেতু গুরূপদিষ্ট বাক্যেরও নানাপ্রকার অর্থ হইতে পারে। এখনও "তত্ত্বমসি" এই এক উপদেশবাক্যের নানাপ্রকার অর্থ করিতে দেখা যায়; অতএব গুরুবাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণয় না করিয়া কেবল উপদেশশ্রবণে কেহ কৃতকৃত্য হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥

যেহেতু বিচারদ্বারা গুরুবাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণয় না করিলে ভ্রান্তিদূর হয় না, অতএব সেই তাৎপর্য্যনির্ণায়ক বিচারই দেখাইতেছেন।—কারণ ইন্দ্র ও বিরোচন এই উভয়ের মধ্যে ইন্দ্রেরই পরামর্শ, অর্থাৎ উপদিষ্ট বাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক বিচার দেখা যায় ॥ ১৮ ॥

যাঁহারা সম্যক্‌রূপ জ্ঞানকামনা করেন, তাঁহাদিগের বহুকাল গুরুসেবা করা কর্ত্তব্য। এই আশয়ে বলিতেছেন,—যেমন ইন্দ্র গুরুর উপদিষ্ট বাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক বিচারদ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অন্যেরও গুরুপ্রণাম, বেদাধ্যয়ন ও গুরুসেবাদি করিলে সিদ্ধি, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে। গুরুপ্রণামাদি না করিলে অন্য কোন উপায়ে প্রকৃত-তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইতে পারে না। যাহার দেবতাতে পরমভক্তি আছে এবং দেবভক্তির ন্যায় গুরুতেও যিনি বিশেষ ভক্তি করেন, তাঁহারই কথিত অর্থ-

ন কালনিয়মো বামদেববৎ ॥ ২০ ॥

অধ্যস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপাসকানামিব ॥ ২১ ॥

ঐহিকসাধনাদেব ভবতীত্যাদিজ্ঞানোদয়ে কালনিয়মো নাস্তি বামদেববৎ। বামদেবস্য জন্মান্তরীয়সাধনেভ্যো গর্ভেঽপি যথা জ্ঞানোদয়স্তথান্যস্যাপীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতীত্যাদিরিতি। অহং মনুরভবমিত্যাদিকমবৈধর্ম্ম্যলক্ষণাভেদপরং সর্ব্বব্যাপকতাখ্যব্রহ্মতাপরং বা। সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব ইত্যাদিস্মরণাৎ। স ইদং সর্ব্বং ভবতীতি স্বৌপাধিকপরিচ্ছেদস্যাত্যন্তোচ্ছেদপরমিতি ॥ ২০ ॥

নন্বু সগুণোপাসনায়া অপি জ্ঞানহেতুত্বশ্রবণাৎ তত এব জ্ঞানং ভবিষ্যতি কিমর্থং দুষ্করসূক্ষ্মযোগচর্য্যেতি তত্রাহ। সিদ্ধিরিত্যনুষজ্যতে। অধ্যস্তরূপৈঃ

সকল মহাত্মারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণেও সম্যক্ জ্ঞানার্থীর বহুকাল গুরুসেবা আবশ্যক বলিয়া জানা যায় ॥ ১৯ ॥

ঐহিক সাধনেই জ্ঞানোদয় হইতে পারে; সুতরাং সাধনদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তিতে কোন কালনিয়ম নাই। বামদেব মুনির জন্মান্তরীয় সাধনবলে গর্ভাবস্থাতে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইয়াছিল। বামদেবমুনির ন্যায় অন্যেরও সাধনবাহুল্য থাকিলে ইহজন্মেই জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে। অতএব জ্ঞানোৎপত্তিতে যে কোনরূপ কালনিয়ম আছে, তাহা বোধ হয় না। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, বামদেবঋষি ইহা দর্শন করিয়া বলিয়াছেন, "আমি মনু ও সূর্য্য হইয়াছি, অতএব যিনি 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান করেন, তিনিও এই সকল হইতে পারেন।" আমি মনু হইয়াছি, ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকতাপ্রযুক্ত আমি সর্ব্বময় হইয়াছি ॥ ২০ ॥

সগুণ ব্রহ্মোপাসনাতেই, জ্ঞানসিদ্ধি হয়, এইরূপ শ্রুত আছে; অতএব সেই গুণোপাসনাতেই জ্ঞানলাভ হইবে, দুষ্কর সূক্ষ্মযোগচর্চ্চার প্রয়োজন কি?

ইতরলাভেঽপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিযোগতো জন্মশ্রুতেঃ ॥২২॥

পুরুষাণাং ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদীনামুপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মাদিলোকপ্রাপ্তিক্রমেণ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা বা জ্ঞাননিষ্পত্তির্ন সাক্ষাৎ। যথা যাজ্ঞিকানামিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মাদিলোকপরম্পরয়াপি জ্ঞাননিষ্পত্তৌ নাস্তি নিয়ম ইত্যাহ। নির্গুণাত্মন্ ইতরস্যাধ্যস্তরূপস্য ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তস্য লাভেঽপ্যাবৃত্তিরস্তি কুতো দেবযানপথেন ব্রহ্মলোকং গতস্যাপি দ্যুপর্জ্জন্যধরামরযোষিদ্রূপাগ্নিপঞ্চকে পঞ্চাহুতিতো জন্মশ্রবণাৎ। ছান্দোগ্যপঞ্চমপ্রপাঠকে। অসৌ বাবলোকো গৌতমাগ্নিরিত্যাদিনেত্যর্থঃ। যচ্চ ব্রহ্মলোকাদনাবৃত্তিবাক্যং তৎ তত্রৈব প্রায়েণোৎপন্নজ্ঞানপুরুষবিষয়কমিতি ॥ ২২ ॥

এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন যাঁহারা যজ্ঞোপাসনা করেন, তাঁহাদিগের সেই যজ্ঞানুষ্ঠানফলে পরম্পরারূপে জ্ঞানলাভ হয়, সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদি পুরুষের উপাসনা হইতে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া ক্রমতঃ সত্ত্বশুদ্ধি হইয়া থাকে, অনন্তর সেই সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা পরম্পরারূপে জ্ঞানলাভ হইতে পারে, সাক্ষাৎজ্ঞানলাভ হয় না ; অতএব সাক্ষাৎ জ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত দুষ্কর সূক্ষ্মযোগচর্চ্চা আবশ্যক। এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, যোগদ্বারা যেরূপ সাক্ষাৎ জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে, ব্রহ্মাদির আরাধনারূপ সগুণোপাসনায় সেইরূপ সাক্ষাৎজ্ঞানলাভ হইতে পারে না। ২১।

ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্ত হইয়া পরম্পরারূপে যে জ্ঞাননিষ্পত্তি হয়, তাহাতে কোন নিয়ম নাই, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—নির্গুণ আত্মাভিন্ন সগুণ ব্রহ্মাদির উপাসনাদ্বারা যে ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি হয়, তাহাহইতেও পুনর্ব্বার সংসারে আবৃত্তি হইয়া থাকে, যেহেতু পঞ্চাগ্নিতে হোম করিলে তাহার জন্মশ্রবণ আছে। "যিনি গোতমাগ্নিতে হোম করেন, তাঁহারই এই লোক" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিতে পঞ্চম প্রপাঠকমধ্যে পঞ্চাগ্নি হোমকারীর পুনরাবৃত্তিশ্রবণ আছে। তবে যাহার একবার "ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাহার আর সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না" ইত্যাদি বাক্যে যে ব্রহ্মলোকগামী ব্যক্তির অনাবৃত্তি শ্রবণ আছে, তাহা উৎপন্ন জ্ঞানীর পক্ষে জানিবে। যে পুরুষের

বিরক্তস্য হেয়হানমুপাদেয়োপাদনং হংসক্ষীরবৎ ॥ ২৩ ॥

লব্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ ॥ ২৪ ॥

জ্ঞাননিষ্পত্তির্ব্বিরক্তস্তৈবেত্যত্র নিদর্শনমাহ। বিরক্তস্তৈব হেয়ানাং প্রকৃত্যাদীনাং হানমুপাদেয়স্য চাত্মন উপাদানং ভবতি। যথা দুগ্ধজলয়োরেকীভাবাপন্নয়োর্ম্মধ্যেঽসারজলত্যাগেন সারভূতক্ষীরোপাদানং হংসস্তৈব ন তু কাকাদেরিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধপুরুষসঙ্গাদপ্যেতদুভয়ং ভবতীত্যাহ। লব্ধোঽতিশয়ো জ্ঞানকাষ্ঠা যেন তৎসঙ্গাদপ্যুক্তং ভবতি হংসবদেবেত্যর্থঃ। যথালর্কস্য দত্তাত্রেয়সঙ্গমমাত্রাদেব স্বয়ং বিবেকঃ প্রাদুরভূদিতি ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাহারই পুনরাবৃত্তি হয় না। তদ্ভিন্ন যাহারা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হরাদি দেবতার উপাসনা করিয়া ব্রহ্মলোকলাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ২২ ॥

যাহারা সংসারবিরক্ত, তাহাদিগের জ্ঞাননিষ্পত্তি হয়, এই বিষয়ে নিদর্শন দেখাইতেছেন।—যাঁহারা বিষয়ে বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত্যাদিকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে গ্রহণ করিতে পারেন। যেমন জল ও দুগ্ধ এই উভয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দিলে কেবল হংসই উক্ত মিশ্রিতপদার্থ হইতে অসারাংশ জলভাগ পরিত্যাগ করিয়া সারভূত দুগ্ধগ্রহণ করিতে পারে, কাকাদির ঐ দুগ্ধ গ্রহণের শক্তি নাই; সেইরূপ বিষয়বিরক্ত ব্যক্তিরাই কেবল মিশ্রিত প্রকৃতি-পুরুষ হইতে অসারভূত প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া সারাংশ পরমাত্মপুরুষকে গ্রহণ করিতে পারে, সাধারণ বিষয়ানুরক্ত পুরুষের তাহা গ্রহণ করিতে শক্তি নাই ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গবশতও উক্ত উভয়, অর্থাৎ প্রকৃত্যাদি হেয়পদার্থের নিবৃত্তি এবং পুরুষাদির গ্রহণ হইয়া থাকে। এই আশয়ে বলিতেছেন।—যাঁহারা জ্ঞানের পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছেন, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সহবাসে অবস্থান করিলেই উভয়সিদ্ধি হইতে পারে। যেমন কেবল হংসই দুগ্ধ ও জল এই দুই পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দিলে সেই মিশ্রিত পদার্থ হইতে দুগ্ধগ্রহণ

ন কামচারিত্বং রাগোপহতে শুকবৎ ॥ ২৫ ॥

গুণযোগাদ্বদ্ধঃ শুকবৎ ॥ ২৬ ॥

রাগিসঙ্গো ন কার্য্য ইত্যাহ। রাগোপহতে পুরুষে কামতঃ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ শুকবৎ। যথা শুকপক্ষী প্রকৃষ্টরূপ ইতি কৃত্বা কামচরং ন করোতি রূপলোলুপৈর্ব্বন্ধনভয়াৎ তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

রাগিসঙ্গে তু দোষমাহ। তেষাং সঙ্গে তু গুণযোগাৎ তদীয়রাগাদিযোগাদ্বদ্ধঃ স্যাৎ শুকবদেব। যথা শুকপক্ষী ব্যাধস্য গুণৈ রজ্জুভির্ব্বদ্ধো ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। অথবা গুণিতয়া গুণলোলুপৈর্ব্বদ্ধো ভবতি শুকবদিত্যর্থঃ। অত্রৈ-

করিতে পারে, সেইরূপ যাহারা সৎসঙ্গসেবী, কেবল তাহারাই প্রকৃতিপরিত্যাগ করিয়া পুরুষের গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। অতর্কই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যেমন দত্তাত্রয়ের সংসর্গমাত্রই অলর্কের বিবেক উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিষয়বিরক্তেরই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বথা বিষয়ানুরাগীর সঙ্গপরিত্যাগ করিবে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—একবার বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইলে ইচ্ছাবশত বিষয়ানুরাগীর সহিত সহবাসাদি সঙ্গ করিবে না। যেমন শুকপক্ষী অতিসুরূপ, অতএব রূপলুব্ধ ব্যক্তিরা তাহাকে বন্ধন করিয়া লইতে পারে, এই ভয়ে শুক স্বেচ্ছাচারিত্ব পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বিরাগী পুরুষ বিষয়ানুরাগীর সঙ্গদোষে বদ্ধ হইতে পারে, অতএব রাগীপুরুষের সঙ্গপরিত্যাগ করা অবশ্যকর্ত্তব্য ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বে বিষয়ানুরাগীর সঙ্গপরিত্যাগ করিবে, এইমাত্র উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ রাগী ব্যক্তির সঙ্গে কি কি দোষ হইতে পারে, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—বিষয়ানুরাগিদিগের সহবাস করিতে করিতে নিজের চিত্তেও বিষয়ানুরাগ জন্মিয়া থাকে, তাহাহইলে সেই বিষয়ানুরাগরূপ গুণদ্বারা পুনর্ব্বার সংসারে বদ্ধ হইতে হয়। বিষয়বিরক্ত ব্যক্তির চিত্তে বিষয়ানুরাগের সঞ্চার হইলে ক্রমত সেই বৈরাগ্যের বিলোপ হইতে থাকে। যেমন শুকপক্ষী ব্যাধগণের রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে, অথবা শুক অতি গুণশালী বলিয়া যাহারা গুণগ্রাহী, তাহারা শুককে বদ্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ বিষয়ানুরাগীর

ন ভোগাদ্রাগশান্তির্মুনিবৎ ॥ ২৭ ॥

বোক্তং সৌভরিণা। "স মে সমাধির্জ্জলবাসমিত্রমৎস্যস্য সঙ্গাৎ সহসৈব নষ্টঃ। পরিগ্রহঃ সঙ্গকৃতো মমায়ং পরিগ্রহোত্থাশ্চ মহাবিধিৎসাঃ ॥" ইতি ॥ ২৬ ॥

বৈরাগ্যস্যাপ্যুপায়মবধারয়তি দ্বাভ্যাম্। যথা মুনেঃ সৌভরের্ভোগান্ন রাগশান্তিরভূৎ। এবমন্যেষামপি ন ভবতীত্যর্থঃ। তদুক্তং সৌভরিণৈব— "আমৃত্যুতো নৈব মনোরথানামন্তোঽস্তি বিজ্ঞাতমিদং ময়াদ্য। মনোরথাসক্তিপরস্য চিত্তং ন জায়তে বৈ পরমার্থসঙ্গি ॥" ইতি ॥ ২৭ ॥

সঙ্গে বিরাগী ব্যক্তিও বিষয়ানুরাগরূপ গুণে বদ্ধ হইতে পারে। এই বিষয়ে সৌভরিক নামা কোন বিবেকী ঋষি বলিয়াছেন, জলমধ্যে বাস করিয়াও মৎস্যের সহিত মিত্রতা করিয়া সেই মৎস্যের সঙ্গদোষে আমার সমাধিভঙ্গ হইল, সঙ্গদোষেই আমার এই পরিগ্রহ হইল এবং এই পরিগ্রহ হইতে জ্ঞানসাধনে বিরক্তি জন্মিল। সৌভরি মুনি জলমধ্যে সমাধি আশ্রয় করিয়াছিলেন, তথাতেও এক মৎস্যের সহিত তাঁহার মিত্রতা হইয়া সমাধি বিনষ্ট হয়; অতএব অনুরাগীর আসঙ্গ মহান্ অনর্থের হেতু ॥ ২৬ ॥

এইক্ষণ সূত্রদ্বয়ে বৈরাগ্যের উপায়নিরূপণ করিতেছেন।—ভোগ হইতে কখন রাগশান্তি হয় না। সৌভরি মুনিই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যেমন উক্ত মুনির ভোগ হইতে রাগশান্তি হয় নাই, সেইরূপ অন্যেরও ভোগ হইতে রাগনিবৃত্তি হইতে পারে না। উক্ত সৌভরি বলিয়াছেন, এইক্ষণ আমি ইহাই জানিলাম, মৃত্যুকালপর্য্যন্ত বিষয়ভোগ করিলেও মনোরথের শেষ হয় না; অতএব যাহাদিগের চিত্ত মনোরথসাধনে সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকে, তাহাদিগের অন্তঃকরণে কোনরূপেও ঈশ্বরাসঙ্গ হইতে পারে না; অতএব জানা যায় যে, বিষয়ভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ ভোগলিপ্সা বৃদ্ধিই পাইতে থাকে, কখন সেই ভোগে অনুরাগ নিবৃত্ত হয় না এবং বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত না হইলেও প্রকৃত বৈরাগ্যের উৎপত্তি সম্ভবে না; অতএব ভোগনিবৃত্তিই বৈরাগ্যের কারণ ॥ ২৭ ॥

দোষদর্শনাদুভয়োঃ ॥ ২৮ ॥

ন মলিনচেতস্যুপদেশবীজপ্ররোহোঽজবৎ ॥ ২৯ ॥

অপি তু। উভয়োঃ প্রকৃতিতৎকার্য্যয়োঃ পরিণামিত্বদুঃখাত্মকত্বাদিদোষদর্শনাদেব রাগশান্তির্ভবতি মুনিবদেবেত্যর্থঃ। সৌভরের্হি সঙ্গদোষদর্শনাদেব সঙ্গে বৈরাগ্যং শ্রূয়তে—"দুঃখং যদেবৈকশরীরজন্ম তথার্দ্ধসংখ্যং তদিদং প্রসূতম্। পরিগ্রহেণ ক্ষিতিপাত্মজানাং সুতৈরনেকৈর্বহুলীকৃতং তৎ ॥" ইতি ॥ ২৮ ॥

রাগাদিদোষোপহতস্যোপদেশগ্রহণেঽপ্যনধিকারমাহ। "উপদেশরূপং যজ্জ্ঞানবৃক্ষস্য বীজং তস্যাঙ্কুরোঽপি রাগাদিমলিনচিত্তে নোৎপদ্যতে। অজ-

বৈরাগ্যের কারণান্তর অবধারণ করিতেছেন।—প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যসকল এই উভয়ই পরিণামী ও দুঃখাত্মক, ইহারা সর্ব্বদাই দুঃখপ্রদান করে এবং নানারূপ প্রাপ্ত হয়; অতএব প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যে কোনরূপ সুখের সম্ভব নাই, এইরূপ দোষদর্শন করিলেই বিষয়ানুরাগের নিবৃত্তি হইতে পারে। যেমন সৌভরি মুনির সঙ্গদোষদর্শনে বৈরাগ্য হইয়াছিল, সেইরূপ সকলেরই প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যভূত সংসারের পরিণামিত্ব দুঃখাত্মকত্বাদি দোষদর্শন করিলে বৈরাগ্য হইতে পারে। উক্ত সৌভরি বলিয়াছেন, "আমার এই শরীরে যে সকল দুঃখ জন্মিয়াছিল, এইক্ষণ তাহার অর্দ্ধমাত্র আছে। আমি সঙ্গদোষে অনেক দুঃখে পতিত হইয়াছিলাম, এইক্ষণ সঙ্গপরিত্যাগে অপেক্ষাকৃত দুঃখের লাঘব হইয়াছে।" অতএব জানা যায় যে, সঙ্গবশতই দুঃখের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রাজা সুখে কালযাপন করেন বটে, কিন্তু তাঁহারও অনেক সন্তান জন্মিলে দুঃখবাহুল্য হয় ॥ ২৮ ॥

যাহাদিগের চিত্ত বিষয়ানুরাগাদি-দোষে দূষিত হইয়াছে, তাহাদিগের উপদেশগ্রহণেও অধিকার নাই। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যাহাদিগের চিত্ত রাগাদিদোষে মলিন হইয়াছে, সেই চিত্তভূমিতে উপদেশরূপ জ্ঞানবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। যেমন অজরাজের প্রিয়পত্নী ইন্দুমতীর মরণের পর অজরাজ প্রিয়াবিরহশোকে অধীর হইয়াছিলেন,

নাভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণবৎ ॥ ৩০ ॥

ন তজ্জস্যাপি তদ্রূপতা পঙ্কজবৎ ॥ ৩১ ॥

বৎ। যথাজনাম্নি নৃপে ভার্য্যাশোকমলিনচিত্তে বশিষ্ঠেনোক্তস্যাপ্যুপদেশ-বীজস্য নাঙ্কুর উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

কিং বহুনা। আপাতজ্ঞানমপি মলিনচেতস্যুপদেশান্ন জায়তে বিষয়ান্তর-সঙ্কারাদিভিঃ প্রতিবন্ধাৎ। যথা মলৈঃ প্রতিবন্ধান্মলিনদর্পণেঽর্থো ন প্রতি-বিম্বতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

যদি বা কথঞ্চিজ্জ্ঞানং জায়েত তথাপ্যুপদেশানুরূপং ন ভবেদিত্যাহ। তস্মাদুপদেশাজ্জাতস্যাপি জ্ঞানস্যোপদেশানুরূপতা ন ভবতি সামগ্র্যেণানাব-

---

তখন কুলগুরু বশিষ্ঠঋষি অজের শোকাপনয়নের নিমিত্ত অনেকপ্রকার উপদেশপ্রদান করেন, কিন্তু অজরাজ শোকে এইরূপ অভিভূত হইয়া-ছিলেন যে, বশিষ্ঠের উভদেশে সেই শোকের শান্তি হইল না। সেইরূপ যাহাদিগের চিত্তে বিষয়ানুরাগ বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহাদিগের শত শত উপদেশেও জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না ॥ ২৯ ॥

বিষয়ানুরাগীর পক্ষে আর বিশেষ কি, উপদেশপ্রদান করিলে তাহাদিগের মলিনচিত্তে জ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্র আভাসও হয় না, কারণ তাহাদিগের চিত্তে বিষয়ান্তরসঙ্কারাদি প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। যেমন মলিন দর্পণে মলাদি প্রতি-বন্ধকবশতঃ কোন পদার্থই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না, সেইরূপ যাহাদি-গের চিত্ত সর্ব্বদা বিষয়ানুরাগে অভিভূত আছে, তাহাদিগকে উপদেশপ্রদান করিলে কোন ফল হয় না। তাহাদিগের চিত্ত সর্ব্বদাই অন্যান্যবিষয়ে ব্যাপৃত থাকে; সুতরাং তাহাতে জ্ঞানের আবির্ভাবও হয় না। ৩০ ॥

যদিও বিষয়ানুরাগীর চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উপদেশানুরূপ ফলের প্রত্যাশা নাই। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।— বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিকে যতদূর উপদেশপ্রদান করা যায়, ফলে তাহার তত-দূর জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না, যেহেতু বিষয়ানুরাগীর চিত্ত অন্যান্যবিষয়ে আসক্ত থাকে; সুতরাং সেই ব্যক্তি সমগ্র উপদেশ বুঝিতে পারে না। যদি তাহার

ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতোপাস্যাসিদ্ধিবদুপাস্যসিদ্ধিবৎ ॥ ৩২ ॥

ইতি কাপিলসাংখ্যপ্রবচনে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

বোধাৎ। পঙ্কজবৎ। যথা বীজস্যোত্তমত্বেঽপি পঙ্কদোষাদ্বীজানুরূপতা পঙ্কজস্য ন ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। পঙ্কস্থানীয়ং শিষ্যচিত্তম্ ॥ ৩১ ॥

নতু ব্রহ্মলোকাদিষৈশ্বর্য্যৈরেব পুরুষার্থতাসিদ্ধ্যা কিমর্থমেতাবতা প্রয়াসেন মোক্ষায় জ্ঞাননিষ্পাদনং তত্রাহ। ঐশ্বর্য্যযোগেঽপি কৃতকৃত্যতা কৃতার্থতা নাস্তি ক্ষয়াতিশয়দুঃখৈরনুগমাৎ। উপাস্যসিদ্ধিবৎ। যথোপাস্যানাং ব্রহ্মাদীনাং সিদ্ধিযোগেঽপি ন কৃতকৃত্যতা তেষামপি যোগনিদ্রাদৌ যোগাভ্যাসশ্রবণাৎ তথৈব তদুপাসনয়া প্রাপ্ততদৈশ্বর্য্যস্যাপীত্যর্থঃ। উপাস্যসিদ্ধিবদিতিবীপ্সাধ্যায়সমাপ্তৌ ॥ ৩২ ॥

চিত্তে দোষ থাকিল, তবে সদুপদেশপ্রদানে কি করিতে পারে? যেমন দূষিত কর্দ্দমের মধ্যে উত্তম বীজরোপণ করিলেও সেই বীজের অঙ্কুর হয় বটে, কিন্তু ঐ অঙ্কুর বীজের অনুরূপ হয় না। সেইরূপ দূষিতচিত্তে সদুপদেশপ্রদান করিলেও উপদেশানুরূপ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মলোকাদিতে ঐশর্য্যদ্বারাই পুরুষার্থসিদ্ধি আছে, অতএব মোক্ষের নিমিত্ত বহু আয়াসসাধ্য জ্ঞানোৎপাদন নিষ্প্রয়োজন, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—ঐশ্বর্য্যদ্বারা পুরুষ কৃতার্থ হইতে পারে না। যেহেতু ঐশ্বর্য্যের ক্ষয় হইলেই পুনর্ব্বার দুঃখ হইয়া থাকে। তুমি যাহাদিগের উপাসনাদ্বারা ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া সুখী হইবে, তাহাদিগেরও দুঃখশ্রবণ আছে; অতএব ব্রহ্মাদি দেবগণের উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেও পুরুষকে কৃতার্থ বলা যায় না। যেহেতু ব্রহ্মাদিরও যোগনিদ্রারূপ যোগাভ্যাস শ্রুত আছে; সুতরাং জানা যায় যে, ব্রহ্মাদিরাও যদি যোগাভ্যাস করিলেন, তবে তাঁহাদিগের উপাসনাদ্বারা ব্রহ্মত্বাদিরূপ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হইলেও কৃতার্থ হইতে পারে না,

"অধ্যায়ত্রিতয়োক্তস্য বিবেকস্যান্তরঙ্গকম্।
আখ্যায়িকাভিঃ সম্প্রোক্তমত্রাধ্যায়ে সমাসতঃ॥"

ইতি বিজ্ঞানভিক্ষুনির্ম্মিতে কাপিলসাংখ্যপ্রবচনস্য ভাষ্যে
আখ্যায়িকাধ্যায়শ্চতুর্থঃ॥ ৪॥

অতএব ব্রহ্মাদিদেবগণও যেমন মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানলাভের মানসে যোগাভ্যাস করিয়াছেন, সেইরূপ সকলেরই মোক্ষের কারণীভূত জ্ঞান-লাভের উপায়স্বরূপ যোগাভ্যাসে যত্ন করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ত্রয়ে যে সকল বিবেকের কারণ উক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়ের আখ্যায়িকাপ্রদর্শন-পূর্ব্বক সংক্ষেপে সেই সকল কারণই উক্ত হইল॥ ৩২॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি ॥ ১ ॥

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ ॥ ২ ॥

স্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ পর্য্যাপ্ত ইতঃপরং স্বশাস্ত্রে পরেষাং পূর্ব্বপক্ষানপাকর্ত্তুং পঞ্চমাধ্যায় আরভ্যতে। তত্রাদাবাদিসূত্রেঽথশব্দেন যন্মঙ্গলং কৃতং তদ্ব্যর্থ-মিত্যাক্ষেপং সমাধত্তে। মঙ্গলাচরণং যৎ কৃতং তচ্ছৈস্তৈঃ প্রমাণৈঃ কর্ত্তব্য-তাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ইতি শব্দো হেত্বন্তরাকাঙ্ক্ষানিরাসার্থঃ ॥ ১ ॥

ঈশ্বরাসিদ্ধেরিতি যদুক্তং তন্নোপপদ্যতে কর্ম্মফলদাতৃতয়া তৎসিদ্ধেরিতি যে পূর্ব্বপক্ষিণস্তান্নিরাকরোতি। ঈশ্বরাধিষ্ঠিতে কারণে কর্ম্মফলরূপপরিণামস্য নিষ্পত্তির্ন যুক্তা। আবশ্যকেন কর্ম্মণৈব ফলনিষ্পত্তিসম্ভবাদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ইতিপূর্ব্বে স্বশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্ত পর্য্যাপ্তরূপে উক্ত হইয়াছে, অতঃপর স্বীয় শাস্ত্রে অন্যান্য বাদিদিগের যে সকল পূর্ব্বপক্ষ আছে, তাহা দূরীকরণার্থ এই পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ আদিসূত্রে যে "অথ" শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ; কোন কোন বাদীরা এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন, তাহার সমাধান করিতেছেন।—মঙ্গলাচরণ আধুনিক নহে। পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ আচার্য্যগণও স্ব স্ব অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং মঙ্গলাচরণের ফলও অপ্রত্যক্ষ নহে। অনেকস্থলে উহার ফল দেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রুতিতেও মঙ্গলাচরণ উক্ত আছে, এই সকল কারণে মঙ্গলাচরণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সিদ্ধ হইতেছে, এই নিমিত্তই সূত্রকার স্বীয় গ্রন্থের আদিসূত্রে "অথ" শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন ॥১॥

ইতিপূর্ব্বে স্বয়ং ঈশ্বরের অসিদ্ধিস্বীকার করিয়াছেন। তাহাও উপপন্ন হইতেছে না। ঈশ্বর কর্ম্মের ফলপ্রদান করেন বলিয়াই তাঁহার সিদ্ধি আছে। যদি ঈশ্বরই না থাকিবেন, তাহাহইলে মনুষ্যের সুখদুঃখাদি কর্ম্মফলের

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ ॥ ৩ ॥

লৌকিকেশ্বরবদিতরথা ॥ ৪ ॥

ঈশ্বরস্য ফলদাতৃত্বং ন ঘটতেঽপীত্যাহ সূত্রৈঃ। ঈশ্বরাধিষ্ঠাতৃত্বে স্বোপকারার্থমেব লোকবদধিষ্ঠানং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভবত্বীশ্বরস্যাপ্যুপকারঃ কা ক্ষতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ। ঈশ্বরস্যাপ্যুপকারস্বীকারে লৌকিকেশ্বরবদেব সোঽপি সংসারী স্যাৎ। অপূর্ণকামতয়া দুঃখাদিপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বিধান কে করিতে পারে? সুতরাং ঈশ্বরের অসিদ্ধি নাই, ইহাই জানা যাইতেছে বলিয়া কোন কোন বাদীরা এইমতে ঈশ্বরাসিদ্ধিস্বীকাররূপ দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এইক্ষণ উক্ত দোষের পরিহারার্থ বলিতেছেন।—ঈশ্বর যে কারণ সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেই কারণদ্বারা কর্ম্মের ফললাভ হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কর্ম্মের শক্তিবশতই তাহার ফল হইয়া থাকে, অতএব কর্ম্মই ফলপ্রদান করে; সুতরাং কর্ম্ম ফলের প্রদানকর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বরস্বীকার করিব কেন? ॥ ২ ॥

কর্ম্মফল প্রদান করেন বলিয়া অবশ্য ঈশ্বরস্বীকার করিতে হয়; সুতরাং সাংখ্যসূত্রকার ঈশ্বরের অসিদ্ধিস্বীকার করিলেন কেন, এই পূর্ব্বপক্ষের অন্য প্রকার সমাধান করিতেছেন।—তোমরা যে ঈশ্বর কর্ম্মফলপ্রদান করেন বলিতেছ, তাহাও ঘটিতেছে না। বাস্তবিক ঈশ্বর কোনরূপ কর্ম্মফল প্রদান করেন না। তাঁহার যে অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে, তাহাও স্বোপকারার্থ লোকবৎ অধিষ্ঠান জানিবে ॥ ৩ ॥

যদি ঈশ্বরেরও উপকারস্বীকার করি, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ঈশ্বরের উপকারস্বীকার করিলে তিনিও লৌকিক ঈশ্বরের ন্যায় সংসারী হইলেন। ঈশ্বরের উপকার ও সংসারস্বীকার করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণকামী বলিতে হয়; সুতরাং ঈশ্বরের দুঃখাদিপ্রসঙ্গ হইতে পারে; অতএব ঈশ্বরের উপকারস্বীকার করা যায় না ॥ ৪ ॥

পারিভাষিকো বা ॥ ৫ ॥

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ ॥ ৬ ॥

তথৈব ভবত্বিত্যাশঙ্ক্যাহ। সংসারসত্ত্বেঽপি চেদীশ্বরস্তর্হি সর্গাদ্যুৎপন্নপুরুষে পরিভাষামাত্রমস্মাকমিব ভবতামপি স্যাৎ। সংসারিত্বাপ্রতিহতেচ্ছত্বয়োর্বিরোধান্নিত্যৈশ্বর্য্যানুপপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ঈশ্বরস্যাধিষ্ঠাতৃত্বে বাধকান্তরমাহ। কিঞ্চ। রাগং বিনা নাধিষ্ঠাতৃত্বং সিদ্ধ্যতি প্রবৃত্তৌ রাগস্য প্রতিনিয়তকারণত্বাদিত্যর্থঃ। উপকার ইষ্টার্থসিদ্ধিঃ। রাগস্তূৎকটেচ্ছেতি ন পৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইল যে, ঈশ্বরের উপকারস্বীকার করিলে তাঁহার সংসার ও দুঃখপ্রসঙ্গ হয়, এইক্ষণ যদি বলি, ঈশ্বর সংসারী এবং তিনি অপূর্ণকাম বলিয়া তাঁহার দুঃখ আছে, তাহাতেই বা দোষ কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যিনি সংসারী, তাঁহাকেও যদি ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে সৃষ্টির আদিপুরুষের যে ঈশ্বরসংজ্ঞা, উহা পরিভাষামাত্র, অর্থাৎ তিনি কেবল নামেই ঈশ্বর, এইরূপ ঈশ্বরনাম আমাদিগেরও হইতে পারে এবং তোমরাও ঐরূপ ঈশ্বর হইতে পার। যিনি সংসারী, কখনও তাঁহার নিত্য ইচ্ছা হইতে পারে না, তোমরা সংসারীকেই নিত্য ইচ্ছাশালী ঈশ্বর বলিতেছ; সুতরাং এইরূপ বিরোধহেতু ঈশ্বরত্বই মিথ্যা হইল। অতএব ঈশ্বরকে সংসারী বলা যায় না ॥ ৫ ॥

ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ববিষয়ে বাধকান্তর দেখাইতেছেন।—রাগব্যতিরেকে অধিষ্ঠাতৃত্বের সিদ্ধি হয় না, যেহেতু রাগই প্রবৃত্তির নিয়ত কারণ। যাহার রাগ নাই, তাহার কোনরূপ প্রবৃত্তি হয় না এবং যিনি প্রবৃত্তিবিহীন, তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব। ঈশ্বরের রাগ নাই, অতএব তিনি অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। ইষ্টসিদ্ধিই উপকার এবং উৎকট ইচ্ছার নাম রাগ, অতএব ঈশ্বরের উপকারপ্রতিষেধের পর রাগের উল্লেখে পুনরুক্তিদোষ নিবৃত্ত হইল ॥ ৬ ॥

তদযোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ ॥ ৭ ॥

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ ॥ ৮ ॥

নন্বেবমস্তু রাগোঽপীশ্বরে তত্রাহ। রাগযোগেঽপি স্বীক্রিয়মাণে স নিত্যমুক্তো ন স্যাৎ ততশ্চ তে সিদ্ধান্তহানিরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ। প্রকৃতিং প্রত্যৈশ্বর্য্যং প্রকৃতিপরিণামভূতেচ্ছাদিনা ন সম্ভবতি। অন্যোঽন্যাশ্রয়াৎ। নিত্যেচ্ছাদিকং চ প্রকৃতৌ ন যুক্তং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধসাম্যাবস্থানুপপত্তেঃ। অতঃ প্রকারদ্বয়মবশিষ্যতে তদ্যথা। ঐশ্বর্য্যং কিং প্রধানশক্তিত্বেনাস্মদভিমতানামিচ্ছাদীনাং সাক্ষাদেব চেতনসম্বন্ধাৎ। কিং বায়স্কান্তমণিবৎ সন্নিধিসত্তামাত্রেণ প্রেরকত্বাদিতি ॥ ৭ ॥

তত্রাদ্যং পক্ষং দূষয়তি। প্রধানশক্তেরিচ্ছাদেঃ পুরুষে যোগাৎ পুরুষস্যাপি ধর্ম্মসঙ্গাপত্তিঃ। তথা চ স যৎ তত্র পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যদি ঈশ্বরের রাগস্বীকার করি, তাহাতে ক্ষতি কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ঈশ্বরের রাগযোগ স্বীকার করিলে তাঁহাকে নিত্যমুক্ত বলা যায় না, অতএব ঈশ্বর নিত্যমুক্ত এই সিদ্ধান্তের হানি হইতেছে এবং প্রকৃতির পরিণামভূত ইচ্ছাদিদ্বারা প্রকৃতির প্রতি ঐশ্বর্য্য সম্ভবে না। কারণ প্রকৃতির নিত্য ইচ্ছাদি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ সাম্যাবস্থার অনুপপত্তি হয়। তবে এইক্ষণ ঈশ্বরত্বের দ্বিবিধ আশঙ্কা হইতেছে।—সাক্ষাৎ চেতনসম্বন্ধপ্রযুক্ত আমাদিগের অভিমত প্রধান শক্তিরূপ ইচ্ছাদিই ঈশ্বর, অথবা সন্নিধিমাত্র প্রেরকতাশক্তিহেতু অয়স্কান্তমণির ন্যায় কোন পদার্থবিশেষই ঈশ্বর ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রে যে ঈশ্বরত্বের দ্বিবিধ আশঙ্কা হইয়াছে, তাহার আদ্যপক্ষে দোষপ্রদর্শন করিতেছেন।—ইচ্ছাদিকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলে, পুরুষেরও ধর্ম্মসঙ্গাপত্তি হয়, যেহেতু পুরুষে প্রধান শক্তি ইচ্ছাদির যোগ আছে। শ্রুতিতে পুরুষ অসঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ যদি তাহার ধর্ম্মসঙ্গ

সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্ ॥ ৯ ॥

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ১০ ॥

অন্ত্যে ত্বাহ। অয়স্কান্তবৎ সন্নিধিসত্তামাত্রেণ চেচ্চেতনৈশ্বর্য্যং তর্হি সর্ব্বেষামেব তত্তৎসর্গেষু ভোক্তৃণাং পুংসামবিশেষেণৈশ্বর্য্যমস্মদভিপ্রেতমেব সিদ্ধম্। অখিলভোক্তৃসংযোগাদেব প্রধানেন মহদাদিসর্জ্জনাদিতি। ততশ্চৈক এবেশ্বর ইতি ভবৎসিদ্ধান্তহানিরিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

স্যাদেতৎ। ঈশ্বরসাধকপ্রমাণবিরোধেনৈতেঽসত্তর্কা এব। অন্যথৈবংবিধাসত্তর্কসহস্রৈঃ প্রধানমপি বাধিতুং শক্যত ইতি তত্রাহ। তৎসিদ্ধির্নিত্যেশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষং নাস্তীত্যনুমানশব্দাবেব প্রমাণে বক্তব্যে তে চ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

প্রমাণীকৃত হইল, তাহাহইলে পুরুষের অসঙ্গতাবোধক শ্রুতির বিরোধ হয়; অতএব ঈশ্বরকে প্রধানশক্তি ইচ্ছাদিস্বরূপ বলা যায় না ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বসূত্রে ঈশ্বরত্বের দ্বিবিধ আশঙ্কার প্রথমপক্ষে দোষ দর্শাইয়া দ্বিতীয়পক্ষে দোষ দেখাইতেছেন।—অয়স্কান্তমণির ন্যায় সন্নিধিমাত্রই সকল বিষয় ভোগ করেন, এমন কোন চেতন পদার্থকে যদি ঈশ্বর বল, তাহাহইলে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের সৃষ্টিবিষয়ে সকল ভোক্তা পুরুষকেই অবিশেষে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। এই ঈশত্ব আমাদিগের সম্মত; সুতরাং আমরা যে নিত্য ঈশ্বরপ্রতিষেধ করিয়াছি, তাহাই সিদ্ধ হইল। যেহেতু অখিল ভোক্তা পুরুষের সংযোগবশতই প্রকৃতি মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি করেন, তবে এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমরা যে নিত্য এক ঈশ্বর স্বীকার কর, সেই সিদ্ধান্তের প্রতিষেধ হইল কি না ॥ ৯ ॥

যদিও আমাদিগের এক ঈশ্বরসিদ্ধান্তের হানি হউক, তথাপি ঈশ্বরসাধক প্রমাণের বিরোধহেতু উক্ত তর্কসকলই অসত্তর্কমধ্যে পরিগণিত বলিয়া জানিতে হইবে, অন্যথা ঐরূপ সহস্র সহস্র অসত্তর্কদ্বারা প্রকৃতিসিদ্ধিরও বাধ হইতে পারে; সুতরাং নিত্য ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতেছে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—নিত্য ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নাই, অতএব অনুমান ও শব্দ এই

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ॥ ১১ ॥

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য ॥ ১২ ॥

অসম্ভবমেব প্রতিপাদয়তি সূত্রাভ্যাম্। সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ। অভাবোঽসিদ্ধিঃ। তথা চ মহদাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাদিত্যাদ্যনুমানেষ্বপ্রয়োজকত্বেন ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ্যা নেশ্বরেঽনুমানমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নাপি শব্দ ইত্যাহ। প্রপঞ্চে প্রধানকার্য্যত্বস্যৈব শ্রুতিরস্তি ন চেতনকারণত্বে। যথা—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।" তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে-

---

উভয়ই ঈশ্বরসিদ্ধিতে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এই উভয় প্রমাণই অসম্ভব, অর্থাৎ ঈশ্বরসিদ্ধিতে শব্দ ও অনুমান এই উভয় প্রমাণই অসিদ্ধ। এমন কোন শব্দ বা অনুমান নাই যে, সেই প্রমাণবলে ঈশ্বরসিদ্ধি হইতে পারে ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরসিদ্ধিবিষয়ে অনুমান ও শব্দ এই উভয় প্রমাণই অসম্ভব, এই সূত্রে অনুমানের অসম্ভব দেখাইতেছেন।—অনুমানের প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞানই কারণ, ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকিলে অনুমান হইতে পারে না, এইস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অসিদ্ধিপ্রযুক্তই অনুমান অসিদ্ধ হইতেছে। মহত্তত্ত্বাদি সকলই কার্য্য এবং কার্য্যমাত্রেরই কর্ত্তা আছে, এইপ্রকারে কর্তৃত্বরূপে ঈশ্বরানুমানে অপ্রয়োজকত্বরূপ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিদোষ আছে; সুতরাং ঈশ্বরের অনুমান অসিদ্ধ হইল। ১১।

পূর্ব্বসূত্রে ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান প্রমাণের অসিদ্ধিপ্রতিপাদন করিয়া এইসূত্রে শব্দপ্রমাণের অসিদ্ধিপ্রতিপাদন করিতেছেন।—এই প্রপঞ্চ জগৎ প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু চৈতন্যকারণত্বে কোন শ্রুতি নাই। "সত্ত্ব-রজ-তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি এক, এই একাপ্রকৃতি বহু প্রজা সৃষ্টি করেন এবং এই প্রপঞ্চ অব্যক্ত ছিল, প্রকৃতি তাহা নামরূপাদিদ্বারা ব্যক্ত করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে এই প্রপঞ্চ প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া জানা যায়;

ত্যাদিরিত্যর্থঃ। যা চ তদৈক্ষত বহু স্যামিত্যাদিশ্চেতনকারণতাশ্রুতিঃ সা সর্গাদাবুৎপন্নস্য মহত্তত্ত্বোপাধিকস্য মহাপুরুষস্য জন্যজ্ঞানপরা। কিং বা বহুভবনানুরোধাৎ প্রধানএব কূলং পিপতিষতীতিবদ্গৌণী। অন্যথা সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চেত্যাদিশ্রুত্যুক্তাপরিণামিত্বস্য পুরুষেঽনুপপত্তেরিতি। অয়ং চেশ্বরপ্রতিষেধ ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্যার্থমীশ্বরজ্ঞানং বিনাপি মোক্ষপ্রতিপাদনার্থং চ প্রৌঢ়িবাদমাত্রমিতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতম্। অন্যথা জীবব্যাবৃত্তস্যেশ্বরনিত্যত্বাদের্গৌণত্বকল্পনাগৌরবম্। ঔপাধিকানাং নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদীনাং মহদাদিপরিণামানাং চাঙ্গীকারেণ কৌটস্থ্যাদ্যুপপত্তেরিত্যাদিকং ব্রহ্মমীমাংসায়াং দ্রষ্টব্যমিতি। ১২॥

সুতরাং প্রকৃতির সিদ্ধিতেই শব্দপ্রমাণ দেখা যায়, ঈশ্বরসিদ্ধিতে কোন শব্দপ্রমাণ নাই। যদিও "তদৈক্ষত বহু স্যাং" ইত্যাদি চেতনকারণতাশ্রুতি থাকুক, তথাপি এই শ্রুতিবলে যিনি জগতের চেতন কারণ, তিনি ঈশ্বর; এই প্রমাণে ঈশ্বরসিদ্ধি হইতে পারে না। যেহেতু সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন মহত্তত্ত্বোপাধিক মহাপুরুষের জন্য জ্ঞানই উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত; অর্থাৎ উক্ত মহাপুরুষের জন্য জ্ঞানই প্রপঞ্চের কারণ, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ। কিম্বা বহু কার্য্যের অনুরোধে প্রকৃতিরই করণতা জানিবে। যেমন "কূল পতিত হইতে ইচ্ছা করে" এইস্থলে কূল অচেতন হইলেও তাহার গৌণকর্তৃত্বস্বীকার করা যায়, সেইরূপ অচেতন প্রকৃতির গৌণকরণতা আছে। অন্যথা "পুরুষ সর্ব্বসাক্ষী, চিন্ময় ও নির্গুণ" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে পুরুষের অপরিণামিত্ব উক্ত আছে, তাহার অনুপপত্তি হয়। ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্যোৎপাদনার্থ এবং ঈশ্বরজ্ঞানব্যতিরেকে মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত উক্ত ঈশ্বরপ্রতিষেধ কেবল অল্পজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সাহঙ্কার বাক্যমাত্র বলিয়া পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্যথা জীবাতিরিক্তবৃত্তি নিত্য ঈশ্বরাদির গৌণত্বপরিকল্পনায় গৌরব হয়, ঔপাধিক নিত্য জ্ঞান ও ইচ্ছাদিকে মহত্তত্ত্বাদির পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিলেই ব্রহ্মের কূটস্থতাসিদ্ধি হইতে পারে, ইহার সবিশেষ ব্রহ্মমীমাংসায় দ্রষ্টব্য॥ ১২॥

নাবিদ্যাশক্তিযোগো নিঃসঙ্গস্য ॥ ১৩ ॥

তদ্যোগে তৎসিদ্ধাবন্যোঽন্যাশ্রয়ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

নাবিদ্যাতো বন্ধ ইতি যৎ সিদ্ধান্তিতং প্রথমপাদে তত্র পরমতং বিস্তরতঃ প্রঘট্টকেন দূষয়তি। পরে প্রাহুঃ প্রধানং নাস্তি কিন্তু জ্ঞাননাশ্যানাদ্যবিদ্যাখ্যা শক্তিশ্চেতনে তিষ্ঠতি তত এব চেতনস্য সম্বন্ধস্তন্নাশে চ মোক্ষ ইতি। তত্রেদমুচ্যতে। নিঃসঙ্গতয়া চেতনস্যাবিদ্যাশক্তিযোগঃ সাক্ষান্ন সম্ভবতীতি। অবিদ্যা হ্যস্মিংস্তদাকারতা সা চ বিকারবিশেষোধিকারহেতুসংযোগরূপং সঙ্গং বিনা ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

নন্ববিদ্যাবশাদেবাবিদ্যাযোগো বক্তব্যঃ। তথা চাপারমার্থিকত্বান্ন তয়া সঙ্গ ইতি তত্রাহ। অবিদ্যাযোগাদবিদ্যাসিদ্ধৌ চান্যোঽন্যাশ্রয়ত্বমাত্মাশ্রয়ত্বম্। অনবস্থা বেতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

প্রথম অধ্যায়ে অবিদ্যাদ্বারা পুরুষের বন্ধ হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ঐ সিদ্ধান্তের প্রতি বিবিধবাদীরা নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া থাকেন, এইস্থত্রে সেই সকল পরপ্রদত্ত দোষের নিরাস করিতেছেন।—কোন কোন বাদীরা বলেন, প্রকৃতি নাই ; কিন্তু জ্ঞাননাশ্য অবিদ্যাখ্য শক্তি চেতনপুরুষে বিদ্যমান আছে, এই অবিদ্যাশক্তি হইতেই সচেতন পুরুষের বন্ধ হয় এবং এই অবিদ্যা সম্বন্ধের নাশ হইলেই পুরুষের মোক্ষ হইয়া থাকে। তবে অবিদ্যা হইতে পুরুষের বন্ধ হয় না, এই সিদ্ধান্ত কিরূপে স্থির থাকিতে পারে ? এই মতের নিবারণার্থ বলিতেছেন।—পুরুষ নিঃসঙ্গ, তাঁহার সাক্ষাৎ অবিদ্যাযোগ সম্ভবে না, যেহেতু এক বস্তুতে অপরপ্রকার জ্ঞানই অবিদ্যা। ইহা একপ্রকার বিকার, অধিকারহেতু সংযোগরূপ সঙ্গব্যতিরেকে এই অবিদ্যা সম্ভবে না ; সুতরাং পুরুষের অবিদ্যাখ্য শক্তিযোগ হয়, এই সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ হইল ॥ ১৩ ॥

অবিদ্যাবশতই পুরুষের অবিদ্যাযোগ বলি, এই আশয়ে বলিতেছেন, অবিদ্যাবশত পুরুষে অবিদ্যাযোগের সিদ্ধি হইতে পারে না, যেহেতু উহাতে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয়। অবিদ্যাই অবিদ্যযোগের কারণ, ইহাই এইস্থলে

ন বীজাঙ্কুরবৎ সাদিসংসারশ্রুতেঃ ॥ ১৫ ॥

বিদ্যাতোঽন্যত্বে ব্রহ্মবাধপ্রসঙ্গঃ ॥ ১৬ ॥

নমু বীজাঙ্কুরবদনবস্থা ন দোষায়েত্যাশঙ্ক্যাহ। বীজাঙ্কুরবদপ্যনবস্থা ন সম্ভবতি পুরুষাণাং সংসারস্যাবিদ্যাদ্যখিলানর্থরূপস্য সাদিত্বশ্রুতেঃ। প্রলয়-সুষুপ্ত্যাদাবভাবশ্রবণাদিত্যর্থঃ। বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতীত্যাদিশ্রুতিভির্হি প্রলয়াদৌ বুদ্ধিবৃত্ত্যভাবেন তদৌপাধিকাবিদ্যাবিদ্যাদ্যখিলসংসারশূন্যচিন্মাত্রত্বং পুরুষাণাং সিদ্ধমিতি। তস্মাদবিদ্যাপ্যাবিদ্যকীতি বাঙ্মাত্রম্ ॥ ১৫ ॥

নন্বস্মাকমবিদ্যা পারিভাষিকী ন তু যোগোক্তানাত্মন্যাত্মবুদ্ধ্যাদিরূপা তথা

অন্যোন্যাশ্রয়দোষ এবং অনবস্থাদোষও ঘটিতেছে, অর্থাৎ এক অবিদ্যা অবিদ্যা-যোগের কারণ, পুনর্ব্বার সেই অবিদ্যাযোগের প্রতি অপর অবিদ্যা কারণ। এইরূপে অবিদ্যার শেষ হইতে পারে না, ইহাই অনবস্থা ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনবস্থাদোষ স্বীকৃত আছে, তবে আর অনবস্থাদোষভয়ে অবিদ্যাবশত অবিদ্যাযোগে দোষ কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—এইস্থলে বীজাঙ্কুরাদির ন্যায় অনবস্থাদোষের সম্ভব হয় না, যেহেতু অবিদ্যাদি অখিল অনর্থরূপ পুরুষের সংসারের আদি শ্রবণ আছে, আর প্রলয় ও সুষুপ্তিতে সেই সংসারের অভাব হয়, ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। বীজাঙ্কুরস্থলে অনাদি কারণতাদ্বারা অনবস্থাদোষের নিবৃত্তি হইয়াছে, এইস্থলে সংসারের আদি আছে, সুতরাং অনবস্থা থাকিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান-পুরুষ এই সকল ভূত হইতে উত্থিত হইয়া পশ্চাৎ তাহাতেই প্রবেশ করেন, ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রলয়ের আদিতে বুদ্ধিবৃত্তির অভাবপ্রযুক্ত সেই বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ উপাধিজন্য অবিদ্যাবিদ্যাদি অখিল সংসারশূন্যতা চিন্মাত্র পুরু-ষের সিদ্ধ আছে; অতএব অবিদ্যাবশত পুরুষের বন্ধযোগ হয় না, এই সিদ্ধান্ত নির্দ্দিষ্ট হইল ॥ ১৫ ॥

যোগসূত্রে অনাত্মগত আত্মবুদ্ধিকে অবিদ্যা বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, আমাদিগের মতে যোগসূত্রোক্ত অবিদ্যা স্বীকৃত নহে, আমরা পারিভাষিকী

অবাধে নৈষ্ফল্যম্‌ ॥ ১৭ ॥

বিদ্যাবাধ্যত্বে জগতোঽপ্যেবম্‌ ॥ ১৮ ॥

চ ভবতাং প্রধানবদেবাস্মাকমপি তস্যা অখণ্ডানাদিতয়া পুরুষনিষ্ঠত্বেঽপি নাসঙ্গতাহানিরিত্যাশঙ্কায়াং পরিকল্পিতমবিদ্যাশব্দার্থং বিকল্প্য দূষয়তি। যদি বিদ্যান্যত্বমেবাবিদ্যাশব্দার্থস্তর্হি তস্য জ্ঞাননাশ্যতয়া ব্রহ্মণ আত্মনোঽপি বাধো নাশঃ প্রসজ্যতে বিদ্যাভিন্নত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

যদি ত্ববিদ্যারূপমপি বিদ্যয়া ন বাধ্যেত তর্হি বিদ্যাবৈফল্যম্‌। অবিদ্যা-নিবর্ত্তকত্বাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

পক্ষান্তরং দূষয়তি। যদি পুনর্ব্বিদ্যয়া চেতনে বাধ্যত্বমেবাবিদ্যাত্বমুচ্যতে

অবিদ্যাস্বীকার করিয়া থাকি, অতএব তোমাদিগের মতে যেমন প্রকৃতি অখণ্ড ও অনাদি, সেইরূপ আমাদিগের মতে অবিদ্যা অখণ্ড ও অনাদি, এই অবিদ্যা পুরুষে বর্ত্তমান থাকিলে পুরুষের অসঙ্গত্বের হানি হয় না। এই আশ-ঙ্কাতে অবিদ্যাশব্দের পরিকল্পিত অর্থে দোষপ্রদানপূর্ব্বক অন্যরূপ অর্থ করিতে-ছেন।—যদি বিদ্যাভিন্নই অবিদ্যা, এইরূপ অবিদ্যাশব্দের অর্থ কর, সুতরাং সেই অবিদ্যারও জ্ঞাননাশ্যত্বস্বীকার করিতে হয়, তাহাহইলে আত্মারও নাশপ্রসঙ্গ হয়। যেহেতু আত্মাও বিদ্যাভিন্ন। বিদ্যাভিন্ন সমুদায় অবিদ্যা এবং জ্ঞান হইলেই অবিদ্যার নাশ হয়, তবে আত্মাও বিদ্যার অতিরিক্ত, তাহাকেও অবিদ্যা বলা যায় এবং আত্মা অবিদ্যা হইলেই জ্ঞানদ্বারা তাহার নাশ হইতে পারে। ১৬।

যদি বিদ্যা অবিদ্যাকে বিনাশ করিতে না পারে, তাহাহইলে বিদ্যার বিফলতা হয়; যেহেতু তাহার অবিদ্যানিবৃত্তি শক্তি নাই। অবিদ্যানিবৃত্তিই বিদ্যার ফল, যদি বিদ্যা অবিদ্যার নিবৃত্তি করিতে না পারিল, তবে সেই অবিদ্যার ফল কি। ১৭ ॥

বাদীদিগের মতান্তরে দোষপ্রদর্শন করিতেছেন।—কোন কোন বাদীরা বলেন যে, যাহা বিদ্যাকর্ত্তৃক বাধিত হয়, তাহাই অবিদ্যা। যদি এইরূপ

তদ্রূপত্বে সাদিত্বম্ ॥ ১৯ ॥

তথা সতি জগতঃ প্রকৃতিমহদাদ্যখিলপ্রপঞ্চস্যাপ্যেবমবিদ্যাত্বং স্যাৎ। অথাত আদেশো নেতি নেত্যস্থূলমনণ্বিত্যাদিশ্রুতিভির্ম্মিথ্যাজ্ঞানস্যেব প্রকৃত্যাদেরপ্যাত্মনি বাধিতত্বাদিত্যর্থঃ। তথা চাখিলপ্রপঞ্চস্যৈবাবিদ্যাত্বে সত্যেকস্য জ্ঞানেনাবিদ্যানাশাদন্যৈরপি প্রপঞ্চো ন দৃশ্যেতেতি ভাবঃ। বিদ্যানাশ্যত্বং চাবিদ্যাত্বং বক্তুং ন শক্যতে বিদ্যানাশ্যত্বেন বিদ্যানাশ্যগ্রহাসম্ভবাদাত্মাশ্রয়াদিতি ॥ ১৮ ॥

ভবতু বা যথাকথঞ্চিদ্বিদ্যাবাধ্যত্বমেবাবিদ্যাত্বং তথাপি তাদৃশবস্তুনঃ সাদিত্বমেব পুরুষেষু ন ত্বনাদিত্বং সম্ভবতি। বিজ্ঞানঘনএবেত্যাদ্যুক্তশ্রুতিভিঃ প্রলয়াদৌ পুরুষস্য চিন্মাত্রত্বসিদ্ধেরিত্যর্থঃ অস্মন্মতে চ প্রলয়ে পুরুষস্যাসংসারিত্বেঽপি স্বতন্ত্রনিত্যপ্রধানযোগাৎ পুনর্ব্বন্ধ উপপাদিতস্তথা প্রধানসংযোগে-

---

অবিদ্যালক্ষণ স্থিরীকৃত হইল, তাহাহইলে জগতে প্রকৃতি মহত্তত্ত্বাদি সকল প্রপঞ্চকেই অবিদ্যা বলা যাইতে পারে, কারণ প্রকৃতি মহত্তত্ত্বপ্রভৃতি সকল প্রপঞ্চই অবিদ্যাকর্ত্তৃক বাধিত হয়। "ক্ষিতি নয়, জল নয়, স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয়," ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, যেমন মিথ্যাজ্ঞান আত্মাতে বাধিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিপ্রভৃতিও আত্মাতে বাধিত আছে, উপসংহারে ইহাই জানা যায় যে, যদি অখিল প্রপঞ্চই অবিদ্যাস্বরূপ হইল, তাহাহইলে জ্ঞানদ্বারা এক অবিদ্যার নাশে প্রপঞ্চেরও নাশ হইতে পারে; সুতরাং প্রপঞ্চমাত্র অদৃশ্য হয়, অর্থাৎ একটিমাত্র প্রপঞ্চ থাকিতে পারে না। অতএব যাহা বিদ্যানাশ্য, তাহাই অবিদ্যা ইহা বলা যায় না। বিশেষতঃ বিদ্যানাশ্যত্বরূপে বিদ্যানাশ্যের জ্ঞান অসম্ভবহেতু আত্মাশ্রয়দোষ হয় ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত দোষ অগ্রাহ্য করিয়াও যদি যাহা বিদ্যানাশ্য, তাহাকেই অবিদ্যা বলি, তাহাহইলেও উক্তরূপ অবিদ্যার আদি আছে, ইহাই জানা যায়, তাহা অনাদি নহে, যেহেতু "পুরুষ বিজ্ঞানময়" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে প্রলয়াদিতেও পুরুষের চিন্ময়ত্ব সিদ্ধি আছে। আমাদিগের মতে প্রলয়কালে পুরুষ অসংসারী হইলেও স্বতন্ত্ররূপে নিত্য প্রকৃতির সংযোগহেতু তাহার বন্ধ উপ-

ন ধর্ম্মাপলাপঃ প্রকৃতিকার্য্যবৈচিত্র্যাৎ ॥ ২০ ॥

শ্রুতিলিঙ্গাদিভিস্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ২১ ॥

ঽপি প্রাগ্ভবীয়াবিবেক এব বাসনাদৃষ্টাদিদ্বারা নিমিত্তমিত্যপ্যুক্তম্। তস্মা-দ্যোগদর্শনোক্তাদন্যা নাস্ত্যবিদ্যা সা চ বুদ্ধিধর্ম্ম এব ন পুরুষধর্ম্ম ইতি সিদ্ধম্॥ ১৯॥

অত্রৈবাধ্যায়ে কর্ম্মনিমিত্তা প্রধানপ্রবৃত্তিরিতি যদুক্তং তত্র পরপূর্ব্বপক্ষং সমাধত্তে প্রঘট্টকেন। অপ্রত্যক্ষতয়া ধর্ম্মাপলাপো ন সম্ভবতি প্রকৃতিকার্য্যেষু বৈচিত্র্যান্যথানুপপত্ত্যা তদনুমানাদিত্যর্থঃ॥ ২০॥

প্রমাণান্তরমপ্যাহ। পুণ্যো বৈ পুণ্যেন ভবতি পাপঃ পাপেনেত্যাদি-শ্রুতেঃ স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেতেতি বিধ্যাদিরূপাল্লিঙ্গাদ্যোগি প্রত্যক্ষাদি-ভিশ্চ তৎসিদ্ধিরিত্যর্থঃ॥ ২১॥

পাদিত হইল এবং পুরুষে প্রকৃতিসংযোগ হইলেই পূর্ব্বোৎপন্ন অবিবেকই বাসনা ও অদৃষ্টাদিদ্বারা নিমিত্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে; অতএব যোগসূত্রে যেরূপ অবিদ্যা উক্ত আছে, তদ্ভিন্ন অন্য অবিদ্যা নাই। সেই অবিদ্যাও বুদ্ধির ধর্ম্মসিদ্ধ, উহা পুরুষের ধর্ম্ম নহে, ইহাই সিদ্ধ হইল॥ ১৯॥

এই অধ্যায়ে যে প্রকৃতির প্রবৃত্তিকে কর্ম্মনিমিত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে অন্যবাদীরা পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন, এইসূত্রে সেই পর-পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিতেছেন।—প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া ধর্ম্মের অপলাপ সম্ভব হয় না; অতএব ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহা অস্বীকার করা যায় না। যদি ধর্ম্মই স্বীকার না কর, তাহাহইলে প্রকৃতির যে কার্য্যের বিচিত্রতা হয়, তাহার কিরূপে উপপত্তি হইতে পারে। ধর্ম্ম আছে বলিয়াই তাহার নানা-রূপ কার্য্য হইতেছে, অন্যথা কার্য্যের নানারূপত্বের অন্য উপায় নাই। প্রকৃতির কার্য্যবিচিত্রতার অন্যপ্রকারে উপপত্তি নাই বলিয়া ধর্ম্মের অনুমান হয়; অতএব কর্ম্মই যে প্রকৃতির প্রবৃত্তির নিমিত্ত, ইহা প্রমাণীকৃত হইল॥ ২০॥

ধর্ম্মসিদ্ধিবিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—"পুণ্যদ্বারা পুণ্য এবং পাপহেতু পাপ হয়" ইত্যাদি শ্রুতি, আর "স্বর্গকামী ব্যক্তি অশ্বমেধযাগ

ন নিয়মঃ প্রমাণান্তরাবকাশাৎ ॥ ২২ ॥

উভয়ত্রাপ্যেবম্ ॥ ২৩ ॥

অর্থাৎ সিদ্ধিশ্চেৎ সমানমুভয়োঃ ॥ ২৪ ॥

প্রত্যক্ষাভাবাদ্ধর্ম্মাসিদ্ধিরিতি পরস্ত হেতুমাভাসীকরোতি। প্রত্যক্ষাভাবাদ্বস্বভাব ইতি নিয়মো নাস্তি প্রমাণান্তরেণাপি বস্তুনাং বিষয়ীকরণাদিত্যর্থঃ। ২২ ॥

ধর্ম্মবদধর্ম্মমপি সাধয়তি। ধর্ম্মবদধর্ম্মেঽপ্যেবং প্রমাণানীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

নমু বিধ্যন্যথানুপপত্তিরূপয়ার্থাপত্ত্যা ধর্ম্মসিদ্ধিঃ সা চ নাস্ত্যধর্ম্ম ইতি কথং

করিবে," এই সকল বিধিবাক্য এবং যোগিগণের প্রত্যক্ষাদিদ্বারা ধর্ম্মের সিদ্ধি আছে। ধর্ম্ম না থাকিলে "পুণ্যদ্বারা পুণ্য হয়" ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা কিরূপে হইতে পারে? স্বর্গকামী ব্যক্তিরা অশ্বমেধযজ্ঞ করিবে, এইরূপ বিধিরই বা প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ যোগিগণ ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, অতএব ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পার না, অবশ্যই ধর্ম্মস্বীকার করিতে হয়। ২১ ।

পূর্ব্বে যে প্রত্যক্ষাভাববশতঃ ধর্ম্মের অসিদ্ধির আশঙ্কা হইয়াছে, তাহাতে পরপ্রযুক্ত হেতুর অপ্রামাণ্য দেখাইতেছেন।—প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়াই যে বস্তুর অসিদ্ধি, ইহাতে কোন নিয়ম নাই। কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ না হইলেও প্রমাণান্তরদ্বারা তাহার সিদ্ধি হইতে পারে। কখন কখন সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা বলিয়াই যে বস্তুর অভাবস্বীকার করা, ইহা অসঙ্গত; অতএব ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহা স্বীকার করিতে হয়। ২২।

যে যে যুক্তিতে ধর্ম্মের সত্তা স্বীকৃত হইল, সেই সেই যুক্তিতে অধর্ম্মও স্বীকার করিতে হয়। যেমন ধর্ম্মের সত্তাবিষয়ে অনেকানেক শ্রুতিস্মৃতির প্রমাণ আছে, সেইরূপ অধর্ম্মের সত্তাবিষয়েও শ্রুতিস্মৃতির বহু বহু প্রমাণ দৃষ্ট হয়; সুতরাং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই বিদ্যমান আছে জানিতে হইবে। ২৩।

পূর্ব্বে "স্বর্গকামী ব্যক্তি অশ্বমেধযজ্ঞ করিবে" এই শাস্ত্রোক্তবিধির অনুপপত্তি হয় বলিয়া ধর্ম্মের সিদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু অধর্ম্মের সিদ্ধিবিষয়ে এমন

অন্তঃকরণধর্ম্মত্বং ধর্ম্মাদীনাম্ ॥ ২৫ ॥

শ্রৌতলিঙ্গাতিদেশোঽধর্ম্ম ইতি চেন্ন যতঃ সমানমুভয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্লিঙ্গমস্তি পরদারান্ন গচ্ছেদিতি নিষেধবিধ্যাদেরেবাধর্ম্মলিঙ্গত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

নন্বু ধর্ম্মাদিকং চেৎ স্বীকৃতং তর্হি পুরুষাণাং ধর্ম্মাদিমত্বেন পরিণামাদ্যাপত্তিরিত্যাশঙ্কাং পরিহরতি। আদিশব্দেন বৈশেষিকশাস্ত্রোক্তাঃ সর্ব্বে আত্মবিশেষগুণা গৃহ্যন্তে। ন চৈবং প্রলয়েঽন্তঃকরণাভাবাদ্ধর্ম্মাদিকং ক তিষ্ঠত্বিতি বাচ্যম্। আকাশবদন্তঃকরণস্যাত্যন্তবিনাশাভাবাৎ। অন্তঃকরণং হি কার্য্য-

---

কোন শাস্ত্রোক্ত বিধি নাই যে, সেই বিধির অনুরোধে অধর্ম্মস্বীকার করিতে হয়, অতএব অধর্ম্মস্বীকার কবিব কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ধর্ম্ম অধর্ম্ম এই উভয়ের সিদ্ধিবিষয়ে তুল্যরূপ বিধি আছে। যেমন স্বর্গকামী ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে, ইহাই ধর্ম্মের বিধি, সেইরূপ "পরদারাগমন করিবে না," ইত্যাদি ভূরি ভূরি নিষেধবিধি উক্ত আছে। ঐ পরদারাগমনাদি নিষেধবিধিদ্বারাই অধর্ম্মের সত্তাস্বীকার করিতে হয়। যদি অধর্ম্ম বলিয়া কোন পদার্থই না থাকিবে, তাহাহইলে পরদারাগমনাদির নিষেধ নিষ্প্রয়োজন। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয় পদার্থই তুল্যরূপে বিদ্যমান আছে, প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া উহাদিগের অসিদ্ধি বলা যায় না ॥ ২৪ ॥

যদি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই স্বীকৃত হইল এবং পুরুষই সেই ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয়, তাহাহইলে পুরুষের পরিণামিত্বস্বীকার করিতে হয়। এই আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিতেছেন।—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং বৈশেষিক শাস্ত্রোক্ত বিশেষ গুণসকল অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, কিন্তু উহারা আত্মার ধর্ম্ম নহে; সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিদ্বারা আত্মার পরিণামিত্বশঙ্কা হইতে পারে না। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাহইলে প্রলয়কালে যখন অন্তঃকরণের অভাব হয়, তখন ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কোথায় অবস্থিত থাকে? ইহার উত্তর এই যে, আকাশের ন্যায় অন্তঃকরণের অত্যন্ত বিনাশসম্ভব নাই। অন্তঃকরণ কার্য্য ও কারণ এই উভয়াত্মক। ইহা পূর্ব্বেই

গুণাদীনাং চ নাত্যন্তবাধঃ ॥ ২৬ ॥

কারণোভয়রূপমিতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতম্। অতঃ কারণাবস্থে প্রকৃত্যংশবিশেষেঽন্তঃকরণে ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কারাদিকং তিষ্ঠতীতি ॥ ২৫ ॥

স্যাদেতৎ। প্রকৃতিকার্য্যবৈচিত্র্যাচ্ছ্রুত্যাদেশ্চ ধর্ম্মাদিসিদ্ধিরিতি যদুক্তং তদযুক্তম্। ত্রিগুণাত্মকপ্রকৃতেস্তৎকার্য্যাণাং চ ভবতাং শ্রুত্যৈব বাধাৎ। সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ। অথাত আদেশো নেতি নেতি। "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথা রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।" ইত্যাদিনা। ন নিরোধো ন চোৎপত্তিঃ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিত্যাদিনা

ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতএব জানা যায় যে, কার্য্যভূত অন্তঃকরণের বিনাশ হইলেও কারণাবস্থাপ্রভৃতির অংশবিশেষরূপ অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকে, সেই কারণাবস্থ অন্তঃকরণেই ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সংস্কার বিদ্যমান থাকিতে পারে ॥ ২৫ ॥

যদিও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সত্তাবিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইল, তথাপি পূর্ব্বে যে প্রকৃতির কার্য্যবৈচিত্র্যবশতঃ এবং শ্রুতিপ্রভৃতির প্রমাণদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। যেহেতু ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্যসকলের বাধ তোমরাই শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা প্রমাণীকৃত করিয়াছ। "কেবল পুরুষই সর্ব্বসাক্ষী, নির্গুণ ও চিন্ময়, সেই পুরুষ ক্ষিতি নয়, জল নয়, ইত্যাদিরূপে সকলের অতিরিক্ত। তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই. গন্ধ নাই, তিনি অব্যয় ও নিত্য। তাঁহার নিরোধ নাই, উৎপত্তি নাই" ইত্যাদি নানাবিধ শ্রুতিতে জানা যায় যে, কেবল পুরুষই সৎ এবং প্রকৃতি ও তাহার কার্য্যসমুদায়ই অসৎ; সুতরাং কার্য্যের বিচিত্রতাবশতঃ এবং শ্রুত্যাদির প্রমাণদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সিদ্ধি যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। এই আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিতেছেন।—সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিবিধ গুণ এবং তাহাদিগের ধর্ম্ম সুখাদি এবং কার্য্যভূত মহত্তত্ত্বাদির বাস্তবিক বাধ নাই, অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণ, সুখাদি ধর্ম্ম এবং মহত্তত্ত্বাদি কার্য্য, ইহাদিগের অভাবস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সংসর্গ-

পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখসংবিত্তিঃ ॥ ২৭ ॥

চেতি। তদেতৎ পরিহরতি। গুণানাং সত্ত্বাদীনাং তদ্ধর্ম্মাণাং চ সুখাদীনাং তৎকার্য্যাণামপি মহদাদীনাং স্বরূপতো নাস্তি বাধঃ কিন্তু সংসর্গত এব চেতনে বাধোঽয়স্যৌষ্ণ্যবাধবৎ। তথা কালত এবাবস্থাদিভির্ব্বাধো গুণাদ্যখিলপরিণামিন ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

কুতঃ পুনঃ স্বরূপত এব বাধো ন ভবতি স্বপ্নমনোরথাদিপদার্থবদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। অত্র বিশিষ্য পক্ষীকরণায় বিবাদবিষয়ৈকদেশস্য সুখমাত্রস্য গ্রহণং সর্ব্ববিষয়োপলক্ষকম্। সুখাদিসংবিত্তিরিতি পাঠস্তু সমীচীনঃ। পঞ্চাবয়বাশ্চ ন্যায়স্য প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনানি তেষাং যোগান্নে-

বশতই পুরুষে ইহাদিগের বাধ অনুমিত হইয়া থাকে। যেমন লৌহেতে অগ্নিপ্রভৃতির সংসর্গবশতঃ লৌহ উষ্ণ হইয়া থাকে এবং সেই অগ্নিসংসর্গের অভাব হইলেই উষ্ণতার বাধ হয়, সেইরূপ পুরুষে সত্ত্বাদি গুণ, সুখাদি ধর্ম্ম ও মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যের সংসর্গাভাববশতই উহাদিগের বাধ জানা যায় এবং কাল কিম্বা অবস্থাবশতঃ পুরুষে গুণাদি অখিল পরিণামের বাধ হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

যেমন স্বপ্নদৃষ্ট ও মনোরথাদি পদার্থের স্বরূপতঃ বাধ আছে, সেইরূপ সত্ত্বাদিগুণ, তাহার ধর্ম্ম সুখদুঃখাদি এবং তাহার কার্য্য মহত্তত্ত্বাদির স্বরূপতঃ বাধ নাই কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পঞ্চাবয়বযোগবশতই সুখাদির সিদ্ধি আছে, অতএব উহাদিগের বাধ হইতে পারে না। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগম ইহারাই ন্যায়প্রসিদ্ধ পঞ্চাবয়ব, উক্ত পঞ্চাবয়বের মিলনই সুখাদি অখিল পদার্থসিদ্ধির কারণ। যেহেতু সুখ পুলকাদি অর্থক্রিয়াকারী, অতএব উহারা সৎ এবং যে যে পদার্থ সৎ, তাহারাই অর্থক্রিয়াকারী, এইরূপে সুখাদির অনুমান হইয়া থাকে; সুতরাং সুখাদি অসৎ নহে। সুখ উপস্থিত হইলেই শরীরের পুলকাদি হইতে থাকে। যদি সুখাদি পদার্থই না থাকিবে, তবে শরীরে পুলকাদি উৎপন্ন হইতে পারে না। যেমন পুরুষের অর্থক্রিয়াকারিত্বপ্রযুক্ত তাহা সৎ, সেইরূপ সুখাদিও সৎ বলিয়া জানিতে হইবে। যদিও পুরুষের অবিকারিত্বপ্রযুক্ত তাহার সাধারণ অর্থক্রিয়াকারিত্ব নাই, তথাপি বিষয়প্রকাশই পুরুষের অর্থ-

ন সকৃদ্গ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ২৮ ॥

নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ ॥ ২৯ ॥

লনাৎ সুখাদ্যখিলপদার্থসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। প্রয়োগশ্চায়ম্। সুখং সৎ। অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ। যদযর্থক্রিয়াকারি তৎ তৎ সৎ। যথা চেতনাঃ। পুলকাদিরূপার্থক্রিয়াকারি চ সুখং তস্মাৎ সদিতি। চেতনানাং চাবিকারিত্বেঽপি বিষয়প্রকাশ এবার্থক্রিয়েতি। নাস্তিকং প্রতি চ ব্যতিরেক্যনুমানং কর্ত্তব্যং তত্র চ শশশৃঙ্গাদির্দৃষ্টান্ত ইতি ॥ ২৭ ॥

প্রত্যক্ষাতিরিক্তং প্রমাণমেব ন ভবতি ব্যাপ্যত্বাদ্যসিদ্ধেরিতি চার্ব্বাকঃ পুনঃ শঙ্কতে। সকৃৎ সহচারগ্রহণাৎ সম্বন্ধো ব্যাপ্তির্ন সিদ্ধ্যতি ভূয়স্ত্বং চাননুগতম্। অতো ব্যাপ্তিগ্রহাসম্ভবান্নানুমানেনার্থসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সমাধত্তে। ধর্ম্মসাহিত্যং ধর্ম্মতায়াং সাহিত্যম্। সহচার ইতি যাবৎ।

ক্রিয়া বলিতে হইবে। এইস্থলে নাস্তিকদিগের মতে ব্যতিরেক অনুমান কর্ত্তব্য এবং সেই অনুমানে শশ-শৃঙ্গাদিই দৃষ্টান্তস্থল। তাহারা পুরুষস্বীকার করে না; সুতরাং তাহাদিগের মতে পুরুষদৃষ্টান্ত অসম্ভবপ্রযুক্ত অন্বয়ানুমান হইতে পারে না। সেই অনুমান এইরূপ যে, যে পদার্থ অর্থক্রিয়াকারী নহে, তাহারা সৎও নহে। যেমন শশ শৃঙ্গের কোন অর্থক্রিয়াকারিত্ব নাই, তাহা সৎ নহে, সুতরাং যাহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে, তাহা সৎ। এইরূপে সুখাদির সত্তা জানা যাইতেছে ॥ ২৭ ॥

চার্ব্বাক বলেন যে, প্রত্যক্ষভিন্ন অন্য প্রমাণই নাই, যেহেতু অনুমানাদি প্রমাণে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিরূপ দোষ আছে; এইহেতু অনুমান প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। একবার সাহচর্য্যসম্বন্ধহেতু ব্যাপ্তিসিদ্ধি হয় না। কোন দুইটি পদার্থ একবার এক অধিকরণে বর্ত্তমান থাকিলেই যে, তাহারা চিরকাল সহচরভাবে থাকিবে, তাহাতে প্রমাণ নাই; সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞানের অসিদ্ধিপ্রযুক্ত অনুমানদ্বারা কোন অর্থসিদ্ধি হইতে পারে না। চার্ব্বাক এইরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বসূত্রোক্ত চার্ব্বাকের আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন।—সাধ্য ও

न তত্ত্বান্তরং বস্তুকল্পনাপ্রসক্তেঃ ॥ ৩০ ॥

নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৩১ ॥

তথা চোভয়োঃ সাধ্যসাধনয়োরেকতরস্য সাধনমাত্রস্য বা নিয়তোঽব্যভিচরিতো যঃ সহচারঃ স ব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ। উভয়োরিতি সমব্যাপ্তিপক্ষে প্রোক্তং নিয়মশ্চানুকূলতর্কেণ গ্রাহ্য ইতি ন ব্যাপ্তিগ্রহাসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

ব্যাপ্তির্বক্ষ্যমাণশক্ত্যাদিরূপং পদার্থান্তরং ন ভাবতীত্যাহ। নিয়তধর্ম্মসাহিত্যাতিরিক্তা ব্যাপ্তির্ন ভবতি ব্যাপ্তিত্বাশ্রয়স্য বস্তুনোঽপি কল্পনাপ্রসঙ্গাৎ। অস্মাভিস্তু সিদ্ধবস্তুন এব ব্যাপ্তিত্বমাত্রং ক্লৃপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

পরমতমাহ। অপরে ত্বাচার্য্যা ব্যাপ্যস্য স্বশক্তিজন্যং শক্তিবিশেষরূপং তত্ত্বান্তরমেব ব্যাপ্তিরিত্যাহুঃ। নিজশক্তিমাত্রং তু যাবদ্দ্রব্যস্থায়িতয়া ন

সাধন এই উভয়ের অথবা কেবল সাধনের যে নিয়ত সহচারীভাব, তাহাই ব্যাপ্তি। যে পদার্থকে হেতু করিয়া যাহার সিদ্ধি হয়, এই উভয় পদার্থের নিয়তরূপে এক আধারে অবস্থান, অর্থাৎ কখনও একের অধিকরণে অপরের অনবস্থান না থাকিলেই ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব হয়। কিম্বা যে যেস্থানে সাধন (হেতু) বর্ত্তমান থাকে, সেইস্থানে সাধ্যের অভাব না থাকিলেই ব্যাপ্তি হইতে পারে; সুতরাং চার্ব্বাক যে ব্যাপ্তিজ্ঞানে অসম্ভব দেখাইয়া অনুমানপ্রমাণের অসিদ্ধি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহার সমাধান হইল ॥ ২৯ ॥

ব্যাপ্তিজ্ঞান বক্ষ্যমাণ শক্তিরূপ কোন পদার্থান্তর নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—পদার্থদ্বয়ের নিয়ত সহচারীভাবই ব্যাপ্তিজ্ঞান, উহা কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। যেহেতু ব্যাপ্তিত্বের আশ্রয়ের কোন বস্তুকল্পনার প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ ব্যাপ্তিত্বকে নিয়ত সহচারীভাবের অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে সেই ব্যাপ্তিত্বের আশ্রয় কোন বস্তুস্বীকার করিতে হয়। আমাদিগের মতে প্রসিদ্ধ বস্তুই ব্যাপ্তি বলিয়া ক্লৃপ্ত আছে; সুতরাং কোন অতিরিক্ত বস্তুস্বীকার করিতে হয় না ॥ ৩০ ॥

অন্যবাদীর মতনিরূপণ করিতেছেন।—অপরাপর আচার্য্যগণ বলেন যে, ব্যাপ্য পদার্থের স্বীয় শক্তিজন্য কোন শক্তিবিশেষরূপ তত্ত্বান্তরই ব্যাপ্তি। ব্যাপ্য পদার্থের নিজশক্তিমাত্র ব্যাপ্তি নহে। যেহেতু নিজশক্তির

আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ ॥ ৩২ ॥

ন স্বরূপশক্তির্নিয়মঃ পুনর্ব্বাদপ্রসক্তেঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাপ্তিঃ। দেশান্তরগতস্য ধূমস্যাপি বহ্ন্যব্যাপ্যত্বাৎ। দেশান্তরগমনেন চ সা শক্তির্নাশ্যত ইতি নোক্তলক্ষণেঽতিব্যাপ্তিঃ। স্বমতে তূৎপত্তিকালাবচ্ছিন্নত্বেন ধূমো বিশেষণীয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

বুদ্ধ্যাদিষু প্রকৃত্যাদিব্যাপ্যতাব্যবহারাদাধারতাশক্তির্ব্যাপকতাধেয়তাশক্তিমত্ত্বং চ ব্যাপ্যত্বমিতি পঞ্চশিখ ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

নন্বাধেয়শক্তিঃ কিমর্থং কল্প্যতে ব্যাপ্যস্য বস্তুনঃ স্বরূপশক্তিরেব ব্যাপ্তি-

যাবদ্দ্রব্যস্থায়িত্ব নিয়ম আছে, অর্থাৎ যতকাল সেই দ্রব্য থাকে, তাবৎকাল তাহার শক্তি বর্ত্তমান থাকে। ব্যাপ্তির এইরূপ যাবদ্দ্রব্যস্থায়িত্ব নিয়ম নাই; সুতরাং ব্যাপ্য পদার্থের নিজজন্য শক্তিকে ব্যাপ্তি বলা যায় না। নিজশক্তি হইতে যে অপরশক্তি জন্মে, তাহাই ব্যাপ্তি; নিজশক্তিকে ব্যাপ্তি বলিলে দেশান্তরগত ধূমেতেও বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিতে পারে, কিন্তু দেশান্তরগমনে ধূমের বহ্নিব্যাপ্তিরূপ শক্তি বিনাশ পায়। কিন্তু ঐ ব্যাপ্তি ধূমের শক্তি হইলে ধূমসত্ত্বে তাহার বিনাশ হইতে পারে না; অতএব দেশান্তরগত ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি নাই; সুতরাং দেশান্তরগত ধূমে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোষ নিবারিত হইল। তবে স্বীয়মতে দেশান্তরগত ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকে না কেন? ইহার উত্তর এই যে, আমরা ধূমের উৎপত্তিকালীন বিশেষণকল্পনা করিয়া থাকি, অর্থাৎ উৎপত্তিকালীন ধূমেই বহ্নির ব্যাপ্তি থাকে, দেশান্তরগত ধূমে ব্যাপ্তি থাকিতে পারে না ॥ ৩১ ॥

বুদ্ধিপ্রভৃতিতে প্রকৃতিপ্রভৃতি পদার্থের ব্যাপ্তিব্যবহার আছে, এই নিমিত্ত পঞ্চশিখাচার্য্য * আধারতাশক্তিকে ব্যাপকতা এবং আধেয়শক্তিকে ব্যাপ্তিত্ব বলিয়া ব্যাপ্য ও ব্যাপকতা লক্ষিত করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আধেয়শক্তিই ব্যাপ্তি। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই

* সাংখ্যশাস্ত্রের আদি আচার্য্য কপিল, কপিলের শিষ্য আসুরি, আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য। পঞ্চশিখাচার্য্যই সাংখ্যশাস্ত্রকে পরিবর্দ্ধিত ও বহুলপ্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বিশেষণানর্থক্যপ্রসক্তেঃ ॥ ৩৪ ॥

পল্লবাদিষ্বনুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৫ ॥

রস্তু তত্রাহ। স্বরূপশক্তিস্তু নিয়মো ব্যাপ্তির্ন ভবতি পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ। ঘটঃ কলশ ইতিবদ্‌বুদ্ধির্ব্যাপ্যেত্যত্রাপ্যর্থাভেদেনেত্যর্থঃ। স্বরূপমিতি বক্তব্যে শক্তিপদোপাদানং ব্যাপ্তে ব্যাপ্যধর্ম্মতোপপাদনায় ॥ ৩৩ ॥

পৌনরুক্ত্যং স্বয়মেব বিবৃণোতি। পূর্ব্বসূত্র এব ব্যাখ্যাতপ্রায়মিদম্ ॥৩৪॥

দূষণান্তরমাহ। পল্লবাদিষু বৃক্ষাদিব্যাপ্যতাস্তি স্বরূপশক্তিমাত্রস্তু তস্ত লক্ষণং ন সম্ভবতি। ছিন্নপল্লবেঽপি স্বরূপশক্তেরনপায়েন তদানীমপি ব্যাপ্য-

যে, আধেয়শক্তিকল্পনার প্রয়োজন কি? ব্যাপ্য বস্তুর স্বরূপশক্তিই ব্যাপ্তি হউক। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—স্বরূপশক্তি নিয়ম, উহা ব্যাপ্তি হইতে পারে না, কারণ উহাতে পুনরুক্তিপ্রসঙ্গ হয়। ঘট ও কলস এইস্থলে যেমন অর্থের অভেদ হয়, সেইরূপ বুদ্ধি ও ব্যাপ্য এইস্থলেও অর্থের অভেদ আছে। বস্তুর স্বরূপশক্তিকে ব্যাপ্তি না বলিয়া যদি কেবল বস্তুর স্বরূপকেই ব্যাপ্তি বলি, তাহাহইলে ব্যাপ্ত পদার্থে ব্যাপ্যধর্ম্মতার উপপত্তি হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বসূত্রে যে পুনরুক্তিপ্রসঙ্গ উক্ত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং বিবৃত করিতেছেন।—বিশেষণের অনর্থকতাপ্রসক্তিহেতু পুনরুক্তিদোষ হইতেছে। এই পুনরুক্তি পূর্ব্বসূত্রেই একপ্রকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেমন ঘট ও কলস এই দুই শব্দ একার্থক বলিয়া ঘট শব্দ উচ্চারণ করিয়া কলস শব্দ উচ্চারণ করিলে পুনরুক্তি হয়, সেইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান ও বুদ্ধি এই উভয়ের পুনরুক্তি হইতে পারে। অতএব আধেয়শক্তিকল্পনা না করিয়া স্বরূপশক্তিকে ব্যাপ্তি বলা যায় না ॥ ৩৪ ॥

আধেয়শক্তি কল্পনা না করিয়া স্বরূপশক্তিকে ব্যাপ্তিস্বীকার করিলে দূষণান্তরপ্রদর্শন করিতেছেন।—বাস্তবিক পল্লবাদিতে বৃক্ষাদির ব্যাপ্যতা আছে। কিন্তু স্বরূপশক্তিরূপ ব্যাপ্তিস্বীকার করিলে পল্লবাদিতে বৃক্ষাদির ব্যাপ্তির অনুপপত্তি হয়; অতএব স্বরূপশক্তিই ব্যাপ্তি। এইরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণ হইতে পারে না। যখন বৃক্ষ হইতে পল্লবকে ছেদন করা যায়, তখনও

আধেয়শক্তিসিদ্ধৌ নিজশক্তিযোগঃ সমানন্যায়াৎ ॥ ৩৬ ॥

তাপত্তেরিত্যর্থঃ। আধেয়শক্তিস্তু ছেদকালে বিনষ্টেতি ন তদানীং ব্যাপ্তি-রিতি ভাবঃ। ৩৫ ॥

নন্থ কিং পঞ্চশিখেন নিজশক্ত্যুদ্ভবো ব্যাপ্তিরেব নোচ্যতে তর্হি ধূমস্ত বহ্ন্যাধেয়ত্বাভাবাদ্বহ্ন্যব্যাপ্যতাপত্তিরিতি তত্রাহ। আধেয়শক্তের্ব্যাপ্তিত্বসিদ্ধৌ নিজশক্ত্যুদ্ভবোঽপি ব্যাপ্তিত্বেন সিদ্ধ এব সমানন্যায়াৎ। যুক্তিসাম্যাদিত্যর্থঃ। অনন্থগমস্তু নানার্থশব্দবন্ন দোষায়। এবং স্বমতেঽপি নানাবিধসহচারা এব ব্যাপ্তয়ো বোধ্যাঃ। ন চৈবমপ্যন্থমিতিহেতুত্বে ব্যাপ্তীনামনন্থগমঃ স্যাদিতি বাচ্যম্। তৃণারণিমণ্যাদিবৎ কার্য্যগতবৈজাত্যাদ্যুপপত্তেরিতি। পঞ্চাবয়ব-

---

তাহাতে স্বরূপশক্তির অভাব হয় না; সুতরাং ছিন্নপল্লবেও বৃক্ষের ব্যাপ্তি থাকিতে পারে। যদি আধেয়শক্তিকে ব্যাপ্তি বলি, তাহাহইলে ছিন্নপল্লবে ব্যাপ্তি হইতে পারে না। কারণ পল্লবের ছেদনকালেই তাহার আধেয়-শক্তির বিনাশ হইয়া যায়। ৩৫ ॥

পঞ্চশিখাচার্য্য নিজশক্তির উদ্ভবকে ব্যাপ্তি বলেন না কেন, তাহাহইলে ধূমেতে বহ্নির আধেয়ত্বাভাবপ্রযুক্ত ধূমে বহ্নির অব্যাপ্যত্বাপত্তি হয়; এই আশয়ে বলিতেছেন।—আধেয়শক্তির ব্যাপ্তিত্বসিদ্ধিতেই নিজশক্ত্যুদ্ভবেরও ব্যাপ্তিত্বসিদ্ধি আছে। যেহেতু উভয়ের ব্যাপ্তিত্ববিষয়ে যুক্তির তুল্যতা আছে। যে যুক্তিদ্বারা আধেয়শক্তির ব্যাপ্তিত্বসিদ্ধি আছে, সেই যুক্তিতেই নিজশক্ত্যুদ্ভবের ব্যাপ্তিত্ব হইতে পারে। নানার্থশব্দ যেমন দোষাবহ, সেইরূপ অনন্থগম দোষজনক নহে, অর্থাৎ আধেয়শক্তি ও নিজশক্ত্যুদ্ভব, এই উভয়ই একার্থক; সুতরাং আধেয়শক্তি ব্যাপ্তি ও নিজশক্ত্যুদ্ভব ব্যাপ্তি একই কথা। এইরূপ স্বমতেও নানাপ্রকার সহচারীভাবই ব্যাপ্তি বলিয়া নির্ণীত হয়। এই-ক্ষণ জানা যায় যে, ব্যাপ্তি নানাপ্রকার। যদি ব্যাপ্তি নানাবিধ হইল, তাহা-হইলে, অন্থমিতিহেতুতে ব্যাপ্তির অনন্থগম হইতে পারে, অর্থাৎ কোন ব্যাপ্তি অন্থমিতির হেতু তাহার স্থিরতা রহিল না। ইহা বক্তব্য নহে। কারণ তৃণ, অরণি (মন্থনদণ্ড) ও মণির ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপ্তিরও কার্য্যগত

বাচ্যবাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ শব্দার্থয়োঃ ॥ ৩৭ ॥

ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ৩৮ ॥

যোগাদ্‌গুণাদিসিদ্ধিরিতি যদুক্তং তদুপপাদনায় ব্যাপ্তিনির্ব্বচনেনানুমান-প্রামাণ্যে বাধকমপাস্তম্‌। ৩৬ ॥

ইদানীং পঞ্চাবয়বরূপশব্দস্য জ্ঞানজনকত্বোপপত্তয়ে শব্দশক্ত্যাদিনির্ব্বচনেন তদনুপপত্তিরূপং শব্দপ্রামাণ্যে পরেষাং বাধকমপাস্যতে। অর্থে বাচ্যতাখ্যা শক্তিঃ শব্দে বাচকতাখ্যা শক্তিরস্তি সৈব তয়োঃ সম্বন্ধোঽনুযোগিতাখং। তজ্জ্ঞানাচ্ছব্দেনার্থোপস্থিতিরিত্যর্থঃ। ৩৭ ॥

শক্তিগ্রাহকাণ্যাহ। আপ্তোপদেশো বৃদ্ধব্যবহারঃ প্রসিদ্ধপদসামানাধিকরণ্যম্‌। ইত্যেতৈস্ত্রিভিরুক্তসম্বন্ধো গৃহ্যত ইত্যর্থঃ। ৩৮ ॥

বৈজাত্য আছে; অতএব ব্যাপ্তি অনুগত না হইলেও কোন দোষ নাই; অর্থাৎ যেমন তৃণ, অরণি ও মণি ইহাদিগের কার্য্যসকল পরস্পর বিজাতীয়, সেইরূপ ব্যাপ্তিরও কার্য্যসকল পরস্পর বিভিন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা হেতুপ্রভৃতি পঞ্চাবয়বযোগহেতু গুণাদির সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে, তাহার উপপাদনের নিমিত্তই ব্যাপ্তিনির্ব্বাচন করিয়া অনুমানের প্রামাণ্য-বিষয়ে যে সকল বাধকের সম্ভব আছে, সেই সকল নিরস্ত হইল। ৩৬।

এইক্ষণ প্রতিজ্ঞা হেতুপ্রভৃতি পঞ্চাবয়বশব্দের জ্ঞানজনকতার উপপত্তির নিমিত্ত শব্দের শক্তিপ্রভৃতি নির্ব্বাচনদ্বারা শব্দের প্রামাণ্যবিষয়ে শব্দশক্তির অনুপপত্তিরূপ পরপরিকল্পিত বাধকের নিরাস করিতেছেন।—শব্দ ও অর্থ ইহাদিগের যে বাচ্যবাচকতারূপ সম্বন্ধ, তাহাই শব্দদ্বারা অর্থোপস্থিতির কারণ। অর্থেতে বাচ্যতাশক্তি এবং শব্দের বাচকতাশক্তি আছে, এই শক্তিই শব্দ ও অর্থ এই উভয়ের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের জ্ঞান হইলেই শব্দদ্বারা অর্থের পরিগ্রহ হয়। ইহাদ্বারা শব্দেরও প্রামাণ্য সাধিত হইল। চার্ব্বাক যে কেবল প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তদ্ভিন্ন অনুমানাদিকে প্রমাণমধ্যে গণ্য করেন না, তাহাও এখন নিরস্ত হইল। ৩৭।

এইক্ষণ যাহারা শব্দের শক্তিগ্রহের কারণ, সেই সকল নিরূপণ করিতে-

ন কার্য্যে নিয়ম উভয়থা দর্শনাৎ ॥ ৩৯ ॥

লোকে ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থপ্রতীতিঃ ॥ ৪০ ॥

স চ শক্তিগ্রহঃ কার্য্য এব ভবতীতি নিয়মো নাস্তি লোকে কার্য্যবদকার্য্যেঽপি বৃদ্ধব্যবহারাদিদর্শনাদিত্যর্থঃ। যথাহি গামানয়েত্যাদিকার্য্যপরবাক্যাদ্‌বৃদ্ধস্য গবানয়নাদিব্যবহারো দৃশ্যতে। এবমেব পুত্রস্তে জাত ইত্যাদিসিদ্ধপরবাক্যাদপি পুলকাদিব্যবহারো দৃশ্যত ইতি। সিদ্ধার্থশব্দপ্রামাণ্যসিদ্ধৌ চ বিবেকে বেদান্তপ্রামাণ্যং সিদ্ধমিত্যাশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

নমু ভবতু লোকে সিদ্ধে শক্তিগ্রহোঽর্থপ্রত্যয়াদিদর্শনাৎ। বেদে তু কথং ভবিষ্যত্যকার্য্যবোধনবৈয়র্থ্যাদিতি তত্রাহ। লোকে শব্দশক্তিব্যুৎপন্নস্য পুরু-

ছেন।—ভ্রমপ্রমাদরহিত আচার্য্যের উপদেশ, বৃদ্ধব্যবহার ও প্রসিদ্ধপদের সামানাধিকরণ্য, এই ত্রিবিধকারণেই শব্দের শক্তিগ্রাহকসম্বন্ধের পরিগ্রহ হয়। যেরূপ শব্দের যে অর্থেতে অভ্রান্ত আচার্য্যের উপদেশ, কিম্বা বৃদ্ধদিগের ব্যবহার আছে, সেই শব্দের সেইরূপ শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

শব্দের যে শক্তিগ্রহ হয়, তাহা যে কেবল কার্য্য, এমন কোন নিয়ম নাই। যেহেতু লোকে কার্য্য ও অকার্য্য উভয়েই বৃদ্ধব্যবহারাদি দেখা যায়। যেমন "গো আনয়ন কর" ইত্যাদি কার্য্যপর বাক্যে বৃদ্ধিদিগের গো আনয়নব্যবহার দৃষ্ট হয়, সেইরূপ "তোমার পুত্র জন্মিয়াছে," ইত্যাদি সিদ্ধপর বাক্যে পুলকাদিব্যবহার আছে, অর্থাৎ "গো আনয়ন কর," এইরূপ শব্দ করিলে গো আনয়নরূপ কার্য্যের বোধ হয় এবং "তোমাব পুত্র জন্মিয়াছে" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিলে পূর্ব্বোৎপন্ন পুত্রের উৎপত্তিশ্রবণে পুলকাদি হয়। এইরূপে কার্য্য ও অকার্য্য উভয়রূপ শব্দের শক্তিগ্রহে বৃদ্ধদিগের ব্যবহার আছে। যাহা প্রসিদ্ধ আছে, শব্দপ্রমাণে তাহারও বোধ হয়, তাহাতেই বেদান্তবাক্যের প্রামাণ্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বেদান্তবাক্যদ্বারাও প্রসিদ্ধ বিবেকাদির বোধ হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

লোকে অর্থপ্রত্যয়াদি দর্শনহেতু সিদ্ধবিষয়ে শব্দের শক্তিগ্রহ হউক, কিন্তু বেদে কিরূপে তাহা সম্ভবিতে পারে? যেহেতু শক্তিগ্রহবিষয়ে অকার্য্য-

ন ত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্বেদস্য তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ ॥ ৪১ ॥

ন যজ্ঞাদেঃ স্বরূপতো ধর্ম্মত্বং বৈশিষ্ট্যাৎ ॥ ৪২ ॥

যস্য তদনুসারেণৈব বেদার্থপ্রতীতিঃ। ন হি লোকে শক্তির্ভিন্না বেদে চ ভিন্না য এব লৌকিকাস্ত এব বৈদিকা ইতি ন্যায়াৎ। অতো লোকে সিদ্ধার্থপরত্বসিদ্ধৌ বেদেঽপি তৎ সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

অত্র শঙ্কতে। নমু ত্রিভিরাপ্তোপদেশাদিভির্ব্বেদশব্দেন শক্তিগ্রহঃ সম্ভবতি বেদস্যাপৌরুষেয়ত্বেন তদর্থেষ্বাপ্তোপদেশাসম্ভবাৎ। তথা বেদার্থস্যাতীন্দ্রিয়তয়া তত্র বৃদ্ধব্যবহারস্য প্রসিদ্ধপদসামানাধিকরণ্যস্য চ গ্রহীতুমশক্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তত্রাতীন্দ্রিয়ার্থত্বমাদৌ নিরাকরোতি। যদুক্তং তন্ন। যতো দেবতো-

---

বোধন ব্যর্থ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যেমন লোকেতে শব্দশক্তিব্যুৎপন্ন পুরুষের উপদেশে অর্থপ্রতীতি হয়, বেদেও তদনুসারেই অর্থবোধ হইয়া থাকে। শব্দের শক্তি লৌকিকে ও বেদে বিভিন্ন নহে। লোকেও যেরূপ শব্দশক্তি, বেদেও সেইরূপ শব্দশক্তি জানিবে, অতএব লোকে শব্দশক্তির সিদ্ধার্থপরতার সিদ্ধিতেই বেদেও সিদ্ধার্থপরতার সিদ্ধি আছে ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বে যেরূপ শব্দের শক্তিগ্রহবিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা করিতেছেন।—যদি অভ্রান্ত আচার্য্যের উপদেশ, বৃদ্ধব্যবহার ও প্রসিদ্ধ পদের সামানাধিকরণ্য, এই ত্রিবিধ কারণে শব্দের শক্তিগ্রহ হয়, ইহাই স্থিরীকৃত হইল, তাহাহইলে বেদশব্দে শক্তিগ্রহ সম্ভবিতে পারে না। যেহেতু বেদবাক্য পুরুষনিষ্পন্ন নহে; সুতরাং সেই বেদবাক্যের অর্থবিষয়ে অভ্রান্ত আচার্য্যের উপদেশের সম্ভব নাই। বিশেষতঃ বেদার্থ অতীন্দ্রিয়; অতএব তাহাতে বৃদ্ধব্যবহার কিম্বা প্রসিদ্ধপদের সামানাধিকরণ্যগ্রহণ করা যায় না; সুতরাং আপ্তোপদেশাদি ত্রিবিধকারণে যে শব্দের শক্তিগ্রহ হয়, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বসূত্রোক্ত সংশয়ের সমাধানমানসে প্রথমতঃ বেদার্থের অতীন্দ্রিয়তা নিরাস করিতেছেন।—বেদার্থের যে অতীন্দ্রিয়তা উক্ত হইয়াছে, তাহা

নিজশক্তির্ব্যুৎপত্ত্যা ব্যবচ্ছিদ্যতে ॥ ৪৩ ॥

দেশুকদ্রব্যত্যাগাদিরূপস্থ যজ্ঞদানাদেঃ স্বরূপত এব ধর্ম্মত্বং বেদবিহিতত্বং বৈশিষ্ট্যাৎ প্রকৃষ্টফলকত্বাৎ। যজ্ঞাদিকং চেচ্ছাদিরূপত্বান্নাতীন্দ্রিয়ম্। ন তু যজ্ঞাদিবিষয়কাপূর্ব্বস্থ ধর্ম্মত্বং যেন বেদবিহিতস্থাতীন্দ্রিয়তা স্থাদিত্যর্থঃ। নহু তথাপি দেবতাদ্যতীন্দ্রিয়ার্থঘটিত্বমস্তীতি চেন্ন। অতীন্দ্রিয়েষ্বপি পদার্থতাবচ্ছেদকেন সামান্যরূপেণ প্রতীতের্ব্বক্ষ্যমাণত্বাদিতি ॥ ৪২ ॥

যচ্চোক্তমপৌরুষেয়ত্বেনাপ্তোপদেশাভাব ইতি তদপি নিরাকরোতি। অপৌরুষেয়ত্বেঽপি বেদানাং স্বাভাবিকীয়ার্থেষু শক্তিরস্তি সৈবাপ্তৈর্ব্বৃদ্ধপর-

অযুক্ত। বাস্তবিক বেদার্থ অতীন্দ্রিয় নহে; যেহেতু দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া যে দ্রব্যত্যাগাদি করাযায়, তাহাই যজ্ঞ, কিম্বা দানাদি শব্দে অভিহিত হয়; বাস্তবিক উহাই বেদবিহিত ধর্ম্ম। ঐ যজ্ঞদানাদি বেদবিহিত ধর্ম্মসকল প্রকৃষ্ট ফলদান করে এবং সেই যজ্ঞাদিও ইচ্ছাদিরূপ; অতএব বেদার্থপ্রতিপাদিত যজ্ঞাদি অতীন্দ্রিয় নহে। পরন্তু বেদবিহিত যজ্ঞদানাদিদ্বারা যে অদৃষ্ট জন্মে, তাহা ধর্ম্ম নহে। যদি ঐ যজ্ঞাদিজন্য অদৃষ্টই বেদবিহিত ধর্ম্ম হইত, তাহাহইলে বেদার্থের অতীন্দ্রিয়তা সম্ভব ছিল; অতএব জানা যাইতেছে যে, যজ্ঞদানাদিই যখন বেদার্থপ্রতিপাদিত ধর্ম্ম, তখন বেদার্থ অতীন্দ্রিয় নহে। তথাপি বেদার্থে দেবতাদি অতীন্দ্রিয় ঘটিতত্ব আছে, অর্থাৎ দেবগণ অতীন্দ্রিয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বেদে সেই অতীন্দ্রিয় দেবগণের উদ্দেশেই যজ্ঞাদি কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে; সুতরাং বেদ ও দেবতাদি অতীন্দ্রিয়ঘটিত হইতেছে, ইহাও বলিতে পার না। যেহেতু অতীন্দ্রিয় বিষয়েও সামান্যরূপে প্রতীতি অতঃপর কথিত হইবে। অতএব বেদার্থ অতীন্দ্রিয়ঘটিত বলিয়া কোন দোষাশঙ্কা হইতে পারে না ॥ ৪২ ॥

বেদবাক্য অপৌরুষেয় বলিয়া তাহার শক্তিগ্রহবিষয়ে আপ্তোপদেশাদি সম্ভবে না, ইহাই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং বেদবাক্যের শক্তিগ্রহবিষয়ে দোষাশঙ্কা রহিয়া গিয়াছে। এই সূত্রে সেই আপ্তোপদেশাভাবাদি দোষের নিরাস করিতেছেন।—বেদবাক্য অপৌরুষেয় হইলেও তাহার অর্থ-

যোগ্যাযোগ্যেষু প্রতীতিজনকত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৪৪ ॥

স্পরাভির্ব্যুৎপত্ত্যাস্ত শব্দস্যায়মর্থ ইত্যেবংরূপয়া ব্যবচ্ছিদ্যাতে শিষ্যেভ্যো-ঽর্থান্তরাদ্ব্যাবর্ত্ত্যোপদিশ্যতে ন ত্বাধুনিকশব্দবৎ স্বয়ং সঙ্কেত্যতে যেন পৌরুষেয়ত্বাপেক্ষা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

নন্বু তথাপ্যতীন্দ্রিয়দেবতাফলাদিষু কথং শক্তিগ্রহো বৈদিকপদানাং স্যাৎ তত্রাহ। প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষেষু পদার্থেষু সামান্যধর্ম্মপুরস্কারেণ তৎসিদ্ধিঃ শক্তিগ্রহো ভবতি সাধারণ্যেন পদানাং প্রতীতিজনকত্বস্যানুভবসিদ্ধত্বাৎ। বিশেষস্ত্বতীন্দ্রিয়োঽপূর্ব্ব এব বাক্যার্থো ন চ তস্য গ্রহণং প্রাগপেক্ষ্যেত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

বিষয়ে একরূপে স্বাভাবিকী শক্তি আছে। সেই শক্তিই বেদবাক্যের শক্তিগ্রহসাধন করে।" এই শব্দের এইরূপ অর্থ, ইহা বৃদ্ধপরম্পরাপ্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং বেদবাক্য অপৌরুষেয়প্রযুক্ত তাহাতে আপ্তোপদেশাদির সম্ভাবনা হইলেও উক্ত স্বাভাবিকী শক্তির বলেই তাহার শক্তিগ্রহ হইতে পারে। কোন একটী বিষয় শিষ্যদিগকে উপদেশ করিতে হইলে তাহা অর্থান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া শিক্ষাদিতে হয়। আধুনিক শব্দের ন্যায় কোন সঙ্কেতের প্রয়োজন নাই; সুতরাং বেদবাক্য পৌরুষেয় না হইলেও তাহার শক্তিগ্রহে দোষ নাই। "কেবল আধুনিকশব্দেই পুরুষের সঙ্কেত অপেক্ষা করে ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যদিও কথঞ্চিৎ বেদবাক্যের শক্তিগ্রহ সম্ভব হউক, অতীন্দ্রিয় দেবতাফলাদিতে কিরূপে বৈদিকপদের শক্তিগ্রহ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সমুদায় পদার্থেই সামান্য ধর্ম্মরূপে শক্তিগ্রহের সিদ্ধি হইয়া থাকে। যেহেতু সাধারণরূপেই পদসকলের প্রতীতিজনকতা অনুভবসিদ্ধ, অর্থাৎ পদসকল যে সাধারণরূপে অর্থপ্রতীতি জন্মায়, ইহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। যে বাক্যার্থ অতীন্দ্রিয় ও অপূর্ব্ব, তাহাই বিশেষ। পূর্ব্বে ঐ বিশেষার্থের গ্রহণ অপেক্ষা করে না, অতএব অতীন্দ্রিয় দেবতাফলাদিতে সামান্যধর্ম্মরূপে বৈদিকপদের শক্তিগ্রহ হইতে পারে ॥ ৪৪ ॥

ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৪৫ ॥

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ ॥ ৪৬ ॥

মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ ॥ ৪৭ ॥

শব্দ প্রামাণ্যপ্রসঙ্গেনৈব শব্দগতং বিশেষমবধারয়তি। স তপোঽতপ্যত তস্মাৎ তপস্তেপানাৎ ত্রয়ো বেদা অজায়ন্তেত্যাদিশ্রুতের্ব্বেদানাং ন নিত্যত্বমিত্যর্থঃ। বেদনিত্যতাবাক্যানি চ সজাতীয়ানুপূর্ব্বীপ্রবাহানুচ্ছেদপরাণি ॥ ৪৫ ॥

তর্হি কিং পৌরুষেয়া বেদা নেত্যাহ। ঈশ্বরপ্রতিষেধাদিতি শেষঃ। সুগমম্ ॥ ৪৬ ॥

অপরঃ কর্ত্তা ভবত্বিত্যাকাঙ্ক্ষয়ামাহ। জীবন্মুক্তধুরীণো বিষ্ণুর্ব্বিশুদ্ধসত্ত্ব-

---

এইক্ষণ শব্দের প্রামাণ্যনিরূপণপ্রসঙ্গে শব্দগত বিশেষধর্ম্ম নিরূপিত হইতেছে।—"তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই তপস্যা হইতে তিন বেদের জন্ম হয়" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, বেদ অনিত্য, তবে যে বেদ নিত্য বলিয়া অনেকবাক্য আছে, তাহা সজাতীয় আনুপূর্ব্বীপ্রবাহের অনুচ্ছেদপর, বেদপ্রবাহ পূর্ব্বাপর চলিতেছে, এই নিমিত্তই বেদ নিত্য বলিয়া প্রবাদ আছে; বাস্তবিক উহা নিত্য নহে ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্বসূত্রে বেদের অনিত্যতারূপ বিশেষ ধর্ম্ম অবধারিত হইয়াছে, এইক্ষণ এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি বেদ নিত্যই না হইল, তবে কি তাহা কোন পুরুষকৃত? তাহাও নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যেহেতু বেদনির্ম্মাণ করিতে পারে, এমন কোন পুরুষ নাই; সুতরাং বেদ যে কোন পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এমন আশঙ্কা হইতে পারে না। যদি বলি, ঈশ্বরই বেদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তবেই বেদ পুরুষনির্ম্মিত হইতে পারে, ইহাও বক্তব্য নহে, যেহেতু সাংখ্যমতে ঈশ্বরেরই সিদ্ধি নাই, অতএব ঈশ্বর বেদনির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বসূত্রে ঈশ্বরের বেদকর্ত্তৃত্ব নিরস্ত হইয়াছে। এইক্ষণ যদি বলি, ঈশ্বর বেদকর্ত্তা না হইলেন, তথাপি অপর কোন ব্যক্তি বেদের কর্ত্তা হইতে

নাপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বমঙ্কুরাদিবৎ ॥ ৪৮ ॥

তেষামপি তদ্যোগে দৃষ্টবাধাদিপ্রসক্তিঃ ॥ ৪৯ ॥

তয়া নিরতিশয়সর্ব্বজ্ঞোঽপি বীতরাগত্বাৎ সহস্রশাখবেদনির্ম্মাণাযোগ্যঃ। অমুক্তস্ত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদেবাযোগ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

নন্বেবমপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বমেবাগতং তত্রাহ। স্পষ্টম্ ॥ ৪৮ ॥

নন্বঙ্কুরাদিষ্বপি কার্য্যত্বেন ঘটাদিবৎ পৌরুষেয়ত্বমনুমেয়ং তত্রাহ। যৎ পৌরুষেয়ং তচ্ছরীরজন্যমিতি ব্যাপ্তির্লোকে দৃষ্টা তস্যাবাধাদিরেবং সতি স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

পারেন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিভিন্ন অন্য কাহারও বেদপ্রণয়নের ক্ষমতা নাই, তবে জীবন্মুক্ত পুরুষেরা সর্ব্বজ্ঞ বটেন, তাঁহাদিগের এই সহস্রশাখাবিশিষ্ট বেদপ্রণয়নের যোগ্যতা আছে বটে, কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষের সত্ত্বশুদ্ধিপ্রযুক্ত তাঁহারা বীতরাগী; সুতরাং জীবন্মুক্ত পুরুষেরও বেদপ্রণয়ন সম্ভবে না। যাঁহাদিগের রাগ নাই, তাঁহারা কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়েন না। অমুক্ত পুরুষের সর্ব্বজ্ঞতা নাই; সুতরাং সহস্রশাখাবিশিষ্ট বেদপ্রণয়নে তাহাদিগের ক্ষমতাও নাই; অতএব বেদপ্রণয়নে অপর কোন পুরুষকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় না; সুতরাং বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্থির থাকিল ॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বসূত্রে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, এইক্ষণ এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি বেদ অপৌরুষেয় হইল, তবে তাহার নিত্যতা হইতে পারে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—বেদ অপৌরুষেয় হইলেও তাহাকে নিত্য বলা যায় না। অঙ্কুরাদি কেহ নির্ম্মাণ করে না, অতএব অঙ্কুরাদিও অপৌরুষেয়। যেমন অঙ্কুরাদি অপৌরুষেয় হইলেও তাহা নিত্য নহে, সেইরূপ বেদ অপৌরুষেয় হইলেও তাহা নিত্য হইতে পারে না ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বসূত্রে যে অঙ্কুরাদির দৃষ্টান্তদ্বারা বেদের নিত্যতা সাধিত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্টান্তেরই অসিদ্ধি দেখিতেছি। যেহেতু অঙ্কুরাদি কার্য্য, অতএব ঘটাদির ন্যায় অঙ্কুরাদিও পৌরুষেয় বলিয়া জানা যাইতেছে; সুতরাং অঙ্কুরা-

যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তৎপৌরুষেয়ম্ ॥ ৫০ ॥

নম্বাদিপুরুষোচ্চরিতত্বাৎ বেদা অপি পৌরুষেয়া এবেত্যাহ। দৃষ্ট ইবাদৃষ্টেঽপি যস্মিন্ বস্তুনি কৃতবুদ্ধির্ব্বুদ্ধিপূর্ব্বকত্ববুদ্ধির্জ্জায়তে তদেব পৌরুষেয়মিতি ব্যবহ্রিয়ত ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি ন পুরুষোচ্চরিততামাত্রেণ পৌরুষেয়ত্বং শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ সুষুপ্তিকালীনয়োঃ পৌরুষেয়ত্বব্যবহারাভাবাৎ। কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বেন বেদাস্তু নিঃশ্বাসবদেবাদৃষ্টবশাদবুদ্ধিপূর্ব্বকা এব স্বয়ম্ভুবঃ সকাশাৎ স্বয়ং ভবন্তি। অতো ন তে পৌরুষেয়াঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। তস্যৈতস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদ ইত্যাদিরিতি ॥ ৫০ ॥

দিকে অপৌরুষেয় বলা যায় না এবং সেই অঙ্কুরাদি দৃষ্টান্তদ্বারা বেদের নিত্যতা সাধিত হইতে পারে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—অঙ্কুরাদির পৌরুষেয়ত্বযোগে দৃষ্টবাধাদিপ্রসঙ্গ হয়। যাহা পৌরুষেয়, তাহা শরীরজন্য, লোকে এইরূপ ব্যাপ্তিদৃষ্ট আছে; অঙ্কুরাদির পৌরুষেয়ত্বস্বীকার করিলে উক্ত ব্যাপ্তির বাধ হইতে পারে। ৪৯ ॥

যদিও বেদ কোন পুরুষনির্ম্মিত নয় বলিয়া তাহাকে পৌরুষেয় বলিলাম না, কিন্তু বেদ আদিপুরুষকর্ত্তৃক উচ্চারিত বলিয়া তাহাকে পৌরুষেয় বলিতে পারি, এই আশয়ে বলিতেছেন।—দৃষ্ট কিম্বা অদৃষ্ট যে কোন বস্তুতে বুদ্ধিপূর্ব্বকত্ব জ্ঞান হয়, তাহাই পৌরুষেয়, অর্থাৎ যে যে বস্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত বলিয়া বোধ হয়, তাহা পৌরুষেয় বলিয়া ব্যবহার আছে; অতএব কেবল পুরুষের উচ্চারিত বলিয়া পৌরুষেয় বলা যায় না। যেহেতু সুষুপ্তিকালে শ্বাস-প্রশ্বাসের পৌরুষেয়ত্বব্যবহার নাই। যদি পুরুষের উচ্চারিতত্বপ্রযুক্তই পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইল, তবে সুষুপ্তিকালীন শ্বাসপ্রশ্বাসকেও পৌরুষেয় বলা যাইতে পারে, কিন্তু সুষুপ্তিকালীন শ্বাসপ্রশ্বাসের পৌরুষেয়ত্বব্যবহার সর্ব্বথা অসিদ্ধ আছে; সুতরাং যাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক উৎপন্ন, তাহাই পৌরুষেয় প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু বেদ বুদ্ধিপূর্ব্বক উৎপন্ন নহে, উহা নিঃশ্বাসের ন্যায় অদৃষ্টবশতঃ আদিপুরুষ হইতে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছে, অতএব বেদে পৌরুষেয়ত্বশঙ্কা হইতে পারে না। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যাহা ঋগ্বেদ বলিয়া

নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্ ॥ ৫১ ॥

নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ ॥ ৫২ ॥

নন্বেবং যথার্থবাক্যার্থজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাচ্ছকবাক্যস্যেব বেদানামপি প্রামাণ্যং ন স্যাৎ তত্রাহ। বেদানাং নিজা স্বাভাবিকী যা যথার্থজ্ঞানজননশক্তিস্তস্যা মন্ত্রায়ুর্ব্বেদাদাবভিব্যক্তেরুপলম্ভাদখিলবেদানামেব স্বত এব প্রামাণ্যং সিদ্ধ্যতি ন বক্তৃযথার্থজ্ঞানমূলকত্বাদিনেত্যর্থঃ। তথা চ ন্যায়সূত্রম্। মন্ত্রায়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমিতি। গুণাদীনাঞ্চ নাত্যন্তবাধ ইতি প্রতিজ্ঞায়াং ন্যায়েন সুখাদিসিদ্ধেরিত্যেকো হেতুরুপন্যস্তঃ প্রপঞ্চিতশ্চ ॥ ৫১ ॥

সাম্প্রতং তস্যামেব হেত্বন্তরমাহ। আস্তাং তাবৎ পঞ্চাবয়বেন সুখাদিসিদ্ধিঃ। জ্ঞানমাত্রাদপি তৎসিদ্ধিঃ। অত্যন্তাসত্ত্বে সুখাদীনাং জ্ঞানমেব

বিখ্যাত আছে, তাহা সেই আদিপুরুষের নিঃশ্বাস, ইত্যাদিরূপে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৫০ ॥

যথার্থ বাক্যার্থপূর্ব্বকত্বহেতু সকল বাক্যের ন্যায় বেদবাক্যেরও অপ্রামাণ্য হউক, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—বেদের স্বাভাবিক এমন শক্তি আছে যে, তাহা যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে, ঐ শক্তিমন্ত্র আয়ুর্ব্বেদাদিতে ব্যক্ত আছে, সেই স্বীয় শক্তিবশত বেদের প্রামাণ্যসিদ্ধি আছে। বেদার্থে বক্তার যথার্থ জ্ঞানমূলকতা নাই। সাধারণ বাক্যার্থে যেমন কর্ত্তার যথার্থ জ্ঞানই কারণ, বেদবাক্যার্থে সেইরূপ নহে, বেদ স্বতঃসিদ্ধ শক্তিবলে অর্থপ্রকাশ করে; সুতরাং বেদের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। ন্যায়সূত্রে লিখিত আছে যে, মন্ত্রেরও আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় প্রামাণ্য জানিতে হইবে। যদি বেদের প্রামাণ্যকে দৃষ্টান্ত করিয়া অন্যের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তবে সেই বেদের অপ্রামাণ্য আশঙ্কা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা বলা যায় না। "গুণাদির বাধ নাই" এইরূপ প্রতিজ্ঞাতে ন্যায়দ্বারা সুখাদির সিদ্ধি আছে, ইহাও একহেতু উপন্যস্ত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

সম্প্রতি সুখাদির সিদ্ধিতে অন্যহেতু প্রদর্শন করিতেছেন।—যদিও প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চঅবয়বদ্বারা সুখাদির সিদ্ধি হউক, তথাপি জ্ঞানমাত্রই সুখাদির

ন সতো বাধদর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥

নানির্ব্বচনীয়স্য তদভাবাৎ ॥ ৫৪ ॥

নোপপদ্যতে নরশৃঙ্গাদীনামভানাদিত্যর্থঃ। তথা চ ব্রহ্মসূত্রম্। নাভাব উপলব্ধেরিতি। শুক্তিরজতস্বপ্নমনোরথাদৌ চ মনঃপরিণামরূপ এবার্থঃ প্রতীয়তে নাত্যন্তাসন্নিতি বক্ষ্যতি ॥ ৫২ ॥

নম্বেবং গুণাদিরত্যন্তং সন্নেব ভবতু তথা চ নাত্যন্তবাধ ইত্যন্তপদবৈয়র্থ্যমিতি তত্রাহ। অত্যন্তসতোঽপি গুণাদের্ভানং ন যুক্তম্। বিনাশাদিকালে বাধদর্শনাৎ। চৈতন্যে ভাসমানস্য জগতশ্চৈতন্য এব বাধদর্শনাচ্চ। অথাত আদেশো নেতি নেতি নেহ নানাস্তি কিঞ্চন যত্র দেবা ন দেবা মাতা ন মাতেত্যাদিশ্রুতিভির্ন্যায়ৈশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

নম্বেবমপি সদসদ্‌ভ্যাং ভিন্নমেব জগত্তবতু তথাপ্যত্যন্তবাধপ্রতিষেধোপপত্তিরিতি তত্রাহ। সত্ত্বেনাসত্ত্বেন চানির্ব্বচনীয়ং তাদৃশস্যাপি ভানং ন ঘটতে

সিদ্ধি আছে। যদি সুখাদি অত্যন্ত অসৎ হইত, তাহাহইলে তাহাদিগের জ্ঞান হইতে পারিত না। কখনও নরশৃঙ্গাদির জ্ঞান হয় না। কারণ নরশৃঙ্গাদি অত্যন্ত অসৎপদার্থ বলিয়াই তাহার জ্ঞান হয় না। ব্রহ্মসূত্রে লিখিত আছে যে, যাহার উপলব্ধি আছে, তাহার অত্য অন্তভাব সম্ভবে না। শুক্তিতে রজত, স্বপ্ন ও মনোরথাদিতে মনের পরিণামরূপ অর্থের প্রতীতি হয়, উহারা অত্যন্ত অসৎ নহে। ইহা পরে কথিত হইবে। ৫২ ।

গুণাদি অত্যন্ত সৎই হউক, তাহাতে "নাত্যন্ত বাধ" এইসূত্রে অত্যন্ত পদের ব্যর্থতা হয়, এই আশয়ে বলিতেছেন।—অত্যন্ত অসৎ গুণাদির জ্ঞান যুক্ত নহে। যেহেতু বিনাশাদিকালে বাধদর্শন আছে, বিশেষতঃ চৈতন্যে ভাসমান জগতের চৈতন্যেই বাধ দেখা যায়। "অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইত্যাদি শ্রুতি ও ন্যায়দ্বারাও বাধসিদ্ধি আছে। ৫৩ ।

জগৎ সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন হউক, তথাপি অত্যন্ত বাধপ্রতিষেধের উপপত্তি আছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যাহা সৎ কিম্বা অসৎ কোনরূপেই নির্ব্বাচন করাযায় না, তাদৃশ পদার্থের জ্ঞান সম্ভবে না। যেহেতু সৎ ও

নান্যথাখ্যাতিঃ স্ববচোব্যাঘাতাৎ ॥ ৫৫ ॥

তদভাবাৎ। সদসদ্ভিন্নবস্তুপ্রসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তনুসারেণৈব কল্পনায়া ঔচিত্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

নম্বেবং কিমন্যথাখ্যাতিরেবেষ্টানেত্যাহ। অন্যদ্বস্ত্বন্যরূপেণ ভাসত ইত্যপি ন যুক্তং স্ববচো ব্যাঘাতাৎ। অন্যত্রান্যরূপস্য নৃশৃঙ্গতুল্যত্বমন্যথা শব্দেনোচ্যতেঽন্যথা চ তস্য ভানমুচ্যত ইতি স্বৰচ এব ব্যাহতম্। অসতো ভানাসম্ভবস্যান্যথাখ্যাতিবাদিভিরপি বচনাদিত্যর্থঃ। পুরোবর্ত্তিন্যসত্ত্বেঽন্যত্র তৎসত্তায়া ভানাপ্রয়োজকত্বমিতি ভাবঃ। ন চ সর্ব্বত্রাসতো ভানে সামগ্রী ন

অসৎ হইতে ভিন্ন এমন কোন পদার্থ ই নাই, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন বস্তু অপ্রসিদ্ধ। দৃষ্টান্তানুসারেই কল্পনা করা উচিত হয়। কোনরূপ দৃষ্টান্তদ্বারাও সদসদ্ভিন্ন বস্তুর সত্তা জানা যায় না; সুতরাং তাদৃশ পদার্থের কল্পনা হইতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

যদি জগৎ সৎ ও অসদ্ভিন্ন না হইল, তবে অন্য প্রকারই হউক, তাহাও নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—অন্যবস্তু যে অন্যরূপে প্রকাশ পায়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাহাহইলে আপন বাক্যের ব্যাঘাত হইয়া উঠিল। অন্যত্র অন্যরূপ পদার্থ নরশৃঙ্গতুল্য অসৎ, অন্যথা সেই পদার্থকে কোন শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইত। এইরূপে স্বীয় বাক্য ব্যাহত হয়, অতএব অসৎ পদার্থের জ্ঞান অসম্ভবপ্রযুক্ত অন্যথাখ্যাতবাদীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ কোন বস্তুর অভাব থাকিলেও অন্যত্র তাহার সত্তাপ্রযুক্ত জ্ঞানাভাব তাহার অসিদ্ধিবিষয়ে প্রয়োজক হইতে পারে না। কোন পদার্থ তোমার সাক্ষাৎ নাই বলিয়াই যে তাহার অসত্তাস্বীকার করিব, তাহা সম্ভব হয় না। কোন পদার্থের সর্ব্বত্র অভাবে কোন কারণ নাই, যেহেতু সকল স্থানে কাহারও সন্নিকর্ষ সম্ভবে না; অতএব সমক্ষে পদার্থের অসত্ত্বেও স্থানান্তরে তাহার সত্তাস্বীকার করিতে হয়। ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। যেহেতু অনাদি বাসনাপ্রবাহই ভ্রান্তির কারণ। কোন পদার্থ একস্থানে না দেখিলেও স্থানান্তরে তাহার অনুসন্ধানে বাসনা হয় এবং অন্যান্য

সদসৎখ্যাতির্ব্বাধাবাধাৎ ॥ ৫৬ ॥

সম্ভবতি সন্নিকর্ষাদ্যভাবাদিত্যতঃ ক্বচিৎ সত্তামাত্রমপেক্ষ্যত ইতি বাচ্যম্। অনাদিবাসনাধারায়া এব ভ্রমহেতুত্বসম্ভবাদিতি ॥ ৫৫ ॥

নাত্যন্তবাধ ইতি পূর্ব্বোক্তং বিবৃণ্বানঃ স্বসিদ্ধান্তমুপসংহরতি। সদসৎখ্যাতিরেব সর্ব্বেষাং গুণাদীনাং কুতো বাধাবাধাৎ তত্র স্বরূপেণাবাধঃ সর্ব্ববস্তূনাং নিত্যত্বাৎ সংসর্গতস্তু বাধঃ সর্ব্ববস্তূনাং চৈতন্যেঽস্তি যথা পটাদিষু লৌহিত্যাদেস্তদ্বৎ। তথাবস্থাভিবপি বাধোঽখিলপরিণামিনাং কালাদিভিস্ত্যর্থঃ। বাধশ্চ প্রতিপন্নধর্ম্মিণি নিষেধবুদ্ধের্ব্বিষয়ত্বম্। অসত্বং ত্বভাবঃ সোঽপ্যধিকরণস্বরূপ ইতি। ন চ সদসত্বয়োর্ব্বিরোধ ইতি বাচ্যম্। প্রকারভেদেনাবিরোধাৎ। যথাহি লৌহিত্যং বিম্বরূপেণ সৎ স্ফটিকগতপ্রতিবিম্ব-

স্থানে তাহার সত্তা অনুমিত হয়, এইরূপে বাসনার নিবৃত্তি না হইয়া ক্রমতঃ বাসনাবৃদ্ধি হইতে থাকে; সুতরাং কোনরূপেও ভ্রান্তিদূর হইতে পারে না ॥ ৫৫ ॥

"গুণাদির অত্যন্ত বাধ নাই" এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তবিবরণে স্বীয়মতের উপসংহার করিতেছেন।—গুণাদি সর্ব্বপ্রকার পদার্থের সৎ ও অসৎ এই উভয় খ্যাতি আছে। যেহেতু সকল বস্তুই নিত্য, অতএব বাস্তবিক কাহারও বাধ নাই এবং সংসর্গবশতঃ সকল বস্তুরই চৈতন্যে বাধ আছে। যেমন ঘটাদিতে লৌহিত্যযোগবশতঃ সেই ঘটাদিকে লোহিতবর্ণ বলা যায়, আর যখন সেই ঘটের লৌহিত্যযোগ থাকে না, তখন তাহাকে অলোহিত বলিয়া বোধ হয়, গুণাদিরও সেইরূপ সদসৎ খ্যাতি হইয়া থাকে। যখন গুণাদি চৈতন্যে যুক্ত হয়, তখনই ঐ গুণাদিকে সৎ বলা যায় এবং সেই চৈতন্যযোগ নিবৃত্ত হইলে ঐ গুণাদি অসৎ বলিয়া বোধ হয়; অতএব জানা যাইতেছে যে, যেমন কালাদিবশতঃ সকল পরিণামী পদার্থের বাধ হয়, সেইরূপ অবস্থাবিশেষেও তাহাদিগের বাধ হইতে পারে। কোন বস্তু প্রতিপাদন করিতে গেলে তাহাতে যে বিষয়ে নিষেধবুদ্ধি হয়, তাহাই বাধ এবং অসত্বই অভাব। এই অভাবও অধিকরণস্বরূপ; সুতরাং একপদার্থে সদসৎখ্যাতির বিরোধ

রূপেণ চাসদিতি দৃষ্টম্। যথা বা রজতং বণিগ্বীথীস্থরূপেণ সচ্ছুক্ত্যধ্যস্ত-রূপেণ চাসৎ তথৈব সর্ব্বং জগৎ স্বরূপতঃ সৎ চৈতন্যাদাবধ্যস্তরূপেণ চাস-দিতি। তদুক্তম্—"অর্থে হ্যবিদ্যমানোঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে। ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥" ইতি। এবমেবাবস্থাভেদেনাপি সদ-সত্ত্বমবিরুদ্ধম্। যথাহি বৃক্ষাদিঃ প্ররূঢ়াদ্যবস্থাভিঃ সন্নপ্যঙ্কুরাদ্যবস্থাভিরসন্ ভবতি তথৈব প্রকৃত্যাদিকং সদসদাত্মকমিতি। তদুক্তম্—"অব্যক্তং কারণং যৎ তন্নিত্যং সদসদাত্মকম্। প্রধানং প্রকৃতিশ্চেতি যদাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ॥" ইতি। এতচ্চাস্মাভির্ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে যোগবার্ত্তিকে চ প্রপঞ্চিতমিতি দিক্॥ ৫৬॥

দেখিতেছি। ইহা বক্তব্য নহে, কারণ প্রকারভেদে সদসৎখ্যাতির সম্ভব-প্রযুক্ত কোন বিরোধ নাই। একবস্তু একপ্রকারে সৎ বলিয়া বোধ হয় এবং প্রকারান্তরে তাহাকেই অসৎ বলিয়া জানা যায়। যেমন একই লৌহিত্য বিম্বরূপে সৎ এবং স্ফটিকগত প্রতিবিম্বরূপে অসৎ, অথবা যেমন রজত যখন কোন বণিকের নিকট থাকে, তখন তাহা প্রকৃত রজতরূপে সৎ বলিয়া বোধ হয় এবং যখন ঐ রজত শুক্তিমধ্যস্থ হয়, তখন তাহা অসৎ বলিয়া জানা যায়, সেইরূপ সমস্ত জগৎই বাস্তবিক সৎ, কেবল চৈতন্যের অধ্যস্তরূপে অসৎ বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, অর্থ অবিদ্যমানেও সংসার নিবৃত্ত হয় না; যেমন স্বপ্নকালে অনর্থাগম হয়, সেই-রূপ যাহারা বিষয়ধ্যান করে, তাহাদের সংসারনিবৃত্তি পায় না। যাহারা সংসারী, তাহাদিগের কোনসময়ে সাক্ষাৎ কোন কার্য্য সাধিত না হইলেই তখন তাহারা সেই কার্য্যকে অসৎ জ্ঞান করে, কিন্তু সংসারকে অসৎ জ্ঞান করিয়া সেই সংসার হইতে নিবৃত্ত হয় না; সর্ব্বদা সেই বিষয়াদি চিন্তা করিতে থাকে, এইরূপে অবস্থাভেদে গুণাদির সদসৎখ্যাতি অবিরুদ্ধ জানিবে। যেমন বৃক্ষাদি যখন উৎপন্ন হয়, তখনই তাহাদিগকে সৎ বলিয়া জানা যায় এবং যখন সেই সকল বৃক্ষ অঙ্কুরাবস্থায় থাকে, তখন তাহারা অসৎ বলিয়া প্রতীতি হয়, সেইরূপ প্রকৃত্যাদি পদার্থসকলও অবস্থাবিশেষে সৎ ও অসৎ হইতে পারে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, যাহা এই জগতের অব্যক্ত

প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ ॥ ৫৭ ॥

অয়ং বিচারঃ পর্য্যাপ্ত ইদানীং শব্দবিচারঃ প্রসঙ্গাগত আগন্তুকতয়াস্ত্রে প্রস্তূয়তে। প্রত্যেকবর্ণেভ্যোঽতিরিক্তং কলশ ইত্যাদিরূপমখণ্ডমেকপদং স্ফোট ইতি যোগৈরভ্যুপগম্যতে কম্বুগ্রীবাদ্যবয়বেভ্যোঽতিরিক্তো ঘটাদ্যবয়বীব স চ শব্দবিশেষঃ পদাখ্যোঽর্থস্ফুটীকরণাৎ স্ফোট ইত্যুচ্যতে স শব্দোঽপ্রামাণিকঃ। কুতঃ প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাম্। স শব্দঃ কিং প্রতীয়তে ন বা। আদ্যে যেন বর্ণসমুদায়েনানুপূর্ব্বীবিশেষবিশিষ্টেন সোঽভিব্যজ্যতে তস্যৈবার্থপ্রত্যায়কত্বমস্তু কিমন্তর্গড়ুনা তেন। অন্ত্যে ত্বজ্ঞাতস্ফোটস্য নাস্ত্যর্থপ্রত্যায়নশক্তিরিতি ব্যর্থা স্ফোটকল্পনেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

কারণ, তাহা নিত্য, অথচ সদসৎস্বরূপ। ঐ কারণকেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা প্রধান ও প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। এই বিষয় আমরা ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে ও যোগবার্ত্তিকে সবিশেষ বিস্তৃত করিয়াছি ॥ ৫৬ ॥

এই পর্য্যন্ত শব্দগত বিশেষধর্ম্মবিচার পর্য্যাপ্ত হইল। এইক্ষণ প্রসঙ্গত শব্দবিচার বিবৃত হইতেছে।—শব্দ প্রত্যেকবর্ণ হইতে অতিরিক্ত। "কলস" ইহাই একটি শব্দ। ক, ল ও স ইহাদিগের কোনটিই শব্দ নহে, সুতরাং কলস এই অখণ্ড শব্দই পদ, যেমন ঘট এই অবয়বী পদার্থ কম্বুগ্রীবাদি অবয়ব হইতে অতিরিক্ত, সেইরূপ শব্দও প্রত্যেক বর্ণ হইতে অতিরিক্ত জানিবে। যেমন কম্বুগ্রীবাদি অবয়ববিশিষ্টকে ঘট বলা যায়, সেইরূপ বর্ণসমূহবিশিষ্টই শব্দ। উক্তরূপ বিশেষ, অর্থাৎ যে শব্দ হইতে অর্থপ্রকাশ পায়, তাহাই পদ। বর্ণাদিও শব্দ, উহাদিগকে স্ফোটক বলা যায়। প্রতীতি ও অপ্রতীতিদ্বারা শব্দ প্রামাণিক নহে, উহাতে কোন অর্থপ্রতীতি হয় না। এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই শব্দ কি অর্থের প্রতীতি, অথবা তাহাতে কোনরূপ অর্থের প্রতীতি হয় না? যদি বলি, শব্দই অর্থপ্রতিপাদন করে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, যে আনুপূর্ব্বী-বিশেষবিশিষ্ট বর্ণসমূহদ্বারা শব্দপ্রকাশ পায়, সেই শব্দেই অর্থপ্রতীতি হয়, তদন্তর্গত বর্ণাত্মক শব্দের প্রয়োজন নাই। আর শব্দে অর্থের প্রতীতি হয় না, এইরূপ স্বীকার করিতে পারি না, কারণ অজ্ঞাত স্ফোটক শব্দের অর্থপ্রতীতিজনকতাশক্তি নাই; অতএব সেই স্ফোটক শব্দ-

ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যতাপ্রতীতেঃ ॥ ৫৮ ॥

পূর্ব্বসিদ্ধসত্ত্বস্যাভিব্যক্তির্দ্দীপেনৈব ঘটস্য ॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্বং বেদানাং নিত্যত্বং প্রতিসিদ্ধমিদানীং বর্ণনিত্যত্বমপি প্রতিষেধতি। স এবায়ং গকার ইত্যাদিপ্রত্যভিজ্ঞাবলাদ্বর্ণনিত্যত্বং ন যুক্তম্। উৎপন্নো গকার ইত্যাদিপ্রত্যয়েনানিত্যত্বসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। প্রত্যভিজ্ঞা চ তজ্জাতীয়তাবিষয়িণী। অন্যথা ঘটাদেরপি প্রত্যভিজ্ঞয়া নিত্যতাপত্তেরিতি ॥ ৫৮ ॥

শঙ্কতে। নন্থ পূর্ব্বসিদ্ধসত্তাকস্যৈব শব্দস্য ধ্বন্যাদিভির্যাভিব্যক্তিস্তন্মাত্রমুৎপত্তিঃ প্রতীতের্ব্বিষয়ঃ। অভিব্যক্তৌ দৃষ্টান্তো দীপেনেব ঘটস্যেতি ॥ ৫৯ ॥

কল্পনা ব্যর্থ হয়। এইরূপে শব্দের প্রতীতি ও অপ্রতীতি দেখা যাইতেছে; অতএব শব্দ প্রামাণিক নহে ॥ ৫৭ ॥

পূর্ব্বে বেদের নিত্যতা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এইক্ষণ বর্ণের নিত্যত্বের প্রতিষেধপ্রমাণ করিতেছেন।—শব্দসকলকে নিত্য বলা যায় না, যেহেতু উহারা কার্য্য বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। যেসকল পদার্থ কার্য্য, তাহারা কোনরূপেও নিত্য হইতে পারে না। যদিবল, "সেই এই গকার" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব শব্দ নিত্য হইতেছে, ইহা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নহে। কারণ "গকার উৎপন্ন" এই প্রতীতি সর্ব্বদা হইতেছে; অতএব শব্দের অনিত্যতাই সিদ্ধ আছে; সুতরাং তাহার নিত্যতা সম্ভবিতে পারে না। যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা যে নিত্য, এই কথা সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত। আর "সেই এই গকার" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হয় বলিয়াও শব্দের নিত্যতা সাধিত হইতেছে না, কারণ পূর্ব্বে যে গকার দৃষ্ট হইয়াছিল, এইক্ষণ সেই গকারের সজাতীয় অন্য গকার এই, ইহাই "সেই এই গকার" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞানের-বিষয়। অন্যথা যদি "সেই এই গকার" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞানদ্বারা শব্দের নিত্যতাস্বীকার কর, তাহাহইলে "সেই এই ঘট" ইত্যাদিরূপ প্রত্যভিজ্ঞানদ্বারা ঘটাদি পদার্থও নিত্য হইতে পারে; অতএব শব্দ নিত্য নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৫৮ ॥

শব্দের অনিত্যতাবিষয়ে আশঙ্কা হইতেছে।—শব্দের উৎপত্তিদ্বারা যে

সৎকার্য্যসিদ্ধান্তশ্চেৎ সিদ্ধসাধনম্ ॥ ৬০ ॥

পরিহরতি। অভিব্যক্তির্যদ্যনাগতাবস্থাত্যাগেন বর্ত্তমানাবস্থালাভ ইত্যুচ্যতে তদা সৎকার্য্যসিদ্ধান্তঃ। তাদৃশনিত্যত্বং চ সর্ব্বকার্য্যাণামেবেতি সিদ্ধসাধনমিত্যর্থঃ। যদি চ বর্ত্তমানতয়া সত এব জ্ঞানমাত্ররূপিণ্যভিব্যক্তিরুচ্যতে তদা ঘটাদীনামপি নিত্যতাপত্তিঃ। কারণব্যাপারেণ জ্ঞানস্যৈবোৎপত্তিপ্রতীতিবিষয়ত্বৌচিত্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥

তাহার অনিত্যতা সাধিত হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ শব্দসকলেরই সত্তা প্রসিদ্ধ আছে, এইক্ষণ ধ্বনিপ্রভৃতিদ্বারা যে প্রকাশ পায়, ইহাই শব্দের উৎপত্তি এবং শব্দের উৎপত্তির যে প্রতীতি উক্ত হইয়াছে, উক্তরূপ উৎপত্তিই সেই প্রতীতির বিষয়। যেমন অন্ধকারাবৃত স্থানে কোন বস্তু থাকিলে দীপদর্শনে তাহার প্রকাশমাত্র হয়, উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ ধ্বনিপ্রভৃতিদ্বারা নিত্যশব্দের প্রকাশ হইয়া থাকে, উহার উৎপত্তি হয় না; সুতরাং শব্দের নিত্যতাই প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্বসূত্রে যে শব্দের অনিত্যতাবিষয়ে আশঙ্কা হইয়াছে, এইসূত্রে সেই আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন।—যে পদার্থ সৎ, তাহার সাধন করিতে গেলে সিদ্ধসাধনদোষ হয়, অর্থাৎ যে পদার্থ আছে, তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। যদি অনাগত অবস্থার ত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তমান অবস্থার লাভকে অভিব্যক্তি বল, তাহাহইলে সৎকার্য্যেরই সিদ্ধি হইল, এইরূপ অভিব্যক্তির অর্থ করিয়া নিত্যতাসাধন করিবে, সেইরূপ নিত্যতা সকল কার্য্যেরই হইতে পারে, যদি তুমি উক্তরূপে শব্দকে নিত্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে সকল কার্য্যকেই নিত্য বলিতে পার। এইস্থলে ইহাই সিদ্ধসাধনদোষ। আর যদি বর্ত্তমানতারূপে সৎপদার্থের জ্ঞানমাত্রকে অভিব্যক্তি বল, তাহাহইলে ঘটাদি পদার্থেরও নিত্যতাপত্তি হয়, অতএব অভিব্যক্তিকে উৎপত্তি বলা যায় না। পরন্তু কারণব্যাপারদ্বারা যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহাকেই উৎ-

নাদ্বৈতমাত্মনো লিঙ্গাৎ তদ্ভেদপ্রতীতেঃ॥ ৬১ ॥

আত্মাদ্বৈতে পূর্ব্বানুক্তমপি বাধকমুপন্যসনীয়মিত্যেতদর্থমাত্মাদ্বৈতনিরাসঃ পুনরারভ্যতে। যদ্যপ্যাত্মনামন্যোঽন্যং ভেদবাক্যবদভেদবাক্যান্যপি সন্তি তথাপি নাদ্বৈতং নাত্যন্তমভেদঃ। অজাদিবাক্যস্থৈঃ প্রকৃতিত্যাগাদিলিঙ্গৈর্ভেদস্যৈব সিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ন হ্যত্যন্তাভেদে তানি লিঙ্গান্যুপপদ্যন্তে। অভেদবাক্যানি তু সাম্যাদিশ্রুত্যেকবাক্যতয়া বৈধর্ম্ম্যাদিলক্ষণাভেদপরতয়োপপদ্যন্তে। অভিমানাদিনিবৃত্ত্যন্যথানুপপত্ত্যাপি তৎপরত্বাবধারণাচ্চেতি॥৬১॥

পত্তি বলিয়া নিশ্চয় করা উচিত; অতএব অভিব্যক্তিকে উৎপত্তি বলিয়া শব্দের নিত্যতা সাধিত হইতে পারে না। ৬০ ॥

আত্মার অদ্বৈতবিষয়ে পূর্ব্বে যে সকল বাধক উক্ত হয় নাই, সেই সকল বাধকের উপন্যাস আবশ্যক। এই নিমিত্ত পুনর্ব্বার আত্মার অদ্বৈতনিরাস আরম্ভ করিতেছেন।—যদিও আত্মার পরস্পরভেদজ্ঞাপক বাক্যের ন্যায় অভেদজ্ঞাপক বহু বহু বাক্য থাকুক, তথাপি আত্মা অদ্বৈত, অর্থাৎ অত্যন্ত অভিন্ন নহে। যেহেতু অজাদিবাক্যস্থ প্রকৃতির ত্যাগদ্বারা আত্মাসকলের পরস্পর ভেদসিদ্ধি আছে। যে আত্মার প্রকৃতিত্যাগ হইয়াছে, সেই আত্মা মুক্ত এবং যাহার প্রকৃতিত্যাগ হয় নাই, সেই আত্মাই বদ্ধ। এইরূপে প্রকৃতির ত্যাগ ও অত্যাগই আত্মার বন্ধমোক্ষের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এইক্ষণ যদি সকল আত্মার অত্যন্ত অভেদ হইত, তাহাহইলে উক্ত প্রকৃতির ত্যাগ ও অত্যাগাদি লিঙ্গ উপপন্ন হইতে পারিত না। আর আত্মাসকলের যে অভেদ বাক্যসকল আছে, সেই সকল বাক্যের সাম্যাদিশ্রুতির সহিত একবাক্যতাপ্রযুক্ত বৈধর্ম্ম্যাদিরূপে উপপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ আত্মার অভেদবোধক বাক্যের অর্থ এই যে, এক আত্মারও যে সকল বৈধর্ম্ম্য, অন্যান্য আত্মারও সেই সকল বৈধর্ম্ম্য জানিবে। বিশেষতঃ অভিমানাদিনিবৃত্তির অন্যপ্রকারে উপপত্তির অভাববশত আত্মগণের অভেদবাক্যের উক্তরূপে উপপত্তি করিতে হয়। ৬১ ॥

নানাত্মনাপি প্রত্যক্ষবাধাৎ ॥ ৬২ ॥

নোভাভ্যাং তেনৈব ॥ ৬৩ ॥

আত্মনামভেদে লিঙ্গং বাধকমুক্তম্। আত্মৈবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমিতি শ্রুত্যাত্মনোঽনাত্মভিরদ্বৈতে তু প্রত্যক্ষমপি বাধকমস্তীত্যাহ। অনাত্মনাপি ভোগ্যপ্রপঞ্চেনাত্মনো নাদ্বৈতং প্রত্যক্ষেণাপি বাধাৎ। আত্মনঃ সর্ব্বভোগ্যাভেদে ঘটপটয়োরপ্যভেদঃ স্যাৎ। ঘটাদেঃ পটাদ্যভিন্নাত্মাভেদাৎ। স চ ভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষবাধিত ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যায় প্রাপ্তমপ্যর্থং বিশদয়তি। উভাভ্যাং সমুচ্চিতাভ্যামপ্যাত্মনাত্মভ্যাং নাত্যন্তাভেদস্তেনৈব হেতুদ্বয়েনেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

আত্মার পরস্পর অভেদবিষয়ে প্রকৃতির ত্যাগ-অত্যাগাদিলিঙ্গই বাধক বলিয়া পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ "আত্মাই এই সকল এবং ব্রহ্মই এই সমুদায় জগৎস্বরূপ" এই শ্রুতিদ্বারা আত্মা ও অনাত্মার অভেদবিষয়ে প্রত্যক্ষই বাধক, এই বিষয়ে বলিতেছেন।—অনাত্মভূত ভোগ্য প্রপঞ্চের সহিত আত্মার অভেদ নাই, যেহেতু উক্তরূপ অভেদে প্রত্যক্ষই বাধক আছে, আত্মা ও অনাত্মভূত সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু এই উভয়ের অভেদস্বীকার করিলে ঘট ও পট এই উভয়ও অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। এইস্থলে ঘট ও পট এই উভয়ের অভেদবিষয়ে যেমন প্রত্যক্ষই বাধক, সেইরূপ আত্মা ও অনাত্মার অভেদে প্রত্যক্ষই বাধক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। আত্মা ভোক্তা এবং ভোগ্য প্রপঞ্চ অনাত্মা, এই উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বসূত্রে যে আত্মা ও অনাত্মার অভেদে বাধক বর্ণিত হইয়াছে, শিষ্যগণ সেই সমুদায় অনায়াসে বুঝিতে পারে, এই নিমিত্ত উক্ত আত্মা ও অনাত্মার অভেদ বিশদরূপে বর্ণিত হইতেছে।—আত্মা ও অনাত্মা এই উভয় যে অত্যন্ত অভিন্ন নহে, তাহা উক্ত আত্মা ও অনাত্মা এই হেতুদ্বয়েই প্রতিপন্ন হইতেছে। আত্মা ও অনাত্মা এই দুই শব্দদ্বারা আত্মা ও অনাত্মা ইহারা যে বিভিন্ন, তাহা প্রতীত আছে; সুতরাং অন্য হেতুপ্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন ॥৬৩॥

অন্যপরত্বমবিবেকানাং তত্র ॥ ৬৪ ॥

নন্বেবমাত্মৈবেদমিত্যাদিশ্রুতীনাং কা গতিরিতি তত্রাহ। অবিবেকানামবিবেকিপুরুষান্ প্রতি তত্রাদ্বৈতেঽন্যপরত্বমুপাসনার্থকানুবাদ ইত্যর্থঃ। লোকে হি শরীরশরীরিণোর্ভোগ্যভোক্ত্রোশ্চাবিবেকেনাভেদো ব্যবহ্রিয়তেঽহং গৌরো মমাত্মা ভদ্রসেন ইত্যাদিঃ। অতস্তমেব ব্যবহারমনূদ্য তানেব প্রতি তথোপাসনাং শ্রুতির্বিদধাতি সত্ত্বশুদ্ধ্যাদ্যর্থমিতি। অত এব পরমার্থদশায়ামুপাস্যানামাত্মত্বং প্রতিষেধতি শ্রুতিঃ। "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥" ইত্যাদিনেতি ॥ ৬৪ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বসূত্রে আত্মা ও অনাত্মার ভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে, এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি আত্মা ও অনাত্মা এই উভয় পদার্থ অভিন্ন না হইল, তাহাহইলে "আত্মাই এই সমুদায়" এই শ্রুতির কি অর্থ হইবে? যদি আত্মা ও অনাত্মার ভেদ থাকিল, তবে "এই সমুদায়ই আত্মা" এই শ্রুতির ব্যর্থতা হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যে সকল পুরুষ অবিবেকী, তাহাদিগের উপাসনার নিমিত্ত অদ্বৈত আত্মা অন্যেতে আরোপিত হয়েন, অবিবেকীরা কোনরূপেও আত্মোপাসনা করিতে পারে না, এইহেতু আত্মাই এই সমুদায় স্বরূপ, এই শ্রুতি অবিবেকিদিগের উপাসনার্থক অনুবাদমাত্র। লোকে অবিবেকবশতঃ ভোগ্য শরীর ও ভোক্তা আত্মা এই উভয়কে অভিন্নরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, অর্থাৎ ভদ্রসেন নাম কোন ব্যক্তি "আমি গৌর এবং আমার আত্মাই ভদ্রসেন" এইরূপে শরীরের সহিত আত্মার অভেদজ্ঞান করে, অতএব সেই ব্যবহারের অনুবাদ করিয়া "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" এই শ্রুতিদ্বারা অবিবেকীদিগের সত্ত্বশুদ্ধির উপাসনাবিধান করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উপাস্যের আত্মত্বপ্রতিষেধ করিতেছেন। "যাঁহাকে মনে মনে অনুমান করা যায় না, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।" কিন্তু যাঁহার উপাসনা করিতেছ, তিনি ব্রহ্ম নহেন, ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি উপাস্যের আত্মত্বপ্রতিষেধ করিয়াছেন ॥ ৬৪ ॥

নাত্মাবিদ্যা নোভয়ং জগদুপাদানকারণং নিঃসঙ্গত্বাৎ॥ ৬৫॥

একাত্মবাদিনাং জগদুপাদানকারণমপি ন সম্ভবতীত্যাহ। কেবল আত্মা আত্মাশ্রিতা বাবিদ্যা সমুচ্চিতং বা কপালদ্বয়বদুভয়ং ন জগদুপাদানং সম্ভবতি। আত্মনোঽসঙ্গত্বাৎ। সঙ্গাখ্যো হি যঃ সংযোগবিশেষস্তেনৈব দ্রব্যাণাং বিকারো ভবতি। অতোঽসঙ্গত্বাৎ কেবলস্যাত্মনোঽদ্বিতীয়স্য নোপাদানত্বং নাবিদ্যাদ্বারাপি সম্ভবতি। অসঙ্গত্বেনাবিদ্যাযোগস্য প্রাগেব নিরস্তত্বাৎ। প্রত্যেকোপাদানত্ববদেবোভয়োপাদানত্বমপ্যসঙ্গত্বাদেবাসম্ভবতীত্যর্থঃ। যদি চাবিদ্যা দ্রব্যরূপা পুরুষাশ্রিতা গগনে বায়ুবদিষ্যতে তদাত্মাদ্বৈতহানিঃ। তয়া প্রকৃতিরেব সেতি সিদ্ধসাধনং চ। তাদৃশং চাবিভাগেনাদ্বৈতমস্মাকমপীষ্টমেব। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেত্যাদি-

---

যাহারা একাত্মবাদী, তাহাদিগের মতে জগতের উপাদানকারণ সম্ভব হয় না। এই আশয়ে বলিতেছেন।—কেবল আত্মা, অথবা আত্মাশ্রিত অবিদ্যা, কিম্বা আত্মা ও তদাশ্রিত অবিদ্যা এই উভয় জগতের উপাদানকারণ নহে। যেহেতু আত্মা অসঙ্গ, অতএব আত্মা জগতের উপাদান হইতে পারেন না। সঙ্গাখ্য সংযোগদ্বারা দ্রব্যের বিকার হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই কেবল অতীন্দ্রিয় আত্মাকে জগতের উপাদান বলা যায় না। আর অবিদ্যাও জগতের উপাদান হয়েন না, আত্মার অসঙ্গতাপ্রযুক্ত তাঁহার অবিদ্যাযোগ পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে; সুতরাং অবিদ্যাকে জগতের উপাদান বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেরূপ আত্মা ও অবিদ্যা এই উভয়ের উপাদানত্বের বাধ হইল, সেইরূপ আত্মার অসঙ্গতাপ্রযুক্ত উক্ত উভয়েরও জগদুপাদানত্ব অসম্ভব হইতেছে। আর যদি অবিদ্যাকে দ্রব্যরূপ বলিয়া যেমন গগনে বায়ু থাকে, সেইরূপ অবিদ্যার আত্মাশ্রিত ইচ্ছা কর, তাহাহইলে আত্মার অদ্বৈতত্বহানি হইতে পারে। তথাপি যদি অবিদ্যাকে প্রকৃতিস্বীকার করিয়া তাহাকে জগতের উপাদান বল, তাহাহইলে সিদ্ধসাধন দোষ হইল, যেহেতু প্রকৃতি জগতের উপাদান, ইহা সিদ্ধই আছে। যদি বল, আত্মার

নৈকত্বানন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ ॥ ৬৬ ॥

শ্রুত্যাপি চাবিভাগরূপমেবাদ্বৈতং প্রতিপাদ্যতে। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেদিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তথা চোক্তম্। "আসীজ্জ্ঞানময়োঽপ্যর্থ একমেবাবিকল্পিতম্। তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতিশ্চোভয়াত্মিকা॥ জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে।" ইতি। অবিকল্পিতমবিভক্তম্। তস্মাদ্বেদান্তানামখণ্ডাত্মাদ্বৈতং নার্থঃ। তথাপ্যাধুনিকা বেদান্তিনোঽত্রত্য পূর্ব্বপক্ষজাতমেব ব্রহ্মমীমাংসাসিদ্ধান্ততয়া কল্পয়ন্তি। তৎ তু ব্রহ্মসূত্রানুক্তত্বেন প্রত্যুত তদ্বিরোধেন চাস্মাভিস্তত্রৈব নিরাকৃতমিতি। অত্র চ ব্রহ্মমীমাংসাসিদ্ধান্তো ন দূষ্যতে। অপিতু বেদান্তেষ্বাপাততঃ সম্ভাবিতোঽর্থ এব নিরাক্রিয়ত ইতি স্মর্ত্তব্যম্। এবমুত্তরসূত্রেষ্বপি ॥ ৬৫ ॥

প্রকাশস্বরূপ আত্মেতি স্বয়ং সিদ্ধান্তিতং তত্র সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং

কোন বিভাগ নাই বলিয়াই সমুদায় আত্মা এক বলিয়া স্বীকার করি। ঐরূপ অবিভাগরূপে আত্মার অদ্বৈত আমাদিগেরও ইষ্ট। "এই সংস্বরূপ আত্মাই পূর্ব্বে ছিলেন, ইহা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে অবিভাগরূপ অদ্বৈতই প্রতিপাদিত হইয়াছে; অতএব আত্মার দ্বিতীয় নাই, ইহাই জানা যায়। "ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ" ইত্যাদি অন্যান্য শ্রুতিতেও অবিভাগরূপ অদ্বৈত প্রতিপন্ন আছে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, "জ্ঞানময় অর্থও অবিভক্তরূপে এক ছিল, উহাদিগের একতর অর্থ এবং প্রকৃতি উভয়াত্মিকা। উক্ত উভয়ের অন্যতমভাবই জ্ঞান, তাহাই পুরুষ বলিয়া অভিহিত হয়;" অতএব বেদান্তমতে "অখণ্ড আত্মা অদ্বৈত" এইরূপ অর্থ নাই। তথাপি আধুনিক বৈদান্তিকেরা অত্রত্য পূর্ব্বপক্ষসকল ব্রহ্মমীমাংসার সিদ্ধান্ত বলিয়া কল্পনা করেন। কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্ত ব্রহ্মমীমাংসাসূত্রে উক্ত নাই, বরং তাহাদিগের সহিত বিরোধই আছে। এই নিমিত্ত আমরা উক্তরূপ সিদ্ধান্ত সেই স্থলেই নিরস্ত করিয়াছি। এইস্থলে সেই ব্রহ্মমীমাংসাসিদ্ধান্তই নির্দ্দিষ্ট হইল এবং আপাততঃ বেদান্তের সম্ভাবিত অর্থও নিরাকৃত হইতেছে ॥ ৬৫ ॥

আত্মা স্বপ্রকাশস্বরূপ, ইহাই স্বমতে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। পরন্তু "সত্যং

ব্রহ্মেতি শ্রুতেরানন্দোঽপ্যাত্মনঃ স্বরূপমিতি পূর্ব্বপক্ষং নিরাকরোতি। এক-ধর্ম্মিণ আনন্দচৈতন্যোভয়রূপত্বং ন ভবতি দুঃখজ্ঞানকালে সুখানমুভবেন সুখজ্ঞানয়োর্ভেদাদিত্যর্থঃ। ন চ জ্ঞানবিশেষঃ সুখমিতি বক্তুং শক্যতে। আত্মস্বরূপজ্ঞানস্যাখণ্ডত্বাৎ। অতএব চৈতন্যানুভবকালে সুখস্যাবরণমপি বক্তুং ন শক্যতে। অখণ্ডত্বেনানন্দাবরণে দুঃখং জানামীত্যনুভবানুপপত্তেঃ। ন হ্যাত্মনোঽংশভেদোঽস্তি যেনানন্দাংশাবরণেঽপি চৈতন্যাংশো মায়াদিতি। ন চ শ্রুতিবলেনৈতেঽসত্তর্কা ইতি বাচ্যম্। নানন্দং ন নিরানন্দমিত্যাদি-শ্রুত্যাদুঃখমসুখং ব্রহ্ম ভূতভব্যভবাত্মকমিত্যাদিস্মৃত্যা চানন্দাভাবস্যাপি প্রতি-পাদিতত্বেন তর্কৈস্তৈবাত্রাদর্ত্তব্যত্বাদিতি ॥ ৬৬ ॥

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিতে আত্মার আনন্দস্বরূপত্ব প্রতিপন্ন আছে, সুতরাং এইরূপ বিরোধ দেখিতেছি। অর্থাৎ স্বপ্রকাশস্বরূপের আনন্দময়ত্ব কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতেছেন।—এক ধর্ম্মীর আনন্দময়ত্ব ও চিৎস্বরূপত্ব এই উভয় ধর্ম্ম সম্ভব হয় না। যেহেতু উক্ত উভয় ধর্ম্মের বিরোধ আছে। দুঃখানুভবকালে কখন সুখজ্ঞান হইতে পারে না। সুখ ও জ্ঞান এই উভয়ের ভেদ প্রসিদ্ধই আছে। অতএব আত্মা চিৎস্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানময় হইলে তাহার আনন্দময়ত্ব অসম্ভব দেখিতেছি। আনন্দ, অর্থাৎ সুখকে জ্ঞানবিশেষ বলা যায় না। যেহেতু আত্মস্বরূপজ্ঞান অখণ্ড, অতএব চৈতন্যের অনুভবকালে সুখ আবৃত থাকে। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। তাহাহইলে অখণ্ডরূপে আনন্দের আবরণে দুঃখ-ভোগ করিতেছি, এইরূপ অনুভবেরই অনুপপত্তি হয়। আর আত্মার অংশ-ভেদ আছে, ইহাও বক্তব্য নহে, যে অংশভেদস্বীকার করিয়া আত্মাকে চৈতন্য ও আনন্দ উভয়াত্মক বলিবে। আত্মার চৈতন্যাংশের আবরণে আন-ন্দাংশপ্রকাশ পায়, ইহা অযুক্ত। আর শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা এই সকল তর্ককে অসত্তর্ক বলিয়া নিরূপণ করা যায় না। যেহেতু আত্মা “আনন্দস্বরূপ নহেন এবং নিরানন্দ নহেন” ইত্যাদি শ্রুতি এবং “ব্রহ্ম দুঃখময় নহেন, সুখময় নহেন এবং তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানস্বরূপ” ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণে আত্মার আনন্দা-

দুঃখনিবৃত্তের্গৌণঃ ॥ ৬৭ ॥

বিমুক্তিপ্রশংসা মন্দানাম্ ॥ ৬৮ ॥

নন্বেবমানন্দরূপতাশ্রুতেঃ কা গতিস্তত্রাহ। দুঃখনিবৃত্ত্যাত্মনি শ্রৌত আনন্দশব্দো গৌণ ইত্যর্থঃ। তদুক্তম্। সুখং দুঃখসুখাত্যয় ইতি। ন নিরানন্দমিতি শ্রুতিস্তৌপাধিকানন্দপরা সত্যসঙ্কল্পত্বাদিশ্রুতিবদিতি। যৎ তু নিরুপাধিপ্রিয়ত্বেনাত্মনঃ সুখরূপত্বানুমানং কশ্চিদাহ। তন্ন। দুঃখাভাবরূপতয়াপি প্রেমোপপত্তেঃ। সুখত্বাদিবদাত্মত্বস্যাপি প্রেমপ্রয়োজকত্বাচ্চ। অন্যথা পরসুখেঽপি প্রেমাপত্তেরিতি ॥ ৬৭ ॥

গৌণপ্রয়োগে বীজমাহ। মন্দানজ্ঞান্ প্রতি দুঃখনিবৃত্তিরূপামাত্মস্বরূপমুক্তিং সুখত্বেন শ্রুতিঃ স্তৌতি প্ররোচনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

ভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত তর্কই আদৃত বলিয়া জানা যায়। অতএব আত্মাকে আনন্দস্বরূপ বলা যায় না ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, আত্মা আনন্দস্বরূপ নহেন। যদি আত্মা আনন্দস্বরূপ না হইলেন, তাহাহইলে আত্মার আনন্দস্বরূপতাপ্রতিপাদক শ্রুতির কিরূপ উপপত্তি হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—আত্মার দুঃখাভাবপ্রযুক্ত শ্রুত্যুক্ত আত্মার আনন্দশব্দ গৌণ। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, সুখদুঃখাভাবই আত্মার সুখ। "আত্মা নিরানন্দ নহেন" এই শ্রুতিতে আত্মার ঔপাধিক আনন্দ প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন আত্মার সত্যসংকল্পতাদি শ্রুতিতে গৌণ সত্যসংকল্পত্ব উক্ত আছে, সেইরূপ "আত্মা নিরানন্দ নহেন" এই শ্রুতিতেও ঔপাধিক গৌণানন্দ জানিতে হইবে। কেহ কেহ আত্মার উপাধিস্বীকার না করিয়া তাঁহাতে সুখস্বরূপত্বের অনুমান করেন, তাহাও সঙ্গত নহে। যেহেতু আত্মার দুঃখাভাবপ্রযুক্তই তাঁহাতে লোকের প্রেম হইয়া থাকে। যেমন আত্মা সুখময় বলিয়া তিনি লোকের প্রেমভাজন হয়েন, সেইরূপ তাঁহার আত্মত্বও প্রেমপ্রয়োজক। অন্যথা পরসুখেও প্রেমাপত্তি হইতে পারে ॥ ৬৭ ॥

আত্মার গৌণ আনন্দ উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ দর্শাইতেছেন।—এই-

ন ব্যাপকত্বং মনসঃ করণত্বাদিন্দ্রিয়ত্বাদ্বা ॥ ৬৯ ॥

সক্রিয়ত্বাদ্‌গতিশ্রুতেঃ ॥ ৭০ ॥

ন নির্ভাগত্বং তদ্যোগাদ্‌ঘটবৎ ॥ ৭১ ॥

অন্তঃকরণোপপত্তেঃ পূর্ব্বোক্তায়া আঞ্জস্যেনোপপত্তয়ে মনোবৈভবপূর্ব্বপক্ষমপাকরোতি। মনসোঽন্তঃকরণসামান্যস্য ন বিভুত্বং করণত্বাৎ। বাস্যাদিবৎ। বাশব্দো ব্যবস্থিতবিকল্পে। ইন্দ্রিয়ত্বাদপ্যন্তঃকরণবিশেষস্য তৃতীয়স্য ন বিভুত্বমিত্যর্থঃ। দেহব্যাপিজ্ঞানাদিকং তু মধ্যমপরিমাণেনৈবোপপদ্যত ইতি ॥ ৬৯ ॥

অত্রাপ্রয়োজকত্বশঙ্কায়ামনুকূলতর্কমাহ। আত্মনো লোকান্তরগমনশ্রবণেন তদুপাধিভূতস্যান্তঃকরণস্য সক্রিয়ত্বসিদ্ধের্ন বিভুত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

কার্য্যত্বোপপত্তয়ে মনসো নিরবয়বত্বমপি নিরাকরোতি। তচ্ছব্দঃ পূর্ব্বক্ষণ যাহারা অজ্ঞ, তাহাদিগের দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তিই সুখ, ইহাই শ্রুতিকর্তৃক প্রস্তুত হইতেছে। জ্ঞানিদিগের লোকের প্ররোচনার নিমিত্ত শ্রুতিতে উক্তরূপ সুখ উক্ত হইয়াছে ॥ ৬৮ ॥

পূর্ব্বে যে অন্তঃকরণের উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহার অনায়াসে উপপত্তির নিমিত্ত মনের বিভুত্ব পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতেছেন।—কোন অন্তঃকরণেরও বিভুত্ব হইতে পারে না, যেহেতু উহারা করণ। যাহারা করণ, তাহাদিগকে অবশ্যই পরিণামী বলিতে হয়; সুতরাং তাহারা বিভু নহে। বিশেষতঃ ঐ সকল অন্তঃকরণও ইন্দ্রিয়; অতএব তাহাদিগের বিভুত্ব অসম্ভব। তবে যে অন্তঃকরণ সকলদেহব্যাপী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা অন্তঃকরণের মধ্যপরিমাণদ্বারাই উপপন্ন আছে ॥ ৬৯ ॥

পূর্ব্বসূত্রে অন্তঃকরণের বিভুত্ব নিরাকৃত হইয়াছে, এই বিষয়ে যে অপ্রয়োজক হয়, তাহাতে অনুকূল তর্কনিরূপণ করিতেছেন।—আত্মা লোকান্তরে গমন করেন, এইরূপ শ্রবণ আছে, এই হেতু তদুপাধিভূত অন্তঃকরণেরও ক্রিয়া আছে, ইহা সিদ্ধ হইতেছে; অতএব অন্তঃকরণের বিভুত্ব সম্ভবে না। যাহার ক্রিয়া আছে, তাহার বিভুত্ব সর্ব্বথা অসিদ্ধ ॥ ৭০ ॥

অন্তঃকরণের কার্য্যত্ব উপপত্তির নিমিত্ত মনের সাবয়বত্বনিরাস করিতে-

প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্ ॥ ৭২ ॥

ন ভাগলাভো ভোগিনো নির্ভাগত্বশ্রুতেঃ ॥ ৭৩ ॥

সূত্রস্থেন্দ্রিয়ং পরামৃশতি। মনসো ন নিরবয়বত্বম্। অনেকেন্দ্রিয়েষেকদা যোগাৎ। কিন্তু ঘটবন্মধ্যমপরিমাণং সাবয়বমিত্যর্থঃ। কারণাবস্থং চান্তঃকরণমণ্বেবেতি বোধ্যম্ ॥ ৭১ ॥

মনঃকালাদীনাং নিত্যত্বং প্রতিষেধতি। সুগমম্। কারণাবস্থং চান্তঃকরণাকাশাদিকং প্রকৃতিরেবোচ্যতে। ন তু মন-আদিকং ব্যবসায়াদ্যসাধারণধর্ম্মাভাবাৎ ॥ ৭২ ॥

নন্থ। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্। অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥" ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ পুম্প্রকৃত্যোরপি সাবয়বত্বাদ-

ছেন।—যেহেতু একদা অনেক ইন্দ্রিয়ে মনের যোগ হয়; অতএব মন নিরবয়ব নহে। মনের যদি অবয়বই না থাকিবে, তাহা হইলে সেই মন একদা অনেক ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু ঘটের ন্যায় মধ্যপরিমাণই মনের অবয়ব এবং কারণস্থ অন্তঃকরণ অণু, ইহাই জানিতে হইবে ॥ ৭১ ॥

এইক্ষণ মন ও কালাদির নিত্যতাপ্রতিষেধ করিতেছেন।—কেবল প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ই নিত্য, তদ্ভিন্ন সমুদায়ই অনিত্য; সুতরাং মন ও কাল ইহারাও অনিত্য জানিবে। কেবল প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই পদার্থই নিত্য এবং তদ্ভিন্ন সমুদায়ই অনিত্য হইলেও অন্তঃকরণ ও আকাশ ইহারা অনিত্য হইতে পারে না। যেহেতু কারণাবস্থ অন্তঃকরণ ও আকাশাদিকে প্রকৃতি বলা যায়; সুতরাং উহাদিগের নিত্যতা সিদ্ধি আছে। কিন্তু মনঃপ্রভৃতির ব্যবসায়াদি অসাধারণ ধর্ম্ম নাই; সুতরাং উহারা প্রকৃতির অন্তর্গত নহে, এই নিমিত্তই মনঃপ্রভৃতি অনিত্য ॥ ৭২ ॥

"মায়াকে প্রকৃতি এবং যিনি সেই মায়ার আশ্রয়, তাঁহাকে পুরুষ জানিবে, এই পুরুষের অবয়বদ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত আছে।" এই শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণে পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয়ই সাবয়ব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে,

নানন্দাভিব্যক্তির্মুক্তির্নির্ধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৭৪ ॥

ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিস্তদ্বৎ ॥ ৭৫ ॥

নিত্যত্বমিতি তত্রাহ। ভোগিনঃ পুরুষস্য প্রধানস্য চাবয়বো ন যুজ্যতে নিরবয়বত্বশ্রুতেঃ। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।" ইত্যাদিনেত্যর্থঃ। উক্তশ্রুতিশ্চাকাশজলয়োরিব পিতাপুত্রচেতনয়োরিব চ বিভাগমাত্রেণাংশাংশিভাবং বোধয়তীতি ॥ ৭৩ ॥

দুঃখনিবৃত্তির্মোক্ষ ইত্যুক্তং তদবধারণায় তত্র মোক্ষে পরেষাং মতানি নিরাকরোতি। আত্মন্যানন্দরূপোঽভিব্যক্তিরূপশ্চ ধর্ম্মো নাস্তি স্বরূপং চ নিত্যমেবেতি ন সাধনসাধ্যম্। অতো নানন্দাভিব্যক্তির্মোক্ষ ইত্যর্থঃ ॥৭৪॥

অশেষবিশেষগুণোচ্ছেদোঽপি ন মুক্তিস্তদ্বৎ নির্ধর্ম্মত্বাদেবেত্যর্থঃ। নন্বু

এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ভোগকর্ত্তা পুরুষ যে অবয়ববিশিষ্ট, ইহা সম্ভবপর নহে, যেহেতু পুরুষ নিরবয়ব বলিয়া শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে। "পুরুষ নিরবয়ব, ক্রিয়াবিহীন, শান্ত ও নিরঞ্জন" ইত্যাদি শ্রুতিই পুরুষের নিরবয়বত্বের প্রমাণ। উক্ত শ্রুতিদ্বারা আকাশ ও জলের ন্যায় এবং পিতা ও পুত্রের ন্যায় বিভাগমাত্রে অংশাংশিভাব জানা যাইতেছে ॥ ৭৩॥

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ। এই সিদ্ধান্তে বিবিধবাদীরা নানামত প্রকাশ করিয়া থাকেন, এইক্ষণ স্বমত সংস্থাপনার্থ বাদিদিগের এই সকল মতের নিরাস করিতেছেন।—কোন কোন বাদীরা বলিয়া থাকেন, আনন্দাভিব্যক্তিই মোক্ষ। এই মত সুসঙ্গত নহে, যেহেতু আত্মা নির্ধর্ম্ম; সুতরাং তাঁহার আনন্দরূপ ধর্ম্ম, অথবা অভিব্যক্তিধর্ম্মের সম্ভব নাই। আত্মার যে আনন্দস্বরূপত্ব, তাহা নিত্য, কোনরূপ কারণজন্য নহে; অতএব জানা যায় যে, আত্মার যখন আনন্দরূপ ধর্ম্ম এ অভিব্যক্তিধর্ম্ম নাই, তখন যে আনন্দাভিব্যক্তিই মুক্তি, তাহা অসম্ভব ॥৭৪॥

অপর কোন বাদী বলেন, অশেষবিশেষগুণের উচ্ছেদই মুক্তি। যখন আত্মার সমুদায় বিশেষগুণের উচ্ছেদ হয়, তখনই পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকে। ইহাও প্রকৃতপক্ষ নহে। পূর্ব্বসূত্রোক্ত নির্ধর্ম্মত্বরূপ কারণেই এই মত

ন বিশেষগতির্নিষ্ক্রিয়স্য ॥ ৭৬ ॥

নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ ক্ষণিকত্বাদিদোষাৎ ॥ ৭৭ ॥

তর্হি দুঃখনিবৃত্তিরেব কথং মোক্ষ উক্তো দুঃখাভাবস্যাপি ধর্ম্মত্বাদিতি চেন্ন। অস্মাভির্ভোগ্যতাসম্বন্ধেনৈব দুঃখাভাবস্য পুরুষার্থভাবচনাদিতি ॥ ৭৫ ॥

ব্রহ্মলোকগতিরপি ন মোক্ষঃ। আত্মনো নিষ্ক্রিয়ত্বেন গত্যভাবাৎ। লিঙ্গশরীরাভ্যুপগমে চ ন মোক্ষো ঘটত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

ক্ষণিকজ্ঞানমেবাত্মা তস্য বিষয়াকারতা বন্ধস্তদ্বাসনাখ্যোপরাগস্য নাশো মোক্ষ ইতি যন্নাস্তিকমতং তদপি ন ক্ষণিকত্বাদিদোষেণ মোক্ষস্যাপুরুষার্থত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

খণ্ডিত হইতেছে। যেহেতু আত্মাধর্ম্মবিহীন, অতএব গুণোচ্ছেদরূপ ধর্ম্মও নাই; অতএব গুণোচ্ছেদরূপ মুক্তি অসিদ্ধ হইতেছে। যদি আত্মা ধর্ম্মবিহীন বলিয়া আনন্দাভিব্যক্তিরূপাদি মুক্তি না হইল, তবে দুঃখনিবৃত্তিদ্বারা কিরূপে মুক্তি হইতে পারে? দুঃখনিবৃত্তিও ধর্ম্ম, সুতরাং উহাও আত্মার অসম্ভব দেখিতেছি; অতএব দুঃখনিবৃত্তিও মুক্তি নহে বলিতে পারি। তাহা নহে, দুঃখনিবৃত্তি যে মুক্তি নহে, একথা বলিতে পার না, যেহেতু আমরা ভোগ্যতাসম্বন্ধে দুঃখাভাবকেই পুরুষার্থ বলিয়া থাকি। দুঃখাভাবে পুরুষের ভোগ্যতা আছে; অতএব দুঃখাভাবই পুরুষার্থরূপ মুক্তি ॥ ৭৫ ॥

অন্য কোন বাদীরা বলেন, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিই মোক্ষ, ইহাও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে, কারণ আত্মার কোন ক্রিয়া নাই; সুতরাং তাহার ব্রহ্মলোকে গমন অসম্ভব। অতএব ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকে মুক্তি বলা যায় না। আর লিঙ্গশরীরস্বীকার কর, তথাপি আত্মার মোক্ষ ঘটে না ॥ ৭৬ ॥

নাস্তিকেরা বলিয়া থাকেন, ক্ষণিক বিজ্ঞানই আত্মা এবং বিষয়াকারতাই সেই আত্মার বন্ধ; অতএব বাসনাখ্য উপরাগের নাশই মোক্ষ, অর্থাৎ আত্মার বিষয়োপরাগের বিনাশ হইলেই আত্মার মোক্ষ হইয়া থাকে, এই নাস্তিকমতও সঙ্গত নহে। ক্ষণিকত্বাদি দোষেই উক্তরূপ মোক্ষে পুরুষার্থতার অভাব

ন সর্ব্বোচ্ছিত্তিরপুরুষার্থত্বাদিদোষাৎ ॥ ৭৮ ॥

এবং শূন্যমপি ॥ ৭৯ ॥

সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা ইতি ন দেশাদিলাভোঽপি ॥৮০॥

নাস্তিকস্যৈব মুক্ত্যন্তরং দূষয়তি। জ্ঞানরূপস্যাত্মনঃ সামগ্র্যেণৈবোচ্ছিত্তিরপি ন মোক্ষঃ। আত্মনাশস্য লোকে পুরুষার্থত্বাদর্শনাদিভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৭৮॥

জ্ঞানে জ্ঞেয়াত্মকাখিলপ্রপঞ্চনাশোঽপ্যেবমাত্মনাশেনাপুরুষার্থত্বান্ন মোক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

প্রকৃষ্টদেশধনাঙ্গনাদিস্বাম্যমপি ন মোক্ষো যতঃ। "সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবনম্।" ইতি শ্রূয়ত ইত্যর্থঃ। তথা চ বিনাশিত্বাৎ স্বাম্যং ন মুক্তিরিতি ॥ ৮০ ॥

দেখিতেছি। নাস্তিকদিগের মতে মোক্ষও ক্ষণিক বিজ্ঞানস্বরূপ, অতএব ক্ষণিক পদার্থে পুরুষার্থতাস্বীকার করা যায় না ॥ ৭৭ ॥

নাস্তিকগণ যে অন্যান্যরূপ মুক্তিস্বরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহাতেও দোষপ্রদর্শন করিতেছেন।—কোন কোন নাস্তিকসম্প্রদায় বলেন যে, জ্ঞানরূপ আত্মার সমগ্ররূপে উচ্ছেদই মোক্ষ। এই মতও সিদ্ধ হইতেছে না, কারণ আত্মনাশের পুরুষার্থতা লোকে দৃষ্ট হয় না। আত্মার নাশকে কেহই পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না; অতএব জ্ঞানরূপ আত্মার সমগ্ররূপে উচ্ছেদকে মুক্তি বলা যায় না ॥ ৭৮ ॥

কোন নাস্তিক বলেন, জ্ঞানেতে জ্ঞেয়াত্মক অখিল প্রপঞ্চের নাশই মোক্ষ। যখন অখিল প্রপঞ্চের জ্ঞান বিনষ্ট হয়, তখনই পুরুষের মুক্তি হইয়া থাকে। ইহাও অযুক্ত; কারণ আত্মনাশেই উক্তরূপ মোক্ষের পুরুষার্থতার অভাব উপপন্ন হইতেছে; অতএব জ্ঞেয়াত্মক অখিল প্রপঞ্চনাশ মোক্ষ নহে ॥ ৭৯ ॥

অপর কোন বাদী বলেন, প্রকৃষ্ট দেশ, বিপুল ধন, উত্তমা স্ত্রী ও স্বাস্থ্যলাভই মোক্ষ। ইহাও সৎকল্প নহে, কারণ "সংযোগ বিয়োগান্ত এবং জীবন মরণান্ত, অর্থাৎ বিয়োগ হইলেই সংযোগের এবং মরণ হইলেই জীবনের নাশ হয়" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, প্রকৃষ্ট দেশাদি সকলই

ন ভাগিযোগো ভাগস্য ॥ ৮১ ॥

নাণিমাদিযোগোঽপ্যবশ্যং ভাবিত্বাৎ তদুচ্ছিত্তেরিতরযোগবৎ ॥ ৮২ ॥

নেন্দ্রাদিপদযোগোঽপি তদ্বৎ ॥ ৮৩ ॥

ভাগস্যাংশস্য জীবস্য ভাগিন্যংশিনি পরমাত্মনি লয়ো ন মোক্ষঃ। সংযোগা হি বিয়োগান্তা ইত্যুক্তহেতোঃ। ঈশ্বরানভ্যুপগমাচ্চ। তথা স্বলয়স্যাপুরুষার্থত্বাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যসম্বন্ধোঽপি ন মুক্তিঃ। ঐশ্বর্য্যান্তরসম্বন্ধবদেব তস্যাপ্যুচ্ছেদনিয়মাদিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥

ইন্দ্রাদ্যৈশ্বর্য্যলাভোঽপি ন মুক্তিরিতরৈশ্বর্য্যবৎ ক্ষয়িষ্ণুত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

বিনাশী, অতএব উহাদিগের লাভকে মোক্ষ বলা যায় না। প্রকৃষ্ট দেশাদির বিয়োগ হইলেই তাহাদিগের লাভ থাকে না এবং মরণ হইলে জীবন বিনষ্ট হয়; সুতরাং স্বাস্থ্য অসম্ভব হয় ॥ ৮০ ॥

অপর কোন বাদীরা বলেন, পরমাত্মাতে যে জীবাত্মার লয়, তাহাই মোক্ষ; ইহাও নির্দ্দুষ্ট কল্প নহে। "সংযোগ বিয়োগান্ত এবং জীবন মরণান্ত" ইত্যাদি পূর্ব্বপ্রদর্শিত-হেতুদ্বারাই এই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইতেছে। বিশেষতঃ ঈশ্বরেরই স্বীকার নাই; সুতরাং পরমাত্মাতে জীবের লয়, ইহা অপ্রসিদ্ধ। আর আপনার লয় কখনও পুরুষার্থ হইতে পারে না, ইত্যাদি কারণে পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয়ই মোক্ষ, এই মত নিরস্ত হইল ॥ ৮১ ॥

কেহ কেহ বলেন, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধই মোক্ষ। এই মতও উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। কারণ অপরাপর ঐশ্বর্য্যের ন্যায় অণিমাদি ঐশ্বর্য্যেরও বিনাশ আছে; অতএব অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসিদ্ধিকে মুক্তি বলা যায় না ॥ ৮২ ॥

অপর কোন বাদীরা বলেন, ইন্দ্রত্বাদি পদলাভই মোক্ষ, এই মতও সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত বোধ হইতেছে। যেহেতু অপরাপর সম্পদের ন্যায় ইন্দ্রত্বাদিপদ ক্ষয়শীল। এইরূপ ক্ষয়শীল ইন্দ্রত্বাদিপদ পুরুষার্থরূপ মোক্ষ

ন ভূতাপ্রকৃতিত্বমিন্দ্রিয়াণামাহঙ্কারিকত্বশ্রুতেঃ ॥ ৮৪ ॥

ন ষট্‌পদার্থনিয়মস্তদ্বোধান্মুক্তিঃ ॥ ৮৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণামাহঙ্কারিকত্বং যদুক্তং তত্র পরবিপ্রতিপত্তিং নিরাকরোতি। সুগমা যোজনা। পূর্ব্বং চৈতদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৮৪ ॥

শক্ত্যাদিকমপি তত্ত্বমস্তীত্যাশয়েন পরেষাং পদার্থপ্রতিনিয়মং তন্মাত্রজ্ঞানান্মুক্তিং চ নিরাকরোতি। দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়া এব পদার্থা ইতি যদ্বৈশেষিকাণাং নিয়মো যশ্চ তজ্জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যভ্যুপগমঃ। সোঽপ্রামাণিকঃ। শক্ত্যাদ্যতিরেকাৎ। পৃথিব্যাদিনবদ্রব্যেভ্যঃ প্রকৃতে-

বলিয়া প্রতীতি হয় না; সুতরাং ইন্দ্রত্বাদিলাভ মোক্ষ, একথা অসঙ্গত হইল ॥ ৮৩ ॥

ইতিপূর্ব্বে যে ইন্দ্রিয়গণের আহঙ্কারিকত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অন্যান্যবাদীরা নানাপ্রকার বিরোধপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই সূত্রে সেই অপরবাদীপ্রদত্ত বিরোধনিরাস করিতেছেন।—কোন কোন বাদীরা বলেন, ইন্দ্রিয়গণ ভূতপ্রকৃতিক নহে, অর্থাৎ উহারা ভৌতিক। এই মত অযুক্ত। যেহেতু ইন্দ্রিয়সকলের আহঙ্কারিকত্ব শ্রুত আছে। যদি ইন্দ্রিয়গণ আহঙ্কারিক বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকিল, তাহাহইলে উহারা যে অভৌতিক, একথা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এই বিষয় পূর্ব্বেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৮৪ ॥

শক্ত্যাদি অনেকপ্রকার পদার্থ আছে। এই আশয়ে অপরাপর বাদিদিগের পদার্থনিয়ম এবং সেই পদার্থপরিজ্ঞানেই মুক্তি হয়, এই মতে নিরাস করিতেছেন।—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় বৈশেষিকেরা এই ষট্‌পদার্থ স্বীকার করেন এবং তাঁহারা বলেন, উক্ত ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়। এই মতও অপ্রামাণিক বলিয়া বোধ হইতেছে। যেহেতু ষট্‌পদার্থের অতিরিক্ত শক্ত্যাদি অনেক পদার্থ আছে। পৃথিব্যাদি নবদ্রব্য হইতে প্রকৃতি একটী অতিরিক্ত পদার্থ। অতএব দ্রব্যাদি ষট্‌পদার্থমাত্রস্বীকার করা যায় না। আর গন্ধাদিশালী বলিয়া পৃথিব্যাদির ব্যবহার হইতে পারে না। যেহেতু পৃথিব্যাদির সাম্যাবস্থাতে গন্ধাদির

ষোড়শাদিষ্বপ্যেবম্ ॥ ৮৬ ॥

রতিরেকাচ্চেত্যর্থঃ। গন্ধাদিমত্ত্বেনৈব হি পৃথিব্যাদিব্যবহারো গন্ধাদিশ্চ সাম্যাবস্থায়াং নাস্তি। অতঃ পৃথিবীত্বাদিজাতিরপি ঘটত্বাদিবৎ কার্য্যমাত্র-বৃত্তিরিতি। তদুক্তম্—"নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমির্নাসীৎ তমো জ্যোতি-রভূন্ন চান্যৎ। শব্দাদিবুদ্ধ্যাদ্যুপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ ॥" ইতি ॥ ৮৫ ॥

ন্যায়পাশুপতাদিমতেষু ষোড়শাদিষ্বপি ন নিয়মো ন বা তন্মাত্রজ্ঞানা-ন্মুক্তিঃ। উক্তরূপেণ পদার্থাধিক্যাদিত্যর্থঃ। অস্মন্মতে তু নিত্যং পদার্থ-

অভাব হয়; অতএব যেমন ঘটজ্ঞানের নিমিত্ত ঘটত্বাদি জাতিস্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ পৃথিব্যাদির ব্যবহারের নিমিত্ত পৃথিবীত্বাদি ধর্ম্ম অবশ্য স্বীকার্য্য; সুতরাং কার্য্যমাত্রেই পৃথিবীত্বাদি জাতি আছে। অতএব অবশ্য শক্ত্যাদি অনেক পদার্থস্বীকার করিতে হয়, সুতরাং ষট্পদার্থমাত্র স্বীকার করিলে হইতে পারে না। আর যদি বৈশেষিকোক্ত পদার্থনিয়মই অসিদ্ধ হইল, তাহাহইলে পদার্থের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়, এই মতেরও অপ্রামাণ্য জানা যাইতেছে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ব্রহ্ম-পুরুষ রাত্রি নহেন, দিবা নহেন, আকাশ নহেন, ভূমি নহেন, অন্ধকার নহেন, জ্যোতিঃস্বরূপ নহেন এবং তাঁহার অন্য কোনপ্রকার রূপ নাই ও তাঁহাকে জানিতে অন্য কোন উপায় নাই, কেবল শব্দাদি ও বুদ্ধ্যাদিদ্বারা তাঁহাকে জানিতে হয়; সুতরাং পদার্থপরিজ্ঞানে ব্রহ্মপুরুষের পরিজ্ঞানরূপ মুক্তি হইবে না ॥ ৮৫ ॥

ন্যায় ও পাশুপতাদি মতে ষোড়শপদার্থ স্বীকৃত আছে এবং ঐ ষোড়শ পদার্থের পরিজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়, ইহা নৈয়ায়িক ও পাশুপতাদিরা বলিয়া থাকেন। এইরূপ পদার্থনিয়ম এবং সেই পদার্থপরিজ্ঞানে মুক্তি অসিদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে যেরূপে শক্ত্যাদি অনন্ত পদার্থপ্রদর্শনদ্বারা ষট্-পদার্থবাদিদিগের মত নিরস্ত হইয়াছে, সেইরূপেই ষোড়শপদার্থবাদি-দিগেরও মত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। যেমন শক্ত্যাদি অনন্ত

নাণুনিত্যতা তৎকার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৮৭ ॥

দ্বয়মেব। নিত্যানিত্যসাধারণাস্তু পদার্থাঃ পঞ্চবিংশতিরেবেতি নিয়মঃ। পঞ্চবিংশতিদ্রব্যেষ্বেব গুণকর্ম্মসামান্যশক্ত্যাদীনামন্তর্ভাব ইতি। ৮৬।

পঞ্চভূতানাং পূর্ব্বোক্তকার্য্যত্বোপপত্ত্যর্থং বৈশেষিকাদ্যভ্যুপগতং পার্থিবাদ্যণুনিত্যত্বমপাকরোতি। পৃথিব্যাদ্যণূনাং নিত্যতা নাস্তি তেষামণূনামপি কার্য্যত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ। যদ্যপ্যস্মাভিঃ সা শ্রুতির্ন দৃশ্যতে কাললুপ্তত্বাদিনা তথাপ্যাচার্য্যবাক্যান্মনুস্মরণাচ্চানুমেয়া। যথা মনুঃ—"অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাং চ যাঃ স্মৃতাঃ। তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং

পদার্থ আছে বলিয়া কেবল ষট্পদার্থমাত্র স্বীকার করিলে উপপত্তি হইতে পারে না, সেইরূপ কেবল ষোড়শপদার্থদ্বারা উপপত্তি হয় না; অতএব ষোড়শপদার্থবাদীদিগের পদার্থ নিয়ম নিরস্ত হইল। আমাদিগের মতে দুইটী নিত্যপদার্থ এবং নিত্যানিত্য সাধারণ পদার্থ পঞ্চবিংশতি। এই নিয়ম স্থিরীকৃত আছে। উক্ত পঞ্চবিংশতি পদার্থের মধ্যে গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, শক্ত্যাদি সকল পদার্থেরই অন্তর্ভাব জানিবে; সুতরাং আমাদিগের মতে শক্ত্যাদি কোন পদার্থই অস্বীকৃত হইল না এবং উক্ত পঞ্চবিংশতি পদার্থদ্বারাই সর্ব্ববিষয় উপপন্ন আছে ॥ ৮৬ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জগতের সমুদায় পদার্থই পঞ্চভূতের কার্য্য। এই উপপত্তিরক্ষার্থ বৈশেষিকেরা পার্থিবাদি পরমাণুর নিত্যতাস্বীকার করেন। এইক্ষণ সেই বৈশেষিকোক্ত পার্থিবাদি পরমাণুর নিত্যতা নিরাকৃত হইতেছে। যেহেতু পার্থিবাদি পরমাণুও কার্য্য বলিয়া শ্রুতি আছে, অতএব পার্থিবাদি পরমাণুর নিত্যতা নাই, ইহাই জানা যায়। যদিও আমরা পার্থিবাদি পরমাণুর কার্য্যত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিদর্শন করি না বটে, তাহা বলিয়া সেই শ্রুতির অস্বীকার করা যায় না। যেহেতু কালবশতঃ সেই সকল শ্রুতি লুপ্ত হইতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে। তথাপি আচার্য্যবাক্য এবং মনুবচনে পরমাণুর কার্য্যত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির অনুমান করিতে হয়। মনু লিখিয়াছে যে, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের পরমাণুর পরিমাণ বিনাশ-

ন নির্ভাগত্বং কার্য্যত্বাৎ ॥ ৮৮ ॥

সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ।” ইতি। দশার্দ্ধানাং পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতানাম্। ন চাত্র বাক্যেঽণুশব্দেন দ্ব্যণুকাদ্যেব গ্রাহ্যমিতি বাচ্যম্। সঙ্কোচে প্রমাণাভাবাদিতি। অত্রাণুশব্দো ভূতপরমাণুপর এব। বৈশেষিকাদ্যভিমতং চ তস্য নিত্যত্বমনেন সূত্রেণ নিরাক্রিয়তে। ন ত্বণুপরিমাণদ্রব্যসামান্যস্য নিত্যত্বং রজোগুণস্য চাঞ্চল্যানুরোধেনাণুত্বসিদ্ধেঃ। মধ্যমপরিমাণত্বে নিত্যত্বস্য বিভুত্বে চ ক্রিয়ায়া অনুপপত্তেরিতি ॥ ৮৭ ॥

ননু নিরবয়বস্য পরমাণোঃ কথং কার্য্যত্বং ঘটতে তত্রাহ। শ্রুতিসিদ্ধকার্য্যত্বান্যথানুপপত্ত্যা পৃথিব্যাদ্যনাংণূ ন নিরবয়বত্বমিত্যর্থঃ। অতএব তন্মা-

---

শীল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ঐ সকল পরিমাণের সহিত আনুপূর্ব্বীক্রমে এই জগৎ উৎপন্ন হয়। এইক্ষণ যদি বলি, উক্ত মনুবচনে যে অণুশব্দের উল্লেখ আছে, তাহা পরমাণু নহে; দ্ব্যণুকপদার্থই এইস্থলে অণু বলিয়া উক্ত হইয়াছে; সুতরাং পরমাণুর পরিমাণে বিনাশিত্ব হইতে পারে না। ইহাও বক্তব্য নহে। কারণ উক্ত বচনের সঙ্কোচে প্রমাণাভাব। অণুশব্দমাত্র বচনে উক্ত আছে, উহাতে পরমাণু ও দ্ব্যণুক উভয়ই প্রতিপন্ন হইতে পারে। তাহার সঙ্কোচ করিয়া অণুশব্দ যে কেবল দ্ব্যণুক অর্থে উক্ত হইয়াছে, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই; সুতরাং উক্ত মনুবচনে অণুশব্দদ্বারা পঞ্চভূতের পরমাণুরই বোধ হইতেছে এবং বৈশেষিকেরা যে সেই সকল পরমাণুর নিত্যতাস্বীকার করেন, তাহাই এই সূত্রদ্বারা নিরাকৃত হইতেছে। কিন্তু পরমাণুপরিমাণের নিরাস হয় নাই। মনুবচনে পরমাণুর পরিমাণেরই অনিত্যতা কথিত হইয়াছে। যেহেতু রজোগুণের চাঞ্চল্যানুরোধেই অণুত্বসিদ্ধি আছে। বিশেষতঃ নিত্যত্বের মধ্যপরিমাণত্ব ও বিভুত্ব স্বীকার করিলে ক্রিয়ার অনুপপত্তি হয় ॥ ৮৭ ॥

ইতিপূর্ব্বে পরমাণু কার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, পরমাণুর অবয়ব নাই, সুতরাং তাহাকে কিরূপে কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।— শ্রুতিতে যে পরমাণুকার্য্যত্ব

ন রূপনিবন্ধনাৎ প্রত্যক্ষনিয়মঃ ॥ ৮৯ ॥

আখ্যসূক্ষ্মদ্রব্যাণ্যেব পার্থিবাদ্যণূনামবয়বা ইতি পাতঞ্জলভাষ্যে ব্যাসদেবৈঃ প্রতিপাদিতম্। পৃথিবীপরমাণুর্জ্জলপরমাণুরিত্যাদিব্যবহারস্তু পৃথিব্যাদীনামপকর্ষকাষ্ঠাভিপ্রায়েণৈব। অতঃ প্রকৃতিপর্য্যন্তমণুত্বেঽপি ন ক্ষতিরিতি। যদ্যপি তন্মাত্রেষ্বপি গন্ধাদ্যস্তি তথাপি তস্যাপ্রত্যক্ষতয়া ন পৃথিবীত্বাদিনিয়ামকত্বম্। ব্যঙ্গ্যগন্ধাদেরেব পৃথিবীত্বাদিসিদ্ধেঃ। অতো ন তন্মাত্রাণি পৃথিব্যাদয়ঃ। তেষু চ সূক্ষ্মভূতব্যবহারো ভূতসাক্ষাৎকারণত্বাদিনৈবেত্যপি বোধ্যম্ ॥ ৮৮ ॥

প্রকৃতিপুরুষসাক্ষাৎকারো ন সম্ভবতি রূপস্য দ্রব্যসাক্ষাৎকারহেতুত্বাদিতি নাস্তিকাক্ষেপং নিরাকরোতি। রূপাদেব নিমিত্তাৎ প্রত্যক্ষতেতি নিয়মো

উক্ত হইয়াছে, তাহার অন্তরূপে উপপত্তি হইতে পারে না। অতএব পৃথিব্যাদির পরমাণুসকলের নিরবয়বত্ব সিদ্ধ আছে এবং এই কারণে জানা যাইতেছে যে, পঞ্চতন্মাত্রস্বরূপ সূক্ষ্ম দ্রব্য সকলই পরমাণুর অবয়ব, ইহা পাতঞ্জলযোগসূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব প্রতিপাদন করিয়াছেন। পৃথিব্যাদির অপকর্ষের পরাকাষ্ঠাভিপ্রায়েই পৃথিবীপরমাণু ও জলপরমাণু ইত্যাদি ব্যবহার হইয়া থাকে, অতএব প্রকৃতি পর্য্যন্তের অণুত্ব হইলেও কোন ক্ষতি নাই। যদিও পঞ্চতন্মাত্রে গন্ধাদি আছে বটে, তথাপি তাহাতে গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব সেই গন্ধাদি পৃথিবীত্বাদির নিয়ামক হইতে পারে না। যেহেতু ব্যঙ্গগন্ধাদিদ্বারাও পৃথিবীত্বাদির সিদ্ধি আছে। এই কারণে তন্মাত্র পৃথিব্যাদি নহে। এইক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পঞ্চতন্মাত্রে ভূতসকলের কারণ বলিয়া তাহারা সূক্ষ্মভূতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

"পুরুষই দ্রব্য সাক্ষাৎকারের হেতু, এই নিমিত্ত প্রকৃতি-পুরুষের সাক্ষাৎকার অসম্ভব হয়" এই নাস্তিক মতের নিরাস করিতেছেন।—রূপই প্রত্যক্ষের প্রতি হেতু এমন কোন নিয়ম নাই, যেহেতু ধর্ম্মাদিদ্বারাও সাক্ষাৎকারের সম্ভব আছে। কোনস্থলে রূপনিমিত্তকও প্রত্যক্ষ হয় এবং কোন কোনস্থলে ধর্ম্মাদিদ্বারাও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কারণ অঞ্জনা-

ন পরিমাণচাতুর্ব্বিধ্যং দ্বাভ্যাং তদ্যোগাৎ ॥ ৯০ ॥

নাস্তি। ধর্ম্মাদিনাপি সাক্ষাৎকারসম্ভবাদিত্যর্থঃ। ব্যঞ্জকানিয়মস্তাঞ্জনাদৌ দৃষ্টত্বেনাদোষিত্বাৎ। অতো বহির্দ্রব্যলৌকিকপ্রত্যক্ষং প্রত্যোবোদ্ভূতরূপং ব্যঞ্জকমিতি ভাবঃ ॥ ৮৯ ॥

নন্বেবং কিমণুপরিমাণং বস্ত্বস্তি ন বেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পরিমাণনির্ণয়ং করোতি। অণু মহদ্দীর্ঘং হ্রস্বমিতি পরিমাণচাতুর্ব্বিধ্যং নাস্তি। দ্বৈবিধ্যং তু বর্ত্তত এব। দ্বাভ্যাং তদ্যোগাৎ। দ্বাভ্যামেবাণুমহৎপরিমাণাভ্যাং চাতুর্ব্বিধ্যসম্ভবাদিত্যর্থঃ। মহৎপরিমাণস্যাবান্তরভেদাবেব হি হ্রস্বদীর্ঘৌ। অন্যথা বক্রাদিরূপৈঃ পরিমাণানন্ত্যপ্রসঙ্গাদিতি। তত্রাস্মন্মতেঽণুপরিমাণমাকাশস্য কারণং গুণবিশেষং বর্জ্জয়িত্বা ভূতেন্দ্রিয়াণাং মূলকারণেষু সত্ত্বাদিগুণেষু মন্তব্যম্। অন্যত্র যথাযোগ্যং মধ্যমাদিপরমমহত্ত্বান্তপরিমাণানি তানি চ মহত্ত্বস্যৈবাবান্তরভেদা ইতি ॥ ৯০ ॥

দিতে ব্যঞ্জকনিয়ম নাই, তথাপি অঞ্জনাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং ধর্ম্মাদিদ্বারা সাক্ষাৎকারস্বীকারে কোন দোষ নাই। অতএব জানা যায় যে, বাহ্যদ্রব্যের লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপই ব্যঞ্জক, অর্থাৎ যাহার উদ্ভূত রূপ আছে, তাহারই প্রত্যক্ষ হয় ॥ ৮৯ ॥

এইক্ষণ এই, অণুপরিমাণবিশিষ্ট বস্তুর সত্তা ও অসত্তাবিষয়ে আশঙ্কা হইতে পারে, এই আকাঙ্ক্ষায় পরিমাণনির্ণয় করিতেছেন।—অণু, মহৎ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব এই চতুর্ব্বিধ পরিমাণের সত্তাস্বীকার করি না এবং দ্বিবিধ পরিমাণ বর্ত্তমান আছে। উক্ত চতুর্ব্বিধ পরিমাণ অণু ও মহৎ এই দ্বিবিধ পরিমাণের অন্তর্গত; এই দ্বিবিধ পরিমাণেই চতুর্ব্বিধ পরিমাণের সম্ভব আছে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দুই পরিমাণই মহৎ পরিমাণের অবান্তরবিভেদ; সুতরাং কেবল মহৎ পরিমাণস্বীকার করিলেই হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দ্বিবিধ পরিমাণের উপপত্তি আছে, অন্যথা বক্রাদি অনন্ত পরিমাণস্বীকার করিতে হয়। এই বিষয়ে আমাদিগের মতে অণুপরিমাণই আকাশের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। গুণবিশেষ বর্জ্জন করিয়া ভূত ও ইন্দ্রিয়-

অনিত্যত্বেঽপি স্থিরতাযোগাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং সামান্যস্য ॥ ৯১ ॥

ন তদপলাপস্তস্মাৎ ॥ ৯২ ॥

পুরুষৈকত্বং সামান্যেনেতি কণ্ঠত এবোক্তং প্রকৃতেরেকত্বং সামান্যেনেত্যর্থাদুক্তং তদর্থং সামান্যেষু নাস্তিকবিপ্রতিপত্তিং নিরাকরোতি। ব্যক্তীনামনিত্যত্বেঽপি স এবায়ং ঘট ইতি স্থিরতাযোগেন যৎ প্রত্যভিজ্ঞানং তৎ সামান্যস্য সাম্যন্যবিষয়কমেব তৎ প্রত্যভিজ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

তস্মান্ন সামান্যাপলাপো যুক্ত ইত্যাহ। সুগমম্ ॥ ৯২ ॥

গণের মূলকারণস্বরূপ সত্বাদিগুণেতে অণুপরিমাণ জানিতে হইবে। অন্যত্র যথাসম্ভব মধ্যমাদি পরম মহত্বান্ত পরিমাণসকল আছে, ঐ সকল পরিমাণ মহত্তত্ত্বেরই অবান্তরভেদ জানিবে।

ইতিপূর্ব্বে মুক্তকণ্ঠে সামান্যরূপে পুরুষের একত্ব উক্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রকৃতিরও সামান্যরূপ একত্ব সিদ্ধ আছে। এই প্রকৃতি-পুরুষের নিত্যতা-বিষয়ে নাস্তিকেরা নানাপ্রকার বাধকল্পনা করিয়া থাকেন, এইক্ষণ সেই নাস্তিকদিগের পরিকল্পিত বাধের নিরাস করিতেছেন।—নাস্তিকগণ বলেন, ঘটপটাদি সামান্য পদার্থের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অনিত্য দেখিতেছি, অতএব সামান্যরূপে প্রকৃতিপুরুষের নিত্যতা নাই। ইহাতে বক্তব্য এই যে, ঘটাদি প্রত্যেক ব্যক্তি অনিত্য হইলেও "সেই এই ঘট" এইরূপ চিরপ্রসিদ্ধ ব্যবহারবশত যে প্রত্যভিজ্ঞান হয়, তাহা সামান্যবিষয়ক জানিবে; অতএব জানা যায় যে, উক্ত প্রত্যভিজ্ঞানবলেই সামান্যরূপে প্রকৃতিপুরুষের নিত্যতা সিদ্ধি আছে। ৯১ ॥

যেহেতু সামান্যরূপে প্রত্যভিজ্ঞান প্রসিদ্ধ আছে, অতএব সামান্য পদার্থের অপলাপও যুক্তিযুক্ত নহে। সর্ব্বদাই সামান্য পদার্থের যোগ হইতেছে; সুতরাং তাহার অপলাপস্বীকার করা সর্ব্বথা অযুক্ত। ৯২।

নান্যনিবৃত্তিরূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ ॥ ৯৩ ॥

ন তত্ত্বান্তরং সাদৃশ্যং প্রত্যক্ষোপলব্ধেঃ॥ ৯৪ ॥

নন্বেতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণাভাবেনৈব প্রত্যভিজ্ঞোপপাদনীয়া সৈব চ সামান্যশব্দার্থোঽস্তু তত্রাহ। স এবায়মিতি ভাবপ্রত্যয়ানিবৃত্তিরূপত্বং ন সামান্যস্তেত্যর্থঃ। অন্যথা হি নায়মঘট ইত্যেব প্রতীয়তে। কিঞ্চান্যব্যাবৃত্তিশব্দস্যাঘটব্যাবৃত্তিরিত্যর্থো বাচ্যঃ। তত্রাঘটত্বং ঘটসামান্যভিন্নত্বমিতি সামান্যাভ্যুপগম এবাপতিত ইতি ॥ ৯৩ ॥

নমু সাদৃশ্যনিবন্ধনা প্রত্যভিজ্ঞা ভবিষ্যতি তত্রাহ। ভূয়োঽবয়বাদিসামান্যাদতিরিক্তং ন সাদৃশ্যমস্তি প্রত্যক্ষত এব সামান্যরূপতয়োপলম্ভাদিত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥

এইক্ষণ যদি বল, তন্ন তন্নরূপে অভাবদ্বারাই পূর্ব্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞান উপপন্ন আছে এবং সেই প্রত্যভিজ্ঞানই সামান্যবিষয়ক হউক, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—সামান্য পদার্থ "তাহাই এই" ইত্যাদিরূপ ভাবপ্রতীতির অনিবৃত্তিস্বরূপ নহে। অন্যথা "ইহা সেই অঘট নহে" এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে, অর্থাৎ "সেই এই" যাহাতে এইরূপ ভাবপ্রতীতির নিবৃত্তি না হয়, তাহাকেই সামান্যরূপে স্বীকার করিলে "ইহা সেই অঘট নহে" এইরূপ প্রতীতিরও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু "ইহা সেই অঘট নহে" ইত্যাদি প্রতীতি সর্ব্বথা অসিদ্ধ। পক্ষান্তরে অন্যাবৃত্তিশব্দের অঘটব্যাবৃত্তি এইরূপ অর্থস্বীকার করিতে পারি, তাহাতেও ঘটসামান্যভিন্নত্বই ঘটত্ব এইরূপ অর্থ হইয়া পড়ে। তাহাতেও সামান্যের স্বীকারই আপতিত হইতেছে ॥ ৯৩ ॥

এইক্ষণ যদি বলি, সাদৃশ্যনিবন্ধনই প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারিবে, এই আশয়ে বলিতেছেন।—সাদৃশ্য তত্ত্বান্তর নহে, যেহেতু উহার প্রত্যক্ষোপলব্ধি আছে। সাদৃশ্য অবয়বাদিসামান্যের অতিরিক্ত কোন পদার্থবিশেষ নহে। কারণ সামান্যরূপেই উহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥

নিজশক্ত্যভিব্যক্তির্বা বৈশিষ্ট্যাৎ তদুপলব্ধেঃ ॥ ৯৫ ॥

ননু স্বাভাবিকী শক্তিরেব সাদৃশ্যমস্তু ন তু তৎ সামান্যমিত্যাশঙ্কামপাকরোতি। বস্তুনঃ স্বাভাবিকশক্তিবিশেষোৎপাদোঽপি ন সাদৃশ্যং শক্ত্যুপলব্ধিতঃ সাদৃশ্যোপলব্ধের্বিলক্ষণত্বাৎ। শক্তিজ্ঞানং হি নান্যধর্ম্মিজ্ঞানসাপেক্ষং সাদৃশ্যজ্ঞানং পুনঃ পুনঃ প্রতিযোগিজ্ঞানমপেক্ষতেঽভাবজ্ঞানবদ্বিতি জ্ঞানয়োর্বৈলক্ষণ্যমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ধর্ম্মিণঃ শক্তিসামান্যং ন সাদৃশ্যং বাল্যাবস্থায়ামপি যুবসাদৃশ্যাপত্তেঃ। কিন্তু যুবাদিকালীনঃ শক্তিবিশেষো যুবাদিসাদৃশ্যমিতি বক্তব্যং তথা চ প্রতিব্যক্ত্যনন্তশক্তিকল্পনাপেক্ষয়া সর্ব্বব্যক্তিসাধারণৈকসামান্যকল্পনৈব যুক্তেতি। ৯৫।

তথাপি যদি বলি, স্বাভাবিক কোন শক্তিবিশেষই সাদৃশ্য হউক, কিন্তু তাহাকে সামান্যরূপে স্বীকার করি না, এই আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন।—বস্তুর স্বাভাবিক শক্তিবিশেষের উৎপত্তিকে সাদৃশ্য বলা যায় না; যেহেতু শক্তির উপলব্ধি আছে এবং সাদৃশ্যোপলব্ধির বিলক্ষণতা জানা যায়। শক্তিজ্ঞান অন্য ধর্ম্মীজ্ঞানকে অপেক্ষা করে না। সাদৃশ্যজ্ঞান প্রতিযোগী জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া থাকে। যেমন অভাবের জ্ঞানে যে পদার্থের অভাব, তাহার জ্ঞান আবশ্যক, সেইরূপ সাদৃশ্যজ্ঞানেও কোন্ পদার্থের সহিত কাহার সাদৃশ্য, এইরূপে সেই সেই পদার্থজ্ঞান অপেক্ষা করে। অতএব স্বাভাবিক শক্তি ও সাদৃশ্য এই উভয়ের বৈলক্ষণ্য জানা যায়। পক্ষান্তরে বলিতেছেন।—শক্তিসামান্যও সাদৃশ্য নহে। তাহাহইলে বাল্যাবস্থাতেও যৌবনসাদৃশ্য হইতে পারে। যেহেতু বাল্য ও যৌবনে শক্তির তুল্যতা থাকে। তথাপি যদি বলি, বাল্যকালীন শক্তিবিশেষই বাল্যসাদৃশ্য এবং যৌবনকালীন শক্তিসামান্যই যৌবনসাদৃশ্য, ইহাতে বাল্যাবস্থাতে যৌবনসাদৃশ্যদোষ নিবৃত্তি হইতেছে। তথাপি প্রতিব্যক্তির অনন্তশক্তি কল্পনাপেক্ষা সর্ব্বব্যক্তিসাধারণ এক সামান্যকল্পনাই যুক্তিযুক্ত। বাল্যাদিকালীন শক্তিসামান্য স্বীকার করিলে ঘটাদিশক্তিসামান্য পটাদিশক্তিসামান্য ইত্যাদিরূপে অনন্তশক্তিসামান্য স্বীকার করিতে হয়। তদপেক্ষা সর্ব্বব্যক্তিসাধারণ এক সামান্যপরিকল্পনাই উচিত বোধ হইতেছে। ৯৫ ॥

ন সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধোঽপি ॥ ৯৬ ॥

ন সম্বন্ধনিত্যতোভয়ানিত্যত্বাৎ ॥ ৯৭ ॥

নাতঃ সম্বন্ধো ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ ॥ ৯৮ ॥

ননু তথাপি ঘটাদিসংজ্ঞকত্বমেব ঘটাদিব্যক্তীনাং সাদৃশ্যমস্তু তত্রাহ। যথোক্তঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোঃ সম্বন্ধোঽপি ন সাদৃশ্যং বৈশিষ্ট্যাৎ তদুপলব্ধেরেবেত্যর্থঃ। সংজ্ঞাসংজ্ঞিভাবমজ্ঞানতোঽপি সাদৃশ্যজ্ঞানাদিতি ॥ ৯৬ ॥

অপিচ। সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোরনিত্যত্বাৎ তৎসম্বন্ধস্যাপি ন নিত্যতা। অতঃ কথং তেনাতীতবস্তুসাদৃশ্যং বর্ত্তমানবস্তুনি স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

ননু সম্বন্ধ্যনিত্যত্বেঽপি সম্বন্ধো নিত্যঃ স্যাৎ কিমত্র বাধকং তত্রাহ। কাদাচিৎকবিভাগে সত্যেব সম্বন্ধঃ সিদ্ধ্যতি। অন্যথা বক্ষ্যমাণরীত্যা

তথাপি ঘটাদিসংজ্ঞকত্বই ঘটাদিব্যক্তির সাদৃশ্য হউক্। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যথোক্ত সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সম্বন্ধকে সাদৃশ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেহেতু সাদৃশ্য কোন বিশেষ পদার্থ, এইরূপ উপলব্ধি আছে। সংজ্ঞাসংজ্ঞীভাবের অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও সাদৃশ্যজ্ঞান হইয়া থাকে। যে যে পদার্থে সাদৃশ্যজ্ঞান হয়, তাহার নাম না জানিলেও লোকে অনায়াসেই বলিতে পারে যে, এই দুইটী পদার্থের পরস্পর সাদৃশ্য আছে ; অতএব ঘটাদিসংজ্ঞকত্বকে সাদৃশ্যশব্দে নিরূপণ করা যায় না ॥ ৯৬ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন।—সংজ্ঞা ও সংজ্ঞী এই উভয় পদার্থই অনিত্য ; সুতরাং উক্ত উভয় পদার্থের সম্বন্ধকেও অনিত্য বলিয়া জানিবে। যদি উক্তরূপ সংজ্ঞাসংজ্ঞীর অনিত্য সম্বন্ধকে সাদৃশ্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে বর্ত্তমান বস্তুতে অতীত বস্তুর সাদৃশ্য সম্ভবে না। যখন অতীতবস্তু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উক্তরূপ সাদৃশ্যও বিনাশ পাইয়াছে। ইহাই জানা যায় ॥ ৯৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইল যে, সংজ্ঞাসংজ্ঞীর সম্বন্ধ অনিত্য বলিয়া উক্ত সম্বন্ধকে সাদৃশ্য বলা যায় না। এইক্ষণ যদি বলি, সম্বন্ধমাত্রই নিত্য, কিন্তু উক্ত সম্বন্ধও অনিত্য নহে ; সুতরাং সংজ্ঞাসংজ্ঞীর সম্বন্ধই সাদৃশ্য, এই সিদ্ধান্তে

ন সমবায়োঽস্তি প্রমাণাভাবাৎ ॥ ৯৯ ॥
উভয়ত্রাপ্যন্যথাসিদ্ধের্ন প্রত্যক্ষমনুমানং বা ॥ ১০০ ॥

স্বরূপেণৈবোপপত্তৌ সম্বন্ধকল্পনানবকাশাৎ। স চ কাদাচিৎকো বিভাগো ন সম্বন্ধনিত্যত্বে সম্ভবতি। অতঃ সম্বন্ধগ্রাহকপ্রমাণেনৈব বাধান্ন নিত্যঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

নন্বেবং নিত্যয়োর্গুণগুণিনোর্নিত্যঃ সমবায়ো নোপপদ্যেত তত্রাহ। সুগমম্ ॥ ৯৯ ॥

নন্থ বৈশিষ্ট্যপ্রত্যক্ষং বিশিষ্টবুদ্ধ্যন্যথানুপপত্তিশ্চ প্রমাণং তত্রাহ। উভয়ত্রাপি বৈশিষ্ট্যপ্রত্যক্ষে তদনুমানে চ স্বরূপেণৈবান্যথাসিদ্ধের্ন তদুভয়ং সম-

---

বাধ কি? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—কোনস্থলে সম্বন্ধের নিত্যতা-স্বীকার আছে, কিন্তু সকল সম্বন্ধ নিত্য নহে, অন্যথা বক্ষ্যমাণ রীতিতে তৎস্বরূপত্বরূপেই সম্বন্ধের উপপত্তিসত্ত্বে সম্বন্ধকল্পনা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। এইক্ষণ যদি সম্বন্ধমাত্রকেই নিত্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে কদাচিৎ সম্বন্ধ নিত্য হয়, এই সিদ্ধান্ত থাকে না; অতএব উক্তরূপ সম্বন্ধগ্রাহক প্রমাণদ্বারাই বাধসম্ভব আছে; সুতরাং সকল সম্বন্ধ নিত্য নহে ॥ ৯৮ ॥

যদি সংজ্ঞা ও সংজ্ঞী এই উভয়ের সম্বন্ধ অনিত্য হইল, তাহাহইলে গুণ ও গুণী এই উভয়ের যে নিত্য সমবায়সম্বন্ধ আছে, তাহাও উপপন্ন হইতেছে না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—সাংখ্যমতে প্রমাণাভাববশতঃ সমবায়-সম্বন্ধের স্বীকার নাই; সুতরাং নিত্যতাহানিতে সমবায়ের কোন দোষ নাই। অর্থাৎ যদি সমবায় বলিয়া কোন সম্বন্ধই না থাকিল, তবে আর তাহার নিত্যতাবিচারে প্রয়োজন কি? ॥ ৯৯ ॥

বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিশিষ্টবুদ্ধির অন্যথারূপে অনুপপত্তিই সমবায়-স্বীকারে প্রমাণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। সমবায়স্বীকার না করিলে গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের প্রত্যক্ষ অসম্ভব এবং দ্রব্যেতে যে গুণ আছে, এইরূপ উপপত্তিরও অন্য উপায় নাই, সুতরাং সমবায়স্বীকার করিতে হয়। এই আশয়ে বলিতেছেন।—বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সাক্ষাৎকার এবং

বায়ে প্রমাণমিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। যথা সমবায়বৈশিষ্ট্যবুদ্ধিঃ সমবায়স্বরূপেণৈবেষ্যতেঽনবস্থাভয়াদিতি তত্র প্রত্যক্ষানুমানে অন্যথাসিদ্ধে। এবং গুণগুণিপ্রভৃতীনাং বিশিষ্টবুদ্ধিরপি গুণাদিস্বরূপেণৈবেষ্যতাম্। অতস্তত্রাপি প্রত্যক্ষানুমানে অন্যথাসিদ্ধে ইতি। নন্বেবং সংযোগোঽপি ন সিদ্ধ্যতি ভূতলাদৌ ঘটাদিপ্রত্যক্ষস্যাপি স্বরূপেণৈবান্যথাসিদ্ধেরিতি চেন্ন। বিয়োগকালেঽপি ভূতলঘটয়োঃ স্বরূপতাদবস্থ্যেন বিশিষ্টবুদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়স্থলে চ সমবেতস্য কদাপি স্বাশ্রয়বিয়োগো নাস্তীতি নায়ং দোষঃ। কশ্চিৎ তু তাদাত্ম্যসম্বন্ধেনাত্র সমবায়স্যান্যথাসিদ্ধিমাহ তন্ন। শব্দমাত্রভেদাৎ। তাদাত্ম্যং হ্যত্র নাত্যন্তং বক্তব্যম্। গুণবিয়োগেঽপি গুণিসত্ত্বাৎ। বৈশিষ্ট্যাপ্রত্যয়াচ্চ। কিন্তু ভেদাভেদবুদ্ধিনিয়ামকঃ সম্বন্ধবিশেষ এবাগত্যা বক্তব্যঃ। তথাচ তস্য

তাহার অনুমান এই উভয়েরই স্বরূপতঃ অন্যথাসিদ্ধিরূপ দোষ আছে; অতএব উক্ত উভয়, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ ও বিশিষ্টানুমান ইহার কোনটীই সমবায়সিদ্ধিবিষয়ে প্রমাণ হইল না। যেমন সমবায়স্বরূপেই সমবায়বিশিষ্ট বুদ্ধি ইচ্ছা করিতে হয়, ইহাতে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে, সমবায়বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি সমবায়স্বরূপই কারণ, ইহাই এস্থলে অনবস্থা। এইরূপ অনবস্থাভয়েই উক্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমানে অন্যথাসিদ্ধি হয়। এইরূপ গুণ ও গুণীপ্রভৃতির বিশিষ্টবুদ্ধিও গুণাদিস্বরূপে স্বীকার করিলে তাহাদিগের প্রত্যক্ষ ও অনুমানেও অন্যথাসিদ্ধিরূপ দোষ হইতে পারে।* এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি সমবায়ই অসিদ্ধি হইল, তাহাহইলে সংযোগও অসিদ্ধ হইতে পারে। যদি বল, ভূতলাদিতে ঘটাদির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়াই সংযোগস্বীকার করিতে হয়, সেই স্থলেও ঘটাদিস্বরূপেই ঘটাদির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া স্বীকার করি, তথাপি সংযোগস্বীকার করিব কেন? এই আশঙ্কা হইতে পারে না। যেহেতু ভূতল হইতে ঘটের বিয়োগ হইলেও ভূতল ও ঘট এই উভয়ের স্বরূপত্ব তদবস্থাপন্নই থাকে; সুতরাং ভূতলে ঘট না থাকিলেও ঘটবিশিষ্ট বুদ্ধি হইতে পারে; অতএব অবশ্য সংযোগস্বীকার করিতে হয়। সমবায়স্থলে কখন সমবেত পদার্থের আশ্রয়বিয়োগ নাই; সুতরাং সেই স্থলে

---

* অন্যথাসিদ্ধি স্থানান্তরে উক্ত হইবে।

নানুমেয়ত্বমেব ক্রিয়ায়া নেদিষ্ঠস্য তত্তদ্বতোরেবাপরোক্ষপ্রতীতেঃ ॥ ১০১ ॥

সমবায় ইতি বা তাদাত্ম্যমিতি বা নামমাত্রং ভিন্নম্। সম্বন্ধিদ্বয়াতিরিক্তঃ সম্বন্ধস্তু সিদ্ধ এবেতি। যদি চ তাদাত্ম্যং স্বরূপমেবোচ্যতে তদাস্মাভিরপি তদেবোক্তমিতি শব্দমাত্রভেদ ইতি। কিঞ্চতাদাত্ম্যস্য ভেদবুদ্ধির্নিয়ামকত্বং দৃষ্টং ঘটো দ্রব্যমিত্যাদৌ নত্বাধারাধেয়বুদ্ধির্নিয়ামকত্বমপি ঘটস্য দ্রব্যমিত্যাদ্যননুভবাৎ। অতো দ্রব্যত্বাদিকমেব দ্রব্যাদিতাদাত্ম্যং। তথা চ কথমাধারাধেয়ভাববুদ্ধিনিয়ামকতয়া পরৈরিষ্টঃ সমবায়সম্বন্ধঃ তাদাত্ম্যেন চরিতার্থঃ স্যাৎ তন্ত্বাদৌ পটাদ্যভাবাদিতি। ইত্যধিকং কচিৎ। ১০০ ॥

প্রকৃতেঃ ক্ষোভাৎ প্রকৃতিপুরুষসংযোগস্তস্মাৎ সৃষ্টিরিতি সিদ্ধান্তঃ।

এই দোষ সম্ভবে না। যেমন সংযোগী পদার্থের সংযোগবিয়োগ সম্ভব আছে, সেইরূপ সমবেত পদার্থের বিনাশ বা উৎপত্তি নাই। কোন ব্যক্তি এস্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সমবায়ের অন্যথাসিদ্ধি বলিয়া থাকেন, তাহাও সুসঙ্গত বোধ হয় না। যেহেতু ইহা ভেদমাত্র। এস্থলে তাদাত্ম্যকে বিনাশ্য বলা যায় না। যেহেতু গুণের বিয়োগেও গুণীপদার্থ বিদ্যমান থাকে। বিশেষতঃ বিশিষ্ট বুদ্ধি হইতে পারে না। কিন্তু ভেদাভেদবুদ্ধির নিয়ামক কোন সম্বন্ধবিশেষই অগত্যা তাদাত্ম্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহার সমবায় ও তাহার তাদাত্ম্য এই নামমাত্রই বিভিন্ন। সম্বন্ধ যে সম্বন্ধীদ্বয়ের অতিরিক্ত, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। যদি তাদাত্ম্যকে স্বরূপ বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে আমরাও শব্দমাত্রভেদ এইরূপে তাদাত্ম্যকে স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। পক্ষান্তরে বলিতেছেন।—তাদাত্ম্যের ভেদবুদ্ধিই নিয়ামকতারূপ দৃষ্ট হইতেছে। ঘট ও দ্রব্য ইত্যাদিস্থলে বিশেষবুদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু আধারাধেয়বুদ্ধি নিয়ামক নহে, যেহেতু ঘটের দ্রব্য ইত্যাদিরূপ অনুভব হয় না। অতএব দ্রব্যত্বাদিস্বরূপই দ্রব্যের তাদাত্ম্য; সুতরাং আধারাধেয়ভাববুদ্ধির নিয়মকতাপ্রযুক্ত অপরবাদীরা কোনরূপেও সমবায়সম্বন্ধ ইচ্ছা করিতে পারেন না। যেহেতু উহা তাদাত্ম্যরূপেই চরিতার্থ আছে। ১০০ ॥

প্রকৃতির চাঞ্চল্য হইলেই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইয়া থাকে। ঐ

ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং বহূনামুপাদানাযোগাৎ ॥ ১০২ ॥

তত্রায়ং নাস্তিকানামাক্ষেপো নাস্তি ক্ষোভাখ্যা কস্যাপি ক্রিয়া সর্ব্বং বস্তু ক্ষণিকং যত্রোৎপদ্যতে তত্রৈব বিনশ্যতীত্যতো ন দেশান্তরসংযোগোন্নেয়া ক্রিয়া সিদ্ধ্যতীতি তত্রাহ। ন কেবলং দেশান্তরসংযোগাদিনা ক্রিয়ায়া অনুমেয়ত্বমেব। যতো নেদিষ্ঠস্য নিকটস্থস্য দ্রষ্টুঃ ক্রিয়াক্রিয়াবতোঃ প্রত্যক্ষেণাপি প্রতীতিরস্তি বৃক্ষশ্চলতীত্যাদিরিত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ে শরীরস্য পাঞ্চভৌতিকত্বাদিরূপৈর্ম্মতভেদা এবোক্তা ন তু বিশেষোঽবধৃতঃ। অত্রাপরপক্ষং প্রতিষেধতি। বহূনাং ভিন্নজাতীয়ানাং চোপাদানত্বং ঘটপটাদিস্থলে ন দৃষ্টমিতি সজাতীয়মেবোপাদানম্। ইতরচ্চ ভূতচতুষ্টয়মুপষ্টম্ভকমিত্যাশয়েন পাঞ্চভৌতিকব্যবহারঃ। এতেন ত্রিচতুর্ভৌ-

সংযোগ হইতেই সৃষ্টি হয়, এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তে নাস্তিকেরা আশঙ্কা করিয়া থাকেন যে, কাহারও চাঞ্চল্যাখ্য ক্রিয়া নাই, বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই লয় পায়। অতএব দেশান্তরসংযোগসূচক ক্রিয়ার সিদ্ধি নাই, এই আশয়ে বলিতেছেন।—কেবল দেশান্তরসংযোগদ্বারা ক্রিয়ার অনুমান হয় না, যেহেতু নিকটবর্ত্তী দ্রষ্টা পুরুষেরও ক্রিয়া ও ক্রিয়াবিশিষ্ট, এই উভয়ের প্রত্যক্ষদ্বারা প্রতীতি আছে ॥ ১০১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শরীরের পাঞ্চভৌতিকত্বাদিরূপে মতভেদ উক্ত আছে, তাহার কোনমতই অবধারিত হয় নাই। এইমতে অপরাপরবাদীরা অন্যপ্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন, এই সূত্রে বাদিদিগের সেই কল্পনার প্রতিষেধ করিতেছেন।—কোন কোন বাদীরা বলেন, শরীর পাঞ্চভৌতিক, ইহাও যুক্ত নহে, যেহেতু শরীরকে পাঞ্চভৌতিক বলিলে তাহাতে বহু উপাদানযোগ সম্ভবে না। ঘটপটাদিস্থলে ভিন্নজাতীয় বহু পদার্থের উপাদানতা দৃষ্ট হয় না, উহারা সজাতীয় পদার্থেরই উপাদান হইয়া থাকে। ভিন্নজাতীয় পদার্থ উপাদান হয় না, অতএব শরীরকে পাঞ্চভৌতিক বলা যায় না, অপর কোন বাদী শরীর চাতুর্ভৌতিক বলিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা শরীরকে ত্রিভূতোপন্ন স্বীকার করেন, এই সমুদায় মতই উক্তদোষদর্শনে নিরস্ত হইল।

ন স্থূলমিতি নিয়ম আতিবাহিকস্যাপি বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ১০৩ ॥

কত্বপক্ষা অপি নিরস্তাঃ। একোপাদানকত্বেঽপিপৃথিব্যেবোপাদানং সর্ব্বশরীরস্যেতি বক্ষ্যতি ॥ ১০২ ॥

স্থূলমেব শরীরমিতি কেচিৎ তন্নিরাকরোতি। ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বং শরীরত্বম্। "যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্। তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ ॥" ইতি মনুবাক্যাৎ। এতাদৃশং চ শরীরং স্থূলং প্রত্যক্ষমেবেতি ন নিয়মঃ। কুতঃ। আতিবাহিকস্যাপ্রত্যক্ষতয়া সূক্ষ্মস্য ভৌতিকস্য শরীরান্তরস্যাপি সত্বাদিত্যর্থঃ। লোকাল্লোকান্তরং লিঙ্গদেহমতিবাহয়তীত্যাতিবাহিকম্। ভূতাশ্রয়তাং বিনা চিত্রাদিবদ্গমনাভাবস্য প্রাগেবোক্তত্বাৎ। ইদং চ সূত্রং তস্যৈব স্পষ্টীকরণমাত্রার্থম্। লিঙ্গস্য চ শরীরত্বং ভোগাশ্রয়তয়া পুরুষ প্রতিবিম্বাশ্রয়তয়া বেতি বোধ্যম্। আতিবাহিকশরীরে চ প্রমাণম্।

আর একোপাদানকত্বস্বীকার করিলেও এক পৃথিবীই সকল শরীরের উপাদান হইতে পারে, ইহাও অসম্ভব, কখনও এক পৃথিবীকে সর্ব্বপ্রকার শরীরের উপাদান বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ইহার বিস্তার পরে কথিত হইবে ॥ ১০২ ॥

কোন কোন বাদীরা কেবল স্থূলশরীরমাত্রই স্বীকার করেন। এইসূত্রে উক্ত স্থূলশরীরবাদীর মতনিরাসার্থ বলিতেছেন।—কেবল স্থূলশরীরস্বীকার করিতে পার না, যেহেতু আতিবাহিক শরীরেরও বিদ্যমানতা আছে। যাহা ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়, তাহাই শরীর। মনু বলিয়াছেন যে, যে মূর্ত্তির সূক্ষ্ম অবয়বসকল ষড়িন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ তাহাকে শরীর বলিয়া থাকেন। উক্তরূপ শরীর যে কেবল স্থূল, অর্থাৎ প্রত্যক্ষীভূত, এমন নিয়ম নাই। আতিবাহিক শরীরের প্রত্যক্ষ হয় না ; সুতরাং সূক্ষ্ম ভৌতিক শরীরান্তরের সত্তা জানা যায়। যে শরীর একলোক হইতে লিঙ্গদেহকে লোকান্তরে বহন করিয়া লয়, তাহাই আতিবাহিক শরীর. এই আতিবাহিক শরীরস্বীকার না করিলে, যেমন আশ্রয়ব্যতিরেকে চিত্র স্থানান্তরে গমন করিতে

নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বপ্রাপ্তের্ব্বা ॥১০৪॥

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ বলাদ্যমঃ।" ইতি শ্রুতিস্মৃতী। ন হি লিঙ্গশরীরস্য সকলশরীরব্যাপিনঃ স্বতোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং সম্ভবতি। অত আধারস্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমর্থাৎ সিদ্ধ্যতি। যথা দীপস্য সর্ব্বগৃহব্যাপিত্বেঽপি কলিকাকারত্বং তৈলবর্ত্ত্যাদিসূক্ষ্মাংশস্য দশোপরিসম্পিণ্ডিতস্য পার্থিবভাগস্য কলিকাকারতয়া তথৈব লিঙ্গদেহস্য দেহব্যাপিত্বেঽপ্যঙ্গুষ্ঠপরিমাণত্বং স্বাশ্রয়সূক্ষ্মভূতস্যাঙ্গুষ্ঠপরিমাণত্বেনানুমেয়মিতি ॥ ১০৩ ॥

গোলকেভ্যোঽতিরিক্তানীন্দ্রিয়াণি প্রাগুক্তানি তদুপপাদনায়েন্দ্রিয়াণাম-

---

পারে না, সেইরূপ আতিবাহিক শরীরব্যতিরেকে লিঙ্গশরীরের লোকান্তরগমন হইতে পারে না; অতএব অবশ্য স্থূলশরীরের অতিরিক্ত আতিবাহিক শরীরস্বীকার করিতে হয়। ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে, এই সূত্রে সেই পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের স্পষ্টীকরণার্থ এই সূত্রের আরম্ভ হইয়াছে। পুরুষের ভোগাশ্রয়তা ও প্রতিবিম্বাশ্রয়তাপ্রযুক্তই লিঙ্গশরীরস্বীকার করা যায়। "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অন্তরাত্মারূপে মানবগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন এবং উক্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকেই যম বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করেন" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবাক্যই আতিবাহিক শরীরের প্রমাণ। লিঙ্গশরীর সর্ব্বদেহব্যাপী, অতএব তাহার স্বভাবত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ সম্ভবে না, এই নিমিত্তই আধারভূত আতিবাহিক শরীরের অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ সিদ্ধ হইতেছে। যেমন প্রদীপ সর্ব্বগৃহব্যাপী হইলেও তাহাকে একটি কলিকার ন্যায় দেখা যায়। দশোপরি পিণ্ডিত তৈলবর্ত্তিপ্রভৃতি সূক্ষ্ম অংশসকলই কলিকাকার হয়, ঐ সকল সূক্ষ্ম অংশও পার্থিব বিভাগ, সেইরূপ লিঙ্গদেহ সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও তাহার অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ জানিবে; অতএব স্বাশ্রয়ভূতেরও অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ অনুমিত হইতেছে ॥ ১০৩ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়সকল গোলক হইতে অতিরিক্ত। এই সিদ্ধান্তের উপপত্তির নিমিত্ত কেহ কেহ ইন্দ্রিয়গণের অপ্রাপ্তপ্রকাশত্বস্বীকার

ন তেজোঽপসর্পণাৎ তৈজসং চক্ষুর্বৃত্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥ ১০৫ ॥

প্রাপ্তপ্রকাশকত্বং নিরাকরোতি। স্বাসম্বন্ধার্থানীন্দ্রিয়াণি ন প্রকাশয়ন্তি। অপ্রাপ্তেঃ। প্রদীপাদীনামপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বাদর্শনাৎ। অপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বে ব্যবহিতাদিসর্ব্ববস্তুপ্রকাশকত্বপ্রসঙ্গাচ্চেত্যর্থঃ। অতো দূরস্থসূর্য্যাদিসম্বন্ধার্থং গোলকাতিরিক্তমিন্দ্রিয়মিতি ভাবঃ। করণানাং চার্থপ্রকাশকত্বং পুরুষেঽর্থ-সমর্পণদ্বারৈব। স্বতো জড়ত্বাৎ। দর্পণস্য মুখপ্রকাশকত্ববৎ। অথবার্থ-প্রতিবিম্বোদ্গ্রহণমেবার্থপ্রকাশকত্বমিতি ॥ ১০৪ ॥

নন্বেবং চক্ষুষস্তৈজসত্বমেব যুক্তং তেজস এব কিরণরূপেণাশু দূরাপসর্পণ-

করেন, এই সূত্রে সেই মতের নিরাসমানসে বলিতেছেন।—যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়ে সম্বদ্ধ হয় না, সেই সকল পদার্থকে ইন্দ্রিয়গণ প্রকাশ করিতে পারে না। যেমন যেস্থলে প্রদীপের আলোকসম্বন্ধ নাই, সেই প্রদীপ সেইস্থলে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ যাহাতে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নাই, তাহা প্রকাশ করিতে ইন্দ্রিয়গণের ক্ষমতা হয় না। তথাপি যদি বল, অপ্রাপ্ত পদার্থকে ইন্দ্রিয়গণ প্রকাশ করিতে পারে, তাহাহইলে ব্যবহিত পদার্থও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে পারে; কিন্তু ইহা সর্ব্বথা অসিদ্ধ, কখনও কেহ ব্যবহিত পদার্থ দর্শনাদি করিতে পারে না। অতএব দূরস্থ সূর্য্যাদির সম্বন্ধের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়-গণকে গোলকাতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইন্দ্রিয় গোলকস্বরূপ হইলে তাহাতে কখন দূরস্থ সূর্য্যের সম্বন্ধসম্ভব হয় না। গোলকাদি পুরু-ষের শরীরেই থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয় সূর্য্যসম্বদ্ধ হয়, ইহাই ইন্দ্রিয়ের গোল-কাতিরিক্ততার হেতু। ইন্দ্রিয়গণ জড়পদার্থ; সুতরাং পুরুষে অর্থসমর্পণ-দ্বারা করণের অর্থপ্রকাশকত্ব সিদ্ধ আছে। যেমন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় বলিয়া সেই দর্পণকে প্রকাশক বলা যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণও পুরুষে অর্থসমর্পণ করে বলিয়াই করণের অর্থপ্রকাশকতা জানা যায়, অথবা অর্থ-প্রতিবিম্বের প্রয়োজক বলিয়াই ইন্দ্রিয়গণ অর্থপ্রকাশক বলিয়া প্রতীত হয় ॥ ১০৪ ॥

কোন বাদীরা বলিয়া থাকেন যে, যদিও ইন্দ্রিয়গণ গোলক হইতে অতি-

প্রাপ্তার্থপ্রকাশলিঙ্গাদ্‌বৃত্তিসিদ্ধিঃ ॥ ১০৬ ॥

ভাগগুণাভ্যাং তত্ত্বান্তরং বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতীতি ॥১০৭॥

দর্শনাদিতি শঙ্কাং নিরাকরোতি। তেজসোঽপসর্পণং দৃষ্টমিতি কৃত্বা তৈজসং চক্ষুর্ন বাচ্যম্। কুতঃ। অতৈজসত্বেঽপি প্রাণবদেব বৃত্তিভেদেনাপসর্পণোপপত্তেরিত্যর্থঃ। যথা হি প্রাণঃ শরীরমসন্ত্যজ্যৈব নাসাগ্রাদ্বহিঃ কিয়দ্দূরং প্রাণনাখ্যবৃত্ত্যাপসরতি। এবমেবাতৈজসদ্রব্যমপি চক্ষুর্দেহমসন্ত্যজ্যামপি বৃত্ত্যাখ্যপরিণামবিশেষেণ ঝটিত্যেব দূরস্থং সূর্য্যাদিকং প্রত্যপসরেদিতি ॥ ১০৫ ॥

নন্বেবম্ভূতবৃত্তৌ কিং প্রমাণং তত্রাহ। সুগমম্ ॥ ১০৬ ॥

দেহমপরিত্যজ্যাপি গমনোপপত্তয়ে বৃত্তেঃ স্বরূপং দর্শয়তি। অর্থপ্রকাশ-

---

রিক্ত হউক, তথাপি চক্ষুর তৈজসত্বই যুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। যেহেতু তেজের কিরণরূপেই হঠাৎ চক্ষু দূরে অপসর্পণ করে, তাহাতেই দর্শনক্রিয়া সাধিত হয়. এই আশঙ্কার নিবারণার্থ বলিতেছেন।—তেজের অপসর্পণহেতু চক্ষু তৈজস নহে, তেজের অপসর্পণই দর্শন, এই বলিয়া চক্ষুকে তেজঃপদার্থ বলা যায় না। চক্ষুঃ তেজঃপদার্থ না হইলেও প্রাণাদির ন্যায় বৃত্তিবিশেষদ্বারাই চক্ষুর অপসর্পণ-সিদ্ধি আছে। যেমন প্রাণ শরীরপরিত্যাগ না করিয়াও স্বীয় প্রাণনাখ্য বৃত্তিদ্বারা নাসাগ্রের বহির্ভাগে কিয়দ্দূর গমন করিতে পারে, সেইরূপ চক্ষুঃ তৈজসদ্রব্য না হইলেও দেহপরিত্যাগ না করিয়া স্বীয়বৃত্তিদ্বারা ঝটিতি দূরস্থিত সূর্য্যাদি পদার্থে গমন করিতে পারে। এই নিমিত্ত চক্ষুঃ তেজঃপদার্থ নহে ॥ ১০৫ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইল যে, চক্ষুঃ স্বীয় বৃত্তিদ্বারা দূরস্থ সূর্য্যাদিতে গমন করে, এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, চক্ষুর যে উক্তরূপ বৃত্তি আছে, তাহাতে প্রমাণ কি? এই আশয়ে বলিতেছেন।—চক্ষুর প্রাপ্তার্থপ্রকাশকত্বপ্রযুক্ত তাহার উক্তরূপ বৃত্তিসিদ্ধি আছে। যদি চক্ষুর উক্তরূপ বৃত্তি না থাকিবে, তাহাহইলে চক্ষুর সমীপে যে সকল বস্তু উপস্থিত থাকে, তাহাও চক্ষু প্রকাশ করিতে পারিত না ॥ ১০৬ ॥

দেহপরিত্যাগ না করিয়া যে চক্ষুর গমন হয়, তাহার উপপত্তির নিমিত্ত

ন দ্রব্যনিয়মস্তদ্যোগাৎ ॥ ১০৮ ॥

হেতোঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতীতি হেতোশ্চক্ষুরাদের্ভাগো বিস্ফুলিঙ্গবদ্বিভক্তাংশো রূপাদিবদ্‌গুণশ্চ ন বৃত্তিঃ। কিন্তু তদেকদেশভূতা ভাগগুণাভ্যাং ভিন্না বৃত্তিঃ। বিভাগে হি সতি তদ্দ্বারা চক্ষুষঃ সূর্য্যাদিসম্বন্ধো ন ঘটতে গুণত্বে চ সর্পণাখ্য-ক্রিয়ানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। এতেন বুদ্ধিবৃত্তিরপি প্রদীপশিখাবদ্‌দ্রব্যরূপ এব পরিণামঃ স্বচ্ছতয়ার্থাকারতোদ্‌গ্রাহী নির্ম্মলবস্তুবদিতি সিদ্ধম্॥ ১০৭ ॥

নম্বেবং বৃত্তীনাং দ্রব্যত্বে কথমিচ্ছাদিরূপবুদ্ধিগুণেষু বৃত্তিব্যবহারস্তত্রাহ। বৃত্তির্দ্রব্যমেবেতি নিয়মো নাস্তি। কুতঃ। তদ্যোগাৎ। তত্র বৃত্তৌ যোগার্থ-সত্ত্বাৎ। বৃত্তির্বর্ত্তনজীবন ইতি হি যৌগিকোঽয়ং শব্দঃ। জীবনং চ স্বস্থিতি-হেতুর্ব্যাপারঃ। জীববলপ্রাণধারণয়োরিত্যনুশাসনাৎ। বৈশ্যবৃত্তিঃ শূদ্র-

উক্ত বৃত্তির স্বরূপ দর্শাইতেছেন।—চক্ষুর অর্থপ্রকাশকতাহেতু গমন করে, এই নিমিত্ত চক্ষুর বিভাগ, অর্থাৎ বিস্ফুলিঙ্গবদ্বিভক্ত অংশ এবং রূপাদিবদ্‌-গুণ, ইহারা চক্ষুর বৃত্তি নহে। কিন্তু চক্ষুর বৃত্তি তাহার একদেশভূত উক্ত বিভাগ ও গুণ হইতে বিভিন্ন। যদি উক্তরূপ বিভাগকে চক্ষুর বৃত্তি বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে এই বৃত্তিদ্বারা চক্ষুর দূরস্থ সূর্য্যাদিসম্বন্ধ ঘটে না। আর যদি সেই বৃত্তি গুণ হয়, তাহাহইলে তাহার গমনক্রিয়ার অনুপপত্তি হয়। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বুদ্ধিবৃত্তিপ্রভৃতিও প্রদীপশিখার ন্যায় দ্রব্যরূপ পরিণামবিশেষ। যেমন নির্ম্মল দর্পণাদি বস্তুর প্রতিবিম্ব-গ্রহণ করে, সেইরূপ বৃত্তি স্বচ্ছতাপ্রযুক্ত অর্থাকারতাগ্রাহী হয়, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১০৭ ॥

যদি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বৃত্তিসকলের দ্রব্যস্বরূপত্ব সিদ্ধি হইল, তাহাহইলে ইচ্ছাদিরূপ বুদ্ধিগুণে কিরূপে বৃত্তিব্যবহার হইতে পারে? কখনও গুণেতে দ্রব্যব্যবহার সম্ভব হয় না, এই আশয়ে বলিতেছেন।—বৃত্তি দ্রব্যস্বরূপ, এমন কোন নিয়ম নাই, তবে বৃত্তিশব্দের যোগার্থবশতই তাহাতে দ্রব্য-ব্যবহার হইয়া থাকে। বৃত্তি, জীবন ও বর্ত্তন এই সকল যোগার্থিক শব্দ প্রসিদ্ধ আছে। স্থিতির কারণীভূত ব্যাপারই জীবন। যাহা বল ও প্রাণ-

ন দেশভেদেঽপ্যন্যোপাদানতাস্মদাদিবন্নিয়মঃ ॥ ১০৯ ॥

নিমিত্তব্যপদেশাৎ তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ১১০ ॥

বৃত্তিরিত্যাদিব্যবহারাচ্চ। তত্র যথা দ্রব্যরূপয়া বৃত্ত্যা বুদ্ধির্জ্জীবতি তথে- চ্ছাদিভিরপীতি তেঽপি বৃত্তয়ঃ সর্ব্বনিরোধেনৈব চিত্তমরণাদিত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং ভৌতিকত্বস্যাপি শ্রবণাৎ কদাচিল্লোকবিশেষভেদেন শ্রুতি- ব্যবস্থা শঙ্ক্যেত তত্রাহ। ন ব্রহ্মলোকাদিদেশভেদতোঽপীন্দ্রিয়াণামহঙ্কারাতি- রিক্তোপাদানকত্বং কিন্ত্বস্মদাদীনাং ভূর্লোকস্থানামিব সর্ব্বেষামেবাহঙ্কারিকত্ব- নিয়মঃ। দেশভেদেনৈকস্যৈব লিঙ্গশরীরস্য সঞ্চারমাত্রশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥১০৯॥

নন্বেবং ভৌতিকত্বশ্রুতিঃ কথমুপপদ্যতাং তত্রাহ। নিমিত্তেঽপি প্রাধান্যবি- বক্ষয়োপাদানত্বব্যপদেশো ভবতি। যথেন্ধনাদগ্নিরিতি। অতো ভূতোপাদানত্ব-

---

ধারণ করে, তাহার নাম জীব, ইত্যাদি অনুশাসন আছে। বিশেষত বৈশ্য- বৃত্তি ও শূদ্রবৃত্তি ইত্যাদি ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন দ্রব্যরূপ বৃত্তিদ্বারা বুদ্ধিপ্রকাশ পায়, এইরূপ ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ ইচ্ছাদি বুদ্ধি- গুণেতেও দ্রব্যরূপ বৃত্তিব্যবহার হইতে পারে। এইক্ষণ ইহাই অনুমিত হইতেছে যে, সর্ব্বনিরোধে চিত্তের যে ধারণা, তাহাই বৃত্তি ॥ ১০৮ ॥

ইন্দ্রিয়গণের ভৌতিকত্বশ্রবণহেতু, কদাচিৎ লোকবিশেষভেদে উক্ত ভৌতি- কত্বব্যবস্থা হইয়া থাকে; অর্থাৎ কোন কোন লোকে ইন্দ্রিয়গণ আহ- ঙ্কারিক ও অন্যলোকে তদতিরিক্ত, কেহ এইরূপ ব্যবস্থার আশঙ্কা করিয়া থাকেন। সেই আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন।—ব্রহ্মলোকবাসীর ইন্দ্রিয় ভৌতিক এবং মর্ত্ত্যলোকবাসীর ইন্দ্রিয় আহঙ্কারিক, এমন কোন নিয়ম নাই। যেমন মর্ত্ত্যলোকবাসী অস্মদাদির ইন্দ্রিয় আহঙ্কারিক, সেইরূপ সকলের ইন্দ্রিয়ই আহঙ্কারিক বলিয়া জানিবে। কেবল একমাত্র লিঙ্গ- শরীরেরই দেশভেদে সঞ্চারশ্রবণ আছে ॥ ১০৯ ॥

যদি সর্ব্বত্রই ইন্দ্রিয়গণের আহঙ্কারিকত্ব সিদ্ধ হইল, তাহাহইলে ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক বলিয়া যে শ্রুতি আছে, তাহার কিরূপ উপপত্তি হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—নিমিত্তব্যপদেশবশতই ইন্দ্রিয়গণের ভৌতিকত্ব- ব্যপদেশ হইয়াছে। যেমন কাষ্ঠ অগ্নির নিমিত্ত উহা অগ্নির উপাদান নহে,

উষ্মজাণ্ডজজরায়ুজোদ্ভিজ্জসাঙ্কল্পিকসাংসিদ্ধিকং চেতি ন নিয়মঃ॥ ১১১॥

ব্যপদেশ ইত্যর্থঃ। তেজ আদিভূতোপষ্টম্ভেনৈব হি তদনুগতাহঙ্কারাচ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি সম্ভবন্তি। যথা পার্থিবোপষ্টম্ভেন তদনুগতাৎ তেজসোঽগ্নির্ভবতীতি। অন্নময়ং হি সৌম্য মন ইত্যাদিশ্রুতিস্তদুক্তযুক্তিশ্চাত্র প্রমাণম্॥ ১১০॥

স্থূলশরীরগতং বিশেষং প্রসঙ্গাদবধারয়তি। তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি। অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতিশ্রুতাবণ্ডজাদিরূপং শরীরত্রৈবিধ্যং প্রায়িকাভিপ্রায়েণোক্তং ন তু নিয়মঃ। যত উষ্মজাদি ষড়্-

তথাপি অগ্নির প্রতি কাষ্ঠই প্রধান নিমিত্ত বলিয়া কাষ্ঠকে অগ্নির উপাদান বলিয়া থাকে, সেইরূপ ভূতসকল ইন্দ্রিয়গণের প্রধান নিমিত্তবিধায় ভূতকে ইন্দ্রিয়ের উপাদান বলিয়া স্বীকার করা যায়, এইরূপে ভূতসকলে ইন্দ্রিয়ের উপাদানতাকল্পনাবশতই ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তেজঃপ্রভৃতি ভূতের উপষ্টম্ভাখ্য সংযোগদ্বারাই তাহার অনুগত অহঙ্কার হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্ভব হয়। যেমন পৃথিবীর উপষ্টম্ভকসংযোগদ্বারা তদনুগত তেজ হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তিও সেইরূপ। "হে সৌম্য মন অন্নময়" ইত্যাদি শ্রুতি এবং সেই শ্রুত্যুক্ত যুক্তিই এইস্থলে প্রমাণ বলিয়া জানা যাইতেছে॥ ১১০॥

এইক্ষণ প্রসঙ্গক্রমে স্থূলশরীরে যে সকল বিশেষ আছে, তাহা অবধারণ করিতেছেন।—শ্রুতিতে সর্ব্বভূতের স্থূলশরীর ত্রিবিধ বলিয়া উক্ত আছে। যথা,—স্বেদজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ। শরীরের এইরূপ ত্রৈবিধ্য প্রায়িক, সর্ব্বত্র নহে; ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। শরীর যে কেবল ত্রিবিধ, এমন নিয়ম নাই। যেহেতু স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, সাঙ্কল্পিক ও সাংসিদ্ধিক এই ষট্প্রকার শরীরই দেখা যায়; অতএব শরীর ত্রিবিধ বলিয়া যে শ্রুতিতে উক্ত আছে; তাহা সর্ব্বত্র আদৃত নহে, অর্থাৎ প্রায়ই এইরূপ ত্রিবিধ শরীর দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ষট্প্রকার শরীরই অনুমিত হইবে। মক্ষিকা-মশকাদি দংশক প্রাণীর শরীর স্বেদজ, পক্ষিসর্পাদিরা অণ্ডজ,

সর্ব্বেষু পৃথিব্যুপাদানমসাধারণ্যাৎ তদ্ব্যপদেশঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ১১২ ॥

বিধমেব শরীরং ভবতীত্যর্থঃ। তত্রোষ্মজা দন্দশূকাদয়ঃ অণ্ডজাঃ পক্ষি-সর্পাদয়ঃ। জরায়ুজা মনুষ্যাদয়ঃ। উদ্ভিজ্জা বৃক্ষাদয়ঃ। সঙ্কল্পজাঃ সনকাদয়ঃ। সাংসিদ্ধিকা মন্ত্রতপ-আদিসিদ্ধিজাঃ। যথা রক্তবীজশরীরোৎপন্ন-শরীরাদয় ইতি ॥ ১১১ ॥

শরীরস্যৈকমাত্রভূতোপাদানকত্বং পূর্ব্বোক্তমনেনৈব প্রসঙ্গেন বিশিষ্যাহ। সর্ব্বেষু শরীরেষু পৃথিব্যেবোপাদানম্। অসাধারণ্যাৎ। আধিক্যাদিভিরুৎকর্ষাৎ। অত্রাপি শরীরে পঞ্চচতুরাদিভৌতিকত্বব্যপদেশঃ পূর্ব্ববৎ। ইন্দ্রিয়াণাং ভৌতিকত্ববদুপষ্টম্ভকত্বমাত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥

মনুষ্যজরায়ুজ, বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জ, সনকাদি মুনিগণ সাঙ্কল্পিক, অর্থাৎ তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই শরীরগ্রহণ করিতে পারেন, আর মন্ত্র-তপস্যাসিদ্ধিদ্বারা যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাই সাংসিদ্ধিক; যেমন রক্তবীজদৈত্যের স্বীয় দেহ হইতে তপঃপ্রভাবে অনেক শরীর জন্মিয়াছিল। (যখন ভগবতীর সহিত রক্তবীজের যুদ্ধ হয়, তখন ভগবতী তাহার শরীর ছিন্ন করেন; তথাপি তাহার সেই ছিন্নশরীর হইতে যে যে স্থানে রক্তবিন্দুপাত হইয়াছিল, সেই সেই স্থান হইতে দ্বিতীয় রক্তবীজের ন্যায় এক এক পুরুষ উৎপন্ন হইতে লাগিল। রক্তবীজের অতিকঠোর তপস্যা ছিল, সেই তপোবলেই উক্তরূপ অনেক-শরীর জন্মে। এই সকলই সাংসিদ্ধিক শরীর বলিয়া জানিবে) ॥ ১১১ ॥

পূর্ব্বে শরীর একভূতোৎপন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ প্রসঙ্গক্রমে সেই শরীরের একভূতোপাদানকত্ববিষয়ে বিশেষনিরূপণ করিতেছেন যে, পৃথিবীই সকল শরীরের উপাদান, যেহেতু স্থূলশরীরমাত্রেই পৃথিবীর আধিক্যবশতঃ উৎকর্ষ দেখা যায়। তবে যে শরীরে পাঞ্চভৌতিকত্ব ও চাতুর্ভৌতিকত্বাদিব্যবহার হয়, তাহা পূর্ব্ববৎ ব্যপদেশমাত্র জানিবে। যেমন সমুদায় ইন্দ্রিয়ই আহঙ্কারিক, তথাপি ভৌতিক উপষ্টম্ভাখ্য সংযোগবন্ধ বলিয়া ইন্দ্রিয়সকলের ভৌতিকত্বব্যপদেশ হয়, সেইরূপ শরীরমাত্রই এক-

ন দেহারম্ভকস্য প্রাণত্বমিন্দ্রিয়শক্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥ ১১৩॥

ভোক্তুরধিষ্ঠানাদ্ভোগায়তননির্ম্মাণমন্যথা পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১১৪ ॥

ননু প্রাণস্য শরীরে প্রাধান্যাৎ প্রাণ এব দেহারম্ভকোঽস্তু তত্রাহ। প্রাণো ন দেহারম্ভকঃ। ইন্দ্রিয়ং বিনা প্রাণানবস্থানেনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যামিন্দ্রিয়াণাং শক্তিবিশেষাদেব প্রাণসিদ্ধেঃ প্রাণোৎপত্তেরিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। করণবৃত্তিরূপপ্রাণঃ করণবিয়োগে ন তিষ্ঠতি। অতো মৃতদেহে করণাভাবেন প্রাণাভাবান্ন প্রাণো দেহারম্ভক ইতি ॥ ১১৩ ॥

নম্বেবং প্রাণস্য দেহাকারণত্বে প্রাণং বিনাপি দেহ উৎপদ্যেত তত্রাহ। ভোক্তুঃ প্রাণিনোঽধিষ্ঠানাদ্ব্যাপারাদেব ভোগায়তনস্য শরীরস্য নির্ম্মাণং

ভৌতিক, তথাপি অন্যান্য ভূতের উপষ্টম্ভাখ্য সংযোগদ্বারা পাঞ্চভৌতিকত্ব ও চাতুর্ভৌতিকত্বাদিব্যপদেশ হইয়া থাকে ॥ ১১২ ॥

শরীরের মধ্যে প্রাণই সর্ব্বপ্রধান, সুতরাং প্রাণই শরীরের উপাদান হউক, এই আশয়ে বলিতেছেন।—প্রাণ শরীরের আরম্ভক নহে, যেহেতু ইন্দ্রিয়শক্তিদ্বারাই প্রাণের সিদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়ব্যতিরেকে প্রাণের অবস্থিতি বোধ হয় না। যখন কোন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার থাকে না, তখন যে সেই দেহে প্রাণ আছে, এইরূপ প্রতীতি হয় না, অতএব ইন্দ্রিয়শক্তিদ্বারা প্রাণের অবস্থিতি এবং ইন্দ্রিয়বিনা প্রাণের অপ্রকাশ, এই অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে প্রাণের উৎপত্তি জানা যায়; সুতরাং প্রাণের শরীরারম্ভকতা নাই। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, করণের বৃত্তিবিশেষই প্রাণ, করণের অভাবে প্রাণ থাকিতে পারে না। মৃতশরীরে কোন করণব্যাপার থাকে না বলিয়া তাহাতে প্রাণের অভাব বোধ হয়, অতএব শরীর প্রাণারম্ভক নহে ॥ ১১৩ ॥

পূর্ব্বসূত্রে প্রাণ দেহারম্ভক নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, এইক্ষণ এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি প্রাণ দেহারম্ভক না হইল, তবে প্রাণব্যতিরেকেও দেহের উৎপত্তি হইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—

ভৃত্যদ্বারা স্বাম্যধিষ্ঠিতির্নৈকান্তাৎ ॥ ১১৫ ॥

ভবতি। অন্যথা প্রাণব্যাপারাভাবে শুক্রশোণিতয়োঃ পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ। মৃতদেহবদিত্যর্থঃ। তথা চ রসসঞ্চারাদিব্যাপারবিশেষৈঃ প্রাণো দেহস্য নিমিত্তকারণং ধারকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১১৪ ॥

নমু প্রাণস্যৈবাধিষ্ঠানত্বং সম্ভবতি ব্যাপারবত্বাৎ। ন প্রাণিনঃ কূটস্থত্বাৎ। নির্ব্যাপারস্যাধিষ্ঠানে প্রয়োজনাভাবাচ্চেতি তত্রাহ। দেহনির্ম্মাণে ব্যাপাররূপমধিষ্ঠানং স্বামিনশ্চেতনস্যৈকান্তাৎ সাক্ষান্নাস্তি কিন্তু প্রাণরূপভৃত্যদ্বারা। যথা রাজ্ঞঃ পুরনির্ম্মাণ ইত্যর্থঃ। তথা চ প্রাণস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং সাক্ষাৎ পুরুষস্যাধিষ্ঠা-

ভোগকর্ত্তা প্রাণীর ব্যাপারেই ভোগের আয়তন শরীরের নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। যদি প্রাণের ব্যাপারব্যতিরেকেও শরীরের উৎপত্তিস্বীকার কর, তাহাহইলে শুক্রশোণিতজন্য শরীরের পূতিভাব (দুর্গন্ধাদি) হইতে পারে। যেমন মৃত-শরীরে অল্পক্ষণপরে দুর্গন্ধাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সকল শরীরেই দুর্গন্ধাদির সম্ভব। মৃতশরীরে প্রাণাভাবই দুর্গন্ধাদির কারণ, এইক্ষণ শরীরের প্রতি প্রাণব্যাপার স্বীকার না করিলে সাধারণের শরীরেও সেই প্রাণাভাবরূপ কারণ বর্ত্তমান আছে। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রসসঞ্চারাদি-ব্যাপারবিশেষদ্বারা প্রাণ শরীরের নিমিত্তকারণ; প্রাণ শরীরে রসসঞ্চা-রাদি করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত শরীরে পূতিগন্ধাদি হয় না এবং পোষণাদি হইয়া থাকে। তাহাতেই প্রাণকে শরীরের নিমিত্তকারণ বলা যায় ॥ ১১৪ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণের ব্যাপারেই শরীরের নির্ম্মাণ হয়, এই-ক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাণ ব্যাপারশালী বলিয়া শরীরনির্ম্মাণে তাহারই ব্যাপার সম্ভবিতে পারে, প্রাণী কূটস্থ, তাহার কোন ব্যাপারই নাই; সুতরাং শরীরনির্ম্মাণে তাহার ব্যাপার কিরূপে সম্ভবিতে পারে? যেহেতু যাহার ব্যাপার নাই, তাহার অধিষ্ঠানে কোন প্রয়োজনও নাই। এই আশঙ্কায় বলিতে-ছেন।—দেহনির্ম্মাণে চেতন স্বামীপুরুষের সাক্ষাৎব্যাপাররূপ অধিষ্ঠান নাই, কিন্তু প্রাণরূপ ভৃত্যদ্বারা পুরুষের দেহনির্ম্মাণব্যাপার আছে। যেমন রাজা পুরনির্ম্মাণে স্বয়ং কোন কার্য্য করেন না বটে, তাঁহার নিয়োজিত ভৃত্যবর্গই

সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা ॥ ১১৬ ॥

তৃত্বং তু প্রাণসংযোগমাত্রেণেতি সিদ্ধম্। কুলালাদীনাং ঘটাদিনির্ম্মাণেষপ্যেবম্। বিশেষস্ত্বয়ং তত্র চেতনস্ত বুদ্ধ্যাদেশ্চাপ্যুপযোগোঽস্তি বুদ্ধিপূর্ব্বকস্থষ্টিত্বাদিতি। যদ্যপি প্রাণাধিষ্ঠানাদেব দেহনির্ম্মাণং তথাপি প্রাণদ্বারা প্রাণিসংযোগোঽপ্যপেক্ষ্যতে পুরুষার্থমেব প্রাণেন দেহনির্ম্মাণাদিত্যাশয়েন ভোক্তুরধিষ্ঠানাদিত্যুক্তম্ ॥ ১১৫ ॥

বিমুক্তমোক্ষার্থং প্রধানস্থেত্যুক্তং প্রাক্ তত্র কথমাত্মা নিত্যমুক্তো বন্ধদর্শনাদিতি পরেষামাক্ষেপে নিত্যমুক্তিমুপপাদয়িতুমাহ। সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতাবস্থা। সুষুপ্তিশ্চাত্র সমগ্রসুষুপ্তিঃ। মোক্ষশ্চ বিদেহকৈবল্যম্। আত্ম-

কার্য্যসকল সাধন করিয়া থাকে, তথাপি সেই রাজারই পুরনির্ম্মাণব্যাপার হয়। সেইরূপ পুরুষে দেহনির্ম্মাণের কোন ব্যাপার না থাকিলেও প্রাণরূপ ভৃত্যের ব্যাপারেই তাহার ব্যাপার জানা যায়; অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেহে প্রাণেরই সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতৃত্ব, সেই প্রাণের সংযোগমাত্রেই প্রাণীর অধিষ্ঠান সিদ্ধ আছে। কুম্ভকারাদির ঘটাদিনির্ম্মাণেও এইরূপ জানিবে। সাক্ষাৎ দণ্ডাদির ব্যাপারেই ঘটনির্ম্মাণ হইয়া থাকে এবং সেই দণ্ডাদির সংযোগবশতই কুম্ভকারের ঘটনির্ম্মাণকারিত্ব হয়। ইহাতে বিশেষ এই যে, প্রাণীর দেহাধিষ্ঠানে বুদ্ধিপূর্ব্বকস্থষ্টিত্বপ্রযুক্ত চেতন বুদ্ধিপ্রভৃতির উপযোগিতা আছে, প্রাণের অধিষ্ঠানে বুদ্ধিপ্রভৃতির উপযোগিতা নাই। যদিও প্রাণের অধিষ্ঠানমাত্রই দেহনির্ম্মাণ হয়, তথাপি প্রাণদ্বারা প্রাণিসংযোগ অপেক্ষা করে, যেহেতু পুরুষের নিমিত্তই প্রাণ দেহনির্ম্মাণ করিয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই ভোক্তা প্রাণীর অধিষ্ঠানেই দেহনির্ম্মাণ হয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ১১৫ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, নিত্য মুক্ত, অর্থাৎ স্বভাবত দুঃখবন্ধ হইতে বিমুক্ত পুরুষের প্রতিবিম্বরূপ দুঃখমোক্ষার্থ, অথবা প্রতিবিম্বসম্বন্ধে দুঃখমুক্তির নিমিত্ত প্রধানের জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই সিদ্ধান্তে কোন কোন বাদীরা আশঙ্কা করেন যে, আত্মার বন্ধদর্শন আছে,

বস্থাসু পুরুষাণাং ব্রহ্মরূপতা বুদ্ধিবৃত্তিবিলয়তস্তদৌপাধিকপরিচ্ছেদবিগমেন স্বস্বরূপপূর্ণতয়াবস্থানম্। যথা ঘটধ্বংসে ঘটাকাশস্য পূর্ণতেত্যর্থঃ। তদেতদুক্তম্। তন্নিবৃত্তাবুপশান্তোপরাগঃ স্বস্থ ইতি। তথা চ ব্রহ্মত্বমেব পুরুষাণাং স্বভাবো নৈমিত্তিকত্বাভাবাৎ স্ফটিকস্য শৌক্ল্যমিব। বুদ্ধিবৃত্তিসম্বন্ধকালে তু পরিচ্ছিন্নচিদ্রূপস্যৈনাভিব্যক্ত্যা পরিচ্ছেদাভিমানঃ। তথা বৃত্তিপ্রতিবিম্ববশাদ্দুঃখাদিমালিন্যমিব চ ভবতীতি তৎ সর্ব্বমৌপাধিকমেব। উপাধ্যাখ্যনিমিত্তান্বয়ব্যতিরেকানুবিধানাৎ স্ফটিকলৌহিত্যবদিতি ভাবঃ। তথা চ যোগসূত্রম্। বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্রেতি। অস্মচ্ছাস্ত্রে চ ব্রহ্মশব্দ ঔপাধিকপরিচ্ছেদমালিন্যাদিরহিতপরিপূর্ণচেতনসামান্যবাচী ন তু ব্রহ্মমীমাংসায়ামিবৈশ্বর্য্যোপলক্ষিতপুরুষবিশেষমাত্রবাচীতি বিবেক্তব্যম্। অত্রৈতে শ্লোকাঃ শিষ্যব্যুৎপত্ত্যর্থমুচ্যন্তে।

অতএব তিনি কিরূপে নিত্যমুক্ত হইলেন? এইরূপ পরিকল্পিত আশঙ্কার নিরাসার্থ আত্মার নিত্যমুক্তি উপপাদন করিতেছেন।—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, সমগ্র সুষুপ্তি এবং দেহকৈবল্য, অর্থাৎ জীবন্মুক্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই পুরুষের ব্রহ্মরূপতা প্রকাশ পায়, যেহেতু উক্ত অবস্থাত্রয়েই বুদ্ধিবৃত্তির বিলয়বশত ঔপাধিক পরিচ্ছেদাদিরও বিলয় হইয়া স্বস্বরূপপূর্ণতা অবস্থায় আত্মার অবস্থিতি হয়। যেমন ঘটবিনাশে ঘটাকাশ পূর্ণতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপে সমাধিপ্রভৃতিতে বুদ্ধিপ্রভৃতির বিলয়ে আত্মা পূর্ণতা অবস্থায় বিদ্যমান হয়েন। এই বিষয় স্বয়ংই পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট পঞ্চপ্রকার বৃত্তির বিরাম হইলেই সর্ব্বপ্রকার বিষয়ানুরাগের শান্তি হয়, তখনই পুরুষ স্বস্থ হইয়া থাকে; অতএব ব্রহ্মত্বই পুরুষের স্বভাব, উহা নৈমিত্তিক নহে। যেমন স্ফটিকমণির শুক্লতা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সেইরূপ আত্মার ব্রহ্মস্বরূপতাই স্বাভাবিক। যখন সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে বুদ্ধিবৃত্তির সম্বন্ধ হয়, তখনই পরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপের অভিব্যক্তিপ্রযুক্ত আত্মার পরিচ্ছেদাভিমান হয়। এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ববশত আত্মার দুঃখাদিমালিন্য প্রকাশ পায়, এই সমুদায়ই ঔপাধিক। উপাধিবশতই পুরুষের দুঃখাদির মালিন্য হয়, উপাধিযোগব্যতিরেকে হয় না। এইরূপ অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা জানা যায় যে, যেমন স্ফটিকের জবাদিযোগরূপ উপাধিনিমিত্তক লৌহিত্য হয়,

দ্বয়োঃ সবীজমন্যত্র তদ্ধতিঃ ॥ ১১৭ ॥

"চিদাকাশেঽনভিব্যক্তৈর্নানাকারৈরিতস্ততঃ। ধীরটন্তী সহ ব্যক্তেরটন্তীং দর্শয়েচ্চিতিং॥ বস্তুতস্তু সদা পূর্ণমেকরূপঞ্চ চিন্ময়ং। বৃত্তিশূন্যপ্রদেশেষু দৃশ্যাভাবান্ন পশ্যতি॥ চক্ষুষো রূপবৎ পুংসো দৃশ্যা বৃত্তির্হি নেতরং। সমাধ্যাদৌ চ সা নাস্তীত্যতঃ পূর্ণঃ পুমাংস্তদা"॥ ১১৬॥

তর্হি কঃ সুষুপ্তিসমাধিভ্যাং মোক্ষস্য বিশেষস্তত্রাহ। দ্বয়োঃ সমাধিসুষুপ্ত্যোঃ সবীজং বন্ধবীজসহিতং ব্রহ্মত্বমন্যত্র মোক্ষে বীজস্যাভাব ইতি বিশেষ ইত্যর্থঃ। ননু চেৎ সমাধ্যাদৌ বন্ধবীজমস্তি তর্হি তেনৈব পরিচ্ছেদাৎ কথং

সেইরূপ আত্মারও বৃত্তিরূপ উপাধিনিমিত্তকই দুঃখাদি মালিন্য হইয়া থাকে। আমাদিগের সাংখ্যশাস্ত্রমতে যিনি ঔপাধিক পরিচ্ছেদরূপ মালিন্যাদিরহিত পরিপূর্ণ চৈতন্যময়, তিনিই ব্রহ্মশব্দের প্রতিপাদ্য। ব্রহ্মমীমংসায় যে ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষবিশেষকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করেন, আমরা সেইরূপ ব্রহ্মশব্দার্থকল্পনা করি না। শিষ্যবর্গের সুখবোধার্থ শ্লোকাকারে উক্ত আছে যে, "বুদ্ধি অনভিব্যক্ত ব্রহ্মের অন্বেষণার্থ চিদাকাশে নানাপ্রকারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, পরে যখন অভিব্যক্তরূপে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করে, তখন সকল চিন্ময় প্রদর্শন করিতে থাকে। যাবৎ বুদ্ধিতে ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাব না হয়, তাবৎ নানাপ্রকার কল্পনা হইয়া থাকে, ব্রহ্মরূপের আবির্ভাব হইলেই বুদ্ধি চিন্ময়দর্শন করিয়া স্থির হয়। বাস্তবিক ব্রহ্ম সর্ব্বদাই একরূপ ও চিন্ময়, কিন্তু বৃত্তিশূন্য প্রদেশে দৃশ্যাভাবহেতু তাহা দেখিতে পায় না। যেমন রূপভিন্ন চক্ষুর দর্শনক্রিয়া হয় না, সেইরূপ বৃত্তিব্যতিরেকে বুদ্ধি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। সমাধিকালে বুদ্ধির কোনরূপ বৃত্তি থাকে না, অতএব সেই সময়েই পুরুষ পূর্ণ হইয়া থাকে"॥ ১১৬॥

এইক্ষণ সুষুপ্তি ও সমাধি হইতে মোক্ষের বিশেষনিরূপণ করিতেছেন।—সুষুপ্তি ও সমাধি এই দুই অবস্থাতে ব্রহ্ম সবীজ, অর্থাৎ বন্ধরূপ বীজের সহিত বর্ত্তমান থাকে এবং মোক্ষকালে ব্রহ্মের বন্ধরূপ বীজের অভাব হয়, ইহাই সুষুপ্তি ও সমাধি হইতে মোক্ষের বিশেষ জানিবে। যদি সমাধিপ্রভৃতি

দ্বয়োরিব ত্রয়স্যাপি দৃষ্টত্বান্ন তু দ্বৌ ॥ ১১৮ ॥

ব্রহ্মত্বমিতি চেন্ন। বন্ধবীজস্য বাসনাকর্ম্মাদেস্তদানীমুপাধাবেবাবস্থানাৎ। ন তু চেতনেষু পুরুষেষু তেষামপ্রতিবিম্বনাদিতি। জাগ্রদাদ্যবস্থায়াং তু বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবিম্ববশাদৌপাধিকো বন্ধ ইত্যসকৃদাবেদিতম্। ননু পাতঞ্জলে তদ্ভাষ্যে চাসম্প্রজ্ঞাতযোগো নির্ব্বীজ উক্তঃ। অত্র কথং সবীজ ইতি চেন্ন। অসম্প্রজ্ঞাতে ক্রমেণ বীজক্ষয়ো ভবতীত্যাশয়েনৈব তত্র নির্ব্বীজত্ববচনাৎ। অন্যথা সর্ব্বাসামেবাসম্প্রজ্ঞাতব্যক্তীনাং নির্ব্বীজত্বে ব্যুত্থানানুপপত্তে-রিতি ॥ ১১৭ ॥

ননু সমাধিসুষুপ্তী দৃষ্টে স্তো মোক্ষে তু কিং প্রমাণমিতি নাস্তিকাক্ষেপং

অবস্থাতে ব্রহ্মের বন্ধরূপ বীজ থাকিল, তাহাহইলে সেই বন্ধরূপ বীজদ্বারা ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নতাপ্রযুক্ত তাহার ব্রহ্মত্ব কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এই আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ বাসনাপ্রভৃতি বন্ধবীজসকল উপাধিতেই অবস্থিত আছে; সমাধিকালে চেতনপুরুষে সেই বন্ধকারণ বাসনাপ্রভৃতি থাকে না, তাহাতে কেবল উহাদিগের প্রতিবিম্বমাত্র হয়। জাগ্রদাদি অবস্থাতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ববশত ঔপাধিক বন্ধ হয়, ইহা পুনঃ পুনঃ প্রতি-পাদিত হইয়াছে। পাতঞ্জল যোগসূত্রে ও তাহার ভাষ্যে অসম্প্রজ্ঞাত সমা-ধিতে বাসনা কর্ম্মাদি বন্ধবীজ থাকে না, ইহাই উক্ত হইয়াছে। তবে এই-স্থলে যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকালেও বাসনা কর্ম্মাদি বন্ধকারণের বিদ্যমানতা উক্ত হইল, ইহা কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে? এই আশঙ্কা হইতে পারে না; অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ক্রমশঃ বাসনা কর্ম্মাদি বন্ধকারণের ক্ষয় হয়, এই অভিপ্রায়ে পাতঞ্জলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে নির্ব্বীজ, অর্থাৎ তাহাতে বাসনা কর্ম্মাদি বন্ধকারণ থাকে না, ইহা উক্ত হইয়াছে। অন্যথা সর্ব্বপ্রকার অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যদি বাসনা কর্ম্মাদি বন্ধকারণের অভাব হয়, তবে ব্যুত্থান, অর্থাৎ সমাধিভঙ্গের অনুপপত্তি হইতে পারে। অতএব সমাধিমাত্রেই যে বাসনা কর্ম্মাদি বন্ধবীজের ক্ষয় হয়, তাহা বলা যায় না ॥ ১১৭ ॥

"সমাধি ও সুষুপ্তি এই দুই অবস্থা দৃষ্ট আছে, তাহাই স্বীকার করি, মোক্ষ

বাসনয়ানর্থখ্যাপনং দোষযোগেঽপি ন নিমিত্তস্য প্রধানবাধকত্বম্ ॥ ১১৯ ॥

পরিহরতি। সমাধিসুষুপ্তিদৃষ্টান্তেন মোক্ষস্যাপি দৃষ্টত্বাদনুমিতত্বান্ন তু দ্বৌ সুষুপ্তিসমাধী এব। কিন্তু মোক্ষোঽপ্যস্তীত্যর্থঃ। অনুমানং চেত্থম্। সুষুপ্ত্যাদৌ যো ব্রহ্মভাবস্তত্ত্যাগশ্চিত্তাগতাদ্রাগাদিদোষবশাদেব ভবতি। স চেদ্দোষো জ্ঞানেন নাশিতস্তর্হি সুষুপ্ত্যাদিসদৃশস্থৈবাবস্থা স্থিরা ভবতি সৈব মোক্ষ ইতি ॥ ১১৮ ॥

নন্থ বাসনাখ্যবীজসত্ত্বেপি বৈরাগ্যাদানি বাসনাকৌণ্ঠ্যাদর্থাকারা বৃত্তিঃ সমাধৌ মা ভবতু সুষুপ্তে তু বাসনাপ্রাবল্যাদর্থজ্ঞানং ভবিষ্যত্যেবেতি ন সুষুপ্তৌ ব্রহ্মরূপতা যুক্তেতি তত্রাহ। যথা বৈরাগ্যে তথা নিদ্রাদোষযোগেঽপি সতি বাসনয়া ন স্বার্থখ্যাপনং স্ববিষয়স্মারণং ভবতি। যতো ন

কখন দেখা যায় না; সুতরাং মোক্ষসিদ্ধিতে প্রমাণ নাই; অতএব মোক্ষস্বীকার করিব কেন?" এইরূপে নাস্তিকেরা মোক্ষ অস্বীকার করিয়া দোষারোপ করেন। এইসূত্রে সেই দোষের নিরাস করিতেছেন।—যেমন সমাধি ও সুষুপ্তি এই দুইটী দৃষ্ট, সেইরূপ মোক্ষও দৃষ্ট এবং অনুমিত হইয়া থাকে, অতএব কেবল সমাধি ও সুষুপ্তি এই দুইটিমাত্র স্বীকার করা যায় না। সমাধি ও সুষুপ্তির ন্যায় মোক্ষও স্বীকার করিতে হয়। মোক্ষসাধনে এইরূপ অনুমান দেখা যায়, চিত্তগত রাগাদিদোষবশতই সুষুপ্তিপ্রভৃতিতে ব্রহ্মভাবের ত্যাগ হয়, কিন্তু সেই রাগ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই বিনাশ পায়, তবে সুষুপ্তি ও সমাধির সদৃশ যে স্থিরতর অবস্থা, তাহাকেই মোক্ষ বলিয়া জানা যায় ॥ ১১৮ ॥

বাসনারূপ বন্ধবীজসত্ত্বেও বৈরাগ্যাদিদ্বারা বাসনা কুণ্ঠিত হয়, অতএব সমাধিতে অর্থাকারবৃত্তি না হউক, সুষুপ্তিতে বাসনার প্রাবল্যপ্রযুক্ত অর্থজ্ঞান হইতে পারে; সুতরাং সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মরূপতা যুক্ত হইতেছে না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যেমন বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে চিত্তে বিষয়স্মরণ হয় না, সেইরূপ নিদ্রারূপ দোষযোগ হইলেও চিত্তের বিষয়স্মরণ

একঃ সংস্কারঃ ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকো ন তু প্রতিক্রিয়ং সংস্কারভেদা বহুকল্পনাপ্রসক্তেঃ ॥ ১২০ ॥

নিমিত্তস্য গুণীভূতস্য সংস্কারস্য বলবত্তরনিদ্রাদোষবাধকত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ। বলবত্তর এব হি দোষো বাসনাং দুর্ব্বলাং স্বকার্য্যকুণ্ঠাং করোতীতি ভাবঃ। ১১৯ ॥

সংস্কারলেশতো জীবন্মুক্তস্য শরীরধারণমিতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রোক্তম্। তত্রায়মাক্ষেপঃ। জীবন্মুক্তস্য শশ্বদেকস্মিন্নপ্যর্থেঽস্মদাদীনামিব ভোগো দৃশ্যতে সোঽনুপপন্নঃ প্রথমং ভোগমুৎপাদ্যৈব পূর্ব্বসংস্কারনাশাৎ সংস্কারান্তরস্য চ জ্ঞানপ্রতিবন্ধেন কর্ম্মবদনুদয়াদিতি তত্রাহ। যেন সংস্কারেণ দেবাদিশরীরভোগ আরব্ধঃ স এক এব সংস্কারস্তচ্ছরীরসাধ্যস্য প্রারব্ধভোগস্য

হইতে পারে না। যেহেতু স্মরণের নিমিত্তভূত সংস্কার বলবত্তর নিদ্রাদোষের বাধক হয় না পরন্তু বলবত্তর নিদ্রাদোষই বাসনাকে দুর্ব্বল করে, তাহাতে বাসনা বিষয়ানুরাগরূপ স্বকার্য্যসাধনে কাতর হইয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥

তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, জীবন্মুক্ত পুরুষের সমুদায় সংস্কারের নাশ হয় না, কোন কোন সংস্কার থাকিয়া যায়, সেই সংস্কারলেশবশতই জীবন্মুক্ত পুরুষেরা শরীরধারণ করিয়া থাকে। উক্ত সিদ্ধান্তে এই আক্ষেপ হইতে পারে যে, আমাদিগের যেমন বারম্বার একবিষয়ের ভোগ হয়, জীবন্মুক্ত পুরুষেরও সেইরূপ একবিষয়ে পুনঃপুনঃ ভোগ দেখা যায়, এই আক্ষেপ উপপন্ন হইতেছে না। যেহেতু জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রথমভোগ উৎপাদন করিয়া সংস্কারনাশ পায় এবং সংস্কারান্তর উৎপত্তির প্রতিও জ্ঞানই প্রতিবন্ধক আছে; সুতরাং যেমন কর্ম্মবিনাশ পাইলে পুনর্ব্বার তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ সংস্কারনাশ হইলেও জ্ঞানপ্রতিবন্ধকতাপ্রযুক্ত পুনর্ব্বার তাহার উৎপত্তির সম্ভব নাই। এই আশয়ে বলিতেছেন।—যে সংস্কারদ্বারা দেবাদি শরীরভোগ আরম্ভ হয়, সেই এক সংস্কারই সেই শরীরসাধ্য প্রারব্ধ ভোগের সমাপন করে। যেমন ভোগসমাপ্তি হইলেই কর্ম্মের নাশ হয়, সেইরূপ ভোগসমাপ্তিই সংস্কারের বিনাশ করিয়া থাকে। যাবৎ ভোগ

ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়মো বৃক্ষগুল্মলতৌষধিবনস্পতিতৃণবীরুধাদীনামপি ভোক্তৃভোগায়তনত্বং পূর্ব্ববৎ ॥১২১॥

সমাপকঃ। স চ কর্ম্মবদেব ভোগসমাপ্তিনাশ্যো ন তু প্রতিক্রিয়ং প্রতিভোগব্যক্তি সংস্কারনানাত্বং বহুব্যক্তিকল্পনাগৌরবপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। কুলালচক্রভ্রমণস্থলেঽপ্যেবং বেগাখ্যঃ সংস্কার এক এব ভ্রমণসমাপ্তিপর্য্যন্তস্থায়ী বোধ্যঃ॥ ১২০ ॥

উদ্ভিজ্জং শরীরমস্তীত্যুক্তং তত্র বাহ্যবুদ্ধ্যভাবাচ্ছরীরত্বং নাস্তীতি নাস্তিকাক্ষেপমপাকরোতি। ন বাহ্যজ্ঞানং যত্রাস্তি তদেব শরীরমিতি নিয়মঃ কিন্তু বৃক্ষাদীনামন্তঃসংজ্ঞানামপি ভোক্তৃভোগায়তনত্বং শরীরত্বং মন্তব্যম্। যতঃ পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বোক্তো যো ভোক্ত্রধিষ্ঠানং বিনা মনুষ্যাদিশরীরস্য পূতিভাবস্তদ্ব-

থাকে, তাবৎ যেমন কর্ম্মবিনাশ হয় না, সেইরূপ ভোগসত্ত্বে সংস্কারের নাশ হইতে পারে না; একই সংস্কার ভোগাবসানপর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। কিন্তু প্রতিভোগে পৃথক পৃথক সংস্কার স্বীকার করি না, তাহাহইলে অনন্ত সংস্কারস্বীকার করিতে হয়। পরন্ত এক সংস্কারদ্বারা উপপত্তিসত্ত্বে বহু সংস্কারকল্পনাতে গৌরব হইয়া থাকে। কুম্ভকারের চক্রভ্রমণেও এইরূপ জানিবে। যাবৎ ভ্রমণ সমাপ্তি না হয়, তাবৎ একবেগাখ্য সংস্কারই অবস্থিত থাকে। কুম্ভকার চক্রভ্রমণার্থ একবার যে বেগ উৎপাদন করে, সেই বেগই ভ্রমণের অবসানকালপর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া যায়, পৃথক পৃথক বেগকল্পনা করিতে হয় না। ১২০ ।

পূর্ব্বে যে উদ্ভিজ্জশরীর উক্ত হইয়াছে, তাহাতে নাস্তিকেরা এইরূপ দোষারোপ করিয়া থাকেন যে, উদ্ভিজ্জশরীরে বাহ্যবুদ্ধির অভাববশত তাহার শরীরত্বই অসিদ্ধ। যাহার বাহ্যজ্ঞান নাই, তাহাকে শরীর বলা যায় না, এইরূপ নাস্তিকপরিকল্পিত দোষের নিরাসার্থ বলিতেছেন।—যাহাতে বাহ্যজ্ঞান আছে, তাহাই শরীর, এমন কোন নিয়ম নাই, কিন্তু বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ওষধি, বনস্পতি, তৃণ, বীরুধাদির পক্ষে ভোগায়তনই শরীর বলিয়া জানিতে হইবে। যাহাতে ভোগসাধন হয়, তাহাই বৃক্ষাদির শরীর বলিতে

স্মৃতেশ্চ ॥ ১২২ ॥

ন দেহমাত্রতঃ কর্ম্মাধিকারিত্বং বৈশিষ্ট্যশ্রুতেঃ ॥ ১২৩ ॥

দেব বৃক্ষাদিশরীরেষ্বপি শুষ্কতাদিকমিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতীত্যাদিরিতি। ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়ম ইত্যংশস্য পৃথক্‌সূত্রত্বেঽপি সূত্রদ্বয়মেকীকৃত্যেত্থমেব ব্যাখ্যেয়ম্। সূত্রভেদস্তু দৈর্ঘ্য-ভয়াদিতি বোধ্যম্ ॥ ১২১ ॥

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্ ॥" ইত্যাদিস্মৃতেরপি বৃক্ষাদিষু ভোক্তৃভোগায়তনত্ব-মিত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥

নন্বু বৃক্ষাদিম্বপ্যেবং চেতনত্বেন ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিপ্রসঙ্গস্তত্রাহ। ন দেহ-

হয়; পূর্ব্বে যেমন ভোক্তার অধিষ্ঠানব্যতিরেকে মনুষ্যশরীরে পূতিভাবাদি উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ বৃক্ষাদির শরীরেও ভোক্তার অধিষ্ঠান না হইলে শুষ্কতাদি হইতে পারে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, এই বৃক্ষের যে শাখাকে জীব পরিত্যাগ করে, তাহাই শুষ্ক হইয়া যায়; অতএব বৃক্ষাদির শরীরেও জীবের অধিষ্ঠান আছে। এই সূত্র দুই অংশে বিভক্ত, অর্থাৎ ইহা দুইটি সূত্র, "ন বাহ্যনিয়মঃ" এই এক অংশ একসূত্র এবং "বৃক্ষগুল্ম-লতৌষধি বনস্পতি তৃণ-বীরুধাদীনামপি ভোক্তৃভোগায়তনত্বং পূর্ব্ববৎ" এইটী অন্য সূত্র, টীকাকার উক্ত সূত্রদ্বয়কে একত্র করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দৈর্ঘ্যভয়েই এইরূপ সূত্রদ্বয় পরিকল্পিত হয়। সূত্রের বহুদীর্ঘতা শাস্ত্রে দোষ বলিয়া গণ্য আছে ॥ ১২১ ॥

"মনুষ্য শারীরিক কর্ম্মদোষে স্থাবরতাপ্রাপ্ত হয়, বাচিক কর্ম্মদোষে পক্ষি-যোনি ও মৃগজাতিত্ব পায়, এবং মানসিক কর্ম্মদোষে অন্ত্যজাতির যোনিতে জন্মগ্রহণ করে," ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণেও বৃক্ষাদিকে ভোক্তার ভোগায়তন বলা যায়। যেমন মনুষ্যশরীরে কোন ভোগকর্ত্তা আছে, সেইরূপ বৃক্ষাদি-শরীরেও অধিষ্ঠাতার অনুমান হয় ॥ ১২২ ॥

যদি বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জশরীরও মনুষ্যাদির শরীরের ন্যায় হইল, তবে মনু-

ত্রিধা ত্রয়াণাং ব্যবস্থা কর্ম্মদেহোপভোগদেহোভয়-দেহাঃ ॥ ১২৪ ॥

ন কিঞ্চিদপ্যনুশয়িনঃ ॥ ১২৫ ॥

মাত্রেণ ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিযোগ্যত্বং জীবস্য। কুতঃ। বৈশিষ্ট্যশ্রুতেঃ। ব্রাহ্মণাদিদেহবিশিষ্টত্বেনৈবাধিকারশ্রবণাদিত্যর্থঃ। ১২৩।

দেহভেদেনৈব কর্ম্মাধিকারং দর্শয়ন্ দেহত্রৈবিধ্যমাহ। ত্রয়াণামুত্তমাধমমধ্যমানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং ত্রিপ্রকারো দেহবিভাগঃ। কর্ম্মদেহভোগদেহোভয়দেহা ইত্যর্থঃ। তত্র কর্ম্মদেহঃ পরমর্ষীণাং ভোগদেহ ইন্দ্রাদীনামুভয়দেহশ্চ রাজর্ষীণামিতি। অত্র প্রাধান্যেন ত্রিধা বিভাগঃ। অন্যথা সর্ব্বস্যৈব ভোগদেহত্বাপত্তেঃ। ১২৪।

চতুর্থমপি শরীরমাহ। "বিদ্যাদনুশয়ং দ্বেষ্যং পশ্চাত্তাপানুতাপয়োঃ।"

মনুষ্যাদিশরীরে যেমন ধর্ম্মাধর্ম্মাদির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ বৃক্ষাদির শরীরেও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির উৎপত্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—দেহমাত্রেই জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপাদনের যোগ্যতা নাই, যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তির প্রতি বিশেষ শ্রুতি আছে। ব্রাহ্মণাদি দেহবিশেষেই ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তির অধিকার প্রসিদ্ধ আছে, সাধারণ শরীরে ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তির অধিকার নাই, অতএব বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জশরীরে ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তি হয় না ॥ ১২৩।

দেহবিশেষে ধর্ম্মের অধিকারপ্রদর্শন করিয়া এইক্ষণ ত্রিবিধ দেহনিরূপণ করিতেছেন।—সর্ব্বপ্রকার প্রাণীই উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে ত্রিবিধ; অতএব তাহাদের ত্রিবিধ দেহবিভাগ আছে। কর্ম্মদেহ, ভোগদেহ ও উভয়দেহ। সর্ব্ব প্রাণীরই এই তিনপ্রকার দেহ নির্দ্দিষ্ট আছে। পরমর্ষিদিগের যে দেহ, তাহাই কর্ম্মদেহ; ইন্দ্রপ্রভৃতির দেহ ভোগদেহ এবং রাজর্ষিদিগের দেহই উভয়দেহ। প্রধানতঃ এই তিনরূপ দেহবিভাগ স্বীকৃত আছে, অন্যথা সকলপ্রকার দেহেই ভোগদেহাপত্তি হয়। ১২৪ ॥

পূর্ব্বসূত্রে ত্রিবিধ দেহনিরূপণ করিয়াছেন। এই সূত্রে চতুর্থদেহ নিরূপণ করিতেছেন।—তাপানুতাপাদিদ্বারা যে সংসারে দ্বেষবুদ্ধি হয়, তাহাই

ন বুদ্ধ্যাদিনিত্যত্বমাশ্রয়বিশেষেঽপি বহ্নিবৎ ॥ ১২৬ ॥

ইতিবাক্যাদনুশয়ো বৈরাগ্যম্। বিরক্তানাং শরীরমেতত্রয়বিলক্ষণমিত্যর্থঃ। যথা দত্তাত্রেয়জড়ভরতাদীনামিতি ॥ ১২৫ ॥

উক্তস্যেশ্বরাভাবস্য স্থাপনায় পরাভ্যুপগতং জ্ঞানেচ্ছাকৃত্যাদিনিত্যত্বং প্রতিষেধতি। বুদ্ধিরত্রাধ্যবসায়াখ্যা বৃত্তিঃ। তথা চ জ্ঞানেচ্ছাকৃত্যাদীনামাশ্রয়বিশেষে পরৈরীশ্বরোপাধিতয়াভ্যুপগতেঽপি নিত্যত্বং নাস্তি। অস্মদাদিবুদ্ধিদৃষ্টান্তেন সর্ব্বেষামেব বুদ্ধীচ্ছাদীনামনিত্যত্বানুমানাৎ। যথা লৌকিকবহ্নিদৃষ্টান্তেনাবরণতেজসোঽপ্যনিত্যত্বানুমানমিত্যর্থঃ ॥ ১২৬ ॥

অনুশয়, অর্থাৎ বৈরাগ্য। যাহাদিগের সংসারে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগের শরীর পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ শরীর হইতে অতিরিক্ত। দাত্তাত্রেয়-জড়ভরতাদির এইরূপ শরীর ছিল। এইরূপ শরীরকেই চতুর্থশরীর বলিয়া জানা যায়। দত্তাত্রেয়প্রভৃতির শরীরকে ভোগদেহ, কর্ম্মদেহ অথবা উভয়-দেহ কিছুই বলা যায় না; সুতরাং উহাঁদিগের শরীরই চতুর্থশরীর ॥ ১২৫ ॥

অপরাপরবাদীরা নিত্যজ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য যত্নাদিদ্বারা ঈশ্বর-স্বীকার করেন। স্বীয় মতে ঈশ্বরাভাব প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইক্ষণ সেই ঈশ্বরাভাবস্থাপনার্থ অন্যান্যবাদীদিগের স্বীকৃত জ্ঞানেচ্ছাদির নিত্যত্বপ্রতি-ষেধ করিতেছেন।—এস্থলে অধ্যবসায়াখ্য বৃত্তিই বুদ্ধি। অপরবাদীরা যদিও জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রকৃতিপ্রভৃতির আশ্রয়বিশেষ বলিয়া ঈশ্বরস্বীকার করেন বটে, তথাপি সেই জ্ঞানেচ্ছাপ্রভৃতির নিত্যতাসিদ্ধি নাই। নিত্য ঈশ্বরস্বীকার করিলেই যে তাহার জ্ঞানেচ্ছাদিও নিত্য হইবে, তাহাতে প্রমাণাভাব। আমাদিগের পরিকল্পনীয় দৃষ্টান্তদ্বারা সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধি ও ইচ্ছাদির অনিত্যতা অনুমিত হয়। যেমন লৌকিক বহ্নি অনিত্য বলিয়া আবরণতেজেরও অনিত্যতার অনুমান হয়, সেইরূপ লৌকিক বুদ্ধিপ্রভৃতির অনিত্যতা দৃষ্টান্ত-দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধি ও ইচ্ছাদির অনিত্যতা অনুমিত হইতেছে। যেমন লৌকিক বহ্নি অনিত্য বলিয়া আবরণতেজেরও অনিত্যতার অনুমান হয়, সেই-রূপ লৌকিক বুদ্ধিপ্রভৃতির অনিত্যতা দৃষ্টান্তদ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞানেচ্ছাপ্রভৃতিও

আশ্রয়াসিদ্ধেশ্চ ॥ ১২৭ ॥

যোগসিদ্ধয়োঽপ্যৌষধাদিসিদ্ধিবন্নাপলপনীয়াঃ ॥ ১২৮ ॥

আস্তাং তাবজ্জ্ঞানেচ্ছাদের্নিত্যত্বং তদাশ্রয় ঈশ্বরোপাধিরেবাসিদ্ধ ঈশ্বরস্যাসিদ্ধেরিত্যত আহ। সুগমম্॥ ১২৭ ॥

নম্বেবং ব্রহ্মাণ্ডাদিসর্জ্জনসমর্থং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকং কথং জন্যং সম্ভাব্যেতাপি লোকে তপ-আদিভিরেবমৈশ্বর্য্যাদর্শনাদিতি তত্রাহ। ঔষধাদিসিদ্ধিদৃষ্টান্তেন যোগজা অপ্যণিমাদিসিদ্ধয়ঃ সৃষ্ট্যাদ্যুপযোগিন্যঃ সিদ্ধ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২৮ ॥

অনিত্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এইক্ষণ যদি জ্ঞানেচ্ছাপ্রভৃতি অনিত্য হইল, তবে সেই জ্ঞানেচ্ছাপ্রভৃতির আশ্রয় বলিয়া নিত্য ঈশ্বরস্বীকার করা যায় না। এই মতই সংস্থাপিত হইল ॥ ১২৬ ॥

পূর্ব্বসূত্রে জ্ঞানেচ্ছাদির অনিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তথাপিও যদি উক্ত প্রমাণস্বীকার না করিয়া জ্ঞানেচ্ছাদির নিত্যতাস্বীকার কর, কিন্তু সেই জ্ঞানেচ্ছাদির আশ্রয়স্বরূপ ঈশ্বরোপাধি অসিদ্ধ; যেহেতু ঈশ্বরেরই অসিদ্ধি আছে। এই আশয়ে বলিতেছেন।—আশ্রয়ের অসিদ্ধিহেতু জ্ঞানেচ্ছাদির ঈশ্বররূপ উপাধি সম্ভবে না। যখন স্বীয় মতে ঈশ্বরই অসিদ্ধ হইয়াছেন, তখন সেই ঈশ্বরকে জ্ঞানেচ্ছাদির আশ্রয়রূপ উপাধি বলিয়া স্বীকার করা যায় না ॥ ১২৭ ॥

যদি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ঈশ্বরই অসিদ্ধ হইলেন, তবে ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টিসামর্থ্য কিরূপে জানিতে পারে? লোকে তপস্যাদিদ্বারা ঐরূপ ঐশ্বর্য্য দেখা যায় না, কোনরূপ তপস্যাদ্বারাই এইরূপ শক্তিলাভ হইতে পারে না যে, সেই শক্তিদ্বারা কেহ ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টি করিতে পারেন। এই আশয়ে বলিতেছেন।—যেমন ঔষধাদিসেবনদ্বারা শরীরের শক্তিবিশেষ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যোগদ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। সেই অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসিদ্ধিই সৃষ্টিবিষয়ে উপযোগী, অর্থাৎ যোগাদিদ্বারা যাহার অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টি করিতে পারেন; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টিসামর্থ্য জন্য হইতে পারে ॥ ১২৮ ॥

ন ভূতচৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহত্যেঽপি চ সাংহত্যেঽপি চ ॥ ১২৯ ॥

ইতি কাপিলসাংখ্যপ্রবচনে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

পুরুষসিদ্ধিপ্রতিকূলতয়া ভূতচৈতন্যবাদিনং প্রত্যাচষ্টে। সংহতভাবাবস্থায়ামপি পঞ্চভূতেষু চৈতন্যং নাস্তি বিভাগকালে প্রত্যেকং চৈতন্যাদৃষ্টেরিত্যর্থঃ। তৃতীয়াধ্যায়ে চেদং স্বসিদ্ধান্তবিধয়োক্তম্। অত্র চ পরমতনিরাকরণায়েতি ন পৌনরুক্ত্যং দোষায়েতি। বীপ্সাধ্যায়সমাপ্তৌ ॥ ১২৯ ॥

"স্বসিদ্ধান্তবিরুদ্ধার্থভাষিণো যে কুবাদিনঃ।
পঞ্চমে তান্ নিরাকৃত্য স্বসিদ্ধান্তো দৃঢ়ীকৃতঃ ॥"

ইতি বিজ্ঞানভিক্ষুনির্ম্মিতে কাপিলসাংখ্যপ্রবচনস্য ভাষ্যে
পরপক্ষনির্জ্জয়াধ্যায়ঃ পঞ্চমঃ ॥ ৫ ॥

যাঁহারা ভূতের চৈতন্যস্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মত প্রত্যাখ্যান করিতেছেন।—ভূতের চৈতন্যস্বীকার পুরুষসিদ্ধির প্রতিকূল। যদি ভূতসকলের চৈতন্য থাকে, তাহাহইলে পুরুষস্বীকার করিতে হয় না, কিন্তু ভূতসকলের চৈতন্য অসিদ্ধ। পঞ্চভূত মিলিত হইলে যে দেহাদি উৎপন্ন হয়, তাহাতে যে চৈতন্য দেখা যায়, ঐ চৈতন্য ভূতের নহে। যেহেতু ভূতসকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করিলে তাহাতে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না। যদি প্রত্যেক ভূতের চৈতন্য অসিদ্ধ হইল, তবে মিলিত ভূতে যে চৈতন্য আছে, ইহা কোনরূপেও স্বীকার করা যায় না। তৃতীয় অধ্যায়ে "ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ" এই সূত্রেও ভূতের চৈতন্য নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে। এইক্ষণ এইস্থলে বাদিদিগের নিবৃত্তির নিমিত্ত সেই পূর্ব্বসিদ্ধান্ত কথিত হইল; সুতরাং পুনরুক্তিদোষ হইতে পারে না। যাহারা স্বমতসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদী, তাহাদিগের মত নিরস্ত করিয়া এই পঞ্চম অধ্যায়ে স্বমতসিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইল ॥ ১২৯ ॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ ॥ ১ ॥

অধ্যায়চতুষ্কেণ সমস্তশাস্ত্রার্থং প্রতিজ্ঞায় পঞ্চমাধ্যায়ে পরপক্ষনিরাকরণেন প্রসাধ্যেদানীং তমেব সারভূতশাস্ত্রার্থং ষষ্ঠ্যাধ্যায়েন সঙ্কলয়ন্নুপসংহরতি। উক্তার্থানাং হি পুনস্তন্ত্রাখ্যে বিস্তরে কৃতে শিষ্যাণামসন্দিগ্ধাবিপর্য্যস্তো দৃঢ়তরো বোধ উৎপদ্যত ইত্যতঃ স্থূণানিখননন্যায়াদনুক্তযুক্ত্যাদ্যুপন্যাসাচ্চ নাত্র পৌনরুক্ত্যং দোষায়। জানামীত্যেবং প্রতীয়মানতয়া পুরুষঃ সামান্যতঃ সিদ্ধ এবাস্তি বাধকপ্রমাণাভাবাৎ। অতস্তদ্বিবেকমাত্রং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়চতুষ্টয়ে সমস্ত শাস্ত্রার্থ বিজ্ঞাপন করিয়া পঞ্চম অধ্যায়ে অপরাপর বাদিদিগের মতনিরাস করিয়াছেন। এইক্ষণ ষষ্ঠাধ্যায়ে সেই সারভূত শাস্ত্রার্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক উপহংসার করিতেছেন।—যে সকল বিষয় শিষ্যদিগকে উপদেশ করিতে হয়, সেই সকল অতি সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইলে শিষ্যদিগের বোধ ক্লেশসাধ্য হয় এবং সবিস্তর বর্ণিত হইলে শিষ্যগণ অনায়াসেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এবং তাহাতেই শিষ্যদিগের দৃঢ়তর সংস্কার জন্মে। এই নিমিত্ত যেমন গৃহস্তম্ভের নিখননকালে বিস্তাররূপে খনন করিলে অনায়াসে সেই স্তম্ভের প্রোথনাদি হইতে পারে, সেইরূপ ন্যায়স্বীকার করিয়া অনুক্ত যুক্তিসকল উপন্যাসপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিষয় সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন।—"আমি জানিতেছি," সর্ব্বদা এইরূপ প্রতীতি হয়; অতএব উক্ত প্রতীতিদ্বারাই সামান্যতঃ পুরুষের সিদ্ধি আছে, ইহাতে কোন বাধক প্রমাণ নাই। যদি পুরুষই না থাকিবে, তবে "আমি জানিতেছি" এইরূপ প্রতীতিও হইতে পারে না; সুতরাং পুরুষের প্রসিদ্ধি আছে। এই ক্ষণ সেই পুরুষেরই বিবেক কর্ত্তব্য হইতেছে ॥ ১ ॥

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ ॥ ২ ॥

তত্র বিবেকে প্রমাণদ্বয়মাহ সূত্রাভ্যাম্। অসাবাত্মা দ্রষ্টা দেহাদিপ্রকৃত্যন্তেভ্যোঽত্যন্তং ভিন্নো বৈচিত্র্যাৎ। পরিণামিত্বাপরিণামিত্বাদিবৈধর্ম্ম্যাদিত্যর্থঃ। প্রকৃত্যাদয়স্তাবৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমৈঃ পরিণামিতয়ৈব সিদ্ধাঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বং তু সদা জ্ঞাতবিষয়ত্বাদনুমীয়তে। তথাপি যথা চক্ষুষো রূপমেব বিষয়ো ন সন্নিকর্ষসাম্যেঽপি রসাদিরেবং পুরুষস্য স্ববুদ্ধিবৃত্তিরেব বিষয়ো ন তু সন্নিকর্ষসাম্যেঽপ্যন্যদ্বস্তিতি ফলবলাৎ ক্লৃপ্তম্। বুদ্ধিবৃত্ত্যারূঢ়তয়ৈব ত্বন্যস্তোগ্যং ভবতি পুরুষস্য ন স্বতঃ। সর্ব্বদা সর্ব্বভানাপত্তেঃ। তাশ্চ বুদ্ধিবৃত্তয়ো নাজ্ঞাতাস্তিষ্ঠন্তি জ্ঞানেচ্ছাসুখাদীনামজ্ঞাতসত্তাস্বীকারে তেষ্বপি ঘটাদাবিব সংশয়াদিপ্রসঙ্গাদহং জানামি ন বা সুখী ন বেত্যাদিরূপেণ।

পুরুষের বিবেকবিষয়ে বক্ষ্যমাণ সূত্রদ্বয়ে দুইটী প্রমাণপ্রদর্শন করিতেছেন।—এই আত্মা দেহাদি প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থ হইতে ভিন্ন। যেহেতু দেহাদি হইতে তাহার বৈচিত্র্য আছে। দেহাদির যে সকল ধর্ম্ম দেখা যায়, আত্মার ধর্ম্ম তাহা হইতে অতিরিক্ত। পরিণামিত্ব দেহাদির ধর্ম্ম, তাহা আত্মার বৈধর্ম্ম্য এবং অপরিণামিত্ব আত্মার ধর্ম্ম, তাহা দেহাদির বৈধর্ম্ম্য। এইরূপে দেহাদি হইতে আত্মাকে বিভিন্ন বলিয়া জানিবে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিদ্বারা প্রকৃতিপ্রভৃতির পরিণামিত্ব সিদ্ধ আছে এবং পুরুষের সর্ব্বদা জ্ঞাতবিষয়ত্বপ্রযুক্ত তাহার অপরিণামিত্ব অনুমিত হয়। এইক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন চক্ষুর রূপই বিষয়, অর্থাৎ চক্ষুঃ কেবল রূপই গ্রহণ করিয়া থাকে, রসাদি গ্রহণ করিতে পারে না, রূপ ও রস এই উভয়ে চক্ষুর সমান সন্নিকর্ষসত্ত্বেও চক্ষুঃ কেবল রূপই গ্রহণ করিয়া থাকে, রসগ্রহণে তাহার শক্তি নাই, সেইরূপ স্ববুদ্ধিবৃত্তিই পুরুষের বিষয়, অন্য কোন বস্তু তাহার বিষয় নহে। স্ববুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য বস্তুতে পুরুষের সমানসন্নিকর্ষ থাকিলেও পুরুষ সেই স্ববুদ্ধিবৃদ্ধিই গ্রহণ করেন, অন্য কোন বস্তুগ্রহণ করেন না; ইহাই নির্দ্দিষ্ট আছে। অন্যান্য ভোগ্য বস্তুসকল বুদ্ধিবৃত্তিতে আরূঢ় হয় বলিয়াই তাহাদিগকে পুরুষের ভোগ্য বলা যায়, বাস্তবিক

ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি ॥ ৩ ॥

অতস্তেষাং সদা জ্ঞাতত্বাৎ তদ্দ্রষ্টা চেতনোঽপরিণামীত্যায়াতম্। চেতনস্ত পরিণামিত্বে কদাচিদান্ধ্যপরিণামেন সত্যা অপি বুদ্ধিবৃত্তেরদর্শনেন সংশয়াদ্যাপত্তেরিতি। এবং পারার্থ্যাপারার্থ্যাদিকমপি পূর্ব্বোক্তং বৈধর্ম্ম্যজাতং বোধ্যম্ ॥ ২ ॥

মমেদং শরীরং মমেয়ং বুদ্ধিরিত্যাদের্ব্বিদুষাং ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি দেহাদিভ্য আত্মা ভিন্নঃ। অত্যন্তাভেদে ষষ্ঠ্যনুপপত্তেরিত্যর্থঃ। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—"ত্বং কিমেতচ্ছিরঃ কিন্তু শিরস্তব তথোদরম্। কিমু পাদাদিকং ত্বং বৈ তবৈতদ্ধি মহীপতে ॥ সমস্তাবয়বেভ্যস্ত্বং পৃথগ্‌ভূয় ব্যবস্থিতঃ। কোঽহ-

---

কিছুই পুরুষের ভোগ্য নহে। যেহেতু পুরুষের সর্ব্বদাই সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান আছে। ঐ সকল বুদ্ধিবৃত্তি অজ্ঞাত হইয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞান-ইচ্ছা-সুখাদির অজ্ঞাতসত্তাস্বীকার করিলে সেই সকল জ্ঞানাদিতে ঘটাদির ন্যায় সংশয়াদিপ্রসঙ্গ হয়। "আমি জানি কি না?" এবং "আমি সুখী কি না?" ইত্যাদিরূপেই সংশয় হয়। অতএব জ্ঞান-ইচ্ছাপ্রভৃতি বৃত্তির সর্ব্বদা জ্ঞাতত্ব-প্রযুক্ত সেই সকল বৃত্তির দ্রষ্টা চেতন পুরুষ অপরিণামী, ইহাই প্রতীত হইতেছে। চেতনের পরিণামিত্বস্বীকার করিলে কদাচিৎ আন্ধ্যপরিণাম-দ্বারা সত্যবুদ্ধির অদর্শনহেতু সংশয়াদির আপত্তি হয়। এইরূপে পুরুষের পরার্থত্ব ও অপরার্থত্বাদিও জানিতে হইবে ॥ ২ ॥

"আমার এই দেহ" এবং "আমার এই বুদ্ধি" ইত্যাদি পণ্ডিতগণের সম্বন্ধ-সূচক বাক্য দেখা যায়। এই বাক্যদ্বারা আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন, ইহাই জানা যাইতেছে। যদি আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন না হইবেন, তাহাহইলে "আমার দেহ" এইরূপ সম্বন্ধসূচক পদ প্রযুক্ত হইতে পারে না। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, "রাজন্! তুমি কি এই শির? তাহা নহে, এই শির ও এই উদর তোমার এবং এই পাদই কি তুমি? তাহাও নহে; এই পাদই তোমার। এইরূপে তুমি হস্ত পদাদি সমস্ত অবয়ব হইতে বিভিন্নভাবে অবস্থিত আছ। মহীপাল! "আমি কে" এই বিষয়ে নিপুণ হইয়া চিন্তা কর। "আমার

ন শিলাপুত্রবদ্ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ ॥ ৪ ॥

হমিত্যত্র নিপুণো ভূত্বা চিন্তয় পার্থিব॥" ইতি। ন চ স্থূলোঽহমিত্যাদিরপি বিদ্বদ্ব্যপদেশোঽস্তীতি বাচ্যম্। শ্রুত্যা বাধিততয়া মমাত্মা ভদ্রসেন ইতিবদ্‌গৌণত্বেনৈব তদুপপত্তেরিতি ॥ ৩ ॥

নন্থ পুরুষস্য চৈতন্যং রাহোঃ শিরঃ শিলাপুত্রস্য শরীরমিত্যাদিব্যপদেশবদয়মপি ভবতু তত্রাহ। শিলাপুত্রস্য শরীরমিত্যাদিবদয়ং ষষ্ঠীব্যপদেশো ন ভবতি শিলাপুত্রাদিস্থলে ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণেন প্রত্যক্ষরূপেণ বাধাদ্বিকল্পমাত্রম্। মম শরীরমিতি ব্যপদেশে তু প্রমাণবাধো নাস্তি দেহাত্মতায়া এব বাধাদিত্যর্থঃ। যস্তু শাস্ত্রেষু মমকারপ্রতিষেধঃ স স্বাম্যস্যানিত্যতয়া বাধারস্তমাত্রত্বেনাসত্যতাপর এবেতি ভাবঃ। পুরুষস্য চৈতন্যমিত্যত্রাপ্যস্তি ধর্ম্মি-

দেহ" ইত্যাদি বিদ্বদ্বাক্য প্রদর্শনদ্বারা আত্মাকে শরীর হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করা যায়, কিন্তু যে মন "আমার দেহ" এইরূপ বিদ্বদ্বাক্য প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ "আমি স্থূল" এইরূপ প্রসিদ্ধ বাক্যও আছে; অতএব "আমি স্থূল" এই বাক্যদ্বারা আত্মা দেহ হইতে অভিন্ন হইতে পারেন, ইহা বক্তব্য নহে। যেহেতু শ্রুতিদ্বারাই উক্ত প্রতীতি বাধিতপ্রযুক্ত "আমার আত্মা ভদ্রসেন" ইত্যাদির ন্যায় গৌণরূপে তাহার উপপত্তি আছে ॥ ৩ ॥

"যেমন রাহুর শির ও শিলাপুত্রের শরীর" এই সকল স্থলে সম্বন্ধ অসম্ভব, কারণ কেবল শিরমাত্রই রাহু, তাহার আবার শির কি? এবং শরীরমাত্রই শিলাপুত্র, তাহার আর শরীর কি? সেইরূপ পুরুষও চৈতন্যময়, তাহার চৈতন্য অসম্ভব, সুতরাং "পুরুষের চৈতন্য" এই বাক্য অসিদ্ধ হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—"পুরুষের চৈতন্য" এই সম্বন্ধ "শিলাপুত্রের শরীর" এইরূপ অলীক নহে। কারণ শিলাপুত্রের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহাতে তাহার পৃথক্ শরীর নাই জানা যায়; সুতরাং "শিলাপুত্রের শরীর" এইস্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বাধক। "আমার শরীর" এইস্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা বাধ নাই, বরং দেহের আত্মতাবিষয়ে বাধই আছে। শাস্ত্রে যে "আমার আত্মা" ইত্যাদিরূপ সম্বন্ধপ্রতিষেধ উক্ত আছে, তাহাও স্বামিত্বের অনিত্যতাপ্রযুক্ত বাক্যের

অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা ॥ ৫ ॥

যথা দুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্য ন তথা সুখাদভিলাষঃ ॥ ৬ ॥

গ্রাহকমানবাধঃ। অনবস্থাভয়েন লাঘবাচ্চ দেহাদিব্যতিরিক্ততয়াত্মসিদ্ধৌ চৈতন্যস্বরূপতাবগাহনাদিতি ॥ ৪ ॥

দেহাদিব্যতিরিক্ততয়া পুরুষমবধার্য্য তন্মুক্তিমবধারয়তি। সুগমম্ ॥ ৫ ॥

নন্থ দুঃখনিবৃত্ত্যা সুখস্যাপি নিবর্ত্তনাৎ তুল্যায়ব্যয়ত্বেন ন সা পুরুষার্থ ইতি তত্রাহ। বিষয়বিধয়া হেতুতায়াং পঞ্চম্যৌ ক্লেশশ্চাত্র দ্বেষঃ। যথা দুঃখে দ্বেষো বলবত্তরো নৈবং সুখেঽভিলাষো বলবত্তরোঽপি তু তদপেক্ষয়া দুর্ব্বল ইত্যর্থঃ। তথা চ সুখাভিলাষং বাধিত্বাপি দুঃখদ্বেষো দুঃখনিবৃত্তাবেবেচ্ছাং জনয়তীতি ন তুল্যায়ব্যয়ত্বমিতি। তদুক্তম্—"অভ্যর্থনাভঙ্গভয়েন সাধুর্ম্মাধ্যস্থ্যমিষ্টেঽপ্যবলম্বতেঽর্থে।" ইতি। যা তু নরকাদিদুঃখদর্শনেঽপি ক্ষুদ্রসুখপ্রবৃত্তিঃ সা রাগাদিদোষবশাদেবেতি ॥ ৬ ॥

আরম্ভমাত্র উক্ত সম্বন্ধ অনিত্য বলিয়া জানিবে। "পুরুষের চৈতন্য" এইস্থলেও প্রত্যক্ষ প্রমাণেই বাধ আছে, দেহাতিরিক্ত আত্মার সিদ্ধিতেই আত্মা যে চৈতন্যস্বরূপ তাহা জানা যায় ॥ ৪ ॥

আত্মা যে দেহের অতিরিক্ত, ইহা প্রতিপাদান করিয়া পুরুষের মুক্তি-প্রতিপাদন করিতেছেন।—অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিদ্বারাই পুরুষ কৃতার্থতালাভ করে, অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষের মুক্তি ॥ ৫ ॥

দুঃখ ও সুখ উভয়ই তুল্যরূপ ক্ষয়-বৃদ্ধিশালী, অর্থাৎ দুঃখের নিবৃত্তিতে সুখেরও নিবৃত্তি হয়। যদি দুঃখনিবৃত্তিদ্বারা সুখেরও নিবৃত্তি হইল, তবে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি বলা যায় না; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন দুঃখেতে বলবান্ দ্বেষ হয়, সুখেতে সেইরূপ প্রবল অভিলাষ হয় না। দুঃখদ্বেষ অপেক্ষা সুখাভিলাষ অতি দুর্ব্বল। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দুঃখদ্বেষ সুখাভিলাষকে বাধিত করিয়া দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা উৎপাদন করে; সুতরাং সুখ ও দুঃখ ইহারা তুল্যরূপ ক্ষয়-বৃদ্ধিশালী নহে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, সাধু ব্যক্তি প্রার্থনার ভঙ্গভয়ে ঔদাসীন্য আশ্রয়

কুত্রাপি কোঽপি সুখীতি ॥ ৭ ॥

তদপি দুঃখশবলমিতি দুঃখপক্ষে নিঃক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ ॥ ৮ ॥

সুখাপেক্ষয়া দুঃখস্য বহুলত্বাদপি দুঃখনিবৃত্তিরেব পুরুষার্থ ইত্যাহ। অনন্ততৃণবৃক্ষপশুপক্ষিমনুষ্যাদিমধ্যে স্বল্পো মনুষ্যদেবাদিরেব সুখী ভবতীত্যর্থঃ। ইতি হেতৌ ॥ ৭ ॥

তদপি কাদাচিৎকং কাচিৎকসুখং মধুবিষসম্পৃক্তান্নবদ্বিচারকাণাং হেয়মেবেত্যাহ। তদপি পূর্ব্বসূত্রোক্তং সুখমপি দুঃখমিশ্রিতমিত্যতো দুঃখকোটৌ সুখদুঃখবিবেচকা নিঃক্ষিপন্ত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগসূত্রেণ—"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ।"

করেন, যদি কোন প্রার্থনা করিলে, সেই প্রার্থনা রক্ষা না হয়, তাহাহইলে অধিক দুঃখ হইবে, এই নিমিত্ত সাধুব্যক্তি কাহারও নিকট প্রার্থনা করেন না। এইস্থলেও প্রার্থনাপরিপূরণজন্য সুখাভিলাষ অপেক্ষা প্রার্থনাভঙ্গজন্য দুঃখদ্বেষই প্রবলরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে নরকাদির দুঃখদর্শন করিলে যে ক্ষুদ্র সুখে প্রবৃত্তি হয়, তাহাও রাগাদিদোষজন্য জানিবে ॥ ৬ ॥

সুখাপেক্ষা দুঃখের বাহুল্যপ্রযুক্ত দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ, এই আশয়ে বলিতেছেন।—অনন্ত তৃণ, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদির মধ্যে অতি অল্প মনুষ্য ও দেবাদিরই সুখ হইয়া থাকে, অনন্ত তৃণবৃক্ষাদির সুখ নাই; সুতরাং সুখাপেক্ষা দুঃখেরই বাহুল্য আছে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৭ ॥

কোন্‌স্থলে দুঃখ এবং কোন্‌স্থলে সুখ, এইরূপ সুখ-দুঃখ-নির্ণয় তত্ত্ববিচারকদিগের পক্ষে মধু ও বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় পরিত্যাজ্য, এই আশয়ে বলিতেছেন।—সুখ-দুঃখবিচারক ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্ত সুখকেও দুঃখমধ্যে নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা উক্ত সুখকে সুখ বলিয়া জ্ঞান না করিয়া দুঃখ বলিয়া গণ্য করেন। যেমন মধু ও বিষমিশ্রিত অন্নে মধুর অংশও বিষতুল্য, সেইরূপ দুঃখমিশ্রিত সুখও দুঃখতুল্য। অতএব যেমন বিষমধুমিশ্রিত অন্ন পরিত্যাগ করে, সেইরূপ সুখ দুঃখ বিচারও পরিত্যাজ্য। পাতঞ্জল-

স্থখলাভাভাবাদপুরুষার্থত্বমিতি চেন্ন দ্বৈবিধ্যাৎ ॥ ৯॥

নির্গুণত্বমাত্মনোঽসঙ্গত্বাদিশ্রুতেঃ ॥ ১০ ॥

ইতি। বিষ্ণুপুরাণেঽপি—"যদ্যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় জায়তে। তদেব দুঃখবৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি।" ইতি ॥ ৮ ॥

কেবলা দুঃখনিবৃত্তির্ন পুরুষার্থঃ কিন্তু স্থখোপরক্তেতি মতমপাকরোতি। স্থখলাভাভাবান্মোক্ষাখ্যদুঃখাভাবস্যাপুরুষার্থত্বমিতি চেন্ন। পুরুষার্থস্য দ্বৈবিধ্যাৎ। দ্বিপ্রকারত্বাৎ। স্থখত্বদুঃখাভাবত্বাভ্যামিত্যর্থঃ। স্থখী স্যাং দুঃখী ন স্যামিতি হি পৃথগেব লোকানাং প্রার্থনা দৃশ্যত ইতি ॥ ৯ ॥

শঙ্কতে। নন্বাত্মনো নির্গুণত্বং স্থখদুঃখমোহাদ্যখিলগুণশূন্যত্বং নিত্যমেব সিদ্ধম্। অসঙ্গত্বশ্রুতেঃ। বিকারহেতুসংযোগাভাবশ্রবণাৎ। তৎ

যোগসূত্রে লিখিত আছে যে, "পরিণামে তাপসংস্কারদুঃখ এবং বৃত্তিনিরোধ হেতু বিবেকিদিগের পক্ষে সকলই দুঃখময়।" বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, "হে মৈত্রেয়! পুরুষের পক্ষে যে যে প্রীতিকর বস্তু উৎপন্ন হয়, সেই সমুদায়ই দুঃখবৃক্ষের বীজ বলিয়া জানিবে" ॥ ৮ ॥

কোন কোন বাদীরা বলিয়া থাকেন যে, কেবল দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ নহে, স্থখোপরক্তিও পুরুষার্থ। এই সূত্রে উক্ত বাদিদিগের মতের নিরাস করিতেছেন।—স্থখলাভ না হইয়া কেবল মোক্ষরূপ দুঃখাভাব পুরুষার্থ নহে, ইহাও অসঙ্গত; যেহেতু স্থখপ্রাপ্তিপূর্ব্বক দুঃখাভাবকে পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে পুরুষার্থ দ্বিবিধ হইল। প্রথমত স্থখপ্রাপ্তি, দ্বিতীয় দুঃখাভাব। আমি স্থখী হই এবং দুঃখী হইব না, এইরূপ লোকের পৃথক্ প্রার্থনা দেখা যায়, কিন্তু পুরুষার্থের দ্বৈবিধ্য কোনবাদিদিগেরও সম্মত নহে অতএব স্থখপ্রাপ্তিকে পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে আশঙ্কা করিতেছেন।—আত্মা যে নির্গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাতে আত্মা স্থখ, দুঃখ, মোহাদি অখিল গুণশূন্য, এইরূপই জানা যায়। যেহেতু আত্মা অসঙ্গ বলিয়া শ্রুতি আছে, বিশেষ আত্মাতে বিকারের হেতুভূত সংযোগের অভাবেরও শ্রবণ আছে। সংযোগব্যতিরেকে

পরধর্ম্মত্বেঽপি তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ ॥ ১১ ॥

বিনা চ গুণাখ্যবিকারাসম্ভবাৎ। অতো ন দুঃখনিবৃত্তিরপি পুরুষার্থো ঘটত ইত্যর্থঃ। নমু সংযোগং বিনা স্বয়মেব বিকারো ভবত্বিতি চেন্ন। "দাহায় নানলো বহ্নের্নাপঃ ক্লেদায় চাম্ভসঃ। তদ্‌দ্রব্যমেব তদ্‌দ্রব্যবিকারায় ন বৈ যতঃ॥ কিঞ্চ স্বয়ং বিকারিত্বে মোক্ষো নৈবোপপদ্যতে। স্বয়ং মোহ-বিকারেণ পুনর্ব্বন্ধপ্রসঙ্গতঃ॥" ইতি। তথা চোক্তং কৌর্ম্মে—"যদ্যাত্মা মলিনোঽস্বচ্ছো বিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ। ন হি তস্য ভবেন্মুক্তির্জ্জন্মান্তর-শতৈরপি॥" ইতি॥ ১০॥

সমাধত্তে। সুখদুঃখাদিগুণানাং চিত্তধর্ম্মত্বেঽপি তত্রাত্মনি সিদ্ধিঃ প্রতি-বিম্বরূপেণাবস্থিতিঃ। অবিবেকান্নিমিত্তাৎ। প্রকৃতিপুরুষসংযোগদ্বারেত্যর্থঃ।

গুণরূপ বিকারের সম্ভব নাই, অতএব দুঃখনিবৃত্তির পুরুষার্থতা ঘটিতেছে না। যদি আত্মাতে বিকারহেতু সংযোগাভাব স্বীকার না কর, তাহাহইলে তাহার গুণরূপ বিকার হইতে পারে; সুতরাং কেবল দুঃখনিবৃত্তিকে পুরু-ষার্থ বলা যায় না। যদি বলি, বিকারহেতু সংযোগব্যতিরেকে স্বয়ং আত্মার বিকার হয়; ইহাও বক্তব্য নহে। কারণ যেমন অগ্নি কখনও অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না এবং জল কখনও জলের ক্লেদ জন্মাইতে সমর্থ হয় না সেই-রূপ কোন বস্তুও স্বীয় বিকার জন্মায় না। আর দেখ, যদি আত্মাকে স্বভাবত বিকারী বল, তাহাহইলে মোক্ষই উপপন্ন হয় না। কারণ যদি আত্মা স্বয়ংই বিকারী হয়েন, তাহাহইলে মোক্ষ হইলেও তাহার স্বভাবশক্তিবশতঃ মোহরূপ বিকার উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার পুরুষকে বদ্ধ করিতে পারে। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যদি আত্মা মলিন ও অস্বচ্ছ হয়েন, তাহাহইলে তিনি স্বয়ং বিকারী হইতে পারেন। তাঁহার শত শত জন্মেও মুক্তি হইতে পারে না; সুতরাং কেবল দুঃখনিবৃত্তির পুরুষার্থতা অসিদ্ধ হইতেছে॥ ১০॥

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন।—সুখ-দুঃখপ্রভৃতি গুণ চিত্তের ধর্ম্ম হইলেও আত্মাতে ঐ সকল গুণের সিদ্ধি আছে। যেহেতু ঐ গুণসকল প্রতিবিম্বস্বরূপে আত্মাতে অবস্থিত হয়। যেপর্য্যন্ত বিবেক উপস্থিত না হয়,

অনাদিরবিবেকোঽন্যথা দোষদ্বয়প্রসক্তেঃ ॥ ১২ ॥

এতচ্চ প্রথমাধ্যায়ে প্রতিপাদিতম্। নিমিত্তত্বমবিবেকস্য ন দৃষ্টহানিরিতি তৃতীয়াধ্যায়সূত্রে চেতি। তথা চ স্ফটিকে লৌহিত্যমিব পুরুষে প্রতিবিম্বরূপেণ দুঃখসত্বাৎ তন্নিবৃত্তিরেব পুরুষার্থঃ। প্রতিবিম্বদ্বারকদুঃখসম্বন্ধস্যৈব ভোগতয়া প্রতিবিম্বরূপেণৈব দুঃখস্য হেয়ত্বাদিতি ॥ ১১ ॥

অবিবেকমূলঃ পুরুষে গুণবন্ধোঽবিবেকস্তু কিম্মূলক ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। অগৃহীতাসংসর্গকমুভয়বিষয়কজ্ঞানমবিবেকঃ। স চ প্রবাহরূপেণাদিশ্চিত্তধর্ম্মঃ প্রলয়ে বাসনারূপেণ তিষ্ঠতি। অন্যথা তস্য সাদিত্বে দোষদ্বয়প্রসঙ্গাৎ।

তাবৎ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগদ্বারা আত্মাতে সুখাদিগুণের প্রতিবিম্বরূপে বিদ্যমানতা জানা যায়। ইহা প্রথম অধ্যায়ে "নিমিত্তমবিবেকস্য ন দৃষ্টহানিঃ" এই সূত্রে সবিশেষ প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং তৃতীয় অধ্যায়েও উক্ত প্রতিবিম্বরূপে আত্মাতে সুখাদিগুণের সিদ্ধি উক্ত আছে। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন স্ফটিকমণিতে প্রতিবিম্বরূপে লৌহিত্য বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ পুরুষেও প্রতিবিম্বরূপে দুঃখের সত্তা আছে; অতএব সেই দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ বলিয়া জানিবে। প্রতিবিম্বরূপেই আত্মাতে দুঃখভোগ হয়, সেই প্রতিবিম্বরূপ দুঃখভোগেরই নিবৃত্তি হইতে পারে ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অবিবেকই পুরুষে গুণবন্ধের মূলকারণ, কিন্তু সেই অবিবেকের মূল কি, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন।—প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়বিষয়ক জ্ঞানই অবিবেক, ইহা অনাদি চিত্তধর্ম্মবিশেষ, চিরকাল প্রবাহরূপে চলিতেছে; সুতরাং অবিবেকের মূলকারণ নাই। প্রলয়সময়েও ঐ অবিবেক বাসনারূপে বর্ত্তমান থাকে। অন্যথা অবিবেকের আদিস্বীকার করিলে দোষদ্বয়প্রসঙ্গ হয়। অবিবেকের আদি থাকিলে তাহা স্বভাবতই উৎপন্ন হইতে পারে; সুতরাং মুক্ত পুরুষের পক্ষেও অবিবেক স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে। আর যদি সেই অবিবেক কর্ম্মজন্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে কর্ম্মাদির প্রতিও কারণরূপে অবিবেকান্তরের

ন নিত্যঃ স্যাদাত্মবদন্যথানুচ্ছিত্তিঃ ॥ ১৩ ॥

প্রতিনিয়তকারণনাশ্যত্বমস্য ধ্বান্তবৎ ॥ ১৪ ॥

সাদিত্বে হি স্বত এবোৎপদে মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তিঃ। কর্ম্মাদিজন্যত্বে চ কর্ম্মাদিকং প্রত্যপি কারণত্বেনাবিবেকান্তরাণ্বেষণেঽনবস্থেত্যর্থঃ। অয়ং চাবিবেকো বৃত্তিরূপঃ প্রতিবিম্বাত্মনা পুরুষধর্ম্ম ইব ভবতীত্যতঃ পুরুষস্য বন্ধপ্রয়োজক ইতি প্রাগেবোক্তং বক্ষ্যতে চ ॥ ১২ ॥

নন্বেবমনাদিস্তর্হি নিত্যঃ স্যাদিতি তত্রাহ। আত্মবন্নিত্যোঽখণ্ডানাদির্ন ভবতি কিন্তু প্রবাহরূপেণানাদিঃ। অন্যথানাদিভাবস্যোচ্ছেদানুপপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

বন্ধকারণমুক্ত্বা মোক্ষকারণমাহ। অস্য বন্ধকারণস্যাবিবেকস্য শুক্তিরজ-

---

অন্বেষণ করিতে হয়; সুতরাং অনবস্থা হইয়া পড়ে। অবিবেক কর্ম্মজন্য এবং সেই কর্ম্মেরও কারণ অবিবেক, ইহাই এই স্থলে অনবস্থাদোষ দেখা যায়। এই অবিবেক বৃত্তিস্বরূপ; প্রতিবিম্বরূপে পুরুষধর্ম্মের ন্যায় প্রকাশ পায়। এই নিমিত্তই অবিবেক পুরুষের বন্ধপ্রয়োজক। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এবং পরেও কথিত হইবে। এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, পুরুষের বন্ধাপত্তি ও অনবস্থা এই উভয় দোষের আপত্তি হয়; সুতরাং অবিবেকের মূলকারণ নাই ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইল যে, অবিবেক অনাদি। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি অবিবেক অনাদি হইল, তাহাহইলে সেই অবিবেককে নিত্য বলা যাইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—অবিবেক আত্মার ন্যায় নিত্য, অখণ্ড, অনাদি নহে; উহাকে প্রবাহরূপেই অনাদি বলিয়া জানিতে হইবে। অন্যথা অনাদিভাবের উচ্ছেদের অনুপপত্তি হয়। যদি অবিবেক আত্মার ন্যায় নিত্য ও অনাদি হইত, তাহাহইলে জ্ঞানদ্বারা তাহার উচ্ছেদ সম্ভবিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

ইতিপূর্ব্বে অবিবেকাদি বন্ধকারণনিরূপণ করিয়া এইক্ষণ মুক্তির কারণনিরূপণ করিতেছেন।—যখন শুক্তিতে রজতভ্রান্তি হয়, তখন বিবেকই

অত্রাপি প্রতিনিয়মোঽন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥ ১৫ ॥

তাদিস্থলে প্রতিনিয়তং যন্নাশকারণং বিবেকস্তন্নাশ্যত্বং তমোবৎ। অন্ধকারো হি প্রতিনিয়তেনালোকেনৈব নাশ্যতে নান্যসাধনেনেত্যর্থঃ। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—"অন্ধন্তম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্। যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে বিবেকজম্।" ইতি। ১৪।

বিবেকেনৈবাবিবেকো নাশ্যত ইতি প্রতিনিয়মস্য গ্রাহকমপ্যাহ। ধ্বান্তালোকয়োরিব প্রকৃতেঽপি প্রতিনিয়মঃ শুক্তিরজতাদিম্বন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামেব গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ। অথবৈবং ব্যাখ্যেয়ম্। ননু বিবেকস্যাপি কিং প্রতিনিয়তং কারণং তত্রাহ। অত্রাপি বিবেকেঽপি কারণনিয়মোঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামেব

সেই ভ্রান্তির নাশ করে; অতএব জানা যাইতেছে যে, বিবেকই বন্ধের কারণীভূত অবিবেকবিনাশ করিয়া থাকে। যেমন অন্ধকারবিনাশে আলোকই নিয়ত কারণ, আলোকব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে অন্ধকারের বিনাশ হইতে পারে না; সেইরূপ বিবেকই অবিবেকবিনাশের নিয়ত কারণ। বিবেক না হইলে অন্য কোন কারণে অবিবেকের নাশ হয় না। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, অজ্ঞান অন্ধকারের ন্যায় এবং জ্ঞান প্রদীপতুল্য। অজ্ঞান সকল বিষয় আবরণ করিয়া রাখে, জ্ঞান তাহা প্রকাশ করে এবং বিবেকজন্য জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায়, অর্থাৎ যেমন সূর্য্য প্রকাশ হইলে সমস্ত জগৎই প্রকাশ পায়, সেইরূপ বিবেক উপস্থিত হইলে সমুদায় পদার্থের জ্ঞান হয়; অতএব জানা যায় যে, বিবেকই মোক্ষের কারণ। ১৪।

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইল যে, বিবেকই অবিবেককে বিনাশ করে। এই সূত্রে উক্ত নিয়মের প্রমাণপ্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন আলোক অন্ধকারকে বিনাশ করে, সেইরূপ বিবেক অবিবেককে বিনাশ করিয়া থাকে। এবং যখন শুক্তিতে রজতভ্রান্তি হয়, তখন বিবেকই সেই ভ্রান্তিদূর করে এবং বিবেকভিন্ন সেই রজতভ্রমের নিবৃত্তি হয় না। এইরূপ অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা বিবেকই অবিবেকনাশের নিয়ত কারণ বলিয়া জানা যায়। অথবা প্রকারান্তরেও উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা হইতে পারে। বিবেকের প্রতিনিয়ত

প্রকারান্তরাসম্ভবাদবিবেক এব বন্ধঃ ॥ ১৬ ॥

ন মুক্তস্য পুনর্ব্বন্ধযোগোঽপ্যনাবৃত্তিশ্রুতেঃ ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধঃ। শ্রবণমননিদিধ্যাসনরূপমেব কারণং ন তু কর্ম্মাদীতি। কর্ম্মাদিকং তু বহিরঙ্গমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বন্ধস্য স্বাভাবিকত্বাদিকং ন সম্ভবতীতি প্রথমপাদোক্তং স্মারয়তি। বন্ধোঽত্র দুঃখযোগাখ্যবন্ধকারণম্। শেষং সুগমম্ ॥ ১৬ ॥

নমু মুক্তেরপি কার্য্যতয়া বিনাশাপত্ত্যা পুনর্ব্বন্ধঃ স্যাদিতি তত্রাহ। ভাবকার্য্যস্যৈব বিনাশিতয়া মোক্ষস্য নাশো নাস্তি ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। অপিশব্দঃ পূর্ব্বসূত্রোক্তার্থসমুচ্চয়ে ॥ ১৭ ॥

কারণ কি, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—বিবেকেও পূর্ব্বোক্ত অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা কারণনিয়ম সিদ্ধ আছে, অর্থাৎ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি বিবেকের কারণ। কর্ম্মাদি বিবেকের কারণ নহে। উহারা বিবেকের প্রতিবন্ধক বলিয়া জানিবে ॥ ১৫ ॥

প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, বন্ধের স্বাভাবিকত্ব সম্ভব নাই, এইক্ষণ তাহাই স্মরণ করিতেছেন।—প্রকারান্তরের অসম্ভবপ্রযুক্ত অবিবেকই বন্ধ। এইস্থলে দুঃখযোগরূপ বন্ধকারণকেই বন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল ; অতএব বন্ধ স্বাভাবিক নহে। অবিবেকবশতই পুরুষের দুঃখযোগাদিরূপ বন্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, মুক্তিও কার্য্য সুতরাং তাহারও নাশ হইতে পারে ; অতএব মুক্ত পুরুষেরও পুনর্ব্বার বন্ধাপত্তি হইল, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—মুক্ত পুরুষের বন্ধযোগ সম্ভবে না, কারণ ইহার অনাবৃত্তিশ্রবণ আছে। যে সকল কার্য্য ভাবস্বরূপ, তাহাদিগেরই নাশ হইতে পারে, মোক্ষ কার্য্য বটে, কিন্তু উহা ভাবস্বরূপ নহে। দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ অভাবস্বরূপ, অতএব তাহার বিনাশ নাই। শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, যাহার একবার অভাব হয়, পুনর্ব্বার তাহার আবৃত্তি হয় না ; অতএব মুক্ত পুরুষের বন্ধযোগ হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥

অপুরুষার্থত্বমন্যথা ॥ ১৮ ॥

অবিশেষাপত্তিরুভয়োঃ ॥ ১৯ ॥

মুক্তিরন্তরায়ধ্বস্তের্ন পরঃ ॥ ২০ ॥

অন্যথা মুক্তস্যাপি পুনর্ব্বন্ধে প্রলয়বদেব মোক্ষস্যাপুরুষার্থত্বং পরমপুরুষার্থত্বাভাবো বা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অপুরুষার্থত্বে হেতুমাহ। ভাবিবন্ধত্বসাম্যেনোভয়োর্ম্মুক্তবদ্ধয়োর্ব্বিশেষো ন স্যাৎ। ততশ্চাপুরুষার্থত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

নন্বেবং বদ্ধমুক্তয়োর্ব্বিশেষাভ্যুপগমে নিত্যমুক্তত্বং কথমুচ্যতে তত্রাহ। বক্ষ্যমাণান্তরায়স্য ধ্বংসাদতিরিক্তঃ পদার্থো ন মুক্তিরিত্যর্থঃ। যথাহি স্বভাবশুক্লস্য স্ফটিকস্য জপোপাধিনিমিত্তং রক্তত্বং শৌক্ল্যাবরকরূপং বিঘ্নমাত্রং ন তু জবোপধানেন শৌক্ল্যং নশ্যতি জবাপায়ে চোৎপদ্যতে। তথৈব স্বভাব-

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইল যে, মুক্ত পুরুষের বন্ধযোগ হয় না, এইক্ষণ যদি ইহা স্বীকার না করিয়া মুক্ত পুরুষেরও বন্ধযোগ কল্পনা কর, তাহাহইলে প্রলয়ের ন্যায় মোক্ষেরও অপুরুষার্থতা হইতে পারে। মোক্ষও যদি বিনাশী হইল, তবে সেই মোক্ষের পরমপুরুষার্থতা অযুক্ত হয় ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বসূত্রে কথিত হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষের বন্ধযোগ হইলে মোক্ষের পুরুষার্থতা সম্ভবে না, এই সূত্রে তাহারই হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন।—যদি মুক্ত পুরুষেরও বন্ধ হয় বল, তাহাহইলে মুক্ত ও বদ্ধ ইহাদিগের কিছুই বিশেষ থাকে না, সুতরাং মোক্ষ অপুরুষার্থ হইয়া পড়ে ॥ ১৯ ॥

যদি বদ্ধ ও মুক্ত উভয়ের বিশেষস্বীকার কর, তাহাহইলে সেই আত্মাকে কিরূপে নিত্যমুক্ত বলা যাইতে পারে, এই আশয়ে বলিতেছেন।—বক্ষ্যমাণ বিঘ্নধ্বংসের অতিরিক্ত কোন পদার্থ মুক্তি নহে। যেমন স্ফটিকমণি স্বভাবতঃ শুক্লবর্ণ, জবাদি উপাধিনিমিত্তই তাহা রক্তবর্ণ হয়। অতএব এই রক্তিমা শুক্লবর্ণের আবরক বিঘ্নমাত্র, কিন্তু সেই জবারূপ উপাধিযোগে স্ফটিকের শুক্লতানাশ পায় না, যেহেতু স্ফটিকের নিকট হইতে জবা অপনয়ন করিলেই পুনর্ব্বার তাহার শুক্লবর্ণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মার

তত্রাপ্যবিরোধঃ ॥ ২১ ॥

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥ ২২ ॥

নির্দুঃখস্যাত্মনো বুদ্ধ্যুপাধিকং দুঃখপ্রতিবিম্বং তদাবরকরূপং বিঘ্নমাত্রং ন তু বুদ্ধ্যুপধানেন দুঃখং জায়তে তদপায়ে চ নশ্যতীতি। অতো নিত্যমুক্ত আত্মা বন্ধমোক্ষৌ তু ব্যবহারিকাবিত্যবিরোধ ইতি। ২০।

নন্বেবং বন্ধমোক্ষয়োর্মিথ্যাত্বে মোক্ষস্য পুরুষার্থতাপ্রতিপাদকশ্রুত্যাদিবিরোধ ইত্যাহ। তত্রাপ্যন্তরায়ধ্বংসস্য মোক্ষত্বেঽপি পুরুষার্থত্বাবিরোধ ইত্যর্থঃ। দুঃখযোগবিয়োগাবেব হি পুরুষে কল্পিতৌ ন তু দুঃখভোগোঽপি। ভোগশ্চ প্রতিবিম্বরূপেণ দুঃখসম্বন্ধ ইত্যত প্রতিবিম্বরূপেণ দুঃখনিবৃত্তির্যথার্থৈব পুরুষার্থঃ। স এবান্তরায়ধ্বংসঃ। তাদৃশশ্চ মোক্ষো যথার্থ এবেতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

নন্বন্তরায়ধ্বংসমাত্রং চেন্মুক্তিস্তর্হি শ্রবণমাত্রেণৈব তৎসিদ্ধিঃ স্যাৎ।

স্বভাবত দুঃখ নাই, বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধিজন্য দুঃখপ্রতিবিম্বই আত্মার আবরক বিঘ্নমাত্র। বুদ্ধিরূপ উপাধিযোগে সেই আত্মার দুঃখ জন্মে না, যেহেতু সেই বুদ্ধিরূপ উপাধির অপগম হইলেই সেই দুঃখও বিনাশ পায়। অতএব আত্মার নিত্যমুক্তত্ব স্থিরীকৃত হইল, উহার বন্ধমোক্ষ ব্যাবহারিকমাত্র, প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। ২০ ॥

যদি বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই মিথ্যা হইল, তাহাহইলে মোক্ষের পুরুষার্থতাপ্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—বিঘ্নধ্বংসের মোক্ষত্বসিদ্ধি হইলেও তাহাতে পুরুষার্থত্বের বিরোধ হয় না। পুরুষে দুঃখযোগ ও দুঃখবিয়োগ ইহাই কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু আত্মার দুঃখভোগ কল্পিত হয় নাই। প্রতিবিম্বরূপে যে দুঃখসম্বন্ধ, তাহাই ভোগ; অতএব প্রতিবিম্বরূপে দুঃখনিবৃত্তিই প্রকৃত পুরুষার্থ হইতে পারে। ইহাই বিঘ্নধ্বংস, এইরূপ মোক্ষই যথার্থ পুরুষার্থ। ২১।

যদি বিঘ্নধ্বংসই মোক্ষ হইল, তবে শ্রবণমাত্রই তাহার সিদ্ধি হউক। যেমন কণ্ঠে সুবর্ণহার থাকিলে যাবৎ তাহার অজ্ঞান থাকে, তাবৎ তাহার

দার্ঢ্যার্থমুত্তরেষাম্ ॥ ২৩ ॥

স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥ ২৪ ॥

অজ্ঞানপ্রতিবদ্ধকণ্ঠচামীকরসিদ্ধিবদিতি তত্রাহ। উত্তমমধ্যমাধমাস্ত্রিবিধা জ্ঞানাধিকারিণ। তেন শ্রবণমাত্রানন্তরমেব মানসসাক্ষাৎকারঃ সর্ব্বেষামিতি ন নিয়ম ইত্যর্থঃ। অতো মন্দাধিকারদোষাদ্বিরোচনাদীনাং শ্রবণমাত্রাচ্চিত্তবিলায়নক্ষমং মানসজ্ঞানং নোৎপন্নম্। ন তু শ্রবণস্য জ্ঞানজননাসামর্থ্যাদিতি। ২২।

ন কেবলং শ্রবণমাত্রং জ্ঞানে দৃষ্টকারণমন্যদপীত্যাহ। শ্রবণাদুত্তরেষাং মননিদিধ্যাসনাদীনামন্তরায়ধ্বংসদ্বারাত্যন্তিকস্থৈর্য্যরূপদার্ঢ্যার্থং নিয়ম ইত্যনুষজ্যতে। ২৩।

উত্তরাণ্যেব সাধনান্যাহ। আসনে পদ্মাসনাদিনিয়মো নাস্তি। যতঃ স্থিরং সুখং চ যৎ তদেবাসনমিত্যর্থঃ। ২৪।

সুবর্ণহার আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না, পরে যখন শুনিতে পায় যে, কণ্ঠে সুবর্ণহার আছে, তখনই সুবর্ণহারের প্রতীতি হয়, সেইরূপ শ্রবণমাত্রেই মোক্ষ হইতে পারে, এই আশয়ে বলিতেছেন।—জ্ঞানের অধিকারী ত্রিবিধ; উত্তম, মধ্যম ও অধম; অতএব শ্রবণমাত্র যে সকলেরই মানসসাক্ষাৎকার হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। যাহারা উত্তমাধিকারী, তাহাদিগের শ্রবণমাত্রই আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে, মন্দাধিকারিদিগের তাহা হয় না। বিরোচনাদিরা মন্দাধিকারী ছিল, এই নিমিত্তই তাহাদিগের কেবল শ্রবণদ্বারা চিত্তশান্তিকারক মানসজ্ঞান সমুৎপন্ন হয় নাই; অতএব জানা যায় যে, শ্রবণের জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ্য নাই। ২২।

কেবল শ্রবণই যে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি দৃষ্ট কারণ, এমত নহে, জ্ঞানের প্রতি অন্য কারণও আছে। মনন ও নিদিধ্যাসনাদির দৃঢ়তাসম্পাদনার্থ যে সকল নিয়ম করিতে হয়, তাহারাও জ্ঞানের কারণ। মননাদির দৃঢ়তা সাধিত না হইলে কখনও জ্ঞান হইতে পারে না ॥ ২৩।

এইক্ষণ শ্রবণের পরবর্ত্তী সাধনসকল নিরূপণ করিতেছেন।—আস-

ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ ॥ ২৫ ॥

উভয়থাপ্যবিশেষশ্চেন্নৈবমুপরাগনিরোধাদ্বিশেষঃ ॥ ২৬ ॥

নিঃসঙ্গেঽপ্যুপরাগোঽবিবেকাৎ ॥ ২৭ ॥

মুখ্যং সাধনমাহ। বৃত্তিশূন্যং যদন্তঃকরণং ভবতি তদেব ধ্যানং যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপঃ ইত্যর্থঃ। এতৎসাধনত্বেন ধ্যানস্য বক্ষ্যমাণত্বাদিতি ॥ ২৫ ॥

ননু যোগাযোগয়োঃ পুরুষস্যৈকরূপ্যাৎ কিং যোগেনেত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে। উপরাগনিরোধাদ্বৃত্তিপ্রতিবিম্বাপগমাদ্যোগাবস্থায়ামযোগাবস্থাতো বিশেষঃ পুরুষস্যেতি সিদ্ধান্তদলার্থঃ। শেষং ব্যাখ্যাতপ্রায়ম্ ॥ ২৬ ॥

ননু নিঃসঙ্গে কথমুপরাগস্তত্রাহ। নিঃসঙ্গে যদ্যপি পারমার্থিক উপ-

নাদিও জ্ঞানের সাধন। পদ্মাসনাদি অনেকপ্রকার আসন আছে বটে, কিন্তু যোগসাধনকালে যেরূপে উপবেশন করিলে শরীর স্থিরভাবে থাকে এবং সুখবোধ হয়, তাহাই আসন; সুতরাং যোগসাধনে পদ্মাসনাদির নিয়ম নাই ॥২৪॥

ইতিপূর্ব্বে শ্রবণাদি গৌণসাধন উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ মুখ্যসাধন নিরূপিত হইতেছে।—ধ্যানই জ্ঞানের প্রতি মুখ্যসাধন। যখন অন্তঃকরণ বৃত্তিশূন্য হয়, তখনই ধ্যান হইয়া থাকে, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যে যোগ, তাহাই ধ্যান। ধ্যানের এইরূপ সাধনতা পরেও কথিত হইবে ॥ ২৫ ॥

যোগ ও অযোগ উভয় অবস্থাতেই পুরুষ একরূপ থাকে, অতএব যোগদ্বারা কি বিশেষ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—সামান্যত যোগ ও অযোগ উভয় অবস্থাতে পুরুষ অবিশেষ হইলেও উপরাগনিরোধই যোগাবস্থায় বিশেষ আছে। যখন পুরুষের অযোগাবস্থা থাকে, তখন সকল বিষয়েই পুরুষের উপরাগ থাকে এবং যেমন যখন যোগ উপস্থিত হয়, সেইকালে বিষয়োপরাগের নিরোধ হইয়া পুরুষের বৃত্তি-প্রতিবিম্বাদিরও অপগম হয়; ইহাই অযোগাবস্থা হইতে যোগাবস্থার বিশেষ বলিয়া জানিবে ॥ ২৬ ॥

পুরুষ নিঃসঙ্গ, অতএব তাহার উপরাগ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পুরুষ নিঃসঙ্গ হইলেও অবিবেকবশতই তাহার

জবাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্তভিমানঃ॥ ২৮॥

রাগো নাস্তি তথাপ্যুপরাগ ইব ভবতীতি কৃত্বা প্রতিবিম্ব এবোপরাগ ইতি ব্যবহ্রিয়তে উপরাগবিবেকিভিরিত্যর্থঃ। ২৭।

এতদেব বিবৃণোতি। যথা জবাস্ফটিকয়োর্নোপরাগঃ কিন্তু জবাপ্রতিবিম্ববশাদুপরাগাভিমানমাত্রঃ রক্তঃ স্ফটিক ইতি তথৈব বুদ্ধিপুরুষয়োর্নোপরাগঃ। কিন্তু বুদ্ধিপ্রতিবিম্ববশাদুপরাগাভিমানোঽবিবেকবশাদিত্যর্থঃ। অত উপরাগতুল্যতয়া বৃত্তিপ্রতিবিম্ব এব পুরুষোপরাগ ইতি সূত্রদ্বয়পর্য্যবসিতোঽর্থঃ। স এব চ দুঃখাত্মকবৃত্তেরুপরাগো দুঃখনিবৃত্ত্যাখ্যমোক্ষস্যান্তরায়স্তস্য চ ধ্বংসশ্চিত্তলয়াৎ সোঽপি চ চিত্তবৃত্তিনিরোধাখ্যেনাসম্প্রজ্ঞাতযোগেনেত্যতো যোগাদেবান্তরায়ধ্বংসো ভবতীতি যোগশাস্ত্রস্যাপি সিদ্ধান্তঃ॥২৮॥

উপরাগ হইতে পারে। যদিও নিঃসঙ্গ পুরুষের পারমার্থিক উপরাগ না হউক, তথাপি উপরাগাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রতিবিম্বরূপ উপরাগকেই পুরুষের উপরাগ বলিয়া ব্যবহার করেন। যাবৎ অবিবেক থাকে, তাবৎই পুরুষে প্রতিবিম্বরূপে বিষয়োপরাগ হয়; সুতরাং অবিবেকবশতই প্রতিবিম্বকে পুরুষের উপরাগ বলিয়া ব্যবহার করেন। যাবৎ অবিবেক থাকে, তাবৎই পুরুষে প্রতিবিম্বরূপে বিষয়োপরাগ হয়; সুতরাং অবিবেকবশতই পুরুষেরও উপরাগ হইতে পারে। ২৭।

কিরূপে পুরুষের উপরাগ হয়, তদ্বিষয় সবিস্তর বর্ণিত হইতেছে।—জবা ও স্ফটিকের ন্যায় পুরুষের উপরাগ হয় না, কিন্তু উহা উপরাগাভিমানমাত্র। যেমন জবাপুষ্পের সান্নিধ্য হইলেও স্ফটিকের প্রকৃত উপরাগ হয় না, কিন্তু জবাপুষ্পের প্রতিবিম্ববশত "রক্ত স্ফটিক" এইরূপ অভিমানমাত্র হইয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধিপ্রতিবিম্ববশতঃ পুরুষের উপরাগাভিমানই হয়; প্রকৃত উপরাগ হয় না। এই উপরাগাভিমানও অবিবেক হইতে উৎপন্ন হয়। যাবৎ অবিবেক থাকে, তাবৎ উক্ত উপরাগাভিমান থাকে, অবিবেকের নিবৃত্তি হইলেই সেই উপরাগাভিমানও নিবৃত্ত হইয়া যায়; অতএব উপরাগ তুল্য বলিয়া প্রতিবিম্বই পুরুষের উপরাগ। উক্ত সূত্রদ্বয়ে ইহাই পর্য্যবসিত হইতেছে। সেই দুঃখাত্মক বৃত্তির উপরাগই দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের বিঘ্ন এবং চিত্ত লয়

ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ ॥ ২৯ ॥

লয়বিক্ষেপয়োর্ব্ব্যাবৃত্ত্যেত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৩০ ॥

ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মন ইতি যোগ উক্তস্তস্য সাধনান্যাচক্ষাণ এব যথোক্তো-পরাগস্য নিরোধোপায়মাহ। সমাধিদ্বারা ধ্যানং যোগস্য কারণং ধ্যানস্য চ কারণং ধারণা তস্যাশ্চ কারণমভ্যাসশ্চিত্তস্থৈর্য্যসাধনানুষ্ঠানমভ্যাসস্যাপি কারণং বিষয়বৈরাগ্যং তস্যাপি দোষদর্শনযমনিয়মাদিকমিতি পাতঞ্জলোক্ত-প্রক্রিয়য়া তন্নিরোধে উপরাগনিরোধো ভবতি চিত্তবৃত্তিনিরোধাখ্যযোগদ্বারে-ত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

চিত্তনিষ্ঠধ্যানাদিনা পুরুষস্যোপরাগনিরোধে পূর্ব্বাচার্য্যসিদ্ধং দ্বারং দর্শ-য়তি। ধ্যানাদিনা চিত্তস্য নিদ্রাবৃত্তেঃ প্রমাণাদিবৃত্তেশ্চ নিবৃত্ত্যা পুরুষস্যাপি বৃত্ত্যুপরাগনিরোধো ভবতি। বিম্বনিরোধে প্রতিবিম্বস্যাপি নিরোধা-দিতি পূর্ব্বাচার্য্যা আহুরিত্যর্থঃ। যথা পতঞ্জলির্যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ-

---

হইলেই দুঃখাত্মক উপরাগরূপ মোক্ষবিঘ্নের ধ্বংস হইয়া থাকে। চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত যোগদ্বারাই চিত্তলয় হইয়া থাকে; অতএব যোগ হইতেই মোক্ষের বিঘ্নধ্বংস হয়, ইহাই যোগশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ॥ ২৮ ॥

মনের নির্ব্বিষয়তাই ধ্যান, অর্থাৎ মন হইতে বিষয়সকল অন্তরিত হই-লেই ধ্যান হইয়া থাকে; ইহাই যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ সেই যোগের কারণ বলিবেন, এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত উপরাগের নিরোধের উপায় বলিতেছেন।—সমাধিদ্বারা যে ধ্যান হয়, তাহাই যোগের কারণ, এই ধ্যানের কারণ ধারণা, ধারণার কারণ অভ্যাস, অর্থাৎ চিত্তের স্থিরতাসাধনের অনুষ্ঠান। এই অভ্যাসের কারণ বিষয়বৈরাগ্য। বিষয়ের দোষদর্শন এবং যমনিয়মাদি পাতঞ্জলোক্ত প্রক্রিয়াদ্বারা উপরাগের নিরোধ হয়; অতএব জানা যায় যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধদ্বারা বিষয়োপরাগ নিরোধ হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

চিত্তনিষ্ঠ ধ্যানাদিদ্বারা যে পুরুষের বিষয়োপরাগের নিরোধ হয়, তাহাতে প্রাচীন আচার্য্যগণ যে কারণনিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শিত হই-তেছে।—ধ্যানাদিসাধন করিতে করিতে নিদ্রাবৃত্তি এবং বিষয়ের সত্যতা-বিষয়ে যে সকল অলীক প্রমাণ বোধ হয়, সেই প্রমাণবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া

ন স্থাননিয়মশ্চিত্তপ্রসাদাৎ ॥ ৩১ ॥

স্তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্রেতি সূত্রত্রয়েণৈতদেবাহ। তথা—"নিত্যঃ সর্ব্বত্রগো হ্যাত্মা বুদ্ধিসন্নিধিমত্তয়া। যথা যথা ভবেদ্‌বুদ্ধি-রাত্মা তদ্বদিহেষ্যতে ॥" ইত্যাদিস্মৃতয়োঽপ্যেতদাহুরিতি। তদেবমসম্প্রজ্ঞাতযোগাদেব মোক্ষান্তরায়ধ্বংস ইতি প্রঘট্টকার্থঃ ॥ ৩০ ॥

ধ্যানাদৌ গুহাদিস্থাননিয়মো নাস্তীত্যাহ। চিত্তপ্রসাদাদেব ধ্যানাদিকম্। অতস্তত্র ন গুহাদিস্থাননিয়ম ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রে ত্বৌৎসর্গিকাভিপ্রায়ে-

যায়। তাহাহইলেই পুরুষের বৃত্তিদ্বারা যে বিষয়োপরাগ হয়, তাহারও নিরোধ হইয়া থাকে। যেহেতু বিম্বের নিরোধ হইলেই প্রতিবিম্বেরও নিরোধ হইতে পারে, ইহাই প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন। যখন বিম্ববৃত্তিসকলের নিরোধ হইয়া যায়, তখন আর পুরুষের সেই বৃত্তির প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। যোগসূত্রকার পতঞ্জলি মুনি "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ" এবং "দ্রষ্টুঃ স্বরূপেণাবস্থানং বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র" এই সূত্রদ্বয়ে নিরূপণ করিয়াছেন যে, চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেই যোগসিদ্ধি হয় এবং যোগসিদ্ধি হইলেই পুরুষ স্বীয়রূপে অবস্থান করিতে থাকে, তখন আর পুরুষের কোনরূপ বৃত্তি থাকে না। যাবৎ যোগসিদ্ধি না হয়, তাবৎ পুরুষের বৃত্তিসকল থাকিয়া যায়। "আত্মা নিত্য, তিনি বুদ্ধির সান্নিধ্যবশতঃ সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকেন, অতএব যে যে বিষয়ে বুদ্ধিগমন করে, সেই সেই বিষয়েই আত্মার বৃত্তি হয়, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা আত্মার নানাপ্রকার বিষয়োপরাগ হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তির নিবৃত্তি হইলেই আত্মা উপরাগ-বিহীন হয়েন," ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণেও চিত্তবৃত্তির নিরোধে উপরাগের নিরোধ উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, অসম্প্রাজ্ঞাত সমাধিরূপ যোগ হইতেই মোক্ষের বিঘ্নভূত বিষয়োপরাগাদির ধ্বংস হয় ॥ ৩০ ॥

ধ্যনাদিসাধন করিতে গুহাদি নির্জ্জন স্থানের নিয়ম নাই, কোন গুহাদি নির্জ্জনস্থানে বাস করিলেই যে ধ্যানসাধন হইতে পারে, এমন কোন নিয়ম নাই, এই আশয়ে বলিতেছেন।—কেবল চিত্তের প্রসন্নতাদিদ্বারাই ধ্যান-

প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৩২ ॥

নিত্যত্বেঽপি নাত্মনো যোগ্যত্বাভাবাৎ ॥ ৩৩ ॥

নৈবারণ্যগিরিগুহাদিস্থানং যোগস্যোদ্দিষ্টমিতি। অতএব ব্রহ্মসূত্রমপি। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাদিতি ॥ ৩১ ॥

সমাপ্তো মোক্ষবিচার ইদানীং পুরুষাপরিণামিত্বায় জগৎকারণং বিচারয়তি। মহদাদীনাং কার্য্যত্বশ্রবণাৎ তেষাং মূলকারণতয়া প্রকৃতিঃ সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

পুরুষ এবোপাদানং ভবতু তত্রাহ। গুণবত্ত্বং সঙ্গিত্বং চোপাদানযোগ্যতা তয়োরভাবাৎ পুরুষস্য নিত্যত্বেঽপি নোপাদানত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

সিদ্ধি হয়। যাহার চিত্তে বিষয়রাগাদিদোষের অধিকার নাই, তাহারই ধ্যান হইতে পারে, প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি যেস্থানে থাকুক না কেন, সর্ব্বত্রই তাহার ধ্যানসিদ্ধির সম্ভব আছে। আর মলিনচেতা ব্যক্তি পর্ব্বতের গুহাতে বসিয়া থাকিলেও তাহার ধ্যানসাধন হইতে পারে না; অতএব ধ্যানসাধনে গুহাদি নির্জ্জনস্থানের নিয়মস্বীকার করি না। শাস্ত্রেতে যে অরণ্য, গিরি ও গুহাদি স্থানকে যোগসাধনের উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ঔৎসর্গিক জানিবে, অর্থাৎ যোগিগণের সংসারবিরক্তি হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহারা গুহাদি যে কোন স্থানেই যোগসিদ্ধি করিতে থাকেন, নির্জ্জন গুহাদি যোগিদিগের আবশ্যকীয় নহে, অতএব ব্রহ্মসূত্রে লিখিত আছে যে, যে স্থানে একাগ্রতা হইতে পারে, সেই স্থানেই উপবেশন করিবে ॥ ৩১ ॥

এই পর্য্যন্ত মোক্ষবিচার সমাপ্ত হইল। এইক্ষণ পুরুষের অপরিণামিত্ব-প্রতিজ্ঞাপনার্থ সেই পুরুষের জগৎকারণত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।—প্রকৃতিই আদি উপাদান, যেহেতু অন্যান্যের কার্য্যত্বশ্রবণ আছে। মহত্তত্ত্বাদি সমুদায় পদার্থই কার্য্য; সুতরাং উহারা আদি উপাদান, অর্থাৎ মূলকারণ হইতে পারে না এবং ঐ মহত্তত্ত্বাদির মূলকারণ বলিয়া প্রকৃতির সিদ্ধি হয় ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বসূত্রে প্রকৃতিই মূলকারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ যদি বলি, পুরুষই জগতের আদি উপাদান, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যাহা গুণবান্

শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্যাত্মলাভঃ ॥ ৩৪ ॥

নমু বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতা ইত্যাদিশ্রুতেঃ পুরুষস্য কারণত্বাবগমাদ্বিবর্ত্তাদিবাদা আশ্রয়ণীয়া ইত্যাশঙ্ক্যাহ। পুরুষকারণতায়াং যে যে পক্ষাঃ সম্ভাবিতাস্তে সর্ব্বে শ্রুতিবিরুদ্ধা ইত্যতস্তদভ্যুপগন্তৃণাং কুতার্কিকাদ্যধমানামাত্মস্বরূপজ্ঞানং ন ভবতীত্যর্থঃ। এতেনাত্মনি সুখদুঃখাদিগুণোপাদানত্ববাদিনোঽপি কুতার্কিকা এব তেষামপ্যাত্মযথার্থজ্ঞানং নাস্তীত্যবগন্তব্যম্। আত্মকারণতাশ্রুতয়শ্চ শক্তিশক্তিমদভেদেনোপাসনার্থা এব। অজামেকামিত্যাদিশ্রুতিভিঃ প্রধানকারণতাসিদ্ধেঃ। যদি চাকাশস্যাভ্রাদ্যধিষ্ঠানকারণ-

ও সঙ্গী, তাহাই উপাদান হইতে পারে, পুরুষের গুণ ও সঙ্গ নাই; সুতরাং পুরুষ নিত্য হইলেও তিনি উপাদান হইতে পারেন না। অতএব প্রকৃতিই জগতের উপাদান; পুরুষ কাহারও উপাদান নহে ॥ ৩৩ ॥

"বহুপ্রজা পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে পুরুষও উপাদান হইতেছেন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পুরুষের কারণতাবিষয়ে যে যে মত সম্ভাবিত হইয়াছে, সেই সমুদায় মতই শ্রুতিবিরুদ্ধ; অতএব যাহারা পুরুষকে উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা কুতার্কিক, সেই সকল অধমাশয়দিগের আত্মস্বরূপের পরিজ্ঞান নাই। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাঁহারা আত্মাকে সুখদুঃখাদিগুণের উপাদান বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও কুতার্কিক, তাহাদিগের আত্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞান নাই। যদি আত্মা কারণই না হইলেন, তবে শ্রুতিতে যে আত্মা কারণ বলিয়া উক্ত আছে, সেই আত্মার কারণতাপ্রতিপাদক শ্রুতির কি মীমাংসা হইতে পারে? ইহাতে বক্তব্য এই যে, শক্তি ও শক্তিমান্, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের অভেদকল্পনা করিয়াই সাধকের উপাসনার নিমিত্ত শ্রুতিতে আত্মাকে কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিশেষতঃ "এক প্রকৃতিই বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকৃতিই কারণ বলিয়া উক্ত আছে। যদি যেমন আকাশ মেঘের অধিষ্ঠানরূপ কারণ হয়, সেইরূপ পুরুষকে জগতের অধিষ্ঠানরূপ কারণ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা আমরা নিবারণ করি না,

পারম্পর্য্যেঽপি প্রধানানুবৃত্তিরণুবৎ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাদ্বিভুত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

তাবদাত্মনঃ কারণত্বমুচ্যতে তদা তন্ন নিরাকুর্ম্মঃ পরিণামস্যৈব প্রতিষেধাদিতি ॥ ৩৪ ॥

স্থাবরজঙ্গমাদিষু পৃথিব্যাদীনামেব কারণত্বদর্শনাৎ কথং প্রকৃতেঃ সর্ব্বোপাদনত্বং তত্রাহ। স্থাবরাদিষু পরম্পরয়া কারণত্বেঽপি তেষু প্রধানস্যানুমানাদুপাদানত্বমক্ষতম্। যথাঙ্কুরাদিদ্বারকত্বেঽপি স্থাবরাদিষু পার্থিবাদ্যণূনামনুগমাদুপাদানত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্যন্যায়েন প্রকৃতের্ব্ব্যাপকত্বে প্রমাণমাহ। অব্যবস্থয়া সর্ব্বত্র বিকার-

---

পুরুষকে আকাশের ন্যায় অধিষ্ঠানরূপ কারণস্বীকার করিতে হয় কর, তাহাতে আমরা বিরোধী নহি। আমরা আত্মার পরিণামই প্রতিষেধ করিয়াছি। তাহার উপাদানকারণতা স্বীকার করিলে পরিণামস্বীকার করিতে হয়, এই নিমিত্তই আত্মাকে কারণ বলি না ॥ ৩৪ ॥

আমরা দেখিতেছি যে, স্থাবরজঙ্গমাদি যতপ্রকার পদার্থ আছে, পৃথিবীই তাহাদিগের উপাদানকারণ, পৃথিবী হইতেই স্থাবরজঙ্গমাদি সকল পদার্থ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়; সুতরাং প্রকৃতির কারণতা অসম্ভব। তবে কিরূপে প্রকৃতিকে সকলের কারণ বলা যাইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।— প্রকৃতি পরম্পরারূপে স্থাবরজঙ্গমাদির কারণ ইহা প্রতিপাদিত আছে; সুতরাং প্রকৃতিই জগতের উপাদানকারণ, ইহা অব্যাহত হইল। যেমন অঙ্কুরাদি হইতে স্থাবরাদি পদার্থ উৎপন্ন হয় বটে, তথাপি পরম্পরারূপে পার্থিব পরমাণুকে স্থাবরাদির কারণ বলা যায়, সেইরূপ যদিও স্থাবরজঙ্গমাদি পদার্থসকল পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হউক, তথাপি পরম্পরারূপে প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান বলিয়া জানিবে ॥ ৩৫ ॥

ন্যায়প্রাপ্ত প্রকৃতির ব্যাপকত্বসিদ্ধিবিষয়ে প্রমাণপ্রদর্শন করিতেছেন।— সকল পদার্থই অস্থায়ী, কোন পদার্থের স্থায়িত্ব নাই, অতএব তাহাদিগের বিকার দেখা যায়; সুতরাং কোন পদার্থই জগতের ব্যাপক হইতে পারে

গতিযোগেঽপ্যাদ্যকারণতাহানিরণুবৎ ॥ ৩৭ ॥

দর্শনাৎ প্রধানস্য বিভুত্বম্। যথাণোর্ঘটাদিব্যাপিত্বমিত্যর্থঃ। এতচ্চ প্রাগেব ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩৬ ॥

নন্থ পরিচ্ছিন্নত্বেঽপি যত্র কার্য্যমুৎপদ্যতে তত্র গচ্ছতীতি বক্তব্যং তত্রাহ। গতিস্বীকারেঽপি পরিচ্ছিন্নতয়া মূলকারণত্বাভাবঃ পার্থিবাদ্যণুদৃষ্টান্তেনেত্যর্থঃ। অথবেত্থং ব্যাখ্যেয়ম্। নন্থ ত্রিগুণাত্মকপ্রধানস্যান্যোঽন্যসংযোগার্থং শ্রুতি-স্মৃতিষু ক্রিয়া ক্ষোভাখ্যা শ্রূয়তে ক্রিয়াবত্বাচ্চ তন্ত্বাদিদৃষ্টান্তেন মূলকারণত্বা-ভাব ইত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি। গতিযোগেঽপ্যাদ্যকারণতাহানিরণুবৎ। গতিঃ ক্রিয়া তৎসত্বেঽপি মূলকারণতায়া অহানির্যথা বৈশেষিকমতে পার্থিবাদ্যণূ-নামিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

না; অগত্যা প্রকৃতিই নিত্য এবং সেই প্রকৃতিই জগৎব্যাপক, ইহাই প্রতি-পন্ন হইতেছে। যেমন পার্থিব পরমাণুই ঘটের ব্যাপক, সেইরূপ প্রকৃতিই জগতের ব্যাপক। ইহা আমরা পূর্ব্বেও প্রতিপাদন করিয়াছি ॥ ৩৬ ॥

প্রকৃতি পরিচ্ছিন্ন এবং তাহার গতিশ্রবণ আছে, অতএব সেই প্রকৃতি কিরূপে জগতের কারণ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—প্রকৃ-তির গতিস্বীকার করিলেও তাহাই জগতের কারণ। যেমন পরমাণুর গতি-সত্বেও সেই পরমাণুই ঘটাদির কারণ হয়, সেইরূপ প্রকৃতির গতিস্বীকার করিলেও তাহার কারণতাতে বাধ হইতে পারে না। এই সূত্রের প্রকারা-ন্তরে ব্যাখ্যা হইতেছে।—প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক; ঐ সকল গুণের পরস্পর সংযোগ হইয়া থাকে, অতএব ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরও গতিরূপ ক্রিয়া শ্রুতিস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব প্রকৃতি ক্রিয়াবিশিষ্টপ্রযুক্ত যেমন গতিশীল তন্তু পটের কারণ হয় না, সেইরূপ প্রকৃতিরও কারণতাভাব হইতে পারে? এই আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন।—প্রকৃতির গতিক্রিয়ার যোগ থাকিলেও তাহার কারণতার হানি হইতে পারে না, যেমন পার্থিব পরমাণুর গতিসত্ত্বেও তাহা ঘটের কারণ হয়, সেইরূপ প্রকৃতির গতিযোগেও মূল-কারণতার বাধ নাই। বৈশেষিকমতে পার্থিবাদি পরমাণুর কারণত্ব উক্ত আছে ॥ ৩৭ ॥

প্রসিদ্ধাধিক্যং প্রধানস্য ন নিয়মঃ ॥ ৩৮ ॥

সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ ॥ ৩৯ ॥

নন্নু পৃথিব্যাদীনাং নবানামেব দ্রব্যাণাং দর্শনাৎ কথং পৃথিবীত্বাদিশূন্যং প্রধানাখ্যং দ্রব্যং ঘটতে। ন চ প্রধানং দ্রব্যমেব মাস্ত্বিতি বাচ্যম্। সংযোগবিভাগপরিণামাদিভির্দ্রব্যত্বসিদ্ধেরিতি তত্রাহ। প্রসিদ্ধনবদ্রব্যাধিক্যমেব প্রধানস্যাতো নবৈব দ্রব্যাণীতি ন নিয়ম ইত্যর্থঃ। অষ্টানামেব কার্য্যত্বশ্রবণং চাত্র তর্ক ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

কিং সত্ত্বাদয়ো গুণা এব প্রকৃতিরথবা গুণত্রয়রূপদ্রব্যত্রয়াধারভূতা প্রকৃতিরিতি সংশয়েঽবধারয়তি। সত্ত্বাদিগুণানাং প্রকৃতিধর্ম্মত্বং নাস্তি

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নবদ্রব্যই দৃষ্ট হইতেছে। প্রকৃতি পৃথিব্যাদির অন্তর্গত নহে; অতএব কিরূপে তাহাকে দ্রব্য বলা যাইতে পারে? যদি বলি, প্রকৃতি দ্রব্য নহে, তাহাও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না; যেহেতু প্রকৃতির সংযোগ, বিভাগ ও পরিমাণ আছে, সুতরাং তাহাকে দ্রব্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। দ্রব্যভিন্ন সংযোগাদির সম্ভব হইতে পারে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—প্রকৃতি দ্রব্য বটে, কিন্তু উহা প্রসিদ্ধ পৃথিব্যাদি নবদ্রব্যের অতিরিক্ত, অতএব দ্রব্য যে কেবল নবপ্রকার, এইরূপ নিয়ম নাই। আর যদি বল, দ্রব্য কার্য্য, প্রকৃতি কার্য্য নহে, অতএব প্রকৃতি দ্রব্য নহে, ইহা বলিতে পার না; যেহেতু অষ্টদ্রব্যেরই কার্য্যত্বশ্রবণ আছে। নবদ্রব্য স্বীকারেও যখন কার্য্যভিন্ন দ্রব্য মানিতে হয়, তখন নবদ্রব্যাতিরিক্ত বলিয়া প্রকৃতিকে দ্রব্যস্বীকার করিতে দোষ কি? অতএব প্রকৃতি দ্রব্য পদার্থ, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩৮ ॥

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই কি প্রকৃতি? অথবা উক্ত গুণত্রয়ের আধারভূত কোন দ্রব্যবিশেষই প্রকৃতি? এই সংশয়ে প্রকৃতির অবধারণ করিতেছেন।—সত্ত্বাদিগুণত্রয় প্রকৃতি নহে, উাহারা প্রকৃতির স্বরূপ। যে যাহার স্বরূপ হয়, তাহাকে সেই পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যদিও প্রকৃতি সত্ত্বাদিগুণত্রয় এবং ঐ গুণত্রয়ের আধার, এই উভয়রূপে শ্রুতিস্মৃতিতে শ্রুত আছে বটে,

অনুপভোগেঽপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্যোষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ ॥৪০

প্রকৃতিস্বরূপত্বাদিত্যর্থঃ। যদ্যপি শ্রুতিস্মৃতিষূভয়মেব শ্রূয়তে তথাপি তর্কতঃ স্বরূপত্বমেবাবধার্য্যতে ন তু ধর্ম্মত্বম্। তথাহি সত্ত্বাদিত্রয়ং কিং প্রকৃতেঃ কার্য্যরূপো ধর্ম্মোঽথবাকাশস্য বায়ুবৎ সংযোগমাত্রেণ নিত্য এব ধর্ম্মঃ স্যাৎ। আদ্যে একস্যা এব প্রকৃতের্দ্রব্যান্তরসঙ্গং বিনা বিচিত্রগুণত্রয়োৎপত্ত্যসম্ভবঃ। দৃষ্টবিরুদ্ধকল্পনানৌচিত্যং চ। অন্ত্যে নিত্যেভ্য এব সত্ত্বাদিভ্যোঽন্যোঽন্য-সঙ্গেন বিচিত্রসকলকার্য্যোপপত্তৌ তদতিরিক্তপ্রকৃতিকল্পনাবৈয়র্থ্যমিতি সত্ত্বা-দীনাং প্রকৃতিকার্য্যত্বাদিবচনানি চাংশতঃ প্রকাশাদিকার্য্যোপহিততয়াভিব্য-ক্ত্যাদিকমেব বোধয়ন্তি। যথা পৃথিবীতো দীপোৎপত্তিরিতি ॥ ৩৯ ॥

প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনমবধারয়তি নিষ্প্রয়োজনপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে মোক্ষা-

তথাপি তর্কদ্বারা গুণত্রয় প্রকৃতির স্বরূপ বলিয়াই অবধারিত হইতেছে, উহা প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে। যদি সত্ত্বাদিগুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম্মই হয়, তবে বল দেখি, উহারা কি প্রকৃতির কার্য্যরূপ ধর্ম্ম, অথবা বায়ু যেমন আকাশের ধর্ম্ম, সেইরূপ সংযোগমাত্রে নিত্য ধর্ম্ম? এইক্ষণ ঐ গুণত্রয়কে কার্য্যরূপ ধর্ম্ম বলিলে দ্রব্যান্তরসংযোগব্যতিরেকে এক প্রকৃতি হইতে বিচিত্র গুণত্রয়ের উৎপত্তির অসম্ভব হয়; সুতরাং ঐ গুণত্রয়কে প্রকৃতির কার্য্যরূপ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। দৃষ্টবিরুদ্ধ কল্পনা অনুচিত, কখনও দ্রব্যান্তরসংযোগব্যতি-রেকে কেবল প্রকৃতি হইতে কোন পদার্থের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না। আর ঐ গুণত্রয় যদি আকাশের বায়ুর ন্যায় নিত্যধর্ম্ম হয়, তাহাহইলে সেই নিত্য সত্ত্বাদিগুণত্রয় হইতেই পরস্পর সংসর্গবশত বিচিত্র কার্য্যসকলের উৎপত্তি হইতে পারে, অতিরিক্ত প্রকৃতিকল্পনা ব্যর্থ হয়; অতএব সত্ত্বাদিগুণত্রয়কে প্রকৃতির ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। "সত্ত্বাদি প্রকৃতির কার্য্য" এইরূপ যে সকল বেদাদি বাক্য আছে, তাহাতে এই বোধ হয় যে, যেমন পৃথিবী হইতে দীপের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ সত্ত্বাদিগুণত্রয়ও প্রকৃতির অংশরূপে প্রকাশ পায় ॥ ৩৯ ॥

প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তিতে প্রয়োজন দর্শাইতেছেন।—যদি বলি, সৃষ্টিপ্রবৃ-ত্তিতে কোন প্রয়োজন নাই, নিষ্প্রয়োজনেই প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন,

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্ ॥ ৪১ ॥

সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্ ॥ ৪২ ॥

নুপপত্তেরিতি। তৃতীয়াধ্যায়স্থে প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থেত্যাদিসূত্রে ব্যাখ্যাত-মিদম্ ॥ ৪০ ॥

বিচিত্রসৃষ্টৌ নিমিত্তকারণমাহ। কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুগমমন্যৎ ॥ ৪১ ॥

নন্বু ভবতু প্রধানাৎ সৃষ্টিঃ প্রলয়স্তু কস্মাৎ। ন হ্যেকস্মাৎ কারণাদ্বিরুদ্ধ-কার্য্যদ্বয়ং ঘটতে তত্রাহ। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ং প্রধানং তেষাং চ বৈষম্যং ন্যূনা-তিরিক্তভাবেন সংহননং তদভাবঃ সাম্যং তাভ্যাং হেতুভ্যামেকস্মাদেব সৃষ্টি-

তাহাহইলে মোক্ষের অনুপপত্তি হয়, অতএব জানা যাইতেছে যে, প্রকৃতির যে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাতে অবশ্যই কোন প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন কি? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন।—যদিও প্রকৃতির উপভোগ নাই, তথাপি পুরুষের নিমিত্তই তিনি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন উষ্ট্র কুঙ্কুম উপভোগ করিতে পারে না, তথাপি স্বামীর উপভোগের নিমিত্ত কুঙ্কুমবহন করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতির উপভোগ না থাকিলেও পুরুষের ভোগা-র্থই তাহার সৃষ্টিপ্রবৃত্তি হয়। এইসূত্র তৃতীয় অধ্যায়ে সবিস্তর ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

প্রকৃতির বিচিত্রসৃষ্টিতে নিমিত্তকারণ প্রদর্শন করিতেছেন।—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইহারাই কর্ম্ম, এই কর্ম্মের বিচিত্রতাবশত সৃষ্টিরও বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম অনেকপ্রকার আছে, এই নিমিত্তই প্রকৃতির সৃষ্টিও অনেকপ্রকার হয় ॥ ৪১ ॥

ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি হয়, প্রকৃতি হইতে যে সৃষ্টি হয়, তাহাই স্বীকার করিলাম, পরন্তু কোন্ পদার্থ হইতে প্রলয় হইয়া থাকে, এই সংশয় হইতেছে। যদি বলি, এক প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়ই হইয়া থাকে, তাহাও সম্ভবপর নহে, যেহেতু এক পদার্থ হইতে বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের উৎপত্তির সম্ভব হয় না। সৃষ্টি ও প্রলয় ইহারা বিরুদ্ধ পদার্থ; সুতরাং এক প্রকৃতি হইতে উহাদিগের উৎপত্তি হইতে পারে না। এই

বিমুক্তবোধান্ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ ॥ ৪৩

প্রলয়রূপং বিরুদ্ধকার্য্যদ্বয়ং ভবতীত্যর্থঃ। স্থিতিস্তু সৃষ্টিমধ্যে প্রবিষ্টেত্যাশয়েন তৎকারণত্বং প্রধানস্য ন পৃথগ্বিচারিতম্ ॥ ৪২ ॥

নমু প্রধানস্য সৃষ্টিস্বভাবাজ্জ্ঞানোত্তরমপি সংসারঃ স্যাৎ তত্রাহ। বিমুক্ততয়া পুরুষসাক্ষাৎকারাদ্ধেতোঃ প্রধানস্য তৎপুরুষার্থং পুনঃ সৃষ্টির্ন ভবতি। কৃতার্থত্বাৎ। লোকবৎ। যথা লোকা অমাত্যাদয়ো রাজ্ঞোঽর্থং সম্পাদ্য কৃতার্থাঃ সন্তো ন পুনঃ রাজার্থং প্রবর্ত্তন্তে তথৈব প্রধানমিত্যর্থঃ। বিমুক্তমোক্ষার্থং হি প্রধানপ্রবৃত্তিরিত্যুক্তম্। স চ জ্ঞানান্নিষ্পন্ন ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

আশয়ে বলিতেছেন।—প্র:'তির সাম্য-বৈষম্যদ্বারা এক প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি ও প্রলয় এই কার্য্যদ্বয় হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই প্রকৃতি, ঐ গুণত্রয়ের ন্যূনাতিরিক্তভাবে সন্নিবেশই বৈষম্য এবং গুণত্রয়ের তুল্যরূপে অবস্থানই সাম্য। প্রকৃতির এইরূপ সাম্য-বৈষম্যদ্বারাই এক প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি ও প্রলয় এই বিরুদ্ধ কার্য্যদ্বয়ের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ যখন এই গুণত্রয়ের বৈষম্যভাব হয়, তখনই সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং উহাদিগের সাম্যাবস্থাতেই প্রলয় হয়। স্থিতিও সৃষ্টির মধ্যে নিবিষ্ট, অতএব তাহার পৃথক্ কারণবিচারের প্রয়োজন নাই; সুতরাং ঐ প্রকৃতি সৃষ্টিরও কারণ, অতএব জানা যাইতেছে যে, প্রকৃতিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ ॥ ৪২ ॥

সৃষ্টিই প্রকৃতির স্বভাব, অর্থাৎ সর্ব্বদাই প্রকৃতি সৃষ্টিব্যাপারে নিযুক্ত থাকে, তবে তত্ত্বজ্ঞান হইলেও তাহার সংসার হইতে পারে। জ্ঞানদ্বারা প্রকৃতির পূর্ব্বসৃষ্ট সংসারের নাশ হইতে পারে, কিন্তু পরেও সেই সৃষ্টিস্বভাবা প্রকৃতি সৃষ্টি করিবে, তাহাতে বাধা কি? সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের পরেও সংসার থাকিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—পুরুষের প্রকৃতিসাক্ষাৎকার হইলেই প্রকৃতি কৃতার্থতালাভ করিয়া সেই পুরুষ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে; সুতরাং পুনর্ব্বার সেই পুরুষের নিমিত্ত সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। যেমন অমাত্যাদি রাজার ভৃত্যবর্গ রাজার নিমিত্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হইলে সেই রাজার নিমিত্ত আর কার্য্যে

নান্যোপসর্পণেঽপি মুক্তোপভোগো নিমিত্তাভাবাৎ ॥৪৪॥
পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ ॥ ৪৫ ॥

ননু প্রধানস্য সৃষ্ট্যুপরমো নাস্তি। অজ্ঞানাং সংসারদর্শনাৎ। তথা চ প্রধানসৃষ্ট্যামুক্তস্যাপি পুনর্বন্ধঃ স্যাৎ তত্রাহ। কার্য্যকারণসঙ্ঘাতাদিসৃষ্ট্যান্যান্ প্রতি প্রধানস্যোপসর্পণেঽপি ন মুক্তস্যোপভোগো ভবতি। নিমিত্তাভাবাৎ। উপভোগে নিমিত্তানাং স্বোপাধিসংযোগবিশেষতৎকারণাবিবেকাদীনামভাবাদিত্যর্থঃ। ইদমেব হি মুক্তং প্রতি প্রধানসৃষ্ট্যুপরমো যৎ তদ্ভোগহেতোঃ স্বোপাধিপরিণামবিশেষস্য জন্মাখ্যস্যানুৎপাদনমিতি ॥ ৪৪ ॥

নন্বিয়ং ব্যবস্থা তদা ঘটেত যদি পুরুষবহুত্বং স্যাৎ তদেব ত্বাত্মাদ্বৈতশ্রুতি-

প্রবৃত্ত হয় না, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের কার্য্যসম্পাদন হইলে আর সেই পুরুষের নিমিত্ত সৃষ্টি করে না। পুরুষের মোক্ষার্থই প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে এবং তাহাও জ্ঞানদ্বারা নিষ্পন্ন হয় ॥ ৪৩ ॥

প্রকৃতির সৃষ্টিব্যাপারের নিবৃত্তি হয় না, কারণ অজ্ঞানিদিগের সংসার দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের পক্ষে প্রকৃতির সৃষ্টিব্যাপারের নিবৃত্তি হইলেও অজ্ঞানীদিগের নিমিত্ত সৃষ্টিব্যাপার আবশ্যক; অতএব প্রকৃতির সৃষ্টিদ্বারা মুক্ত পুরুষেরও বন্ধ হইতে পারে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।— অন্যান্যের প্রতি কার্য্যকারণসঙ্ঘাতরূপ সৃষ্টিদ্বারা প্রকৃতির উপসর্পণ থাকিলেও মুক্ত ব্যক্তির বিষয়ভোগ হইতে পারে না, যেহেতু মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উপভোগের নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়াছে। সোপাধিসংযোগ এবং সেই সংযোগের কারণীভূত অবিবেকই পুরুষের উপভোগের নিমিত্ত। মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অবিবেক নাই, সুতরাং তাহার ভোগ অসম্ভব। ভোগহেতু স্বোপাধি পরিণামবিশেষরূপ জন্মাভাবই মুক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রকৃতির উপরম। এইক্ষণ অন্যান্যের প্রতি প্রকৃতির সৃষ্টিব্যাপারসত্ত্বেও যখন মুক্ত পুরুষের প্রতি প্রকৃতির বিরাম দেখা যাইতেছে, তখন আর মুক্ত পুরুষের বন্ধাপত্তি হইতে পারে না ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইল যে, অমুক্ত পুরুষের প্রতি প্রকৃতিসংসর্গ

উপাধিশ্চেৎ তৎসিদ্ধৌ পুনর্দ্বৈতম্ ॥ ৪৬ ॥

দ্বাভ্যামপি প্রমাণবিরোধঃ ॥ ৪৭ ॥

বাধিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ। যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তী-ত্যাদিশ্রুত্যুক্তবন্ধমোক্ষব্যবস্থাত এব পুরুষবহুত্বং সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

নন্পাধিভেদাদ্বন্ধমোক্ষব্যবস্থা স্যাৎ তত্রাহ। উপাধিশ্চেৎ স্বীক্রিয়তে তর্হ্যুপাধিসিদ্ধ্যৈব পুনরদ্বৈতভঙ্গ ইত্যর্থঃ। বস্তুতস্তূপাধিভেদেঽপি ব্যবস্থা ন সম্ভবতীতি প্রথমাধ্যায় এব প্রপঞ্চিতম্ ॥ ৪৬ ॥

নন্পাধয়োঽপ্যাবিদ্যকা ইতি ন তৈরদ্বৈতভঙ্গ ইত্যাশঙ্কায়ামাহ। পুরু-ষোঽবিদ্যেতি দ্বাভ্যামপ্যঙ্গীকৃতাভ্যামদ্বৈতপ্রমাণস্য শ্রুতের্ব্বিরোধস্তদবস্থ এবেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

থাকে এবং মুক্তের প্রতি প্রকৃতির বিরাম হয়। যদি পুরুষের বহুত্বস্বীকার করা যায়, তাহাহইলেই উক্ত ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু আত্মার অদ্বৈত শ্রুতিতে পুরুষের বহুত্ব বাধিত হইয়াছে। এই আশঙ্কায় বলিতে-ছেন।—"যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাহারাই অমৃতত্বলাভ করে, তদ্ভিন্ন সকলেই দুঃখভোগ করিয়া থাকে।" এই শ্রুতিতে পুরুষের বন্ধমোক্ষব্যবস্থা উক্ত আছে; সুতরাং পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হইল। যদি পুরুষ বহু না হইবে, তাহাহইলে কোন পুরুষ অমৃতত্বলাভ করে এবং অন্য দুঃখ পায়, এই-রূপ শ্রুত্যুক্ত ব্যবস্থা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে পারে না ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইল যে, শ্রুত্যুক্ত বন্ধমোক্ষব্যবস্থার অনুপপত্তিভয়ে পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিতে হয়। এইক্ষণ যদি বলি, উপাধিভেদেই বন্ধমোক্ষব্যবস্থা হইতে পারে, পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিব কেন? এই আশঙ্কায় বলিতে-ছেন।—যদি উপাধিই স্বীকার করিলে, তাহাহইলে সেই উপাধিসিদ্ধিদ্বারাই পুনর্ব্বার অদ্বৈতবাদভঙ্গ হইতেছে, বাস্তবিক উপাধিভেদে ব্যবস্থার সম্ভব হইতে পারে না। ইহা প্রথম অধ্যায়ে সবিশেষ প্রপঞ্চিত হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, উপাধিস্বীকার করিলে অদ্বৈতভঙ্গ হয়, কিন্তু উপাধি অবিদ্যাজন্য; সুতরাং তদ্দ্বারা অদ্বৈতভঙ্গ হইতে পারে না।

দ্বাভ্যামপ্যবিরোধান্ন পূর্ব্বমুত্তরং চ সাধকাভাবাৎ ॥ ৪৮ ॥

প্রকাশতস্তৎসিদ্ধৌ কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধঃ ॥ ৪৯ ॥

অপরমপি দূষণদ্বয়মাহ। দ্বাভ্যামপ্যঙ্গীকৃতাভ্যাং হেতুভ্যাং পূর্ব্বং পূর্ব্বপক্ষো ভবতাং ন ঘটতে। অস্মাভিরপি প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি দ্বয়োরেবাঙ্গীকারাৎ। বিকারস্যানিত্যতয়া বাচারম্ভণমাত্রতায়া অস্মাভিরপীষ্টত্বাৎ। নন্বু পুরুষনানাত্বস্বীকারাৎ প্রকৃতের্নিত্যস্বীকারাচ্চাস্ত্যেবাস্মদ্বিরোধ ইত্যাশঙ্ক্য দূষণান্তরমাহ। উত্তরং চেত্যাদিনা। অদ্বৈতবাদিনামুত্তরং সিদ্ধান্তশ্চ ন ঘটতে। আত্মসাধকপ্রমাণস্যাভাবাৎ। তদঙ্গীকারে চ তেনৈবাদ্বৈতহানিরিতি জিতং নৈরাত্ম্যবাদিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

নন্বু স্বপ্রকাশত আত্মা সেৎস্যতি তত্রাহ। চৈতন্যরূপপ্রকাশতশ্চৈতন্য-

---

উপাধি যখন অবিদ্যাপরিকল্পিত অবাস্তবিক ভ্রমমাত্র, তখন যে সেই উপাধিদ্বারা অদ্বৈতের ভঙ্গ হইবে, তাহা সম্ভব হইতে পারে না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদিও উপাধি অবিদ্যাজন্য হউক, তথাপি পুরুষ ও অবিদ্যা এই উভয়দ্বারাই অদ্বৈতপ্রমাণশ্রুতির বিরোধ পূর্ব্ববৎ থাকিল। তুমিই উপাধিকে অবিদ্যাজন্য বলিলে, ইহাদ্বারা তোমার কথাতেই অবিদ্যা স্বীকৃত হইল; সুতরাং পুরুষ ও অবিদ্যা এই উভয়স্বীকারেই অদ্বৈতের বাধ হইতেছে ॥ ৪৬ ॥

উক্ত ব্যবস্থাতে অপর দ্বিবিধদোষ প্রদর্শন করিতেছেন।—যে দুই হেতু স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বসিদ্ধান্তও তোমাদিগের মতে সঙ্গত হইতেছে না, কারণ আমরাও প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় স্বীকার করিয়া থাকি, বিকারের অনিত্যতাপ্রযুক্ত বাক্যের আরম্ভমাত্রেই আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধি আছে। আর পুরুষের বহুত্ব ও প্রকৃতির নিত্যতা স্বীকারহেতু আমাদিগের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। এই আশঙ্কায় দূষণান্তর দেখাইতেছেন।—অদ্বৈতবাদিদিগের সিদ্ধান্তও ঘটিতেছে না, যেহেতু আত্মসাধক প্রমাণ নাই। আর যদি আত্মাস্বীকার কর, তাহাহইলে অদ্বৈতহানি হইল; সুতরাং নিরাত্মবাদিদিগের জয় দেখিতেছি ॥ ৪৮ ॥

স্বপ্রকাশরূপেই আত্মার সিদ্ধি আছে, অতএব আত্মসাধক প্রমাণের

জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ ॥ ৫০ ॥

সিদ্ধৌ কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ ইত্যর্থঃ। প্রকাশ্যপ্রকাশসম্বন্ধে হি প্রকাশনমালোকাদিষু দৃষ্টং স্বস্য সাক্ষাৎ স্বস্মিন্ সম্বন্ধশ্চ বিরুদ্ধ ইতি। অস্মন্মতে তু বুদ্ধিবৃত্ত্যাখ্যপ্রমাণাঙ্গীকারাৎ তদ্দ্বারা প্রতিবিম্বরূপস্য স্বস্য বিম্বরূপে স্বস্মিন্ সম্বন্ধো ঘটতে। যথা সূর্য্যে জলদ্বারা প্রতিবিম্বরূপস্বসম্বন্ধ ইতি ভাবঃ। আত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বশ্রুতিস্বনন্যোপাধিকপ্রকাশাদিপরা বোধ্যা ॥ ৪৯ ॥

নম্নু নাস্তি কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধঃ স্বনিষ্ঠপ্রকাশধর্ম্মদ্বারা স্বস্য স্বসম্বন্ধসম্ভবাৎ। যথা বৈশেষিকাণাং স্বনিষ্ঠজ্ঞানদ্বারা স্বস্য স্বয়ং বিষয় ইতি তত্রাহ। চেতনে প্রকাশরূপধর্ম্মঃ সূর্য্যাদিম্বিব নাস্তি কিন্তু চিৎস্বরূপ এব পদার্থো জড়ং প্রকাশ-

---

প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—চৈতন্যরূপ প্রকাশ হইতে চৈতন্যের সিদ্ধিতে কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ হয়। যেস্থলে প্রকাশ্য-প্রকাশকতাসম্বন্ধ আছে, সেইস্থলে আলোকাদির প্রকাশকতা এবং অন্যান্য পদার্থের প্রকাশ্যতা দেখা যায়। আপনিই আপনাকে প্রকাশ করে, ইহা বিরুদ্ধ। এইরূপে আত্মা আপনাকে প্রকাশ করে, এইরূপ ব্যবস্থাতে কর্ত্তৃকর্ম্মবিরোধ সম্ভবিতেছে। আমাদিগের মতে বুদ্ধিবৃত্তিরূপ প্রমাণস্বীকার আছে, তাহাদ্বারাই প্রতিবিম্বরূপের বিম্বস্বরূপে সম্বন্ধ হইতে পারে। যেমন সূর্য্যেতে জলদ্বারা প্রতিবিম্বরূপ সম্বন্ধ হয়, সেইরূপ আত্মাতে বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা প্রতিবিম্বসম্বন্ধ হইতে পারে। তবে আত্মার যে স্বপ্রকাশত্ব শ্রুতি আছে, তাহার অর্থ এই যে, আত্মার প্রকাশে অন্য উপাধির প্রয়োজন নাই। অন্যান্য পদার্থের প্রকাশে যেমন অন্য উপাধির প্রয়োজন হয়, আত্মার প্রকাশে সেইরূপ অন্য উপাধির আবশ্যক করে না। ইহাই আত্মার স্বপ্রকাশকত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির ভাবার্থ ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্বসূত্রে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, আত্মার স্বপ্রকাশকতাস্বীকার করিলে কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ হয়। এইক্ষণ দেখিতেছি যে, সেই কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধও ঘটিতেছে না; যেহেতু স্বনিষ্ঠ প্রকাশধর্ম্মদ্বারা আপনার সম্বন্ধসম্ভব আছে। যেমন বৈশেষিকমতে স্বনিষ্ঠ জ্ঞানদ্বারা আপনিই সেই জ্ঞানের বিষয় হইতে

স্মৃতি। যতো জড়ব্যাবৃত্তিমাত্রেণ চিদিত্যুচ্যতে ন তু জড়বিলক্ষণধর্ম্মবত্তয়েত্যর্থঃ। অতএব নির্ধর্ম্মতয়া স এষ নেতি নেতীত্যেব শ্রুত্যোপদিশ্যতে ন তু বিধিমুখতয়েতি। তথা চ স্মৃতিরপি। "ইদং তদিতি নির্দ্দেষ্টুং গুরুণাপি ন শক্যতে।" ইতি। জড়ব্যাবৃত্তাবিতি পাঠেঽপি হেতৌ সপ্তম্যায়মেবার্থঃ। অস্মিংশ্চ সূত্রে জড়মেব প্রকাশয়তি চিদ্রূপো নত্বাত্মানমিতি নার্থঃ। তথা সতি হি তস্যাজ্ঞেয়ত্বেন সাধকাভাবরূপং বাধকং পরৈরুপন্যাসানর্হম্। স্বস্যাপি তুল্যন্যায়ত্বাদিতি ॥ ৫০ ॥

পারে, সেইরূপ আপনার প্রকাশধর্ম্মদ্বারা আপনার প্রকাশ হইলে কর্ত্তৃকর্ম্মবিরোধ ঘটে না। এই আশয়ে বলিতেছেন ;—চেতনেতে যে প্রকাশধর্ম্ম আছে, তাহা সূর্য্যাদির প্রকাশের ন্যায় নহে, কিন্তু উহা চিৎস্বরূপ ; ঐ চিৎস্বরূপ পদার্থই জড়পদার্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। যেহেতু জড়ের ব্যাবৃত্তিমাত্রই চিৎস্বরূপ বলা যায় ; কিন্তু জড়ের অতিরিক্ত কোন ধর্ম্মশালী বলিয়া চিৎস্বরূপের নির্ব্বাচন করা যায় না। অতএব নির্ধর্ম্মরূপেই তন্ন তন্নপ্রকারে শ্রুতিতে আত্মার উপদেশ আছে। বিধিমুখে তাহার উপদেশ শ্রুতিতে উক্ত হয় নাই, অর্থাৎ "ইহা নহে, ইহা নহে" এইরূপেই আত্মনির্ণয় উক্ত হইয়াছে, কিন্তু "আত্মা এইরূপ" এই প্রকার বিধিমুখে আত্মনির্ণয় হয় নাই। স্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, "ইহাই আত্মা" এইরূপে গুরুও আত্মনির্দ্দেশ করিতে পারেন না। কেহ কেহ "জড়ব্যাবৃত্তৌ" এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন, তাহাতেও "জড়ব্যাবৃত্তৌ" এই শব্দের জড়ব্যাবৃত্তিহেতু এইরূপ অর্থ করিতে হয়। চিদ্রূপ জড়কেই প্রকাশ করেন, আপনাকে প্রকাশ করেন না। এইরূপ অর্থ উক্ত সূত্রের অভিপ্রেত নহে। যদি চিদ্রূপ জড়মাত্রকেই প্রকাশ করেন, আপনাকে প্রকাশ করেন না, এইরূপ অর্থকল্পনা কর, তাহাহইলে আত্মস্বরূপের অজ্ঞেয়ত্ব হইয়া পড়ে। এই দোষেই অপরবাদীরা যে সাধকাভাবরূপ বাধকের উপন্যাস করিয়াছেন, তাহাও অযুক্ত হইল। যেহেতু চিদ্রূপ যেমন জড়কে প্রকাশ করে, সেইরূপ আপনাকেও প্রকাশ করিতে পারে ॥ ৫০ ॥

ন শ্রুতিবিরোধো রাগিণাং বৈরাগ্যায় তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫১

জগৎসত্যত্বমদুষ্টকারণজন্যত্বাদ্বাধকাভাবাৎ ॥ ৫২ ॥

নন্বেবং প্রমাণাদ্যনুরোধেন দ্বৈতসিদ্ধাবদ্বৈতশ্রুতেঃ কা গতিস্তত্রাহ। অদ্বৈতশ্রুতিবিরোধস্তু নাস্তি রাগিণাং পুরুষাতিরিক্তে বৈরাগ্যায়ৈব শ্রুতিভিরদ্বৈতসাধনাৎ। পুরুষজ্ঞান এব দ্বৈতাভাবজ্ঞানে স্বতন্ত্রফলান্তরাশ্রবণাৎ। তচ্চ বৈরাগ্যং সদদ্বৈতেনৈবোপপদ্যতে সত্ত্বং চ কূটস্থত্বমিত্যর্থঃ। অতএব শ্রুতিরপি সদদ্বৈতমেব ছান্দোগ্যে প্রতিপাদিতবতীতি ভাবঃ ॥ ৫১ ॥

ন কেবলমুক্তযুক্ত্যৈবাদ্বৈতবাদিনো হেয়া অপি তু জগদসত্যতাগ্রাহকপ্রমাণাভাবেনাপীত্যাহ। নিদ্রাদিদোষদুষ্টান্তঃকরণাদিজন্যত্বেন স্বাপ্নবিষয়শঙ্খপীতিমাদীনামসত্যত্বং লোকে দৃষ্টং তচ্চ মহদাদিপ্রপঞ্চে নাস্তি। তৎকারণস্য প্রকৃতের্হিরণ্যগর্ভবুদ্ধেশ্চাদুষ্টত্বাৎ। যথাপূর্ব্বমকল্পয়দিত্যাদিশ্রবণাৎ।

যদি প্রমাণের অনুরোধেই দ্বৈতসিদ্ধি হইল, তাহাহইলে অদ্বৈতশ্রুতির কি উপপত্তি হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—অদ্বৈতশ্রুতির বিরোধ হয় না, যেহেতু বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিরা পুরুষাতিরিক্ত স্বীকার করেন, তাহাদিগের বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত শ্রুতি অদ্বৈতবাদসাধন করিয়াছেন, পুরুষজ্ঞানের ন্যায় দ্বৈতাভাবজ্ঞানে স্বতন্ত্র ফলান্তরের শ্রবণ নাই। কিন্তু সেই বৈরাগ্যবাদ সৎঅদ্বৈতজ্ঞানদ্বারা উপপন্ন আছে, যিনি এই সৎ, তিনি কূটস্থস্বরূপ, অতএব শ্রুতিও ছান্দোগ্যে সদদ্বৈতস্বরূপ প্রতিপাদিত করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

কেবল উক্ত যুক্তিদ্বারাই যে অদ্বৈতবাদীদিগের মত হেয় হইতেছে, এমত নহে, কিন্তু জগতের অসত্যতাগ্রাহক প্রমাণাভাবদ্বারাও উহা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। অন্তঃকরণ নিদ্রাদিদোষে দূষিত হইলেই শঙ্খ পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়, উহা নিদ্রাদিদোষদুষ্ট অন্তঃকরণজন্য বলিয়াই অসত্য; কিন্তু এইরূপ অসত্যতা মহত্তত্ত্বাদি প্রপঞ্চের নাই। যেহেতু ঐ মহত্তত্ত্বাদির কারণ প্রকৃতি এবং হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি কোনরূপ দোষে দুষ্ট নহে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কারণের ন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে। শুভ্র শঙ্খেতে যে পীতবর্ণতা দৃষ্ট হয়, তাহাও কারণভূত অন্তঃকরণ নিদ্রাদিদোষে দুষ্ট বলিয়াই অনিত্য।

নন্থ নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদিশ্রুত্যা বাধিতত্বেনাবিদ্যাদিনামা কশ্চ নানাদির্দ্দোষঃ কল্পনীয়স্তত্রাহ। বাধকাভাবাদিতি। অয়ং ভাবঃ। নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদিশ্রুতয়ো যাঃ পরৈঃ প্রপঞ্চবাধকতয়াভিপ্রেয়ন্তে তাঃ প্রকরণানুসারেণ বিভাগাদিপ্রতিষেধিকা এব ন তু প্রপঞ্চাত্যন্ততুচ্ছতাপরাঃ। স্বস্যাপি বাধাপত্ত্যা স্বার্থাসাধকত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন হি স্বপ্নকালীনশব্দস্য বাধে তজ্জ্ঞাপিতোঽপ্যর্থঃ পুনর্ন সন্দিহ্যত ইতি। তস্মাদাত্মাবিঘাতকতয়া শ্রুতয়ো ন প্রপঞ্চস্যাত্যন্তবাধপরা ইতি। তত্র নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদিশ্রুতের্ব্রহ্মবিভক্তং কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব ইত্যাদিস্মৃত্যেকবাক্যত্বাৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিত্যাদিশ্রুতেস্তু নিত্যতারূপপারমার্থিকসত্তাবিরহোঽর্থঃ অন্যথা মৃত্তিকাদৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ ন হি লোকে মৃত্তিকাবিকারাণামত্যন্ততুচ্ছত্বং সিদ্ধং যেন দৃষ্টা-

মহত্তত্ত্বাদির কারণ প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি কোনরূপ দোষদুষ্ট নহে; সুতরাং মহত্তত্ত্বাদি অনিত্য হইতে পারে না। যদি "এই জগতে কিছুই নানাপ্রকার নহে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বাধিতপ্রযুক্ত অবিদ্যানামক কোন নানাদিদোষই কল্পনা করি; ইহাতে বক্তব্য এই যে, তুমি যে শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা বাধ দেখাইলে, বাস্তবিক উহা বাধক নহে। "এই জগতে কিছুই নানাপ্রকার নহে" এই সকল শ্রুতিকে যে প্রপঞ্চের বাধক বলিয়া বাদীরা স্বীকার করেন, তাহাও প্রকরণানুসারে বিভাগাদির প্রতিষেধপর জানিতে হইবে। কিন্তু প্রপঞ্চের অত্যন্ত তুচ্ছতাপর নহে। তাহাহইলে প্রপঞ্চের বাধাপত্তিদ্বারা তাহার অসিদ্ধিপ্রসঙ্গ হয়। যখন স্বপ্নকালীন শব্দের বাধ হয়, তখন সেই শব্দপ্রতিপাদিত অর্থে কি সন্দেহ হয় না? অতএব আত্মার অবিঘাতপ্রযুক্ত উক্ত শ্রুতিসকল প্রপঞ্চের অত্যন্ত বাধপর নহে। তবে, "এই জগতে কিছুই নানাপ্রকার নহে" এই শ্রুতিতে "ব্রহ্মভিন্ন কিছুই সৎ নহে," এইরূপ অর্থ হইতেছে। যেহেতু "তুমি সকলই প্রাপ্ত হইতেছ, এই নিমিত্ত তুমিই সর্ব্বময়" ইত্যাদি শ্রুতির সহিত একবাক্যতা আছে। "সকল প্রকার বিকারই বাক্যমাত্র, কেবল মৃত্তিকাই সত্য" ইত্যাদি প্রমাণেও নিত্যতারূপ অপারমার্থিক সত্তার অভাব জানা যায়। অন্যথা মৃত্তিকাদৃষ্টান্তের

প্রকারান্তরাসম্ভবাৎ সদুৎপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

স্ততা স্যাদিতি। "ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥" ইত্যাদিশ্রুতেস্ত্বাত্মাতিরিক্তস্য কূটস্থনিত্যতা-রূপাতিপরমার্থসত্তাবিরহোঽর্থঃ। কিঞ্চাত্মনো নিরোধাদ্যভাবোঽর্থঃ। অন্যথৈ-তাদৃশজ্ঞানস্য মোক্ষফলকত্বপ্রতিপাদনবিরোধাৎ। ন হি মোক্ষো মিথ্যেতি প্রতিপাদ্য মোক্ষস্য ফলত্বমপ্রমত্তঃ প্রতিপাদয়তীতি। যাশ্চাত্মৈক্যশ্রুতয়-স্তাস্তু প্রথমাধ্যায় এব ব্যাখ্যাতাঃ। ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে চৈতা অন্যাশ্চ শ্রুতয়োঽস্মাভির্ব্যাখ্যাতা ইতি দিক্ ॥ ৫২ ॥

ন কেবলং বর্ত্তমানদশায়ামেব প্রপঞ্চঃ সন্নপি তু সদৈবেত্যাহ। পূর্ব্বোক্ত-যুক্তিভিরসদুৎপাদাসম্ভবাৎ সূক্ষ্মরূপেণ সদেবোৎপদ্যতেঽভিব্যক্তং ভব-তীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

অসিদ্ধি হয়। লোকে মৃত্তিকার বিকারীভূত পদার্থের অত্যন্ত তুচ্ছতা সিদ্ধ নাই, যাহাতে দৃষ্টান্তের সিদ্ধি হইতে পারে। "আত্মার নিরোধ নাই, উৎ-পত্তি নাই, তিনি বদ্ধ নহেন, বা কোন বিষয়ের সাধক নহেন, মুমুক্ষু নহেন বা মুক্ত নহেন, ইহাই পরমার্থ" এই শ্রুতিতেও আত্মাতিরিক্তের কূটস্থনিত্যতা-রূপ পরমার্থসত্তাদির অভাব এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মার নিরো-ধাদির অভাবই অর্থ। অন্যথা এইরূপ জ্ঞানের মোক্ষফলকত্বপ্রতিপাদনের বিরোধ হইয়া পড়ে। মোক্ষ মিথ্যা নহে, এইরূপ প্রতিপাদন করিয়া অপ্র-মত্ত ব্যক্তিরা মোক্ষের সফলতাপ্রতিপাদন করিয়া থাকেন। আত্মার একত্ব-প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতি প্রথম অধ্যায়েই ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যেও ঐ সকল আত্মার একত্বপ্রতি-পাদক শ্রুতি এবং অন্যান্য শ্রুতি আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি; সুতরাং এইস্থলে সেই সকল শ্রুতির উল্লেখ করিয়া বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন ॥ ৫২ ॥

কেবল বর্ত্তমান অবস্থাতেই যে প্রপঞ্চ সৎ, এইরূপ সিদ্ধান্ত নহে, সকল কালেই প্রপঞ্চ সৎ বলিয়া জানিবে। এই আশয়ে বলিতেছেন।— পূর্ব্বোক্ত

অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ ॥ ৫৪ ॥

চিদবসানা ভুক্তিস্তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাৎ ॥ ৫৫ ॥

কর্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োর্বৈয়ধিকরণ্যেঽপি ব্যবস্থামুপপাদয়তি সূত্রাভ্যাম্। অভিমানবৃত্তিকমন্তঃকরণমহঙ্কারঃ স এব কৃতিমান্। অভিমানোত্তরমেব প্রায়শঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। ন তু পুরুষোঽপরিণামিত্বাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বং চ ধর্ম্মাদিকং বুদ্ধেরিতি যদুক্তং তদেকস্যৈবান্তঃকরণস্য বৃত্তিমাত্রভেদাশয়েন ॥ ৫৪ ॥

অহঙ্কারস্য কর্তৃত্বেঽপি ভোগশ্চিত্যেব পর্য্যবসন্নো ভবতি। অহঙ্কারস্য সংহতত্বেন পরার্থত্বাৎ। নন্বেবমন্যনিষ্ঠকর্ম্মণান্যস্য ভোগে পুরুষবিশেষনিয়মো ন স্যাৎ তত্রাহ। তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাদিতি। অহঙ্কারেণাসঞ্জিতং তস্যাশ্চিতো যৎ কর্ম্ম তজ্জন্যত্বাদ্ভোগস্যেত্যর্থঃ। তথা চ যোঽহঙ্কারো যং পুরুষমাদায়

যুক্তিদ্বারা অসৎ পদার্থের উৎপত্তির অসম্ভবপ্রযুক্ত সূক্ষ্মরূপে সৎ পদার্থের উৎপত্তির সম্ভব আছে ॥ ৫৩ ॥

কর্ত্তা ও ভোক্তা এই উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন দেখিতেছি, অতএব বক্ষ্যমাণ সূত্রদ্বয়ে তাহার ব্যবস্থানিরূপণ করিতেছেন।—অভিমানবৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণই অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারই কর্ত্তা, যেহেতু অভিমানের পরক্ষণেই প্রায় বৃত্তি দৃষ্ট হয়, কিন্তু পুরুষ অহঙ্কার নহে, যেহেতু পুরুষের পরিণামিত্ব নাই। পূর্ব্বে যে ধর্ম্মাধর্ম্মকে বুদ্ধির ধর্ম্ম বলিয়াছেন, তাহাও এক অন্তঃকরণেরই বৃত্তিভেদমাত্র ॥ ৫৪ ॥

অহঙ্কারকে কর্ত্তা বলিলেও চৈতন্যেই ভোগের পর্য্যবসান হয়, যেহেতু অহঙ্কার জন্য পদার্থ বলিয়া তাহার পরার্থতা আছে, অতএব অহঙ্কারের ভোগ হইতে পারে না। এইক্ষণ দেখিতেছি ভোগের কর্ত্তা অহঙ্কার, কিন্তু ভোগ হয় পুরুষের, এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে, যদি একের কর্ম্মদ্বারা অন্যের ভোগ হইতে পারে, তাহাহইলে পুরুষের কোন বিশেষ নিয়ম রহিল না। ইহাতে বক্তব্য এই যে, অহঙ্কার চৈতন্যের যে সকল কর্ম্ম করে, সেই সকল কর্ম্মজন্যই পুরুষের ভোগ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে অহঙ্কার যে পুরুষকে গ্রহণ করিয়া "এই আমি এবং ইহা আমার" এইরূপ বৃত্তি উৎপাদন করে, সেই অহঙ্কারের

চন্দ্রাদিলোকেঽপ্যাবৃত্তির্নিমিত্তসদ্ভাবাৎ ॥ ৫৬ ॥
লোকস্য নোপদেশাৎ সিদ্ধিঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ৫৭ ॥

চেতনেঽহং মমেতি বৃত্তিং করোতি তস্যাহঙ্কারস্য কর্ম্ম তস্যাত্মন উচ্যতে। তেনৈব চ কর্ম্মণা তত্রাত্মনি ভোগোঽর্জ্জ্যত ইতি নাতিপ্রসঙ্গ ইত্যাশয়ঃ ॥৫৫॥

ব্রহ্মলোকান্তগতিভির্নাস্তি নিষ্কৃতিরিতি পূর্ব্বোক্তে কারণং দর্শয়তি। নিমিত্তমবিবেককর্ম্মাদিকম্। সুগমমন্যৎ ॥ ৫৬ ॥

ননু তত্তল্লোকবাসিজনোপদেশাদনাবৃত্তিঃ স্যাৎ তত্রাহ। যথা পূর্ব্বস্য মনুষ্যলোকস্যোপদেশমাত্রান্ন সিদ্ধির্জ্ঞাননিষ্পত্তিরেবং তত্তল্লোকস্থলোকস্যোপদেশমাত্রাৎ তদ্গতানাং জ্ঞাননিষ্পত্তির্ন নিয়মেন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

কর্ম্মই সেই পুরুষের কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয় এবং সেই কর্ম্মদ্বারাই পুরুষের ভোগ হইয়া থাকে; অতএব একের কর্ম্মদ্বারা অপরের ভোগ হয় বলিয়া যে অতিপ্রসঙ্গদোষের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা নিরস্ত হইল ॥ ৫৫ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের ব্রহ্মলোকগমনেও নিষ্কৃতি হয় না, এই সিদ্ধান্তের কারণপ্রদর্শন করিতেছেন।—চন্দ্রাদিলোকপ্রাপ্তি হইলেও তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, যেহেতু চন্দ্রাদিলোকপ্রাপ্তিতেও পুনরাবৃত্তির কারণ অবিবেক ও কর্ম্মাদি বর্ত্তমান থাকে। অবিবেক ও কর্ম্মাদি হইতেই পুরুষের সংসারাবৃত্তি হয়, যদি সেই অবিবেক ও কর্ম্মাদির নিবৃত্তি না হইল, তবে পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি কে করিতে পারে? অতএব জানা যায় যে, অবিবেক ও কর্ম্মাদি ইহারাই ব্রহ্মলোক হইতে পুনরাবৃত্তির কারণ ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি হইলেও উপদেশদ্বারা সেই লোকবাসিদিগের অনাবৃত্তি হইতে পারে। ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও যদি উপদেশশ্রবণ করিতে পারে, তাহাহইলে সেই উপদেশদ্বারা তাহাদিগের আবৃত্তির নিবৃত্তিতে বাধ কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন মনুষ্যলোকবাসিদিগের কেবল উপদেশশ্রবণমাত্র তত্ত্বজ্ঞাননিষ্পত্তি হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মলোকাদিনিবাসী পুরুষেরও কেবল উপদেশশ্রবণমাত্রে তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইতে

পারম্পর্য্যেণ তৎসিদ্ধৌ বিমুক্তিশ্রুতিঃ ॥ ৫৮ ॥

গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেঽপ্যুপাধিযোগাদ্ভোগদেশ-কাললাভো ব্যোমবৎ ॥ ৫৯ ॥

নন্বেবং ব্রহ্মলোকাদনাবৃত্তিরিতি শ্রুতেঃ কা গতিস্তত্রাহ। ব্রহ্মলোকাদি-গতানাং শ্রবণমননাদিপরম্পরয়া প্রায়শো জ্ঞানসিদ্ধৌ সত্যাং বিমুক্তিশ্রবণম্। ন তু সাক্ষাদ্গতিমাত্রেণেত্যর্থঃ। প্রায়িকত্বাদন্যলোকাদ্বিশেষ ইতি ॥ ৫৮ ॥

পরিপূর্ণত্বেঽপ্যাত্মনো গতিশ্রুতিমুপপাদয়তি। ব্যাপকত্বেঽপ্যাত্মনো গতিশ্রবণানুরোধেন ভোগদেশস্য কালবশাল্লাভঃ সিদ্ধ্যতি। ব্যোমবদুপাধি-যোগেনেত্যর্থঃ। যথা হ্যাকাশস্য পূর্ণত্বেঽপি দেশবিশেষগতির্ঘটাদ্যুপাধি-

---

পারে না; অতএব কেবল উপদেশমাত্রই যে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয়, এমত নিয়ম নাই ॥ ৫৭ ॥

যদি ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইলে পুনরাবৃত্তি হইল, তবে যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মলোকবাসীর অনাবৃত্তি উক্ত আছে, সেই সকল শ্রুতির কিরূপে উপপত্তি হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ব্রহ্মলোকাদিবাসীদিগের শ্রবণ-মননাদিদ্বারা পরম্পরারূপে জ্ঞানসিদ্ধি হইলেই মুক্তি হইতে পারে, এই-রূপ শ্রবণ আছে, কেবল ব্রহ্মলোকে গমনমাত্রই মুক্তি হয় না; অতএব ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্তির পরেও শ্রবণ-মননাদিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তি হইলে তাহার আর সংসারে আবৃত্তি হয় না; ইহাই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তের অনাবৃত্তিপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ। অন্যান্য লোকপ্রাপ্তি হইতে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির কিছু বিশেষ আছে ॥ ৫৮ ॥

পূর্ণ আত্মারও সংসারগতিশ্রবণ আছে, এইক্ষণ পূর্ণ আত্মার গতিপ্রতি-পাদক শ্রুতির উপপাদন করিতেছেন।—আত্মা সর্ব্বব্যাপক হইলেও তাহার গতিশ্রবণের অনুরোধে কালবশত ভোগদেশের লাভ হয়, আত্মা কালবশত ভোগদেশে গমন করিয়া থাকেন, তাহাতে আত্মার সংসারগতি প্রসিদ্ধ হই-য়াছে। যেমন আকাশ পূর্ণ হইলেও ঘটাদি উপাধিযোগে তাহার দেশ-বিশেষে গতি হয়; এইরূপ ব্যবহার আছে, সেইরূপ উপাধিযোগবশতই যে

অনধিষ্ঠিতস্য পূতিভাবপ্রসঙ্গাচ্চ তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৬০ ॥

অদৃষ্টদ্বারা চেদসম্বদ্ধস্য তদসম্ভবাজ্জলাদিবদঙ্কুরে ॥ ৬১ ॥

যোগাদ্ব্যবহ্রিয়তে তথৈবেতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা। ঘটো নীয়তে নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ॥" ইতি ॥৫৯॥

ভোক্তুরধিষ্ঠানাদ্ভোগায়তননির্ম্মাণমিতি যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি সূত্রাভ্যাম্। ভোক্তুরনধিষ্ঠিতস্য শুক্রাদেঃ পূতিভাবপ্রসঙ্গান্ন পূর্ব্বোক্তভোগায়তনসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

নন্বধিষ্ঠানং বিনৈবাদৃষ্টদ্বারা ভোক্তৃভ্যো ভোগায়তননির্ম্মাণং ভবতু তত্রাহ। শুক্রাদৌ সাক্ষাদসম্বদ্ধস্যাদৃষ্টস্য শরীরাদিনির্ম্মাণে ভোক্তৃদ্বারত্বাসম্ভবাদ্বীজাসম্বদ্ধানাং জলাদীনামঙ্কুরোৎপত্তৌ কর্ষকাদিদ্বারত্ববদিত্যর্থঃ। অতঃ স্বাশ্রয়সংযোগসম্বন্ধেনৈবাদৃষ্টসম্বন্ধঃ শুক্রাদিষু বক্তব্যঃ। তথা চ সিদ্ধমদৃষ্টবদাত্মসংযোগরূপেণাধিষ্ঠানস্য ভোগোপকরণনির্ম্মাণহেতুত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

আত্মার ভোগদেশে গতি হয়, তাহাতেই তাহার সংসারগতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "ঘটকে স্থানান্তরে লইয়া যায়, কিন্তু আকাশ স্থানান্তরিত হয় না।" এইস্থলে যেমন ঘটকে লইয়া গেলেই সেই ঘটসংবৃত আকাশও নীয়মান হয়, সেইরূপ উপাধির গতিতেই আত্মার গতি অনুভব হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভোক্তার অধিষ্ঠানেই ভোগায়তনশরীরের নির্ম্মাণ হয়, এইক্ষণ বক্ষ্যমাণ সূত্রদ্বয়ে উক্ত বিষয় প্রপঞ্চিত হইতেছে।—ভোক্তার অধিষ্ঠানব্যতিরেকে শুক্রশোণিতসম্ভূত শরীরের পূতিভাব হইতে পারে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ভোগায়তন শরীরের সিদ্ধি হয় না। অতএব শরীরে পুরুষের অধিষ্ঠানস্বীকার করিতে হয় ॥ ৬০ ॥

যদি বলি, ভোক্তার অধিষ্ঠানব্যতিরেকেও কেবল অদৃষ্টদ্বারাই ভোগায়তনশরীর নির্ম্মাণ হইতে পারে। এই আশয়ে বলিতেছেন।—শুক্রাদিতে সাক্ষাৎ ভোগকর্ত্তার সম্বন্ধ নাই; সুতরাং শরীরনির্ম্মাণে ভোক্তা পুরুষ কারণ হইতে পারে না। যেমন কর্ষণাদিদ্বারা বীজাসম্বদ্ধ জলাদির অঙ্কুরোৎপত্তি

নির্গুণত্বাৎ তদসম্ভবাদহঙ্কারধর্ম্মা হ্যেতে ॥ ৬২ ॥

বিশিষ্টস্য জীবত্বমন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥ ৬৩ ॥

বৈশেষিকাদিনয়েনেনাদৃষ্টস্য সম্বন্ধঘটকতয়াত্মনোঽধিষ্ঠাতৃত্বং স্থাপিতং স্বসিদ্ধান্তে ত্বদৃষ্টাদীনামাত্মধর্ম্মত্বাভাবাৎ তদ্দ্বারা ভোক্তুর্হেতুত্বমেব ন সম্ভবতীত্যাহ। ভোক্তুর্নির্গুণত্বেনাদৃষ্টাসম্ভবাচ্চ নাদৃষ্টদ্বারকত্বম্। হি যস্মাদেতেঽদৃষ্টাদয়োঽহঙ্কারস্যান্তঃকরণসামান্যস্যৈব ধর্ম্মা ইত্যর্থঃ। তথা চাস্মন্মতে দ্বারনৈরপেক্ষ্যেণ সংযোগমাত্রেণ সাক্ষাদেব ভোক্তুরধিষ্ঠানং সিদ্ধ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

ননু চেৎ পুরুষো ব্যাপকস্তর্হি—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" ইতি শ্রুতিপ্রতিপাদিতং জীবপরিচ্ছিন্নত্বমনুপপন্নম্ তথেশ্বরপ্রতিষেধাৎ পুরুষাণাং চৈকরূপ্যাজ্জীবাত্মপরমাত্মবিভাগোঽপি শাস্ত্রীয়োঽনুপপন্ন ইতি। তামিমামাশঙ্কাং পরিহর্ত্তু-

হইতে পারে না, সেইরূপ অদৃষ্টসম্বন্ধ না থাকিলে কেবল ভোগকর্ত্তাদ্বারা শরীরনির্ম্মাণ সম্ভবে না। অতএব স্বাশ্রয়সংযোগসম্বন্ধেই শুক্রাদিতে অদৃষ্টসম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ অদৃষ্টের আশ্রয় যে পুরুষ, শুক্রাদিতে তাহার সম্বন্ধ হইলেই শরীরনির্ম্মাণ হইতে পারে। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত অদৃষ্টের ন্যায় আত্মসংযোগরূপে অধিষ্ঠানের উপকরণই দেহনির্ম্মাণের হেতু ॥ ৬১ ॥

বৈশেষিকাদির মতে অদৃষ্টের সম্বন্ধঘটকতাপ্রযুক্ত আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু স্বমতে অদৃষ্টাদি আত্মার ধর্ম্ম নহে; সুতরাং সেই অদৃষ্টদ্বারা ভোক্তা পুরুষ হেতু হইতে পারেন না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—ভোক্তাপুরুষ নির্গুণ বলিয়া অদৃষ্টদ্বারা তিনি হেতু হইতে পারেন না; যেহেতু এই সকল অদৃষ্টাদি অন্তঃকরণ-সামান্যরূপ অহঙ্কারের ধর্ম্ম। তবে আমাদিগের মতে দ্বার অপেক্ষা না করিয়া সংযোগমাত্রেই ভোক্তার অধিষ্ঠান সিদ্ধ আছে ॥ ৬২ ॥

যদিও পুরুষ সকলের ব্যাপক বটে, তথাপি "কেশাগ্রের শতভাগের একভাগকে শতাংশ করিলে তাহার এক এক ভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম, জীবও সেই-

মাহ। জীববলপ্রাণধারণয়োরিতি ব্যুৎপত্ত্যা জীবত্বং প্রাণিত্বং তচ্চাহঙ্কার-বিশিষ্টপুরুষস্য ধর্ম্মো ন তু কেবলপুরুষস্য। কুতঃ। অন্বয়ব্যতিরেকাৎ। অহঙ্কারবতামেব সামর্থ্যাতিশয়প্রাণধারণয়োর্দ্দর্শনাৎ। তচ্ছূন্যানাং চ চিত্ত-বৃত্তিনিরোধস্যৈব দর্শনাৎ। প্রবৃত্তিহেতুরাগোৎপাদকস্যাহঙ্কারস্যাভাবাদি-ত্যর্থঃ। তথা চান্ত করণোপাধিকং জীবস্য পরিচ্ছিন্নত্বং পরমাত্মাখ্যাৎ কেবল-পুরুষাদ্ভিন্নত্বং চেতি ভাবঃ। অনেন সূত্রেণ বিশিষ্টস্য ভোক্তৃত্বং বা ত্বমহম্প্র-ত্যয়গোচরত্বং বা নোক্তম্। সাক্ষাৎকাররূপস্য ভোগস্যাহঙ্কারধর্ম্মত্বাভাবাৎ। ত্বমহন্ধর্ম্মিপুরস্কারেণ বিবেকানুপপত্তেশ্চ। কিন্তু—"যদা ত্বভেদবিজ্ঞানং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। ভবেৎ তদা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পাশচ্ছেদো ভবিষ্যতি॥ আত্মানং দ্বিবিধং প্রাহুঃ পরাপরবিভেদতঃ। পরস্তু নির্গুণঃ প্রোক্ত অহ-

---

রূপ সূক্ষ্ম পদার্থ এবং এই জীব অনন্ত" এইরূপ জীবলক্ষণ শ্রুতিতে প্রতি-পাদিত আছে। উক্তরূপ শ্রুতিপ্রতিপাদিত জীবের পরিচ্ছিন্নত্ব অনুপপন্ন হইতেছে এবং স্বমতে ঈশ্বরপ্রতিষেধহেতু ও পুরুষের একরূপতাপ্রযুক্ত শাস্ত্রোক্ত আত্ম-পরমাত্ম-বিভাগও অসিদ্ধ হইতেছে; এই আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন।—"জীবধাতুর অর্থ বল ও প্রাণধারণ" এই অনুশাসনবলে জীবশব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ প্রাণী, এই প্রাণিত্ব অহঙ্কারবিশিষ্ট পুরুষের ধর্ম্ম, কেবল পুরুষের ধর্ম্ম নহে, যেহেতু অহঙ্কারবলে পুরুষেরই অতিশয় সামর্থ্য ও প্রাণধারণ দেখা যায়, তদ্ভিন্ন সামার্থ্যাতিশয় ও প্রাণধারণ দৃষ্ট হয় না, তাহাদিগের চিত্তনিরোধই দেখা গিয়া থাকে, এইরূপ অন্বয়ব্যতিরেক-দ্বারা অহঙ্কারবান্ পুরুষই জীব। অহাঙ্করভিন্নের বৃত্তির হেতুভূত রাগের উৎপাদক অহঙ্কারের অভাব আছে। এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, জীবের যে পরিচ্ছিন্নত্ব, তাহা অন্তঃকরণোপাধিক, অর্থাৎ যখন জীব অন্তঃরণবিশিষ্ট হয়, তখনই সেই জীব পরিচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে এবং ঐ জীব যে পরমাত্মরূপ কেবল পুরুষ হইতে বিভিন্ন, তাহাও প্রতিপন্ন হইল। এই সূত্রে বিশিষ্ট পুরুষই ভোক্তা, অথবা তুমি আমি এইরূপ প্রতীতির গোচর বলিয়া উক্ত হয় নাই। সাক্ষাৎকাররূপ ভোগ অহঙ্কারের ধর্ম্ম নহে। যেহেতু তুমি আমি এইরূপে বিবেকের উৎপত্তি হইতে পারে না। "যখন জীবাত্মা

অহঙ্কারকর্ত্রধীনা কার্য্যসিদ্ধের্নেশ্বরাধীনা প্রমাণা-
ভাবাৎ ॥ ৬৪ ॥

স্কারযুতোঽপরঃ॥” ইত্যাদিবাক্যশতোক্তো জীবাত্মপরমাত্মবিভাগ এব প্রদর্শিতঃ। তত্র জীবতায়ামহঙ্কার উপলক্ষণমেবেতি ॥ ৬৩ ॥

ইদানীং মহদহঙ্কারয়োঃ কার্য্যভেদং প্রতিপিপাদয়িষুরাদাবহঙ্কারকার্য্যমাহ। অহঙ্কাররূপো যঃ কর্ত্তা তদধীনৈব কার্য্যসিদ্ধিঃ সৃষ্টিসংহারনিষ্পত্তির্ভবতি। তাদৃশবলস্যাহঙ্কারকার্য্যত্বাৎ। অনহঙ্কৃতেষু তৎসামর্থ্যাদর্শনাৎ। ন তু বৈশেষিকাদ্যুক্তানহঙ্কৃতপরমেশ্বরাধীনা। অনহঙ্কৃতস্রষ্টৃত্বে নিত্যেশ্বরে চ প্রমাণাভাবাদিত্যর্থঃ। অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি হ্যহঙ্কারপূর্ব্বিকৈব সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে তত্রাহংশব্দস্যানুকরণমাত্রত্বে প্রমাণাভাব ইতি। অনেন সূত্রেণাহঙ্কারোপাধিকং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ সৃষ্টিসংহারকর্তৃত্বং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমপি প্রতিপাদিতম্ ॥ ৬৪ ॥

ও পরমাত্মা এই উভয়ের অভেদজ্ঞান হয়, তখনই জীবের সংসারবন্ধনের ছেদ হইতে পারে। আত্মা দ্বিবিধ, পরাত্মা ও অপরাত্মা। যিনি নির্গুণ, তিনি পরাত্মা, আর যিনি অহঙ্কারযুক্ত, তিনিই অপরাত্মা।” ইত্যাদি শত শত বাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ উক্ত আছে। ৬৩।

এইক্ষণ মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার এই উভয়ের কার্য্যভেদ প্রতিপাদনার্থ প্রথমতঃ অহঙ্কারের কার্য্যনিরূপণ করিতেছেন।—অহঙ্কাররূপ যে কর্ত্তা, কার্য্যসিদ্ধি তাঁহারই অধীন। সেই অহঙ্কাররূপ কর্ত্তাই সৃষ্টিসংহার করিয়া থাকেন। যেহেতু সৃষ্টিসংহারের উপযোগী সামর্থ্য অহঙ্কারেরই কার্য্য, যাহার অহঙ্কার নাই, তাহার উক্তরূপ সৃষ্টিসংহারোপযোগী সামর্থ্য নাই। বৈশেষিকেরা যে সৃষ্টিকে অহঙ্কৃত পরমেশ্বরের অধীন বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা নহে। যেহেতু অহঙ্কারবিহীন নিত্য ঈশ্বর যে সৃষ্টি করেন, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। “অহং বহু স্যাং” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে অহঙ্কারপূর্ব্বক সৃষ্টি জানা যায়, এই স্থলে অহং শব্দের অনুকরণমাত্র স্বীকার করা যায়, যেহেতু অহং শব্দের অনুকরণে কোন প্রমাণ নাই। এইক্ষণ এই সূত্রদ্বারা অহঙ্কারোপাধিক ব্রহ্মা ও রুদ্রের শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ সৃষ্টি ও সংহার উপপন্ন হইল, অর্থাৎ অহঙ্কা-

অদৃষ্টোদ্ভূতিবৎ সমানত্বম্॥ ৬৫ ॥

মহতোঽন্যৎ ॥ ৬৬ ॥

নম্বু ভবত্বহঙ্কারোঽন্যেষাং কর্ত্তাহঙ্কারস্ত তু কঃ কর্ত্তা তত্রাহ। যথা সর্গাদিষু প্রকৃতিক্ষোভককর্ম্মাভিব্যক্তিঃ কালবিশেষমাত্রাদ্ভবতি তদুদ্বোধককর্ম্মান্তরস্ত কল্পনেঽনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ তথৈবাহঙ্কারঃ কালমাত্রনিমিত্তাদেব জায়তে ন তু তস্যাপি কর্ত্রন্তরমস্তীতি সমানত্বমাবয়োরিত্যর্থঃ। ৬৫।

অহঙ্কারকার্য্যাৎ সৃষ্ট্যাদের্যদন্যৎ পালনাদিকং তন্মহত্তত্ত্বাদ্ভবতি। বিশুদ্ধসত্ত্বতয়াভিমানরাগাদ্যভাবেন পরানুগ্রহমাত্রপ্রয়োজনকত্বাদিত্যর্থঃ। অনেন চ সূত্রেণ মহত্তত্ত্বোপাধিকং বিষ্ণোঃ পালকত্বমুপপাদিতম্। মহত্তত্ত্বোপাধিকত্বাৎ তু বিষ্ণুর্মহান্ পরমেশ্বরো ব্রহ্মেতি চ গীয়তে তদুক্তম্—"যথাহর্ব্বাসু-

---

রোপধিক ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন এবং অহঙ্কারবিশিষ্ট রুদ্র সংহার করেন। ইহাই শ্রুতিস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে, এই সূত্রদ্বারাও তাহাই প্রতিপাদিত হইল ॥৬৪॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, অহঙ্কারই অন্যান্য পদার্থের কর্ত্তা, কিন্তু অহঙ্কারের কর্ত্তা কে? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন।—যেমন সৃষ্টিবিষয়ে কালবশতই প্রকৃতির চাঞ্চল্যাদি কর্ম্মের অভিব্যক্তি হয়, তাহাতে অন্য কোন কর্ম্মস্বীকার করিলে অনবস্থা হইয়া থাকে। এক কর্ম্মের নিমিত্তরূপে কর্ম্মান্তরস্বীকার করিলে কর্ম্মের অভিব্যক্তির নিমিত্ত বলিয়া অন্য কর্ম্মের আবশ্যক করে, এইরূপে যুগসহস্রেও কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষার শেষ হয় না। এইরূপ অনবস্থাভয়েই সৃষ্টিতে কালবশত প্রকৃতির অভিব্যক্তিস্বীকার করা যায়. সেইরূপ অহঙ্কারও কালাদিনিমিত্ত হইতে জন্মিয়া থাকে, তাহার অন্য কর্ত্তা নাই ॥ ৬৫ ॥

অহঙ্কারের কার্য্যসৃষ্টির পর যে পালনাদি কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা মহত্তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হয়। বিষ্ণু বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, তাঁহার অভিমান-রাগাদি কিছুই নাই, কেবল পরানুগ্রহ তাঁহার প্রয়োজন ; সেই বিষ্ণু অহঙ্কারোপাধিক হইয়া সৃষ্ট প্রজাবর্গের পালন করেন, ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য। তিনি মহত্তত্ত্বোপাধিক বলিয়াই "বিষ্ণু মহান্ পরমেশ্বর ও ব্রহ্ম" এইরূপে লোকে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, যাহাকে বাসুদেব বলা

কর্ম্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বস্বামিভাবোঽপ্যনাদির্ব্বীজা-
ঙ্কুরবৎ ॥ ৬৭ ॥

দেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্।” ইতি। অত্র শাস্ত্রে কারণব্রহ্ম তু পুরুষসামান্যং নির্গুণমেবেষ্যতে। ঈশ্বরানভ্যুপগমাৎ। তত্র চ কারণশব্দঃ স্বশক্তিপ্রকৃত্যুপাধিকো বা নিমিত্তকারণতাপরো বা পুরুষার্থস্য প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকত্বাদিতি মন্তব্যম্ ॥ ৬৬ ॥

অবিবেকনিমিত্তকঃ প্রকৃতিপুরুষয়োর্ভোগ্যভোক্তৃভাব ইতি প্রাগুক্তম্। তত্রাবিবেক এব কিন্নিমিত্তক ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামবিবেকধারাকল্পনেঽনবস্থাপত্তিরিত্যাশঙ্কায়াঃ প্রামাণিকত্বেন পরিহারঃ সর্ব্ববাদিসাধারণ ইত্যাহ। যেষাং

যায়, তিনিই মহত্তত্ত্বাত্মক চিত্ত। সাংখ্যবাদীরা তাহা ঈশ্বরের স্বীকার না করিয়া কারণব্রহ্মকে পুরুষসামান্য নির্গুণরূপে ইচ্ছা করেন। এই স্থলে যিনি স্বীয়শক্তি প্রকৃতিরূপ উপাধিবিশিষ্ট, অথবা নিমিত্তকারণোপাধিক, তিনিই কারণব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হয়েন। যেহেতু এই কারণব্রহ্মই প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, অর্থাৎ ইহার প্রবর্ত্তনাতেই প্রকৃতি কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অবিবেকবশতই প্রকৃতি ভোগ্য ও পুরুষ ভোক্তা, এইরূপ বোধ হইয়া থাকে; সুতরাং অবিবেকই প্রকৃতি-পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃভাবের নিমিত্ত। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই অবিবেকের নিমিত্ত কি? এই আকাঙ্ক্ষার নিরাসার্থ ধারাবাহিক অবিবেককল্পনা করিলে অনবস্থাদোষ হয়। অবিবেকের কারণ অবিবেক, আবার সেই কারণীভূত অবিবেকেরও অবিবেককারণতাস্বীকার করিলে অনন্ত অবিবেককল্পনা করিয়াও কারণতানিরূপণ করা যায় না; সুতরাং ধারাবাহিক অবিবেককল্পনাদ্বারা অবিবেকের নিমিত্তনির্ণয় অসম্ভব। অতএব কোন প্রামাণিক নিমিত্তনির্ণয় করাই সর্ব্ববাদীসাধারণ। এই অভিপ্রায়ে অবিবেকের নিমিত্তনিরূপণ করিতেছেন।—যাহারা সাংখ্যের একদেশবাদী, তাহাদিগের মতে স্বস্বামিতাই ভোগ্যভোক্তৃত্বভাব, অর্থাৎ প্রকৃতির স্বামী পুরুষ এইরূপ স্বামিত্বসম্বন্ধেই পুরুষের ভোক্তৃত্ব; সুতরাং উক্ত ভোগ্যভোক্তৃত্বভাব কর্ম্মনিমিত্তক। অতএব জানা যায় যে, উক্ত সাংখ্যিকদেশবাদিদিগের মতে

অবিবেকনিমিত্তো বা পঞ্চশিখঃ ॥ ৬৮ ॥

সাংখ্যৈকদেশিনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্ত চ স্বস্বামিভাবো ভোগ্যভোক্তৃভাবঃ কর্ম্মনিমিত্তকস্তন্মতেঽপি স প্রবাহরূপেণানাদিরেব। বীজাঙ্কুরবৎ প্রামাণিকত্বাদিত্যর্থঃ। আকস্মিকত্বে মুক্তস্তাপি পুনর্ভোগাপত্তেরিতি ॥ ৬৭ ॥

অবিবেকনিমিত্তকত্বমতেঽপ্যেতদনাদিত্বং সমানমিত্যাহ। অবিবেকনিমিত্তো বা স্বস্বামিভাব ইতি পঞ্চশিখ আহ। তন্মতেঽপ্যনাদিরিত্যর্থঃ। এতদেব স্বমতং প্রাগুক্তত্বাৎ। অবিবেকশ্চ প্রলয়েঽপি কর্ম্মবদেবাস্তি বাসনারূপেণেতি। বিবেকপ্রাগভাবোঽবিবেক ইতি মতে তু বীজাঙ্কুরবদনাদিত্বং ন ঘটতে। অখণ্ডপ্রাগভাবস্যৈবাখিলভোগহেতুত্বাদিতি ॥ ৬৮ ॥

প্রবাহরূপেই অবিবেক চলিতেছে; উহার আদি নাই। যেমন বীজাঙ্কুরস্থলে কার্য্যকারণভাব অনাদিরূপে উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ অবিবেকও অনাদি; বীজাঙ্কুরস্থলে যেরূপে অনবস্থাদোষের পরিহার পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই স্থলেও সেইরূপে পরিহার করিলে অনবস্থাদোষের সম্ভব নাই। আর যদি বল, অবিবেকের কোন নিমিত্ত নাই, উহা আকস্মিক, অর্থাৎ কখন কখন হঠাৎ আপনিই উপস্থিত হইয়া পড়ে, তাহাহইলে মুক্ত পুরুষেরও ঐ অবিবেক উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার বিষয়ভোগ হইতে পারে ॥ ৬৭ ॥

যাঁহারা অবিবেকের নিমিত্তস্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতেও অবিবেকের অনাদিত্ব তুল্যরূপ দেখা যাইতেছে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পঞ্চশিখাচার্য্য বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের যে ভোগ্যভোক্তৃভাব, তাহাও অবিবেকনিমিত্তক। এই মতেও অবিবেক অনাদি বলিয়া জানা যাইতেছে। এই পঞ্চশিখাচার্য্যের মতই সাংখ্যাচার্য্য স্বীকার করেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যেহেতু প্রলয়কালেও এই অবিবেক বাসনারূপ কর্ম্মের স্থায় বিদ্যমান থাকে; সুতরাং অবিবেকের অনাদিত্ব তুল্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। আর যদি বল, বিবেকের প্রাগভাবই অবিবেক, তাহাহইলেও বীজাঙ্কুরের স্থায় অবিবেকের অনাদিত্ব সম্ভবে না। যেহেতু অখণ্ড প্রাগভাবই অখিল ভোগের হেতু ॥ ৬৮ ॥

লিঙ্গশরীরনিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্য্যঃ ॥ ৬৯ ॥

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ ॥৭০॥

ইতি কাপিলসাংখ্যপ্রবচনে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ইতি সাংখ্যদর্শনম্ সমাপ্তম্।

সনন্দনাচার্য্যস্তু লিঙ্গশরীরনিমিত্তকঃ প্রকৃতিপুরুষয়োর্ভোগ্যভোক্তৃভাব ইত্যাহ। লিঙ্গশরীরদ্বারৈব ভোগাদিতি। তন্মতেঽপ্যনাদিঃ স ইত্যর্থঃ। যদ্যপি প্রলয়ে লিঙ্গশরীরং নাস্তি তথাপি তৎকারণমবিবেককর্ম্মাদিকং পূর্ব্বসর্গীয়লিঙ্গশরীরজন্যমস্তি তদ্দ্বারা বীজাঙ্কুরতুল্যত্বং স্বস্বামিভাবলিঙ্গশরীরয়োরিত্যাশয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

শাস্ত্রবাক্যার্থমুপসংহরতি। কর্ম্মনিমিত্তো বাবিবেকাদিনিমিত্তো বা ভবতু প্রকৃতিপুরুষয়োর্ভোগ্যভোক্তৃভাবঃ সর্ব্বথাপ্যনাদিত্বয়া দুরুচ্ছেদ্যস্তু তস্যো-

---

সনন্দনাচার্য্য বলেন, প্রকৃতি-পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃভাবে লিঙ্গশরীরই নিমিত্ত। যেহেতু লিঙ্গশরীরদ্বারাই পুরুষের ভোগ হইয়া থাকে। এইমতেও অবিবেক অনাদি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যদিও প্রলয়কালে লিঙ্গশরীর থাকে না বটে, তথাপি লিঙ্গশরীরের কারণীভূত পূর্ব্বসৃষ্ট লিঙ্গশরীরজন্য অবিবেক ও কর্ম্মাদি বিদ্যমান থাকে। এই বাসনা-কর্ম্মাদিদ্বারাই স্বস্বামিভাব ও লিঙ্গশরীর এই উভয়ের বীজাঙ্কুরতুল্যতা জানা যায়। যেমন অঙ্কুর হইতে বীজ হয় এবং সেই বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে, এইরূপ কার্য্যকারণভাব অনাদি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ লিঙ্গশরীর হইতে অবিবেকবশত বাসনাকর্ম্মাদি উৎপন্ন হয় এবং ঐ বাসনাকর্ম্মাদি হইতে পুনর্ব্বার লিঙ্গশরীর জন্মে, এইরূপে অবিবেকের অনাদিত্ব উপপন্ন হইতেছে। ৬৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত বাক্যার্থের উপসংহারে বলিতেছেন, প্রকৃতি-পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃভাব কর্ম্মনিমিত্তই হউক, অথবা অবিবেকনিমিত্তই হউক, সর্ব্বপ্রকারেই উহার অনাদিত্বপ্রযুক্ত উক্ত ভোগ্য ভোক্তৃভাবের উচ্ছেদসাধন অতিদুঃসাধ্য কার্য্য। উহার উচ্ছেদসাধনই পরমপুরুষার্থ। কোনরূপে ঐ দুরুচ্ছেদ্য

চ্ছেদঃ পরমপুরুষার্থ ইত্যর্থঃ। তদেতদাদৌ প্রতিজ্ঞাতং ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থ ইতি। নম্বত্র সুখদুঃখসাধারণভোগনিবৃত্তিঃ পুরুষার্থ উচ্যতে তত্র দুঃখমাত্রনিবৃত্তিরিতি কথং তত্রোক্তস্যাত্রোপসংহার ইতি চেন্ন। শব্দভেদেঽপ্যর্থাভেদাৎ। সুখং হি তাবদ্দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্তমিতি সুখভোগোঽপি দুঃখভোগ এব দুঃখভোগোঽপি প্রতিবিম্বরূপেণ পুরুষে দুঃখসম্বন্ধ এব স্বতো নিত্যনির্দুঃখত্বেন চ প্রথমসূত্রেঽপি প্রতিবিম্বরূপেণৈব দুঃখনিবৃত্তির্বিবক্ষিতেত্যেক এবার্থ উপক্রমোপসংহারসূত্রয়োরিতি। বহুলাংশস্য দ্বিরাবৃত্তিঃ শাস্ত্রসমাপ্ত্যর্থা ॥ ৭০ ॥

প্রকৃতি-পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃভাবের উচ্ছেদসাধন করিলেই সেই পুরুষ কৃতার্থ হইতে পারে। এই নিমিত্ত প্রথমে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ, এইরূপ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। এইক্ষণ সুখ দুঃখ উভয়সাধারণ ভোগনিবৃত্তিই পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইল। প্রথমতঃ কেবল দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই পুরুষার্থরূপে কথিত হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বাপরের বিরোধ দেখা যাইতেছে। যদি বলি, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থের উপসংহারার্থই পরে সুখদুঃখসাধারণ ভোগনিবৃত্তিকে পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইল, ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু শব্দভেদে অর্থেরও ভেদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দুঃখনিবৃত্তি এইরূপ উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ সুখদুঃখভোগনিবৃত্তি এইরূপ উক্ত হইল; সুতরাং শব্দভেদ দেখা যায়। অতএব উহাদিগের অর্থভেদেও সংশয় নাই; এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তির উপসংহারে সুখদুঃখ উভয়সাধারণ ভোগনিবৃত্তি এইরূপ বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সুখও দুঃখমধ্যে নিক্ষিপ্ত, সুতরাং সুখভোগও দুঃখভোগ বলিয়া জানা যায়। প্রতিবিম্বরূপে পুরুষে যে দুঃখভোগ হয়, তাহাতেই পুরুষের দুঃখসম্বন্ধ হইয়া থাকে। পুরুষ স্বভাবতঃ নিত্য দুঃখহীন হইলেও প্রথমসূত্রে প্রতিবিম্বরূপেই দুঃখনিবৃত্তি বিবক্ষিত হইয়াছে; সুতরাং উপক্রমে ও উপসংহারে একই অর্থপ্রকাশ পাইতেছে। শাস্ত্রসমাপ্তিতে শেষাংশের দুইবার আবৃত্তি প্রসিদ্ধ আছে। এই শাস্ত্রেও অধ্যায়ের শেষসূত্রের শেষ অংশ দুইবার আবৃত্তি করিতে হয়। ৭০ ॥

"শাস্ত্রমুখ্যার্থবিস্তারস্তন্ত্রাখ্যেঽমুক্তপূরণৈঃ। ষষ্ঠাধ্যায়ে কৃতঃ পশ্চাদ্বাক্যার্থশেষোপসংহৃতঃ॥" তদিদং সাংখ্যশাস্ত্রং কপিলমূর্ত্তির্ভগবান্ বিষ্ণুরখিললোকহিতায় প্রকাশিতবান্ যৎ তত্র বেদান্তিব্রুবঃ কশ্চিদাহ। সাংখ্যপ্রণেতা কপিলো ন বিষ্ণুঃ। কিন্ত্বগ্ন্যবতার কপিলান্তরম্—"অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ।" ইতি স্মৃতেরিতি। তল্লোকব্যামোহনমাত্রম্। "এতন্মে জন্মলোকেঽস্মিন্ মুমুক্ষূণাং দুরাশয়াৎ। প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্মদর্শনম্॥" ইত্যাদিস্মৃতিষু বিষ্ণ্বতারস্য দেবহূতিপুত্রস্যৈব সাংখ্যোপদেষ্টৃত্বাবগমাৎ। কপিলদ্বয়কল্পনাগৌরবাচ্চ। তত্র চাগ্নিশব্দোঽগ্ন্যাখ্যশক্ত্যাবেশাদেব প্রযুক্তঃ। যথা—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ।" ইতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে কালশক্ত্যাবেশাদেব কালশব্দঃ। অন্যথা বিশ্বরূপপ্রদর্শককৃষ্ণস্যাপি বিষ্ণ্বতারকৃষ্ণান্তেদাপত্তেরিতি দিক্॥

শাস্ত্রের মুখ্যার্থবিস্তারে যে সকল যুক্তি পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই, ষষ্ঠাধ্যায়ে সেই সকল যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বাক্যের উপসংহার হইল। ভগবান্ বিষ্ণুই কপিলমূর্ত্তিধারণ করিয়া লোকহিতার্থ এই সাংখ্যশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন বেদান্তাভিমানী বলেন, সাংখ্যশাস্ত্রপ্রণেতা কপিল বিষ্ণু নহেন, ইনি অগ্নির অবতারবিশেষ। যে কপিল বিষ্ণুর অবতার, তাঁহাকে অন্য কপিল বলিয়া জানিবে। এই বিষয়ে বেদান্তাভিমানীরা যে, "যে কপিল সাংখ্যশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত করেন, তিনি অগ্নি" এইরূপ স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বেদান্তাভিমানিদ্বারা উহারা কেবল লোকদিগকে মোহিত করিয়াছেন; উহা প্রকৃত কল্প নহে। বাস্তবিক সাংখ্যপ্রণেতা কপিলই বিষ্ণুর অবতার। অন্য কোন কপিল বিষ্ণুর অবতার নহেন। বিষ্ণু বলিয়াছেন যে, "এই নিমিত্তই আমার মনুষ্যলোকে জন্ম হইয়াছে, আমি মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের দুরাশয় নিবৃত্তি করিয়া যাহাতে তত্ত্বপরিজ্ঞান হইতে পারে, এইরূপ আত্মদর্শন বলিব।" ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, বিষ্ণু দেবহূতির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন; অতএব যিনি সাংখ্যশাস্ত্রপ্রণেতা কপিল, তিনিই বিষ্ণুর অবতার। বিশেষতঃ কপিলদ্বয়কল্পনাতে গৌরব হয়। "আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল" এই শ্রীকৃষ্ণবাক্যে কাল-

"সাংখ্যকুল্যাঃ সমাপূর্য্য বেদান্তমথিতামৃতৈঃ।
কপিলর্ষির্জ্ঞানযজ্ঞে ঋষীনাপায়য়ৎ পুরা॥
তদ্বচঃ শ্রদ্ধয়া তস্মিন্ গুরৌ চ স্থিরভাবতঃ।
তৎপ্রসাদলবেনেদং তচ্ছাস্ত্রং বিবৃতং ময়া॥"

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতে কাপিলসাংখ্যপ্রবচনস্য ভাষ্যে তন্ত্রাধ্যায়ঃ ষষ্ঠঃ॥ ৬॥

ইতি সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যং সমাপ্তম্॥

শক্তির আবেশবশতই কালশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি সাংখ্যপ্রণেতা কপিলকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার না কর, তাহাহইলে যে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনিও বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ নহেন, ইহা বলিতে পারি। যেমন তোমরা সাংখ্যপ্রণেতা কপিলকে বিষ্ণুর অবতার স্বীকার না করিয়া অন্য কপিলকে বিষ্ণুর অবতার বলিতেছ, সেইরূপ আমরাও অর্জ্জুনের বিশ্বরূপপ্রদর্শক শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার না বলিয়া অন্য কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, ইহা বলিতে পারি। "মহর্ষি কপিল বেদান্তসাগর মন্থন করিয়া অমৃতদ্বারা সাংখ্যকূপ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানযজ্ঞেতে সেই অমৃতদ্বারা ঋষিদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। আমি সেই সাংখ্যাচার্য্য কপিলের বাক্যে শ্রদ্ধা সংস্থাপনপূর্ব্বক গুরুতে অচলভক্তিযুক্ত হইয়া তাঁহার প্রসাদকণালাভদ্বারা তাঁহার শাস্ত্র বিবৃত করিলাম"।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

ইতি সাংখ্যদর্শনম্ সমাপ্তম্॥